মিত্র-প্রকাশ

সাহিত্যবিষয়ক পত্র।

--০০০(০)০০০--

মিত্রপ্রিয়ানন্দ-বিধানদক্ষো মিত্রাপ্রিয়োল্লাস-নিরাস-শূরঃ।
নানারসৈর্মিত্রগুণ-প্রকাশো মিত্র-প্রকাশোয়মুদেত্বুদারঃ॥

১ম পর্ব্ব। } শকাব্দা ১৭৯২। বঙ্গাব্দা ১২৭৭ বৈশাখ। } ১ম সং

পরমাত্মনে নমঃ।

শিবেচ্ছা সফলা যথা গণেন্দ্র কৃপায়,
গঙ্গাস্নানে যথা সর্ব্বতীর্থ ফল পায়,
এক ভক্তি করে যথা মুক্তি বিতরণ,
এক শান্তি যথা সর্ব্ব-তাপ নিবারণ।
সেইরূপী একমাত্র যাঁহার বন্দনে
সাদরে বন্দিত হন সর্ব্ব-দেবগণে,
কর-যোড়ে ভক্তিরস-গলিত-অন্তরে,
প্রণিপাত করি সেই সর্ব্বদেবেশ্বরে। ১

যার স্তব বিনে, বেদবাক্য উচ্চারণ
অরণ্যে রোদন—মাত্র অরণ্যে রোদন,
শত শত যাগ যজ্ঞ ব্রত আচরণ
ভস্মে ঘৃতার্পণ—মাত্র ভস্মে ঘৃতার্পণ;
ভাগীরথী আদি নানাতীর্থাবগাহন
অঙ্গের মার্জ্জ
সে কবে বাসনা কাম পূরাবারে পারে?
পূর্ণ-কাম হইবারে যদি অকিঞ্চন
কর তবে কল্পতরু যতনে সেবন। ২

—০—

কবীশ্বরীর প্রতি।

সুধাপানে অমরতা লভিতে নিরখি
সুরবৃন্দে, লোভে হয়ে ব্যাকুলিত-চিত
অসুর আকাঙ্ক্ষে যথা সেই রসপিতে.
হে ভারতি! নেহারিয়া তথা কবিকুলে
তব কৃপামৃতগুণে নশ্বর-জীবনে
প্রলভিতে কবি-কীর্ত্তি অমরতা-ধন,
লোভিত এ দাস—বৃথা আশার কুহকে
বাঞ্ছিলে কি পায় ক্রৌঞ্চ হংসের সম
নীর ক্ষীর বিচারে মরাল সুচতুর
যেরূপ সেরূপ

পূর্ব কি দুরাশা কভু ?—কোথা পাবে সেই,
ধনেশের সে সম্পদ সেই সুখধাম ?
কটিবে নিবাস তার ভূতল আসন।
কিন্তু দীনদয়াময়ি! যদিও এদাস
দানহীন ; তুমিত গো দীনের জননী।
মাতৃ-পাশে প্রার্থিতে কি অবোধ-সন্তান,
বিচারে সুযোগ্যাযোগ্য ? নভে সুধানিধি
বিরাজিত, নাবে যারে নরে পরশিতে,
া বিধু দানিতে কি মা বলেনা ভাসিয়া
ীর অল্পমতি-শিশু, জননীরে ?
বৎসলা মাতা, যদিও সে চাঁদ
অগ্রহণীয়, তবু কোন ছলে,
ধাকর প্রতিরূপ কৌশলে প্রদানি
নিবারেন সন্তানের নয়নের নীর,
রাখেন সুতের জেদ স্নেহরসে গলি।
হে বরদে! অজ-মুখাম্ভোজ-বিহারিণী
সব জননীর মত শক্তি মা তব
হে অম্বা, যদি তুমি ইচ্ছ বাগীশ্বরি
অসাধ্যসাধিকে, তবে কটাক্ষ লক্ষিয়া
অতুল কবিত্ব সুধারসে অভিষেকি
নর-নরে পার মাতঃ করিতে অমর ;
ভিখারি করিতে পার ধনেশ এমন,
ধনেশ লাজেন তার বৈভব নেহারি।
সকার্য্য সাধিকে!—তব অসাধ্য কি আছে ?
দয়া দীনদাসে, দীন দয়াময়ি!
দয়া বিনা কি গো এ 'মিত্র-প্রকাশ'
মের স্বার্থকতা পারিবে সাধিতে ?
য, গবন,

মিত্র-প্রকাশের উদ্দেশ্য।

মিত্র-প্রকাশ' প্রকাশিত হইতে চলিল। ইহা বঙ্গীয় সমাজে নব-নামে পরিচিত হইতেছে সত্য; কিন্তু ইহার সম্পাদক বঙ্গীয় পত্রিকা পাঠক এবং গ্রাহকসমাজের পরিচিত-পূর্ব্ব। সুতরাং ভূমিকায় তাহার আর এক্ষণে সাড়ম্বর-আত্মপরিচয় দানের অপেক্ষা করে না। কেবল পত্রখানীর উদ্দেশ্য ব্যক্ত করা আবশ্যক হইতেছে।

বঙ্গীয়সমাজে নানা বিষয়ে যে সকল পত্রিকা প্রচারিত হইতেছে, এখানীর দ্বারা তাহাদের সংখ্যা বৃদ্ধি করা আমাদিগের অভিপ্রেত নহে। যে প্রণালীর পত্রিকার সংখ্যা সমধিক নহে, এতদ্দ্বারা যথাকথঞ্চিৎ তাহার সংখ্যা বর্দ্ধন করাই আমাদিগের উদ্দেশ্য। প্রভাকর, সোমপ্রক বর্ত্তমানসত্ত্বে প্রদীপ প্রজ্বালিত করিয়া প্রকৃতিকে আলোকিত করিতে যত্নবান্ হওয়া এবং অমৃতবাজার সমীপস্থ থাকা সত্ত্বে টিটাগুড়ের পসা প্রসারিত করিয়া বসা, বেরূপ অবোধের কার্য্য, প্রদেশ হইতে রাজনৈতিক কোন পত্রিকা প্রকাশ করিয়া প্রবৃত্তির সন্তোষসাধনে প্রয়াস পাওয়াও সেইরূপ অপরিণামদর্শীর কার্য্য। সাম্প্রদায়িক বিষয়ের প্রচারার্থ হিন্দুহিতৈষিণী, হিন্দুরঞ্জিকা, ধর্ম্মতত্ত্ব ও ঢাকাপ্রকাশ যৎসামান্য নহে। সুতরাং তত্তৎ প্রণালীর পত্রিকার প্রচার অনাবশ্যকীয়। সন্ধান করিয়া দেখিতে গেলে বঙ্গীয়-সাহিত্য-বিষয়ক সামায়িক পত্রের সংখ্যা নিতান্ত অপ্রচুর; যে দুই চারিখানীর সত্তা আছে ... বিশেষ ত

না। আমরা বরাবর বঙ্গসাহিত্যের পক্ষপাতী, তদালোচনা ও তদ্রচনায় আমাদিগের সবিশেষ যত্ন আছে, সুতরাং এবার আমরা এই চিরপ্রিয় বাঞ্ছনীয় বিষয়ের সুবিধার নিমিত্ত এই পত্রখানীর প্রচারে প্রবৃত্ত হইলাম।

আমরা দেশ, কাল, পাত্র তথা আত্ম অবস্থা এবং ক্ষমতা বিবেচনা করিয়া এই নব পত্র সম্বন্ধে এইরূপ নিয়ম অবধারণে বাধ্য হইয়াছি। ইহা সংখ্যানুক্রমে প্রকাশিত হইতে থাকিবে। ইহার আয়তন ৮ ফর্ম্মা, দ্বাদশ খণ্ডের অগ্রিম মূল্য ৫৲ পাঁচ টাকা বট্ খণ্ডের মূল্য ৩৲ টাকা প্রত্যেক খণ্ডের ॥০ আট আনা। প্রদেশীয় গ্রাহকদিগকে ডাক মাসুল পৃথক্ দিতে হইবে। ইহার লেখ্য এস্থলে উল্লেখ করা বাহুল্য, সংক্ষেপে এই মাত্র বিজ্ঞাপ্য, এখানীতে বাঙ্গলাভাষার এবং বঙ্গ-সাহিত্য-সংক্রান্ত বিষয় সকলই বিন্যস্ত হইবে। যাহাতে বঙ্গ ভাষার উন্নতি, বঙ্গীয়-কবিদিগের কাব্যকলাপের উন্নতি এবং পরিচয় সাধারণ্যে বাহুল্যরূপে প্রকাশিত হয়, 'মিত্র-প্রকাশ' সর্ব্বথা তৎপ্রতি অবহিত থাকিবে। শুষ্ক সম্পাদকীয়রচনা মালায় ইহা পরিপূরিত হইবে না। অন্যান্য সাময়িক-পত্র সকলের যেরূপ পাঠ মাত্র প্রয়োজন নিঃশেষিত হয়, 'মিত্র-প্রকাশের' সেরূপ হইবে না। গ্রাহকগণ ইহার [illegible]

দৃষ্টে গ্রাহকগণ নামটীর সংলগ্নতা বিষয়ে সন্দিহান হইতে পারেন, অতএব তদ্বিষয়ে বিজ্ঞাপ্য এই,—মিত্র শব্দার্থে যখন, সূর্য্য, বন্ধু, এবং উপাধিবিশেষ গণ্য হইয়াছে, তখন ইহার একটা না একটা গ্রহণ করিলেই পত্রখানীর পক্ষে নামের অসংলগ্নতা দোষাশঙ্কা রহিবে না।

যে সকল স্নেহবান্ উদার ব্যক্তি এতৎ পত্র-সম্পাদকের বর্ত্তমানাবস্থা (পীড়িতাবস্থা) অবগত আছেন, তাঁহারা এসময় ইহার প্রচারকে অবিমৃষ্যকারিতার কার্য্য মনে করিবেন, সন্দেহ নাই। কিন্তু তাঁহারা এতৎ প্রচারের আবশ্যকতা অবগত হইলে, বোধ হয়, আর স্নেহসম্পৃক্ত অনুযোগ করণে বাধ্য হইবেন না। এতৎ পত্রপ্রকাশক একমাত্র কারণ-প্রণোদিত হইয়া ইহার প্রচারে প্রবৃত্ত হয় নাই, ত্রিবিধ কারণ সমবেত হইয়া তাহাকে এতৎ কার্য্যে আকর্ষণ করিয়াছে। তদেক পূর্ব্ব পরিচিত অনুগ্রাহক, গ্রাহক, এবং পাঠকবর্গের উত্তেজনা, দ্বিতীয়, ইহা যে যন্ত্রে যন্ত্রিত হইয়া প্রকাশিত হইতেছে তদধিকারী বালিয়াটী নিবাসী বিদ্যোৎসাহী শ্রীযুক্ত বাবু গিরিশচন্দ্র রায় চৌধুরী মহাশয়ের উদার অনুগ্রহের সমুচিত কৃতজ্ঞতা বৃত্তি, তৃতীয় প্রকাশকের সময়াসময় বে জীবিকা-তৃষ্ণা।

এক্ষণে হিতৈষী বন্ধু বান্ধবগণের নিকট প্রার্থনা এই, তাঁহারা কায়মনবাক্যে সকল মঙ্গলনিধান জগন্নাথ সমীপে এতৎপত্রসম্পাদকের পত্রখানীর সহিত অনাময়ত্ব প্রার্থনা করুন। তিনি দুর্ব্বলের বল, অসহায়ের সহায়, বিপন্নের বান্ধব; তাঁহার কৃপাকটাক্ষে অশেষ বিঘ্নবিপত্তি নিরাকৃত হইয়া থাকে।

—(০)—

বঙ্গভাষার আদি কবি ৺ কৃত্তিবাস ওঝার কাব্য-সংগ্রহ এবং তদীয় পরিচয়।

এই প্রস্তাবের শিরোভাগে যে মহাত্মার নামাঙ্কিত হইল, ইনি রামায়ণ (বাঙ্গলা) রচনার কল্যাণে অস্মদ্দেশীয় আবাল বৃদ্ধের পরিচিত। কিন্তু এই পরিচয় নাম মাত্রেই প্রায় সীমাবদ্ধ, নচেৎ ইনি কোন্ দেশজ, কত বৎসরের লোক, কোন্ শ্রেণীস্থ, কি ব্যবসায়ী, কাহার পুত্র, কাহার পৌত্র, ইত্যাদির পরিচয় দানে অনেকেই অক্ষম। ইহার কারণ কি? উত্তর, অনন্যসাধারণ ব্যক্তিদিগের জীবনবৃত্তান্ত লেখার প্রথার অসদ্ভাব। সুখের বিষয় এই যে, এতদ্দেশীয়দিগের -বৃদ্ধির সঙ্গে২ এই প্রয়োজনীয় বিষয়ের -। জ্ঞান উপচিত হইয়া আসিতেছে। কি- । কবিবর ৺ ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত এতদ্বিষয়ের ... করেন। তিনি স্বপ্রণীত প্রভাকর ... ভক্তিমান্ হইয়া রহিয়াছি এবং যাহাতে তাহাদিগের জীবনবৃত্তসহ কবিকীর্ত্তি সাধারণ্যে কীর্ত্তিত হয়, তজ্জন্য বিশেষ যত্ন পাইতেছি। ক্ষোভের বিষয় এই যে, আমরা আমাদিগের সেই ভক্তি সঞ্জাত-যত্নের কোন পরিচয় আজিও জনসমাজে প্রকাশ করিয়া উঠিতে পারি নাই। " কবিকলাপ " নামে একখানী পুস্তকে ৺কৃত্তিবাস, কবিকঙ্কণ ৺কাশী দাস এবং কবিরঞ্জনের জীবনী এবং তাহাদিগের রচিত কাব্যকলাপের কথঞ্চিৎ সমালোচনা করা হইয়াছে সত্য, কিন্তু তাহা এরূপ অসম্পূর্ণ এবং ভ্রমবিমিশ্রিত যে উল্লেখ করিতে লজ্জিত হইতে হয়। যৎকালে উক্ত 'কবিকলাপ' প্রচারিত করা হয়, তখন ভাবিয়াছিলাম, উহা একপ্রকার যতদূর হইবার, হইয়াছে; কিন্তু প্রচারের অব্যবহিত কাল পরেই জানিতে পারিলাম উহা যেরূপ অনুসন্ধান, এবং অনুশীলন করিয়া প্রচার করা উচিত ছিল, তাহার অনেক ত্রুটি হইয়াছে। এমন কি বর্ণিত কোন২ কবির জীবনীতে অযথা অনুমান পর্য্যন্ত করা গিয়াছে। এতন্নিবন্ধন আমরা ' কবিকলাপ ' প্রচারে নিতান্ত শ্লোথগতি অবলম্বন করিয়া কয়েক বৎসর যাবত পূর্ব্বোক্ত কবিগণের জীবনবৃত্তের অনুসন্ধানে যত্নশীল থাকি। এই যত্ন আমাদিগের সম্যক্ সফল না হউক, কতদূর কৃতার্থ হইয়াছে। এতৎ সংখ্যা- ... কিঞ্চিৎ পরিচয় দেওয়া যাইতেছে।

অনল্প দেখিতে পাওয়া যায়। এই সকল কাব্যের গায়কগণ ৭।৮ জনে সম্প্রদায় বাঁধিয়া গানের ব্যবসায় করিয়া থাকেন। এই ৭।৮ জনের মধ্যে একজন 'মূল গায়েন' বা গায়ক উপাধিক, অবশিষ্ট সকলকে 'দোয়ার' বলে। দোয়ারেরা তানলয়স্বরসংমিশ্রিষ্ট ধুয়া গাইতে থাকেন, মূলগায়ক মূলকাব্যের কবিতা সকল সেই সকলে যোগ করিয়া বলিয়া যান। কখন২ বা মূলগায়ক কথকতার ধরণে গদ্যে প্রস্তাবের সুসংলগ্নতা করিয়া লইয়া থাকেন। দোয়ারেরা মন্দিরা বা খোল বাজাইয়া তাল দিতে থাকেন, মূলগায়কের হস্তে একটী কৃষ্ণবর্ণ চামর থাকে, তিনি সময়২ তাহা সঞ্চালন করিয়া কাব্যের বর্ণিত বিষয়ের ভাবভঙ্গী দর্শাইয়া থাকেন। এই সকল গায়ক সংপ্রদায় রাঢ় অঞ্চলেই সুলভ। ইহার কারণ এই যে, যে সকল কাব্য বর্ণিতরূপ কীর্ত্তিত হইয়া থাকে, ঐ সকল কাব্যপ্রণেতৃগণ প্রায়ই রাঢ়দেশজ, সুতরাং রাঢ়াঞ্চলেই এইসকল কাব্যগায়ক নরবিদিগের কাব্য সকল রচনার পর হইতে এ পর্য্যন্ত ধারাবাহিক রূপে সুলভ হইয়া আসিতেছে। এই সকল গায়ক সংপ্রদায়ের মধ্যে যাহারা কৃত্তিবাসী রামায়ণ গায়ক, প্রোক্ত কবির কবিকীর্ত্তি-সৌধের তাহারাই ভিত্তি স্বরূপ। ...

থিত হওয়ার সম্ভাবনা, ঐ রামায়ণের রচনা প্রণালী সেইরূপ।

অধুনা কৃত্তিবাসী রামায়ণ নামে যে সকল পুস্তক দেখিতে পাওয়া যায়, উহা ৺জয়গোপাল তর্কালঙ্কার কর্ত্তৃক পরিশোধিত। ইনি বঙ্গভাষার কৌমার দশায় প্রাদুর্ভূত হন। ইহার কবিত্বশক্তি ছিল, ক্ষোভেরবিষয় এই যে, ইনি তাহা কোন কাব্যরচনায় না দর্শাইয়া আদিকবির কবিত্বে মিশ্রিত করিয়া বঙ্গভাষার আদিকাব্যখানীকে বিকৃত করিয়া গিয়াছেন। বিকৃতির যাহা কিছু অবশিষ্ট ছিল, মুদ্রাকরেরা প্রত্যেক মুদ্রণে তাহার পর্য্যাপ্তি সাধন করিয়া তুলিয়াছে। বস্তুতঃ এক্ষণকার কৃত্তিবাসীরামায়ণকে জয়গোপালী রামায়ণ বলা অসঙ্গত নহে। তর্কালঙ্কার মহাশয়ের এই অনুচিত কার্য্য প্রাচীনলোকদিগের মধ্যে অনেকেই অবগত আছেন, সুতরাং ইহার প্রমাণার্থ বিশেষ আয়াস করা অনাবশ্যক। যাঁহারা সন্দেহ করেন, তাঁহাদিগকে অনুরোধ, তাহারা যেন অরণ্যকাণ্ডের সীতা হরণান্তর শ্রীরামচন্দ্রের বিলাপ, এবং লঙ্কাকাণ্ডের শ্রীরামের দুর্গোৎসব এই বিষয় দুইটীর রচনা সমাহিত-চিত্তে প[ড়]িয়া দেখেন, উহা বঙ্গভাষার বাল্যদশা[য়] কি কৌমারকালের গ্রথিত, কি প্রতীত হ[য়] হইলেই গতসংশয় হই[বেন]...

"গীত গোবিন্দের" ন্যায় গীত হয়, ইহাই তাঁহার রামায়ণ রচনার উদ্দেশ্য ছিল। তাঁহার সুবিস্তৃত কাব্যের অধিকাংশ ভণিতায় এতৎ অভিপ্রায়ের প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই কারণেই আদিকবি ছন্দরক্ষার প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া যেরূপ রচনায় গান চলিতে পারে, সেইরূপই রচনা করিয়া গিয়াছেন। বর্ত্তমান রামায়ণে প্রায় ছন্দভঙ্গ দৃষ্ট হয় না; কোন চরণেই অক্ষর সংখ্যার ন্যূনতা নাই। ইহা কেবল ৺তর্কালঙ্কার মহাশয়ের লেখনী চালনার ফল। দুঃখের বিষয় এই যে, তর্কালঙ্কার মহাশয় কৃত্তিবাসী রামায়ণ সমূলসংশোধন দ্বারা বঙ্গসাহিত্য সংসারের যে কিরূপ অপূর্ব্ব-ক্ষতি করিয়াছেন, কবিত্ব-স্বাদকে তাহা অনুভব করিতে সমর্থ হয়েন নাই। যাহা হউক, রামায়ণ গায়কদিগের পুঁথি আলোচনা করিয়া আমাদিগের যেরূপ বিশ্বাস জন্মিয়াছে, বঙ্গীয়সাহিত্যরসজ্ঞ অভিজ্ঞগণের সেরূপ সংস্কার জন্মিবে কি না, সন্দেহ স্থল। তথাপি আমরা উক্ত গায়কদিগের নিকট হইতে রামায়ণ সংগ্রহ করণে বিরত হই ... যাহা সংগ্রহ করা হইয়াছে, তাহাও ৭। ... পুঁথির সহিত পাঠ ঐক্য করিয়া সংগ্রহ ...ছে। আমরা সেই সংগ্রহ পরীক্ষার্থ ..., অসম্পন্ন অরণ্যকাণ্ডের কিয়... ...ীন

যাঁহারা পুরুষপরম্পরা ক্রমে কৃত্তিবাসী রামায়ণ গানের ব্যবসায় করিয়া আসিতেছেন, আদিকবির পরিচয় সম্বন্ধে তাঁহাদিগের প্রদত্ত নিদর্শন নিতান্ত উপেক্ষণীয় নহে। এই গায়ক সম্প্রদায়ের নিকট তদ্বিষয়ের অনুসন্ধান লওয়াতে তাঁহারা আদিকবির এইরূপ পরিচয় প্রদান করেন।

"মুরারি নামেতে ওঝা ছিলেন কাশীবাসী।
করিলেন বসবাস ফুলিয়াতে আসি॥
হইলেন তাঁহার পুত্র বনমালী নাম।
রামভক্ত অনুরক্ত নানাগুণধাম॥
বাপ বনমালী ওঝা মাণিকি উদরে।
কৃত্তিবাস জন্মিলেন চারি সহোদরে॥
কৃত্তিবাস, শ্রীনিবাস, অদ্বৈত, ভাস্কর।
সবে সুপণ্ডিত অতি নানাগুণধর॥
কৃত্তিবাস পণ্ডিতের জন্ম শুভক্ষণ।
ভাষা কবি রচিলেন গ্রন্থ রামায়ণ॥
পরম আদরে বন্দি তাঁহার চরণ।
গাইব রচিলা যেমন রামায়ণ॥"

রামায়ণ গানারম্ভের প্রাক্কালে গায়কগণ যে বন্দনা গান করেন, সেই বন্দনার শেষভাগে তাহাদিগের পরমভক্তিভাজন রামায়ণ গানের সৃষ্টিকর্ত্তা ৺কৃত্তিবাসের এইরূপ পরিচয় দিয়া প্রায়ই বন্দনা করিয়া থাকেন। আমরা যে সকল রামায়ণ গায়কদিগের সহিত আদিকবির পরি... ...করিয়াছি; তাহাদিগের মধ্যে অতি

বিকে অসামান্য ভক্তি কবিয়া থাকেন, তাঁহারা যে আপনাদিগের পবমশ্রদ্ধাপদ ভক্তিভাজন গুরুব অলীক পরিচয় বিন্যাস কবিবেন, প্রযোজন কি ? যিনি এই বন্দনা রচনা কবিযাছেন, রচনা প্রণালী দৃষ্টে তাহাব আধুনিকত্ব উপলব্ধ হয না ; বিশেষ যখন সকলে এক একরূপ পবিচয বর্ণন কবিযাছেন, তখন কল্পিত স্বীকাব কবা সঙ্গত বোধ হয না। আমাদিগেব ‘ কবিকলাপে ’ এবং তদনুসাবী শ্রীযুতবাবু হবিমোহন মুখোপাধ্যায়ের কবিচবিতে ৺ কৃত্তিবাসেব পবিচয়ে ‘ ওঝা ’ শব্দের যেরূপ তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা কবা হইযাছে, তাহা নিতান্ত ভ্রমাত্মক, ‘ওঝা’ যে কাশ্যাঞ্চলীয ব্রাহ্মণ-শ্রেণীবিশেষেব উপাধি, ইহা আমবা কেহই চিন্তা কবিয়া দেখিনাই। ৺কৃত্তিবাস যে পিতৃনাম উল্লেখ পবিত্যাগ কবিযা বারংবাব পিতামহ মুবাবি ওঝাব নাম উল্লেখ কবিয়াছেন, ইহাব তাৎপর্য্যই এই যে, ওঝা ব্রাহ্মণশ্রেণীব সম্মানার্হ , অধিকন্তু তিনি কাশীহইতে আগত হইয়া ফলিযায বাস কবাতে বাধ হয তৎকালে সাধাবণে বিশেষ বিখ্যাত হইযাছিলেন। এতন্নিমিত্তই আদিকবি আত্মপবিচয়েব স্থলে বাবংবাব তন্নাম উল্লেখ কবিযা গিয়াছেন। ভবসা কবি আদিকবিব পবিচয বিষয়ে আমবা যেরূপ অভিপ্রায বিন্যাস কবিলাম, বঙ্গীয সাহিত্যপ্রবীণ পাঠকগণও এই মতেব অনুমোদন কবিবেন। যে পর্য্যন্ত আদিকবিব পবিচয বিষয়ে অন্য কোন প্রমাণ প্রাপ্ত না হওযা যায, সে পর্য্যন্ত উহাবই যাথার্থ্য স্বীকাব কবা অযুক্তি সঙ্গত নহে।

আমাদিগের সংগৃহীত কৃত্তিবাসী বামাযণেব অবণ্যকাণ্ডেব প্রথম ‘ শিকলি ’ নিম্নে উদ্ধ

শ্রীবামেব বনবিহাব।

“ভরতে বিদায় দিযা রাজীবলোচন।
চিত্রকূট পর্ব্বতে বহিলা তিনজন ॥
প্রথমে চৈত্রমাস বসন্ত সময।
শুষ্ক বৃক্ষগণ সব নবীন পল্লব হয ॥
নানাজাতি পুষ্পফুটে গন্ধে আমোদিত।
কোকিল কুহবে অলিকুল গায গীত ॥
ভ্রমব ঝঙ্কাবে সব পুষ্পের উপবে।
সুগন্ধি সমীর বয বনের ভিতরে ॥
দেখিযা বনেব শোভা হবষিত মনে।
বেহাব কবেন বাম জানকীব সনে ॥
কভু বৃক্ষ-মূলে কভু পর্ব্বত-গহ্ববে।
কভু শৈলমাঝে কভু শৃঙ্গের উপরে ॥
কখন গাণ্ডিব হাতে লযে বঘুনাথ।
ভ্রমণ করেন ধবি জানকীব হাত ॥
সন্ধ্যাকালে বৃক্ষমূলে আইলা দূর্ব্বাদল।
লক্ষ্মণ আনিল দিব্য পক্ক বনফল ॥
ফল তিন অংশ করি কন নাবাযণ।
এক অংশ ফল তুলি ধব লও লক্ষ্মণ ॥
হস্তপাতি ফল নিল যে আজ্ঞা বলিযা।
দণ্ডচারি বামেব মুখ রহিলা চাহিযা ॥
খাও বলি আজ্ঞা না কবিলা নাবাযণ।
তূণের ভিতবে ফল বাখিলা লক্ষ্মণ ॥
দূবেতে দাণ্ডাযে ভাবে লক্ষ্মণ ধানুকী।
ক্ষুধা তৃষ্টা নিবাবণ কব মা জানকী ॥
জানকী স্মবণে তাঁব উদব ভবিল।
সুমিত্রানন্দনেব কত আনন্দ হইল ॥
দুই অংশ রামসীতা করিলা আহাবে।
ভ্রমেোত লক্ষ্মণ প্রতি না চাহিলা অ
রজনী প্রবেশ হইল চন্দ্রেব উদয
কুশাসনে শযন করিলা দযাময
লক্ষ্মণ ত

প্রভাত হইল অরুণ উদয়।
হইতে গা তুলিলা রাম দয়াময়॥
সন্ধ্যা করি রাম তমসার জলে।
মূল আহার করিলা বৃক্ষতলে॥
।নকী লইয়া রাম প্রবেশিলা বন।
বৃক্ষের তলেতে বসি রহিলা লক্ষ্মণ॥
সুগন্ধ মলয় বায়ু বহিছে শীতল।
দূর বনে প্রবেশ করিলা দুর্ব্বাদল॥
রাম অঙ্গে হেলা দিয়া জনকনন্দিনী।
মন্থুরে২ পদ ফেলেন দুঃখিনী॥
নবীন পল্লব সীতা ভাঙ্গি নিল হাথে।
মন্দ২ বায় করেন রামের অঙ্গেতে॥
ভ্রমিতে২ বনে রাজীবলোচন।
বকুল বৃক্ষের তলে গেলা দুইজন॥
কোকিল কুহরে কত বৃক্ষের উপর।
বকুল পুষ্পেতে কত ঝঙ্কারে ভ্রমর॥
মধুমাসে পবন বহিছে মন্দ মন্দ।
পুষ্প বনে মধুপানে ভ্রমে মকরন্দ॥
বৈকুণ্ঠ ব্যাপিত যেন হয়েছে কাননে।
কোকিল কল্লোল করে শুক সারিগণে॥
বন দেখি আনন্দিত হয়ে রঘুনাথ।
কাননে ভ্রমণ করিছেন ধরি সীতার হাত॥
স্বহস্তে লইয়া আসি কদম্বমঞ্জরী।
দিলেন সীতার কর্ণে পরায়ে শ্রীহরি॥
গাঁথিয়ে পুষ্পের মালা জানকী তখন।
শ্রীরামের গলে দিলেন পুলকিত মন॥
রবিতাপে ঘর্ম্মবিন্দু পড়িছে বদনে।
শিলার উপরে আসি বসিলা দুইজনে॥
, নাম তার জানি নীলতনু।
যা রাম উজলিলা রেণু॥
মন অরুণকিরণ।

বিহার করিয়া রামসীতা দুই জন।
পুনরায় বৃক্ষমূলে দিলা দরশন॥
দিব্য ফল আনি দিলা ঠাকুর লক্ষ্মণ।
ভোজন করিয়া রাম করিলা শয়ন॥
শ্রীরাম চরণে করি বহু২ আশ।
অরণ্যকাণ্ডের গীত গায় কৃত্তিবাস

জয়ন্তকাকের চক্ষুরুৎপাটন বিষয়ক
দ্বিতীয় 'শিকলি' এইঃ—

অরুণ উদয় হইল রজনী প্রভাত।
অলস তেজিয়া গা তুলিলা রঘুনাথ॥
স্নান সমাধি করি তমসার জলে।
আবার আইলা রাম বটবৃক্ষ মূলে॥
জনকনন্দিনী গেলা করিবারে স্নান।
বৃক্ষমূলে রহিলেন কমল-নয়ান॥
নামিলা জনক সুতা তমসার জলে।
অঙ্গ মার্জ্জনা সীতা করেন কুতূহলে॥
পড়েছে অঙ্গের বস্ত্র সলিল ছাইয়া।
জয়ন্তনামেতে কাক ছিল বৃক্ষেতে বসিয়া।
সীতার পয়োধর দেখি ভ্রম হইল মন।
ফল ভ্রমে তাতে দংশে বিস্তারি বদন॥
ব্যথিত হইলা মাতা জনকনন্দিনী।
রুধিরে ভিজিল অঙ্গ কাঁদেন দুঃখিনী॥
কাঁদিয়া২ মাতা করিলা গমন।
রামের নিকটে গিয়া দিলা দরশন॥
কে করিল এমন কর্ম্ম জিজ্ঞাসেন রঘুনাথ।
সীতা বলেন দুষ্ট কাক মাইল নখাঘাত॥
শুনিয়া কুপিত রাম অরুণলোচন।
বাম হস্তে লইয়া উঠিলা শরাসন॥
বাণ প্রতি কহিছেন কমলনয়ান।
যেই স্থানে পাবে কাক বধহ পরাণ॥
ছুটিল রামের বাণ হুঙ্কার ছাড়িয়া।

পশ্চাতে রামের বাণ যায় শীঘ্রগতি ।
মুহূর্ত্তেকে যায় কাক ইন্দ্রের বসতি ॥
দেবরাজ পায় গিয়া লইল শরণ ।
ইন্দ্র বলে কহ কাক নিজ বিবরণ ॥
কাক বলে ইন্দ্রের কাছে জুড়ি দুই হাত ।
ফলভ্রমে সীতার স্তনে কৈনু নখাঘাত ॥
কোপ করি বাণ মোরে মাইলা নারায়ণ ।
রক্ষা কর দেবরাজ লইলাম শরণ ॥
ইন্দ্রবলে রামের শত্রুকে রাখিতে পারে ।
পলাইয়া যাও তুমি ব্রহ্মার গোচরে ॥
ব্রহ্মা বলে মোর সাধ্য নহে কদাচন ।
মহাদেবের কাছে তুমি লহগা শরণ ॥
হরিহর এক আত্মা জানিহ নিশ্চয় ।
রক্ষা করিবারে পারেন দেব মৃত্যুঞ্জয় ॥
কৈলাস পর্ব্বতে কাক গেল শীঘ্রগতি ।
শরণ লইল গিয়া যথা পশুপতি ॥
ফল ভ্রমে প্রহারিলাম জানকীর স্তন ।
কুকর্ম্ম করিলাম হর শুনহ বচন ॥
কোপ করি রামচন্দ্র প্রহারিলা বাণ ।
শরণ লইলাম রক্ষা কর ত্রিনয়ন ॥
শিব কহে শক্তি মোর নাহি রাখিবারে ।
শ্রীরামের বৈরি তুমি কে রাখিতেপারে ॥
বাঞ্ছা করহ যদি আপন জীবন ।
শ্রীরামের পাদপদ্মে লহগা শরণ ॥
কৃপার সাগর রাম সরল অন্তর ।
দীনবন্ধু হয় সেই দয়ার সাগর ॥
সর্ব্বজীবে সমভাব নাম চিন্তামণি ।
তার পায় যাইয়া শরণ লও তুমি ॥
যে আজ্ঞা বলিয়া কাক করিল গমন ।
লোটাইয়া ধরে গিয়া রামের চরণ ॥
দীনবন্ধু রক্ষা কর ওহে রঘুবর ।
অপরাধ করিয়াছি কৌশল্যাকিশোর ॥
শুনহ আমার বাক্য প্রভু রঘুমণি ।
বিচার করিয়া প্রাণ বধহ আপনি ॥
জয়ন্ত কহিছে বাক্য শুন রঘুনাথ ।
অবশ্য মায়ের স্তনে হয় নখাঘাত ॥
তুষ্ট হইলা রামচন্দ্র কাকের বচনে ।
আজ্ঞা দিলা পড় গিয়া সীতার চরণে
লোটাইয়া ধরে কাক জানকীর পা ।
পুত্র প্রতি কেন ক্রোধ করিয়াছ মা ॥
মায়ের স্তন পান যদি করয়ে সন্তানে ।
অবশ্য নখাঘাত বাজে জননীর স্তনে ॥
তারলাগি পুত্রে কেবা করেছে বর্জ্জন ?
শুনিয়া হইলা তুষ্ট জানকীর মন ॥
শ্রীরামে কহগা তুষ্ট আজ্ঞা দিল মা ।
কাঁদিয়া ধরয়ে কাক শ্রীরামের পা ॥
জননী আমারে প্রভু দিলেন অভয় ।
কৃপা করি কৃপাসিন্ধু রাখ দয়াময় ॥
পক্ষিজাতী জ্ঞানহীন শুন রঘুনাথ ।
ফল ভ্রমে মায়ের স্তনে কৈনু নখাঘাত ॥
রাম বলে বাণ ব্যর্থ নহেত আমার ।
এই পাপে এক অঙ্গ দেহ আপনার ॥
কাক বলে মোর বাক্য শুন নারায়ণ ।
আপন ইচ্ছাতে দিলাম দক্ষিণ নয়ন ॥
দক্ষিণ নয়ন নেউক তোমার বাণ ।
নিবেদন করিলাম কমলনয়ান ॥
একাক্ষি হইয়া আমি লব তোমার নাম ।
চিন্তামণিনামেরগুণে আকার দিবেনরাম ॥
আসিয়ে রামের বাণ বিন্ধিল নয়ন ;
কাকেরে লইলেন কোলে রাজীবলোচন ॥
শ্রীঅঙ্গ পরশে কাকের ব্যথা গেল দূরে ।
এক চক্ষে দেখিবে জগত সংসারে ॥
যেদিকে ফিরাবে আঁখিপারে দেখিবারে ।
জয়ন্ত কাকেরে বর দিলা রঘুবরে ॥
আবার শ্রীরামচন্দ্র জানকী লইয়া ।
বিহার করেন বনে আনন্দিত হইয়া ॥
কৃত্তিবাস পণ্ডিতের জন্ম শুভক্ষণ ।
জয়ন্তকাকের কথা করিলা বর্ণন ॥

ইন্দ্রধনু প্রাপ্তি বিষয়ক ষষ্ঠ

'শিকলি' এইঃ –

রজনী প্রভাত হইল উঠিয়া বিহানে।
কহিছেন রামচন্দ্র জানকী লক্ষ্মণে॥
হইল দারুণ গোল শুনরে লক্ষ্মণ।
হেথা না রহিব চল যাই অন্য বন॥
যে আজ্ঞা বলিয়া উঠে লক্ষ্মণ জানকী।
মুনিরস্থানে বিদায় হইলা শ্রীরামধানুকী॥
অত্রিক বলেন রাম শুনহ বচন।
এক পক্ষ মোর গৃহে থাক নারায়ণ॥
স্বর্গে ইন্দ্রসহ বসি যত দেবগণ।
যুক্তি করে বনেতে আইলা নারায়ণ॥
রাবণ বধের হেতু আইলেন বনে।
বধিবেন রামচন্দ্র প্রত্যয় লয় মনে॥
মোর ধনু যদ্যপি তুলিতে পারেন রাম।
রাবণ বধিবে তবে দূর্বাদল শ্যাম॥
অতিত হয়েছেন রাম অত্রিকের বনে।
পবন লইয়া ধনু রাখ সেইখানে॥
এই ধনু যদ্যপি তোলেন নারায়ণ।
রামচন্দ্রে ধনু দিতে রহিবা পবন॥
ইহা শুনি পবন ধনুক হাতে নিয়া।
অত্রিক মুনিরে ধনু দিল সমর্পিয়া॥
কভু ইহার কদাচিত না ফুরায় বাণ।
অক্ষয় ইহার তূণ কমল নয়ান॥
তূণ পেয়ে রামচন্দ্র আনন্দিতমন।
মুনিরে প্রণাম করি রওনা গমন॥
উঠিল সূর্য্যের তেজ প্রচণ্ড কিরণে।
কন্টক বাজয়ে কত সীতার চরণে॥
শীঘ্র করি আইস তুমি কন রঘুমণি।
কাঁদিয়াং কন জনকনন্দিনী॥
স্থির হইয়া কিঞ্চিৎ চল রঘুবর।
চলিতে না পারি বড় হয়েছি কাতর॥
দিবানিশি দাসীগণ সেবিত চরণ।
কুশাঙ্কুরে রুধির বহিছে নারায়ণ॥
রাজার নন্দিনী আমি দুঃখনাহি জানি।
একবার লক্ষ্মণ পানে চাহ রঘুমণি॥
লক্ষ্মণ আছিল যেন চম্পাকের কলি।
রবির তাপেতে সেই হয়েছে কালী॥
শুনিয়ে উত্তর তবে করেন রঘুমণি।
গৃহে না রহিলে কেনে জনকনন্দিনী॥
অভিমানে জানকীর চক্ষে বহে জল।
কাঁদিয়াং বলে শুন দূর্ব্বাদল॥
যেইকালে কারে প্রভু বিধি হয় বাম।
বন্ধুলোকে তারে ত্যজে কমলনয়ান॥
সূর্য্যবংশে জন্ম তোমার শুন রঘুবর।
কিঞ্চিত আমারে দয়া করেনা দিবাকর॥
ত্রিজগতে জানে প্রভু ক্ষিতি মোর মাতা।
কিঞ্চিৎ না করেন দয়া দেখিয়ে দুঃখিতা॥
কন্টকে পূর্ণিত হয়ে আছেন কাননে।
মা হয়ে কিছু নাহি দয়া হয় মনে॥
প্রাণের অধিক তুমি সপিয়াছি কায়া।
দাসী বলে মোরে কিছু না করিলে দয়া॥
বিধাতা যাহারে বাম হয় হে যখনে।
সকলে তখন বাম হয় বুঝিলাম এখনে॥
আমারে সদয় হয় নত পাই দুঃখ।
লক্ষ্মণের মুখ হেরি ফাটে মোর বুক॥
জানকীর বাক্যে প্রভুর চক্ষে বহে জল।
বৃক্ষমূলে বসিলেন ভকত বৎসল॥
কতক্ষণ বিশ্রাম করিয়ে তিনজন।
নৈমিষারণ্য দিয়া করিল গমন॥
নৈমিষকাননে বহু মুনির আশ্রম ঠাঁই।
সেই পুণ্যস্থানে প্রবেশ করিলা দুইভাই॥
বন দেখি তিন জন হরষিত মন।
কৃত্তিবাস গায় গীত শুন সর্ব্ব জন॥

কবিরঞ্জন ৺রামপ্রসাদ সেনের এবং ৺আজু গোসাঞীর পরস্পর কাব্য কৌতুক।*

কবিরঞ্জন ৺রামপ্রসাদ সেন বিদ্যাসুন্দর, কালীকীর্ত্তন ও পদাবলীর প্রভাবে অনেকের নিকট পরিচিত রহিয়াছেন, এবং ভবিষ্যদ্বংশীয়েরাও উক্তোপায়ে তাহার পরিচয় লাভে অসমর্থ হইবেন না। কিন্তু উক্ত কবির সমকাল জাত ৺ আজুগোসাঞীর রচিত কোন কাব্য কি পদাবলীর অসদ্ভাবে তদীয় কবিত্বশক্তির পরিচয়, অধুনা যেরূপ বিরল, বোধ হয় ভবিষ্যদ্বংশীয়েরা তাহার নাম গন্ধও জানিতে পারিবেন না। অতএব অবিশেষজ্ঞ-পাঠকগণের জ্ঞাপনার্থ প্রথমতঃ ৺আজুগোসাঞীর পরিচয় দেওয়া যাইতেছে। ইনি কবিরঞ্জনের সমকালজাত একব্যক্তি; কোন্ জাতীয়, কাহার পুত্র, কি ব্যবসায়ী, তাহার কিছুমাত্র প্রকাশ নাই। এই মাত্র জানাযায় যে, ইনি একজন বৈষ্ণবধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন। নবদ্বীপাধিপতি কবিবন্ধু কাব্যপ্রিয় ৺কৃষ্ণচন্দ্র রায় যে সময় কুমারহট্টে বায়ু-সেবনার্থ সমাগত হইতেন, সেই সময় প্রোক্ত রাজকর্ত্তৃক উপাধি এবং বৃত্তিভোগী কবিরঞ্জন ৺ রামপ্রসাদ সেন তাহার সমীপস্থ থাকিয়া নিয়ত কাব্যের আলোচনা এবং নবং পদাবলীদ্বারা তাহাকে প্রীত করিতেন। এই সময় ৺আজুগোসাঞী নবদ্বীপাধিপতি কর্ত্তৃক আহূত হইয়া কবিরঞ্জনের সহিত মিলিত হইতেন। ইহাতে বোধ হয় গোসাঞী কুমারহট্টেই বসবাস করিতেন।

কথিত আছে, গোসাঞীর কিঞ্চিৎ উন্মত্তভাব ছিল। কিন্তু উপস্থিত রচনাবিষয়ে ইহার যেরূপ অসামান্য-শক্তির পরিচয় পাওয়া যাইতেছে, তাহাতে, গোসাঞীর উন্মত্ততা প্রতিপন্ন হয় না। কবিরঞ্জন রাজসমীপে যে সকল ভাবের পদাবলী গান করিতেন, ৺ আজু গোসাঞী প্রায়ই সেই সকল সংগীতের উপর লক্ষ্য করিয়া পরিহাসচ্ছলে কবিতা রচনা করিয়া তৎক্ষণাৎ মহারাজকে উপহার দিতেন। কবিরঞ্জন শাক্ত, গোসাঞী বৈষ্ণব, তদ্বশতঃ পরস্পর পরস্পরকে ব্যঙ্গ করিতে ত্রুটি করিতেন না। কবিরঞ্জন যে সকল কবিতাদ্বারা গোসাঞীকে ব্যঙ্গ করিয়াছেন, এবং গোসাঞী কবিরঞ্জনের পদাবলীর উপর পরিহাস পূর্ব্বক যে সকল কবিতা উপস্থিত রচনা করতঃ আত্ম কবিত্বশক্তির অনন্যসুলভ পরিচয় দিয়াছেন, সেই গুলি সঙ্কলন করা যাইতেছে। কিন্তু সেই গুলি বঙ্গীয়সাহিত্য অনুশীলকারী কাব্যামোদি পাঠকবর্গের তাদৃশ প্রীতিকর না হইয়া ক্ষোভের কারণ হইবে, যেহেতু উহা এত অল্প যে, সেগুলি পাঠ দ্বারা অর্দ্ধদণ্ড কালও অবকাশরঞ্জন করা যায় না। এই নিমিত্ত প্রোক্ত কবিদ্বয়ের ব্যঙ্গ বাক্য পরিহাসগুলির সহিত, আমাদিগের রচিত কতগুলি ব্যঙ্গবাক্য মিশাইয়া দেওয়া গেল। *যেমন অমিশ্র স্বর্ণ অলঙ্কার প্রভৃতি গঠনে সম্যক উপযোগী হয় না বলিয়া বঙ্গীয়সমাজ তাহাতে কখনং তাম্রাদি ইতর ধাতুর মিশাল দিয়া ব্যবহার উপযোগী করিয়া লইয়া থাকেন, বিখ্যাত প্রোক্ত কবিদ্বয়ের রচনার সহিত আমাদিগের রচনার মিশ্রণ দিয়া, তদ্রূপ পরিমাণ বৃদ্ধি করা হইল মাত্র। পাঠকগণ পাঠমাত্র আমাদিগের রচনা বুঝিতে পারিবেন সন্দেহ নাই, তথাচ যে গুলির নিম্নে (স) এই চিহ্ন দেওয়া হইল। এই চিহ্নে চিহ্নিত রহস্যগুলির দোষ গুণ সম্বন্ধে আমরাই দায়ী, প্রোক্ত কবিদ্বয়ের তদ্বিষয়ে কোন সংস্রব নাই। অবশিষ্টগুলিন ৺প্রসাদ এবং ৺গোসাঞী কবির রচিত বলিয়া প্রবাদিত।

আমাদিগের এই স্বেচ্ছাচার দ্বারা অপরাধ উৎপন্ন হইলে, অনুগ্রাহক গ্রাহক এবং পাঠক গণ ক্ষমা করিবেন '

কবিরঞ্জন।

এই সংসার ধোঁকার টাটি,
ও ভাই আনন্দবাজারে লুটি ॥
ওরে ক্ষিতি, বহ্নি, বায়ু, জল, শূন্যে, অতি পরিপাটি ॥
প্রথমে প্রকৃতি স্থূলা, অহঙ্কারে লক্ষ কোটী। যেমন শরার জলে সূর্য্যছায়া, অভাবেতে স্বভাব বিটি ॥
গর্ভে যখন, যোগ তখন, ভূমে পোড়ে খেলেম মাটী। ওরে, ধাত্রীতে কেটেছে নাড়ী, দড়ীর-বেড়ী কি সে কাটি ॥
রমণীবচনে সুধা নয় সে বিষের বাটী। আগে ইচ্ছা সুখে পান কোরে, বিষের জ্বালায় ছট্‌ফটি ॥
আনন্দে রামপ্রসাদ বলে আদি পুরুষের আদি মেয়েটি। ওমা, যাহা ইচ্ছা তাহাই কর, মা তুমি পাষাণের বেটী ॥

আজুগোঁসাই।--

এই সংসার রসের কুটি।
খাই দাই বাজকসে বসে মজা লুটি ॥
ওহে সেন! নাহি জ্ঞান, বুঝ তুমি মোটামুটি।
ওরে ভাই, বন্ধু, দারা, সুত পিঁড়ি পেতে
দুধের বাটি ॥

কবিরঞ্জন। --

এ সংসার তোমার সুখের কুটি,
ত দিন বটে, যদিন শমন, এসে নাহি ধরে ঝুঁটি।
ওহে গোসাঞী, সারজ্ঞান নাই,
মিছে কর খুঁটো খুটি।
ভাইবন্ধু দারা সুত, কোথায় বুজলে নয়ন দুটি ?
১ (স)

কবিরঞ্জন। --

আয়, মন! বেড়াতে যাবি, কালা-কল্পতরু-তলে রে, চারিফল কুড়ায়ে খাবি।
প্রবৃত্তি নিবৃত্তি জায়া তার নিবৃত্তিরে সঙ্গে লবি। ওরে বিবেক নামে জ্যেষ্ঠ পুত্র তত্ত্বকথা তায় সুধাবি ॥
অহঙ্কার অবিদ্যা তোর পিতামাতায় তাড়ায়ে দিবি। যদি মোহগর্ত্তে টেনে লয় ধৈর্য্য খুঁটা ধোরে রবি ॥
ধর্ম্মাধর্ম্ম দুটো অজা তুচ্ছ হাড়ে বেঁধে থুবি। যদি না মানে নিষেধ তবে জ্ঞান খড়্গে বলি দিবি ॥
প্রথম ভার্য্যার সন্তানেরে দূরে হোতে বুঝাইবি। যদি না মানে প্রবোধজ্ঞান সিন্ধু-মাঝে ডুবাইবি ॥
প্রসাদ বলে এমন্ হলে কালের কাছে জবাব দিবি। তবে বাপু বাছা বাপের ঠাকুর মনের মতন্ মন হবি।

আজুগোঁসাই। -

বোলেছে রামপ্রসাদ কবি
আয়, মন! বেড়াতে যাবি,
তার কথায় কোথাও যেওনা রে '
সাধকের মনের ভাব সে কি জানে রে ? ২

কবিরঞ্জন।—

শ্যামা ভাব-সাগরে ডোবনা রে মন!
কেন আর বেড়াও ভেসে ?—"

আজুগোঁসাই।—

একে তোমার কোকো নাড়ী,
ডুব দিও না বাড়াবাড়ি.

হলে পরে জ্বর জ্বারি,
যেতে হবে যমের বাড়ী । ৩

কবিরঞ্জন 'কালীকীর্ত্তনে' বর্ণন করেন—

" গিরীশগৃহিণী গৌরী, গোপবধূ-বেশ ।
কষিতকাঞ্চনকান্তি, প্রথমবয়েস ॥
সুরভির পরিবার সহস্রেক ধেনু ।
পাতাল হইতে উঠে শুনি মরে বেণু ॥ "

আজুগোঁসাই—

না জানে পরমতত্ত্ব, কাঁটালের আমসত্ত্ব,
মেয়ে হোয়ে ধেনু কি চরায় রে ।
তা যদি হইত, যশোদা যাইত,
গোপালে কি পাঠায় রে ? ॥ ৪

কবিরঞ্জন—

কর্ম্মের ঘাট,তেলের কা(ই)ট,আর পাগলের ছাট,
মোলেও যায় না ।

আজুগোঁসাই—

কর্ম্ম-ডোর, স্বভাব-চোর, আর মদের ঘোর,
মোলেও যায় না । ৫

কবিরঞ্জন একদা নবদ্বীপাধিপতির নিকট এই পদ গান করিয়াছিলেন-

" আমায় দেও মা তবিল্‌দারী,

আমি নিমক্‌হারাম্ নই শঙ্করি । পদ রত্নভাণ্ডার সবাই লুটে ইহা আমি সইতে নারি ॥

ভাঁড়ার জিম্মা আছে যার, সে যে ভোলা ত্রিপুরারি । শিব আশুতোষ স্বভাবদাতা তবু জিম্মা রাখ তাঁরি ॥

অর্দ্ধ-অঙ্গ জায়গির্ তবু শিবের মাইনে ভারি । আমি বিনা মাইনায়্ চাকর্ কেবল্ চরণ-ধূলার অধিকারী ॥

যদি তোমার্ বাপের্ ধারা ধর, তবে বটে আমি হারি । যদি আমার বাপের ধারা ধর, তবে মা পেতে পারি ॥

প্রসাদ বলে এমন্ পদের বালাই লোয়ে আমি মরি । ও পদের মত পদ পাইতো সে পদ লোয়ে বিপদ সারি ॥

গোসাঞী এই ভাবের প্রতি অবজ্ঞা পূর্ব্বক বিদ্রূপ করতঃ যে পদ রচনা করিয়া শুনাইয়াছিলেন, তাহা এই—

কেনে চাস্ ভাই তবিল্‌দারী ?
ওকাজে আছে ঝুঁকি ভারি ।

দুদিনকার মুহরী হয়ে তাইতে এত বাড়াবাড়ি ? পেলে তবিল, ভাঙ্‌তে একতিল, তোমায় আর সবেনা দেড়ি ।

পদ-রত্নভাণ্ডার সবাই লোটে তাইতে কেন হিংসে আড়ি ? " দাতা যে বিলাচ্ছে সে ধন, পেট ফুলে মরে ভাঁড়ারি ॥ "

কর্ম্ম অনুসারে পদ শ্যামার সরকার সুবিচারী । বাপ দাদার নজির এখানে, হবে না হে কার্য্যকারী ॥

হেথা, যে যেমন লায়েক, সেই মোতাবেক পদের বিচার হয় হে তারি । তোমার যেমন কর্ম্ম, তেমন কর্ম্ম, পদ পেলে কর্ম্ম অনুসারী ॥

অর্দ্ধ অঙ্গ জায়গীর আর, সাধে কি শিবের মাইনে ভারি ? সে সকল ছেড়ে ঐ পদে সে, বিকিয়েছে হয়ে ভিকারী ।

আগে, বিন্‌মাইনে কাজ শেখে সবাই, হয়ে পদের আশাধারী । যদি পদ পেতে চাও, কর্ম্ম শেখ, শেষে হবে মাইনে ভারি । ৬ ক্র)

কবিরঞ্জন একদা এইপদ গান করেন—

মন রে আমার এই বিনতি।
তুমি পড়াপাখী হও, করি স্তুতি॥

অবু তবু গিরিসুতা, পড়লে শুনলে দুদি ভাতি। ওরে জান না কি ডাকের কথা, না পড়িলে ঠেঙ্গার গুতি॥

কালী কালী, কালী পড় মন, কালীপদে রাখ প্রীতি। ওরে, পড বাবা আত্মারাম, আত্ম জনার কর গতি॥

উড়ে উড়ে, বেড়ে বেড়ে, বেড়য়ে কেন বেড়াও ক্ষিতি। ওরে, গাছের ফলে, কদিন চলে, কর্ রে চারফলের স্থিতি॥

রামপ্রসাদ বলে, ফলাগাছে, ফল্ পাখি মন শোন যুকতি। ওরে, বোসে মুলে, কালী বোলে, গাছ নাড়া দে নিতি২॥

আজুগোঁসাই ব্যঙ্গ করিয়া এই পদ শুনান—

প্রসাদ করো স্তুতি নতি যতনে পড়াচ্চো কাকে? বিনে শুক সালিখ কি কালা কৃষ্ণ পড়ালে পর পড়ে কাকে?

তোমার মন এখনো কাক রয়েছে,সেই স্বভাব তার কম্মপাকে। তুমি বল,পোড়তে আত্মারাম, সে স্বভাবে কা কা হাকে।

ওহে চোরেখেকো পাখীকে কেউ যদিও পিঞ্জরে বাধে, তাতে. তার মন্ ভোলে না, পোষ মানে না, খাচার কাটী কাট্তে থাকে।

ওহে শুকের প্রকৃতি কখন্ বল্লেই কি তা পায় কাকে? পিটলে পড়ে গাধা কখন, ঘোড়া কি সে হয়ে থাকে? ৭ (স)

ক্রমশঃ প্রকাশ্য।

নির্ব্বাসিতা-সীতা।

প্রথমসর্গ।

হায় কোথা দাঁড়াব এখন,
সত্য ত্যজে গেল যে লক্ষণ।
বনে কে সুহৃদ আছে, দাঁড়াইব কার কাছে
দুঃখিনীর দুঃখভার করিবে মোচন,
এখানে দুঃখের দুঃখী কে হবে এমন?

দুঃখরাশি করিতে মোচন,
রমণীর মাত্র পতিধন,
সেই পতি দিলে দুঃখ, বলিতে বিদরে বুক,
রক্ষক ভক্ষক মত কৈল আচরণ,
ভক্ষক রক্ষক কেন হইবে এখন? ২

হায় রে স্মরিতে ফাটে বুক।
যে হয়েছে..সহস্রের দুঃখ,
হায় হায় আজি তার, দুঃখভার রাখিব ব
অন্বেষিয়া স্থান নাহি মেলে একটুক।
কি না হয়, বিধি যবে হয় রে বিমুখ।

বটে এই মুনি-তপোবন,
আছে হেথা কত তপোধন,
কিন্তু তাঁরা মোরে যবে, অবস্থা কাহতে কবে
হায় কোন্ প্রাণে আমি কহিব তখন,
" বিনাদোষে রাঘবেন্দ্র দিয়াছেন বন। "

দয়াময় বলিয়া বহুতে,
ঘোষে এই ভূমণ্ডলে সবে,
অঙ্গনার প্রতি তাঁর, ব্যাধবৎ. ব্যবহার,
বলিলে কি কাহারো বিশ্বাস তাহা.হবে,
আমারেই সবে মিলি দোষভাগী কবে। ৫

কোক্ তাতে দুঃখ নাহি বাসি,
রোক্ প্রাণেশের যশঃরাশি,
যারে দিয়া বনমাঝ, ঘোর অযশের কাজ,
যদিও করিলা রাম—তবু রামদাসী;
করিতে দুর্নাম তার নহে অভিলাষী। ৬

কিন্তু এই মনে বড় ভয়,
পাছে এই সব মুনিচয়,
কলঙ্কিতা ভাবি স্থান, যদি না করেন দান,
তবে আর কোথা গিয়া লইব আশ্রয়
কলঙ্কিতা কামিনীর বাঁচা শ্রেয়ঃ নয়। ৭

তবে কি ত্যজিব পাপপ্রাণ!
বটে এই বটে সুবিধান,
প্রিয় প্রাণনাথ যেই, অকারণে যদি সেই,
উপেক্ষিল, তুচ্ছ তৃণগাছির সমান।
তবে পোড়া-প্রাণে আর কেন প্রিয়জ্ঞান? ৮

(শুকদম্পতী দর্শনে।)

কি বলিব হায় হায়, খেদে প্রাণ যায় যায়,
এসময় নাহি কাছে হৃদয়রঞ্জন,
নিকটে থাকিলে পরে, দেখাতাম প্রাণেশ্বরে,
পক্ষীজাতি শুক তার প্রণয় কেমন।
গর্ব্ভবতী সারী বসিয়া কোটরে,
আহারাহরণ কিছুই না করে,
শুক, সারীকার আহারের তরে,
তা—কত কষ্টে করি ফল আহরণ। ১
প্রেমে প্রিয়া- চঞ্চুপুটে করিছে অর্পণ।

পয়ে প্রিয় উপহার; মহাহর্ষ সারিকার,
ফল খায় ফিরে ফিরে নাথপানে চায়,
ভাব হেরিয়া শুক, মনে পেয়ে মহাসুখ,
মুখে মুখ দিয়া প্রেম কেমন জানায়।

হায় রে স্মরিতে ফেটে যায় বুক,
প্রেমে মুগ্ধ যথা এই সারীশুক,
নাথসনে তথা নিরমল সুখ,
সবে মাত্র ছিলাম করিতে আস্বাদন,
পোড়া বিধি তাহে কৈল এত বিড়ম্বন। ২

কোন পাখী সারীকায়, আক্রমিতে যদি যায়,
শুক যেয়ে বেগে তায় করে নিবারণ,
ধর্ম্মশীল স্বামী যাঁরা, প্রাণপণ করি তাঁরা
এইরূপে করে সদা জায়ার রক্ষণ।
হায় পশুপক্ষী জানে যেই রীত,
নাথ মম শিক্ষা করি রাজনীত,
করিলেন কার্য্য তার বিপরীত,
বিনা দোষে গর্ব্ভবতী সতী অঙ্গনারে,
ছল করি বর্জ্জিলা না জানি কি প্রকারে! ৩

কোথা নাথ গুণধর! হেথা আসি দৃষ্টি কর,
পশুপক্ষী বনচর স্ব স্ব প্রেয়সীরে,
কেমনে যতনে রক্ষে, পতি হয়ে পত্নী পক্ষে
তুমি বা কেমন প্রেম দেখালে অচিরে।
হায় তোমা করে বৃথা সীতা রোষ,
ফলে নাথ, তব নাহি কিছু দোষ,
সকলি সীতার করমের দোষ,
নৈলে কেন হয়ে তুমি দয়ার আধার,
দারা প্রতি করিবে নিঠুর ব্যবহার। ৪

অলো অলো ও সারীকে, শুক প্রেম-সুরসিকে,
গর্ব্ভবতী হয়ে তুমি নিশ্চিন্তে থেকোনা,
নাথ ভালবাসে বলি, সোহাগে যেওনা গলি,
পুরুষজাতিতে দৃঢ়-বিশ্বাস রেখোনা।
আমি তোর মত হলে গর্ব্ভবতী,
কত না আদর বাড়ালেন পতি,

শেষে ভুঞ্জাইতে অশেষ দুর্গতি,
ছল করি বর্জ্জিলেন, বিপিন মাঝার।
কোথা নাথ, কোথা আমি সব ফকিকার।

বনচরদিগের প্রতি।

ওহে অহে বনচরগণ!
দুঃখিনীর শুন নিবেদন।
অগ্নি পরীক্ষিতা-সীতা, বিনাদোষে উপেক্ষিতা,
পতিপাশে তাই সেই তোমাদের কাছে,
কাঙ্গালিনী মত ভিক্ষা সকাতরে যাচে। ১

নাথ বাধি পাষাণেতে মন,
দয়া মায়া দিয়া বিসর্জ্জন,
গর্ব্ভবতী এ কান্তারে, বিসর্জ্জিলা এ কান্তারে,
হওনা তোমরা সবে নির্দ্দয় তেমন,
দেহ ভিক্ষা করিয়া করুণা বিতরণ। ২

যাহা আমি চাই, শুন কই,
অন্য কিছু অভিলাষি নই,
তোমরা হে বনচর, অনেকের প্রাণ হর,
আমারো জীবন হর এই ভিক্ষা চাই'
অভাগিনী জানকী আর ভিক্ষা নাই। ৩

মহাপাপ রমণীনিধনে.
এই ভয় করিও না মনে,
নরশ্রেষ্ঠ প্রাণেশ্বর, স্ত্রীবধ না করে যে,
পশুজাতি তোমরা, বসতি কর বনে,
স্ত্রীবধে আশঙ্কা করিবে কি কারণে? ৪

যদি মোরে হেরি গর্ব্ভবতী
প্রাণবধে নাহি হয় মতি;
তবে কহ কোন্ গাছে, পক্ক বিষফল আছে,
সেই ফল খেয়ে আমি ত্যজিব জীবন,
নাথ-উপেক্ষিত প্রাণে নাহি প্রয়োজন, ৫

দুঃখিনীরে সদয় হইয়া
নহে সবে দেহ দেখাইয়া,
এই বনে কোন্ স্থলে, দাব-হুতাশন জ্বলে
সেই হুতাশনে দিয়া আহুতি পরাণ,
নাথের বিরহানল করিব নির্ব্বাণ। ৬

ডরাইব দহিতে দহনে,
কেহ হেন ভাবিও না মনে,
নাথ-প্রীতে অগ্নিমুখে, আহুতি হয়েছি সুখে
স্বচক্ষে দেখেছে তাহা কত শত জনে,
আজি কি আগুনে সীতা প্রাণ দিতে গণে? ৭

ক্রমশঃ প্রকাশ্য।

কবি-বাক্যাবলী।

" সব্যঙ্গমুত্তমকাব্যমব্যঙ্গমধমং স্মৃতং। "
কাব্যচন্দ্রিকা।

বাগ্দেবীর কৃপা উপলক্ষে।

ওগো ওগো ও কমলে! তোমারে শাব্দিক দলে,
চঞ্চলা যে বলে এটি, বড়ঠিক কথা গো।
আজি যথা অধিষ্ঠান, কালি তথা অন্তর্দ্ধান,
তোমার কৃপার নাই, তিলেক স্থিরতা গো॥
তব করুণার বলে, যিনি খ্যাত ভূমণ্ডলে
অকৃপায় খুঁজে তাঁর, চিহ্ণ মিলা দায় গো।
জয় জয় বাগীশ্বরী, স্মরি, প্রণিপাত করি,
এ সকল দোষ নাই, তাঁর করুণায় গো।
ভারতী বারেক যাঁয়, করুণা কটাক্ষে চায়,
প্রাণান্তে তাহার চিহ্ণ, খুঁজে পাওয়া যায় গো।
এমন করুণাময়ী, বল আর আছে কই?
কোটী কোটী নমস্কার, বাগ্দেবীর পায় গো॥

অসার-গ্রাহীদিগের দুঃস্বভাব উপলক্ষে।

ওহে বিধি! ছি ছি ছি ছি! তোমার বা কহিব কি।
অচেতন কুলাখানা, সারগ্রাহী গড়েছ,
সচেতন সুগঠন, এমন মনুজগণ,
তাদেরে ও গুণে কেন, প্রবঞ্চিত করেছ?
বিনয়ে এ ভিক্ষা চাহি, না করিয়া সারগ্রাহী,
ভাবীকালে একটীও, মানুষ গড়ো না হে।
একেইত কবিচয়, অরি-ভয় শূন্য নয়,
সে সংখ্যার বৃদ্ধি আর, করো না করো না হে।

ওহে অহে হংস ধীর। নীরসহ দিলে ক্ষীর,
নীর ত্যজে ক্ষীর তুমি, করহ গ্রহণ হে,
পিপীলিকা তুমি ধন্য, সারগ্রাহী অগ্রগণ্য
বালি, চিনি বেছে চিনি, কর আহরণ হে।
জন্মি পক্ষী কীটকুলে, অসারে না মজ ভুলে,
কি আশ্চর্য্য নরবংশে, লভিয়া জনম হে।
যারা নাহি সার বোঝে, কেবল অসার খোঁজে,
তাহাদের চিত্তবৃত্তি, নাজানি কেমন হে!!
যাদের স্বভাব হেন, তোমরা তাদিগে কেন,
সারগ্রহণের রীতি, দাও না শিখিয়ে হে!
শিখিলে এ সাধুরীত, সমাজের হবে হিত,
তাই বলি তোমা দোঁহে, বিনয় করিয়ে হে।

দুর্জ্জনের গুণগ্রহণ উপলক্ষে।

নিজে গুণধাম যাঁরা, সরল স্বভাবে তাঁরা,
অপরের গুণমালা, করেন গ্রহণ রে।
গুণহীন ঠেকে দায়, যদি কারো গুণগায়,
করে না সরলভাবে, সে গুণ বর্ণন রে।
রসজ্ঞ কোকিলকুল, রসাল-মুকুল ফুল,
কুহুরবে ধন্য দিয়া, করয় ধারণ রে।
সুভোজ্য পেলেও কাক, ত্যজে না কর্কশ ডাক,
খায়, তবু অনমায়, কর্ণের বেদন রে।
আছে আর একদল, শুষ্ক তারা চায় ছল,
গুণি-গুণ পূর্ণ তারা, করে না বর্ণন রে।
কবি কয় না কভু, হউক ওদের মুখ,
"নকার" বিহীন গুণ, শব্দের সদন রে!!

কবির দৈন্যে। (প্রশ্নোত্তর।)

কুমার-কুমার * ভাই! সত্য বল যা সুধাই,
কোন প্রতিমার যত্নে, "তারা ভুরু" আঁকিছ?
কমলার চক্ষু আঁকি, তুমি ইহা চিন না কি,
যেনে শুনে ফিরে কেন, আমারে হে কহিছ?
কেমন আঁকিছ ভাই, দেখি তবে দেখে যাই,
ওহুঁ ওহুঁ হয় নাই, ত্রুটি কিছু হয়েছে,
"তারা" মাঝে দিতে "ফুল" তোমার হয়েছে ভুল,
দেও দেও "চিতে" দাও বাকী যেন রয়েছে"
চক্ষেতে চিতিলে ফুল, কাণী বলে করে ভুল,
গাহাক বাঁধাবে গোল, তাহা কি হে গণেছ?
কমলার চক্ষুঃ আছে, এ কথাটী কার কাছে,
অবোধ কুমার ভাই, কবে বল শুনেছ!
কমলবাসিনী লক্ষ্মী, কমল জিনিয়া অক্ষি,
কেন এ কথাত শুনি, ধনিগণ কয় হে!
মিথ্যা সেটা যত লোক, কমলার রৈলে চোখ
স্বভাব-সুকবিগণ, দরিদ্র কি হয় হে!!

বিধাতার প্রতি।

ওহে অহে বিধিবর! মানবের কলেবর,
গড়িয়াছ মনোহর, তাহে বাদ নাই হে।
হস্ত, পদ, চক্ষু, কাণ, দিলে যথা পরিমাণ,
বুক, মুখ, জিহ্বা, নাসা, যাহা কিছু চাই হে।
করিতে পদার্থ-দৃষ্টি, করেছ নয়ন সৃষ্টি,
ভ্রমণ কারণ দিলে, দুখানি চরণ হে।
কথাবার্ত্তা কহিবারে, সৃজিয়াছ রসনারে,
কর দিলে বস্তুসব, করিতে গ্রহণ হে।
যত যত অবয়ব, উপকারী দিলে সব,
পেট দিয়ে ফেলাইলে, ঘোরতর দায় হে।

* কুম্ভকারের পুত্র।

একমাত্র পোড়া পেট, করিয়াছে মাথা হেট,
নহিলে কি কবি কিছু, কার কাছে চায় হে?
বাঙ্গলায় * অতঃপর, যদি কবি সৃষ্টি কর,
তবে ক্ষুধা তৃষ্ণা যত, পেটের যাতনা হে।
হেন গলবস্ত্র হই, মিনতি করিয়া কই,
লেখ না লেখ না বিধি, এ দুঃখ লেখনা হে।"

কবির বেশ উপলক্ষে।

(প্রশ্নোত্তর।)

"কেন কহ কবিবর, হেন বিশ্রী কলেবর,
তৈলবিনে গায় যেন, উড়িতেছে খড়ী হে।
"পরা মোটা 'মারকীন' তাও হেরি সুমলিন,
দো ছোট "মলমল" ছেঁড়া তাও হেরি ধড়ি হে;
ছেঁড়া চটী জুতো পায়, চলে যেতে খসে যায়,
যেন আছ কতদায়, কাঙ্গালের প্রায় হে।
কেন হেন দীনবেশ, বল বল সবিশেষ,
মিত্রভেবে লজ্জা কিছু, কোরনা আমায় হে।"
"তোমারে কহিতে ভাই, কণামাত্র লজ্জা নাই,
পরম আত্মীয় তুমি, সুধাইলে তাই হে।
বাঙ্গলার * যত কবি, প্রায় তাঁহাদের ছবি,
এইমত, ইহাহতে, ভাল বড় নাই হে।"
"এখন সুসভ্য যাঁরা, লক্ষ্মীছাড়া বেশে তারা,
অনাদর করিবে যে তা কি মনে ভাব না?"
"লক্ষ্মীছাড়া বেশ যারা, ঘৃণা করে দেয় তাড়া,
সরস্বতী-ছাড়া তারা, "বলেতে যাব না।"

মশারির কাব্যালোচনা উপলক্ষে।

পৌষের রজনীতে, শুই বিনা মশারিতে,
লাখে লাখে মশা যদি, সব গায় খায় রে,
প্রভাতে জাগিয়া উঠি, হেরি দেহে গুটী গুটী,
জল-বসন্তের মত, নাহি দুঃখ তায় রে।
ঠিক দুপায়ের বোধ, তাও করি তুচ্ছ বোধ,
দাঁত আলা জুতো* পায়, চলা নয় দায় রে;
কাঁকোর তাহার মাঝে, ঢুকিলে বা কত বাজে
তাও সয়ে কোনমতে, পথে চলা যায় রে,
চরণ হইবে ক্ষত, তাতে বা যাতনা কত?
মাছি সব ভোঁ ভোঁ করে পড়ুক না তায় রে।
এসকলে একটুক, মনে না ভাবিব দুখ,
স্থির চিত্তে সহিবারে পারি সমুদায় রে।
কিন্তু কারা কয় কারে, যারা তা বুঝিতে নারে
ভারতীভাণ্ডারে যারা, কখনই যায়নি,
কেবল দুয়ারে থেকে, উকি ঝুঁকি মেরে দেখে
পর-মুখে মাত্র চেকে, নিজে স্বাদ পায়নি,
হেন—হেন মূঢ়গণে, সুকাব্যের আলোচনে,
দোষ কহে না বুঝিয়ে, ঘাড় মুড় নাড়িয়া,
মরি মরি আহা আহা! সহিতে না পারি তাহ
শুনে ইচ্ছা হয় সেই সভাহতে তাড়িয়া।
আছে কই তার পথ, ইহাদেরি মত—মত,
গুণান্ধ কাব্যান্ধ যত, বিজ্ঞমন্য কাছে রে।
ক্ষিপ্ত কুকুরেতে খায়, তাহে বরং বাঁচা যায়,
নিন্দুকের বিষ দাঁতে, কবি কোথা বাঁচে রে।"

বানর এবং কুকবি উভয় তুল্য।

কুপদ-বিন্যাস-পর কপি যেইরূপ,
কুপাদ-বিন্যাস-পর কুকবি সেরূপ,
শাখামৃগে পল্লব-গ্রাহিতা যে প্রকার
কুকবিতে পল্লব-গ্রাহিতা সে প্রকার,
অলঙ্কার-বোধহীন বানর যেমন,
অলঙ্কার-বোধহীন কুকবি তেমন।
সুমতি (১) প্রসূন কপি অবহেলে কাটে। (২)
সুমতি (৩) প্রসূন কু-কবিও হেলে কাটে। (৪)
অর্থ ত্যজি বানর যেমন স্বার্থ চায়,
অর্থ ত্যজি কুকবি তেমন স্বার্থ চায়।

---

* বঙ্গভাষায় অথবা বঙ্গদেশে।

* বঙ্গদেশের অথবা বঙ্গভাষার।

* অর্থাৎ যে জুতা পায় দিলে পায়ের চাম কাটিয়া যায়।

(১) সুন্দর মুক্তা। (২) দংশন করে। (৩) সু-বুদ্ধি। (৪) কর্ত্তন করে।

কুফল লভিয়া কপি যথা গা দোলায়,
কুফলে কুকবি তথা গা দোলায়ে যায়,
মর্কট কুকবি দোঁহে দোঁহ সমে তুল,
কুকবি যে পুচ্ছহীন বিধির তা ভুল॥

বারাঙ্গনা এবং কুকবি উভয় তুল্য।

পণ্ডিত অভিজ্ঞগণে, কুকবির বেশ্যাসনে,
তুলনা যে দিলা তাহা বড় বেশ খেটেছে,
উভয়ের তুল্য গুণ, কেহ বড় নহে ন্যূন,
বোধ হয় কবি (১) দুয়ে তুল্য ভাবে বেঁটেছে।
বেশ্যা সদ্বৃত্ততা (২) নাশে, কিঞ্চিৎ না শঙ্কা বাসে
সদ্বৃত্ততা (২) নাশে তথা কুকবি না ডরে রে।
কুরঙ্গে (৩) গণিকাগণে, আপনাকে ধন্য গণে
কুকবি কুরঙ্গ (৩) সাধি, আত্মশ্লাঘা করে রে।
পরার্থ (৪) হরণ তরে গণিকা কত না করে,
আগু পিছু মনোমাঝে গণে না কিঞ্চিৎ রে,
পরার্থ (৪) হরণ তরে, কুকবি কৌশল ধরে
মনোমাঝে কণামাত্র না হয় কুণ্ঠিত রে।
চরিত কুচরিত, নির্গুণ কি গুণান্বিত,
নায়ক (৫) পুংশ্চলী যথা না করে বিচার রে,
কুকবিও সেইরূপ, নায়কের (৫) গুণরূপ,
চরিতের, কিছুমাত্র নাহি ধারে ধার রে।
গুণাগুণ (৬) নাহি খোঁজে, কেবল বাঞ্ছিত বোঝে,
বারবধূ যেইরূপ কুকবি তেমন রে।
গুণাগুণ (৬) নাহি খোঁজে, কেবল বাঞ্ছিত বোঝে,

বারাঙ্গনার পক্ষে।—(১) কবি, বিধি। (২) সদ্বৃত্ততা, সৎবৃত্তিশালিতা। (৩) কুরঙ্গে, কুৎসিত পরিহাসে। (৪) পরার্থ, পরের ধন। (৫) নায়ক, নাগর। (৬) গুণাগুণ গুণ দোষ।

কুকবি পক্ষে।—(১) কবি, কাব্যকার। (২) সদ্বৃত্ততা, সুন্দর ছন্দোবন্ধত্ব। (৩) কুরঙ্গে, কুকাব্যে। (৪) পরার্থ, পরের রচিত ভাব। (৫) নায়ক, কাব্যাদির নায়ক। (৬) গুণাগুণ, কাব্যাদির নায়কের উপযুক্ত গুণ দোষ অথবা রচনার মাধুর্য্য প্রসাদ প্রভৃতি গুণ ও অলঙ্কার শাস্ত্রোক্ত দোষ ইত্যাদি।

এগুণে কুকবি ভায়া পটু বিলক্ষণ রে।
বেশ্যা রীতি ব্যতিক্রমে লজ্জিতা না হয় ভ্রমে
আদিবসে মত্তা হয়ে, নানাভাব ধরে রে।
ব্যতিক্রম করি রীতি (৭) তিলমাত্র নাহি ভীতি,
কুকবি শৃঙ্গার-রসে মেতে, কি না করে রে।

বিবিধ বিষয়িণী কবিতামালা।

গ্রীষ্মকালের সন্ধ্যাসময়ে সমীরের প্রতি।

অহে অহে সন্ধ্যা-সমীরণ।
তোমার নিক্ষিপ্ত শ্বাস সুশীতল করে,
দিবসের শেষভাগ, যে ভাগ বমন
করে রবিকর, রবি অস্ত গেলে পরে।
হে মলয় ভ্রমণকারিন!
বিলাসি! আইস, এবে বিলাসি-নিচয়
বাহিরে ভ্রমিতে, খাটিয়া সারাদিন,
তোমার একালে ভ্রমা উচিত কি নয়?*
এসময় তব পরশন,
প্রিয়বন্ধু-সুখস্পর্শ কর-স্পর্শ প্রায়
প্রার্থনীয়, এস—এস অহে সমীরণ।
আলিঙ্গিয়া, জুড়াও উত্তাপ-তপ্ত কায়।
আমি না আহ্লাদি একেশ্বর,
অসংখ্য স্বেদার্দ্র-বক্ষ দেখ প্রসারিত
তব লাগি, দেখ কত ক্লান্ত-কলেবর,
কত অচঞ্চল নাড়ী, তোমার প্রার্থিত।
ধন্য ধন্য মলয়শিখর।
সতত করিছে লাভ তব আলিঙ্গন!—
সদত শুনিছে তব সুমধুর স্বর।
এস্থলের ভাগ্য নয় প্রসন্ন তেমন।
এস-দেখ উপবন মাঝে,
সৌরভের ভাণ্ডার করিয়া উদ্ঘাটন,
নানারাগ-রঞ্জিত কুসুমকুলরাজে,

(৭) রীতি, গৌড়ী বৈদর্ভী প্রভৃতি।

যাচয়ে তাহারা তব প্রেম আলিঙ্গন।
ওহে, তারা অকৃতজ্ঞ নয়,
তুমি প্রেম আলিঙ্গনে তুষিলে ওসবে,
এখনি নমিবে তারা করিয়া বিনয়,
উপহার দিবে তোমা মধুর সৌরভে।
এস বায়ো! কর আন্দোলিত
কুসুমস্তবকযুত-তরুর শাখায়,
যথা দোলে মাতৃক্রোড়ে সুখেহয়ে স্থিত
ললিতাকুমারী, হেরে নয়ন জুড়ায়।
হের বায়ো! সরসীরমাঝ,
নাথ অদর্শনে ম্লান কমলিনী কত,
নিরখি কুমুদীকুল প্রিয়-দ্বিজরাজ
ফুল্লোন্মুখী, শোভিছে, কেমন মনোমত।
যদি বায়ো, এমন সময়,
কুমুদিনী দলে নাহি কর আলিঙ্গন,
চন্দ্রমল্লিকা-পাশে থাকহ মলয়,
নিশ্চয় তোমায় তবে বিধি বিড়ম্বন।
ওহে সুরসিক সমীরণ!
আরক্তিম গণ্ডস্থলে, বিন্দু বিন্দু স্বেদ,
বরাঙ্গনাদের, দেখ শোভিছে কেমন!
(শিশিরাক্ত গোলাপ ও কপোল কি ভেদ?)
অলকাগ্র করিয়া কম্পিত,
এমন কপোল যদি নাকর চুম্বন,
আমিও তাহলে তুমি হলে বিড়ম্বিত,
কি ফল?—বৃথায় তব ভুবনভ্রমণ!
তব কৃপাপ্রার্থী পবন!
ব্যজন চালিছে যত বরাঙ্গনাগণে,
স্বনে তাহে কর-ভূষা, জুড়ায় শ্রবণ,
যদিও সে স্বরে,—ভাল নাহি লাগে মনে।
নবপল্লবিত কিশলয়,
সহ নিশি তুমি যে হে "ফুর ফুর" স্বরে
গাও গীত, তাহা যত মিষ্ট বোধ হয়,
তত সুখ বিতরণ ও স্বরে না করে।
নিস্তব্ধ-প্রকৃতি প্রতিক্ষণ,
তব আগমন-পথ প্রতীক্ষণ করে,
সম্ভাষি তাহার হর্ষ কর উদ্দীপন,
এস হে সত্বরে—বায়ো! এস হে সত্বরে।

কোন কবি স্বপ্রণীত কাব্যকে মুদ্রাঙ্কণ দোষে অনাদৃত দেখিয়া নিম্নলিখিত কবিতা দ্বারা আত্মাকে আশ্বস্ত করিয়াছিলেন।

হে কবিতাবলি! থাকি কুৎসিত আধারে
আবরিত, দুঃখিত হওনা একটুক।
খনির তিমিরময়, গর্ভে থাকে মণিচয়
সময়ে তাহারা হয়ে সুগ্রথিত হারে,
সমুজ্জ্বলে কত রাজ-কুমারের বুক।

বটে তুমি অতি তুচ্ছ পত্রে বিমুদ্রিত,
কদক্ষরে, অনেকেই অনাদরে তাই,
বাহ্যশোভা নিরীক্ষণে, ভুলে মাত্র অজ্ঞজনে,
হৃদয় পরখি যত্ন, করে সুপণ্ডিত।
গুণ রৈলে আদর পাইবে বিজ্ঞ ঠাঁই।

প্রাকৃত কবিত্বশক্তি স্ফুলিঙ্গ প্রমিত,
নিহিত থাকিলে, কালে অবশ্য কখন,
ভস্মমুক্ত বহ্নি প্রায়, প্রকাশিবে প্রতিভায়,
কেহই নারিবে তোমা রাখিতে গোপিত,
ফুল্ল-বস্তুরিকা-বাস থাকে কি গোপন?

অদৃষ্ট অপেক্ষি কর সময় ক্ষেপণ,
হলে হতে পারে হেন ঘটনা কখন,
এই শুক্তি বিদারিয়া, যত্নে তোমা আহরিয়া
মুকুতার মত কবি স্বগুণে গ্রন্থন,
পরিলে পরিতে পারে গুণগ্রাহিগণ।

জনম তোমার দীন-কল্পনা-জঠরে
দীনভাবে কাট দিন ভাবিয়া ঈশ্বরে,
থাকিলে ভাগ্যের জোর, দুঃখ বিভাবরী ভোর,
হবে গুণগ্রাহীরূপ প্রভাকর-করে।
প্রাতে পদ্মিনীরে কে না যত্নে করে করে?

কোন কবি প্রথমাবস্থায় কতগুলি কুকাব্য বিন্যাস করিয়া মধ্যাবস্থায় তজ্জন্য অনুতাপ করতঃ কল্পনা-সম্বোধনে নিম্ন লিখিত কবিতা রচনা করিয়াছিলেনঃ—

যত্নে বানরীর গায়, সাজ দিয়ে বাদিয়ায়,
অর্থ লাগি দ্বারে২, নাচায় যেমন গো।
পোড়া জঠরের দায়, সাজাইয়া কুসজ্জায়,
নাচানু কবিত্ব শক্তি, তোমায় তেমন গো॥
মান পানে না চাইনু, দ্বারেদ্বারে নাচাইনু,
তবু নাহি পুর্ণ হল, জঠরের খাঁই গো।
লাজ নাহি মনোমাঝে, তাতেই কুৎসিত সাজে
তোমা লয়ে ধমনি পাশে, ফিরে সং খেলাই গো।
যা হবার হইয়াছে, এবে কবি তব কাছে,
বিনয়ে এ ভিক্ষা যাচে, অন্য ভিক্ষা চাবে না।
যত অপরাধ যত, ক্ষম এবারের মত,
কুবেশে কুস্থানে তোমা, লয়ে আর যাবে না।

কোন রসিক কবি বর্ত্তমান সময়ে কাব্যের অনাদর, এবং মদের আদর দর্শনে ক্ষুব্ধ হইয়া নিম্নলিখিত কবিতাটী রচনা করিয়াছিলেন।

প্রশ্নোত্তর।

"অহে অহে কবিবর। কোন্ ব্যবসায় কর?"
"—কাব্য-ব্যবসায়ী আমি, কাব্য বেচে খাই হে।"
"একালে ও ব্যবসার, আদর কোথায় আর,
ওতে লাভ কিছুমাত্র, নাই—নাই—নাই হে।"
"কিসে আশু লাভ আর, বল দেখি শুনি সার,
পোড়াপেট পুরাবার, উপায়ত চাই হে।"
"আশু লাভ পাবে যায়, শুন সার সে উপায়,
সময় যেমন।—হও, মদ-ব্যবসায়ী হে।
কাব্যের গ্রাহক কত। পাইবে হে অবিরত,
'লেমে আলা' শত শত, বড় বড় জনকে,
মদ-পানে হয়ে মত্ত, হেন তারা মুক্তহস্ত,
ফুঁয়ে ফুকে দিতে পারে, কুবেরের ধনকে।
আনিতে কাব্যের দাম" ছিঁড়িবে জুতোর চাম"
পড়িবে মাথার ঘাম, পায় তব বহিবে।
মদের টাকার ভাই, কিছুই ঝঞ্ঝাট নাই,
বান বান আমদানি, দোকানেই বহিবে।"
"সত্য কহিযাছ ভাই, প্রমাণ দেখিতে পাই,
স্বচক্ষেতে অহরহ, যথায় তথায় হে।
কিন্তু মানে দিয়ে ছাই, হতে মদ্যব্যবসায়ী,
পারি কই এবে ভাই, তোমার কথায় হে?"
"যদি সাধ মান রাখা, তবে চেয়োনাকো টাকা"
মান রেখে টাকা লাভ, এবে বড় দায় হে।"
"দিয়ে মান বিসর্জ্জন, যারা মাত্র চাহে ধন,
নমস্কার করি আমি, তাহাদের পায় হে।

মাতৃভাষা-উপেক্ষিদলের প্রতি।

এক্ষণে অনেকগুলি লোকে বলিয়া থাকেন, বঙ্গ-সাহিত্য-সংসার নিতান্ত সঙ্কীর্ণ, ইহাতে প্রশস্তচেতা উন্নত ব্যক্তিদিগের বিচরণ বৃথা কাল হরণ মাত্র। যে সকল পুস্তক সাহিত্য মাঝে পরিচিত তত্তাবতের পাঠ বা অনুশীলনে আশানুরূপ ফললাভের সম্ভাবনা নাই। কেহ২ এই ভাষার সাহিত্যগুলিকে বাল্যক্রীড়ার খেলনক-তুল্য অন্তঃসার শূন্য বলিয়াও নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। অন্যান্য শ্রেণীর লোকে যেরূপই বলুক না কেন, ক্ষোভের বিষয় এই যে, যাঁহাদিগের অনুশীলনে ইহার প্রসর বৃদ্ধি পাইয়া সারবত্তার সংস্থান হইতে থাকিবে, সেই আশার স্থল বঙ্গজ কৃতবিদ্যদিগের অনেকের রসনাই, ইহার অযশঃ ঘোষণা করিয়া থাকে। ইহাঁদিগের তর্কমুখে বঙ্গসাহিত্যের কিঞ্চিৎ সারবত্তা রক্ষা করা "বঙ্গসাহিত্য-সুহৃদের" ও সুসাধ্য নহে। কারণ ইহাঁরা বঙ্গসাহিত্যের নাম উচ্চারণ মাত্রেই ভ্রূকুটী করিয়া সাবজ্ঞভাব-প্রদর্শন পূর্ব্বক সংস্কৃতসাহিত্য অথবা ইংরেজী সাহিত্য-সংসারের প্রশস্ততা উল্লেখ করিয়া থাকেন। ইহাঁদের সংস্কার এই কালিদাস, ভবভুতি এবং মিল্টন, হোমর, সেক্সপিয়র প্রভৃতির ন্যায় সুন-

বিদ্যাশক্তি সম্পন্ন লোকের সদ্ভাব সম্ভাবনা নাই, তথা তাঁহাদিগের রচিত কাব্য নাটকের ন্যায় কাব্য নাটকও রচিত হইতে পারেনা। যে ভাষার সাহিত্যসংসারে তাদৃশ গ্রন্থকার এবং গ্রন্থ সকল সুলভ নহে, সে ভাষার সাহিত্যানুশীলন নিরর্থক। বঙ্গভাষায় সৎকাব্য-সদ্ভাব নাই, অতএব উহার অনুশীলনে সময় ক্ষেপ করা নিতান্ত ভ্রমান্ধ জনের কার্য্য।

যাঁহারা এইরূপ বচনবিন্যাস করিয়া বঙ্গসাহিত্য-সংসারের দোষ প্রখ্যাপন করেন, অনুসন্ধান কালে তাঁহাদিগের আবার অনেকেরই বঙ্গ ভাষাভিজ্ঞতা দৃষ্ট হয় না। সাহিত্য-সংসার যত সঙ্কীর্ণ হউক না কেন—যত অসম্পূর্ণ হউক না কেন ভাষাভিজ্ঞতা ব্যতীত কেহই সেই সংসারের প্রকৃতি বর্ণনে সমর্থ হইতে পারেন না। আশ্চর্য্যের বিষয় এই, বঙ্গভাষানভিজ্ঞ ব্যক্তিগণও আবার বঙ্গ-সাহিত্য-সংসারের দোষোদ্ঘোষণে কুণ্ঠিত-জিহ্ব হয়েন না। যে সকল ব্যক্তি যে নগর পরিভ্রমণ করে নাই—যে নগরের অঙ্গসংস্থান কেমন, দৃষ্টিপাত করে নাই—সেই সকল ব্যক্তি যে কোন সাহসে নগরটীর দোষোদ্ঘোষণ করে, বলিতে পারা যায় না। অন্যান্য সংসারের সংস্থান, প্রকৃতি, শ্রুতিপরম্পরায় অবগত হইয়াও মত দেওয়া যাইতে পারে, সাহিত্য-সংসারের সেরূপ নহে। যাহারা স্বয়ং প্রত্যক্ষ না করে, স্বয়ং ইহার পরিভ্রমণ সুখ অনুভব না করে, তাহাদের শ্রুতিপরম্পরায় প্রকৃত-পরিজ্ঞানজননের সম্ভাবনা কি?

বঙ্গসাহিত্যোপেক্ষি-দলের মধ্যে তিন চারি প্রকৃতির লোক দেখিতে পাওয়া যায়। একদল, নিজে কিছুই বুঝেন না, অথবা বুঝিবার শক্তি সদ্ভাব সত্ত্বেও বুঝেন নাই, শ্রুতিপরম্পরায় যেরূপ শুনিয়াছেন, সেইরূপ বিশ্বাসসম্পন্ন হইয়াছেন। আর একদল পল্লবগ্রাহিতা অবলম্বন করিয়া দুইচারিখানি কাব্য নাটকের ২।৪ পাত পাঠ করিয়া দেখিয়াছেন মাত্র, বঙ্গসাহিত্যসংসার সঙ্কীর্ণ হইলেও তাহাতে যতদিন—যে ভাবে বিচরণ করা কর্ত্তব্য, ততদিন সেভাবে বিচরণ করেন নাই। আর একদল সারগ্রাহিতার অসদ্ভাবে যে সময়টুকী বঙ্গসাহিত্যানুশীলনে ব্যয় করিয়াছেন, তাহাও অপব্যয় ভাবিয়া দোষদর্শকদলে ভুক্ত হইয়াছেন। এই সকল লোকের উপদ্রবেই বঙ্গসাহিত্যসংসার বাঞ্ছানুরূপ উন্নতিলাভ করিতে পারিতেছে না।

যাঁহারা সংস্কৃত এবং ইউরোপীয় ভাষার মর্ম্মজ্ঞ হইয়া তত্তৎ ভাষার অনুশীলনে বিব্রত আছেন, বঙ্গসাহিত্যসংসারের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শনে তাঁহাদিগকে তাদৃশ দোষভাগী করা যায় না সত্য, যেহেতু যাঁহারা অমৃতাস্বাদনে পরিলিপ্ত, তাঁহাদিগের প্রতি মধ্বাস্বাদনের উপেক্ষায় দোষারোপ কি? কিন্তু ইঁহারা যখন বঙ্গজ, তখন নিতান্ত অননুযোজ্য নহেন। কারণ সকল সভ্যদেশীয়েরাই উৎকৃষ্ট হউক, আর না হউক, সর্ব্বাগ্রে মাতৃভাষার আলোচনা করিয়া থাকেন; যিনি এই সুনিয়মের অনাচারী, তিনি মাতৃভাষার অসম্পূর্ণতা এবং তদীয় সাহিত্যের সামান্যতা দর্শাইয়া মুক্ত হইতে পারেন না। ইহা অস্বীকার্য্য নহে যে সংস্কৃত এবং ইংলণ্ডীয় ভাষার ন্যায় বঙ্গভাষা সম্পূর্ণ নহে এবং বঙ্গীয়সাহিত্য-সংসারও উক্তোভয় সাহিত্য-সংসারের ন্যায় সম্যক্ সুসজ্জিত নহে, কিন্তু এই কারণেই কি বঙ্গসন্তানগণের বঙ্গভাষার এবং বঙ্গসাহিত্যের অনুশীলনে উপেক্ষা করা সঙ্গত হইবে? জননী কাহার উপর আত্মগৌরববর্দ্ধনের আশা করেন? জননীর অভাব অপ্রতুল কাহার পূরণ করা কর্ত্তব্য? সুবোধ সুশিক্ষিত সন্তানেরা কি এতদ্বিষয়ে অগ্রগণ্য রূপে দায়ী নহেন? জননীর ধনসম্পত্তির অল্পতা দেখিয়া যে সকল সন্তান তদীয় সেবা শুশ্রূষা পরিত্যাগ করিয়া বসে, সাধুসমাজ তাদৃশ সন্তানদিগকে কি "কুপুত্র" উপাধি দ্বারা সম্বোধন করেন না? আমাদিগের বঙ্গসন্তানগণ মাতৃভা-

যার সেবায় উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়া কি এই নিতান্ত ঘৃণিত বিশেষণ দ্বারা সম্বোধিত হইতেছেন না? হা! যে সকল চতুর বহুবিদ্যাবিজ্ঞ ভিন্ন২ জাতীয় ব্যক্তিগণের সহিত ভিন্ন২ ভাষা যামাধিককাল পর্য্যন্ত অনায়াসে আলাপ করিতে সমর্থ, স্বপরিবারস্থ ব্যক্তিগণের সহিত কিঞ্চিৎকাল কথোপকথন করিতে হইলে তাঁহাদিগকে পদে২ কুণ্ঠিত, লজ্জিত এবং মনোগতভাব প্রকাশ করণে বিলক্ষণ চিন্তিত হইতে হয়। ইহা অপেক্ষা আর অধিক বিড়ম্বনা কি? আমরা ভিন্ন২ ভাষাভিজ্ঞ এবং মাতৃভাষার মধ্য উপাধিগণকে অনুরোধ করি, তাঁহারা ঔদাস্য পরিহার পূর্ব্বক মাতৃভাষার অনুশীলনে নিযুক্ত হউন। যদ্যপি তাঁহাদিগের অনুকার পদবী লাভ পূর্ব্বক খ্যাতি প্রতিপত্তি লাভের বাসনা থাকে, মাতৃভাষার অনুশীলন ভিন্ন সে [illegible] অন্য কোন ভাষা সেবা করিয়াই, সিদ্ধ করিতে পারিবেন না। কারণ কোন বাঙ্গালী শতবর্ষ অনুশীলন করিলেও সেক্ষপীয়রের ন্যায় সর্ব্বাঙ্গসুন্দর নাটক করিতে পারিবেন না। পক্ষান্তরে কোন ইংরাজ বঙ্গভাষানুশীল বলে "হুতুমপেঁচার নক্সার" [illegible] কাব্য রচনা করিতে সমর্থ হইবেন না। মৃত মাইকেল মধুসূদন দত্তজ এবং বাবু বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ইহার উদাহরণ। ইঁহারা মাতৃভাষার সেবায় যেরূপ খ্যাতি লাভ করিয়াছেন, ইংরেজী ভাষায় নাট, নবেল রচনা করিয়া তাদৃশ প্রতিপত্তি লাভে কি সমর্থ হইতেন? ফলতঃ মাতৃভক্তিতে লোকে যেরূপ প্রসিদ্ধি লাভ করে, বহুগুণশালিনী অন্যতরার সেবায় সেরূপ প্রসিদ্ধি-লাভ সম্ভাবনা নাই। অতএব আমরা আমাদিগের মাতৃ-ভাষা উপেক্ষী সুশিক্ষিত বিজাতীয়ভাষা-প্রিয়দিগকে অনুরোধ করি, তাঁহারা কর্ত্তব্যজ্ঞানে প্রণোদিত হইয়া মাতৃভাষার অনুশীলনে কিঞ্চিৎ সময় ব্যয় করুন, মাতৃভাষার সেবায় যে সময়টুকু ব্যয় করিবেন, তাহা নিতান্ত অপব্যয়িত হইবে না। তাহার ফল অবশ্য প্রাপ্ত হইবেন।

যাঁহারা পরকীয় রসনায় বঙ্গভাষা এবং বঙ্গীয় সাহিত্যের দোষ ঘোষণা শুনিয়া এতদনুশীলনে পরাঙ্মুখ, তাঁহারা নিতান্ত ভ্রান্ত। ভাষা এবং সাহিত্যের অনুশীলনে অন্তঃকরণ মধ্যে যে অনির্ব্বচনীয় আনন্দের উদ্রেক হয়, তাহা কি অন্যে হৃদয়ঙ্গম করাইয়া দিতে সমর্থ? কোন বস্তুর প্রকৃত আস্বাদ কি কেহ বাক্য দ্বারা অন্যকে বুঝাইয়া দিতে পারে? প্রকৃত প্রেম রসের আস্বাদনে প্রত্যহ প্রতি যাম—প্রতিদণ্ড—প্রতিপল—প্রতিবিপল—প্রতিক্ষণ হৃদয় মধ্যে যে নব নবসুখের আবির্ভাব হয়, তাহা কি স্বয়ং প্রেমিক না হইলে অন্যের বাক্যে বুঝিয়া লইতে পারা যায়? স্বয়ং হৃদয়তা সহকারে—অনুরক্তা সহকারে, ভাষা এবং সাহিত্যের অনুশীলনে নিমগ্ন হও, তখন ইহা উৎকৃষ্ট কি অপকৃষ্ট, বুঝিতে পারিবে। তোমার জননী নিতান্ত দীনা, নিতান্ত কাঙ্গালিনী, ইহা শুনিয়াই জননীর সহিত সাক্ষাৎ আলাপে পরাঙ্মুখ হওয়া যেরূপ একান্ত কাণ্ডজ্ঞানশূন্য সন্তানের কার্য্য, পরমুখে কুৎসা শ্রবণ করিয়া মাতৃভাষার অনুশীলনে বিমুখ হওয়া সেইরূপ—সেইরূপ কি? ততোধিক মূর্খের কার্য্য, সন্দেহ নাই।

যাঁহারা পল্লবগ্রাহী, তাঁহাদিগকে উপদেশ করা নিষ্ফল, হয়ত তাঁহারা আমাদিগের সরল উপদেশবাক্যেও পল্লবগ্রাহিতা প্রকাশ করিবেন। যাহা-হউক, তাঁহারা বঙ্গভাষা এবং বঙ্গসাহিত্যসম্বন্ধে নিতান্ত ভয়ানক শত্রু। ইঁহারা স্বভাবদোষে আপনার সার গ্রহণে অসমর্থ, আবার অন্যতরকে আত্মদলভুক্ত করণে বিলক্ষণ পটু। ইহারা কোন কাব্যের একপাত দেখিয়াই অন্যের নিকট সেই কাব্যের 'লম্বা চৌড়া' দোষ প্রখ্যাপন করিয়া থাকেন। সেই কাব্যপাঠে যাঁহাদিগের আগ্রহ থাকে, ইহাদিগের "বক্তৃতার চোটে" তাহাও দূর হইয়া যায়। সুতরাং অপকৃষ্ট না হইলেও কাব্যখানি উপেক্ষিত হয়। আমরা পল্লবগ্রাহীদিগকে জিজ্ঞাসা করি, তাঁহারা মাতার কুপুত্রের ন্যায় এরূপ অলীক মাতৃদো-

বোদ্ধোষণ দ্বারা কি ফল প্রাপ্ত হইয়া থাকেন? সাধু সমাজ—অভিজ্ঞসমাজ যে ঈদৃশাচুর্দ্দ্যবহারকারিদিগকে ঘৃণিত বিশেষণ দ্বারা সুশোভিত করেন, ইহারা কি তাহা অনুভব করিতে নিতান্তই অসমর্থ হইয়াছেন? হে পল্লবগ্রাহিগণ! এ দুঃস্বভাব পরিহার কর, মাতৃ-নিন্দা পরিহার কর, চঞ্চলতা এবং পল্লবগ্রাহিতা পরিহার করিয়া বঙ্গভাষার অনুশীলনে এবং বঙ্গসাহিত্যরসাস্বাদনে প্রবৃত্ত হও, দেখিবে ইহা কেমন যত্নের ধন, কেমন শ্রদ্ধার সামগ্রী। পিপীলিকা এবং হংস কীট এবং পক্ষী হইয়া সারগ্রাহিতাগুণে বালুকামিশ্রিত-শর্করা এবং নীর-মিশ্রিত ক্ষীর হইতে সার-পদার্থ শর্করা এবং ক্ষীর গ্রহণ করিয়া সুখী হয়, তোমরা জ্ঞানসম্পন্ন মানব হইয়া কি মাতৃভাষা এবং মাতৃভাষার সাহিত্যসংসার হইতে সার গ্রহণ করিয়া সুখী হইতে পারিবে না? অবশ্য পারিবে, সন্দেহ কি? ফলতঃ বঙ্গভাষা বলিয়া কথা কি, যাঁহারা পল্লবগ্রাহী, নির্দ্দয়, তাঁহারা সংস্কৃত ও গ্রীকভাষার অনুশীলনে এবং উক্তোভয় ভাষার বিস্তৃত-সাহিত্যসংসারে প্রবেশ করিয়া সুখী হইতে পারেন না।

প্রসিদ্ধার্থের বিপরীত-অর্থকারীদিগকে বিদ্রূপ।

"কোন পরিহাস তৎপর নাগরিক রসিকব্যক্তি "শুক্লাম্বরধরং দেবং শশিবর্ণং চতুর্ভুজং। প্রসন্নবদনং ধ্যায়েৎ সর্ব্ববিঘ্নোপশান্তয়ে॥' এই প্রসিদ্ধ ধ্যানের একটী বিপরীত অর্থ নিষ্পন্ন করিয়াছেন। ** ঐ রসিক লেখেন "শুক্লা" শব্দে গৌরী, এবং "অম্বা" মাতা, এ উভয় শব্দের বহুব্রীহিসমাসে "শুক্লাম্ব" অর্থাৎ গৌরী যাহার মাতা বা গণেশ বুঝায়। ঐ গণেশকে যে "রাতি" বা বহন করে অর্থাৎ ইন্দুর সে "শুক্লাম্বর।" ঐ ইন্দুরকে যে ধারণ করে অর্থাৎ বিড়াল সে সুতরাং "শুক্লাম্বর ধর।" ঐ বড়াল উজ্জ্বলবর্ণ অতএব তাহার প্রতি "দেব" শব্দও অনায়াসে প্রযুক্ত হয়। অপর তাহার বর্ণ শুভ্র, অতএব "শশিবর্ণ," এবং তাহার চতুষ্পাদ আছে, তাহা "চতুর্ভুজ" শব্দের অভিপ্রেত। অপিতু সুখাদ্য মূষিক ধরিলে বিড়ালের "প্রসন্নবদন" অবশ্যই হইতে পারে, সুতরাং একটী চতুষ্পাদ উজ্জ্বল সাদা বিড়াল ইন্দুর ধরিয়া হর্ষ হইয়াছে তাহারই ধ্যান কর, তাহাতে সর্ব্ববিঘ্নের অপনয়ন হইবে, এই অর্থ নিষ্পন্ন হয়। অপর এক রসিক কহেন যে, এই ধ্যানের প্রকৃত অর্থ ধোপার গাধা, কারণ সেই "শুক্লাম্বর" অর্থাৎ ধোয়া সাদা কাপড় ধারণ করে, তাহার বর্ণ পীত ও গৌর মিশ্রিত শশিবর্ণ বর্ত্তমান আছে, এবং চতুর্ভুজেরও অভাব নাই। অপর মহামূঢ় পশুর চিন্তা মাত্র নাই, সুতরাং "প্রসন্নবদন" স্বীকার করিতে হইবে ফলে ধোপার কাপড় লইয়া গাধা যাইতেছে তাহারই ধ্যান কর, তাহাতেই সকল বিঘ্নের নিরাকরণ হইবে ইহা সিদ্ধ হইল। যাঁহারা প্রকৃত প্রসিদ্ধ অর্থের অন্যথা করিয়া স্বাভিপ্রায় স্থাপন করি[য়া] শাস্ত্রের অর্থান্তর করেন, তাঁহাদের পক্ষে এই শ্লোক বিশেষ প্রযুক্ত হইতে পারে।"

[রহস্য-সন্দর্ভ

প্রাচীন-পুস্তকাবলীর সমালোচন।

প্রাচীন পুস্তকাবলীর মধ্যে অনেকগুলি সুপাঠ্য-সদ্ভাবপূর্ণ-গ্রন্থ দেখিতে পাওয়া যায়। এইগুলি 'বটতলার' সম্পত্তি। বাহ্যদৃষ্টে এগুলি প্রায়ই হেয় বটে এবং এই সকল পুস্তকের মুদ্রণও নেত্র-রঞ্জন তথা পরিশুদ্ধ নহে। কিন্তু তদ্দর্শনেই যে সকলগুলি উপেক্ষণীয় এরূপ বোধ হয়

না। যাঁহারা বঙ্গসাহিত্যানুরাগী, তাঁহারা এই সকল গ্রন্থ পাঠ করিয়া সহৃদয়তা ও সারগ্রাহিতা গুণে পাঠ-পরিশ্রম পোষাইয়া লইতে পারেন। পরন্তু ভাষার প্রাথমিক অবস্থায় যে সকল গ্রন্থ রচিত এবং প্রচারিত হইয়াছে, তত্তাবতের অনুশীলন না করিলে সাহিত্য বিচারে পটুতালাভের সম্ভাবনা নাই; সুতরাং মাতৃভাষা-প্রিয়দিগের এই বাঞ্ছনীয় পটুতা-লাভের সদুপায় কল্পে প্রাচীনগ্রন্থাবলীর আলোচন এবং অনুশীলন সর্ব্বথা কর্ত্তব্য। এই কর্ত্তব্য সাধন আশয়ে আমরা প্রাচীনগ্রন্থাবলীর সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম। ইহা যেরূপ অভিজ্ঞতা সহকারে সম্পাদন করা উচিত, আমাদিগের সেরূপ যোগ্যতা-সদ্ভাব নাই। যাহা কিছু আছে, এখানে প্রাচীন পুস্তকাবলীর অসদ্ভাবনিবন্ধন তাহারও সম্যগ্‌বিকাশে সামর্থ্যনাই। সুতরাং আমাদিগকে প্রাচীনপুস্তকাবলীর জ্যেষ্ঠকনিষ্ঠ-বিচারে বিমুখ হইয়া সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইতে হইতেছে। ইহাতে প্রাচীনপুস্তকগুলির পরিচয় ওতপ্রোতরূপে প্রকাশ করা হইবে। পাঠকগণ আমাদিগের অনিচ্ছাসম্ভূত এই বিশৃঙ্খলতা দর্শনে বিরাগ প্রদর্শন না করেন, ইহাই আমাদিগের একান্ত প্রার্থনীয়। এবারে মনোশিক্ষা নামক একখানি প্রাচীন কাব্যপুস্তকের সমালোচনা করা যাইতেছে।

মনোশিক্ষা।

(শান্তরসাত্মক কোষ-কাব্য।)

মহাত্মা ৺ প্রেমানন্দ দাস এই কাব্যের প্রণেতা। ইঁহার জীবনবৃত্ত সহ পরিচয় দেওয়া সুসাধ্য নহে। তবে এইমাত্র বলিতে পারা যায়, যেমন, ৺ কবিরঞ্জনের কালীকীর্ত্তন এবং বিদ্যাসুন্দর পাঠে তদীয় শক্তি-ভক্তির পরিচয় পাওয়া যায়, ৺ প্রেমানন্দের " মনোশিক্ষা " পাঠেও সেই রূপ তাঁহার হরিভক্তির পরিচয় পাওয়া যায়, ফলতঃ ইনি একজন পরমবৈষ্ণব ছিলেন, সন্দেহ নাই। সাহিত্য-সংসারে ধর্ম্মবিষয়ে নিরপেক্ষ ভাব। রচয়িতা যে ধর্ম্মাবলম্বী হউন না কেন, তাঁহার রচিত বিষয় সাহিত্যভাণ্ডারের যে প্রকোষ্ঠে রাখার যোগ্য, ভারতীদেবীর উদার আদেশে তথায়ই স্থানপ্রাপ্ত হয়। ৺ প্রেমানন্দ যে ধর্ম্মাবলম্বী হউন না কেন, তাঁহার রচিত বিষয়ের উৎকর্ষাপকর্ষতা লইয়াই কথা।

আলঙ্কারিকদিগের মতে ৺ প্রেমানন্দের " মনোশিক্ষা " কোষকাব্য সংখ্যায় পরিগণিত। সংস্কৃতভাষায় ৺ ভর্তৃহরিপ্রণীত " বৈরাগ্য-শতক " এবং ৺ শিহ্লন রচিত " শান্তি শতক " যেরূপ, বাঙ্গলাভাষায় ৺ প্রেমানন্দের মনোশিক্ষাও সেইরূপ। সংস্কৃতভাষায় উক্ত উভয় কাব্য যে সকল বিষয় লইয়া রচিত, মনোশিক্ষায়ও সেইসকল বিষয় বিন্যস্ত। প্রতিপাদ্য বিষয় তিনখানীরই প্রায় একরূপ। বিষয়ের অনিত্যতা, জীবনের অনিত্যতা, আশার ইন্দ্রজালত্ব, ধর্ম্মালোচনার কর্ত্তব্যতা, এবং বৈরাগ্যভাব তিনখানীতেই বিন্যস্ত দেখাযায়। বিশেষের মধ্যে এই, সংস্কৃত কাব্যকারেরা শৈবভাবে মহাদেবের শরণাপন্ন হইতে এবং হিমালয়ে ভাগীরথী-তীরে তপঃ অবলম্বন করিতে উপদেশ করিয়াছেন, ৺ প্রেমানন্দ সেরূপ করেন নাই। ইনি প্রত্যেক কবিতা স্বীয় মনঃ সম্বোধনে আরম্ভ করিয়াছেন, স্বীয় অভীষ্ট দেব শ্রীকৃষ্ণের আশ্রয় লাভের নিমিত্ত ব্যাকুলতা দেখাইয়াছেন, এবং স্বীয় অভিষ্টদেবের লীলাস্থানে পরিক্রমণ এবং তাঁহার লীলারস আস্বাদন বিষয়ে ব্যগ্রতা প্রদর্শন করিয়াছেন। যেসময় বঙ্গভাষার নিতান্ত বাল্যাবস্থা, ৺ প্রেমানন্দ সেইসময় লেখনী ধারণ করিয়াছিলেন। সুতরাং মনোশিক্ষা অমিশ্র বাঙ্গলাভাষার একখানী মনোরমকাব্য। মনোশিক্ষা পাঠে আমাদিগের পাঠকগণের চক্ষে অনেকগুলি অপরিচিত শব্দ পড়িবে

সত্য, কিন্তু ঐ সকল শব্দই প্রকৃতবঙ্গীয়। মার্জ্জিত দশায় ঐ সকল শব্দের নানারূপ প্রতিশব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। বিচারতঃ এইরূপ শব্দবিন্যাস ৺প্রেমানন্দের অজ্ঞতার বিষয় নহে, বরং তিনি অমিশ্র বঙ্গভাষায় যেরূপ মনোজ্ঞ হৃদয়ার্দ্রকর ভাবসকল বিন্যাস করিয়াছেন, অন্যের রচনায় সেরূপ দর্শন সুলভ নহে, ইহাই নিরপেক্ষ ভাবে স্বীকার্য্য। ৺প্রেমানন্দ কষ্ট-কল্পনার কবি ছিলেন না, তাঁহার রচিত একটী কবিতাতেও "বেগ-দেওয়ার" চিহ্ন লক্ষিত হয় না, সকলগুলিই যেন সহজেই নির্গত হইয়াছে। এক্ষণের কাব্যকারদিগের মনে কল্পনার চতুরতা দর্শন নিমিত্ত যেমন 'উপমার উপমা তস্য উপমা' দেওয়া গৌরবের কারণ বোধ হইয়া "স্বভাব উক্তির" বিরলতা ঘটিয়াছে, প্রেমানন্দের মনে সেরূপ ভ্রম জন্মে নাই। এই বলিয়াই যে তিনি অলঙ্কার-বোধ-বিহীন ছিলেন, এমত সিদ্ধান্ত করা যায় না। তবে কি না এক্ষণে যেমন বড়মানুষেরা আপনাদিগের অর্থ সম্পত্তির আড়ম্বর দেখাইবার জন্য, সোহাগের "ছেলে পিলের" গাত্রে নানারূপ অলঙ্কারভার চাপাইয়া দিয়া তাহাদের স্বাভাবিক সৌন্দর্য্যের বিকৃতি জন্মান, ৺প্রেমানন্দ সেরূপ করেন নাই। ইনি মধ্যবিত্ত গৃহস্থের পুত্রকন্যার অলঙ্কার দেওয়ার ন্যায়, "মনোশিক্ষার" স্বভাবসুন্দর-শরীরে যে দুইচারিখানী অলঙ্কার দিয়াছেন, তাহাই মনোহর হইয়াছে—তাহাই "মনোশিক্ষার" সৌন্দর্য্য মাধুর্য্য বিস্তার করিয়াছে। মনোশিক্ষার একটী কবিতা এইঃ—

ওরে মন! কি গুমান তনু-নায়ে চড়ি? কি করে ভাসিছ নিত্য, বিচারিয়া দেখ পিছু, ভব-সিন্ধু কিসে হবে পাড়া।

দহ না মায়ার পাক, নৌকা ফিরে যেন চাক, কৈছ কি বুঝিতে নারো ভাই। কুবাসনা-কুবাতাসে, লহর উঠে আকাশে, মন জন ডুবে রক্ষা নাই॥

কামাদির মাতমাল, তারা সেবা কেরয়াল পাকাইয়া ফিরাইছে তরি। যে বেটা কুবুদ্ধি পাজি, তারে করিয়াছ মাজি, কি জানি কখন ডুবে মরি॥

ভবার্ণবে পার চাহ, সুবুদ্ধি-কাণ্ডারী লহ, দশেন্দ্রিয় কেরয়াল করি। গাও কৃষ্ণ-গুণ সারি, বাইছ দিয়া দেরে পাড়ী, মাঝে২ বোল হরি হরি॥

জল না হইতে নাও, এসময় পাড়ী দেও, পার হয়ে কর ঠাকুরাল। আগে না হইলে পার, পিছে কি করিবি আর, নাও বা বহিবে কতকাল?

বহুদূর পারাবার, বিলম্ব না কর আর, দাঁড়ী মাঝি হইবে দুর্ব্বল। প্রেমানন্দ কহে মন! তার কিবা প্রয়োজন? যদি নাও ঘাটে হয় তল।

এই কবিতায় তনুকে তরি, সংসারকে সিন্ধু, মায়াকে আবর্ত্ত, দুরাশাকে কুবাতাস, কামাদি অর্থাৎ কাম ক্রোধাদি ষটকে কেরয়াল এবং কুবুদ্ধিকে কর্ণধাররূপে বর্ণন করা হইয়াছে। এই আরোপগুলি সকলই সুসঙ্গত। পারাবার উত্তরণ বিষয়ে তরি যেরূপ প্রধানসাধন, সংসার হইতে অপসৃত হইয়া মুক্তিলাভ বিষয়ে মানবদেহও সেইরূপ প্রধান সাধন; আবর্ত্ত যেমন তরি নিমগ্ন করণ বিষয়ে বিষমাকর্ষণ, তনুর অর্থাৎ মানবজন্মের বৈফল্য বিষয়ে মায়ারও সেইরূপ বিষমাকর্ষণ, কুবাতাস প্রভৃতি যেরূপ নদ্যাদির অত্যুচ্চ লহরী উৎপাদন করে, কুবাসনাও মানবমনে সেইরূপ অত্যুচ্চ তরঙ্গ তুল্য অসার বিষয়ের আন্দোলন করে, এস্থলে কুবাসনারূপ কুবাতাসোত্থিত লহরীর গগনস্পর্শিত্ব বর্ণন করায়, আরও চমৎকারিতা সম্পন্ন হইয়াছে, যেহেতু মানবমনের দুরাশা সময়২ গগনাপেক্ষাও উচ্চে উত্থিত হইয়া থাকে, ইহা এক প্রকার অজ্ঞান ব্যক্তিদিগের পক্ষে প্রকৃতিসিদ্ধ। কামাদিকে কেরয়াল এবং কুবুদ্ধিকে মাজিরূপে উল্লেখ করায় বিলক্ষণ স্বরূপ বর্ণন করা হইয়াছে। কারণ, কুবুদ্ধি বশতঃ কামক্রোধাদির বশীভূত হইয়াই অ-

জ্ঞানান্ধ ব্যক্তিগণ মানবদেহের জীর্ণতা সাধন করে। ৺প্রেমানন্দ মহোদয় ভবার্ণব উত্তরণ বিষয়ে সুবুদ্ধিকে কাণ্ডারী এবং ইন্দ্রিয়গণ কেরয়ালরূপে বর্ণন করায় উহাও বিলক্ষণ সংলগ্ন হইয়াছে। মানবগণ সুবোধ হইয়া ইন্দ্রিয়গণকে বশীভূত করিতে পারিলে ইহলোক হইতে উত্তীর্ণ হইয়া পরলোকে পরমসুখে পরমার্থ লাভ করিতে পারে, পণ্ডিতগণও এইরূপই উপদেশ করিয়া গিয়াছেন। কবিতাটীর আভ্যন্তরিক ভাব কেমন সুন্দর। রূপকার্থে বলা হইয়াছে, 'রে মন আরোহী। তরি জীর্ণ না হইতে অগ্রেই ভবার্ণবে পার হইতে যত্ন পাও, এবং পার হইয়া ঠাকুরালি কর, নৌকা কত কাল থাকিবে, অগ্রে পার না হইলে, পশ্চাৎ উপায় কি, পারাবার-পার বহুদূর, বিলম্বে দাঁড়ী মাঝি দুর্ব্বল হইয়া পড়িবে, যদি পার প্রাপ্ত না হও, তবে এ তরি ঘাটে ভরা করিবার প্রয়োজন কি?, স্বরূপার্থ বলা হইল— "রে মন। তনু জীর্ণ না হইতে অগ্রেই সংসার উত্তরণে যত্ন পাও, এবং পার হইয়া ঠাকুরালি (প্রভুত্ব) কর, দেহ কতকাল থাকিবে, এক্ষণে সংসার হইতে মুক্তি লাভের উপায় না করিলে, পরিণামে গতি কি? অভিষ্ট স্বর্গীয়ধাম বহুদূর, বিলম্বে বুদ্ধি এবং ইন্দ্রিয় সকল বিকল হইয়া পড়িবে। যদি নিত্যধাম লাভের উপায় না হইল, তবে মানবদেহ গেহ মধ্যে মাটী করিয়া ফেলিলে ফল কি।" পরমার্থ বিষয়ে এরূপ উপদেশ কেমন রমণীয় হইয়াছে।

মনোশিক্ষার আর একটী কবিতা এই: —

'রে মন! এ মোর মনের হাস'

কোচের কড়ীতে, যাহারে কিনিলি, সে তোরে করিল দাস।

গলে দড়া দিয়া, সদা নাচাইছে, দুঃখ না ভাবিছ তাতে। যেন বানরীয়া, বানর নাচায়, তালি বাজাইয়া হাতে!

কি সুখে মজিয়া, আপনা বেচিলি, পাছু না দেখিলি চাই। স্বর্গে না উঠিয়া, নরকে ডুবিছ, বুঝি না বুঝিছ ভাই।

সবার উপরে, মানব জনম, এ যদি বিফলে যায়, কুযোনি যতেক, ভ্রমিয়া বেড়ায়, আর কি রে কূল পায়।

ঘরে ঘরে ওরে, নগরে নগরে, ররির স্রুতের থানা। কহে প্রেমানন্দ, দেখ না রে অন্ধ, নয়ন থাকিতে কাণা!

এই কবিতার তাৎপর্য্য সুগম। ইহাতে, স্ত্রৈণ. বিষয়-বিমুগ্ধ অজ্ঞানান্ধ ব্যক্তিদিগকে করা উপদেশ হইয়াছে। "কোচের কড়ীতে যাহারে কিনিলি" ইহাতে স্ত্রীকে বুঝায়। বিবাহকালীন কয় কড়া কড়ী দ্বারা নবপরিণীতা স্ত্রীকে ক্রয় করা একটী স্ত্রীআচার আছে, কবি তজ্জন্য উক্ত পদ ব্যবহার করিয়াছেন। এই ভাবটীর দ্বারা ৺প্রেমানন্দের মহানুভাবকতার বিলক্ষণ পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। বানরীয়া শব্দার্থ, যাহারা বানর নাচাইয়া জীবিকা অর্জ্জন করে। এ উপমাটীও স্ত্রৈণব্যক্তির সম্বন্ধে বিলক্ষণ সঙ্গত।

ক্রমশঃ প্রকাশ্য।

নূতনপুস্তক-প্রাপ্তি।

অতীব কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি যে, নিম্নলিখিত পুস্তক প্রণেতৃগণ স্ব স্ব প্রচারিত পুস্তকের একং খণ্ড উপহার দ্বারা আমাদিগকে বিশেষ অনুগৃহীত করিয়াছেন।

কবিচরিত। ১। —গদ্য মহাভারত, আদি পর্ব্বের প্রথমখণ্ড। ২। সীতানির্ব্বাসন কাব্য। ৩।—কপটতা বিষয়ক প্রবন্ধ। ৪। সদ্ধর্ম্ম-প্রকাশিনী। ৫।—হিতাবলী। ৬।— মধুকরী পত্রিকা। ৭

সংস্কৃত—প্রবোধশতক। ১। —সটীক ঋতু-সংহার। ২।—শ্রীভগবতী স্তোত্র। ৩

বাঙ্গলাগ্রন্থাবলী এবং পত্রাবলীর সবিস্তার সমালোচন করা 'মিত্র-প্রকাশের' একান্ত বাঞ্ছনীয় বিষয়; অতএব এবারে এবিষয়ে হস্তক্ষেপ করা গেল না, যে হেতু স্থানাভাব। আগামীতে ক্রমশঃ সমুদয় গুলি সমুচিতরূপে আলোচিত হইতে থাকিবে।

এস্থলে একথা উল্লেখ করা আবশ্যক, আমাদিগের হস্তে কোন পত্রিকার ভার ন্যস্ত না থাকাতেও প্রাগুক্ত উদার পুস্তক প্রণেতৃগণ আমাদিগকে বিস্মরণ হয়েন নাই। ইহাতে আমরা অনুগ্রহ-গর্ব্বিত হইতেছি। পত্রিকাসম্পাদকগণ মধ্যে মাননীয় প্রভাকরসম্পাদক এবিষয়ে আমাদিগের সর্ব্বাগ্রে কৃতজ্ঞতাভাজন। যেহেতু তিনি আমাদিগের সম্পাদকীয় অবস্থাতে যেরূপ পত্র বিনিময় করিতেন, তৎপরিত্যাগেও সেরূপ অনুগ্রহ বিতরণ বিমুখ হয়েন নাই।

বঙ্গভাষা এবং সাহিত্য-সম্বন্ধীয় বিবিধবার্ত্তাবলী।

বিবিধার্থ সংগ্রহের ৭০ খণ্ডের ২৩৬ পৃষ্ঠার দ্বিতীয় স্তম্ভে পদ্মাবতী নাটকের সমালোচনা উপলক্ষে বহু মানিত বহুভাষাজ্ঞ তৎসম্পাদক লিখিয়াছেন, "এতদ্দেশে বিদ্যাসুন্দর তিন প্রকার আছে। তাহার প্রথম খানী ১৫৫৮ শকের বল্লভনামা এককবি রচনা করিয়াছিলেন। ঐ আদর্শে ভারতচন্দ্র বিখ্যাত কাব্য বিন্যস্ত করেন, তদুভয়ের আদর্শে রামপ্রসাদ সেন ইতস্ততঃ কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিত করিয়া তাঁহার বিদ্যাসুন্দর গ্রথিত করেন। কাব্য-চাতুরী পরস্পর অতীব স্বতন্ত্র, অথচ উপাখ্যান-গর্ভ অতি অল্পমাত্র ভেদ দেখা যায়। তদ্দৃষ্টে এইমাত্র বোধ হয় যে তাঁহারা পরস্পরের গল্প গ্রহণে লজ্জিত হইয়া শোডঙ্গভেদ, চোর ধরিবার প্রথা ইত্যাদি কিঞ্চিৎ সামান্য ব্যাপারের পরিবর্ত্তন করিয়াছেন। অপর ইঁহারা কেহই গল্পের আদিম রচয়িতা নহেন। কবিচোরের চোরপঞ্চাশৎ কাব্য ইঁহাদের আদর্শ, এবং তাহার স্থানে২ গীতগোবিন্দ হইতে কোন২ প্রসঙ্গ গৃহীত হইয়াছে।" অন্যান্য কাব্য-সমালোচকেরা গুণাকরের বিদ্যাসুন্দর-কাব্যের সহিত কবিরঞ্জনের বিদ্যাসুন্দরের তুলনা করিয়া শেষোক্ত খানীর অগ্রজত্ব স্বীকার করিয়াছেন। আমরা আগামীতে এ বিষয় বিশেষরূপে আলোচনা করিব।

মাননীয় এডুকেশন গেজেট সম্পাদক নাটক রচনা বিষয়ে নিম্নোদ্ধৃত অভিপ্রায় প্রকাশ করেনঃ—

"—অন্যান্যপ্রকার কাব্যরচনায় কবি স্বয়ং পাঠক বর্গের সমক্ষে উপস্থিত থাকিয়া তাঁহার নায়ক নায়িকাদিগের মনোমধ্যে কখন কোন্ ভাবের আবির্ভাব হইতেছে, তাহা এক প্রকার প্রকাশ করিয়া দেন। কিন্তু নাটকে একপ সুবিধা নাই, নাটক রচয়িতাকে সর্ব্বতোভাবে আত্মবিলোপ করিয়া নায়ক নায়িকাদিগের বাক্য এবং কার্য্যাদি দ্বারাই তাহাদিগের মনোগত ভাব সমস্ত প্রকট করিতে হয়। সুতরাং নাটক-রচয়িতা কেবল মাত্র অনাদীয় ভাব নিজ হৃদয়ে ধারণ করিয়াই নিশ্চিন্ত হইতে পারেন না, সেই সেই ভাব, সেই সেই প্রকৃতির লোকদিগের মুখ হইতে কিরূপ বাক্যাবলী নিঃসৃত করে, এবং তাহাদিগকে কি কিপ্রকার কার্য্যে প্রবৃত্ত করে, তাঁহাকে তাহাও জানিতে হয়। অতএব অন্যান্য প্রকার কাব্য রচনা অপেক্ষা নাটক রচনায় অধিকতর অনুভাবকতার শক্তির প্রয়োজন। বোধ হয়, এই জন্যই জর্ম্মেন আলঙ্কারিকেরা নাটক রচনাকে অন্য সকল প্রকার কাব্য রচনা অপেক্ষা অধিকতর দুরূহ কার্য্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, এবং মহাকবি হোমর, ডান্টি, এবং মিল্টন অপেক্ষাও সেক্সপিয়রের উচ্চতর আসন নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

ফলতঃ বুঝিতে গেলে, দৃশ্য-কাব্য রচনা অপেক্ষা কঠিনতর কার্য্য আর নাই। কিন্তু আজি কালি যে রূপ দেখা যাইতেছে, তাহাতে বোধ হয় যে, যিনি কলম ধরিতে শিখিয়াছেন, তিনিই বাঙ্গলায় নাটক লিখিতে পারেন; বৎসর কয়েকের মধ্যে কত ঝুড়ি ঝুড়ি নাটক বাহির হইয়া গিয়াছে; সুতরাং বঙ্গভাষার নাটক এবং অপরাপর সুসভ্যদেশীয় ভাষার নাটক একরূপ পদার্থ নয়। আমাদিগের এখানে নাটক খুব সস্তা জিনিস, এবং যে জিনিস নিতান্ত সস্তা তাহার অবস্থা যে হেয় হইবে, একথা বলা বাহুল্য। সুতরাং যৎকিঞ্চিন্মাত্র গুণবত্তা থাকিলেই এমন কি বিশেষ কবিশক্তির কোন চিহ্ন না থাকিলেও, কেবলমাত্র কতক যত্ন এবং পরিশ্রমের লক্ষণ দেখিলেই আমরা মন্দের ভাল বলিয়া বাঙ্গলা-নাটকের উৎকর্ষ স্বীকার করিতে উন্মুখ হইয়া থাকি।"

উক্ত সম্পাদক কবিশক্তি বিচার বিষয়ে নিম্নলিখিত মত প্রকাশ করেন:

"—উচ্চশ্রেণীর কবিরা প্রথম অনুভাবকতা-শক্তির আশ্রয়ে সহসা এবং সর্ব্বতোভাবে অন্যদীয় পদার্থে প্রবেশ লাভ করতঃ তাদাত্ম্যভাব গ্রহণে সমর্থ হন। তাঁহারা শোক, হর্ষ, ভয়, সাহস, সৌন্দর্য্য, বৈরূপ্য, গাম্ভীর্য্য লঘুতা, সকলই সমভাবে অনুভব করিতে পারেন। তাঁহারা প্রকৃতি-দেবীর জ্যেষ্ঠপুত্র, তাঁহার সমস্ত বিষয়ের সর্ব্বাধিকারী। কিন্তু যাঁহার সকল ভাব একবর্ণে রঞ্জিত হইয়া প্রকাশ পায়, তিনি যদিও প্রকৃতি দেবীর পরম প্রিয় জ্যেষ্ঠ সন্তান না হন, তথাপি তাঁহার একটী বিষয়ের স্বত্বাধিকারী বলিয়া নিম্নশ্রেণীর কবিগণের মধ্যে অবশ্য পরিচিত হইতে পারেন। তাদৃশ কবিদিগেরও কিয়ৎপরিমাণে পরকায়া প্রবেশ ক্ষমতা থাকে, যদিও সম্পূর্ণ তাদাত্ম্যভাবগ্রহণে সামর্থ্য না থাকুক। বাস্তবিক তাহাই বটে, কিন্তু এরূপ স্থলে আর কয়েকটী বিষয় বিবেচনা করিয়া কবিশক্তির নিরূপণ করিতে হয়। প্রথমতঃ ভাবগুলি যদিও এক রঙ্গের হয়, তথাপি নূতন বটে কি না, দেখা চাই। দ্বিতীয়তঃ তিনি নিজের কথা বলেন কি অন্যের স্থানে শোনা কথা কহেন, তাহাও বিবেচনা করা চাই। যদি ভাব সমস্ত অসঙ্গত অথবা পরকীয় হয়, এবং ভাষার গন্ধের আঘ্রাণ পাওয়া যায়, তবে ভাব সমস্তের একরঙ্গ দেখিয়াই কবিশক্তি আছে, এরূপ বুঝিতে পারা যায় না।

নিবাতকবচবধ কাব্য উপলক্ষে একজন পত্রপ্রেরক এডুকেশনে এইরূপ লিখিয়াছেন:—

"—এক্ষণে অনেকেই বাঙ্গলাকাব্য রচনা করিতেছেন; তন্মধ্যে প্রকৃত-কবিত্ব-শক্তি-সম্পন্ন ব্যক্তি অতি অল্প দেখিতে পাই। কাহার কাহার রচনাশক্তি আছে, কিন্তু বিচার-শক্তির নিতান্ত অপ্রতুল। যদিও থাকে, দেশ, কাল, পাত্র বিবেচনা কালে নিজ ঘটে স্ফূর্ত্তি পান না, কেবল যেকোন প্রকারে কথার মিল রাখিয়া ভাবার্থ শূন্য কতকগুলি অনুপ্রাস-ভূয়িষ্ট কথা রচনা করিয়া আপনাকে কৃতার্থ জ্ঞান করেন। ইঁহাদিগের মধ্যে অনেকের ব্যাকরণে এমন ব্যুৎপত্তি যে "ভবতি" 'পচতি' পেটে 'গজ গজ' করে বলিলেও বড় অত্যুক্তি হয় না। প্রতিদিনই কবিগণের উৎপত্তি, স্থিতি ও ধ্বংস হইয়া যাইতেছে, সুতরাং অনেক যথার্থ কবিও স্থান প্রাপ্ত হইতেছেন না। এমন কি প্রকৃতকবিরা প্রাচীন রীতিতে যদি কিছু রচনা করেন, সমাজমধ্যে তাহাও কেহ অনুসন্ধান করেন না। এইটী আমাদিগের মহাদোষ। অপর দিকে দেখিতে পাই, অতি জঘন্য কাব্যও 'গোষ্টিপতিদের জোরে" সমস্ত বিদ্যালয়ে চলিত হইয়া যাইতেছে। ২।৩ বৎসরমধ্যে ১০।১৫ বার মুদ্রিত হইয়া যায়, পরে তিনি একজন মহাকবি হন। পূর্ব্ব

কালে আমাদিগের দেশে অল্প লোক শিক্ষিত ছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহারা প্রকৃত পণ্ডিত ও কবি শব্দ বাচ্য। এক্ষণে প্রায় সর্ব্বত্র "পণ্ডিত মহাশয়" শব্দ শুনিতে পাই। কিন্তু তন্মধ্যে অনেকের বর্ণ-পরিচয়ে অধিকার হইয়াছে কি না, তাহাও সন্দেহ স্থল। ইঁহারাই আবার গ্রাম্য অধ্যাপক। কোন রূপে গ্রামের প্রধান পুরুষের প্রিয়পাত্র হইতে পারিলেই কবি হইয়া বসেন। তখন কাব্য না লিখিয়া সুস্থির থাকিতে পারেন না, নিজ কাব্য মুদ্রিত করিয়া বন্ধু-বান্ধবের দ্বারা অন্ততঃ ৫।৭।১০টী স্কুলে চলিত করান হয়, পরে সর্ব্বগ্রাস করিবার চেষ্টায় থাকেন।

পূর্ব্বকালে এরূপ রীতি ছিল না। কাব্য রচিত হইলে পণ্ডিতসমাজে বিচার হইত, তৎপরে সর্ব্বত্র প্রচার করার প্রথা ছিল যাঁহাদিগের বটে প্রকৃত পাণ্ডিত্য ও কবিত্ব থাকিত, তাঁহারাই কাব্য রচনা বিষয়ে অগ্রসর হইতেন।

প্রাচীন কাব্য এবং বঙ্গীয় কাব্যকারদিগের জীবনী সম্বন্ধে অমৃত বাজার পত্রিকা নিম্নলিখিত অভিপ্রায় প্রকাশ করেন;--

"--বাঙ্গলাভাষার ইতিবৃত্ত না থাকাতে বিদ্যাপতি, গোবিন্দ দাস প্রভৃতির প্রাকৃত গ্রন্থ আমাদের নিকট লাটিন হইয়াছে। এখনই টীকা না দেখিলে বুঝা যায় না, আর কদিন পরে মোটেতে বুঝা যাইবে না। আবার ঐ সকল গ্রন্থে এমন অনেক শব্দ দেখা যায়, যাহাকে আমরা হিন্দি বিবেচনা করি, কিন্তু সে গুলি যে সংস্কৃত হইতে উৎপন্ন হইয়াছে; তাহা বোধ হয় অতি অল্প লোকেই জানেন। অপর একটী প্রস্তাবে এবিষয়ে কত লিখিব? যে যৎকিঞ্চিৎ লেখা হইল, তাহাতেই পাঠকগণ বুঝিতে পারিবেন যে আমরা স্বদেশের সহিত যে ভাষা অভ্যাস করি, তদ্বিষয়ে কত অজ্ঞ! অথচ ফ্রেঞ্চ পড়িয়া—ল্যাটিন পড়িয়া বিজাতীয়ভাষা শিখাতে শরীর ক্ষয় করি। এর চেয়ে লজ্জার বিষয় আর কি আছে?

বঙ্গভাষার ন্যায় বঙ্গীয় গ্রন্থকারগণের জীবনবৃত্তান্ত না থাকাতেও অল্প ক্ষোভিত হইতে হয় না। অনেকে এই বলিয়া তর্ক করেন যে, আজিও বাঙ্গলা ভাষায় এমন গ্রন্থকার হন নাই, যাঁহাদের জীবন চরিত লেখা উচিত। এটী বড়ই অন্যায় কথা। ইংরেজিতে এমন অনেক 'তেকড়ে পাঁচকড়ের' জীবনবৃত্তান্ত পাওয়া যায়, আমাদের 'বটতলা' ভাণ্ডারে তার চেয়ে উৎকৃষ্ট কবি অনেক আছেন। আর সকলের কথা দূরে থাকুক, বিদ্যাপতি, কবিকঙ্কন, কৃত্তিবাস প্রভৃতি প্রসিদ্ধ গ্রন্থকারদিগের জীবনবৃত্ত এখন যদি কেহ জানিতে চান তবে কি তাহার জানিবার সাধ্য আছে? দশবৎসর পর ভারত, কবিরঞ্জন বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমারের অবস্থাও ঠিক উক্ত কবিদের মত লোপ পাইবে। আমাদের দেশীয় লোকের কি বিকৃত অভ্যাস জন্মিয়াছে যে, এবিষয়ে কেহ উদ্যোগী হইলেও ক্ষমতা সত্ত্বে কেহ তাঁহার সাহায্য করেন না। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বের খেদোক্তিই তাহার প্রমাণস্থল। আমরা এবিষয়ে আর অধিক কিছু বলিতে চাইনা, যাঁহাদের স্বদেশ বলিয়া একটুক মমতা এবং এবিষয়ে ক্ষমতা আছে, তাঁহারা যত শীঘ্র হয় এবিষয়ে হস্তক্ষেপ করিবেন।

মধ্যস্থ পত্রিকা আধুনিক পুস্তক-রচকদিগের রচনাবিষয়ে এইরূপ অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছেন; —

"--বর্ত্তমান গ্রন্থকারদিগের মধ্যে প্রায় সকলেই কবিপদবীতে পদার্পণার্থ বিবিধকাব্য রচনা করিতেছেন। এই কাব্য রচনা করিতে আবার অলঙ্কারশাস্ত্রীয় নিয়মাবলী জানা চাই। অর্থাৎ কাব্যেতে শ্রুতি-দুষ্টাদি দোষ রহিত, মাধুর্য্যাদি গুণশালী এবং করুণাদিরসযুক্ত-বাক্য প্রয়োগ করিতে হয়। কেবল গুণশালী-বাক্যকেও কাব্য বলা যায় না। ইহাতে রসের সম্পূর্ণ প্রয়োজন। পণ্ডিতেরা রসকে কাব্যের আত্মার স্বরূপ বলিয়া নির্দেশ ক-

রিয়াছেন। আত্মাশূন্য দেহের ন্যায় রসশূন্য কাব্য দর্শনে কিছুমাত্র আনন্দের উদয় হয় না; বরং তদীয় বৃথা বাগাড়ম্বরে সমধিক বিরক্তির উদয় হয়।

কিন্তু নব্য-কাব্যকারদিগের কাব্যে যদিও কোন কোন স্থলে গুণ সকল নয়ন গোচর হয়, কিন্তু রসোদ্ভব একেবারেই প্রতীতি হয় না। আমরা এমন একখানি নব্য-কাব্য দেখিতে পাই না, যাহার অন্তর্গত করুণাদি রসে শরীর আর্দ্রীভূত হয়। অতএব ইহাতে স্পষ্টই বোধ হইতেছে যে, ইঁহারা কবি-নাম গ্রহণার্থ যেরূপ উদ্যোগী, কবির কর্ত্তব্য বিষয়ে তাদৃশ মনোযোগী নহেন। যেমন গরিবের বড় মানুষী করিবার ইচ্ছা হইলে, চুরি ভিন্ন আর গতি নাই, সেইরূপ কবিত্বোপযোগী সামগ্রী বিহীন কবিদিগের কবিত্ব প্রকাশ করিবার সময়ে বিলক্ষণ 'হাতটান' আবশ্যক করে। ইঁহারা গ্রন্থ রচনা করিবার সময়ে হস্তদ্বয় প্রসারণ করিয়া অপহরণে দুই চক্ষের ব্রত করেন।

এক্ষণকার নূতন নবেল মাত্রেই বঙ্কিম বাবুর দুর্গেশনন্দিনীর ছায়া স্বরূপ; প্রভেদের মধ্যে জগৎ সিংহের পরিবর্ত্তে বীরসিংহ—বিমলার পরিবর্ত্তে ত্রিপুরা ইত্যাদি। কেহ কেহ বা মাইকেলের ন্যায় অমিত্রাক্ষর ছন্দে কবিতা রচনা করিতে গিয়া শরৎকালীন মেঘের ন্যায় নীরস গর্জ্জন করিতে থাকেন। তাঁহাদের কাব্যে কিছুমাত্র হৃদয়গ্রাহিতাগুণের পরিচয় পাওয়া যায় না।

ইঁহারা যে কেবল ভাব চুরি করিয়া ক্ষান্ত হন, এমন নহে কেহ কেহ কথা চুরি করিয়া "ময়ূরপুচ্ছধারী কাকের" ন্যায় লোকের নিকট সর্ব্বদা লাঞ্ছনা প্রাপ্ত হন, তথাপি কবি-নামের এরূপ মদকতা, যে তাহাতে কিছুমাত্র ভ্রূক্ষেপ হয় না। কেহ বা তাদৃশ অদ্ভুত ভাবাদি গ্রহণে অসমর্থ হইলে অগত্যা "পাঁঠক" এই শব্দটী গ্রহণ করিয়া (চোরের রাত্রিবাসই লাভ !!) প্রতিনিবৃত্ত হন। সুতরাং তাঁহাদের একমাত্র সম্বল পাঠক শব্দের প্রতিপদে আবৃত্তি করিয়া পাঠকদিগকেও "ছেড়ে দিলে কেঁদে বাঁচি" ভাবিতে হয়।

অতএব আমরা উপসংহার কালে এই মাত্র বলিয়া ক্ষান্ত হইতেছি যেরূপ শক্তি তদনুরূপ কার্য্য করা উচিত। একবারে প্রসিদ্ধ-কবির কাব্যের ন্যায় রচনা করিব, এই আশায় তদীয় ভাবাদি, চুরি করা কেবল উন্মত্ততা প্রকাশ মাত্র। ইহাতে কোন উপকার না হইয়া এই অপকার হয়, যে প্রথমাবধি ভাব চুরি অভ্যাস থাকায়, তাঁহারা কখন স্বকপোলনিঃসৃত ভাব প্রকাশ করিতে পারেন না। ইহা কি অল্প দুঃখের বিষয় যে কবি, অথচ কল্পনাবিহীন !!!"

যশোহর ইংরাজী স্কুলের শিক্ষক শ্রীযুক্ত বাবু জগদ্বন্ধু ভদ্র তথা শ্রীযুক্ত বাবু রামচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় দ্বয় সাহিত্যসংসারের এক বাঞ্ছনীয় বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন। ইঁহারা বঙ্গীয় প্রাচীন কবিদিগের রচিত গ্রন্থকলাপ প্রচারে কৃতসঙ্কল্প হইয়া সর্ব্বাগ্রে ৺বিদ্যাপতি ও ৺চণ্ডীদাসের রচনা সংগ্রহ করিয়া টীকা ও ভূমিকাসহ প্রচারে উদ্যত হইয়াছেন। এই পুস্তকখানীর আয়তন প্রায় ৮ পেজী ৩০ ফর্ম্মা হইবে, স্বাক্ষরকারিগণের প্রতি মূল্য ১॥ টাকা, বিনা স্বাক্ষরকারীর প্রতি ২৲ টাকা অবধারণ করা হইয়াছে। স্বাক্ষরকারী গ্রাহকসংখ্যা প্রায় শতাধিক হইয়াছে। দুইশত পূর্ণ হইলেই পুস্তকখানী যন্ত্রারূঢ় হইবে। ভরসা করি বঙ্গীয়সমাজ সত্বরেই এই বাঞ্ছনীয় বিষয়ের অপূর্ণ গ্রাহকসংখ্যা পরিপূর্ণ করিয়া দিবেন। ঈদৃশ পুস্তকের গ্রাহক হওয়া বঙ্গসাহিত্যানুশীলনকারী মাত্রেরই কর্ত্তব্য।

মধুকরী বলেন, "বঙ্গদেশে এক্ষণে ৩৩ খানী দেশীয় সংবাদপত্র আছে। ইহার মধ্যে ৪ খানী মাসিক, ৬ খানী পাক্ষিক, ১৭ খানী সাপ্তাহিক, একখানী সপ্তাহে দুইবার, একখানী সপ্তাহে তিনবার

এবং ৪ খানি প্রত্যহ প্রকাশিত হয়।" এই পত্রিকাগুলির প্রত্যেকের নাম এবং তত্তাবতের সম্পাদকগণের নাম, এবং প্রচারের স্থান, সবিশেষ লিখিত হইলে বঙ্গসাহিত্যানুশীলনকারিগণের বিশেষ উপকার সম্ভাবনা। অতএব অনুরোধ, আমাদিগের কোন সহযোগী এবিষয়ে হস্তক্ষেপ করেন। আমরা সর্ব্বাপেক্ষা মাননীয় প্রভাকর সম্পাদক এবং সোম প্রকাশ সম্পাদকের সমীপেই এতল্লাভের অধিক আশা করি।

উক্ত পত্রিকা পাঠে জানা যায়, বহরমপুরে একটী ত্রিভাষিণী—সভা হইতেছে, উহার নাম "বহরমপুর লিটরারির আশোসিসেন" (সাহিত্য-সংসৎ) নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। এই সভায় সাহিত্যিক, বৈজ্ঞানিক ব্যবহারিক ও সামাজিক প্রস্তাব সকল, ইংরাজী, উর্দ্দু এবং বাঙ্গলাভাষায় আলোচিত হইবে। ইহাতে শ্রীযুক্ত মে: লালবেহারী দে, তথা শ্রীযুক্ত বাবু বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এবং শ্রীযুক্ত বাবু রামদাস সেন প্রভৃতি অতিযোগ্যব্যক্তিসকল মিলিত হইয়াছেন। এই সভা হইতে "বহরমপুর ম্যাগজিন" নামে একখান পত্র আগামী জুলাই মাস হইতে প্রকাশিত হইতে থাকিবে। উহাতে সভার কার্য্য বিবরণ ব্যতীত অন্যান্য প্রবন্ধ সকলও নিবেশিত হইবে। অনাথ বঙ্গভাষার এবং বঙ্গসাহিত্যের উপকার নিমিত্ত প্রত্যেক জেলায় সাহিত্য-সংসৎ স্থাপন করা আবশ্যক।

কিছুদিন হইল প্রভাকর লিখিয়াছিলেন, বঙ্গসাহিত্য এবং বঙ্গভাষার পত্রিকা সকলের বিচার বিষয়ে অচিরে একটী সভার স্থাপন করার প্রস্তাব হইতেছে। সভা কেবল সভামণ্ডলীতে এই আলোচনা করিয়া নিবৃত্ত থাকিবেন না, আলোচিতমত গবর্ণমেণ্টকে জ্ঞাপন করিবেন, তাহাতে অপকৃষ্টগুলির নিবারণ পক্ষে অনুরোধ করা হইবে। এ সমস্ত গ্রন্থাবলীতে এরূপ একটী সভার স্থাপন নিতান্ত উচিত। কিন্তু প্রভাকর এতদিন এতদ্বিষয়ে নির্ব্বাক থাকাতে বোধ হয়, এই সদ্বিষয়-প্রবৃত্তির নিবৃত্তি হইয়া গিয়াছে। ইহা হইলে বঙ্গভাষা এবং বঙ্গসাহিত্যের নিতান্ত দুর্ভাগ্য।

আমরা আর একটী সুসংবাদ প্রাপ্ত হইয়াছি। কলিকাতার খিদিরপুর হইতে কোন বঙ্গমহিলা "বঙ্গমহিলা" নামে একখানি পাক্ষিকপত্রিকা প্রচারারম্ভ করিয়াছেন। বঙ্গমহিলাকর্ত্তৃক সাময়িক পত্রিকা প্রচার এই প্রথম।

শুনা যাইতেছে, এখান হইতে একখানী পাক্ষিক পত্র অচিরে প্রকাশিত হইবে। অত্রত্য সজ্জনসভা ইহার প্রচারে যত্নশীল হইয়াছেন।

এখানকার অবলা-বান্ধব জন্মস্থান পরিত্যাগে বাধ্য হইয়াছেন। অতঃপর উহা কলিকাতায় মুদ্রিত হইয়া চলিতে থাকিবে। "অবলাবান্ধব" যেখানে সুখে থাকিতে পারেন, সেইখানে যাউন, তজ্জন্য আমাদিগের বিশেষ খেদ নাই, জন্মভূমি স্মরণ থাকিলেই হয়।

ঢাকাপ্রকাশে দেখা গেল, কলিকাতা দুর্গাচরণ মিত্রের ইষ্ট্রিটের শ্রীযুক্ত বাবু বেহারীলাল দত্ত "সংবাদসার" নামে একখানী মাসিক পত্রিকা প্রচারে প্রয়াসিত হইয়াছেন। পত্রখানী গদ্য পদ্যে বিবিধ হিতকর বিষয়ে, গ্রথিত হইবে। যত সাময়িকপত্রিকা প্রচারিত হয়, ততই উন্নতির আশা, কিন্তু ক্ষোভের বিষয় এই, নানাকারণে বঙ্গীয় সাময়িকপত্র সকল অকালে দেহ ত্যাগ করিয়া থাকে।

সংপ্রতি ময়মনসিংহ হইতে তত্রত্য ধর্ম্মসভার সাহায্যে "আর্য্যধর্ম্ম প্রকাশিকা" নামে একখানি আর্য্যধর্ম্মবিষয়িণী পত্রিকা প্রকাশিত হইতে আরম্ভ করিয়াছে। এইখানী লইয়া বঙ্গভাষায় হিন্দুধর্ম্ম প্রচার বিষয়ে তিনখানী সাময়িক পত্রিকা হইল।

মিত্র-প্রকাশ।

সাহিত্যবিষয়কপত্র।

———০০০(০)০০০———

মিত্রপ্রিয়ানন্দ-বিধানদক্ষো মিত্রাপ্রিয়োল্লাস-নিরাস-শূরঃ।
নানারসৈর্মিত্রগুণ-প্রকাশো মিত্র-প্রকাশোয়মুদেত্বুদারঃ॥

১ম পর্ব্ব। } শকাব্দা ১৭৯২। বঙ্গাব্দা ১২৭৭ জ্যৈষ্ঠ। } ২য় সংখ্যা।

বিবেকোদয়।

অবতরণিকা।

গাইব এখন আমি প্রাণেশ কীর্ত্তন,
নানাছন্দে, অগো মম চিরসহায়িনি
কল্পনে! সহায় হয়ে, সবিশেষ দেহ কয়ে,
কেমনে এ পদাবলী করিব গ্রন্থন,
ভেবে ভীত চিত ভয় হয়, সুরঙ্গিণি।

কোথা গো কবিত্ব-শক্তি ভুবনরঞ্জিকে!
এতদিন এ অভগা তব প্রসাদাৎ,
হইয়া লোভের বশ, না গাইল কার যশ,
বৃথা—কত ভুলাইল আশা কুহকিনী।
দুরাশায় কোথা পায় সুফলসাক্ষাৎ।

যাঁহার সৃজিতা তুমি অমরকারিণি,
ত্রিলোকের পাতা যিনি বিশ্বারাধ্য ধন,
তুচ্ছ ধন বাসনায়, বিস্মৃত হইয়া তাঁয়,
কতজনে স্তবিলাম দিবসযামিনী,
স্তুতি সার—না পূরিল চির আকিঞ্চন।

হায় হয়ে কি মূঢ়তা! কল্পতরু ত্যজি,
আরাধিনু এরণ্ডায়, সুধার সাগর
পরিহরি, সুশীতল হতে পিনু হলাহল,
গুণজ্ঞানহীন আমি পিপাসায় মজি,
কোথা তৃপ্তি, বিষে দেহ কৈল জ্বর জ্বর।

"কবিতাকুসুমাবলি" করিয়া গ্রন্থন,
না সাজায়ে সেই হারে জীবিত-ঈশ্বরে,
সাজাইনু কারে হায়! খেদে প্রাণ যায় যায়
ধনাশা না কত মোরে কৈল বিড়ম্বন।
ভাবিলে এসব ক্ষোভে হৃদয় বিদরে,

যা হবার হইয়াছে কবিত্ব-শকতি!
বহুরূপা হয়ে তুমি হও গো সহায়,
প্রিয়গুণ প্রেমানন্দে গাযি নানা ছন্দেবন্দে
ভূতভক্তগণ গান করিলা যেমতি;
মিনতি করি গো হও দীনের সহায়।

যদি মোরা নাহি পারি তাঁর গুণগান,

গাইতে সুচারুরূপে তবু সে দয়াল,
অসন্তুষ্ট হইবেনা, অপরাধ লইবেনা,
তিনি তোমামোদ প্রিয় ধনেশ সমান
নহেন,, ভকতাধীন ব্যক্ত চিরকাল।

কোথা গো অচলাভক্তি, হৃদয়বাসিনি
সুচরিতে পরমার্থ-পথ প্রদর্শিনি,
হৃদয়ে অচলা রও, প্রাণেশ্বর পাশে লও,
মোক্ষধামে লয় যথা জীবে মন্দাকিনী
তথা তুমি পামরের কল্যাণকারিণী।

কোথা শ্রদ্ধে! পাত মম হৃদয়ে আসন,
তোমার অভাবে বিভু মহিমা কীর্ত্তন
বৃথা!---শুক শিশুমত, কি হইবে অবিরত,
পরমেশ নাম শুধু কৈলে উচ্চারণ,
কত পাখী বিহগণ উচ্চারে এমন।

হে বিশ্বাস! তুমি যদি না হও সহায়
আশালতা তবে কার হয় ফলবতী?
যথা রবি জলধরে, বারি যদি না বিতরে
যথাকালে তা হলে কি সহস্র চেষ্টায়?
শস্য, রত্ন প্রসবিতে পারে বসুমতি?

তাই বলি হে বিশ্বাস! হও অনুকূল,
ওগো শ্রদ্ধে! ওগো ভক্তি মুক্তি প্রদায়িকে!
এই অনুগতজনে, কৃপাকণা বিতরণে,
ফলাও লইয়া আশা তরঙ্গিণাকুল।
দৃঢ় করি মম চির চঞ্চলা মতিকে।

কাব্যারম্ভ।

ওহে নাথ! ভ্রমি আমি ভব উপবন,
তোমার মহিমা-পুষ্প যা কিছু চয়ন
করেছি, সে সমুদায়, গাঁথিতে যে পারা যায়,
কল্পনার সূত্র নয় সুদীর্ঘ এমন।
না পূরিল আশা হল বৃথা আকিঞ্চন!

১

হবেইত---দুরাশা কি ফলবতী হয়?
কে পারে মহিমা তব করিতে বর্ণন?
কত রত্ন রত্নাকরে, কার সাধ্য সংখ্যা করে,
কে পারে তাবার হার করিতে গ্রন্থন?
কার সাধ্য গণে সিকতিনী বালুচয়?

২

এসব সম্ভব তবু তব মহিমার---
পার প্রাপ্তি কোনরূপে সম্ভাবিত নয়,
স্বয়ং বাণি বর্ণহারে, মহিমা বর্ণিতে নারে,
কি বর্ণিবে মানব।---তাহার জ্ঞানোদয়,
কত---কত শক্তি আছে কল্পনার তার

৩

না থাকুক- কিন্তু নাথ তুমি মনোময়,
তবকাছে কোন্ কার্য্য আছে অপ্রকাশ?
যদিও অস্ফুট স্বরে, বালকের নাহি সরে,
মনের সকল কথা তবু পিতৃপাশ
অঙ্গভঙ্গে মনোভাব তার ব্যক্ত হয়।

৪

হে পিতঃ! এশিশু--- অতি শিশু-জ্ঞানহীন
মনোভাব নিবেদিতে যদিও অক্ষম
তবু হে হৃদয়েশ্বর, হৃদয় গ্রহণ কর,
দয়াময় শ্রীচরণে এই ভিক্ষা মম,
কৃতাঞ্জলি হয়ে এই ভিক্ষা চায় দীন। ৫

শুনিয়াছি লোকে কয়, তুমি নাথ দয়াময়,
নানা তাপে হয়ে অতি তাপিত হৃদয়,
যে জন তোমার কাছে, কেঁদে ক্ষমা-ভিক্ষা যাচে,
ক্ষম তারে হর পাপ তাপ সমুদয়!

বটে বটে তুমি এমনি দয়াল।
তবু ভেবে নিজ পাতক ভয়াল!
ক্ষমা ভিক্ষা চেতে ওহে ভবপাল।
কোনমতে হৃদয়েতে সাহস না হয়।
ক্ষমিবে কি দোষ মম ওহে ক্ষমাময়।

১

মগ্ন জ্ঞান-কৃত পাপে, কি করিবে অনুতাপে,
আত্মগ্লানি অহরহ করিছে দাহন,
কোথা পাব শান্তি জল, কে নিভাবে হৃদানল,
অভাগার ভাগ্যে কোথা ঔষধ এমন।
নিজগুণে যদি হইয়ে সদয়,
ক্ষম এ দাসের পাপ সমুদয়,
শ্রীচরণ তলে প্রদানো আশ্রয়।
তা হলে জুড়াতে পারে এ পাপ পরাণ.
নহে তার নাহি আর যুড়াবার স্থান।

২

বৃথা এই আকিঞ্চন! হবে ভাগ্য কি এমন।
পাবে দাস ভয় ভাঙা রাঙা পায় স্থান।
দুষ্ট দৈত্য পাপাচার; ঘটে কি ভাগ্যেতে তার,
পাপ তাপ ব্রান্তি শ্রান্তি হর সুধাপান?
হায় রে সুচির পাপাত্মা যে জন।
ভ্রমেও ওপদ ভাবেনি কখন,
সে কেন পাইবে চরণে শরণ,
হরিনাশের কেবল ভরসা মাত্র এই!
পাতকী পাবন নাকি তব তুল্য নেই। ৩

১

লইয়ে মানব জন্ম, ধরিয়ে মানব তনু,
মানবের কাজ কিছু নাহি সাধিলাম রে।
ভবার্ণব পার হেতু, একমাত্র ধর্ম্ম সেতু,
যতন করিয়ে তাহা নাহি বান্ধিলাম রে
হরিলাম কাল সুধু হেলায় হেলায় রে
অন্তিমে কি গতি হবে হায় হায় হায় রে!

২

হারায়েছি যে সময়, আর কি রে সে সময়,
ফিরে লাভ করিবারে পারিব কখন
আগে ইহা বুঝি নাই, বুঝালেও শুনি নাই,
অনুতাপে প্রাণ মন দহিছে এখন
বুঝিলাম বুঝিলাম বুঝিলাম সার রে
অপনরাগামি কাল নাহি ফিরে আর রে

৩

যবে হয় সুখোদয়, সে সময় মনেলয়,
সুখেই হইবে ব্যয় জীবিত সময় রে
কে জানে যে তার পাছে, দুঃখের দুর্দিন আছে,
কে জানে প্রার্থিব সুখ সুখদুঃখময় রে
ভুক্তভোগী হয়ে এবে হেন জ্ঞানদয় রে
সুখমাত্র নাই ভবে সুধু দুঃখময় রে

৪

হে নাথ অখিল-পাতা, সুখ দুঃখ ফল দাতা,
প্রণিপাত করি নাথ চরণে তোমার হে।
এই ভব কারাগারে, যেন আর অভাগারে,
সুখ দুঃখ ভোগিবারে না হয় না হয় হে
সুখদুঃখে আর মম নাই প্রয়োজন হে
এই চাই দাসত্বে বন্ধ নিয়োজন হে।

কবিরঞ্জন ৺ রামপ্রসাদ সেন এবং আজু গোসাঁ-
ঞীর পরস্পর কাব্য কৌতুক।
(গত প্রকাশিতের পর।)

**নবদ্বীপাধিপতি. কাব্য-প্রিয় কবিরঞ্জন এবং অ-
ন্যান্য পারিষদবর্গে পরিবেষ্টিত হইয়া আজু গোস-
াঞীকে আহ্বান করিলে তিনি "হরি হরি হরি" শব্দ
উচ্চারণ করতঃ সভা প্রবিষ্ট হইলেন কবিরঞ্জন
তৎশ্রবণে কহিলেন,—**

বৈষ্ণবের কিবা ভাব মরি মরি মরি
সতত বদনে বোল হরি হরি হরি

গোসাঞী কহিলেন,—

ভবানীর ভাবে যারা সতত বিহ্বল।
ভবানী ভবানী বাণী তাদের কেবল! স

[উভয়ের কবিতাই দ্ব্যর্থ, স্বভাবোক্তি এবং শ্লেষ। শ্লেষপক্ষে কবিরঞ্জন উক্ত "হরি হরি হরি" শব্দার্থে হরণ করি, ২ গোসাঞীর কবিতার "ভবানী" শব্দার্থ মদ। স্বভাববর্ণন পক্ষে অর্থ সুগম।]

রাজা প্রশ্ন করিলেন :—

"কালী কেমন?

কবিরঞ্জন কহিলেন :—

কে জানে কালী কেমন? তারা পদ্ম-বনে হংস সনে, হংসীরূপে করে রমণ।

প্রসাদ ভাষে লোকে হাসে সন্তরণে সিন্ধু-গমন, আমার প্রাণ বুঝেছে, মন্ বোঝে না, ধর্‌বে শশী হয়ে বামন।

রাজা গোসাঞীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে, তিনি এইরূপ বলেন :—

জাননা ভাই কালী কেমন,
জাননা হে কালী কেমন।

তার চোক কাণ, আছে, দেখ্‌তে, শুন্‌তে, সুন্দর সকল গঠন গাঠোন। সহজ ডাকে কয় না কথা, এইটী তার স্বরূপ লক্ষণ। (১)

বৈষ্ণব ভাষে কৃষ্ণ কালী, কালী কৃষ্ণ শাক্তের বচন। কাঞ্চন যাঁই, সুবর্ণ তাঁই সুবর্ণ যাঁই, তাই কাঞ্চন।

কেবল শব্দের পটাপটি, শ্রোতা ভেদে অর্থ গ্রহণ, যদি চাও চিন্‌তে, কর চিন্তে, পাগল তায়, বলে হে যেমন। স

(১) এই কয় চরণে কালীর অর্থাৎ বধিরার স্বভাব বর্ণন বুঝায়। যথা বধিরার স্বরূপ লক্ষণ এই, যে, তাহার কর্ণ, মুখ ও অন্যান্য অবয়ব সকলি সুন্দর; কিন্তু সহজডাকে উত্তর করে না। পক্ষান্তরে ইহাতে কালী, অর্থাৎ কাল-কামিনী দুর্গার স্বরূপ বলা হইল, যথা, তিনি নয়ন, শ্রবণ ইত্যাদি অবয়ব বিশিষ্টা, সুন্দরী, কিন্তু ভক্তিপূর্ব্বক না ডাকিলে উত্তর করেন না। অর্থান্তরে মৃণ্ময়ী কালী মূর্ত্তির স্বরূপ বর্ণন পক্ষেও এই কয় চরণের অর্থ সংলগ্ন হইতেছে। শেষ কয় চরণের অর্থ সুগম, কেবল পাগল শব্দটী শ্লিষ্টার্থক, একপক্ষে "পাগল বলে যেমন" এই বাক্যে শিব যেরূপ কালীর বর্ণন করিয়াছেন, এইরূপ বুঝায়, অথবা গোসাঞী পাগল বলিয়া উক্ত থাকায় তাহার বর্ণনারূপ চিন্তা কর, এইরূপ তাৎপর্য্যও গৃহীত হয়।

একদা কবিরঞ্জন কারণ করিয়া যাইতেছিলেন, পথি মধ্যে এক ব্যক্তি তাঁহাকে মাতাল বলিয়া নির্দ্দেশ করায়, তিনি ভাব ভরে এই পদ গান করেন:—

সুরাপান করি না রে
সুরা খাই অবহেলে।
আমার মন মাতালে মেতেছে,
আজ মদমাতালে মাতাল বলে।

আজুগোসাঞী বিদ্রূপ করিলেন:—

মন্-মাতালের মাতলামী ঘোর।
সে সদাই আপ্‌নার ভাবে ভোর॥
মদ-মাতালের মদের নেশা,
দুদিন থাকে বড় জোর;
মন-মাতালে মাত্‌লে পরে,
ঘোচে না তা বিনে গোর॥

জনৈক কবির উপস্থিত রচনার পরিচয়।

প্রকৃত কবিত্ব-শক্তি বিবিধ বেশে প্রকাশ পাইয়া থাকে। কখন বা কাব্য নাটকে, কখন বা গল্প উপন্যাস রচনায়, কখন বা বিবিধ প্রকার সঙ্গীত মালায়, কখন বা সাধারণ বাক্যালাপে উহার মোহিনী মূর্ত্তির স্ফূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু অন্যান্য অবস্থায় কবিত্ব-শক্তি যেরূপ সাধারণ্যে পরিচিত হয়, কথোপকথনোৎপন্ন কবিত্ব শক্তির সেরূপ পরিচয় দানের সুবিধা নাই;

যেহেতু কি রচয়িতা কি শ্রোতা কেহই লিপিবদ্ধ করিয়া রাখেন না। যাঁহারা সঙ্গীতমালায় কবিত্ব-শক্তির সুচারুরূপে সমাবেশ করিতে সক্ষম, দুর্ভাগ্য ক্রমে যদ্যপি তাঁহারা সঙ্গীত-শক্তি শূন্য হন তাহা হইলে তাঁহাদিগের কবিত্ব-শক্তি সৌরভ পূর্ণ বনজ কুসুমবৎ প্রায়ই জনমানবের অজ্ঞাতসারে বিগলিত হইয়া যায়। কিন্তু যাঁহারা কবি-প্রিয়—যাঁহারা কবিত্ব-শক্তির উপকারিতা অবগত আছেন, তাঁহারা যে ঈদৃশ ব্যক্তিদিগের অনুসন্ধান লন না, ইহা নিতান্ত দুঃখের বিষয়। যদি বঙ্গীয় সামাজিকদিগের এই অনুসন্ধান-প্রবৃত্তির কিঞ্চিন্মাত্র সদ্ভাব থাকিত, তাহা হইলে আমরা আজি অনেকগুলি কবির নামোল্লেখে সমর্থ হইতাম সন্দেহ নাই।

যদুপলক্ষে এই প্রস্তাবের অবতারণা করা হইয়াছে এক্ষণে তদ্বিষয় পাঠকদিগকে জ্ঞাপন করিতেছি। এতন্নগর মধ্যে আমাদিগের আত্মানির্ব্বিশেষ অভিন্নহৃদয় একজন বন্ধু আছেন। তিনি যেরূপ কবিত্ব-শক্তি সম্পন্ন এবং দ্রুত রচক দুর্ভাগ্যক্রমে সেরূপ গায়ক নহেন; কিন্তু সঙ্গীত রচনায় ইহার বিলক্ষণ আমোদ তদ্বশতঃ সর্ব্বদাই বন্ধুজন সমীপে নানা প্রকার সঙ্গীত রচনা করিয়া উপহার দিয়া থাকেন, বিশেষতঃ ইঁহার একজন প্রিয়তম বয়স্য অধিককাল একত্র থাকিয়া ঐ সকল সঙ্গীত একখানী স্মৃতিপুস্তকে লিখিয়া রাখেন। আমরা সেই পুস্তক হইতে কতকগুলি সঙ্গীত উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি এবং যে যে সঙ্গীত যে যে কারণে রচিত হইয়াছিল, তাহাও লিখিয়া দেওয়া হইল, ভরসা করি কাব্যামদী পাঠকগণ তত্তাবৎ পাঠে বিলক্ষণ আমোদ প্রাপ্ত হইবেন।

—

কোন সময় দ্রুতরচক পরিচিত এক বৈঠক খানায় উপস্থিত ছিলেন, তথায় তাঁহার বয়স্যভাবাপন্ন কয়েক ব্যক্তি সুস্বরে গান করিতেছিলেন; কিন্তু তিনি তাল, লয়, রাগ, রাগিনী বোধ বিহীন হইয়াও স্বীয় স্বাভাবিক সংস্কারবশতঃ অনতিপরিস্ফুট স্বরে একটী গান আওড়াইতে ছিলেন, তচ্ছ্রবণে তাঁহার একজন বয়স্য দুঃখ প্রকাশ করিয়া বলেন "দুঃখের বিষয় এই যে, মহাশয় যেরূপ দ্রুত গান রচনা করিতে পারেন, সেরূপ গাইতে পারেন না।" দ্রুত রচক তাঁহাকে বাক্যে কোন উত্তর না দিয়া নিম্ন লিখিত সঙ্গীত দ্বারা আত্ম অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছিলেন।

রাগিনী বেহাগ—তাল আড়া।

সুস্বরে না করে যদি কেহ বিভু-গুণ-গান,
জগৎপিতে তাহাতে কি করে রুদ্ধ করে কাণ?
অন্তরে বেদনা পেলে, অঁ্যা অঁ্যা বোলে কাঁদে ছেলে,
সে রবে কি ভুলে কোলে স্নেহে পিতে না দেন স্থান?
রাগ তাল তুলে রাখ, সদা স্থির প্রেমে থাক,
ভক্তিভাবে নাথে ডাক জুড়াবে তাপিত প্রাণ।

—০—

একদা দ্রুত রচকের বয়স্যগণ ঈশ্বরের নানারূপতার বিষয় লইয়া তুমুল তর্কাসক্ত করিলে, তিনি নিঃশব্দে নিম্নলিখিত সঙ্গীতটী লিপি করিয়া তাহাদিগের সম্মুখে উপস্থাপিত করিয়াছিলেন।

রাগিনী সুরট—তাল একতালা।

নাথ কে জানে তোমারে? অরূপ, সরূপ,
কে কবে স্বরূপ, সুধাইব বল কারে।
এক দলে বলে তুমি নিরাকার, একদল তাহা
করে না স্বীকার, ভিন্ন২ মতে বলে ভিন্ন মতে
তার সার লতে কে পারে।
কেহ২ কয় তুমি জ্যোতির্ম্ময়, কেহ বলে সত্য,
কেহ বলে নয়, যার মনে যা লয় সেই তাহা কয়,
সত্যতা নির্ণয় কে করে।

আমি কি আমার সেই বোধ নাই তোমার স্বরূপ নিরূপিতে চাই হাঁ, না, বলে কত অপরে বুঝাই মেতে জ্ঞানি অহঙ্কারে।

বিচারে তোমার স্বরূপ স্থাপন, অন্ধের যেমন হস্তী নিরূপন, যত দূর জানি, তত দূর মানি, ভাসিয়ে ভ্রম পাথারে।

কাজ নাই করে অনুমানামানি *** বলে আমি এইমাত্র জানি, তুমি মম স্বামী, দীন দাস আমি, তারো তায ভব দুস্তারে।

—০—

কোন লোলিতচর্ম্ম পলিত-কেশ বৃদ্ধের প্রবঞ্চন পূর্ব্বক অর্থোর্জ্জনের চেষ্টা দেখিয়া নিম্নলিখিত সঙ্গীতটী রচনা করা হইয়াছিল।

রাগিণী সিন্ধু খাম্বাজ—তাল একতালা।

হলে নাতির ঠাকুর দাদা, আজো গেল না কি মনের ধান্দা।

অন্ত গেল, দন্ত গেল, শ্যাম কেশ হল সাদা। সদাই শ্বাস বুকে কাশ দুনয়নে দেখ আঁধা॥

মায়া সূত্রে দারা পুত্রে একেবারে পড়্‌লে বাঁধা। এসে শমন কর্‌লে দমন পার্‌বে কি কেউ দিতে বাধা?

[illegible] বলে অন্ত কালে উচিত কি নয় ধর্ম্ম [illegible] [illegible] হারাইবে কাঁদতে পড়ে হবে তা তখন কাঁদা॥

—

একদা দ্রুত বচকের বন্ধুগণ তৎসম্বন্ধে নানা বিষয়াসক্ত একমাত্র মনের দ্বারা ঈশ্বর সাধনা হইতে পারে না, বলিয়া বাগাড়ম্বর আরম্ভ করিলে তিনি নিম্নলিখিত সঙ্গীত রচনা করিয়া তাঁহাদিগকে প্রবোধিত করিয়াছিলেন।

সিন্ধু খাম্বাজ—একতালা।

এক মন আমি দিব কারে, মূঢ়ে কেবল এই [illegible] সারে।

দারা পুত্র বিষয় আশয়, যত কিছু এ সংসারে, আছে যার সনে যে ভাবের নিয়ম, সেই ভাবেতে ভাব তারে।

পুত্রের প্রতি স্নেহ কর, প্রেমে তোষ প্রমদারে। দেখো বিষয় আশয়, আসল বিষয়, ভুলনা হে একেবারে।

গুরুজনের সেবা কর ভক্তি শ্রদ্ধা সহকারে। যিনি পারত্রিকের পারের কর্ত্তা, প্রীতি-পুষ্পে পূজ তাঁরে।

বাহিরেতে দেখাও যেন আছ সংসারের অন্তরে। নয় এ সংসার প্রসংশার রাখ অন্তর-অন্তরে। মনের উপর কর্ত্তা তুমি চালাও আজ্ঞা অনুসারে। চতুর প্রভুর একটী ভৃত্য, কত রকম কার্য্য সারে।

*** কয় বিবেকের মতে সত্য পথে চল্লে পরে, এক মনেই হয় সকল সিদ্ধ অনায়াসে ভবে তবে।

—

কোন সময় ঘটনা বশতঃ দ্রুত রচককে একাকী থাকিতে হইয়াছিল। তাঁহার একত্র সহবাসি বয়স্য, বাটী গমন সময়, নিতান্ত দুঃখিত হইয়া কহিলেন "প্রায় মাসেককাল আপনাকে একাকী থাকিতে হইবে একা থাকা কষ্টের বিষয়?" তিনি তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে মুখে২ নিম্নলিখিত সঙ্গীতটী কবিতা পাঠের ন্যায় শুনাইয়া দিয়া সান্ত্বনা করিয়াছিলেন।"

ঐ ঐ।

আমি কি হে একাকব। আমি মনের সঙ্গে মনোরঙ্গে নানা রঙ্গের কথা কব। ঐ

ছেড়ে গেলে যেতে পারে অন্যান্য বন্ধু বান্ধব, আমার মন পালাবে কেমন করে সে যে আমার সহ-ভব।

কল্পনা রথেতে চড়ে মুহূর্ত্তে ভ্রমিব ভব। তাতে কত দেখ্‌ব, কত শুন্‌ব, কত ভাব্‌বো নব নব।

*** বলে একা এলেম দোকা এখন কোথা পাব এক ভাবে এক কল্লে খাটী কাল হবে তায় পরাভব।

কোন সময় দ্রুতরচক আপনার চিত্তকে সম্বোধন পূর্ব্বক নিম্নলিখিত সঙ্গীতদ্বারা উপদেশ করিয়াছিলেন।

ঐ ঐ।

কদিন ভবে থাকা বেচে, একবার দেখ্ দেখি মন্ মনে এঁচে।

একেইত কলির আয়ু, ষাটেবউর্দ্ধে আশামিছে, তার অর্দ্ধেক যায় রোগের সেবায় কোকিয়ে কাকিয়ে কেশে হেঁচে।

বাকির ভিতর আহার নিদ্রা, বাল্য বৃথা কাজ রয়েছে, আসল কাজের কদিন/সময়, ঠিক কর তাই বেছে বেছে।

একেত এই অল্প সময়, কেন ঘোর মিছে মিছে, ওরে রতন তোরে তুলতে হবে, যতন করে সাগর সেচে।

*** বলে কথা শুন কেন পড় মায়ার পেচে, যে সময় আছে তাতেই সাধ, যেন বস্তে না হয় কেঁচে।

কোন বৎসরের বৈশাখমাস সমাগত হইলে গীত রচকের বয়স্য রহস্য করিয়াই হউক; অথবা প্রবাদের প্রতি বিশ্বাস করিয়াই হউক, কহিয়াছিলেন যে, "ভাই তোমার স্বর সুমিষ্ট নহে, বৈশাখ মাস উপস্থিত, ব্রাহ্মণদিগকে মধু দান কর, জন্মান্তরে স্বর মিষ্ট হইবে, ইহা শুনিয়া দ্রুত রচক নিম্নলিখিত সঙ্গীতটী তৎক্ষণাৎ শুনাইয়া দিয়াছিলেন।

ঐ ঐ।

মলেকি আর মানুষ হব, আমি করব কি আর আমি রব।

যিনি আমার সৃষ্টিকর্ত্তা, যাঁর এই ভব বিভব, সেই আমার আমি তার আমি গিয়ে তাঁরি হব।

আকাশ কোথা অবচ্ছিন্ন

আধারে ভ্রান্তি উদ্ভব, ভাঙলে আধার ভ্রান্তির শান্তি মহাকাশে মিলায় সব। ২

কায়া আছে তাই মায়া আছে, মায়া আছে, তাই আছে সব; ঘুচলে কায়া, ঘুচবে মায়া যাঁর তাঁহাতে লীন হব।

এখানেতে থাকা যদিন, তদিন আমি তুমি রব, প্রবাস ত্যজে নিবাস গেলে আমি তুমি আর কি কব।

*** বলে যে যা বলুক, কার কথায় না কথা কব, আমি যে ভাবটী পেয়েছি মনে, সত্য হলে মুক্তি লব।

রচক নানাবিষয়ে কষ্ট ভোগ করিয়া একদা নিম্নলিখিত সঙ্গীতদ্বারা আত্ম দুঃখ প্রকাশ করিয়াছিলেন।

বিভাষ—আড়া।

কেন রে নবনী করে পাষাণ ব্যভার।
কেন রে বিতরে বিধু গরলেরধার।
কেন স্থির জলধরে, বারিবিন্দু না বিতরে,
কেন সে চাতকে করে অশনি প্রহার।
কেন সুশীতল ছায়া, দহেরে পথিক কায়া,
সর্ব্বজীবে সম মায়া গেল কিসে তার।
না জাচিতে দয়া যার, সকল জীবে বিস্তার,
*** নিঠুরাচার সাজে কিসে তার॥

কোন সময় বিবিধ পীড়াগ্রস্ত হইয়া রচক মরণাপন্ন হইলে তাঁহাকে তদীয় প্রিয় বয়স্য দুঃখিত চিত্তে কহেন তুমি কি মৃত্যুভয়ে কাতর হইতেছ? তিনি কহিলেন আমি ইহার উত্তর দিতেছি,

তুমি লিখিয়া রাখ, যদি নিতান্তই মরি উ-হাদ্বারা চিত্তকে সান্ত্বনা করিতে পারিবে। বয়স্য লিখিতে প্রস্তুত হইলে তিনি তাঁহাকে নিম্নলিখিত গানটী লেখাইয়া দিয়াছিলেন।

সিন্ধু খাম্বাজ—তাল আড়া।

মরতে কিছু ভয় করি না, একদিন মর্ত্তে হবে আছে জানা।

আমি মরব, তুমি মরবে, মরবে ভবের ষোল আনা।

ব্রহ্মা বিষ্ণু সকল মরবে কাল কারেও ছেড়ে দিবে না।

আমার মত কত এল, গেল নাই তার ঠোর ঠিকানা, আমি মল্লে হব তাদের মত আমার কোন চিন রবেনা।

প্রথম২ বন্ধু বান্ধব, ফেল্‌তে পারে অশ্রু কণা, দুদিন গেলে ভুলবে সবাই, ভবের এম্নি ভেল্‌কিখানা।

*** বলে এখন মরি তাতেও কিছু ভয় রাখিনা, দুঃখ এই যে এলেম ভবে এসে আ-মার কাজ কল্লেম না।

রচক কোন সময় শিবস্বস্ত্যয়ন করাইয়াছিলেন, অপরাহ্নে তদীয় পরিচিত কোন ব্রাহ্ম তাঁহার বা-সায় উপস্থিত হইয়া ফুল বিল্বপত্রবেষ্টিত শিব-লিঙ্গ দর্শনে ক্ষুব্ধ হইয়া রচককে সম্বোধন পূর্ব্বক কহেন "কি? আপনিও পুতুল পূজা করিয়াছেন?" এই মাত্র বলিয়াই সে দ্রুতপদে চলিয়া না যাইতেই রচক তাঁহাকে কবিতা পাঠের ন্যায় নিম্নলিখিত স-ঙ্গীতটী শুনাইয়াছিলেন।

ঐ ঐ।

লোকে বলে পুতুল পূজি, এক ব্রহ্ম ব্রহ্মাণ্ড ময় সে কথাটা মিথ্যা বুঝি?

লোকেতে যা বুঝে বুঝুক্ আমার বুঝ আমি বুঝি, যে বুঝালে পর বুঝবেনাকো তার সঙ্গে কি বুঝাবুঝি।

ভেদ জ্ঞানে ভেদ জ্ঞানী মোহে করে খোচা-খুঁচি, যে অভেদ ভাবে, সকল ভাবে, সেকি হা-রায় ঘবের কুঞ্জী?

*** বলে ভেবে দেখ এক গোধূমে ময়দা সুজি, বাঁকা পথে না হাট্‌লে পব পায় কি পথ কেউ সোজাসুজী।

রচকের বয়স্য একদা প্রত্যুষে দুর্গানাম লিখিয়া শিরে সংস্থাপন পূর্ব্বক নয়ন যুগল মুদ্রিত করিয়া নমস্কার পাঠ করিতেছিলেন, তদ্দর্শনে রচক তৎ-ক্ষণাৎ নিম্নলিখিত সঙ্গীত তাহাকে শুনাইয়াছিলেন।

রাগিনী সিন্ধু খাম্বাজ—তাল একতালা।

চোক বুজাকি ধ্যানীর ধারা, তবে পরম জ্ঞানী পরম ধ্যানী, চিরকেলে অন্ধযারা।

এচখে আর কত দেখে মোটে দুটি আঁখি তারা মনের চক্ষু স্থির না কল্লে অধরা কি পড়ে ধরা।

রচক কোন ধনীর সদনে আলাপার্থে গমন করিয়া ধনীকর্ত্তৃক যথোচিত অভ্যর্থিত নাহওয়ায় তিনি ক্ষুব্ধচিত্ত হইয়া প্রত্যাগমন সময় একখানী অঙ্গারদ্বারা ধনীর দ্রষ্টব্য দেওয়ালে নিম্নলিখিত সঙ্গীত লিখিয়া রাখিয়া আসিয়াছিলেন।

বিভাষ—আড়াঠেকা।

দীন দেখে কেন ধনী গরবে না কহ কথা?
তোমারওত হতে পারে এইরূপ দরিদ্রতা।
কমলা চঞ্চলা অতি, নানা স্থানে করে গতি,
আজি যথা নিবসতি দেখ কালি নাহি তথা।
মুদিলে দুটী নয়ন, কোথা রহে ধন জন,
লোকেতে কেবল ঘোষে সরলতা সুশীলতা।

শ্রীরাম নির্ব্বাসন।

প্রথমসর্গ।

একদিন দশরথ বিশ্রামভবনে
উপবিষ্ট আছেন, নির্জ্জনে হৃষ্ট মনে,
সুচতুর প্রতিহারী এমন সময়,
জয় উচ্চারণ করি করযোড়ে কয়—
"হে নরেন্দ্র মন্ত্রিবর্গ সহ প্রজাগণ,
একালে বারেক বাঞ্ছে রাজ-দরশন,
কহিলেন, তাঁদের কি চিরাভিষ্ট আছে,
জ্ঞাপন করিবে তাহা দেবপাদ-কাছে।"
শুনি ভূপ কহিলা, "সম্মান সহকারে
অবিলম্বে এখনি আনহ সবাকারে।"
আজ্ঞা মাত্র প্রতিহারী গিয়া দ্বারদেশ,
বিজ্ঞাপিলা সবাকারে নৃপতি-নির্দ্দেশ।
বশিষ্ঠ প্রমুখ রাজ জ্ঞাতি বন্ধুগণ,
প্রকৃতির প্রধান পুমান কয়জন
সুখাসনে সমাসীন যথায় নরেশ
কুতূহলী হয়ে তথা করিলা প্রবেশ।
"জয় জয় কোশলেশ প্রজানুরঞ্জন।"
বলি সবে করিলা নরেন্দ্রে সম্ভাষণ।
আসন ত্যজিয়া উঠি অযোধ্যার নাথ,
কুলগুরু বশিষ্ঠে করিয়া প্রণিপাত,
যথাযোগ্য সবাকারে করি সম্ভাজন,
কহিলেন করিবারে আসন গ্রহণ।
ইঙ্গিতে কিঙ্করগণ যোগায় আসন;
যথাযোগ্য গ্রহণ করিলা সর্ব্বজন।
প্রিয়বাক্যে নরপতি সুধান তখন,
কি কারণে অকালে সবার আগমন?
মন্ত্রিগণ—জ্ঞাতিগণ—আত্ম-বন্ধুগণ,
প্রজাগণ দলবদ্ধ করি নিরীক্ষণ,
মনে মনে করি আমি হেন অনুমান,
আগমন নহে মাত্র প্রিয়তা দর্শান;
কোন প্রয়োজন বশ হইয়া সকলে,
অসময় উপস্থিত বিশ্রাম-মহলে?
কহ মুক্তকণ্ঠে সবে কিবা প্রয়োজন?
শ্রেয়ঃ হলে অবশ্যই করিব সাধন,
কিবা কোন অংশে করি দুঃখ অনুভব,
হয়ে থাকো এ সময় উপনীত সব;
নিরাতঙ্গে দুঃখ-হেতু কর বিজ্ঞাপন;
প্রাণপণে নিবারণে হব সযতন;
কিন্তু দুঃখহেতু কিছু না দেখি এমন;
যার তরে সবাকার হয় আগমন;
তবে একমাত্র আছে শঙ্কার বিষয়,
প্রায় নিরঙ্কুশ হয় রাজ-সুতচয়!
রাজপুত্র ভাবি তারা আত্ম-সুখ তরে,
অনুগত প্রজাজনে উৎপীড়ন করে;
হেরি কোন প্রজার উদ্যানে ফুল্ল ফুল;
বলে তুলে লয় তারা না বিচারি মূল,
মনোহর হয় হস্তী হেরিয়া প্রজার;
বলে লয় না শুনিয়া তাহার চীৎকার;
বিপণিতে স্বেচ্ছামত নানা দ্রব্য লয়ে;
না দেয় উচিত মূল্য ভাণ্ডে দিবো কয়ে:
বিশেষতঃ যৌবনের আরম্ভ সময়,
রাজপুত্রগণ, স্বার্থ-সুখ-প্রিয় হয়,
শ্রীরামের এ সময় যৌবন-উদয়,
তাই মনোমাঝে মোর হইতেছে ভয়
সম্ভবত নয়—তবু শ্রীরাম আমার;
এসময় হইলা কি দুঃখ-দাতা কার?
যদি হয়ে থাকে হেন কোন দুর্ঘটন;
মুক্তকণ্ঠে নিরাতঙ্কে কহ প্রজাগণ।
এখনি ডাকিয়া তারে শাসন করিব;
পুত্রহেতু প্রজাকষ্টে নাহি উপেক্ষিব;
জানত সকলে সূর্য্যবংশ্য-রাজগণ,

পুত্র-নির্ব্বিশেষে করে প্রজার পালন ;
হোক্ না শ্রীরামচন্দ্র সন্তান আমার ;
উপেক্ষিব তা বলে কি তার অত্যাচার ,
বিচার সময়—ন্যায্য বিচার সময় ;
যেমন সুদীন্ প্রজা তেমন তনয়।
বিশ্ব-খ্যাত রাঘবের৷ প্রজানুরঞ্জন,
পুত্র-স্নেহে, সে ব্রত কি করিব ভঞ্জন।
হবেনা এমন কভু হবেনা এমন ;
মুক্তকণ্ঠে সকলে প্রকাশো প্রয়োজন।
ভূপতির বাক্য সবে করিয়া শ্রবণ ;
ইঙ্গিতিলা বশিষ্ঠে বলিতে বিবরণ।
মিতভাষি তপোধন মধুর বচনে ;
লাগিলেন কহিতে ভূপতি সম্বোধনে।
হে নরেন্দ্র! হে সুমতে। হে সদ্গুণাধার !
অকারণ আশঙ্কা করুন পরিহার ;
সুধাকরে সম্ভাবিত গরল ক্ষরণ ;
শ্রীরামে আশঙ্কা নাহি সম্ভবে রাজন্।
শ্রীরামের গুণগ্রামে সকলেই প্রীত ;
শত্রু মিত্র সবে গায় রাম গুণ-গীত।
শ্রীরামের উৎপীড়নে হইয়া ব্যথিত ,
হয় নাই তব-পাশে কেহ উপস্থিত।
গুণগ্রামে সকলেই হইয়া বাধিত ;
আসিয়াছে, নিবেদিতে সুচির বাঞ্ছিত।
কি আত্মীয়, কিবা জ্ঞাতি, কিবা প্রজাজন,
কিবা অনুগত রাজ-কর্ম্মচারীগণ ;
মন মুখে আগ্রহ হইয়া সবে এক ;
শ্রীরামের যৌব রাজ্যে বাঞ্ছে অভিষেক।
রামচন্দ্র চরিতে সকলে প্রীতমন ;
তোমার সাক্ষাতে কিবা করিব বর্ণন।
হেন প্রিয়ভাষী রাম, যদি কেহ তায়,
কহে রুক্ষ, তবু তাঁরে তোষেণ কথায় ;
নিত্য জ্ঞানী, গুণী, ধীর, উদার স্বভাব ;
গুণিগণ সহিত সতত মিত্রভাব ,
দ্বিজগণ বৃদ্ধগণ, আর গুণিগণ ;
সবারে শ্রীরামচন্দ্র করেন পূজন ,
ধর্ম্মশীল, সত্যশীল, দানশীল আর,
জিত-ক্রোধ, জিতেন্দ্রিয়, বিক্রম আধার,
কোন সদ্গুণের নাই রামে অসদ্ভাব ;
একমুখে কি বর্ণিব রামের প্রভাব ?
নীতিজ্ঞ, ধর্ম্মজ্ঞ রাম জ্ঞাত রাজনীত ;
প্রজাজন হিত-কল্পে অবহিত-চিত ;
দণ্ডনীতি সুবিজ্ঞাত, কার্য্যে সুনিপুণ,
কোন অংশে রাজোচিত গুণে নহে ঊন :
সসাগরা-ধরার শাসনক্ষম রাম।
কি আর বর্ণিব গুণ ভূপগুণধাম
আপনি মিহিরবংশে লভিয়া জনম ,
শাসনে সদ্গুণে প্রজা রঞ্জিলা যেমন,
সেইরূপ ততোধিক শ্রীরামে সম্ভব :
কুলের গৌরব রাম, কুলের গৌরব।
রাজলক্ষ্মী অর্শে রামে কৌলিক বিধানে
স্পৃহাশূন্য শ্রীরাম না চান তার পানে।
দেখিয়াছি পরীক্ষিয়া আমি মনোভাব,
রাজ্যলাভ হতে শ্রেষ্ঠ ভাবে জ্ঞান লাভ
ভোগী পাশে যৌবরাজ্য বাঞ্ছনীয় বটে
তুচ্ছ অতি তুচ্ছ তাহা শ্রীরাম নিকটে।
স্বীকার্য্য তাহার কাছে রাজত্ব বর্জ্জন,
স্বীকার্য্য তাহার কাছে বিষয়োপেক্ষণ।
স্বীকার্য্য তাহার কাছে প্রাণ বিসর্জ্জন
তথাপি স্বীকার্য্য নহে সত্যের লঙ্ঘন।
প্রিয় দরশন বৎস, সপক্ষের নেত্রে—
সাক্ষাৎ শমন-দৃশ্য সংগ্রামের ক্ষেত্রে :
প্রকাশিয়ে অলৌকিক চারু-গুণ-গ্রাম,
সবাকার প্রীতি-পাত্র হইলা শ্রীরাম।
এই হেতু মন মুখে হয়ে সবে এক,

বাঞ্ছা করে যৌবরাজ্যে রাম-অভিষেক।
হে নরেন্দ্র! রাজদণ্ড করিয়ে ধারণ,
বহু কাল করিলেন প্রজারপালন।
স্থবিরতা আক্রমিল আসি মহারাজে
রাজ্যতন্ত্র-চিন্তা আর এখন কি সাজে
যোগ্যপুত্রে যৌবরাজ্যে করিয়ে প্রদান,
পরব্রহ্মে চিন্তা করা উচিত বিধান।
সাম্রাজ্যের সকলের এই আকিঞ্চন,
কৃপা করি কোশলেশ করুন্ পালন।'
নিজ মনোগত বাঞ্ছা শুনি গুরু মুখে,
ভাসিলেন নরপতি অনুপম সুখে।
তবু সকলের চিত্ত জানিতে বিশেষ,
গোপিয়ে মনের ভাব কহেন নরেশ।
হে গুরো! যেরূপ গুরু রাজ্যতন্ত্র-ভার,
বিশেষিয়া কি বলিব বিদিত সবার।
পারি আমি দিতে রামে যৌবরাজ্য ভার;
সে ভার বহনে কোথা শক্তি আছে তার,
আপনারা মম প্রতি সদা স্নেহবান,
তাতেই হেরেন রামে সর্ব্ব গুণাধান।
নহে, যুবরাজে চাহি যে সকল গুণ,
আজিও শ্রীরামে তাহা আছে বহু ঊন,
সুকুমার শ্রীরাম হইলে যুবরাজ,
বিশৃঙ্খল হইবে সকল রাজ-কাজ।
মানব রাজন্য-কান হবে কলঙ্কিত
কুলের কলঙ্ক করা হয় কি উচিত?
শুনিয়ে ভূপের ভাব কন তপোধন,
এ আশঙ্কা নরপতে! দেহ বিসর্জ্জন।
ধরিতে ধরার-ভার দণ্ডভ না পারে,
বাসুকী সক্ষম বটে ধরা ধরিবারে;
যুবরাজে চাহি যে যে গুণের সদ্ভাব
স্বাভাবিক রামচন্দ্রে,—কিসের অভাব।
আপনি জনক তাই তদীয় নয়ন,
রামে ঊন গুণ আজো করে নিরীক্ষণ।
বিশেষ করিয়ে আমি লয়েছি সন্ধান,
স্নেহবশে কেন ভূপ হন সন্দিহান?
কি জ্ঞাতি কি পৌর কিবা জানপদগণ;
কি শত্রু কি মিত্র কিম্বা আত্মীয় স্বজন।
গুণনিধি রামের না করে গুণবাদ,
শ্রবণে পশেনা মম এমন সংবাদ।
সদ্গুণে শ্রীরাম সবে মোহিলা এমন,
যৌবরাজ্যে অভিষেক বাঞ্ছে এইক্ষণ।
স্নেহে প্রজারা নহে রাম পক্ষপাতি;
গুণে বাধ্য হয়ে যশ গায় দিবারাতি।
রাজনীতি শাস্ত্র বটে অতীব জটিল,
সুবোধ শ্রীরাম তাহা শিখিলা নিখিল।
রাজোচিত গুণে যথা হইলা মণ্ডিত,
ধনুর্ব্বেদে সেরূপ হইলা সুপণ্ডিত।
স্থির লক্ষ্য, দৃঢ়ায়ুধ চিত্রযোধী আর
রাম তুল্য অবনীতে খুজে মেলা ভার
শৌর্য্য বীর্য্য রাম ধনে নহে অপ্রতুল;
তবু কেন অভিষেকে হন শঙ্কাকুল?
সাধে কি শ্রীরাম-রাজ্য বাঞ্ছে সর্ব্বজন
অলৌকিক গুণে রাম আকর্ষিলা মন
সচক্ষে দেখিছি আমি কৌশল্যা নন্দন
রাজপথে যান যবে করিতে ভ্রমণ
ধনী, দীন, মধ্যবিত্ত প্রতি জনে জনে
সুধান কুশলবার্ত্তা মধুর বচনে।
যানারূঢ় থাকিয়া হেরিলা গুরুজন
অবতীর্ণ হইয়ে করেন সম্ভাষণ,
অধিক কি রামচন্দ্র হেন গুণময়
যথেচ্ছ বর্ণিলে নাহি অতিরিক্ত হয়
অন্তঃপুরে কি নগরে নাহি হেন স্থান
বর্ণিত না হয় যথা রাম-গুণ গান
আবাল বনিতা বৃদ্ধ সবে ঘরে ঘরে

ইষ্টদেব-পাশে রাম রাজ্য বাঞ্ছা করে।
সকলের যখন এইরূপ আকিঞ্চন
শুভকার্য্যে বিলম্বেতে কি কাজ তখন
যৌবরাজ্য অভিষেকে করুন আদেশ
হেরি মোরা সকলে রামের রাজবেশ
বহুদিন হইতে সবার আকিঞ্চন
প্রসন্ন হইয়ে আজ্ঞা করুন্ রাজন্।
এত বলি তপোধন হইলা নীরব
কহিতে লাগিলা হাসি অবনীবল্লভ ;
রাঘবগণের রাজ্য রাজতন্ত্র নহে,
প্রজাতন্ত্র—তাই শ্রেয়ঃ প্রজারা যা কহে,
যাঁহাদের রাজা, তারা যদি রামে চায়
আমার অনিচ্ছা গুরো আছে কিবা তায়।
শুভদিন শুভক্ষণ করি নিরূপণ ;
রামধনে সিংহাসন করুন অর্পণ ;
রাম যুবরাজ হবে পরম আহ্লাদ
করি আমি সবারে সহস্র ধন্যবাদ।
অনুমোদিলেন ভূপ প্রফুল্ল অন্তরে।
রাম জয় শব্দ সবে করে উচ্চৈঃস্বরে।
সে রব শ্রবণে ভূপ মহা পুলকিত,
পুত্র স্নেহে হৃদয় হইল বিগলিত।
সুমতি সচীব-শ্রেষ্ঠ-বশিষ্ঠ তখন
সবিনয় নরেন্দ্রে করিলা নিবেদন ;
মধুমাস, শুক্লপক্ষ, বিধু পুষ্যাগত,
রাজ্য অভিষেক পক্ষে সকলি সঙ্গত ;
এই দিনে অভিষিক্ত হউন শ্রীরাম
তবেই সবার পূরে ক্ষীর মনস্কাম।
'যে আজ্ঞা' বলিয়া রাজা সায় দিলা তায়,
ভূপে সম্ভাষিয়া সবে হইলা বিদায়।
ভূপের আদেশ মাত্র সুমন্ত্র রহিলা।
প্রিয়ভাষে ভূপ তারে কহিতে লাগিলা ;
প্রাণাধিক শ্রীরামের হবে অভিষেক,
আশা ছিল সমারোহ করিব অনেক ;
সময়ে সঙ্কীর্ণ তবু করিয়া যতন
যতদূর হয় কর সেই আয়োজন
শ্রীরামে ডাকিয়া দেহ নিকটে আমার
বলি তবে বিশেষিয়া সব সমাচার
যে আজ্ঞা বলিয়া সুত করিলা গমন।
প্রতীক্ষা করেন ভূপ রাম-আগমন।

শ্রীরামনির্ব্বাসন কাব্যে রামাভিষেকসূচনা
নামক প্রথমসর্গ সমাপ্ত।

অমিত্রাক্ষর ছন্দের আবিষ্কারক শ্রীযুক্ত মাইকেল মধুসূদন দত্তজ মহাশয় ফরাসিস নগরে অবস্থান সময় অমিত্রাক্ষর ছন্দে সুভদ্রাহরণ নামক কাব্য লিখিতে আরম্ভ করেন। প্রথমসর্গের কতদূর রচিত হইলে পর কোন কারণবশতঃ তিনি তদ্রচনায় বিরতি অবলম্বন করিয়া যে কবিতা দ্বারা বঙ্গীয় কাব্যকারদিগকে ইঙ্গিত করেন নিম্নে তাহা উদ্ধৃত হইল।

(সুভদ্রা-হরণ।)

তোমার হরণ-গীত গাব বঙ্গাসবে
নব তানে, ভেবেছিনু, সুভদ্রা সুন্দরী :
কিন্তু ভাগ্যদোষে, শুভে, আশার লহরী
শুখাইল, যথা গ্রীষ্মে জলরাশি সরে!
ফলে কি ফুলের কলি যদি প্রেমাদরে
না দেন শিশিরামৃত তারে বিভাবরী ?
ঘৃতাহুতি না পাইলে, কুণ্ডের ভিতরে,
ম্রিয়মাণ, অভিমানে তেজঃ পরিহরি,
বৈশ্বানর! দুরদৃষ্ট মোর, চন্দ্রাননে,
কিন্তু (ভবিষ্যৎ কথা কহি) ভবিষ্যতে
ভাগ্যবানতর কবি, পূজি দ্বৈপায়নে,
ঋষি-কুল-রত্ন দ্বিজ, গাবে লো ভারতে

তোমার হরণ-গীত; তুমি বিজ্ঞ জনে,
লভিবে সুযশঃ, সাঙ্গি এ সঙ্গীত-ব্রতে" !

যাহা হউক এরূপ সুন্দর কাব্যখানী অপূর্ণ থাকা বঙ্গীয় সমাজের নিতান্ত ক্ষোভের বিষয়। অতএব আমরা সুভদ্রা-হরণের পূর্ণতা সাধনে প্রবৃত্ত হইলাম। ভরসা করি অভিজ্ঞ পাঠকগণ, সম্যক্ কৃতার্থ না হইলেও অবজ্ঞা প্রদর্শন করিবেন না, যেহেতু আমাদিগের এই চেষ্টা দুশ্চেষ্টা নহে।

সুভদ্রা-হরণ।

প্রথমসর্গ।

কেমনে ফাল্গুনী শূর স্বগুণে লভিলা
(পরাভবি যদু-বৃন্দে) চারু-চন্দ্রাননা
ভদ্রায় ;—নবীন ছন্দে সে মহাকাহিনী
কহিবে নবীনকবি বঙ্গ-বাসি-জনে;
বাগ্দেবি, দাসেরে যদি কৃপা কর তুমি।
না জানি ভকতি, স্তুতি ; না জানি কি করে,
আরাধি, হে বিশ্বারাধ্যে, তোমায় না জানি
কি ভাবে মনের ভাব নিবেদি ও পদে।
কিন্তু মার প্রাণ কভু নারে কি বুঝিতে
শিশুর মনের সাধ, যদিও না ফুটে
কথা তার ? কৃপা করি উর গো আসরে।
আইস, মা, এ প্রবাসে, বঙ্গের সঙ্গীতে
জুড়াই বিরহ-জ্বালা, বিহঙ্গম যথা,
কারাবদ্ধ পিঁজিরায়, কভু কভু ভুলে
কারাগার-দুখ, স্মরি নিকুঞ্জের স্বরে।
ইন্দ্রপ্রস্থে পঞ্চ ভাই পাঞ্চালীরে লয়ে
কৌতুকে করিলা বাস। আদরে ইন্দিরা
(জগত-আনন্দময়ী) নব-রাজপুরে
উরিলা, লাগিল নিত্য বাড়িতে চৌদিকে
রাজ-শ্রী, শ্রীবরদার পদের প্রসাদে !—
এ মঙ্গল বার্ত্তা শুনি নারদের মুখে
শচী, বরাঙ্গনা দেবী, বৈজয়ন্ত-ধামে
রুষিলা। জ্বলিল পুনঃ পূর্ব্ব কথা স্মরি,
দাবানল-রূপ রোষ হিয়া-রূপ বনে,
দগধি পরাণ তাপে। "হা ধিক্ !"—ভাবিলা
বিরলে মানিনী মনে—"ধিক্ রে আমারে।
আর কি মানিবে কেহ এ তিনভুবনে
অভাগিনী ইন্দ্রাণীরে ? কেন তাকে দিলি
অনন্ত-যৌবন-কান্তি, তুই, পোড়া বিধি ?
হায়, কারে কব দুখ ? মোরে অপমানি,
ভোজ-রাজ-বালা কুন্তী—কুল-কলঙ্কিনী,—
পাপীয়সী—তার মান বাড়ান কুলিশী ?
যৌবন-কুহকে, ধিক্, যে ব্যভিচারিণী
মজাইল দেব-রাজে, মোরে লাজ দিয়া।
অর্জ্জুন—জারজ তার—নাহি কি শকতি
আমার—ইন্দ্রাণী আমি—মারি সে অর্জ্জুনে,
এ পোড়া চোখের বালি ?—দুর্য্যোধনে দিয়া
গড়াইনু জতুগৃহ ; সে ফাঁদ এড়ায়ে
লক্ষ্য বিঁধি, লক্ষরাজে বিমুখি সমরে
পাঞ্চালীরে মন্দমতি লভিল পাঞ্চালে।
অহিত সাধিতে, দেখ, হতাশ হইনু
আমি, ভাগ্য-গুণে তার।—কি ভাগ্য ? কে জানে
কোন্ দেবতার বলে বলী ও ফাল্গুনী ?
বুঝি বা সহায় তার আপনি গোপনে
দেবেন্দ্র ? হে ধর্ম্ম, তুমি পার কি সহিতে
এ আচার চরাচরে ? কি বিচার তব।
উপপত্নী কুন্তীর জারজ-পুত্র প্রতি
এত যত্ন ? কারে কব এ দুখের কথা -
কার বা শরণ হায়, লব এ বিপদে ?
কঙ্কণ-মণ্ডিত বাহু হানিলা ললাটে
ললনা। দুকূল সাড়ী তিতি গলগলে
বহিল আঁখির জল শিশির যেমতি
হিমকালে পড়ি আর্দ্রে কমলের দলে।
" যাইব কলির কাছে " আবার ভাবিলা

মানিনী—" কুটিল কলি খ্যাত ত্রিভুবনে,—
এ পোড়া মনের দুঃখ কব তার কাছে,
এ পোড়া মনের দুখ সে যদি না পারে
জুড়াতে কৌশল করি, কে আর জুড়াবে?
যায় যদি মান, যাক্! আর কি তা আছে?"
" এত চিন্তি, ঈর্ষা-ভরে পুলোমা-নন্দিনী,
চলিলেন, কুটিল-কলির নিকেতনে!
হায় রে! সপত্নী-ঈর্ষা, কি তোর শকতি।
কলুষিলি একবারে ইন্দ্রাণীর হিয়া
দেবের ঈশ্বরী, যিনি ধার্ম্মিকা প্রধানা!
কি দোষ পার্থের?—তবু বিনা দোষে শচী
যাতনা দানিতে তাঁরে বিষম ব্যাকুলা!
বিধির নিয়ম এই, সত্য-পর যেই,
ধর্ম্ম-অনুগত, তাঁরে দেব, কি দানব,
যে কেন না যতনিক্ যাতনা প্রদানে,
বৃথা যত্ন। কবজিত যে দৃঢ় কবজে
ব্যথিত কি হয় সেই লোষ্ট্র নিক্ষেপণে?
বিষে লভে সুধা,—ধর্ম্ম রক্ষেণ-ধার্ম্মিকে।
শচীর সংকল্প কলি জানি, নিকেতনে,
রহিতে নারিলা, নিজে যথায় ইন্দ্রাণী
উতরিলা,—বন্দে কলি লোটাইয়া শির
সুরীশ্বরী পদযুগ, আদরে ইন্দ্রাণী
আশীষিলা, কহিলা স্বাগত প্রশ্ন সুখে।
উত্তরিলা—কলি, দেবি! চরণ প্রসাদে
তব, এ কলির বল অমঙ্গল করে?
সত্য নাহি সমাদরে ক্ষুদ্রতম জনে
উচ্চ লোকে; কিন্তু যদি প্রয়োজন গ্রাসে
পাছে উচ্চ, তবে অতি তুচ্ছজন মত
নাচে সমাদরে;—অবে অরে প্রয়োজন।
ভাল স্বার্থপর তুই!—ধন্যবাদ তোরে।
কোথা ক্রূর কলি, কোথা ত্রিদিবঈশ্বরী
শচী, হায় আজি হয়ে প্রয়োজন-বশা,

আদরেন ইন্দ্র-প্রিয়া, ক্ষুদ্র কলি ক্রূরে।
নিজ হস্তে আসন দানিলা দেবেশ্বরী।
অভিবাদি পুনঃ কলি গৃহিলা আসন।
কহিলা বিনয়ে কলি, " অয়ি স্বরীশ্বরি!
কেন অসময়ে আজি উদয় স্মরণে,
চির অনুগত দাস! সুরেন্দ্রমোহিনি,
আজ্ঞাবহ দাস, আজ্ঞা দিলে এইক্ষণ,
অসাধ্য সাধনে শক্ত, কৌশলের বলে।
কে না পড়ে এ ব্যাধের চাতুরী আনায়ে
মৃগবৎ?—হেন বীর ধীর কোন্ জন,
যে না ভুলে এ দাসের দুর্ভেদ কুহকে?
কোন্ প্রয়োজন তব করিবে সাধন?
হে ইন্দ্রাণি! হেন ঐন্দ্রজালিক এ জন
ইন্দ্রাদি সুরেন্দ্র বৃন্দ, যোগীন্দ্র সহিত
বিমোহনে শক্য, দেবি, যথা মায়াজালে
বিষয়-ব্যাসক্তজন জ্ঞাননেত্র রোধে।
বেড়িলা কি দৈত্যদল আসি দেবভূমি,
বীরমদে মাতি? সত্য, যদি সুলোচনে
কহ, মায়া-বলে করি কটাক্ষে সৃজন,
অসংখ্য অজেয় যোধ, অথবা এসবে
সৃজিয়া কি কাজ, নখে হয় যেই কাজ,
সুসম্পন্ন, সেই কাজে কুঠার নিয়োগ
মুরখতা মাত্র!—সৃজি মায়াময়ী নারী—
রূপ-সাগরের শশী-পূর্ণ ষোলকলা,
প্রেরি দৈত্যদলে, আত্মকলহ জননি,
নাশি সবে, পূর্ব্বে যথা বিধির বিধানে।
প্রেরি নারীবরোত্তমা তিলোত্তমা ধনী,
সুন্দ উপসুন্দে করি কলহোৎপাদন,
দৈত্য দল বল সব ভস্মিলা বাসব।
কিন্তু দেবি! হেরিতেছি, বৈজয়ন্ত ধাম,
সুখ পূর্ণ—পূর্ণ নানা উৎসব আমোদে।
নিদারুণ দৈত্যদল প্রবেশিত যদি,

এপুরে তবে কি আজি বাসবমোহিনি
দেবনিলয়ের হেন হেরিতাম শোভা।
রাহুগ্রস্ত শশী কবে বিতরি কিরণ,
নয়ন রঞ্জয় ? কীট করিলে দংশন,
সুকুমার কলিকার থাকে কোথা শোভা ?
বৃথা দৈত্যদল শঙ্কা, হেন লয় মনে,
বিলাসী কুলিশী, বুঝি কোন অঙ্গনার
কুটিল কটাক্ষ-শরে হইলা মোহিত
যদিও কুলিশধর-হৃদয়-নিলয়,
শত কি সহস্র কি বা লক্ষাধিক শর
তীক্ষ্ণধার, ভেদিবারে অক্ষম ললনে,
কিন্তু দেবি অনঙ্গের অকুসুম-শর-
রূপসী কটাক্ষ শর, ভেদিতে সক্ষম।
সত্যই কি সুরীশ্বরি অনুমান মম ?
সত্য, যদি কহ—কহ দেবেন্দ্র মোহিনি
তোমা বিনা সোহাগিনী, কোন অভাগিনা
হয়ে থাকে, আজ্ঞা দেহ, সেই নব-প্রেম
সুখময়, উন্মূলি, উন্মূলে যেইরূপ
বালক অঙ্গুলিদ্বয়ে করিয়া ধারণ,
অবহেলে সদ্য অঙ্কুরিত শস্য চারা।
যদি হয় সেই ধনী, নবীনযৌবনা,
নারীকুল-সরোবরে, পূর্ণ বিকসিতা
কমলিনী, আমি দেবি জরা রূপে তারে
বিকৃতির হেন, যেন সহস্রাক্ষ আর
কটাক্ষে না লক্ষে তারে ভ্রমেও কখন।
যে অঙ্গে বহিছে তার চারু পরিমল,
সে অঙ্গ হইতে তার করিব বাহির
হেন পূতিগন্ধ, যেন অমরেন্দ্র নাসা
না সহিতে পারে ক্ষণ সে তীব্র কুবাস।
এখন সহস্রনেত্রে করি বিলোকন
যে ধনীর বরাঙ্গ, মিটেনা বাসবের
তৃষা, সে বরাঙ্গ প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপণে,
বিধিঁবে সহস্রশূল সহস্রলোচনে।
স্মরণ কি নাহি দেবি অহল্যার দশা
কিম্বা যদি হয়ে থাকে সুরেন্দ্রের সহ
প্রণয় কলহ, আজ্ঞাদিন্, আমি তার
হৃদয়ে উদয় হয়ে, (সুহৃজ্জন যথা
উপদেশে বিপদে) কহিব ধিক্কারিয়া
তব মান ভঞ্জিতে বিনয়ে বিনোদিনি,
এখনি সে বজ্রধর কিরীট ঘর্ষণে
ও পদের লাক্ষারাগ করিবে ক্ষালন।"

কহিলা ঈষৎ হাসি, সুরকুলেশ্বরি
সুরেশ-হৃদয় সরোবর কমলিনী,
সুধাস্রাবি স্বরে, তুমি যাহার সহায়
কলিদেব, তিনলোকে কি অসাধ্য তার ?
জান ত বাসবে সদা অনন্তযৌবনে
সেবে শচী, কি আশ্চর্য্য—কি আশ্চর্য্য! তবু
সুরপতি অবিরত রত পরদারে।
চিরফুল্ল কমলে করিয়া মধুপান
নামিটে যে ভ্রমরের তৃষ্ণা, বনে বনে
বনফুল-কুল তার পুরাবে কি সাধ ?
সত্য বটে, মধুকর করি পরিহার
নব কমলিনী কেতকিনী প্রেমে মজে,
পতঙ্গ সে, অবোধ কি জানে প্রেম-রস।
আশ্চর্য্য—আশ্চর্য্য অতি মানি আমি মনে,
সুরেন্দ্রের ব্যবহারে দেবী পরিহরি,
নরে মতি! নাহি জানি, কি রূপে, কি
কোন্ ছলে বাঁধিয়াছে মানবী সুরেশে
প্রেমের নিগড়ে—আমি বুঝিতে অক্ষম।
পরকীয় প্রেমরস এত প্রিয় তার!
অহল্যার প্রতি প্রেম করিয়া স্থাপন
কত না যাতনা ভোগ—দেবের সমাজ
কত ভৎর্সিলা, কত করিলা গঞ্জন
আপনি শঙ্কর প্রিয়া, দেবী পদ্মালয়া।

কি আশ্চর্য্য তবু নাহি ঘুচিল স্বভাব,
বাসবের, ভাবিয়া অবাক্ হই আমি।
ভোজরাজবালা কুন্তী, কত সে রূপসী,
ক্ষত্রকুল-কলঙ্কিনী তার রূপ ফাঁদে,
পড়ি আখণ্ডল আহা, কৈলা যে কুকাজ,
কহিতে আসিয়া লজ্জা বোধে রসনারে।
জন্মিল জারজপুত্র, ধনঞ্জয় নাম,
সে জারজ সুতে সদা যত স্নেহবান্
নমুচি-সূদন, অত জয়ন্তের প্রতি
নাহি স্নেহ ; জারজসন্তানে সাধুজন,
না সম্ভাষে, এই কি হে সাজে বাসবেরে
দেবমণ্ডলীর সনে খাণ্ডবকাননে
তাহার সহিতে রণে পরাস্ত মানিলা।
ফাল্গুনীর হেরিয়া আস্পর্দ্ধা মনোমাঝে
যে বেদনা জন্মে মম, না পারি কহিতে।
কোন্ তুচ্ছ।—কোন্ ছার—কুলটানন্দন
কিরীটী ? কেবল শতক্রতু প্রসাদাৎ
এত অহঙ্কার ; দিবাকর-কর লভি,
ঝলঝলে বালুকণা—অতি ক্ষুদ্রতম।
কি আশ্চর্য্য! কি আশ্চর্য্য সুরকুলেশ্বরী
আমি ; তুমি মম চির-সহায়, তথাপি
নারিলাম অর্জ্জুনেরে দিতে প্রতিফল।
হায় সর্ব্বভুক্ অগ্নিশিখা অপারগ
ভস্মিতে শিমূল-শিম্বী-জাত তুলারাশি।
শচী-কোপানলে আজো অভস্ম ফাল্গুনী।
রাজসূয় মহাযজ্ঞ করি সমাপন,
কুলটা কুমার—ক্ষত্রকুলের কুঠার
পাণ্ডব, পরমসুখে ইন্দ্রপ্রস্থ মাঝ
ভোগিছে রাজত্ব—এ কি পোড়াপ্রাণে সহে ?
ক্ষত্রকুল-কলঙ্কিনী কুন্তীর কুমার
অর্জ্জুনে নারিনু যদি বিশেষ লাঞ্ছিতে,
দেবেন্দ্রাণী বলি তবে বৃথা অভিমান
সাজে কি শচীর ?—বুঝে দেখ দেববর।
"সত্য যা কহিলা দেবি"—ক্রূর কলিদেব
উত্তরিলা, "সত্য যা কহিলা সুরেশ্বরি।
কিন্তু জন্মিতেছে মোর বড়ই বিস্ময়।
আজো যে পরাস্ত নহে জারজ ফাল্গুনী।
তবাদেশে বাল্যকাল হইতে কৌশলে
কিরীটিরে, কত কত, বিপদ বিভ্রাটে,
না ক্ষেপিনু ; কিন্তু জানি বিধির বিধান
কিরূপ ? সে সব ঘোর-বিপদসাগরে
কূলপ্রাপ্ত অবাধে, কৌন্তেয় কুলাঙ্গার।
অথবা আশ্চর্য্য অতি নহে এ ব্যাপার,
গিরিশৃঙ্গ-শিলাময়, তরঙ্গ তাড়নে
চূর্ণে স্রোতস্বতী, শোলা ক্ষুদ্র—ক্ষুদ্রাতম,
সার-শূন্য, তাহারে না পারে নিমজ্জিতে।
যাহা হোক, তবপাশে আজি দৃঢপণ,
করে কলি দেবেশ্বরি। সপ্তাহ মাঝারে
বিচ্ছেদিবে ফাল্গুনীরে রাজভোগ হতে,
যদি নাহি পারে এই কার্য্য সাধিবারে,
তবে সেই দেখাবে না, দেবলোকে আর
দেবেশ্বরি, দগধ-বদন। শপথিয়া
কহিলাম, সত্য সত্য সত্য এবচন।
আমার কৌশল-কোপে যদিও কিরিটী,
উতরিল, তবু দেবি তব কোপানল
জ্বলিল যখন তারে কে নিস্তারে আর ?
আশীষিয়া পদধূলী করুন প্রদান,
দাস শিরে ; কি অসাধ্য কলির ত্রিলোকে
সস্মিতবদনা শচী কহিলা সুস্বরে
"কি অসাধ্য তব কলে।" তুমি যতনিলে
অবশ্য হইবে পূর্ণ-শচীর কামনা।"

সুভদ্রা-হরণ কাব্যে শচীমন্ত্রণা নাম
প্রথমসর্গ সমাপ্ত।

[আমরা গত সংখ্যায় কৃত্তিবাসী অরণ্যকাণ্ড হইতে কয়েকটী 'শিকলি' উদ্ধৃত করিয়াছি। এতৎসংখ্যায় সীতা হৃতা হইলে শ্রীরামচন্দ্র যে বিলাপ করিয়াছিলেন, সেই বিষয়টী উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি, পাঠকগণ এতৎপাঠে বুঝিতে পারিবেন, বঙ্গভাষার আদিকবি কিরূপ কবিত্বশক্তি সম্পন্ন ছিলেন।]

হৃতা-সীতার নিমিত্ত শ্রীরামের
বিলাপ।

"সীতার শোকেতে, মনের দুঃখেতে,
মূর্চ্ছিত রঘুরায়।
কান্দিয়ে কাতর, নবজলধর,
ভূমে গড়াগড়ি যায়॥
কটির বাকল, খসে পড়িল,
শরীর ভাসিল জলে।
শিরের জটা, মেঘের ঘটা,
লোটায়ে পড়িল ধূলে॥
হাতের ধনু লোটায়, তনু
অবশ হইল শোকে।
অধৈর্য্য হইয়ে, আকুল কাঁদিয়ে,
জানকী বলিয়ে ডাকে॥
কোথা চন্দ্রাননি, চম্পকবরণি,
চন্দ্রনিন্দিত যাহার দে। [দেহ
সোহাগে অতুলি, সোনার পুতলি,
হিয়া হতে নিল কে।
গুণেতে অসীমা, কাঞ্চনপ্রতিমা,
কেশরী জিনিয়ে কটি।
ভুজঙ্গদলনী, বাহুব বলনি,
রাতুল চরণ দুটী॥
কুরঙ্গনয়নী, মাতঙ্গগামিনী,
ভুজঙ্গ জিনিয়ে কেশ।
সীতারে না হেরে, পরাণ বিদরে,
মরণ ঘটিল শেষ॥
এ তাপ কে দিল, পরাণে বধিল,
হরিল মৃগাঙ্কমুখী।
আর না হেরিব, কতমা সারিব,
মরিব গরল ভখি॥
ধিক্ মোর আঁখি, সীতা না দেখি,
আর কার মুখ দেখে।
ধিক্ রে জীবন, হারায়ে সে ধন,
এ দেহে কেন বা থাকে।
এত বলি রাম, দেখিয়ে পাষাণ,
অঙ্গ আছাড়ে তাতে।
শিরে শিলাঘাত করিতে নিঘাত,
লক্ষ্মণ ধরেন হাতে॥
কাতর হেরিয়ে, কোলেতে করিয়ে,
সুমিত্রাতনয় কয়।
(প্রভু) সুবোধ হইয়া, অজ্ঞনা লাগিয়া,
এতো করা উচিত নয়॥
সুত পরিবার, কেবা বল কার,
যেমত বৃক্ষের ছায়া।
জলবিম্ব প্রায়, সকল মিছামর,
কেবল ভবের মায়া॥
অধৈর্য্য হওনা, ধূলায় পড়োনা,
তোমার এ দশা হেরি।
ভাসিলে শোকেতে, হাসিবে লোকেতে,
পাগল কহিবে হরি॥
প্রভু কয় শুন, প্রাণের লক্ষ্মণ,
রাজ্য ধন পিতা নাই।
তাতে নাহি খেদ, সীতার বিচ্ছেদ,
পরাণে সহেনা ভাই।
জনক, জননী, বান্ধব, ভগিনী,
যত পরিবার লোক।
সবার হইতে, পরাণ দহিতে,
নারীর বড়ই শোক॥
কমঠকঠোর, কঠিন দুষ্কর,
সে ধনু ভাঙ্গিতে আমি।

যত দুঃখ পাই, সঙ্গে ছিলে ভাই,
সকলি দেখিলে তুমি ॥
জনক সভাতে, মোর হাতে হাতে,
সঁপে দিল সুকুমারী।
ধনুক ভাঙ্গা ধন, নিল কোনজন,
বুকেতে মারিয়ে ছুরি ॥
অযোধ্যাভবন, যাব না লক্ষ্মণ,
এমুখ দেখাব কায়।
জানকীর পিতে, জনক সুধাতে,
কি বলিব বল তাঁয় ॥
যখন দাঁড়ায়ে সম্মুখ হইয়ে
কহিবে এসব কথা।
"চোদ্দবৎসর পরে, রাম এলি ঘরে,
জানকী আমার কোথা ?"
এই কথা তিনি, সুধাইলে আমি,
কি বলিব তার ঠাঁই।
কি কথা কহিব, কেমনে বলিব,
জানকী তোমার নাই ॥
(আমার) গিয়াছে সকল, পরেছি বাকল,
ধরেছি কাঙ্গালীর বেশ।
এত দুঃখ পাই, প্রাণ ছিল ভাই,
সীতা হতে হলো শেষ ॥
সীতা মোর মন, সীতা প্রাণ ধন,
সীতা নয়নের তারা।
সীতা বিনা প্রাণ বাঁচেনা লক্ষ্মণ,
যেন ফণী মণিহারা ॥
আমার হৃদয়, পিঞ্জর সম হয়,
সীতা ছিল তাহে সারি।
বিহঙ্গী উড়িল, পরাণে মারিল,
পিঞ্জর রহিল পড়ি ॥
দেশ দেশে যাব, ভিক্ষা মেগে খাব,
কুণ্ডল পড়িব কাণে।
নহে ঘুচাই তাপ, সাগরেতে ঝাঁপ,
দিয়ে ত্যজি পোড়া প্রাণে ॥

ইহা বলিয়ে, মূর্চ্ছিত হইয়ে,
ভূমে পড়িলেন রাম।
ধরিলে লক্ষ্মণ, বলেন নারায়ণ
কে তুমি কি তোমার নাম ॥
লক্ষ্মণ কহে, কি বল প্রভু হে,
আমি যে তোমার দাস!
আমি বটে কে, আমার দাস কে,
কহেন শ্রীনিবাস ॥
কহেন লক্ষ্মণ, তুমি নারায়ণ
রঘুকুলের বট স্বামী।
প্রভু কহিছে, আমি যদি সে,
কাননে কেন তবে ভ্রমি ॥
লক্ষ্মণ বলে, কাননে এলে,
দেবীর অন্বেষণে।
প্রভু কহে যে, দেবী বটে কে,
কইত আমার স্থানে ॥
লক্ষ্মণ কহে বাণী, জনকনন্দিনী
আমার মায়ের নাম।
প্রভু কহে তায়, মরি হায় হায়
জানকী আমার প্রাণ ॥
কি কব কাহারে, পরাণ বিদরে,
ছিঁড়িল মালার হতে।
কে নিল আমারি, জনকঝিয়ারি,
সোনার ভ্রমরী সীতে ॥
গায় কৃত্তিবাস, একপে শ্রীনিবাস,
বিলাপ করিলেন কত।
সে সব বর্ণিতে, কে পারে বর্ণেতে,
ভারতী ভারতী-হত ॥"

বিবিধবিষয়িণী কবিতামালা।

নীতি বাক্য।

যে লতায় নাহি ফুটে মনোহর ফুল
বৃথা তাহা, বিচারে তাহার কি বা মূল

যে তরুতে নাহি ধরে শোভনীয় ফল,
বৃথা তাহা, তাহার যতনে কিবা ফল ?
যে শিক্ষায় নাহি ফুটে জ্ঞানের নয়ন,
বৃথা তাহা, সে শিক্ষায় কিবা প্রয়োজন ?
যে মানুষ, মানুষত্ব না করে সাধন,
বৃথা—বৃথা—বৃথা তার মানবজনন। ১

যে ধনের ন্যায়মত নাহি বিতরণ,
বৃথা তার উপার্জ্জনে শরীর পাতন।
দয়া, ধর্ম্ম অলঙ্কারে যে নহে শোভন,
বৃথা, তার মণিময় ভূষণ ধারণ।
উপদেশ মত নহে যার ব্যবহার,
ধিক্ সেই বক্তায় বক্তৃতা মাত্র সার
মন, মুখ, ব্যবহার, এক নয় যার,
ধিক্ ধিক্ শতধিক্ জীবনে তাহার। ২

সে বিদ্যা কি বিদ্যা যাহে নহে জ্ঞানোদয়।
সে জ্ঞান কি জ্ঞান যাহে ধর্ম্ম-বুদ্ধি নয়;
তারে কি মানুষ বলি যে নহে বিদ্বান্,
তারে কি বিদ্বান্ বলি নাহি যার জ্ঞান ?
তারে কেবা জ্ঞানী কহে যে নহে ধার্ম্মিক,
ধার্ম্মিক কি সেই যে না ঈশ্বর-প্রেমিক।

শঙ্খের উদ্ভব।

"ওহে শঙ্খ! দেহ মোরে যথার্থ উত্তর,
জনক তোমার না কি রত্নের আকর,
এক সহোদর তব—এক সহোদর
হর-মৌলী-নিবাসী ভুবন-তমোহর,
এক সহোদরা তব—এক সহোদরা
কমলা কেশবদারা দীনদুঃখহরা,
আর এক সহোদর, রোগ-সিন্ধু-তরি,
ভুবনে বিখ্যাতনামা বৈদ্য ধন্বন্তরী,
থাকিতে এ সব তব বান্ধব স্বজন,
হায় শঙ্খকার তোমা করে যে কর্ত্তন,
রক্ষিতে কি তোমারে পারে না একজন ?"
"অদৃষ্টের লেখা মম খণ্ডে কোন্ জন।
স্বজন-বান্ধব-বল বল মাত্র সার,
প্রবল সবার পরে লিপি বিধাতার।" ৪

কবিত্ব-বিষয়ে।

নরত্ব দুর্ল্লভ সুলভ নয়,
শক্তি তাহে অতি দুর্লভ্য হয়,
যদি বা সৌভাগ্যে শকতি হয়,
কবিত্ব শকতি প্রলভে কয় ?
যাঁর ভাগ্যে হেন শকতি হয়,
ধিক্ তায় যদি না করে ব্যয়।
অপব্যয় করে এ শক্তি যারা।
মূর্খ—অতি মূর্খ—সুমূর্খ তারা। ৩

কোন দরিদ্র-কবি শব-দর্শনে ক্ষুব্ধ হইয়া নিম্ন লিখিত কবিতা পাঠ করিয়াছিলেন:—

"ওহে শব! উঠ উঠ শুন নিবেদন,
আমার দারিদ্র্য-ভার করহ গ্রহণ,
যতক্ষণ এই ভার রহিবে আমার,
ততক্ষণ রব হয়ে স্থানীয় তোমার।"
(জীবন-বিহীন-শব কি দিবে উত্তর,
কহিল দরিদ্র পুনঃ ক্ষোভিত অন্তর।)
"হায় রে দারিদ্র্য-ক্লেশ এত দুঃখময়।
শব ইহা গ্রহণেও সম্মত না হয়!
বুঝিলাম—বুঝিলাম—বুঝিলাম সার,
শবহতে দুরদৃষ্ট দীন-দুর্ভাগার।

কোন রুগ্নব্যক্তি মনে নিম্নলিখিত উপদেশ করিয়াছিলেন:—

সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর যাঁর স্বজিত, যাহার আর,
চতুর্ম্মুখ আদি মৃত্যুঞ্জয়।
বৈদ্যনাথ প্রেম যাঁরে ভক্তিভাবে নমস্কারে
গুরু বলি পদানত হয়।

ত্রিদোষ ত্রিতাপ আদি রস-বিকারজ ব্যাধি,
কটাক্ষে যে করে নিবারণ,
অন্তকালে ভক্তিভরে যাঁর নাম উচ্চৈঃস্বরে,
স্মরিলে পলায় সে শমন।
আধি ব্যাধি সমাকুলে কেন মন যাও ভুলে,
লহ লহ তাহার স্মরণ,
উপদেশ রাখো২, তাঁহারে বারেক ডাকো,
সর্ব্ব রোগে লভিবে মোচন।

কোন কাব্যকার প্রবাসগমনসময় ঈশ্বর, আত্মীয়গণ এবং জন্মভূমিকে নির্দ্দেশ করিয়া নিম্ন লিখিত কবিতাটী পাঠ করিয়াছিলেন ঃ—

অহে বিভো করুণানিদান।
"সাধু অভিলাষ যাঁর, ঈশ্বর সহায় তাঁর",
সাধুগন অনুক্ষণ এই গাথা গান,
যদি নাথ, হয় মম সাধু আকিঞ্চন,
পূরো তবে, এ দাসের এই নিবেদন।

নমি তাত। চরণকমলে,
তোমার প্রসাদে পিতে, আসি এই অবনীতে,
মিশিয়াছি জীবশ্রেষ্ঠ মানুষের দলে,
যদি পারি মনুষ্যত্ব করিতে সাধন
যথার্থ মানুষ নাম হইবে তখন।

সাধিতে পৌরুষ, দেশ-হিত,
যদিও কৃতান্ত গ্রাসে, অকালে আমায় গ্রাসে,
তবু খেদ মনোমাঝে করোনা কিঞ্চিৎ,
সেই পুত্র পুত্র যেই স্বদেশ-কল্যাণ—
স্বজাতি কল্যাণ হেতু ত্যজে ধন প্রাণ।

অয়ি মাতঃ। প্রণমি চরণে,
সম্বর নয়ননীর, স্নেহার্দ্র-হৃদয় স্থির,
কর মা, প্রবাসে যাই অভিষ্ট সাধনে
আশীষো, হউক পূর্ণ চির আকিঞ্চন,
সিদ্ধকাম হয়ে পুনঃ বন্দিব চরণ।

সাধিতে পৌরুষ, দেশহিত,
যদিও কৃতান্ত গ্রাসে, অকালে আমায় গ্রাসে,
তবু খেদ মনোমাঝে করোনা কিঞ্চিৎ
সেই পুত্র পুত্র যেই স্বদেশ কল্যাণ—
স্বজাতি কল্যাণ হেতু ত্যজে ধন প্রাণ।

জন্মভূমি নমি তব পায়,
এতদিন তব অঙ্কে, কেলি কৈনু নিরাতঙ্কে,
জননীর কোলে যথা বালক খেলায়,
সাধিতে অভিষ্ট করি প্রবাসে-গমন
আশীষো, অচিরে যেন পূরে আকিঞ্চন।

জন্মভূমি উন্নতিসাধন,
করিতে যে মহোদয়, ধন প্রাণ করে ব্যয়,
মর হয়ে মর্ত্ত্যলোকে অমর সে জন,
আমি মাতঃ, তবোন্নতি সাধিয়া যতনে,
হেন অমরতা লাভ করিব কেমনে?

কিন্তু মাতঃ, তবু মম মন
বুঝেনা সাধিতে চায়, তবোন্নতি কবিতায়,
কি মূঢ়তা হায়। চায় দীনহীন জন,
অমূল্য রতন, মুক্তা, মাণিক্য মণ্ডিত-
ভূষণে, মহিষী-অঙ্গ করিতে ভূষিত।

প্রেমাস্পদ বয়স্য সকল!
বিনয়ে বিদায় চাই, আশীষো, আসিগে ভাই,
কবি চির মনোরথ অচিরে সকল,
মনেতে রহিল যত ভালবাসাবাসি,
হাসিয়া বিদায় দাও আসি—তবে আসি।

ঢাকা বাবুরবাজার বাঁধাঘাট। }
১২৬৯ সাল ২৩ মাঘ বুধবার। }

শ্রীরামাভিষেক নাটক।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম গর্ব্ভাঙ্ক

মন্দো। নাথ। আর সমরসজ্জার প্রয়োজন নাই, যা হবার হয়েছে, এখন সীতানাথকে সীতা সমর্পণ করে্য সন্ধির উদ্যোগ—"

রাবণ। (সগর্ব্বে) সন্ধি! কার সঙ্গে? সেই দশরথের পুত্র আর কুলাঙ্গার বিভীষণের মিত্র রামের সঙ্গে?—প্রিয়ে। তুমি ময়দানবের কুমারী, আর রক্ষকুলের ঈশ্বরী হয়ে কোন্ বুদ্ধে এমন কথা ওষ্ঠাগ্রে আনলে?—আমার কি সন্ধির সময়?

মন্দো। (সখেদে) বলেন কি প্রাণনাথ! এখনো সন্ধির সময় হয় নাই? সোণার লঙ্কা ছারখার হল, রক্ষবীরের সংখ্যা শূন্য প্রায় হয়ে এল, লঙ্কায় বীর নাই বল্লেই হয়, তা এখনো সন্ধির সময় হোল না?—যখন শূরচূড়ামণি কুম্ভকর্ণ জীবিত ছিলেন—প্রিয় পুত্র ইন্দ্রজিত বর্ত্তমান ছিল, বীরবাহু, মকরাক্ষ, অতিকায় অকম্পন প্রভৃতি রক্ষবীরসকল বেঁচে ছিল, সেই সময় বরং একথা বল্লে শোভা পেত। হায়! আমাদের কি আর সে দিন আছে!—নাথ। একবার লঙ্কার চারিদিকে দৃষ্টি করুন দেখি, স্ত্রীলোক ভিন্ন বীরপুরুষ কজন দেখতে পান।

রাবণ। প্রিয়ে। যদিও সেই তাপস-রাম রাবণের একবিংশ বাহুস্বরূপ কুম্ভকর্ণকে ছেদন করেছে—যদিও রাবণের অজেয় ব্রহ্মাস্ত্র স্বরূপ শূরচূড়ামণি মেঘনাদকে চূর্ণ করেছে—যদিও মহোদর, মকরাক্ষ, অতিকায়, অকম্পান, মহীরাবণ প্রভৃতি রক্ষ-শূরদলকে বিমর্দ্দন করেছে—কিন্তু তবুত সে আজিও এই দশাননকে নিধন কর্ত্তে পারে নাই—"

মন্দো। তা পারে নাই বটে, কিন্তু রামচন্দ্রের প্রতি দৈব যেরূপ অনুকূল, পারাই বা বিচিত্র কি? নাথ, মনে করুন যে ব্যাধ হরিণশাবকগুলিকে এক এক করে্য শরাঘাতে বিনষ্ট কল্লে, সে যে হরিণরাজকে বিনষ্ট করে সেই শাবকবিহীনা হরিণীকে অনাথা কত্তে অশক্ত হবে, তার বিশ্বাস কি?

রাবণ। হরিণী ভীরুস্বভাবা, তার এরূপ ভয় হতে পারে। কিন্তু প্রিয়ে! তোমার ভীত হওয়া আক্ষেপের বিষয়! যখন দশাননের বিংশতিভুজ অবিচ্ছিন্ন রয়েছে,—দশ মুণ্ড স্কন্ধে যোজিত রয়েছে—বক্ষস্থল অভগ্ন রয়েছে, তখন তোমার ভীতা হয়ে সন্ধির প্রস্তাব করা কেন?—তুমি কি বীরপুরুষদের ব্যবহার বিস্মৃতা হলে!

মন্দো। নাথ! আপনি যাই বলুন না কেন, এখন আর আপনার বীরদর্পে দর্পিত হয়ে সন্ধির প্রতি উপেক্ষা করা উচিত হয় না. আমি বিনয় করে বলছি—পূর্ব্বেও অনেকবার বলেছি—সন্ধির প্রস্তাবে উপেক্ষা করে্য এ দুঃখিনীকে অনাথিনী করবেন না, —সেই রামচন্দ্রের শরানলে আত্মাকে আহুতি প্রদান করবেন না। [সজল নেত্র।

রাবণ। যে দুরাত্মা লঙ্কাধিপ পুত্রপৌত্রকে যুদ্ধক্ষেত্রে বিনষ্ট করে আমার আত্মাকে ব্যথিত করেছে, যে পর্য্যন্ত সেই দুরাত্মার দেহ সংগ্রামক্ষেত্রের শৃগাল কুকুরদিগে আহার কর্ত্তে না দিতেছি, সেপর্য্যন্ত কি আর আমার সন্তোষ আছে? তুমি নিশ্চিত জেনে রাখো. আমি যে পর্য্যন্ত সেই তাপস-রামের ছিন্নস্কন্ধের উষ্ণশোণিতে এই অসীচর্ম্ম রঞ্জিত না কচ্চি, সে পর্য্যন্ত আমার আর আত্মার প্রতি—আত্মার প্রতি কেন, জগতের কোন পদার্থের প্রতি স্নেহ মমতা নাই।

[অসী প্রদর্শন।

মন্দো। (সখেদে) এ দারুণ পণ!

রাবণ। প্রিয়ে! আমি কি ক্লীব?—আমি কি কাপুরুষ?—আমি কি অস্ত্রবিদ্যায় অনভিজ্ঞ?—আমি কি অন্তঃপুর-লালিত-বিহঙ্গ?—আমি কি বীর-নাদে ব্যথিত-কর্ণ—আমি কি শত্রুশরের আঘাত সহ্য কর্ত্তে কাতর?—না যুদ্ধক্ষেত্র আমার শয়নাগার বোধ, যে বিপক্ষের সঙ্গে সংগ্রাম কর্ত্তে পশ্চাৎপাদ

হবো ?——আত্মজীবনের মমতায় অভিভূত হব ? জীবন যখন নশ্বর, তখন তাহার প্রতি মমতা কি ?—বিশেষ যখন বীরব্যবসায় অবলম্বন করেছি, তখন আর পাঞ্চভৌতিক দেহে স্নেহ কি ? যখন রামের সহিত সংগ্রাম পণ করেছি, তখন আর মৃত্যুকে আশঙ্কা কি ?

মন্দো। আপনি ত এতদিন যথানিয়মে বীরধর্ম্ম সেবা কল্লেন, তা এখন সহায়-সম্পদ, সৈন্য-সামন্ত শূন্য হয়েও কি সমর কর্ত্তে সাহসী হন—”

রাবণ। প্রিয়ে। আমি রাজৈশ্বর্য্য শূন্য হয়েছি সত্য, কিন্তু বীরের যে সকল ঐশ্বর্য্য তা আমার আজিও শত্রুদল লুণ্ঠন কর্ত্তে পারে নাই, সেনাদল শূন্য হয়েছে সত্য, কিন্তু তূণ ত অস্ত্র শূন্য হয় নাই ?—সমরসহায় ভ্রাতা, পুত্র, পৌত্র সকল হত হয়েছে সত্য, কিন্তু এই ভুজসমূহ ত ছিন্ন হয় নাই ; যখন রাবণের নিশ্বাস-প্রশ্বাস-ক্রিয়া ক্ষুণ্ণ হয় নাই, তখন তাপসের যুদ্ধে জয়লাভ কর্ত্তে যে সকল উপকরণের আবশ্যক, সেই সমুদয় অক্ষুণ্ণ রয়েছে। এ অবস্থায় সন্ধি কেন ?

মন্দো। প্রবল শত্রুর সঙ্গে পরাভূত হয়ে সন্ধি স্বীকার করা ত বীরধর্ম্ম বহির্ভূত নয়—”

রাবণ। (সগর্ব্বে) কে প্রবল শত্রু, রাম ?—তাপস, দুর্ব্বল—অতি দুর্ব্বল—সামান্য মানব। তা আমি বিশ্রবার পুত্র—কুম্ভকর্ণের জ্যেষ্ঠ—আর মেঘনাদের জনক হয়ে কি তুচ্ছ এক ক্ষত্রিকুমারের সঙ্গে সেধে পেড়ে সন্ধি কর্ত্তে যাবো ? সন্ধির উদ্দেশ্য কি ?—আত্মজীবন রক্ষা—এই ক্ষুদ্র জীবনের জন্য—নশ্বর জীবনের জন্য অপারের সঙ্গে সন্ধি করে কি রক্ষকুল কলঙ্কিত করবো। যে জীবন ধারণ করে পুত্র-পৌত্র-জ্ঞাতি গোষ্ঠির নিহন্তার শিরশ্ছেদন কর্ত্তে না পাল্লেম—যে জীবন ধারণ করে শত্রু শোণিতে মৃত-জ্ঞাতিবর্গের তর্পণ কর্ত্তে না পাল্লেম—যে জীবন ধারণ করে শত্রু শব দ্বারা সমরক্ষেত্র পূর্ণ কর্ত্তে না পাল্লেম—যে জীবন ধারণ করে শত্রু কামিনীর শোকার্ত্তনাদে শ্রুতিসুখ ভোগ কর্ত্তে না পাল্লেম, সে জীবন বহনের প্রয়োজন কি ? বলীবর্দ্দ প্রভৃতিরাই অনন্যগতি হয়ে ভার বহন করে, শত্রুর প্রতি প্রতিবিধান না করে বীরপুরুষদের কি সেইরূপ স্বজন-শোক-ভার বহন করা উচিত ? যদি দৈব নিতান্তই রক্ষকুলের প্রতি প্রতিকূল হয়ে থাকেন, সম্মুখ সংগ্রামে শত্রুকে শরজালে ব্যথিত করে এ জীবন পরিত্যাগ করবো।—যে দুরাত্মা অন্যায় যুদ্ধ করে প্রিয়পুত্র রক্ষকুলগর্ব্ব মেঘনাদকে বিনষ্ট করেছে, আমি কি তার শরীরকে শরাঘাতে শতখণ্ড করে শৃগাল গৃধিনীর তৃপ্তি সাধন কর্ব্বো না ?—সন্ধি করিব ?

মন্দো। হা পুত্র মেঘনাদ। তোমার চন্দ্রবদন আর দেখবোনা, তোমার মধুর মাতৃসম্বোধন আর শুনবো না।

[রোদন।

রাবণ। প্রিয়ে! অশ্রু সম্বরণ কর। কেন নিতান্ত ভীরুস্বভাবা কামিনীর ন্যায় পুত্রবিনাশে কাতরা হয়ে অশ্রুধারা বর্ষণ করে শত্রুকুলের আনন্দবৃদ্ধি কর। অশ্রুপাতের সময় আছে। আগে আমি সেই দুরাত্মা মায়াবী লক্ষ্মণের আর কুলাঙ্গার বিভীষণের মস্তক ছিন্ন করে তোমায় উপহার প্রদান করি, তখন পুত্রশোকে অশ্রু বিসর্জ্জন করো, আমিও সেই সময় অশ্রুজলে হৃদয়ের শোকানল নির্ব্বাণ করবো।

মন্দো। এরূপ দৃঢ়প্রতিজ্ঞা পরিত্যাগ করুন ; এক্ষণে আমাদিগের প্রতি দেবদেব মহাদেব প্রতিকূল হয়েছেন। এখন সন্ধি করাই উচিত।

রাবণ। রাবণের জীবন সত্ত্বে নয়, যদি দশাননের দশানন স্কন্ধহতে বিচ্যুত হয়ে ম... পতিত না হয়, তা হলে সে এই প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করবেই করবে (রাঘব-সৈন্যের কোলাহল) ঐ শত্রুকুল কোলাহল কচ্চে। এখন কি আর বিলম্ব সহ্য হয়। দেখ ডম্বরুধ্বনি শ্রবণ করে সরীসৃপজাতি ভুজঙ্গও বিবর হতে বহির্গত হয়, আমি কি বীরবংশে জন্মগ্রহণ করে, শত্রুকুলের জয়নাদ শুনে অন্তঃপুরে অবস্থান কর্ত্তে পারি ? আমায় যুদ্ধে অনুমতি কর।

মন্দো। একান্তই যদি রাবণ না শোনেন, তবে, একটু অপেক্ষা করুন, আমি চিতা সজ্জিত করে এপ্রাণ পরিত্যাগ করি, তারপর আপনি——"

রাবণ। প্রেয়সি! তুমি কি মনে কর, আমি এ-প্রাণ ধারণ করবো—যে প্রাণে শতং শোক সহ্য কর্ত্তে হয়েছে তার ধারণে প্রয়োজন কি? আমিও এ প্রাণ পরিত্যাগ করবো, কিন্তু পরিত্যাগের সময় এখনো হয় নাই, আগে সেই তাপস দুবেটার, প্রাণ দণ্ড করি, সেই কৈশরীর কুপুত্রটাকে খণ্ডং করি, তারপর অগ্নিপ্রবেশ করে জীবন-নাটকের অভিনয় শেষ করবো।

মন্দো। নাথ এদাকণ পণ পরিত্যাগ করুন, আমি পায়ে ধরে, মিনতি করে গলবস্ত্র হয়ে বলছি, রামের সীতা রামকে সমর্পণ করে সন্ধি—"

[চরণধারণ।

রাবণ। প্রেয়সি, আমি তোমার অনুরোধ কখনই উপেক্ষা করিনাই—তা আজ আমাকে অগত্যা অবহেলা কর্ত্তে হল, আমি এতে অত্যন্ত দুঃখিত হচ্ছি, তুমি নিশ্চিত জানবে, রাবণ সমরক্ষেত্রে স্বীয় শরীর শিরা স্নায়ু প্রভৃতির তৃপ্তার্থে সমর্পণ কর্ত্তে প্রস্তুত, তবু সীতা প্রত্যর্পণ কত্তে সম্মত নয়। যখন ভাই কুম্ভকর্ণ জীবিত ছিল, প্রিয় কুমার মেঘনাদ জীবিত ছিল, অসংখ্য রক্ষকুমার—রক্ষবীরপুরুষ জীবিত ছিল, তখন সীতা প্রত্যর্পণ কল্লেম না, এখন, তারা কেহই নাই একমাত্র আমি অবশিষ্ট—এখন কি শুদ্ধ আত্মজীবনের মমতায় প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করে নিরয়গামী হব। প্রিয়তমে! যখন এই ঘৃণিত সন্ধিতে সমর-হত বীররত্ন সকলের পুনঃপ্রাপ্তির সম্ভাবনা নাই, তখন আর সন্ধির প্রয়োজন কি? রাবণের জীবনের নিমিত্ত রাবণ অনুমাত্র আশা করেনা, করবেই বা কেন, বস্তুহারের সমুদয় বস্তু এক একটী করে স্খলিত হয়ে গেলে কোন মূর্খ শূন্যসূত্র রক্ষণে যত্নশীল হয়? আমি অসী স্পর্শ করে এই প্রতিজ্ঞা করছি—

হয় রণে বিনাশিব সে রাম লক্ষ্মণ,
নয় আপনার প্রাণ দিব বিসর্জ্জন।
একবার করেছি যে সীতা আনয়ন,
কোন্ মুখে পুনঃ তারে করিব অর্পণ?
কে করে আহার করি ইচ্ছায় বমন?
হবেনাং তাহা থাকিতে জীবন।

মন্দো। হায়! কি কুক্ষণেই সীতাকে লঙ্কাপুরে আনলেন!—অগ্নিশিখা প্রজ্বলিত করে দিলে, যেমন পতঙ্গকুল তাতে পতিত হয়ে প্রাণ পরিত্যাগ করে, তেমনি সীতার কোপানলে পতিত হয়ে রক্ষকুল ভস্মীভূত হল!—হায় এ কি সামান্য বিড়ম্বনা!

রাবণ। (সকোপে) প্রিয়ে! অগ্নিশিখা স্বরূপিণী সীতার কোপশিখায় পতিত হয়ে দুর্জ্জয় রক্ষকুল ভস্মীভূত হল সত্য, এখন সেই অগ্নি নির্ব্বাণ করাই উচিত; আজ সেই সর্ব্বনাশিনী রক্ষকুলঘাতিনী রামানুরাগিণী পাপিনীর প্রাণ রাখবো না, এই অসীর একাঘাতেই দ্বিখণ্ড করবো।

[অসী ধারণ পূর্ব্বক বেগে গমন।

ইতি প্রথম গর্ভাঙ্ক।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

অশোকবন সীতা এবং সরমা।

সীতা। তার পর?

সরমা। তারপর মহীরাবণ রাবণের ব্যাকুলতা দেখে প্রতিজ্ঞা করে বল্লে, আমি আজ রাম লক্ষ্মণকে হরণ করে লয়ে গুহ্যদেবতা ভদ্রকালীর নিকট বলিপ্রদান করবো। আমার মায়াজাল উত্তীর্ণ হয়, কাহার সাধ্য।

সীতা। (সভয়ে) কি ভয়ানক পণ!—তার পর।

সরমা। মহীরাবণের এরূপ আশ্বাসে রাবণ অত্যন্ত আহ্লাদিত হলেন, মহীরাবণকে রাজপ্রসাদ দিয়ে যুদ্ধে যেতে অনুমতি কল্লেন; মহীরাবণ সন্ধ্যাসমাগমে মায়াবেশ ধারণ করে শ্রীরাম লক্ষ্মণকে হরণ কত্তে চল্লো।—কিন্তু গেলে কি হয়, আমার প্রাণেশ্বর মহী

রাবণের মন্ত্রণা পূর্ব্বেই জানতে পেয়ে ছিলেন, তা তিনি সৈন্য সামন্ত সকলকে সতর্ক করেদিয়ে গড়বন্দি করে, তার মধ্যস্থলে শ্রীরামলক্ষ্মণকে রক্ষা কচ্ছিলেন—”

সীতা। সখি! আমরা তোমার বল্লভের ধার ইহজন্মে শোধ কত্তে পারবনা।—মিত্তে এই অভাগিনীর উদ্ধারের জন্য কি অল্প কষ্ট স্বীকার কচ্চেন।

সরমা। কিন্তু দৈবের কেমন বিড়ম্বন, মহীরাবণ এত সাবধানতার মধ্য হতে আপনার দুরভিসন্ধি সাধন কল্লে। সে দুর্ম্মতি অন্যান্য বেশে হতাশ হয়ে অবশেষ আমার প্রাণবল্লভের বেশে মারুতীকে প্রতারণা করে গড়ে প্রবেশ কল্লে।

সীতা। (সবিস্ময়ে) বল কি!—তার পর?

সরমা। প্রবিষ্ট হয়ে মায়াবলে সেই গড়ের মধ্য দিয়া পাতালপুরে যাবার এক পথ প্রস্তুত কল্লে, শেষ সেই পথ দিয়ে শ্রীরামলক্ষ্মণকে নিদ্রিত অবস্থায় হরণ করে লয়ে গেল।

সীতা। (সভয়ে) তারপর কি হল সখি?

সরমা। এই ঘটনার কিঞ্চিৎকাল পর গড় মধ্যে মহীরাবণের চাতুরী প্রকাশ হয়ে পড়লো, তখন সেই মহীরাবণের মায়া নির্ম্মিত পথ দিয়ে মারুতী শ্রীরাম লক্ষ্মণের অন্বেষণে পাতালপুরে গমন কল্লে।

সীতা। ধন্য পবনপুত্র! তুমি আমাদিগের বিপদবান্ধব।—তার পর।

সরমা। শুনলাম্ তার পর নাকি মারুতী মায়াবেশে মহীরাবণের পুরে প্রবেশ করে দেখে, শ্রীরাম লক্ষ্মণকে বলিদিবার উদ্যোগ করা হয়েছে। তোমার প্রাণেশ্বর আর দেবর সেই নির্ব্বান্ধব পুরীতে সেই অবস্থায় পড়ে জীবনের আশা শূন্য হয়ে ছিলেন, এমন সময় মারুতী সঙ্গোপনে গিয়ে আশ্বাস প্রদান করে বল্লেন, দেব! মহীরাবণ যখন আপনাদিগে বলি প্রদানের পূর্ব্বে দেবীকে প্রণাম কর্ত্তে বলবে, তখন আপনারা বলবেন, আমরা রাজকুমার, কখনও কাহাকে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করি নাই, আপনি প্রণাম করে দেখান, তবেই আমরা সেই মত প্রণাম করি।

সীতা। মারুতী একথা বল্লে কেন?

সরমা। বলবার তাৎপর্য্য আছে, শুনুন ত। মহীরাবণ দেবী ভদ্রকালীর পূজার আয়োজন সমাপন করে শ্রীরাম লক্ষ্মণকে প্রণাম কর্ত্তে বল্লে, রঘুকুলতিলক মারুতীর উপদেশ মত বল্লেন, তখন মহীরাবণ আপনি ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম কল্লে, সেই অবসরে মারুতী দেবীমন্দির হতে অসীচর্ম্ম গ্রহণ করে একাঘাতে মহীরাবণকে বলির পশুর ন্যায় দ্বিখণ্ড করে ফেল্লে।—মহীরাবণের মন্দিরে হুলস্থূল পড়ে গেল।

সীতা। (আহ্লাদে) সখি! মারুতী একরূপ কৌশল না কল্লে উপায় কি হোত! [সজল নেত্রে।

সরমা। ধার্ম্মিকের উপায় ধর্ম্মই কত্তেন, লঙ্কাপতি পদে পদে অধর্ম্ম সঞ্চার করেই ত সবংশে মজ্‌লেন।—নৈলে—’

সীতা: তা সত্য, যখন ধার্ম্মিক বিভীষণ তাকে সন্ধির উপদেশ দিলেন, তখন কি না তাঁকে পদাঘাত করা হল।—সখি! তুমি পরমেশ্বরের নিকট প্রার্থনা কর, যদি আমি এই রক্ষকারাগার হতে কখনো মুক্ত হই, তা হলে তোমার প্রাণবল্লভকে এই লঙ্কার রাজসিংহাসন সর্ব্বাগ্রে প্রদান করবো।

সরমা। আমরা ঐশ্বর্য্যের লোভী নই।—যদি সত্য ধর্ম্মে অচলা মতি থাকে, ভিক্ষা করে দিনপাত কত্তেও প্রস্তুত আছি।—আপনি কবে পতির পার্শ্ববর্ত্তিনী হয়ে সুখী হবেন, তাই অহরহ চিন্তা করচি।

সীতা। (সখেদে) সখি! আমি যে আবার প্রাণবল্লভের চরণপদ্ম দর্শন কত্তে পাবো, আমার এমন আশা ছিল না, তাঁর বিচ্ছেদ-বিষে জীর্ণ হয়ে যে এত দিন পর্য্যন্ত জীবিত থাকবো, স্বপ্নেও ভাবি নাই, তা তুমিই আমাকে সান্ত্বনা কোরে প্রবোধ-পীযূষ সেঁচে বাঁচিয়ে রেখেছ।

সরমা। দেবি! আপনার দুঃখের নিশী প্রভাত প্রায় হয়েছে, অচিরেই আপনি সুখ-সূর্য্য দর্শনে প্রফুল্ল-চিত্ত হবেন। চিন্তা নাই—লঙ্কা বীর শূন্য হয়েছে, এখন একমাত্র লঙ্কানাথই অবশিষ্ট আছেন, তিনিও আজ কালের মধ্যে সমরানলে আত্মাকে আ-হুতি দিবেন সন্দেহ নাই।

নেপথ্যে। মহারাজ! অসী পরিত্যাগ করুন, সতী সীতার অঙ্গ স্পর্শ করবেন না।—

[সীতা এবং সরমা সভয়।

অসী হস্তে রাবণের প্রবেশ, পশ্চাতে মন্দোদরী।

রাবণ। (সগর্ব্বে) রাণি! নিরস্ত হও, আমি আজি এই রক্ষকুল ঘাতিনী পাপিনীর শিরশ্ছেদ করে আত্মাকে সান্ত্বনা করি।—"

[সীতাকে অসী প্রহার করিতে চেষ্টা এবং মন্দোদরীর অসী ধারণ পূর্ব্বক নিবারণ।—

মন্দো। করেন কি মহারাজ।—সীতা যে স্ত্রী-লোক, অবধ্যা—এঁকে বধ করে অসীকে কলঙ্কিত করবেন না,—আত্মাকে স্ত্রীবধ-পাতকে কলুষিত করবেন না—বীরের একপ ধর্ম্ম নয়।

রাবণ। আমায় ছেড়ে দাও, আমি রামের বাণে হত-পুত্রপৌত্র হয়ে এরূপ ব্যাকুল-চিত্ত হয়েছি যে আমাকে এক্ষণে উন্মত্ত বল্লেও হয়। উন্মত্তের স্ত্রী হত্যায় তত পাপের আশঙ্কা নাই। আমি এখনেই এ পাপিনীকে দ্বিখণ্ড করবো।

সীতা। নাথ! আমায় রক্ষা কর।—লঙ্কা-নাথের অসীর আঘাত হতে আমায় রক্ষা কর।

মন্দো। শোকে কি উন্মত্ত হওয়া উচিত, যে ব্যক্তি আপনাকে হত-পুত্রপৌত্র করে সংগ্রাম ক্ষেত্রে বীরত্ব প্রকাশ করেছে, আপনি সংগ্রাম স্থলে তাঁর শৌর্য্য-বীর্য্য গর্ব্ব-খর্ব্ব করবেন,—বীরের ধর্ম্মই এই—তা না করে, আপনি কাপুরুষের ন্যায় শক্রনিপাতের পূর্ব্বে শক্রকামিনীর অঙ্গ স্পর্শ কত্তে উদ্যত হলেন, একি আপনার তুল্য বীরপুরুষের উচিত? একপ ব্যবহার কি রক্ষ বীরপুরুষের উচিত? যদি শক্রর সংগ্রামে নিতান্ত ব্যথিত হয়ে থাকেন, যুদ্ধক্ষেত্রে সেই ব্যথার ঔষধ অন্বেষণ করুন; শক্রর শোণিতপাতই বীরের হৃদয় বেদনা নিবারণের প্রকৃত ঔষধ।

রাবণ। আমি এক্ষণেই যুদ্ধক্ষেত্রে চল্লেম, আমায় আর বাধা দিওনা।

[বেগে রাবণের গমন পশ্চাৎ২ মন্দোদরীর গমন।

সীতা। আজ দশানন যেরূপ কুপিত হয়ে যুদ্ধে যাত্রা কল্লে, না জানি কি ঘটে।

সরমা। (অন্তরাল হইতে নিকটবর্ত্তী হইয়া) দেবগণ মঙ্গল করুন, অনিষ্টের আশঙ্কা কেন? যেরূপ ঘটনা, এতে কোরে বোধ হয় বিধাতা লঙ্কানাথকে শ্রীরামের বধ্য করেই সৃষ্টি করেছেন।

কৌতুক-কণা।

একজন ব্রাহ্মণ পণ্ডিত কোন কবিপ্রিয় কাব্যানুরাগী ধনীর সদনে অর্থলোলুপ হইয়া উপস্থিত হইলেন এবং কিঞ্চিৎকাল বিলম্বে ধনীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "মহাশয় এতদ্দেশ মধ্যে একজন কাব্যানুরাগী এবং কবিদিগের আশ্রয়, এ দরিদ্র ব্রাহ্মণ একটী নূতন কবিতা রচনা করিয়াছে অনুগ্রহ পূর্ব্বক শ্রবণ করিতে আজ্ঞা হউক।" ধনী কহিলেন পাঠ করুন, আমি অবহিত হইলাম। ব্রাহ্মণ "দুগ্ধং পিবতি বিড়ালঃ" এইমাত্র বলিয়া নির্ব্বাক হইলেন। ধনী কিঞ্চিৎ বিলম্বে জিজ্ঞাসা করিলেন "কবিতা চারি চরণ বিশিষ্ট, আপনি এক চরণ মাত্র পাঠ করিয়া নীরব হইলেন কেন?" অবশিষ্ট তিন চরণ কোথায়? ব্রাহ্মণ বিনীত ভাবে যোড়হস্ত হইয়া কহিলেন "মহাশয়! প্রনিধান করুন, তিন চরণের অভাব আছে বলিয়াইত প্রথম চরণে চারি চরণ বিশিষ্ট বিড়াল শব্দ ব্যবহার করা হইয়াছে।" ধনী ঈষদ্ধাস্য করিয়া কহিলেন "ভাল, চরণের কার্য্য যেন বিড়ালশব্দ বিন্যাস দ্বারা কৌশলের সুসম্পন্ন করিয়াছেন, কবিতার রস কোথায়?" ব্রাহ্মণ তদুত্তরে কহি-

লেন "মহাশয়! বিশেষরূপ প্রণিধান করিয়া দেখুন, পাছে কোন অংশে রসের ব্যাঘাত হয় বলিয়া কবিতার প্রথম শব্দেই দুগ্ধ গ্রহণ করিয়াছি। যাদৃশ দরিদ্রদিগের পক্ষে তেঁতুল প্রভৃতি অম্লরস প্রিয় হইতে পারে, কিন্তু আপনার তুল্য ধনেশদিগকে গোরস ব্যতীত আর কোন রস উপহার দেওয়া যাইতে পারে?" ধনী পূর্ব্বাপেক্ষা কিঞ্চিৎ উচ্চ হাস্য করিয়া কহিলেন, "ভাল রস তো পাইলাম, অর্থ কোথায়?" ব্রাহ্মণ অমনি অঞ্জলি-বন্ধন পূর্ব্বক কাকুস্বরে কহিলেন, "যদি অভাগার অর্থেরই সংস্থান থাকিবে তবে মহাশয়ের নিকট যাচঞা স্বীকার করিবে কেন। যাহার যাহা নাই সে তাহাই প্রার্থনা করে।" ধনী নিতান্ত কাব্যামোদী ছিলেন, ব্রাহ্মণের উপস্থিত উত্তরে সন্তুষ্ট হইয়া কিঞ্চিৎ অর্থ প্রদান পূর্ব্বক বিদায় করিয়াদিলেন।

নূতনপুস্তক সমালোচন।

১। সদ্ধর্ম্ম-সঙ্কাশক—শ্রীযুক্ত পীতাম্বর সেন কবিরত্ন মহাশয় ইহার রচয়িতা। ইনি কেবল আয়ুর্ব্বেদ-বিদ্যার প্রভাবে রাজধানী মধ্যে প্রতিষ্ঠিত নহেন, ইহার পুরান, স্মৃতি প্রভৃতি হিন্দুধর্ম্মশাস্ত্রেও বিলক্ষণ অধিকার। কেবল অবিদ্যমান নহে যথাসাধ্য হিন্দুধর্ম্মাচরণ এবং হিন্দুধর্ম্মের উন্নতি সাধনপক্ষে সর্ব্বদা যত্ন করিয়া থাকেন। যৎকালীন শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় হিন্দুজাতীয় বিধবা কামিনীগণের পুনঃসংস্কারের শাস্ত্রীয়তা প্রমাণার্থ লেখনী ধারণ করেন, তৎকালীন এই মহাত্মার লেখনীও নিদ্রাভিভূত ছিল না, এবিষয় বঙ্গীয় সামাজিক মাত্রেই অবগত আছেন। ইনি যে কারণ প্রণোদিত হইয়া তৎকালে লেখনী ধারণ করিয়াছিলেন, সদ্ধর্ম্মসঙ্কাশক রচনা বিষয়েও সেই কারণ উপস্থিত হইয়াছিল। তদ্বিশেষ এই যে, এতন্নগরীয় কতিপয় ব্রাহ্ম স্বদল-বর্দ্ধনাশয়ে এই উপায় অবলম্বনীয় বোধ করেন যে, হিন্দু সম্প্রদায় যখন স্মৃতি পুরান প্রভৃতির সংস্কৃত বচনে বিশ্বস্ত হইয়া হিন্দুধর্ম্মে স্থিরচিত্ত রহিয়াছে, তখন কতক স্মৃতি প্রভৃতি গ্রন্থের বচন ও কতক স্বকপোল কল্পিত সংস্কৃত বচন সঙ্কলন করিয়া আমাদিগের অনুমোদিত ব্রাহ্ম ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদক একখানি পুস্তক প্রচার করা হউক, তৎপাঠে অনেক হিন্দু সন্তানের ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণের সম্ভাবনা। এই যুক্তি অবধারিত হইলে তাহারা কোন এক সংস্কৃতজ্ঞ অধ্যাপকের শরণাপন্ন হন। তিনি তাহাদিগের অনুরোধে বাধ্য হইয়াই হউক অথবা কোন হিন্দুর দুর্ব্ব্যবহারে ব্যথিত হইয়াই হউক অথবা অন্য কোন কারণ বশতঃই হউক সদ্ধর্ম্ম সঙ্কাশিনী নামে একখানি পুস্তক রচনা করিয়া দেন। তাহাতে কতিপয় প্রাচীন সংস্কৃত বচন ও কতকগুলি কল্পিত বচন দ্বারা ব্রাহ্মদিগের আচার, ব্যবহার, উপাসনা প্রভৃতি সমুদায়গুলি হিন্দুদিগের ধর্ম্ম শাস্ত্রানুমোদিতরূপে প্রতিপন্ন করা হয়। এইগ্রন্থ ব্রাহ্মগণ বহ্বাড়ম্বরে প্রচারিত করিলে, এতন্নগরীয় ধর্ম্মরক্ষিণী সভার সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু লক্ষ্মীকান্ত দাস মহাশয় ব্রাহ্মাদিগের এই কৌশলে ব্যথিত হইয়া সদ্ধর্ম্ম সঙ্কাশিনীর কপোল কল্পিত মত সকল খণ্ডন পূর্ব্বক হিন্দুধর্ম্মের বিশুদ্ধতা প্রতিপাদন করিয়া একখানি গ্রন্থ সঙ্কলনের নিমিত্ত কবিরত্ন মহাশয়কে অনুরোধ করেন। সেই অনুরোধের বশবর্ত্তী হইয়া ধর্ম্মানুরাগী কবিরত্ন মহাশয় এই সদ্ধর্ম্ম সঙ্কাশক লিখিতে প্রবৃত্ত হন, লিখা সমাপ্ত হইলে উহা সুচারুরূপে

মুদ্রিত করাইয়া প্রচারিত করিয়াছেন। এ স্থলে এই প্রশ্ন উত্থাপিত হইতে পারে যে, যদ্যপি কবিরত্ন মহাশয় সদ্ধর্ম্ম শঙ্কাশিনীর প্রতিবাদ করণাশয়েই সদ্ধর্ম্মসঙ্কাশক লিখিয়াছিলেন, তাহা হইলে উহার প্রচারের বহুকাল পর ইহার প্রচার করিলেন কেন? ইহাতে কবিরত্ন মহাশয়ের রচনা বিষয়ে মন্থরগতি ব্যতীত ক্ষিপ্রকারিতা প্রকাশ পাইতেছে না। এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে, কবিরত্ন মহাশয় সদ্ধর্ম্মসঙ্কাশিনী প্রচারের অব্যবহিতকাল পরেই সদ্ধর্ম্মসঙ্কাশক লিখিয়াছিলেন এবং উহা মুদ্রিত পূর্ব্বক প্রচার করণার্থ অত্রত্য ধর্ম্মরক্ষিণী সভাকে অনুরোধ করিয়াছিলেন। সভা বহু বিলম্বে উক্ত গ্রন্থ প্রচারণ বিষয়ে অসম্মতি জ্ঞাপন করিলে কবিরত্ন মহাশয় স্বয়ং শ্রীযুক্ত বাবু নগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের অর্থ সাহায্য লইয়া ভাস্কর যন্ত্রে উত্তম কাগজে ও উত্তম অক্ষরে মুদ্রিত করণান্তর প্রচার করিয়াছেন। এতদ্বশতই কাল বিলম্ব ঘটিয়াছে।

এতক্ষণ আমরা সদ্ধর্ম্মসঙ্কাশকের জন্মবৃত্তান্ত বর্ণন করিয়া আইলাম এক্ষণে রচনা বিষয়ের দুই একটী কথা কহিয়া বক্তব্য শেষ করিতেছি। কবিরত্ন মহাশয় বাঙ্গলা রচনায় যেরূপ দক্ষ, সংস্কৃত রচনায় তদপেক্ষা সমধিক সুচতুর। ইঁহার প্রতিবাদ প্রণালীও সুন্দর। ইনি প্রতিপক্ষকে কদাচ কটূতর বিদ্রূপ করিয়া বিচার প্রণালী দূষিত করেন নাই এবং স্থল বিশেষে আপনার ওজস্বিতা প্রকাশেও ত্রুটি করেন নাই। সদ্ধর্ম্মসঙ্কাশক পরিমাণে অল্প পৃষ্ঠ হইলেও প্রতিবাদ পক্ষে প্রচুর হইয়াছে। এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানী পাঠ করিয়া দেখিলে কেবল যে কবিরত্ন মহাশয়ের হিন্দুধর্ম্মশাস্ত্রের অভিজ্ঞতা প্রকাশ পাইবে এমত নহে, অনেক দোলায়িত চিত্ত ব্যক্তির স্থিরত্ব প্রাপ্তির সম্ভাবনা। আমরা অনুরোধ করি হিন্দুধর্ম্ম বিদ্বেষী এবং ব্রাহ্মধর্ম্মে বিক্রীত ব্যক্তিগণ এক২ বার পাঠ করিয়া দেখুন।

প্রাপ্ত।

আত্ম সমর্পণ।

প্রণিপাত করি নাথ, চরণে তোমার।
কি আছে আমার কি বা দিব উপহার॥
তোমার দাসানুদাস আমি হে যখন?
রেখেছি যখন করি আত্ম সমর্পণ।
তখন কি দিতে আর বাকী বল আছে,
কি লয়ে এখন আর দাঁড়াইব কাছে?
নিখিলের নাথ তুমি সকলি তোমার,
কিসেতে বা নাই, প্রভো তব অধিকার?
জানি এসকল তবু বোধহীন মন।
চাহে উপহার তোমা করিতে অর্পণ॥
অকিঞ্চন দেখে তায় করিনু জিজ্ঞাসা।
কি আছে সম্বল বল কেন এ দুরাশা॥
আছে কি তোমার ভক্তি-কুসুমাবচিত।
শ্রদ্ধা-চন্দনে কি তাহা করেছ চর্চ্চিত॥
যদি থাকে, যদি করে থাকো আয়োজন।
ত্বরা করি প্রাণনাথে কর সমর্পণ॥
মম বাক্যে মানসের হইল চেতন,
ভেবে দেখে পূজার নাহিক আয়োজন।
হতাশ হইয়া মন ছাড়িয়া নিশ্বাস,
করিতে লাগিল কত বিলাপ প্রকাশ।
শেষে হয়ে সর্ব্বত্যক্ত অই রাঙ্গাপায়
আত্ম সমর্পিল নাথ দয়া কর তায়॥

বঙ্গভাষা এবং সাহিত্য-সম্বন্ধীয় বিবিধ বার্ত্তা।

৩১ শে বৈশাখের এডুকেশন গেজেটে ভ্রান্তিবিলাস কাব্যের একটী সুন্দর সমালোচনা প্রকাশিত হইয়াছে। সুদীর্ঘ হইলেও উহা আমরা এস্থলে গ্রহণ করিলাম, যেহেতু উহাতে শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের রচনা শক্তির সবিশেষরূপ আলোচিত হইয়াছে।

ভ্রান্তিবিলাস।—এই গ্রন্থখানি শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর কর্ত্তৃক প্রণীত। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের লেখনী-প্রসূত গ্রন্থ মাত্রেই যাদৃশ সমাদর পূর্ব্বক পাঠ করা উচিত, আমরা এ গ্রন্থখানি তাদৃশ সমাদর সহকারে পাঠ করিয়াছি। পাঠ করিয়া আমাদিগের মনে যেরূপ বোধ হইয়াছে, তাহা পাঠক সমাজের গোচর করিতেছি।

এ গ্রন্থখানি রচয়িতার স্বকপোলকল্পিত নহে, ইংলণ্ডীয় কবিকুল চূড়ামণি সেক্সপিয়র প্রণীত নাটক বিশেষের উপাখ্যান ভাগ অবলম্বন করিয়া রচিত হইয়াছে। কালিদাসের শকুন্তলা ও ভবভূতির উত্তর রামচরিত অবলম্বন করিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয় বাঙ্গলাভাষায় যে দুইটী অপূর্ব্ব পদার্থ সৃজন করিয়াছিলেন, সেক্সপীয়রকে অবলম্বন করিয়া সেরূপ কৃতকার্য্য হইয়াছেন কি না, আমাদিগের কৌতূহল প্রথমে সেই বিষয়ের অনুসন্ধানেই প্রধাবিত হইয়াছিল। সেক্সপীয়র পাঠি ব্যক্তি মাত্রেই জানেন, এই মহাকবি প্রতিষ্ঠিত রত্নাগারে যে সমস্ত অমূল্য রত্নরাশি নিহিত আছে, তন্মধ্যে ভ্রান্তি-প্রহসন নাটক সর্ব্ব নিকৃষ্ট। বিদ্যাসাগর মহাশয় এতদ্দেশে সেক্সপীয়রের পরিচয় দিবার নিমিত্ত তদীয় সর্ব্ব নিকৃষ্ট নাটকখানি মনোনীত করিয়া আপনার আশয়গত ত্রুটি দেখাইয়াছেন বলিতে হইবে, কিন্তু সে নিমিত্ত তাঁহাকে তিরস্কার না করিয়া কেবল আপনাদিগের অদৃষ্টকেই তিরস্কার করিতে হয়। অশ্বমেধ যজ্ঞের অধিকারী হইয়া তিনি আমাদিগের কপালগুণে ঘেঁটু পূজার অনুষ্ঠানে তৃপ্তি বোধ করিলেন; বঙ্গ কাব্যোদ্যানের শোভা সম্পাদন নিমিত্ত নন্দন কানন ভ্রমণ পূর্ব্বক ভাণ্ডীরক আনয়ন করিলেন।

কিন্তু বিদ্যাসাগর মহাশয়ের আশয়গত ত্রুটি কেবল আপেক্ষিক মাত্র। তাঁহার অবলম্বিত ভ্রান্তি-প্রহসন নাটকটী সহস্র নির্গুণ হইলেও মহাকবি সেক্সপীয়রের বিরচিত কাব্য। এই ক্ষণজন্মা পুরুষের লেখনীর মুখে ভারতীদেবী স্বয়ং অধিষ্ঠান করিতেন। যে ব্রহ্মবীজ সমুদ্ভূত এবং বৃক্ষ হইতে মুরারি মুরলী বিনির্ম্মিত হয়, সেই বৃক্ষ হইতেই সেক্সপীয়রের লেখনী সংরচিত ছিল। তাদৃশ লেখনীর মুখ হইতে হেলায় যে সমস্ত কাব্য প্রসূত হইয়াছে, তাহাও প্রভূত সুধারসাভিষিক্ত। ভ্রান্তি প্রহসন, সেক্সপীয়রের সর্ব্ব নিকৃষ্ট নাটক হইলেও, ইহাতে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সদৃশ লোকের যৎপরোনাস্তি ক্ষমতা প্রকাশের স্থল আছে সন্দেহ নাই। অতএব তিনি এ বিষয়ে কতদূর সামর্থ্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার বিচার করাই আবশ্যক।

বাঙ্গালাভাষায় যতগুলি গদ্য কাব্য গ্রন্থ আছে, তন্মধ্যে বিদ্যাসাগর প্রণীত গ্রন্থগুলি সর্ব্বোপরি বলিয়া সর্ব্ববাদি সম্মত। অথচ তন্মধ্যে একখানিও তাঁহার স্বকপোল কল্পিত নহে। সকলগুলিই কবি বিশেষকে অবলম্বন করিয়া বিরচিত হইয়াছে। অন্য লোকেও এইরূপ চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু কেহই বিদ্যাসাগরের মত কৃতকার্য্য হয়েন নাই। ইহার প্রকৃত কারণ নিরূপণ করিতে পারিলে, ভ্রান্তিবিলাস সম্বন্ধে বিদ্যাসাগর মহাশয় যতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছেন তাহারও নিরূপণ হইয়া আসিবে।

বিদ্যাসাগর প্রণীত কোন কাব্য গ্রন্থ পড়িলে সর্ব্বাগ্রে তাঁহার রসগ্রাহিতা শক্তির প্রখরতার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি পড়ে। নিজের কল্পনাশক্তি এক্ষা

অল্প থাকিয়া কেবল রসানুভাবকতা শক্তির বলে অপরের ভাবকে সম্যক পরিমাণে নিজায়ত্ত করিতে পারেন, এ পর্য্যন্ত বাঙ্গা লেখকের মধ্যে আমরা বিদ্যাসাগরের সদৃশ কাহাকেও দেখি নাই। আমরা এমন কথা বলি না যে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের রসগ্রাহিতা শক্তি যেমন প্রখর তেমনিই প্রচুর, তাঁহার প্রচারিত গ্রন্থে প্রখরতার বহুল প্রমাণ পাওয়া যায়, প্রচুরতার প্রমাণ পাওয়া যায়না। তাঁহার গ্রন্থ দেখিলে বোধ হইবে, তিনি যেটী বুঝিয়াছেন, সেটী আর কেহ তেমন বুঝিতে পারে নাই। যেখানে অন্য লোকে কেবল ভাবের আভাসমাত্র পাইয়াছে, বিদ্যাসাগর তাহার মর্ম্ম অধিকার করিয়াছেন। যেখানে অন্য লোকের বাণ বাধাচক্রে ঠেকিয়া নিষ্ফল হইয়াছে, সেখানে বিদ্যাসাগর লক্ষ্যভেদ পূর্ব্বক মৎস্যকে সভাতলে কাটিয়া পাড়িয়াছেন। বিদ্যাসাগর ক্ষিপ্রহস্ত নহেন, কিন্তু অমোঘসন্ধান, বিস্তৃতদর্শী নহেন, কিন্তু অব্যর্থদর্শী, স্থল বিশেষে দেখাইয়া না দিলে রসানুভব করিতে পারেন না, কিন্তু রসানুভব হইলে এককালে পরিপ্লুত হয়েন। তাঁহার প্রচারিত গ্রন্থে কোথাও ব্যাকুলতা প্রকাশ নাই, আয়াস প্রকাশ নাই, জটিলতা নাই, উষাকালীন মৃদুল আলোক নাই, তিনি সর্ব্বত্রই সমান ধীর, সমান সমর্থ, সমান মর্ম্মদর্শী, সর্ব্বত্রই মধ্যাহ্নসূর্য্যের ন্যায় তেজস্বী। অভিনব প্রকাশিত ভ্রান্তিবিলাস গ্রন্থেও এই সমস্ত গুণের পরিচয় পাওয়া যায়।

কিন্তু পাঠকমণ্ডলী যেন এমন বুঝিবেন না যে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের এই রচনা পারিপাট্য বাস্তবিকই অনায়াসলব্ধ ও অনন্যসাধারণশক্তি সম্পাদিত। গ্রন্থ প্রণয়ন বিষয়ে সকলেরই প্রয়াস পাইতে হয়। তবে কেহ সেই প্রয়াস গোপন করিতে জানেন, কেহ তাহা জানেন না। সকল হৃদয়েই সম্যক্ পরিস্ফুট ভাবরাশির চতুষ্পার্শ্বে ধূম রাশির ন্যায় অনতিপরিস্ফুট ভাব কলাপের উদয় হইয়া থাকে; যাঁহারা সদ্বুদ্ধি সম্পন্ন, তাঁহারা এই ধূমভাগ পরিত্যাগপূর্ব্বক তদন্তর্গত বহ্নিভাগ প্রকাশেই তৃপ্ত হয়েন। ধূমরাশি প্রকাশ করিয়া লাভ কি? এ মর্ত্ত্যভূমিতে ধূমের অপ্রতুল নাই, বহ্নি সংযোগদ্বারা লোকে আপনাপন ধূমরাশি প্রজ্জ্বালিত করিয়া হৃদয়াকাশের উদ্দীপন সম্পাদন করিবে বলিয়াই গুরুর অন্বেষণ করে। যাঁহারা মানব হৃদয়ের এই আকাঙ্ক্ষা পূরণের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া লেখনী বা রসনা চালনা করেন তাঁহারাই কৃতকার্য্যতালাভ করেন। যাঁহারা আপনার পাণ্ডিত্য বা অনুভাবকতা শক্তির পরিচয় প্রদানের প্রতি লক্ষ্য রাখেন অথবা হৃদয়মন্দির এককালে উদ্ঘাটিত করা কর্ত্তব্য বোধ করেন, তাঁহারা সেই অনতি পরিস্ফুট ভাবরাশি প্রকাশেও যত্নবান হয়েন। চিত্ত-পটে যে সমস্ত ভাবের অস্পষ্ট ছবি পড়ে লেখনীর মুখে ও তাহাদিগের অস্পষ্ট ছবি পড়িবে। এই হেতু তাঁহাদিগের প্রাঞ্জলতালাভ হয় না, অথচ প্রয়াস প্রকাশেরও ত্রুটি থাকে না।

বস্তুতঃ প্রাঞ্জলতালাভের প্রধান উপায় এই, মমতা রহিত হইয়া আপনার মনোগত ভাবরাশির অনতিপরিস্ফুটাংশ পরিত্যাগ করা। এই মমতারাহিত্য বিদ্যাসাগরে অধিক পরিমাণে লক্ষিত হয়। বিদ্যাসাগর আপনার কোন ভাগটী আলোকময় বিলক্ষণ বুঝেন, যাহা সমাধা করিতে সমর্থ হইবেন, কেবল তাহাতেই হস্তার্পণ করেন। তাঁহার প্রণীত শকুন্তলা, সীতার বনবাস, ও ভ্রান্তিবিলাস অতি প্রধান কবিগণের নাটক অবলম্বন করিয়া রচিত হইয়াছে। কালিদাস, ভবভূতি, ও সেক্সপীয়র তিন জনেই অলৌকিক শক্তি সম্পন্ন কবি, তিন জনেরই কাব্য আদর্শ স্বরূপে সম্মুখে উপস্থিত থাকিলে অসাধ্যসাধন করিবার আকাঙ্ক্ষা উদয়ের অবশ্য সম্ভাবনা। বিদ্যাসাগরের মনে কখনও যে তাদৃশ অনুচিত আকাঙ্ক্ষার উদ্রেক হয় নাই একথা অসম্ভব কিন্তু তিনি আবিষ্ট প্রবৃ-

কারদিগের মত সে অনুচিত আকাঙ্ক্ষা বলবতী হইতে দেন না, অঙ্কুর অবস্থাতেই তাহার উচ্ছেদ করিয়া থাকেন। যাহারা ভারতীদেবীর উপাসক তাঁহাদিগের সর্ব্বাগ্রেই এই সংযমন অভ্যাস করা কর্ত্তব্য' এ সংযমন বিনা কাহারও দেবীর মন্দিরে প্রবেশেরই অধিকার জন্মে না।

এই সংযমন অভ্যাস আমাদিগের অপরাপর গ্রন্থকারের অপেক্ষা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পক্ষে সহজ হইয়াছিল। বিধাতা তাঁহাকে যে প্রকৃতি দিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার কোন অংশ অনতি পরিস্ফুট থাকিতে পারে নাই। তাঁহার প্রকৃতি যেখানে কুসুমিত হইয়াছে, সেখানে দল অনুদল সমেত পূর্ণ বিকাশ প্রাপ্ত, যেখানে কুসুমিত হয় নাই, সেখানে মুকুল নির্গমের চিহ্ন পাওয়া যায় না। তাঁহার কুত্রাপি ঊষাকালীন অল্প প্রকাশ জ্যোতিঃ নাই। যেখানে জ্যোতিঃ প্রকাশ আছে সেখানে মধ্যাহ্ণ সূর্য্যের জ্যোতিঃ প্রকাশ, যেখানে জ্যোতিঃ নাই, সেখানে অমা রজনীর আবির্ভাব। ইংরাজী উপদেশে উপদিষ্ট ব্যক্তিদিগের ন্যায় তিনি অর্দ্ধনিমীলিত নেত্রে স্বপ্ন দেখেন না, তিনি বিষয় ভেদে অক্ষুণ্ণ চেতনাবস্থ, কিংবা ঘোর নিদ্রায় অভিভূত থাকেন।

বিদ্যাসাগর যখন যে কাব্য রত্নাকর হইতে রত্ন উদ্ধরণে ব্রতী হইয়াছেন, তখন তিনি প্রায়ই গভীর জল পরিত্যাগ পূর্ব্বক কূল সন্নিহিত জল ভাগে বিচরণ করিয়াছেন। কালিদাস ও ভবভূতি হইতে দুই চারিটী গভীর জলশায়ী মণি মুক্তা আহরণ করিয়াছেন বটে, কিন্তু সেক্সপীয়রের বেলায় তিনি হাঁটুজলের বাহিরে যাইতে সাহসী হয়েন নাই। কিন্তু সে জন্য তাঁহাকে কে অবমাননা করিবে? এ বঙ্গভূমিতে যে সমস্ত মহাত্মা জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন, একজন ব্যতীত তাঁহাদিগের মধ্যে আর কেহ বিদ্যাসাগরের অপেক্ষা অধিক সাহস প্রকাশ করিতে সমর্থ হইতেন, অথবা সাহস প্রকাশ করিলেও কৃতকার্য্য হইতেন, আমাদিগের এমন বোধ হয় না। সেক্সপীয়রের নাটক সমুদায়ের উপাখ্যান ভাগ সঙ্কলন করিয়া বিখ্যাত চার্লস ল্যাম্ব যে পুস্তক প্রণয়ন করিয়াছেন, আমরা তাহা মিলাইয়া দেখিলাম, তিনি বিদ্যাসাগরের মত ও কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। একথা যথার্থ বটে যে, চার্লস ল্যাম্বের তাদৃশ উপাখ্যান সঙ্কলন বিষয়ে অভিপ্রায় অন্যরূপ ছিল, কিন্তু যদি তিনি আপনাকে মূল গ্রন্থের ভাবরাশির আবির্ভাবনে সমর্থ জ্ঞান করিতেন, তাহা হইলে অবশ্যই চেষ্টা পাইতেন সন্দেহ নাই। আর দুই একস্থলে তাদৃশ চেষ্টার লক্ষণ পাওয়া যায়, কিন্তু কোথাও বিদ্যাসাগরের চতুর্থাংশের একাংশও কৃতকার্য্য হইয়াছেন বোধ হয় না। অতএব বিদ্যাসাগরের চতুর্থাংশের একাংশও কৃতকার্য্য হইয়াছেন বোধ হয় না। অতএব বিদ্যাসাগরকে কাপুরুষ জ্ঞানে যাঁহাদিগের নিন্দা করিতে প্রবৃত্তি হইবে, তাঁহারা বিবেচনা করিয়া দেখিবেন কালিদাস, সেক্সপীয়র প্রভৃতি মহাকবিগণের ভাবরাশি সম্যক্ আয়ত্ত করিয়া ভাষান্তরিত করা সেক্সপীয়র ও কালিদাসের হইতেও অধিক ক্ষমতা সাপেক্ষ।

অতএব সাধ্যাতীত বিষয়ে নিশ্চেষ্ট ভাব অবলম্বন জন্য বিদ্যাসাগর মহাশয়কে অবশ্যই ক্ষমা করিতে হইবে। কিন্তু যে স্থলে তিনি সাধ্যায়ত্ত বিষয়ের বিকৃতি জন্মাইয়াছেন, সে স্থলে তাঁহাকে কোন ক্রমেই ক্ষমা করা যাইতে পারে না। তিনি যে সমস্ত মহাগ্রন্থ অবলম্বন পূর্ব্বক পুস্তক প্রণয়ন করিয়াছেন, তদ্বর্ণিত নায়ক নায়িকাগণের প্রকৃতি ভিন্ন ভিন্ন। বিদ্যাসাগর মহাশয় সর্ব্বত্রই এই প্রকৃতিগত ভেদের বিপর্য্যয় করিয়া সমস্ত নায়ক নায়িকাকে সমপ্রকৃতিক বা অপ্রকৃতিক করিয়া তুলিয়াছেন।

বিদ্যাসাগর মহাশয় নায়ক নায়িকার বর্ণনা বিষয়ে আমাদিগের দেশী চিত্রকর ও প্রতিমা-

করের নিকট উপদেশ লইয়াছেন। তাঁহার সমস্ত রাজা, সমস্ত রাণী, সমস্ত ঋষিগুলি এক গড়নের, সকলেই অভিন্ন অবয়ব। তাঁহার কার্য্যালয়ে যে দুই চারিটী মাত্র ছাঁচ আছে, তিনি তদ্দ্বারাই সর্ব্ববিধ প্রতিমার গঠন করেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় যদি মহা মহা কবিগণের গ্রন্থে হস্তার্পণ না করিয়া কেবল আরব্য উপন্যাস রচনা করিতেন, তাহা হইলে একরূপ ব্যবহারে কোন দোষ স্পর্শিত না. কিন্তু রাজা দুষ্মন্ত, কণ্বমুনি অনসূয়া, প্রিয়ম্বদা, জানকী রামচন্দ্র, চিরঞ্জীব, কিঙ্কর এ সমস্তের তাদৃশ আদর্শ পাইয়া সকলকেই প্রকৃতিব্যঞ্জক অবয়ব রহিত কাষ্ঠ পুত্তলীর মত যে সৃজন করিয়াছেন, ইহাতে তাঁহাকে দোষী না করিয়া ক্ষান্ত থাকা যায়না।

যদি কেহ বলেন, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নাটক প্রস্তুত করিবার অভিপ্রায় নহে, কেবল মাত্র উপাখ্যান ভাগ লিখিবার অভিপ্রায়, অতএব নাটকোচিত প্রকৃতি ভেদ রক্ষা না করাতে তাঁহাকে দোষ অর্হেনা। এ আপত্তিতে আমাদিগের এই উত্তর. বিদ্যাসাগর মহাশয়ের তাদৃশ নিকৃষ্ট আশয় হইলে আর পাঁচজনের মত লিখিয়া যাইতেন, চারলস ল্যাম্ব যেরূপ উপন্যাস মাত্র লিখিয়া গিয়াছেন, তিনিও সেইরূপ করিতেন। নাটকের মত কথোপকথন না করাইয়া কেবলমাত্র বৃত্তান্ত দিয়া যাইতেন। মূলে যে সমস্ত ক্ষুদ্র ঘটনাগুলির অনুষ্ঠান দ্বারা ব্যক্তিগণের প্রকৃতির পরিচয় দিবার কৌশল অবলম্বিত হইয়াছে, সে সমস্তকে পরিত্যাগ করিতেন। বস্তুত: বিদ্যাসাগর মহাশয় বিজ্ঞাপনে আপনার যতই লঘুতা প্রকাশ করুন না কেন, উপন্যাস লেখা, যে তাঁহার প্রকৃত অভিপ্রায় নহে যথাসাধ্য নাটকের প্রতিবিম্ব সৃজন করাই যে তাঁহার প্রকৃত অভিপ্রায়, তাহা সদ্বিচারক মাত্রেরই হৃদ্বোধ হইবে। ঈদৃশ অভিপ্রায় সত্ত্বে তিনি যে নাটকোচিত প্রকৃতি ভেদ উচ্ছেদ পূর্ব্বক সকলগুলিকেই কাঠের পুতুল প্রস্তুত করেন, সকল গুলিকেই এক নাক, এক চোক, এক আকার প্রদান করেন, এটী তাঁহার সদৃশ রসজ্ঞ ব্যক্তির নিকটে প্রত্যাশা করা যাইতে পারে না। আমরা অন্য পুস্তকের সমালোচনা সময়ে বলিয়াছি ক্রিয়া উপস্থিত হইলে বিধাতা যাহাকে যেমন সামর্থ্য দিয়াছেন, তদনুসারে কেহ দানসাগর করে, কেহ তিল কাঞ্চন করে। তাহাতে প্রশংসা আছে কিন্তু নিন্দা নাই। কিন্তু যদি কেহ দানসাগরের সংকল্পে তিল কাঞ্চনের ব্যাপার করে, তাহাকে অবশ্যই দোষ দিতে হইবে।

উপাখ্যান রচনার পারিপাট্য বিষয়ে বিদ্যাসাগর মহাশয়কে অদ্বিতীয় বলিতে হইবে। নাটকের উপাখ্যান মহাকাব্যের উপাখ্যানের মত নহে। কিঞ্চিৎ অংশ প্রকাশিত থাকে বটে, কিন্তু অধিকাংশই নানা স্থান ও নানা লোকের মুখ হইতে সঙ্কলন করিয়া লইতে হয়। যে দুই এক স্থানে ফাঁক থাকিয়া যায়, সেখানে আপনার কল্পনা ভাণ্ডার হইতে পূরণ করিয়া দিতে হয়। বিদ্যাসাগর মহাশয় এইরূপ সঙ্কলন কার্য্যে অতি পারদর্শী, ও সর্ব্বদাই কৃতকার্য্য হইয়া থাকেন। তাঁহার লিখিত উপাখ্যান প্রায় কুত্রাপি নীরস হয় না, খালিও থাকেনা। বালকের শরীর যেমন শোণিত রসের প্রাচুর্য্যবশতঃ পরিপুষ্ট ও গোল থাকে, বিদ্যাসাগরের উপাখ্যান সমস্ত তেমনি রসের প্রাচুর্য্য বশতঃ ষোল কলায় পূর্ণ থাকে।

ভাষা বিষয়ে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মুক্তকণ্ঠ প্রশংসা করিতে হয়। এমন মার্জ্জিত পবিত্র বাঙ্গলা আর কাহারও লেখনী হইতে বাহির হয় না। যাহারা ইংরাজি বিদ্যায় উপদেশ প্রাপ্ত, তাঁহাদিগের বাঙ্গলায় অনেক স্থলে ইংরাজী দোষ থাকিয়া যায়। যাঁহারা সংস্কৃত বিদ্যায় উপদেশ প্রাপ্ত, তাঁহাদিগের বাঙ্গলা রচনায় অনেক স্থলে সংস্কৃত দোষ থাকিয়া যায়। কোন কোন স্থলে এই দোষের বিপর্য্যয়ও ঘটে। অর্থাৎ সংস্কৃতজ্ঞদিগের

ভাষায় ইংরাজী দোষ, ইংরাজীবিৎদিগের ভাষায় সংস্কৃত দোষ জন্মে। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের লেখনী হইতে ভ্রমেও সংস্কৃত কি ইংরাজী দোষ কলুষিত ভাষা বিনির্গত হয় না। ইঁহার রচনা বিশুদ্ধ বাঙ্গলার আদর্শ স্বরূপ হইয়া আছে। এ পর্য্যন্ত বাঙ্গলা ভাষার যে প্রকৃতি স্ফূর্ত্তি হইয়াছে, তাহা বিদ্যাসাগর যেমন বুঝিয়া চলেন, কি পদ্য কি গদ্য রচনাকার মধ্যে আর কেহই তেমন বুঝিয়া চলিতে পারেন না।

বিদ্যাসাগর গল্প রচনা ভিন্ন অন্য কিছু রচনা করেন না এই কথা বলিয়া কেহ কেহ তাঁহার ভাষা শক্তির অবমাননা করিয়া থাকেন। গল্প রচনা ভিন্ন বিদ্যাসাগর অন্য কিছু রচনা করেন নাই এমন নহে। তাঁহার প্রণীত বিধবাবিবাহ বিষয়ক দ্বিতীয় পুস্তক, ও সংস্কৃত কাব্যের সমালোচনা, গল্প রচনা নহে। কিন্তু এই দুই গ্রন্থ তাঁহার লেখনী প্রসূত না হইলেও, তাঁহার বাঙ্গলা, কেবল উপন্যাসোপযোগী বলিয়া অবমানিত হইতে পারে না। প্রতিপাদ্য বিষয়ের লঘুত্ব গুরুত্ব অনুসারে কবিত্ব ও প্রজ্ঞা শক্তির উৎকর্ষাপকর্ষের বিবেচনা হইতে পারে, ভাষা শক্তির উৎকর্ষাপকর্ষ, প্রতিপাদ্য বিষয় সম্বন্ধে ব্যবহৃত ভাষার উপযোগিতা মাত্র ধরিয়াই বিবেচনা করিতে হইবে। ভাষার কার্য্য মনোগত ভাবটী ঠিক প্রকাশ করা, মনোগত ভাবটী ক্ষুদ্র হইলে ভাবুকতা অংশে হীনতা প্রকাশ হইবে, বৃহৎ হইলে ভাবুকতা-অংশে গৌরব হইবে, কিন্তু তাহাতে ভাষা শক্তির লাঘব গৌরব হইবে না। মনোগত ভাব যেরূপই হউক না কেন, তৎপ্রকাশের প্রতি ভাষার উপযোগিতা থাকিলেই ভাষা শক্তির গৌরব প্রকাশিত হয়।

উপন্যাস রচনা বিষয়ে রহস্য সন্দর্ভ সম্পাদক নিম্নলিখিত উপদেশ প্রদান করিয়াছেন —

"—কল্পিত গল্পের উপন্যাসে অপর একটী চাতুর্য্য আছে। তাহা আমরা চমৎকারিতা শব্দে বর্ণন করি। বালকের নিমিত্ত সেই চমৎকারিতা অদ্ভুত আখ্যানে নিষ্পন্ন হয়। "বৃহৎকায়, লম্বোদর, কূপসদৃশ চক্ষু; দীর্ঘ দংষ্ট্রা, ইত্যাদি অবয়ব, এক লম্ফে নারিকেল বৃক্ষের উপর আরোহণ, দশটী শিশুর মস্তক এক গ্রাসে ভক্ষণ, ইত্যাদি কীর্ত্তিদ্বারা বালকের মনোহরণ অনায়াসে সম্ভবে, এবং বালকের মনোরঞ্জনার্থ তাদৃশ নায়কের গল্পই বিশেষ সমাদৃত হইয়া থাকে। অশিক্ষিত স্ত্রীপুরুষের বুদ্ধিবৃত্তি অনেক অংশে বালকের বুদ্ধিবৃত্তির সদৃশ; অতএব তাঁহাদের পক্ষেও ভূত-প্রেত-যক্ষ-দানবাদির গল্প প্রশস্ত হইয়া থাকে। সুশিক্ষিত ব্যক্তির বুদ্ধিবৃত্তি তাদৃশ নহে, এবং তদ্ধেতুক ভূতপ্রেতের গল্পে তাঁহাদের আস্থা জন্মে না, তাঁহাদিগের নিমিত্ত মনুষ্যের মানসিক-বৃত্তি-সম্বন্ধ নায়কের প্রয়োজন, এবং তাহাতে যথাসম্ভব মানসিকবৃত্তির উৎকর্ষানুসারে আনন্দের বৃদ্ধি হয়, তদ্বিরুদ্ধে সম্ভবতার ব্যাঘাত হইলে সকল রসের ব্যাঘাত ঘটে। এই নিয়মের রক্ষার নিমিত্ত সুশিক্ষিত ও মার্জ্জিতচিত্তবৃত্তি ব্যক্তির পাঠোপযোগী উপন্যাসে নায়ক নায়িকার অলোক-সামান্য অসম্ভব কোন ক্ষমতা দেখা কর্ত্তব্য নহে, যাহা কিছু দেখা যায় তাহা সম্ভবপর হওয়া অত্যন্ত আবশ্যক। কোন এক বা ততোধিক মানসিক বা কায়িক ধর্ম্মের বা ক্ষমতার আধিক্য হইতে পারে, কিন্তু সেই ধর্ম্ম অন্যে ঘটিয়াছে বা সম্ভবতঃ ঘটিতে পারে ইহা না হইলে বর্ণিত নায়ক মনঃপূতকর হয় না। অপর যে কোন ধর্ম্মের আধিক্য বর্ণন করা যায় তাহার উপযোগী অপর ধর্ম্মগুলি তাহার সহিত নায়কে সমবেত রাখিতে হয় নচেৎ বর্ণনার ব্যাঘাত ঘটে। ফলে ভাস্কর ও চিত্রকরেরা যে প্রকার এক এক ব্যক্তি হইতে এক এক সৌন্দর্য্যের লক্ষণ সংগ্রহ করিয়া তাহার সমষ্টিতে মূর্ত্তি উৎপাদন করেন,

যাহার প্রত্যেক অঙ্গ স্বভাবসিদ্ধ, কিছুই স্বভাবাতিরিক্ত নহে, অথচ সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর হয়, উপন্যাস কথকেরা সেইরূপে বিবিধ ব্যক্তি হইতে কায়িক ও মানসিক গুণ সঙ্গ্রহ করিয়া বর্ণনানুরূপ চিত্রে তাহার সমাবেশ করেন, তাহাতে অপূর্ব্ব মূর্ত্তি উৎপন্ন হয়, অথচ তাহার কোন অংশ স্বভাবের বিরুদ্ধ হইয়া রসের হানি করে না। কি গদ্য কি পদ্য সকল প্রকার রচনাতেই এই সমাবেশ-করণ ক্ষমতা সর্ব্বপ্রধান, এবং তদভাবে কেহই শ্রেষ্ঠ গ্রন্থকার হইতে পারেন না। *"

আমাদিগের মাতৃভাষার সংবাদপত্র কিরূপে এবং কোন্ উপলক্ষে প্রথমাবতীর্ণ হয় তাহা অনেকেই অবগত নহেন অতএব আমরা এডুকেশন হইতে নিম্নলিখিত প্রস্তাবটী উদ্ধৃত করিয়া দিলাম এতৎপাঠে পাঠকগণ বাঙ্গলা সংবাদ পত্রের জন্মবৃত্তান্ত বিদিত হইতে পারিবেন।

সংবাদ-পত্র আমাদিগের দেশে স্বতঃ উৎপন্ন হয় নাই। কোন হিন্দু অথবা মুসলমান রাজার অধিকার কালে এদেশে সংবাদ-পত্র ছিল না। প্রথম বাঙ্গলা সংবাদ-পত্রের জন্মদাতা একজন ইংরাজ—শ্রীরামপুরের মার্শমন সাহেব। ১৮১৮ খ্রীঃ অব্দে তিনি বাঙ্গলা সংবাদ পত্রের প্রথম সূত্রপাত করেন। তখন এদেশে কেবল ইংরাজীতে দুই একখানি সংবাদ পত্র চলিত। তাহাদিগের অবস্থাও বড় সুখের ছিল না। তৎকালে একজন গবর্ণমেন্ট নিয়োজিত পরীক্ষক সংবাদ পত্রের পরীক্ষা করিতেন। তাঁহার অনুমতি ব্যতিরেকে কোন পত্রিকা যন্ত্রালয় হইতে বাহির হইতে পারিত না। এজন্য সংবাদ-পত্র-লেখকদিগের অনেক ব্যাঘাত জন্মিত—তাঁহারা অনেক সময়ে প্রকৃত মনের ভাব ব্যক্ত করিতে পারিতেন না এবং অনেক সংবাদও গোপন করিয়া রাখিতে বাধ্য হইতেন। যখন ইংরাজী সংবাদ পত্রেরই এই দশা, তখন বাঙ্গালা সংবাদ পত্রের কথা কি? তখন তাহার অনুষ্ঠানই অসমসাহসের কর্ম্ম।

মার্শমন সাহেব, পাছে বাঙ্গালা সমাচার পত্রিকা সম্বন্ধে গবর্ণমেন্ট কোন আপত্তি উত্থাপিত করেন, এই আশঙ্কায় বড় একটী বুদ্ধির কাজ করিয়াছিলেন। তিনি প্রথমে দিগ্‌দর্শন নাম দিয়া একখানি মাসিক বাঙ্গালা পত্রিকা প্রচারিত করেন। এই পত্রিকায় গবর্ণমেন্ট সংক্রান্ত কোন দোষের উল্লেখ অথবা রাজনীতি সম্বন্ধীয় কোন কথা থাকিত না। কেবল যাহাতে লোকের বিষয়জ্ঞতা বৃদ্ধি হয়, এরূপ ঐতিহাসিক বা অন্যবিধ প্রবন্ধে কাগজখানি পূর্ণ করা হইত। আর সংবাদ ক্ষুদ্র২ অক্ষরে যেন ভয়ে ভয়ে পত্রিকার শেষ ভাগে নিক্ষিপ্ত হইত। এইরূপে মার্শমন সাহেব দিগ্‌দর্শন প্রচার করত ক্রমশঃ গবর্ণমেন্টের মন বুঝিয়া লইলেন। পরে যখন নিশ্চয় বুঝিলেন যে বাঙ্গালায় প্রকৃত সংবাদ পত্র ছাপাইলেও গবর্ণমেন্ট বিরূপ হইবেন না, তখন তিনি প্রকৃত প্রস্তাবে একখানি সংবাদপত্র প্রকটনে প্রবৃত্ত হইলেন। ঐ সংবাদ পত্রের নাম সমাচার দর্পণ। ইহা প্রতিসপ্তাহে একবার করিয়া বাহির হইত। এই সময়ে লর্ড হেষ্টিংস এখানে গবর্ণর জেনেরেল ছিলেন। তিনি এই পত্রিকার প্রতি বিশেষ যত্ন প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাঁহার সময়ে সংবাদ পত্রের ডাক মাশুল কমিয়া যায়।

সমাচারদর্পণের জন্ম হইবার ১৫ দিন পরে, "তিমিরনাশিকা" বলিয়া আর একখানি বাঙ্গালা সংবাদপত্র কলিকাতায় প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হয়। তিমির-নাশিকা যে কেবল দর্পণের দেখা দেখি জন্মিয়াছিল একথা বলা বাহুল্য। ফলতঃ তিমির-নাশিকা অতি সত্বরেই দেহ-লীলা সম্বরণ করিল।

কিন্তু যদিও ঐ পত্রিকা সত্বরেই বিনাশদশা প্রাপ্ত হইল, তথাপি ঐ সময়ে যে কলিকাতায় বাঙ্গালা সংবাদ-পত্রের যথার্থই অভাব হইয়াছিল তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। দর্পণ পুনঃপুনঃ হিন্দু ধর্ম্মের প্রতি আক্রমণ করিতেছিল, সুতরাং হিন্দুধর্ম্মের প্রতি

পোষকতার জন্য আর একখানি পত্রিকা প্রকাশ করা হিন্দুদিগের পক্ষে নিতান্ত আবশ্যক বোধ হইয়াছিল। ফলতঃ এই কারণেই সমাচার-চন্দ্রিকার অচিরাৎ উদয় হইল। রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুর ইহার একজন প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন। দর্পণের সহিত চন্দ্রিকার তুমুল সংগ্রাম চলিতে লাগিল এবং সেই সংগ্রাম দর্শনে হিন্দুমাত্রেই পরম সন্তোষ লাভ করিতে লাগিলেন। ফলতঃ হিন্দু সমাজে চন্দ্রিকার আদর ধরিত না।

ক্রমে কলিকাতায় দুই এক খানি করিয়া সংবাদ ও অন্যান্য পত্রিকা দেখা দিতে লাগিল। আমরা এস্থলে কেবল প্রকৃত সংবাদ পত্রেরই উল্লেখ করিব মানস করিয়াছি, তত্ত্ববোধিনী প্রভৃতি অন্য বিধ পত্রিকার কোন কথাই কহিব না। প্রকৃত সংবাদ পত্রের মধ্যেও সকলগুলির নামোল্লেখ করিতে পারিব না, অনেকগুলি শৈশবাবস্থাতেই কলেবর পরিত্যাগ করিয়াছিল। কৌমুদী, বঙ্গদূত, প্রভৃতি কৌমারাবস্থা প্রাপ্ত হইয়াই মৃত্যুকবলিত হয়। প্রভাকর ভাস্কর এবং পূর্ণচন্দ্রোদয় অদ্যাবধি জীবিত আছেন এবং স্বস্ব পাঠকবর্গের যথোচিত উপকার সাধন করিতেছেন। এক্ষণে সোমপ্রকাশ বাঙ্গালা পত্রাদির মধ্যে সর্ব্বপ্রধান সকলেই বলিয়া থাকেন।

বাঙ্গালা সংবাদ পত্রের সম্বন্ধে যাহা কিঞ্চিৎ বলা হইল তদ্দ্বারা পাঠকবর্গ অবশ্যই বুঝিতে পারিবেন যে, যেমন স্বতন্ত্র-প্রজ ইউরোপীয় দেশ সকলে রাজকার্য্য নির্ব্বাহার্থ সাধারণী সভা সমস্ত থাকে এবং সেই সকল সভার মধ্যে ভিন্ন২ রাজনীতির উপযোগিতা ভিন্ন২ বাগ্মিগণ কর্ত্তৃক ব্যাখ্যাত হওয়াতে সভ্যেরা বিভিন্ন পক্ষের বাদানুবাদ শ্রবণ করিয়া প্রকৃত পথ অবধারিত করিয়া লয়েন, সেইরূপ স্বদেশীয় সর্ব্ব জন সমক্ষে ভিন্ন২ সংবাদ পত্র আপনাপন পক্ষ সমর্থন করাতে কোন্ পক্ষে সত্য অথবা সত্যের ভাগ অধিক তাহা সাধারণের অবধারিত হইয়া যায়। সংবাদ-পত্রের সম্পাদকেরা যথার্থই একটী প্রধানতম সাধারণী-সভার বাগ্মী। তাহাদিগের সংখ্যা বৃদ্ধি দেশের মঙ্গল-সূচক।

বাঙ্গলাভাষার সাহিত্যভাণ্ডারের আবর্জ্জনা স্বরূপ ক্ষুদ্র২ পদ্যময় চটী পুস্তকের বিষয়ে ঢাকা প্রকাশ একটী সুচারু প্রবন্ধ প্রকটন করিয়াছেন। আমরা তাদৃশ গ্রন্থকারদিগকে উপদেশ করিবার নিমিত্ত এস্থলে তাহা গ্রহণ করিলাম। প্রবন্ধটী এই ঃ—

এখন এদেশে পদ্যপুস্তকের একপ্রকার স্রোত প্রবাহিত হইতেছে। কোন খানি ১২ পৃষ্ঠা, কোন খানি ১৮ পৃষ্ঠা, কোনখানি ২৪ পৃষ্ঠা, ঊর্দ্ধ সংখ্যায় ৩৬ পৃষ্ঠা পরিমিত। এইরূপ আয়তনের পুস্তকই অধিক। সে সকল পুস্তকে কি কি বিষয় কিরূপ লেখা হয়, তাহাও পাঠকবর্গকে জানান কর্ত্তব্য। উহার অধিকাংশের লিখিত ছন্দঃই, পয়ার, ত্রিপদী, একাবলি, তোটক, এবং মধ্যে ২। ৪ পংক্তি অমিত্রাক্ষর। ইহা ব্যতীত আর কতগুলি ছন্দ আছে, তাহার নাম জানিনা। তাহা ত্রিপদী পয়ার প্রভৃতির ৫। ৭ পংক্তি একত্র করিয়া রচিত হয়, সেই সকল ছন্দের কলেবর বৃদ্ধির নিয়ম বা পরিমাণ নাই।

কিরূপ বিষয় তাহাতে লিখিত হয়, এখন তাহার আলোচনা করা যাউক। ঐ সকল পুস্তকে পরস্পর বিষয়ের বড় প্রভেদ থাকেনা। প্রায় সকলেই এক বিষয় লিখিয়া থাকেন। বিষয়ের মধ্যে পিতা, মাতা, বন্ধুতা, ঈশ্বরের প্রেম, ঈশ্বরের মহিমা, প্রার্থনা, প্রভাতবর্ণন, সন্ধ্যা বর্ণন, বসন্ত ইত্যাদি ঋতু বর্ণন, গুরু ভক্তি, দয়া, সংসার, যম, পাপীর পরিতাপ, নদীতীর কানন ইত্যাদি সর্ব্বদা, ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইহার মধ্যে সকলেই যে একরূপ শিরোনাম দেন এরূপ নহে। কেহ পিতা মাতার প্রতিভক্তি, কেহ কেবল মাতার প্রতি ভক্তি, কেহ মাতার স্নেহ, কেহ পাপীর খেদ, কেহ পাপীর পরিতাপ, কেহ পাপীর যন্ত্রণা, কেহ ঈশ্বর অনন্ত, কেহ ঈশ্বর অনাদি, কেহ ঈশ্বরের

মহিমা, ইত্যাদিরূপ বিভিন্ন শিরোনাম দিয়া থাকেন। এইরূপ সকল বিষয়েরই কিছু২ বিভিন্নতা থাকে। ঐ সকল কবিতারও কিছু২ বিভিন্নতা দৃষ্ট হয়। সে বিভিন্নতাও দেখান যাইতেছে: কেহ লিখেন, "পিতা মাতা সম নাই এজগতে আর" কেহ লিখেন "পিতা মাতা তুল্য আর কে আছে জগতে" কেহ লিখেন "পাপের যন্ত্রণা আর সহিতে না পারি" কেহ লিখেন "হায়২ জ্বলে মরি পাপের জ্বালায়" কেহ লিখেন "বসন্ত আইল বুঝি ডাকে পিকগণ" কেহ লিখেন "পিকগণ ডাকিতেছে বসন্তের কালে" কেহ লিখেন "রজনী হইল শেষ উদিল তপন" কেহ লিখেন "প্রভাত হইল নিশা উদিল তপন" কেহ লিখেন "তপন উদিল অহ নিশা অবসান" এইত লেখার বিভিন্নতা। আমরা এই সকল দৃষ্টান্ত কোন পুস্তক হইতে উদ্ধৃত করিয়া দেই নাই বটে, কিন্তু ইহাতে যে বড় অত্যুক্তি হইয়াছে এরূপ বোধ হয়না। পাঠকগণ যদি ৫। ৭ খানা ক্ষুদ্র পদ্য পুস্তক নিয়া পাঠ করেন, তাহা হইলেই আমাদের লিখিত বিষয় গুলি বুঝিতে পারিবেন। ঐ সকল গ্রন্থে নূতনত্ব পাওয়া ভার। কবিতার মাধুর্য্য এবং রসও অতি অল্প থাকে। এমন কি পড়িতে ইচ্ছা হয় না, বরং বিরক্তি জন্মে। উহা আবার পাঠ্য করাইবার জন্য গ্রন্থকারদিগের বড় আগ্রহ!! পুস্তক লইয়া কেহ কেহ বা কয়েকদিন ডেপুটী ইনেস্পেক্টরদিগের পাছে২ ঘুরিয়া সময় নষ্ট করেন। তাহাতে কাহারো পরিশ্রম সার্থক হয়, কাহারো বৃথা যায়! ইহা দ্বারা যে কি উপকার হয়, আমরা বুঝিতে পারিনা। বাস্তব লেখকগণও উপকার উদ্দেশ্যে তাহা মুদ্রাঙ্কণ করেন না, কেবল গ্রন্থকার নামে পরিচিত হওয়াই তাঁহাদের উদ্দেশ্য। কিন্তু সেই উদ্দেশ্য সফল হইয়া উঠে না। এরূপ পুস্তকে অর্থলাভেরও আশা নাই। যাঁহারা অত্যন্ত চতুর, এবং যাঁহাদের অনেকের সঙ্গে বন্ধুতা আছে, তাঁহারা কোন মতে দুইখানা একখানা করিয়া এক এক জনকে দিয়া কিছু পয়সা আদায় করিতে পারেন, কিন্তু যাঁহারা অচতুর তাঁহারা ২৫ টাকা খরচ হইলে ৩টাকার বেশীপাইতে পারেন না।

যাহা হউক ঐ সকল পুস্তকের লেখকগণ যদি উহাতে সময় ব্যয় না করিয়া অন্যান্য উপকারী বিষয়ে মনোযোগ দেন, তাহা হইলে অনেক উপকার লাভ করিতে পারেন। দুঃখের বিষয় এই যাঁহাদের কবিতা লেখার শক্তি মাত্র নাই, তাঁহারাও কবিতা লিখিতে যান। যাঁহাদের যে বিষয়ে কিছু স্বাভাবিক শক্তি আছে, তাঁহাদের সে বিষয়েই মনোযোগ দেওয়া কর্ত্তব্য। আর যদিই কবিতা লেখার অভিলাষ থাকে, তবে বিশেষ চিন্তা করিয়া নূতনত্ব বাহির করিতে চেষ্টা করা উচিত। কবিতার মধ্যে নূতনত্ব ও মাধুর্য্যাদি সদ্‌গুণ থাকিলে কখনো লোকের অপ্রিয় হয় না। লিখিবার শক্তি থাকিলে এক বিষয়ই আশ্চর্য্যরূপে ভিন্নপ্রকার লেখা যাইতে পারে। ঐরূপ উৎকৃষ্ট লেখকও অনেক আছেন। মাতা, লোভ, পরমেশ্বরের অনন্তশক্তি, ইত্যাদি অনেকেই লিখিয়া থাকেন, কিন্তু কবিতাকৌমুদী প্রভৃতিতে যেরূপ লিখিত হইয়াছে তাহাও পাঠকগণ দেখিবেন এবং অন্যান্য নূতন লেখকগণ যাহা লিখিতেছেন তাহাও দেখিবেন। যাহাহউক গ্রন্থকারদিগের প্রতি নিবেদন এই তাঁহারা গ্রন্থ লেখার ক্ষমতা লাভ করিতে বিশেষ যত্নবান্ হউন।

সংবাদসার।

নিম্নলিখিত সংবাদ তিনটী সোমপ্রকাশ হইতে গৃহীত হইল।

"—ষ্টেট সেক্রেটারির কৌন্সিলের সভাগণ বঙ্গদেশের ভুমির উপরে শিক্ষার নামে অতিরিক্ত রাজস্ব লইবার প্রতিবাদ করিয়াছেন। ইংলণ্ডের সাধুতা বজায় রাখা অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়া যাঁহাদিগের জ্ঞান আছে তাঁহারাই পঞ্জাবী রাজনীতিজ্ঞদিগের এই অসৎ চেষ্টার প্রতিবাদ করিবেন।"

"—সম্প্রতি ইংলণ্ডের এক রেলওয়ে প্রহরী অন-

বধানতানিবন্ধন শকটের দ্বার বন্ধ না করাতে একটী বালিকা শকট হইতে পতিত হইয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছে। প্রহরী এই নিমিত্ত এ প্রকার শোকার্ত্ত হয় যে শোক সম্বরণ করিতে না পারাতে আত্ম হত্যা করিয়াছে। এ প্রকার দয়া এখানকার কোন প্রহরীর দেখা যায় না।"

"—অমৃতবাজার পত্রিকা বলেন, "গত ১ মা মার্চ্চের জেণ্টেলম্যান জর্নালে প্রকাশিত হইয়াছে যে, সহস্র বৎসর পূর্ব্বে ভারতবর্ষে মুদ্রাযন্ত্রের ব্যবহার প্রচলিত ছিল। ওয়ারেন হেষ্টিংসের ভারতবর্ষের রাজ্যকালীন বারাণসী জেলার এক স্থলে দেখা যায় যে মৃত্তিকার কিছু নিম্নে পশমের ন্যায় আশাল একরূপ পদার্থের একটী স্তর রহিয়াছে। মেজর রুবেক তথায় উপস্থিত হন এবং সে স্থানে খনন করিয়া দেখা যায় যে তথায় একটী খিলান রহিয়াছে এবং খিলানের মধ্যে অনুসন্ধান দ্বারা প্রকাশ হয়, যে তথায় একটী মুদ্রাযন্ত্র ও অক্ষর ও অক্ষরগুলি মুদ্রাঙ্কণের নিমিত্ত সাজান রহিয়াছে। মুদ্রাযন্ত্র ও অক্ষর পরীক্ষাদ্বারা সিদ্ধান্ত হয় যে, সে সকল একালের নয়, অন্যূন সহস্র বৎসর পূর্ব্বের হইবে।" ভারতবর্ষ সম্বন্ধে যত গবেষণা হইতেছে তত ইহার ভাণ্ডার হইতে নানা রত্ন বাহির হইতেছে। অধুনা বিজ্ঞান শাস্ত্রের উন্নতিনিবন্ধন যতরূপ আবিষ্ক্রিয়া হইয়াছে তাহার অনেকই যে ভারতবর্ষে এক না এক প্রকারে প্রচলিত ছিল সে অনুমান এসমুদয়ে কতক সপ্রমাণ করিতেছে। কিন্তু এসমুদয়ের লোপ হইল কেন? ভারতবর্ষে এমন কি ভয়ানক বিপ্লব উপস্থিত হয় যাহাতে আবার আমাদিগের প্রায় সমুদায় দ্রব্য গোড়াগুড়ি আরম্ভ করিতে হইতেছে।"

আমাদিগের সভ্যতাবিষয় মধুকরী সম্পাদক একটী প্রস্তাবে এইরূপ লিখেন:—

"—কোন্ চিন্তাশীল না স্বীকার করিবেন, বঙ্গের সভ্যতার বাহির চটকই বেশি? আমাদের সভ্যতাবৃক্ষে টোকা দিয়া পরীক্ষা করিতে গেলে ভিতরে ফাঁপা দেখিতে পাইব। বঙ্গের বর্ত্তমান সভ্যতার বাহিরের বার্ণিস তুলিয়া ফেল, দেখিবে অসার—ঘুণভুক্ত। গুরুপাক দ্রব্য ভোজনে উদর স্ফীত হয়। ইউরোপীয় সভ্যতা অদ্যাপি আমাদিগের নিকট গুরুপাক। বহুকাল হীনাবস্থায় থাকিয়া আমাদের নাড়ী মরিয়া গিয়াছে। সহসা সতেজ ইউরোপীয় সভ্যতা গলাধঃকরণ দ্বারা আমাদিগের দেশীয় উদর পূর্ণ বোধ হইতে পারে বটে, কিন্তু সে অস্বাভাবিক পূর্ণতা—সে রোগের চিহ্ন। যে উপকরণ সমবায়ে বঙ্গীয় সভ্যতা নির্ম্মিত হইয়াছে, তাহার অধিক ভাগ বায়বীয় পদার্থ। সে পদার্থ বঙ্গীয় যুবকদিগের মুখপবন। বঙ্গীয় যুবকেরা বাচালতায় অগ্রতোবর্ত্তী, কিন্তু কার্য্যে পশ্চাৎপদ, ইহা লক্ষাধিকবার কথিত হইয়াছে, ও প্রতিদিনের প্রতি কার্য্যে প্রতিপন্ন হইতেছে। ইংরাজী শিক্ষার সহিত এই ভাব সমানুপাতে বর্দ্ধিত হইতেছে। বর্ত্তমান শিক্ষাপ্রণালী কেবল কতকগুলি তোতা পাখি তৈয়ার করিয়া ছাড়িয়া দিতেছে। ইহারা স্বাধীন হইয়া চিন্তা করিতে জানে না। পরের মুখে ঝাল খাইয়া বাহবা লইতেই ব্যস্ত।

সেক্সপিয়র, মিল্টনের ঝুড়ি ঝুড়ি কবিতা আবৃত্তি কর-গণিতশাস্ত্রের সাঙ্কেতিক শব্দমালায় মস্তিষ্ক পরিপূরিত করিয়া রাখ—অগণ্য শ্রোতৃবর্গের মধ্যস্থলে দণ্ডায়মান হইয়া অনর্গল ইংরাজীতে বক্তৃতা করিতে করিতে পূর্ব্বদিকের সূর্য্যকে পশ্চিমশেখরাশ্রিত দেখ—কিন্তু তথাপি মুক্তকণ্ঠে বলিব, যাহারা তোমাকে দেশের ললাম বলিয়া গণ্য করে, তাহারা অসারদর্শী, তাহারা অজ্ঞ! শুষ্কভূমির উপর ক্ষুদ্রকায় মর্কট সাগর লঙ্ঘনের অভিনয় করে, তাহা বলিয়াই কি সে মহাবীর হনুমানের সমকক্ষ? স্বাতন্ত্র্য মহৎ লোকের লক্ষণ; অনুসারিতা অধমদের চিহ্ন।

মিত্র-প্রকাশ।

সাহিত্যবিষয়কপত্র।

———০০০(০)০০০———

মিত্রপ্রিয়ানন্দ-বিধানদক্ষো মিত্রাপ্রিয়োল্লাস-নিরাস-শূরঃ।
নানারসৈর্মিত্রগুণ-প্রকাশো মিত্র-প্রকাশোয়মুদেত্যুদারঃ॥

১ম পর্ব্ব। { শকাব্দা ১৭৯২। বঙ্গাব্দা ১২৭৭ শ্রাবণ। } ৩য় সংখ্যা।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার।

আমরা ঐকান্তিকী কৃতজ্ঞতা সহকারে স্বীকার করিতেছি যে, কাশিমবাজার নিবাসিনী বিদ্যোৎসাহিনী দীনপালিকা গুণগ্রাহিকা বিখ্যাত দানশীলা শ্রীশ্রীমতী রাণী স্বর্ণময়ী মহানুভবা তৎপত্রের আনুকূল্যার্থ পঞ্চাশৎ মুদ্রা প্রদান করিয়াছেন। এই কবিবৎসলা আমাদিগের প্রচারিত রামায়ণ মহাকাব্যের প্রথমখণ্ড দর্শনে সন্তুষ্টা হইয়া পঞ্চাশৎ মুদ্রা প্রদান করিয়াছিলেন। এই দয়াবতীর দানশক্তির এই এক বৈচিত্র যে প্রায়ই প্রার্থিগণকে বিমুখ করেন না। ঈদৃশী দানশীলা বঙ্গদেশে নিতান্ত বিরল।

এস্থলে ময়মনসিংহের অন্তঃপাতী মুক্তাগাছা নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু সূর্য্যকান্ত আচার্য্য চৌধুরী মহাশয়ের প্রতিও ঐকান্তিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি। যেহেতু এই বাঙ্গলাবান্ধব আমাদিগের দ্বারা প্রার্থিত না হইয়াও সাহায্যদানে স্বীকৃত হইয়াছেন। ঈদৃশ বিদ্যোৎসাহী দানশীল ব্যক্তি এ অঞ্চলে প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায় না। ইনি কেবল আমাদিগের সাহায্য করিতেছেন এমত নয়, বাঙ্গলাভাষার সাময়িক পত্র এবং গ্রন্থকারদিগকে বিশেষ সাহায্য করিয়া উৎসাহ দিয়া থাকেন। এতদ্দেশীয় অন্যান্য ভূম্যধিকারিগণ ইঁহার ঈদৃশ কার্য্যের অনুকরণ করিলে বঙ্গভাষার বিলক্ষণ শ্রীবৃদ্ধি হইতে পারে।

দেশীয়ভাষার সাময়িকপত্র সকলকে এবং গ্রন্থকার সকলকে অর্থ সাহায্য দ্বারা উৎসাহ দেওয়া যে এদেশীয় ধনসম্পন্ন ব্যক্তিমাত্রেরই কর্ত্তব্য, ইহা কিঞ্চিন্মাত্রও বিতর্ক নাই, এতদিন এতদ্দেশীয় ভূম্যধিকারী প্রভৃতি ধনাঢ্য ব্যক্তিগণ এই অতিকর্ত্তব্য বিষয়ে বড় একটা মনোযোগী ছিলেননা; কিন্তু সুখের বিষয় এই যে এক্ষণে তাঁহাদিগের অন্তঃকরণ মধ্যে এই কর্ত্তব্য জ্ঞান উদিত হইয়াছে, ইহা হতভাগিনী বঙ্গভাষার নিতান্ত সৌভাগ্যের বিষয়। অতএব ভরসা করি, আমরা যে

সকল মহোদয়ের নিকট মিত্রপ্রকাশের সাহায্যার্থ প্রার্থী হইয়াছি, তাহারা কদাচ নৈরাশ করিবেন না। প্রত্যুত যথাযোগ্য আনুকূল্য করিয়া আপনাদিগের যশঃসৌরভ বিস্তার করিবেন।

——০০(০)০০——

নির্ব্বাসিতা-সীতা।

(১ম সংখ্যার ১৬ পৃষ্ঠার ২য় স্তম্ভের পর।)

হায় রে একথা বলি কায় রে!
দিতে প্রাণ বিসর্জ্জন, পশিলাম হুতাশন,
না দহিল, স্পর্শ মাত্র দহন নিভায় রে।
বিরহ-দগ্ধায় বহ্নি দহিতে না চায় রে!

১

হায় এ কৌতুক বলি কায় রে।
ত্যজিবারে এ জীবন, বিষফল আহরণ,
করি ভখিলাম, প্রাণ তাহে নাহি যায় রে,
বিষে কি জারিতে পারে বিষকৃমি কায় রে।

২

মরি মরি হায় হায় হায় রে।
প্রাণেশ বিরহ বিষ, দহি মোরে অহর্নিশ,
জারিয়াছে বিষফল কি করিবে তায় রে।
বুঝিলাম জানকীর প্রাণ ত্যজা দায় রে।

৩

হায় এ রহস্য বলি কায় রে।
ত্যজিবারে এ জীবন, করি ফণী আলিঙ্গন,
বিরহ-দগ্ধার রক্ত তিক্ত ভেবে হায় রে।
আশীবিষ বিষদন্তে দংশে না সীতায় রে!

৪

কাহারে এ দুঃখ বলি হায় রে।
লতা-পাশ বিনাইয়া, তরু ডালে জড়াইয়া,
ঝুলে পড়িলাম তায় পাশ ছিড়ে যায় রে!
এতই কি ভারি পতি-বিরহিণী কায় রে!

৫

বুঝিনু বিধির অভিপ্রায় রে।
গেলে জানকীর প্রাণ, দুঃখে সেই পায় ত্রাণ,
নানারূপে দুঃখ তবে দিবে বিধি কায় রে?
তাতেই সীতার প্রাণ কিছুতে না যায় রে।৬

—০—

বিধাতার প্রতি।

জানি জানি ওহে ও বিধাতা,
বটে তুমি দুঃখ সুখদাতা,
তুমি ভাগ্যে লেখ যাহা, লোকে ভোগ করে তাহা,
বল শুনি সত্য করি ওহে চতুর্ম্মুখ।
লিখিলে সীতার ভাগ্যে কেন সুধু দুখ।

১

শুনি সবে এই কথা কয়,
ভবে সবে সুখ দুঃখময়,
কখন যে ভোগে দুখ, পুনঃ সেই ভোগে সুখ,
সীতার কপালে সুধু দুঃখ কি কারণ?
বল হে কি দোষে বিধি করিলা লিখন?

২

বুঝি এই অভাগী কপালে,
ভুলিয়াছ লিখিবার কালে,
সত্য সত্য সত্য কই, সীতা সুখ দুঃখময়ী,
এই পাঠ লিখিতে হে দ্বিতীয় অক্ষর,
ভুলে না লিখিলা তুমি ওহে বিধিবর॥

৩

জনম দুখিনী সীতা তাই,
তার আর সুখ মাত্র নাই
কপালে লিখিতে যেয়ে, অভাগীর মাথা খেয়ে,
ভুল করি ভাসাইলে অকূল সাগরে;
বল দেখি সে এখন কি উপায়ে তরে?

কুবিধি করিলে হয়ে বিধি,
কে আর করিবে বল বিধি ?
বিধি এবে ধরি পায়, সীতা এই ভিক্ষা চায়,
সত্য বল ছাড় হে নিঠুর ব্যবহার।
দুঃখিনীরে দুঃখ দিতে কত বাকি আর ? ৫

নানারূপে ঘটায়ে প্রমাদ,
পদে পদে সাধো তুমি বাদ,
কোথা হই পাটরাণী, কোন্ দোষে নাহি জানি,
কান্তসহ করিলে হে কাননে প্রেরণ ;
কোন্ দোষে দোষি সীতা হইল এমন ? ৬

১

বনবাসে করিয়া প্রেরণ
তবু তব শান্ত নহে মন,
কি সে সীতা দুখ পায়, সুধু সেই ভাবনায়,
কতদিন সুখনিদ্রা করিয়া ব্যাঘাত,
অবশেষ এই যুক্তি কৈলে লোকনাথ।

২

কনক-কুরঙ্গরূপে ছলে
নেচে২ মম দৃষ্টিতলে,
চুরি করে মম মন, শেষে ধাও দূরবন,
কুবুদ্ধি ঘটালে মম—আমি যোড়করে
কহিনু ধরিতে মৃগ প্রিয় প্রাণেশ্বরে।

৩

প্রিয়কারী জানকীরঞ্জন
লখি মৃগ গেলা ততক্ষণ,
ক্রমে হয়ে অদর্শন, পশিলা নিবিড় বন ;
মায়ামৃগ শব্দ করে করিয়া রোদন,
" কোথা রলে এ বিপদে প্রাণের লক্ষ্মণ ?

৪

নাথের বিপদ মনে ভাবি
নাহি চিন্তিলাম ভূতভাবী
অন্বেষিতে প্রাণেশ্বরে, প্রাণের দেবররে,
কত কটু কয়ে আমি করিনু প্রেরণ
সে সব স্মরিতে হৃদি বিদরে এখন।

৫

একাকিনী আমারে পাইয়ে
যোগি-বেশ কপটে ধরিয়ে,
কি যাতনা মরি মরি, আমারে লইতে হরি,
দশাননে ছলে বিধি দিলে পাঠাইয়ে,
সে দুর্ম্মতি বলে মোরে লইল হরিয়ে।

৬

গরুড়ের নখরে নাগিনী
কান্দে যথা, তথা অভাগিনী
দস্যু দশাস্যের করে, কাঁদি কত উচ্চৈঃস্বরে,
তবু সেই নিরদয় হল না সদয়,
শিলা কি নয়নজলে কভু দ্রব হয় ?

৭

অশোকের কানন মাঝারে
রাখে মোরে রক্ষকারাগারে ;
তথা যত পাই দুখ, কেবল হে চতুর্ম্মুখ,
সে সকল একমাত্র তোমার সে বাদে,
নতুবা কি পড়ে সীতা এত পরমাদে ?

৮

যদিও হে দিলা এত দুখ,
তবু নাথ না হয় বিমুখ,
দাসীর উদ্ধার হেতু, সাগরে বান্ধিয়া সেতু,
সবংশে রাক্ষসরাজে করিয়া নিধন
অভাগীর হৃদিশল্য কৈলা উত্তোলন

৯

পাছে লোক করি অপবাদ
সুখসাধে ঘটায় প্রমাদ,
হবি সম অগ্নি-মুখে, পরীক্ষা দিলাম সুখে,
পরীক্ষায় সতীত্ব হইল সপ্রমাণ

দেবগণ নাথে মোরে করিলা প্রদান।

১০

তবি নানারূপ ঘোরদায়
সবে আইলাম অযোধ্যায়,
দুদিন না যেতে সুখে, ভিরে অভাগীর বুকে,
হেন বজ্র ওহে বিধি করিলে ক্ষেপণ,
যাতে অভাগীর আর বাঁচেনা জীবন।

১১

দুদিন করিতে গৃহে বাস
ঘটাইলে ঘোর সর্ব্বনাশ,
যে নাথ প্রাণের মত, ভাবিতেন অবিরত,
ছলে কলে জন্মাইয়া তাঁর অবিশ্বাস,
পাঠাইলে জনমের মত বনবাস।

১২

দিলি দুখ মোরে যা দিবার,
সহেনা সহেনা প্রাণে আর।
হের দন্তে কুটো লই, চরণ ধরিয়ে কই,
মনোদুখানলে আর করোনা দাহন।
একেবারে ভস্ম করে ফেল হে এখন। ১৩

যে সময় বিধি সাধে বাদ।
পদে পদে ঘটে পরমাদ ;
চিরহিতকারী যাঁরা, বিপরীত করে তাঁরা,
হর্ষে জন্মে বিষম বিষাদ।
চিরদুখ দিতে যারে বিধাতার পণ,
কে পারে তাহার দুখ করিতে মোচন ?

১

যে নাথের চরণ ধূলায়,
পাষাণ মানবী দেহ পায়,
সামান্য কি দুখ এই, অভাগীর ভাগ্যে সেই,
নিজ হিয়া বান্ধিলা শিলায়।
নবনীত প্রায় ছিল নাথের যে মন,
বজ্র হতে সুকঠিন হল তা এখন

২

উদার দয়ার সীমা যাঁর
গুহক চণ্ডালে পরচার,
সামান্য কি দুঃখ এই, ধর্ম্মপত্নী প্রতি সেই,
ধরিলা চণ্ডাল ব্যবহার।
বিধি যদি মম ভাগ্যে না লিখিবে দুখ,
তবে কেন হবে মম প্রাণেশ বিমুখ ?

৩

নাথের উলটি লয়ে নাম,
বাল্মীকি হইল পূর্ণকাম,
শুনি মুনিগণ কন, হায় হায় এ কেমন,
সেনাথের নাম জপ করি অবিরাম,
তবু অভাগীর প্রতি হইলা নির্দ্দয়,
করমের দোষবিনা এরূপ কি হয় ?

৪

হায় হায় যেই জলধরে
জলদানে সবে তৃপ্ত করে,
সে জলদ চাতকীরে, বঞ্চিত করিলে নীরে,
কেমনে সে পোড়া প্রাণ ধরে ?
আছে বটে জলাশয় বিস্তর ভূতলে,
চাতকীর পরাণ কি বাঁচে সেই জলে ?

৫

নাথ মোরে পতিপ্রাণা জানে,
বিনা দোষে শিরে বজ্র হানে।
প্রাণ যায় সেই ঘায়, হায় হায় কি উপায়,
জুড়াইব যেয়ে কোন খানে,
যায় প্রাণ তাহে নাহি তিলমাত্র দুখ
দুঃখ এই ফাটে২, ফাটেনা যে বুক।

৬

(ক্রমশঃ প্রকাশ্য।)

মহীরাবণবধ কাব্য।

প্রথমসর্গ।

হত রাঘবের রণে পুত্র পৌত্র সব,
মহা মহাবীর যত—লঙ্কার ভূষণ
ছিলা, সবে শরানলে ভস্মিলা রাঘব,
একমাত্র অবশিষ্ট রাজা দশানন। ১

অসংখ্য শোকের বাণে ব্যথিত-হৃদয়,
তবু কুহকিনী আশা প্রতারণা করে,
লঙ্কানাথে কহি "শূর! কেন কর ভয়?
সমরহ, পরাজিবে কপি আর নরে।" ২

কতমিষ্ট—মুগ্ধকর বীণার বাদন?
কত চিত্ত-মত্তকর মধুর সংগীত?
কে আছে এমন—বল কে আছে এমন?
আশার মোহন-মন্ত্রে না হয় মোহিত। ৩

যদি আশা, নাদিত ভরসা দশাননে,
এত শোক-শরাঘাত—এত অপমান,
সহি সে কি বাঁচিবারে পারিত জীবনে?
কোন্ কালে প্রাণপক্ষী করিত প্রস্থান। ৪

শুদ্ধ আশা মায়াবিনী কুহক বিস্তারি,
শোকানল স্থলে উদ্দীপিল কোপানল,
শুকাইলা, নয়নের শোক-অশ্রুবারি,
সাহস, ভরসা মনে প্রদানি প্রবল। ৫

চিন্তিলা কৌণপকুলচূড়া দশানন,
বীরযোনী লঙ্কায় নাহিক বীর আর,
পাতালে বিরাজে পুত্র অরাতিমর্দ্দন-
মহী—মহীতলে নাই তুল্য কেহ তার। ৬

পরমমায়াবী পুত্র, দুর্জ্জয় সমরে,
কুহকে করিতে জয় পারে ত্রিভুবন,
সে কি শক্য হইবে না বিনাশিতে নরে?
অবশ্য—এদায়ে কবি তাহারে স্মরণ। ৭

মনে মনে এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া,
স্মরিলা মহীরে মনে, রাজা দশানন,
জানিলা পাতালে মহী, বিপদে পড়িয়া,
আহ্বানিলা তাত, হৈলা উচাটিত মন। ৮

"জয় জয় ভদ্রকালি!" উচ্চৈঃস্বরে ভাষি,
মায়াময়-রথোপরি করি আরোহণ,
উপনীত মহাতেজা অবিলম্বে আসি—
লঙ্কাপুরে, যথা চিন্তাপর দশানন। ৯

প্রণমিলা মহাবীর পিতার চরণে,
বন্দে যথা প্রভঞ্জনে শির নমাইয়া,
তরুবর, দশানন গাঢ় আলিঙ্গনে,
তুষি স্বীয় সিংহাসন, পার্শ্বে বসাইয়া ১০

করিলা স্বাগত প্রশ্ন মধুরবচনে
রাবণ, কহিলা বীর, "তব প্রসাদাৎ,
শিবমহীবার্ত্তা মম, কহ কি কারণে,
বিংশতিনয়নে তব হয় অশ্রুপাত? ১১

আগে আগে যখন এসেছি লঙ্কাধাম,
কত না বিভূতি এর করেছি ঈক্ষণ,
আনন্দের—উৎসবের ছিল না বিরাম,
নিরখিয়া জুড়াইত নেত্র, আর মন।

বোধ হত পশিলাম যেন সুরলোকে,
অথবা বৈকুণ্ঠে!—আজি হেন জ্ঞান হয়,

পশিলাম আসিয়া যেমন প্রেতলোকে,
এই লঙ্কা যেন আর সেই লঙ্কা নয়। ১৩

কোথা সিংহদ্বারে সেই মধুর মধুর
নহবত রব ?—কোথা নাট্যশালা মাঝে
নৃত্যকীগণের নৃত্য ?—কোথা সব শূর-
লঙ্কা-অলঙ্কার ? তাঁরা রত কোন্ কাজে ? ১৪

কোথা রক্ষকুলাঙ্গনাকণ্ঠ নিঃসারিত
সংগীত লহরী ?—কেন না করি শ্রবণ ?
হায়রে কোকিলা গান হইল স্থগিত
বসন্তে।—কি দুঃখে লঙ্কা দুঃখিত এমন ? ১৫

পতির বিয়োগে যথা, ত্যজয়ে রমণী
মনোদুঃখে সমুদয় রত্ন অলঙ্কার,
সাজে অতিদীনা হীনা, নিরখি তেমনি
লঙ্কায়, শঙ্কায় প্রাণ কাঁদিছে আমার। ১৬

অয়ে তাত। গ্রীষ্মে উপজিয়া দাবানল,
ফল ফুল-মুকুল-মণ্ডিত বনস্থলা
ভস্মীভূত করে সত্য ; কিন্তু—মহাবল।
বসন্তে সে বন কেন গেল হেন জ্বলি ? ১৭

বটে তাত। প্রলয়েতে সাগরলহরী
গ্রাসিবে রত্নগর্ভা-কুসুমভূষণা
বসুধারে, অকালেতে কে লইল হরি
তার অঙ্গঅলঙ্কার করি বিড়ম্বনা ? ১৮

কহ তাত, শত শত জ্যোতিষ্কবিভায়,
দীপিত যে নভস্থলী, রাজিত যাহাতে,
নক্ষত্রেশ নিশাপতি, কেন আজি তায়
একটী নক্ষত্র মাত্র মন্দমন্দ ভাতে ? ১৯

উদিল কে রবিরূপে করিতে মলিন
কৌণপনক্ষত্রগণে ? এই কি সময় ?
রক্ষকুলাকাশ-শশী কিহেতু বিলীন
অকালে ?—হেরিয়া ক্ষোভে বিদরে হৃদয়। ২০

কেন তাত, একেশ্বর বসিয়া বিরলে,
কোথায় আমার মহাতেজা ভ্রাতৃগণ ?
কোথা ভাই মেঘনাদ—যে স্বভুজবলে,
আনিলা ত্রিদিবীশ্বরে করিয়া বন্ধন ? ২১

কোথা বীরবাহু বীর ?—বাহুবল যার
দুস্তর সমরসিন্ধু তরিবার তরি ;
কোথা বীর অতিকায়, সমর দুর্ব্বার—
যার তেজে তিনলোক তুচ্ছ জ্ঞান করি। ২২

আর আর রক্ষকুলকুমার সকল,
বীরত্ব-অঙ্কুর, তারা রহিল কোথায় ?
কেন তারা সম্ভাষিয়া নাকরে শীতল,
হৃদয়নিলয়-মম, মধুর কথায় ? ২৩

আগে লঙ্কামাঝে যেই আনন্দের আলো
জ্বলিত, উজলি দেশ হরিত আঁধার,
নিদারুণ দৈববাতে তাহা কি নিভালো ?
কেন হেন চতুর্দ্দিকে তিমির বিস্তার ? ২৪

নীরদ-নিস্বন-বিনিন্দিত-হুহুঙ্কার
শব্দ যোধদের ভাল, রোধ কি কারণে ?
শুনিতে নাপাই অস্ত্র শস্ত্রের ঝঙ্কার,—
যাহা উদ্দীপিত শঙ্কা শত্রুদের মনে। ২৫

কেন তাত, হৃতরাজ্য রাজার মতন
বিষণ্ণ বদন ? হৈমাশন করি ত্যাগ,

উপবিষ্ট সামান্য আসনে ? এ কেমন ?
ঐশ্বর্য্যে, কি অকস্মাৎ জন্মিল বিরাগ ? ২৬

অনন্ত অযুতফণা কেশবের শিরে
শোভে যথা, ছত্র তব মাথায় তেমন
শোভিত, ধারণে যাহা নিযুক্ত শশীরে
করা ছিল, কোথা সেই রোহিণীরমণ ? ২৭

আপনার কর্ত্তব্য না করি সম্পাদন,
কোথা বিধু ? ভাবি নিজে সুধার আধার
অহঙ্কারে স্ফীত তার হইল কি মন ?
সত্য, যদি কহ, চূর্ণি তার অহঙ্কার। ২৮

আজিও ত কৃতান্ত অশ্বের তৃণচয়
যোগান, না তিনিও হইয়া অহঙ্কৃত,
লঙ্ঘি তবাদেশ গেলা আপন নিলয় ?
সত্য, যদি, কহ আনি তারে করি ধৃত। ২৯

সে সুরেন্দ্র আজিও ত করেন গ্রন্থন,
পুষ্পহার তব বিভূষিতে কণ্ঠদেশ,
না, তিনিও করেছেন অনুজ্ঞা লঙ্ঘন,
আনি বাঁধি তারে, যদি প্রদানো আদেশ। ৩০

কথাছিল সুধাকর সম্পূর্ণ কলায়,
উদি উজলিবে নিত্য এই রাজধানী,
কই, বিধু ?—কেন নাহি নিরখি তাঁহায় ?
উপেক্ষিলা তিনি কি হইয়া অভিমানী ? ৩১

মলয়জগন্ধভার করিয়া বহন
প্রবাহিত হবে নিত্য সমীরের সনে,
ছিল পণ, সে কি তাহা করেনা পালন,
সত্য ? কহ আনি বাঁধি এখনি পবনে। ৩২

কি অসাধ্য মম ? আমি তদীয় সন্তান,
আদেশিলে কোন্ কার্য্য নাপারি সাধিতে ?
পিতৃ আজ্ঞা পালনেতে ছারজ্ঞান প্রাণ,
সর্ব্বস্ব ত্যজিতে পারি জনকে তুষিতে। ৩৩

হে পিতঃ ! বড়ই মম জন্মেছে বিস্ময়
হেরি দশা তব, যাহা জানিনা স্বপনে,
আপনার শোক অশ্রু নিপতিত হয়
আশ্চর্য্য !—কি কাজ তবে আমার জীবনে ? ৩৪

অমৃত আধারে কীট করিল প্রবেশ,
চমৎকার ! আজনম দুঃখের বারতা,
জানেনা যেজন, তার হেন হীনবেশ,
হেরিয়া কে হৃদয়েতে নাহি পায় ব্যথা ? ৩৫

কোথা আইলাম তব চরণ নিকটে,
লভিব আনন্দ সুধা, মনেতে ভরসা,
বিষাদবিষেতে জ্বলি।—বিধিবশে ঘটে
সকলি—লঙ্কার একি শোচনীয় দশা ! ৩৬

বিশেষ করিয়া তাত বলুন সকল,
লঙ্কার দুর্দ্দশা দূরিবারে যত্ন পাই,
জনম বিফল তার বাঁচিয়ে কি ফল ?
স্বদেশ স্বজাতী প্রতি যার স্নেহ নাই। ৩৭

বাহুবল, অর্থবল, জীবনের বল,
যে না ব্যয় করিল স্বদেশ উপকারে
স্বজাতির উপকারে, বাঁচি সে কেবল,
আছে, মৃত্যু নাহি স্পর্শে ঘৃণা করি তারে। ৩৮

স্বদেশের অপমান—পিতৃ অপমান—
শত্রু অপমান তাত, প্রাণেতে কি সয় ?

ইহা হতে মৃত্যু আমি করি শ্লাঘ্য জ্ঞান।
নশ্বরজীবন ত্যাগে তত ক্লেশে নয়। ৩৯

যাহোক জনক আমি দুর্ভাগ্য নিশ্চিত,
বিফল জনম মম সন্দেহ কি তায়?
নতুবা কি হেতু আমি থাকিতে জীবিত,
পড়িবে এ লঙ্কাপুরী উৎসেদ দশায়?" ৪০

কি করিব অনুজ্ঞা করুন অতঃপর,
আর না হেরিতে পারি মলিনবদন
তব, হেরি উথলয় শোকের সাগর,
অনুতাপানলে দগ্ধ হয় মন বন। ৪১

এইরূপ সাহঙ্কারে কহি মহী হুহুঙ্কারে,
প্রকম্পিত করিয়া তুলিলা বসুধায়।
আশ্বাসবচনে তাঁর, লঙ্কেশের হৃদাগার
ভরিল সাহসে, দুঃখ পলাইয়া যায়।

ইতি মহীরাবণ-বধে কাব্যে
মহীরাবণবাক্যোনাম
প্রথমঃ সর্গঃ।

দ্বিতীয়সর্গ।

মহী যদি কহিলা এরূপ, উত্তরিলা,
রক্ষকুলপতি লঙ্কেশ্বর দশানন,
"আরে প্রাণ প্রিয়-পুত্র! পীযুষ বর্ষিলা,
শ্রবণেতে জুড়াইলা তাপিতজীবন। ১

মেঘনাদ, অতিকায়, অক্ষয়কুমার,
বীরবাহু,—আর ভাই কুম্ভকর্ণ শূর
বিনা সুধাস্রাবী বাক্যে, কেহ এ প্রকার
তোষে নাই—করে নাই মনোক্ষোভ দূর। ২

পাতালপুরেতে পুত্র, কর অবস্থান,
হেথায় জনক আছে কিভাবে তোমার,
তত্ত্ব নাহি কর, হের আছে বিদ্যমান,
কি কব অধিক?—আহা যে দশা লঙ্কার! ৩

অরে পুত্র! আমার সেদিন নাই আর!
ভেঙেগেছে কপাল! কারে বা দুঃখ কই!
পূর্ব্বসুখ স্মরি হয় হৃদয় বিদার,
কি ছিলাম কি হলাম আর বা কি হই? ৪

যখন সুখের দিন আছিল আমার,
কেবা সে সময় মম ছিল অনুগত
বাহুবলে চূর্ণিনাই কার অহঙ্কার?
কোন্ দেব আসি না হইলা পদানত? ৫

দিগ্বিজয় করিলাম, হরিলাম বলে
কার না বীরত্ব-গর্ব্ব? তিনলোক মাঝে,
কে ছিল এমন না আইল করতলে?
কে নাহি করিত শঙ্কা রক্ষকুলরাজে?— ৬

হায় রে এখন ভাগ্যে কি দশা হইল!
গেল সে প্রভুত্ব আর বীরত্ব অক্ষয়,
নর বানরেতে সব হরিয়া লইল!
করিল সবংশে রক্ষনাথে পরাজয়!" ৭

শিবা আসি করিল সিংহের অপমান!
ফণি-মৌলী-মণি ভেক করিল হরণ!
স্মরণে এ অপমান বাহিরায় প্রাণ,
অহো অহো কি দুর্ভাগ্য, লঙ্কেশ রাবণ! ৮

অয়ে ধাতা, যদি তুমি দারুণব্যাত্যায়
উন্মূলিবে মনে মনে ভেবে ছিলে স্থির,

কেন তবে, ফলে, ফুলে, মুকুলে, পাতায়,
ভূষিলে উদ্যান ? একি উচিত বিধির ! ৯

এই মাত্র বলিতে বলিতে লঙ্কেশের,
শোক বাষ্পে বাক্‌শক্তি হইল রহিত,
প্রবল হইল বেগ অশ্রুপ্রবাহের,
পড়িলা মহীর অঙ্কে হইয়া মূর্চ্ছিত ! ১০

(অয়ে নিদারুণ শোক কি তোর প্রহার !
শতবজ্র চূর্ণ হয় ঠেকি যেই হৃদে—
কত চক্র বক্র যাহে, করিলি বিদার
সে হৃদর ! তুই রে তিলেকমাত্র বিধে !) ১১

প্রসারি ধরিলা অঙ্কে রাজা লঙ্কেশ্বরে,
মহী, কাছে ছিলা যত রাজসহচর
ত্বরা তাঁরা রক্ষ নাথে প্রবোধিত করে,
সেচি সযতনে বারিধার-মোহহর । ১২

চৈতন্য লভিলা লঙ্কাপতি সবিস্ময়ে
সুধাইলা মহী " তাত, কপি আর নরে
উৎসেদিল লঙ্কা—যাহে নাহি পশে ভয়ে
কালান্তক কাল ? ইহা কে প্রত্যয় করে ? ১৩

করিবে কেমনে কহ হয় কি প্রত্যয় ?
কহে যদি কেহ তাত ! মক্ষিকার দলে
উৎপাটিলা কৈলাস, করিলা ফেরুচয়
পশুরাজ সিংহে পরাভূত বাহুবলে ? ১৪

ভক্ষ্য হয়ে ভক্ষকের বিনাশিল প্রাণ
আশ্চর্য্য !—কি কহ তাত ! কপি আর নর,
ভক্ষ্য তারা ! কেমনে করিলা হতমান
রক্ষগণে, যারা তিনলোক ভয়ঙ্কর । ১৫

বীরযোনী লঙ্কা—এত বীর-বন্ধ্যা নয়,
কতশত যোধ ইথে লভিলা জনম—
বিক্রমে বীরত্বে যারা বিশ্ব করে জয়
নিরখিয়া, যাহাদিগে শঙ্কাপায় যম ; ১৬

এমন—এমন বীর চূড়ামণি সব
অদ্বিতীয়—অজেয়—অমিতপরাক্রম,
পরাজিল তাহাদিগে মর্কট, মানব !
বিলঙ্ঘিত হইল কি ধাতার নিয়ম ? ১৭

শাখী-শাখা করিবারে পারে উৎপাটন
শাখামৃগগণে ; তাত পশিয়া যতনে
ফলের ভাণ্ডার পারে করিতে লুণ্ঠন,
তা বলে তাহারা লঙ্কা লুণ্ঠিবে কেমনে ? ১৮

কহ বিশেষিয়া তাত, খণ্ডুক বিস্ময় । "
উত্তরিলা লঙ্কানাথ " কহিব কি আর ?
যা বলিলে বৎস, সত্য বটে সমুদয়
আমার করম দোষে ঘটে এপ্রকার ! ১৯

ভক্ষ্য হয়ে ভক্ষকেরে করে আক্রমণ !
ভেক হয়ে বিবাদে নিগ্রহে অহীবরে !
এ দুঃখ কি সহিবারে বীরের জীবন
পারে ? অহো অহো ক্ষোভে হৃদয়বিদরে ! ২০

শুন বৎস, বিশেষিয়া কহি সমুদয় !
অযোধ্যায় ছিল না কি দশরথ নাম
জনেকক্ষত্রিয়ভূপ, শুনি লোকে কয়
তাহার তনয় দ্বয় লক্ষ্মণ শ্রীরাম । ২১

আরো তার দুই পুত্র, শত্রুঘ্ন, ভরত—
ভরত প্রবল, বল করিয়া প্রকাশ

লইল পৈত্রিক রাজ্য, হত-মনোরথ
হয়ে রাম দারা সহ আসে বনবাস। ২২

পঞ্চবটী আসি সেই কুটির বাঁধিল,
ফল মূল খেয়ে করে জীবন ধারণ,
সঙ্গে তার দারা সীতা, কাননে আইল
রামানুজ লক্ষ্মণ,—বঞ্চয় তিনজন। ২৩

একদা তোমার পিসী শূর্পনখা যায়
ভ্রমিতে ভ্রমিতে তথা, করি নিরীক্ষণ
তিনজনে সবিশেষ পরিচয় চায়,
সরলাসোদরা মম করি সম্ভাষণ, ২৪

মূঢ় তারা কিছুমাত্র কাণ্ডজ্ঞান নাই,
বাণে ভগিনীর কর্ণ নাসিকা ছেদন
করিল— শুনিয়া মনে বড় ব্যথা পাই।
বিশেষতঃ শুনি খরদূষণনিধন। ২৫

চোদ্দ লক্ষ রক্ষ সৈন্য সহিতে দূষণ
রক্ষিত বারিধি তীরে ভগিনী তাহায়
আপন দুঃখের কথা করিলে জ্ঞাপন,
অপমানে দূষণ, সসৈন্যে যুদ্ধে ধায়। ২৬

কি আশ্চর্য্য তাপসের কেমন শকতি।
সসৈন্যে দূষণে রণে করিল নিধন,
আইলা ভগিনী হেথা আকুলিতা অতি,
আদ্যোপান্ত সকলি করিলা আবেদন। ২৭

বৎস পুত্র, বীর ধর্ম্মে হইয়া দীক্ষিত,
বিশেষত রক্ষকুলে লভিয়া জনন,
কে পারে এ অপমান, সহিয়া জীবিত
থাকিতে ? — কে রক্ষবংশে নিস্তেজ এমন ? ২৮

ভেক হয়ে প্রদীপিত মণি বিভূষিত,
ভুজঙ্গিনী শিরে করে চরণ প্রহার,
কোন্ তুচ্ছ — কোন্ ছার বানর দুর্ণীত
পারণ্ড, নাসিকাচ্ছেদে আমার স্বসার। ২৯

অপমানে, অভিমানে, মনোবেদনায়,
অভিভূত হয়ে রামে দিতে প্রতিফল,
ছলে আনিলাম হরি, সীতায় লঙ্কায়
হায়! নিজে আমন্ত্রিণু নিজ অমঙ্গল। ৩০

দয়িতা-হরণ বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া
তাপস রামের নাহি সাহস টুটিল,
কপীন্দ্র সুগ্রীবসহ মিলিত হইয়া
মর্কট কটক লয়ে লঙ্কা আক্রমিল। ৩১

ঈশ্বরের লীলা কিছু বুঝা নাহি যায়।
শতেক যোজন সিন্ধু সহজে দুষ্পার,
বাঁধে তাতে সেতু, শিলা সলিলে ভাসায়
কুহকে কপিরা, দেখে লাগে চমৎকার! ৩২

অয়ে পুত্র! এই যে করিছ নিরীক্ষণ
দগ্ধশেষ হীনপ্রভ স্বর্ণময় পুর,
তুচ্ছ —অতিতুচ্ছ রামদূত একজন
দহিলেক! করিল কর্ব্বুর গর্ব্বচূর! ৩৩

বীরবাহু, অতিকায়, পুত্র ইন্দ্রজিত
ভাই কুম্ভকর্ণ আর আর বীর যত
লঙ্কা-অহঙ্কার সবে বিগতজীবিত,
হইল, রামের রণে কব আর কত ৩৪

এসকল নহে তত ক্ষোভের কারণ,
শোকের কারণ, বীরধর্ম্মাবলম্বিয়া

রক্ষকুল-বীরগণে সমরভীষণ,
করি, প্রাণ ত্যজি গেলাকীর্ত্তি সংস্থাপিয়া। ৩৫

কিন্তু পুত্র, তোমার পিতৃব্য বিভীষণ,
রক্ষকুলকজ্জল—পাপিষ্ঠ—কুলগ্লানী
কুলধর্ম্ম, বীরধর্ম্ম দিয়া বিসর্জ্জন,
রামের শরণ লৈল শত শ্লাঘ্য মানি। ৩৬

এই বড় দুঃখ পুত্র হতেছে আমার!
যদিও রামের রণে সবংশে নিধন
হই, তবু এ কলঙ্ক রটিবে সংসার,
রামের শরণে প্রাণে বাঁচে বিভীষণ। ৩৭

(অয়ে বিভীষণ! কুলদূষণ পামর!
মমানুজ হয়ে তুই কেমন করিয়া,
তুচ্ছ নর রাম!—তার হইলি কিঙ্কর;
কেমনে আছিস আজো জীবনে বাঁচিয়া?) ৩৮

সে পাপাত্মগুণ কত করিব বর্ণন,
স্মরণে ঘৃণায় হয় বিদীর্ণ হৃদয়,
কূটযুদ্ধে আত্মকুল করিল নিধন
নহে কি রামের সাধ্য রণে শক্য হয়? ৩৯

যাহোক অতীত শোক দুঃখের সংবাদ,
উল্লেখি এখন আর নাই প্রয়োজন,
পাব যদি পুরাতে পিতার মনোসাধ,
বিশেষিয়া সমুদয় কহিব তখন। ৪০

লঙ্কা নাই তোমা বই রক্ষেশের আর
রক্ষকুলগর্ব্ব বৎস, রক্ষ তুমি যদি
তবেই মঙ্গল—হবে আশার সুসার,
নতুবা দুঃখের আর নাহিক অবধি! ৪১

যদি হও মহাভুজ লঙ্কেশ সন্তান;
যদি ধরে থাক পুত্র ভুজযুগে বল,
জিনি রামে কর তবে এখনি নির্ব্বাণ
পুত্র-পৌত্র-জ্ঞাতি-বন্ধু-বিয়োগ অনল। ৪২

অই শুন অন্তঃপুরে করিছে রোদন
কত ভ্রাতৃ বধূ!—কত কুলবধূ তব,
উচ্চৈঃস্বরে, উহাদের অশ্রু নিবারণ
কর পুত্র; আমি আর অধিক কি কব? ৪৩

এতেক শুনিয়া মহী, যে আজ্ঞা জনক কহি,
পিতার প্রসাদীপান করিয়া গ্রহণ।
"সানুজরাঘবে ছলে, লইয়া পাতাল তলে,
বলি দিব" পিতৃ-পাশে কৈল এই পণ।
বিগত বিপক্ষশঙ্কা, আহ্লাদে আকুল লঙ্কা,
হইতে লাগিল কত আমোদ উৎসব।
লঙ্কার এভাবান্তরে, চমকিয়া মিত্রবরে,
সবিশেষ সমাচার সুধান রাঘব।

ইতি মহীরাবণবধ কাব্যে মহিরাবণ প্রতিজ্ঞা-
নামক দ্বিতীয় সর্গ।

—(০)—

তৃতীয় সর্গ।

জিজ্ঞাসেন বিভীষণে শ্রীরঘুনন্দন,
সুধাস্রাবী স্বরে "অয়ে রক্ষ শিরোমণে,
হঠাৎ আহ্লাদে লঙ্কা উৎফুল্ল এমন,
কি লাগি? ভাবিয়া কিছু নাহি আসে মনে। ১

বীরযোনী লঙ্কা এবে বীর শূন্য প্রায়,
মেঘনাদ, বীরবাহু আদি যত যোধ,
সকলে বিগতজীব, মম শর ঘায়,
তবু লঙ্কা নাহি করে কণাক্ষতি বোধ। ২

আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য! সখে জ্যেষ্ঠের তোমার,
বীরত্ব ধীরত্ব গুণ!—বর্ণনীয় নয়,
এত পুত্র পৌত্র শোকে কণামাত্র তাঁর,
সাহসের বীরত্বের লঘুত্ব না হয়। ৩

ধন্যবাদ—শত ধন্যবাদ মিত্রবর,
সেই রক্ষ বিক্রমের! এখনো রক্ষেশ,
না লয় শরণ, রণপণ দৃঢ়তর
তাঁর—মরণের শঙ্কা নাহি করে লেশ। ৪

নিপতিত ভুজঙ্গের বিষাল দশন,
যত ছিল—কি আশ্চর্য্য তবু অহীবর,
গর্জ্জন তর্জ্জন নাহি দেয় বিসর্জ্জন,
বিফল! এখন বিষশূন্য বিষধর। ৫

এরূপ কল্পনা মনে প্রদানে সাহস,
কিন্তু এক এক বীর হঠাৎ আসিয়া
করে রণ যেমন সাক্ষাৎ বীররস,
দেয় এই কল্পনার অন্যথা করিয়া। ৬

মেঘনাদ নিধনিয়া ভাবিলাম মনে,
কর্ব্বুরকুলের গর্ব্ব-পর্ব্বত শেখর,
ছেদিলাম, এখন অক্লেশে দশাননে,
বিনাশিয়া, সমাপিব লঙ্কার সমর। ৭

আশা কুহকিনী—ছল করে, প্রতিক্ষণ।
যেই রূপ শুনিতেছি, রক্ষকণ্ঠনাদ
ভয়াবহ, নাহি জানি, আসি কোন্ জন,
বিস্তারিয়া শরজাল ঘটায় প্রমাদ। ৮

না জানি নিভিবে কবে এ আহবানল,
না জানি ত্যজিব কবে এই বীরবেশ!
না জানি হইবে কবে অবনী শীতল!
না জানি যাইবে কবে জানকীর ক্লেশ, ৯

জানকী স্মরণে নেত্র হইল সজল,
ব্যথিত হইলা অতি শ্রীরঘুনন্দন,
উঠিল হৃদয়ে জ্বলি বিচ্ছেদ অনল,
ফেলিলা নিশ্বাস অতি দীর্ঘ আয়তন। ১০

প্রভুর বিষণ্ণভাব হেরিয়া নয়নে,
অনুগতজন স্থির থাকিতে কি পারে?
কহিলা সরমাকান্ত করুণ বচনে,
কেন দেব! কুণ্ঠিত কৌণপ হুহুঙ্কারে? ১১

টুটিয়াছে রাক্ষসের বিক্রম, প্রতাপ,
অচিরে হইবে পূর্ণ, ঈশ্বর প্রসাদে,
মনোভীষ্ট, এখন কি শোভে অনুতাপ?
মহাতরু ছেদিলে তৃণেতে কি হে বাধে? ১২

সত্য এসময় আসি কোন বীরবর
উৎসাহিলা রক্ষ দলে, শঙ্কা কিবা তায়?
স্বপাপে বিনষ্ট হৈল লঙ্কার ঈশ্বর,
নিষ্পাপে নিপাত হয় কে কবে কোথায়? ১৩

মায়াময় রক্ষচয় নানা মায়া ধরে,
ধরিলে কি হয়? দাস জীবিত যখন,
মায়ার কি সাধ্য তারে বিমোহিত করে,
ব্যালের কৌশলাভিজ্ঞ ব্যালগ্রাহী জন। ১৪

এখনিই মারুতীরে করুন আদেশ,
মায়াময় রূপান্তর করিয়া গ্রহণ,
একান্তে রক্ষান্তঃপুরে করিয়া প্রবেশ,
জ্ঞাত হয়ে আসুন, রাক্ষস আকিঞ্চন। ১৫

[ক্রমশঃ প্রকাশ্য।]

শান্তি-সুধা-তরঙ্গিণী।

(১)

ললাটেতে, চঞ্চলিত শিখার সমান,
অর্দ্ধ-ইন্দুরেখা, যাঁর সদা দীপ্যমান,
কামরূপ-শলভ লীলায় দগ্ধ যাঁর,
অগ্রে স্ফুর্ত্তিমান্ যিনি পুণ্য-বর্ত্তিকার,
সেই জ্ঞানময়-দীপ-স্বরূপ-শঙ্কর,
অসুরের মোহতমঃ করিয়া অন্তর,
যোগীদের মনোরূপ মন্দিরের মাঝ,
করুন বিরাজ—সদা করুন বিরাজ। ১

—

একটুকু বুদ্ধিবলে-বলবান যারা,
প্রায় দেখি, মাৎসর্য্যেতে পরিপূর্ণ তাঁরা!
প্রভু যাঁরা প্রায় তাঁরা নাহন সরল,
মনের ভিতর ভরা গরিমা-গরল।
এরূপর বাকী আর আছে যতজন,
অজ্ঞানেই অভিভূত তাহাদের মন!
সুভাষিতা কোথা আর করিব প্রকাশ!
কাজেই শরীর মধ্যে পাইতেছে নাশ। ২

—

সংসার চরিতে কিছু না দেখি কল্যাণ'
ভাবিয়ে দেখিলে ইহা মহাভয়-স্থান।
পুণ্যরাশি পরিণামে গৃহীত বিষয়,
বিষয়ীর ব্যসনার্থ উৎকট কি নয়? ৩

—

সহিয়া অশেষ-ক্লেশ, কত না দুর্গম-দেশ
ভ্রমিয়াছি,—তাহে কিছু সুফল না ফলিল!
কুল, মান, ত্যাগ করি, স্তাবকের ভাব ধরি,
ধনিগণে তুষিলাম,—তাহে বা কি হইল।
সহি অপমান শত, পরগৃহে কাকবত
ভীত-চিত্তে ভরিলাম উদরের কোষ রে।
পাপীয়সী-তৃষা, তোর এখনও ভারি জোর,
দেখিতেছি—কিসে তোর হবে পরিতোষ রে। ৪

ভূগর্ভে রতন আছে, শুনিয়া লোকের কাছে
কতদিন কত ক্লেশে বসুমতী খনিলাম;
ধাতু গালি পায় ধন, এই লোভে লুব্ধ মন,
করি গিরি আরোহণ, কত ধাতু গালিলাম,
জীবিতাশা পরিহার, করে হয়ে সিন্ধু পার,
কত মতে যত্ন করি, রাজগণে তুষিলাম,
এতই আশার বৃদ্ধি, করিবারে মন্ত্র সিদ্ধি,
একাকী শ্মশানে কত, দেহ-রক্ত শুষিলাম,
হায় এই খেদে মরি, এত—এত—এত করি,
কোনমতে "কাণাকড়ী" বাঁধিতে না পারিলাম;
রে আশা! এ অভাগারে, যারে যাবে ছেড়ে যাবে
আমি তোরে তুষিবারে, কোনমতে নারিলাম। ৫

—

দুর্জ্জনগণের হয়ে সেবায় তৎপর,
কত কষ্টে সয়েছি তাদের বাক্যশর,
অন্তরে বাষ্পের রোধ করিয়ে যতনে,
অনুরোধে হাসিয়াছি, কষ্টে শূন্য মনে,
করেছি করেছি কষ্টে চিত্তের স্তম্ভন,
করেছি অজ্ঞের কাছে অঞ্জলিবন্ধন,
তবে আশা করিতে কি বাকী আছে আর?
তবু কেন নাচাতেছ, মোরে বার বার। ৬

—

পদ্মপত্র পায় তুল্য চঞ্চল জীবন।
হতজ্ঞানে কি না কৈনু ইহার কারণ?
লজ্জা খেয়ে, ধনমদ মত্ত ধনী পাশে,
নিজগুণ বৃথা পাপ কৈনু অনায়াসে। ৭

—

ভোগের বিষয় নাহি ভোগ করিলাম।
অথচ ক্রমশঃ নিজে ভুক্ত হইলাম।
তপ নাহি তপ্ত, নিজে সন্তাপিত কায়।
আপনি 'যাদশা' মধ্যে, কাল নাহি যায়।
তৃষার না দেখি কিছু কৃশার লক্ষণ।
আপনারা হইলাম, কৃশ বিলক্ষণ। ৮

—

বলিতে আক্রান্ত হল বদন মণ্ডল,
পলিতে অঙ্কিত হল শিরস্কচদল,
শিথিল হইল সব সন্ধির বন্ধন,
তৃষ্ণা তরুণের তুল্য করে আচরণ। ৯

বিষয় ভোগের আশা লইল বিদায়,
গেল স্বার্থ মান, গর্ব্ব, সমুদায়,
প্রাণোপম বয়স্য ছিলেন যাঁরা যাঁরা,
একে একে লোকান্তরে গেলেন তাঁহারা,
শরীরের শক্তি যত, হত অতঃপর,
যষ্টি দীনের যষ্টী উঠাইছে কর,
মনস্কাম তথাপূর্ণ দেখিতে না পায়,
এখনো একাগ্র ভবে মৃত্যুর কথায়। ১০

আশা নামে নদী তাহে মনোরথ জল,
তৃষ্ণারূপ তরঙ্গে সতত সচঞ্চল,
রাগ দ্বেষ, জলচর, মোহাবর্ত্ত প্রায়,
বিতর্ক বিহঙ্গরূপে বিচরিছে তায়,
চিন্তারূপ অতীব উত্তুঙ্গ দুই কূল,
ধৈর্য্যরূপ বৃক্ষের উন্মূলিছে মূল,
এহেন নদীর পারে করিয়া গমন,
শুদ্ধমনা যোগীগণ, আনন্দে মগন। ১১

বিষয় নিচয় যদি বহুকাল রয়,
একদা বিনষ্ট হবে, কি আছে সংশয়?
সেই বিষয়ের স্থির-প্রকৃতি এমন,
বিনাশ কোথায় তার বিনাশ, বর্জ্জন?
সেই লোকে নাহি ত্যজে, এমন বিষয়,
ত্যজিলে ক্ষণেক অন্য বিষয় বিস্ময়,
মনস্বী বংশে বিষয়ের হইলে বিলয়,
অনায়াসে হয় কত শোকের উদয়।
তথাপি যদি স্থিরচিত্তে করে পরিহার,
অনায়াসে পূর্ণ তাহে অনন্ত-ভাণ্ডার। ১২

আত্মজ্ঞানে, বিবেকে, নির্ম্মলমতি যাঁরা,
অহো কি দুষ্কর কর্ম্ম সাধেন তাঁহারা।
যে ধন বিবিধ সুখ ভোগের আধার,
অবাধে সে ধনে যান, করি পরিহার,
পূর্ব্বে যেই ধন মোরা, পাইনি যখন,
এখনো ছলনা করগত যেই ধন,
কিছুকাল পরে যে পাইব সেই ধন,
কোন মতে নাহি জন্মে বিশ্বাস এমন,
আশায় কেবল করি গ্রহণ যাহারে,
হায় কি আশ্চর্য্য! নারি তাও ত্যজিবারে। ১৩

ধন্য গিরিগুহা-বাসি-তপোধনগণ।
জ্যোতির্ম্ময় ব্রহ্মে যোগে, ধ্যান অনুক্ষণ,
মনোমাঝে মনোময়ে করি দরশন,
আনন্দে আনন্দ-অশ্রু করেন ক্ষেপণ,
নিঃশঙ্কে তাঁদের অঙ্কে করি আরোহণ,
সেই ধারাবাহি অশ্রু পিয়ে পক্ষিগণ,
হায় রে আমরা মাত্র আশাতে কেবল,
রচি কেলীকুঞ্জ, বাপী, রম্য হর্ম্মাতল,
কল্পনায় সুখমাত্র করি আস্বাদন,
খোয়ালাম, পরমায়ুঃ পরম রতন। ১৪

সর্ব্ব মতে এই দেহ, নিন্দনীয় নিঃসন্দেহ,
মোহের মহিমা কি বা, হায় হায় হায় রে।
কত মতে কবিবরে, ইহার বর্ণনা করে,
শুনে হাসিপায়, তাহা শুনে হাসি পায় রে।
বক্ষ মাংস নিকেতন, নিন্দনীয় সে বদন,
পূর্ণশশী সহ করে, তুলিত তাহায় রে।
কদিন পরে যে কায়, পরমাণু হয়ে যায়,
কত কত উচ্চ ভাবে, তাহারে সাজায় রে।
কবির কুকাণ্ড যত, বর্ণন করিব কত,
লেখনী লিখিতে নারে, সকল লজ্জায় রে।
অহে অহে কবিকুল, তোমাদের এত ভুল,
ত্যজ ভ্রান্তি, রত হও, শান্তির সেবায় রে। ১৫

ভিক্ষা প্রাপ্ত ভোজ্যমাত্র ভোজনসম্বল,
আবরণ প্রাপ্ত গেহ, শয্যা ভূমিতল,
নিজ দেহভার মাত্র, পরিজন ভার,
শত গ্রন্থীকন্থা, পন্থা দেহ ঢাকিবার ;
ধূলাতে বালুতে তাহা মলিন এমন,
বিলাসী হেরিয়ে করে অমনি বমন,
হায় রে দুঃখের কথা কই আর কারে।
এ হেন বিষয় লোকে ত্যজিবারে নারে। ১৬

—০—

দহন দাহন ক্লেশ আগে না জানিয়ে,
পতঙ্গের, প্রাণত্যজে প্রদীপে পড়িয়ে,
না জানি আমিষসহ বড়িশ গিলিয়ে,
অশেষ মীনের দল মারা পড়ে গিয়ে,
সংসার বিপদ-জালে বিষম জড়িত,
আমরা একথা মনে জানি সুনিশ্চিত,
জেনে শুনে কোন মতে ছাড়া নাহি যায়।
মোহের মহিমা কিবা হায় হায় হায়! ১৭

—০—

রম্য হর্ম্য গৃহ, পুত্র, সমাজ-প্রধান,
প্রভূত ঐশ্বর্য্য আর প্রচুর সম্মান,
প্রিয়তমা প্রণয়িনী, নবীন বয়স,
যশের না হয় সীমা, দশ জন বশ,
অজ্ঞানান্ধ লোকে, ভাবি নিত্য সমুদয়,
ভবরূপ কারাগারে অবরুদ্ধ হয়,
ধন্য তাঁরা! যারা জানি ভঙ্গুর এসব,
পরিহার করে, নাহি ভাবে দুঃখ লব। ১৮

—০—

অভিমত-দানপ্রদ্ধী হেদন কারিকা,
গুণগ্রাম অন্তোজের সাক্ষাৎ চন্দ্রিকা,
লজ্জালতা-কুঠারিকা, জঠর পিশাচী!
কি কি না যাতনা দিলি মরি মরি মরি! ১৯

—০—

সুরধুনী সলিল শিকরে সুশীতল,
হিমালয়ে রয়েছে সে সব শিলাতল,
পরমানন্দিত-চিত্তে বিদ্যাধরগণ,
যাহে উপবেশি হয় প্রমোদে মগন,
হেন জ্ঞান হয় মম, হেন জ্ঞান হয়,
হয়েছে প্রলয়-গত সেই সমুদয়,
নতুবা কি হেতু দহি অপমানানলে,
পরপিণ্ডে রত আজো মানব সকলে? ২০

—০—

সুন্দর কন্দরে ছিল কন্দ যে সকল,
হল কি এখন লয় প্রাপ্ত সে সকল?
সুরস সুমিষ্ট ফল করে যে প্রসব,
নষ্ট হয়ে গেছে কি এমন তরুসব,
উচ্চতর ভূরুহের শাখা যে সকল
সে সকলে নাই বুঝি কিছুই বল্কল।
যদি নাহি হয়ে থাকে ঘটনা এমন,
বুঝিতে না পারি তবে কেন নরগণ
অতিকষ্টে করি কিছু ধন উপার্জ্জন,
পড়েছে গর্ব্বিত হয়ে যাহাদের মন,
হঠাৎ যাদের হয় বদন মাঝার,
ভয়ানক ভ্রুকুটির কৌটিল্য বিস্তার,
তাদের সে ভঙ্গী করে দর্শন নিয়ত।
একেবারে হয়েছে কি পুরুষার্থ হত। ২১

—০—

সুপবিত্র ফল মূল করিয়া ভোজন,
কর কর অনায়াসে ক্ষুধা নিবারণ,
তৃপ্তিকর-শীতল সলিল করি পান
কর কর পিপাসার অনল নির্ব্বাণ,
কোমল পল্লবে শয্যা করিয়ে রচন,
নির্ভয় হৃদয়ে তাহে করহ শয়ন,
উঠ২ চল চল প্রিয় বন্ধুগণ!
পুণ্যারণ্যে এক্ষণেই করহ গমন।
বিত্ত-ব্যাধি-বিকার-বিহ্বল-বাক্য বাণে,
না পারিবে তথা আর ব্যথা দিতে কাণে॥ ২২

—০—

সকল কাননমাঝে আছে বিন্যাস,

তরুগণ—করে তারা সদা ফল দান,
নির্ঝরের নিরমল সুশীতল জল,
বহিতেছে প্রতিক্ষণ করি কলকল,
সুললিত লতা আর পল্লবে রচিত,
সুখস্পর্শ শয্যা কত রয়েছে পাতিত।
কোনরূপে কিছুর অভাব তথা নাই,
স্বভাবের ভাণ্ডারেতে যাহা চাই, পাই।
তবু কেন দীনভাবে মানবনিকর।
ধনীদের দ্বারে গিয়ে সহে বাক্য শর? ২৩

আহা২ ভিক্ষাহার কিবা তৃপ্তিময়।
কোন বাধা নাই তাহে, নাই কিছু ভয়
মান, মদ, মাৎসর্য্য সকল করে দূর,
যথা যাই তথা পাই, অযত্নে প্রচুর,
পবিত্র২ এই ভক্ষ্য অতিশয়।
যোগীরা ইহারে তাই শস্ত্রসত্র কয়। ২৪

যদি সদা কর ভোগ, ভয় পাছে হয় রোগ,
কুলীন হইলে কুল ভঙ্গ ভয় হয় রে।
যদি হই মহাধনী, ভয় তাহে ধনী গণি,
রাজা যিনি পাছে তিনি, সব হার লয় রে।
যদি বাড়ে লোক মান, তবু তাহা ভয় স্থান,
দীনতার ডরে মন, স্থির নাহি রয় রে।
যদি দেহে রহে বল, তাওকি নির্ভয়স্থল,
প্রবল শত্রুর ভয়ে, কম্পিত হৃদয় রে।
স্বরূপে যুবতী ভয়, পাছে মন হরে লয়,
কলে ছলে শুনাইয়া, বাক্য মধুময় রে।
শাস্ত্রজ্ঞানে এই ভয়, পাছে প্রতিপক্ষচয়,
শাস্ত্রের কৌশলছলে করে পরাজয় রে।
উপার্জ্জিত হলে গুণ, তাতে কিবা আছে গুণ,
দুর্জ্জনের ভয়ে মন সতত কম্পায় রে।
শরীরে মৃত্যুর ভয়, ভয় ছাড়া কিছু নয়,
বৈরাগ্য কেবল এক, জগতে নির্ভয় রে। ২৫

মরণ করিছে গ্রাস জীবের জীবন,
জরা ব্যাধি গ্রাসিতেছে, নবীন যৌবন,
তরুণীরা হাবভাবে করিয়া চঞ্চল,
একাক্রান্তী শান্তি নাই গ্রাসিছে সকল,
পরশ্রীকাতর সর্পরূপ যত জন,
গুণীদের গুণাবলী করিছে দলন,
রাজারাও কোনমতে নিষ্কণ্টক নন,
দুর্জ্জনের বিশ্বোহে আক্রান্ত অনুক্ষণ,
অতুল ঐশ্বর্য্য রাশি চিরস্থায়ী নয়
পশ্চাতে নিয়ত তার বিরাজিত ক্ষয়।
জগতে অন্বেষি কিছু না দেখি এমন,
যারে নাহি করিল কিছুতে আক্রমণ! ২৬

মানসিক শারীরিক পীড়া শত শত,
মানুষের স্বাস্থ্যসুখ নাশিছে নিয়ত,
যেখানে সম্পত্তি জ্যোতি করিছে বিস্তার,
তথায় বিপত্তি বসে হয়ে মুক্ত দ্বার,
যেজন লভিছে জন্ম তারেই মরণ,
আপনার আয়ত্তে করিছে আকর্ষণ,
তাই বলি নিরঙ্কুশ বিধাতা, এমন,
কি সৃজিলা, যাহালয় না হয় কখন। ২৭

লোকে করে ভোগ২, করিতেছে গোলযোগ,
তরল তরঙ্গ তুল্য ভোগ স্থায়ী নয় রে।
এইযে জীবন ধন, এধনইবা কতক্ষণ,
নশ্বর—সুচিরদিন দেহে নাহি রয় রে।
এইযে রয়েছে স্ফূর্ত্তি, ক্রিয়াতে ইহার মূর্ত্তি,
ক্ষণকাল দেখাযায় পরে পায় ক্ষয় রে॥
অহে২ বুধগণ, করি ইহা আলোচন,
মানুষের প্রতি আশু হইযে সদয় হে।
বুঝাইতে চেষ্টাকর, যারা মোহ ভ্রান্তি কর,
যেন কেহ বিষয়েতে মত্ত নাহি হয় হে॥ ২৮

মেঘ মাঝে ক্ষণপ্রভা, যেমন প্রকাশে প্রভা,

বিষয়ের সুখ-ভোগ, তেমতি চঞ্চল।
বায়ু-বিচলিত ঘন, বারিবিন্দু বরষণ,
সমান আয়ুর গতি নশ্বর কেবল॥
যৌবন-বাসনাচয়, লীলামাত্র স্থায়ী নয়,
বিচারিয়ে সবে যোগ করহ আশ্রয়।
যোগে জন্মে স্থিরাবুদ্ধি, যোগে জন্মে চিত্ত শুদ্ধি
কি আছে এমন যাহা, যোগে সিদ্ধ নয়॥ ১৯

প্রথমে কুঞ্চিত শরীর লয়ে
জননী-জঠরে যাতনা সয়ে,
বসতি করিতে যতই দুখ,
ভাবিলে বিষাদে বিদরে বুক।
যৌবন তাওত সুখের নয়,
বিবিধ তৃষ্ণায় দহিতে হয়,
সয়ে বামাদের বিদ্রুপবাণ,
রাখিবারে হয় প্রাবীণ্যে প্রাণ,
একটুক সুখ আছে এ ভবে,
জেনে, শুনে, বুঝে ইহা কে কবে?

(ক্রমশঃ প্রকাশ্য।)

কবি-বাক্যাবলী।

(গত প্রকাশিতের পর।)

বিধাতার প্রতি।

ওহে ওহে বিধিবর! যদি হয় জন্মান্তর,
বাঙ্গলায় জন্ম ভবে, লেখনা হে লেখনা;
বাঙ্গলায় যদি লেখো, দেখো ওহে দেখো?,
সুকবিত্ব দিব্যগুণ, তবে আর এঁকো না।
লেখো যদি ও শকতি, তবে যেন প্রজাপতি,
কুকাব্য গাঁথিয়ে পেট, ভরিতে না হয় হে।
মিত্র* তব দুটী পায়, ধরি এই ভিক্ষে চায়,
তোমাদের যেন তার, জীবিকা না রয় হে।
কুকাব্য রচিয়ে খাওয়া, খাওয়া নয় 'মাটিখাওয়া'
যা খেয়েছি ইচ্ছে হয়, করিতে বমন হে।
মান-মাথা করি হেট, তোষামোদে পোষা পেট,
নাই নাই ওর তুল্য, পাপ বিড়ম্বন হে।
এই লেখো শুন কই, যতদিন বেঁচে রই,
সুস্থ থাকি মন থাকে, জগন্নাথ শ্রীপদে।
রচি বিভু গুণগান, জীবিকার সংস্থান,
তাহাতেই হয় যেন, ঠেকি নাকো বিপদে।

—০—

(রচনানন্দ উপলক্ষে।)

ঐশ্বর্য্য-সম্ভোগ-সুখ, নাহি দেখ চতুর্ম্মুখ,
মনোদুখ একটুক, তাহাতে না পাইব।
দাম্পত্য-প্রণয়-ধন, সে সুখেতে বিড়ম্বন,
কর যদি তবু তব, অযশ না গাইব
সুধা যার সম্বোধন, কেন প্রিয়-পুত্রধন,
সে ধনে বঞ্চন কর, তাহা নাহি চাইব।
সৎকাব্য-রচনা সুখ, না লিখিলে চতুর্ম্মুখ,
মরম বেদনা বড়, পাইব হে পাইব।
মিত্র* ধরি দুটী পায়, তোমারে এ ভিক্ষা চায়,
অন্য সুখ সমুদায় না লেখো না লেখো হে।
ও সুখ না লিখে মোর, ঘটাওনা দুঃখ ঘোর,
বার বার এ মিনতি, দেখো বিধি দেখো হে।

কবিরা কেন অর্থ চায়?

অহে অহে ভর্ত্তৃহরি, শত নমস্কার করি,
তব পদে, তুমি গুরু, সত্য কথা কহিলে।
বেদ-বাক্য তব-বাক্য, পদে পদে পাই সাক্ষ্য,
কবিত্ব ছটায় তুমি, কেবল না মোহিলে॥ (১)
ছোট ছোট শিশু সবে, খেতে দে খেতে দে রবে,
গেহিনীকে জড়াইয়া, চঞ্চল না করিত,
ঘরে কিছু মাত্র নাই, ছেলেদিগে কি খাওয়াই,
বলে সেই দুঃখিনীর, অশ্রু নাহি ঝরিত,
স্থবির অচল তাত, না পাইয়া শাক ভাত,

---

* বিধাতার এক নাম কবি, অতএব কবি মিত্র সম্বোধন করিয়াছে। পক্ষান্তরে এই কাব্য-রচয়িতার উপাধি মিত্র সুতরাং "হে বিধাতঃ! মিত্র (কাব্যলেখক) তোমার দুটী পায় ধরিয়া—" ইত্যাদি ভাবও গ্রহণ করা যাইতে পারে।

কাতরে বিভুর কাছে, মৃত্যু নাহি চাহিত,
না পাইয়া পূর্ণাহার, স্নেহের প্রতিমা মার,
অস্থী চর্ম্ম শুকাইয়া, যদি নাহি যাইত ;
পুরাইতে নিজ পেট, উচ্চ মাথা করি হেট,
কবি কি কাহার কাছে ছার অর্থ চাহিত ?
পরিবার পোষা চাই, তাই মান মাথা খাই,
কহিছে হরিশ কবি, তাইত হে তাইত।

কবির তেজস্বিতা উপলক্ষে।

বাগ্দেবীর পুত্র যাঁরা, নির্দ্ধন হলেও তারা,
তোষামোদ করি কার, গুণ গান গায় না।
বরঞ্চ দিনান্তে খায়, সমাজেতে কষ্ট পায়,
অপমান-মিশ্র-অন্ন, তবু তাঁরা চায় না॥
বরং অনাহারে রয়, ক্ষুধায় যাতনা সয়,
তথাপি হরীশ * ক্ষুদ্র, শশ-মাংস খায় না।
কবিকুম্ভ ভেদ করি, মস্তিষ্ক আহারে হরি,
সামান্য শিকার পেলে, আঁখি তুলে চায় না।

কবির দৈন্যে।

হে বিধি কুবিধি তব, সহিবারে পারি সব,
এক অবিচার প্রাণে, সহেনা হে সহেনা।
চাঁদে দিলা মৃগদাগ, মণিতে ভুষিলা নাগ,
কণ্টকে বেড়িলা পদ্ম, তাহে বড় বহে না,
চন্দনে না দিলা ফুল, তাতেও ধরি না ভুল,
ইক্ষুতে না ফলে ফল, তাহে মন দহে না।
মূর্খ জনে কর ধনী, তাহে না বিষাদ গণি,
কবির দীনতা দেখে, খেদে প্রাণ বহে না।
করি তোমা পরিহার, হেন অবিচার আর,
ভাবীকালে ওহে বিধি, করনা হে কর না।
কবিত্ব বিভব যাঁয়, দীনতার যোরদায়,
ঠেকায়ে সমাজে মান, তার আর হোর না।

কাব্যের দোষ গুণ উপলক্ষে কবির প্রতি।

দল বাঁধি লক্ষ কাকে, যদিও আহ্লাদে ডাকে,
কর্ণ ক্লেশ বই তায়, চিত্তসুখ হয় না।
একমাত্র পিকবর, যদি করে কুহু স্বর,
শ্রবণে অময়ে প্রীতি, কর্ণ-ক্লেশ রয় না।
করি কাব্য-আলোচন, নিন্দ্যে দয় শতজন,
ধন্যবাদ দিলে তাও ভাল মনে লয় না,
রসজ্ঞ অভিজ্ঞ একে, কাব্যখানী পড়ে দেখে,
ভাল কৈলে তাই ভালো, শ্রম-দুঃখ রয় না।
কবি তব কাব্য দেখে, অল্পজ্ঞ সহস্রে ডেকে,
দূষিলে সে কথা কাণে ভরো না হে ভরো না।
বিজ্ঞজনকের বাক্, এক নয় ভাবো লাক্,
সেই শ্লাঘ্য-পুরস্কার, আর আশা করো না।

দৈন্যে।

ওরে২ দরিদ্রতা! শোন বলি সার কথা,
হরিতে আমার তুই, সকলই পারবি,
মনোহর বাড়ী ঘর, গাড়ী ঘোড়া সরোবর,
ধনজন গোধনাদি, বরঞ্চ না ছাড়্বি।
না হয় দংশনে তোর, পরাণ যাইবে মোর।
এসব করিতে তুই, পার্‌বিরে পারবি।
কবিত্ব অমিয়া রসে, জীবিত যে রব যশে,
সে জীবন হরিবারে, নারবি রে নারবি।

পেটুক পঞ্চাননের কাব্য রচনা।

প্রথম পটল।

টম্ টম্ সরস্বতি। নির্ম্মল বরণে।
যুড়ি হাত প্রণিপাত তব শ্রীচরণে॥
পেটাতুরে পুত্র আমি অবিদিত নাই।
বাল্যকাল হতে মোর "খাই খাই খাই
কেহ যদি লিখিতে দিয়েছে কলাপাত।
কলা মনে পড়ে গেছে পাতে দিয়ে হাত
কলা কিছু ভারতি গো কম ফল নয়।
যাহা বিনে দেব দেবী অর্চ্চনা না হয়॥
যাহার আঘ্রাণে হয়ে লোভাক্রান্ত মন।
আশ্রয় করিলা হনু কদলী কানন॥
করেতে ধারণ যবে করেছি লেখনী।

* হরি+ঈশ = হরিশ = সিংহ = প্রধান।

ইক্ষুদণ্ড স্বাদ মনে পড়েছে তখনি ॥
রসময় রসের আধার ইক্ষুদণ্ড।
তাহারে ভুলিতে কেবা পারে একদণ্ড ॥
চিনি মিশ্রি ওলা আর যত মিষ্ট রস।
কিছু, কিছু নয় বিনা ইক্ষুর পরশ ॥
অ পড়িতে বলেছেন শিক্ষক যখন।
অম্র ফল অমনিই হয়েছে স্মরণ ॥
আ পড়িতে ঘোরতর ঘটেছে জঞ্জাল।
আমারস মনে পড়ে পড়িয়াছে লাল ॥
দেখিয়ে আমার ভাব অবাক্ শিক্ষক।
কহিতেন “এটা দেখি বিষম পাতক” ॥
স্বরবর্ণ ষোলটী শিখিতে পিঠে মোর।
কত যে পড়েছে বেত নাহি তার ওর ॥
কষ্টে স্রষ্টে স্বরবর্ণ করি সমাপন।
হল বর্ণ যখন করিনু আরম্ভন ॥
পেটাতুরে তখন পেয়েছে যত দুখ।
স্মরণ করিতে তাহা ফেটে যায় বুক।
ক বলিতে মনে মোর পড়িত কমলা।
এক মুখে তার তার নাহি যায় বলা ॥
থাকুক আস্বাদ, বার পা(ও)য়া মাত্র ত্রাণ।
বুকের ভিতরে প্রাণ করে আন্ চান ॥
এইরূপ প্রতি বর্ণ কৈলে উচ্চারণ।
কত মত খাদ্য বস্তু হইত স্মরণ ॥
সে সব বস্তুর পাশে যেত মন রড়ে।
কে শোনে শিক্ষক বাক্য কেবা আর পড়ে ॥
এই মত নিয়ত করিয়া “খাই খাই”
না পেলেম তোমার করুণা এক পাই ॥
আগে যদি করিতাম বিদ্যা উপার্জ্জন।
তবে তব কুপুত্র কি হতেম এমন?
অনুতাপে তনু জ্বলে কি বলিব আর।
অর্থাভাবে ইচ্ছামত জোটেনা আহার ॥
সাধারণ দুখ একি সাধারণ দুখ।
অষ্টযাম অবিরাম নাহি চলে মুখ ॥
জগত জননী তুমি দীন দয়াময়ী।
আমি দীন তাই মা তোমারে দুঃখ কই ॥
নাহিক উপায় আর তব কৃপা বই।
কর কৃপা অভাগা রচুক এক বই ॥
নবেল নাটক কাব্য আর প্রহসন।
নাচাই এ সব আমি করিতে রচন।
মম বই পড়িয়ে যেমন বন্ধুজন।
বুঝে সবে পেটুকের আশয় কেমন ॥
কাটালেম জীবন করিয়া “খাই খাই।”
তব কৃপা বিনে এবে অন্য গতি নাই ॥
বিমুখ হও মা যদি তবে কোথা যাই।
দোহাই দোহাই তব বিছার দোহাই ॥
রচনার বিঘ্ন মাতা পায় পায় পায়।
তাই এত খোষামুদি করি মা তোমায় ॥
অনুকূলা হয়ে কর বিঘ্ন নিবারণ।
এই নিবেদন মম এই আকিঞ্চন ॥
কাব্য রচনায় থাকি যাবৎ জননী।
হাড়ীতে সবরা যেন না দেয় রান্ধনী ॥
ছেক্ ছেক্ শব্দ যদি শ্রবণে পশিবে।
হাতের লেখনী তবে অমনি খশিবে ॥
মাঠে চরিতেছে কচি ছাগ ছানা সব।
কিছুকাল রোক্ তারা হইয়া নীরব ॥
গ্রন্থ লেখা যাবৎ না হয় সমাপন।
তাবৎ মধুর শব্দ না করে যেমন ॥
মধুময় পাঁঠার মধুর ভেঁভেঁ ডাকে।
যে কবির লেখনী করেতে স্থির থাকে ॥
বধির সে, কিবা হবে অগ্নি মান্দ্য তার।
সত্য সত্য পুনঃ সত্য কহিলাম সার ॥
বাজারে বেচিছে মাছ মেছে যতজন।
তারাও কবির শত্রু নহে সাধারণ ॥
যাবত না উঠি আমি কাব্য লেখা সেরে।
ডাকেনা গাহাক যেন ডাক পেরে পেরে ॥
“চাই বাচা” ‘চাই ভাঙ্গনা’ ‘চাই কত আর’।
হা কারিলে কাব্য লিখা হবে মম ভার ॥
অনুরোধ করি তাই ধরিয়া চরণ।

মেছোদিগে রেখো মাতা করিয়া বারণ ॥
টঙ্গেতে বিহরে যত কবুতর দল ।
তারাও বাকুম শব্দে করে গো চঞ্চল ।
যাবৎ না যায় মম কাব্য লেখা ধুম ।
তাবৎ না করে যেন বকুম্ বকুম্ ॥
শব সাধনায় মাতা শ্মশানে যেমন ।
ভুত প্রেত সাধকের করে বিড়ম্বন ॥
কাব্য লেখা সেইরূপ বিষম ব্যাপার ।
কত বেটা উপসর্গ সংখ্যা নাহি তার ॥
মলাই মিষ্টান্ন বেচা যত যত ঠক
রচনার পক্ষে তারা বিষম কণ্টক ॥
এ সকল এ সময় হাকু মারে যদি ।
কেমনে হইব পার কাব্যরূপ-নদী ॥
যাবত এপার হতে ওপার না যাই ।
চুপ মেরে থাকে যেন এই ভিক্ষা চাই ॥
আইল আষাঢ় মাস সুখের সময় ।
আম জাম কাঁটাল পাকিল সমুদয় ॥
রসময় রসে ভরা রসাল রসাল ।
নাম উচ্চারণ মাত্র মুখে পড়ে লাল ॥
নেরে মুটে জুটে নিতে তিন গুণ দাম ।
পথে পথে ডেকে ফিরে " লে আম ' ' লে আম । '
এরা যদি মোর কাছে আসিয়া হাকিবে ।
আমের নামে কি মন স্ববশে থাকিবে ?
আমের ঝুঁরিতে মন যদি ছুটে যায় ।
কাব্য রচনায় তবে কে হবে সহায় ॥
তাই বলি অভাগার ভাগ্যেতে যেমন ।
না হয় না হয় মাতা হেন দুর্ঘটন ॥
কলম ফেলাইয়া বেগে প্রস্থান ।

——oo(o)oo——

প্রেরিত পদ্যমালা ।

প্রভাত বর্ণন ।

প্রভাতিল বিভাবরী . মৃদু মন্দ পদে
গেলা চলি নিশানাথ সাগর সদনে
বিরাম লাভের আশে । নিকুঞ্জের দল
আরম্ভিল প্রাতঃ রাগে প্রভাত সংগীত
বীণার নিক্কন স্বরে ভাবুকে মোহিয়া ।
পতত্রী নিস্বন শুনি জাগিলা রসিকা
প্রতিধ্বনি, দেবী গিরি কন্দর বাসিনী .
হাসিয়া সুন্দরী সেই সুমধুর রবে
গাইল সঙ্গীত যাহা কানন বিকাশি
কলকণ্ঠ গায়কেরা গাইলা সুতানে ।
উড়িলা সে ধ্বনি ধরি প্রভাত পবন
দেবদলে প্রমোদিতে । ঘরে ঘরে গিয়া
জাগাইল কৃষ্ণকাক দ্রুত পুরোগামী
দেবদূত, বাল বৃদ্ধ যুবক যুবতী
ডাকিয়া সভারে " উঠ কেন শুয়ে আর ?
দিনেশ উদয়াচলে—যাও যার কাযে । "
পূর্ব্বাশার স্বর্ণ দ্বার পদ্ম কর দিয়া
খুলিলা বালিকা উষা ভানুর দুহিতা ।
বৈনতেয়-অরুণের চালিত সুন্দর
রক্তবর্ণ রথে চড়ি দেব বিভাবসু
ধরনীর বিম্বাধর চুম্বিলা আসিয়া .
উল্লাসে হাসিলা মহী । হিম বিন্দু অঙ্গে
ফুটিল কুসুম কুল (নব কুলবধূ)
ললিতা আনন্দময়ী প্রফুল্ল যৌবনা
স্নাত জাহ্নবীর জলে) মধু গন্ধ মুখে ।
পুরিল চৌদিক সেই চারু পরিমলে,
করিয়া মানস ভোর নিশি স্নিগ্ধ বায়
নিশির শিশির সিক্তা জীব জন্তু সবে
স্বাবরে জঙ্গমে যেন একতান মনে
গাইল মঙ্গল গীত সম-উচ্চৈঃস্বরে
" জয় জগদীশ জয় . " পুরিল মেদিনী
সুরব সৌরভে তার । আনন্দে ভাসিল
শান্ত রসে ধরা পুনঃ চৌদিগে নিরখি
যেন নব বেশ ধরি কম কান্তিময়ী
জীবন্ত প্রকৃতী সতী নৃত্য করে সুখে ।

———

অমিত্রাক্ষর এবং মিত্রাক্ষর ছন্দঃ।

মিত্রাক্ষর এবং অমিত্রাক্ষর এই উভয়জাতীয়ছন্দের বয়ক্রম-বিচার করিতে হইলে মিত্রাক্ষর "ভুবণ্ডী" কাকত্ব প্রাপ্ত হয়। এবং অমিত্রাক্ষরকে "সে দিনকার ছেলে" বলিলে বিদ্রূপ করা বা অসত্য কথা হয় না। ১৭৮১ শকের শ্রাবণ মাসের "বিবিধার্থ সংগ্রহ" নামক প্রসিদ্ধ মাসিক পত্রে "তিলোত্তমা-সম্ভব" কাব্যে এইছন্দঃ অবলম্বিত হয়, তৎসময় ইহার আবিষ্কর্তা আত্ম প্রকাশ করিয়াছিলেননা। কাব্যখানীর দুইসর্গপ্রচারের পর, কবিবর শ্রীযুক্ত মাইকেল মধুসূদন দত্ত আর দুই সর্গ যোজিত করিয়া উহাকে পূর্ণাবয়বে পুস্তকাকারে প্রচারিত করেন। অন্যান্য ভাষার সাহিত্য সংসারে অমিত্রাক্ষর ছন্দের বয়স যতই কেন না হউক বঙ্গ-সাহিত্যসংসারে আজি দশবর্ষ মাত্র। মিত্রাক্ষর ছন্দের বয়স বিষয়ে সংখ্যাপাত করা দুঃসাধ্য, কিন্তু ইহা নিঃসংশয়ে কথিত হইতে পারে যে, বঙ্গভাষা, জন্মগ্রহণ করিয়া যে সময়ে ভাব প্রকাশে সমর্থ হইয়াছিলেন তাহার অব্যবহিত কাল পরেই উহার জন্ম হয়। সেই সময় নির্দ্দেশ করা সহজ নহে। কারণ বঙ্গভাষার জন্মসময় আজিও কেহ অবিসম্বাদিত রূপে নিশ্চিত করিয়া বলিতে পারেন না। না পারুন;কিন্তু মিত্রাক্ষর ছন্দঃ যে অমিত্রাক্ষর ছন্দঃ হইতে বয়োবৃদ্ধ তৎপক্ষে কাহারও 'দ্বিরুক্তি' নাই।

অমিত্রাক্ষরাত্মক-তিলোত্তমা সম্ভব কাব্য প্রচারিত হইলে পর বঙ্গ-সাহিত্য সংসারে উহা আন্দোলনের এক প্রধান বিষয় হয়। কাব্যামোদীদিগের মধ্যে অনেকে অনেকপ্রকার মত প্রকাশ করেন। যাঁহারা সর্ব্বদা ইংরেজজাতির অনুকরণে ব্যতিব্যস্ত তাঁহারা এই ছন্দের ভাবরসে একেবারে বিমুগ্ধ হইয়া পড়েন, সুখের বিষয় এই যে যাঁহারা বৎসরের মধ্যে একদা.একদণ্ডের নিমিত্ত বাঙ্গলা কাব্য পাঠ করিতেন না তাঁহারাও বিশ্রামকালের সমধিক সময় তিলোত্তমা পাঠে অতিবাহিত করিতেন; ফলতঃ তৎকালে অমিত্রাক্ষরাত্মক কাব্যের প্রতিকূল ও অনুকূল দুইপক্ষ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল একালেও এই দুই দলের একতা জন্মে নাই। না জন্মিলে ও অনুকূলের সংখ্যা অপেক্ষা প্রতিকূলের সংখ্যা সমধিক নহে। বিবিধ ভাষাবিৎ কাব্য-রসজ্ঞ বিবিধার্থ সংগ্রহ সম্পাদক তিলোত্তমা সম্ভবের সমালোচনায় বাঙ্গলাভাষায় অমিত্রাক্ষর ছন্দের আবশ্যকতা ও উক্ত ছন্দের উপকারিতা বিষয়ে এইরূপ লিখেন।"

"সাহিত্যকারেরা রসাত্মক বাক্যকেই * কাব্য বলিয়া নির্দ্দেশ করেন, সেই রসের বিশেষ উদ্দীপনার্থে কবিরা তাঁহাদের রসাত্মক বাক্যসকল নানাবিধ মিতাক্ষরে অর্থাৎ ছন্দে নিবদ্ধিত করিয়া থাকেন, এবং ছন্দের লক্ষণ এই যে রচনাকে নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক পদ বা চরণে বিভক্ত করিয়া ঐ চরণে নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক মাত্রা বা বর্ণ ও যতি বা বিরাম রাখিতে হয়। দেশ ভাষা ও পাঠকদিগের রুচি ভেদে ঐ ছন্দের বিবিধ রূপান্তর হইয়া থাকে। সংস্কৃতে ঐ রূপান্তর করণার্থে ছন্দের বর্ণ মাত্রা ও যতির পরিবর্ত্তন করা হয়; সুতরাং বর্ণ যতি ও মাত্রাই ছন্দের আত্মা, তদভাবে ছন্দঃ হয় না। ছন্দের অলঙ্কার স্বরূপে কোনং ছন্দের এক চরণের শেষ অক্ষরের সহিত অপর চরণের শেষ অক্ষরের অনুপ্রাস করা হয়; কিন্তু তাহা ছন্দের অঙ্গ নহে। এই বাক্যের প্রমাণার্থে আমরা সমস্ত সংস্কৃত কাব্যের উদ্দেশ করিতে পারি ঐ সকল কাব্য ছন্দে রচিত, অথচ তাহাতে অন্ত্যানুপ্রাস প্রায় নাই। কবিকুল-পিতামহ-বাল্মীকি স্বীয় রামায়ণে ঐ অনুপ্রাসের প্রয়োগ একবার মাত্রও করেন নাই। বেদব্যাস অষ্টাদশ পুরাণ ও মহাভারতেও তাহার অনুসরণ করিতে বিরত হন। কালিদাস, ভবভূতি, শ্রীহর্ষাদি নব্য কবিরাও তাহার অনুরাগী নহেন। এই সকল দৃষ্টান্তে স্পষ্টই অনুভূত হইবে যে অন্ত্যানুপ্রাস কবিতার সামান্য অলঙ্কার মাত্র, তাহা কোন মতে অবশ্য প্রয়োজনীয়

*কাব্যং রসাত্মকং বাক্যং) সাহিত্যদর্পণ। ১ম ৩ পৃষ্ঠ

নহে। ইহা স্বীকর্ত্তব্য বটে যে বঙ্গভাষায় অদ্যাপি যে সকল কবিতা প্রকটিত হইয়াছে, তৎসমুদায়ই অন্ত্যানুপ্রাস-বিশিষ্ট, কিন্তু তাহাতে অন্ত্যানুপ্রাসের অবশ্য-প্রয়োজনীয়তার সাব্যস্ত হইতে পারেনা, যেহেতু বাঙ্গালির ছন্দোমালা পরিপূর্ণ নহে, তাহার সম্পূরণার্থে সর্ব্বদা নূতন ছন্দঃ প্রস্তুত করা ও সংস্কৃত ছন্দঃ সকল গ্রহণ করা হইতেছে, অতএব দত্ত বাবু বাঙ্গালী কাব্যের পদ হইতে মিত্রাক্ষর-স্বরূপ নিগড় ভগ্ন করায় বোধ হয় সহৃদয় ব্যক্তিরা অসন্তুষ্ট হইবেন না। কেহ ইহা প্রশ্ন করিতে পারেন যে অন্ত্যানুপ্রাস অলঙ্কার মাত্র, কবির স্বেচ্ছায় তাহার ত্যাগ হইতে পারে, পরন্তু সে ত্যাগ করিবার কারণ কি? অপর অন্ত্যানুপ্রাস সুখশ্রাব্য, তাহাতে স্বত্বরে অর্থের বিকাশ হয়, অধিক দূর অবধি বাক্যের আসক্তির নিমিত্ত অপেক্ষা করিতে হয় না, যাহারা গদ্য রচনা অত্যল্প মাত্র বুঝিতে পারে তাহাদিগের পক্ষেও অনুপ্রাসের সাহায্যে পয়ারাদি ছন্দোগত ভাব অনায়াসে বোধগম্য হয়, তাহার পরিত্যাগের প্রয়োজন কি? এই প্রশ্নসকল আশু উৎকট বোধ হইতে পারে, পরন্তু তাহার উত্তর নিতান্ত অসাধ্য নহে। কবির স্বেচ্ছানুসারে অন্ত্যানুপ্রাসের পরিত্যাগ হইতে পারে এই স্বীকারে প্রথম প্রশ্নের সদুত্তর অনায়াসে উপলব্ধ হইবেক। অপর অনেক সহৃদয় ব্যক্তিরা দীর্ঘকাব্য-পাঠে প্রতি চতুর্দ্দশ অক্ষরের পর অনুপ্রাসকে শ্রবণসুখকর না বলিয়া নিয়ত স্বরসাম্য-প্রযুক্ত অপ্রিয় জ্ঞান করেন, কোন২ বাঙ্গালী কবি ঐ স্বরসাম্যত্বের নিবারণার্থে এক কাব্যে নানা ছন্দঃ ব্যবহৃত করেন, তদন্যথায় সংস্কৃত ইংরাজী লাটিন ও গ্রিক মহাকবিদিগের অনুকরণে অনুপ্রাসের ত্যাগ শ্রেয়স্কর বোধ হইতেছে। অধিকন্তু পয়ারছন্দে প্রতি চতুর্দ্দশ অক্ষরের শেষে অর্থের সমাপ্তি করিতে হয়। তাহার অনুরোধে মনোগত ভাবের সঙ্কোচ হইয়া উঠে, কল্পন শক্তি শব্দাভাবে বহুদূর ব্যাপন করিতে পারেন না, উজ্জ্বল ভাব খর্ব্ব হয়, কাব্যের গৌরবের লাঘব হয়, এবং ওজোগুণের হানি হয়। অনুপ্রাসের প্রতিবন্ধক না থাকিলে কবিরা এক বাক্যকে যতদূর ইচ্ছা ততদূর দীর্ঘ করিতে পারেন, যে স্থানে ইচ্ছা সে স্থানে বাক্য শেষ করিতে পারেন, ও যে পরিমিত শব্দে আপনার ভাব সুপরিব্যক্ত হয় তাহারই গ্রহণ করিতে পারেন; কদাপি পাদপূরণের নিমিত্ত বৃথা শব্দের প্রয়োগ বা প্রয়োজনীয় শব্দের পরিত্যাগ করিতে প্রণোদিত হয়েন না। ফলতঃ দত্তজ যথার্থ লিখিয়াছেন যে মিত্রাক্ষর কবিতার নিগড়। তাহার পরিত্যাগে কবিতা কারাবদ্ধ হইতে পারেন।”

উক্ত সম্পাদক স্থানান্তরে লিখিয়াছেন—

“ইহা অবশ্য স্বীকর্ত্তব্য যে অন্ত্যযমক থাকিলে কবিতা যেরূপ অনায়াসে বোধগম্য হয় অন্ত্যযমক বিরহে সেরূপ সুখবোধ্য হইতে পারে না, সুতরাং অন্ত্যানুপ্রাস-বিশিষ্ট কবিতা যেরূপ অনভিজ্ঞ পাঠকের নিকটে সমাদৃত হয় অন্ত্যানুপ্রাসবিহীন কাব্য তাদৃশ হইবেক না। পরন্তু ইহা স্বীকর্ত্তব্য যে সকল কবিতাই অনভিজ্ঞ ব্যক্তির নিমিত্ত প্রস্তুত হয় না, এবং ধীমান্ ব্যক্তিদিগের নিমিত্ত তদোপযোগ্য কবিতা প্রস্তুত করা কর্ত্তব্য। বালকের দুগ্ধফেন ভীমের উপযুক্ত খাদ্য নহে। বোধ হয় এতদ্দেশীয় পণ্ডিত মহাশয়েরা বাঙ্গালী কবিতার নাম শুনিলেই “ভাষা” বলিয়া পরিত্যাগ করেন তাহার একমাত্র কারণ এই যে তাঁহারা কালিদাস শ্রীহর্ষ প্রভৃতির কবিতা পাঠ করণান্তর অর্থের গৌরবহীন পয়ার নিতান্ত ইতরবৃত্তি মনে করেন।”

উক্ত সম্পাদক এই প্রস্তাবের এক অংশে লিখিয়াছেন “কাব্যের প্রধান অঙ্গ অক্ষর বা মাত্রা বৃত্তি ও যতি আমরা তাহা অবশ্য প্রয়োজনীয় বোধ করি। এবং আমাদিগের আধুনিক কবি দত্তজও তাহার বিরুদ্ধ মতাবলম্বী নহেন।”

অন্যান্য সম্পাদকগণ অন্যান্য বিষয়ে যেরূপই

লিখুন না কেন কেহই দত্তজ মহাশয়ের কবিত্বশক্তির বিশেষ প্রশংসা লিখিতে কুণ্ঠিত হন নাই।

এই রূপে তিলোত্তমা সম্ভব সমালোচিত ও প্রচারিত হইলে পর দত্তজ মহাশয় মেঘনাদ বধ কাব্য এবং বীরাঙ্গনা কাব্য অমিত্রাক্ষর ছন্দে প্রচারিত করেন। এই দুই খানি কাব্য প্রচারিত হইলে দত্ত কবির পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক যশঃ লাভ হইয়াছিল, এমন কি মাননীয় বিবিধার্থ সংগ্রহ সম্পাদক মেঘনাদ পাঠে এরূপ বিমুগ্ধ হইয়াছিলেন যে দত্তজ মহাশয়কে আদিকবি বাল্মীকির সহিত তুলনা করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। ইংরাজী কাব্য পাঠকগণ দত্তজকে বাঙ্গলার মিল্টান বলিয়া মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছিলেন। কবিবর দত্তজ মহাশয় লব্ধ প্রতিষ্ঠ হইলে এবং কবি খ্যাতিলাভ করিলে পর বঙ্গীয় কাব্যকারদিগের চিত্ত তদনুকরণার্থ ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়ে। কেহ২ দত্তজমহাশয়ের অমিত্রাক্ষর পয়ারের রীতি অবলম্বন করিয়া কাব্য প্রণয়ন করেন কেহ২ তাহারই কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন করিয়া দশাক্ষরি, দ্বাদশাক্ষরি এবং দীর্ঘ পয়ার প্রভৃতি ছন্দে কাব্য প্রণয়ন করেন। নূতনছন্দঃ আবিষ্কারের যশঃলিপ্সু হইয়াই হউক অথবা ভারতী ভাণ্ডারের ছন্দঃ সংখ্যার আধিক্য সাধন আশয়েই হউক অমিত্রাক্ষর ছন্দের অনুকরণে সমস্বরান্ত ছন্দঃ নামক এক নূতন ছন্দঃ জনৈক কাব্যকার প্রচার করিয়াছিলেন, এই দুই প্রকার ছন্দাত্মক কাব্য বঙ্গীয় সমাজে বিশেষ পরিচিত নহে। অতএব এস্থলে উক্ত উভয় প্রকারের কাব্য হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া যাইতেছে।

—১—

মদনভস্ম কাব্য হইতে উদ্ধৃত।

ওকি? সিতপদ্মাসনে বীণা-পাণি
দেখি ওকি, কহ? কল্পনাকমাঙ্গী
(অন্ধতম বিষাদ-তামসীযোগে,)
পশিরে দাসের কাণে রোদনের
মৃদুমন্দ রব, শীতশ্বাসবহ
সহ উত্তর হইতে? যথা বেণু-
রব শুনায় পালকমাতা প্রিয়-
শিশু শ্রবণবিবরে,—সুধাসম!
হায়, ওকি প্রিয়পতি বিয়োগিনী
যুবতীর ধ্বনি? স্বরানুভাবিকাশক্তি
বোধায় মানসে! 'হা নাথ, কোথায়
গেলে?' বিলাপিছে বিনায় নিস্বনে!
যথা রোদে পিক প্রিয়া, পিকবরে
হরিলে নিষাদে বিজন বিপিনে—
প্রদোষে পাদপ নীড়ে নিবসিয়া!
[প্রথমসর্গ।

কি কারণ ত্রিপুরসূদন,
দহিলা কন্দর্পে, সুখনিধি
ছিল যেই এতিন ভুবনে?
দীনের করেতে ধরি আর্য্যে,
লিখাও এ সুধা-আখ্যাবলী
যথা রীতিমতে—ধারাবাহী!
বিদ্যারম্ভ প্রথম দিবসে,
লিখায় করেতে ধরি যথা,
বঙ্গ-অঙ্ক-বাল বালাদলে,
ব্রাহ্মণ পণ্ডিতে ধারাবদ্ধ।
সুরিশির দিব্যচক্ষু যোগে;
এ দীন "মদনভস্ম" হেরে
যেন করুণকটাক্ষকোণে।
মাতা, পিতা অঙ্গজ নিচয়ে
যথা অজ্ঞ, বিজ্ঞ না বিচারি!
[তৃতীয়সর্গ।

এথা সুরকুল, সুররাজ সচিন্তিত হিয়া
দূত অনাগমে, চিন্তেন মানস মাঝে সবে,—
প্রবাসী নির্দ্দিষ্ট দিবসে আবাসে না আইলে।
পিতা, মাতা পরিজন যথা—"হায় বিধি কেন;
বার বার প্রতার দেবতাদলে, কপট্টা
লীলাছলে। বিড়ম্বনা একশেষ ভুঞ্জিয়াছি
সবে প্রত্যক্ষ প্রমাণ—স্বর্গ সুখ রাজ্য

সিংহাসন পরিচ্যুত, আর স্বর্গীয়বিভব !
ক্ষত বিক্ষত শরীর স্ববর্ণ ঝাঁঝরিত
দুর্ব্বার তারকাসুর রণে—শায়ক প্রহারে !
হেরি কিঞ্চিৎ করুণাকণা ও মক হৃদয়ে ।[চতুর্থসর্গ ।

অজ্ঞোদ্বাহ হইতে উদ্ধৃত।

কিবা মনোনীত কানন রুচির
তাপস-প্রযত্ন-সৃষ্ট ।
পুষ্প-চয় তালে সুবৈরল্য ভাবে
শোভে সজ্জে যথা খক্ষ।
বিহঙ্গ-নিকর করে মধু-রব
শ্রবণে শীতলা শ্রুতি।
ফল-ভারে তরু- গণ নত তনু
শাখা বিচুম্বিতা ভূমি।
চারু তরূপরি স্থিতা মৃদু মতী
লতা সরলতা ভাবে
প্রোষিত-পতিকা মদন-শিথিলা
যথা সুনিদ্রিতা নাগে॥
কলাপি কলাপ করিছে বিস্তার
চন্দ্রক তমালোপরে
নানা রত্ন যুক্ত- কনম মুকুট
যথা দশ-কণ্ঠ-মস্তে॥

প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড শ্রেষ্ঠ দণ্ড দণ্ডধর ।
অযোধ্যাধি পতি অতি-সমর-কুশল ।
ভানুব প্রতাপ হয় বাহ্যে অভিহত,
দণ্ডের প্রতাপ ব্যাপ্ত সদা বাহ্যান্তর ।
অনল অনিল বিনা কদা আক্রমণ
করিতে সামর্থ্য শীল নহে স্থানান্তর,
ক্ষত্রীয় প্রবর দণ্ড খাণ্ডের কুমার
আক্রমিল স্বীয়াসীম বলে সর্ব্ব স্থান ॥
শস্ত্র বিদ্যা সমাপিয়া শাস্ত্র অধ্যয়ন
করিতে অতীচ্ছু আশু ভূপেন্দ্র-শেখর,
প্রাশিয়া বিবিধ রস অশনের শেষ
যথা প্রস্বাদ্যাদীভূত গব্যরস এক ॥[দ্বিতীয়সর্গ ।

এইরূপে দশবর্ষ ব্যাপ্ত অমিত্রাক্ষর ছন্দাত্মক কাব্যের সংখ্যা বর্দ্ধিত হইয়া আসিতেছে, কিন্তু কাব্যকারদিগের কেমন দুর্ভাগ্য কেহই প্রায় দত্তজ মহাশয়ের ন্যায় যশোভাজন এবং বঙ্গীয় সমাজের পরিচিত হইতে পারেননাই। বরং অনেকেই উপহাসিত হইয়াছেন।

একণে অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রতিকূল সম্প্রদায়ের মত বিবৃত হইতেছে।

তাহারা বলেন মান্যতম বিবিধার্থ সম্পাদক অমিত্রাক্ষর ছন্দঃ সম্বন্ধে যে সকল অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন তাহা যুক্তি সঙ্গত এবং বঙ্গভাষার উপযোগী নহে।

সর্ব্বাগ্রে বলা হইয়াছে সংস্কৃত কাব্যকারেরা অন্ত্যানুপ্রাস সর্ব্বথা পরিত্যাগ করিয়াছেন। এতদুল্লেখ দ্বারা বঙ্গভাষার ছন্দঃ সমূহের অন্ত্যানুপ্রাস পরিত্যাগের ইঙ্গিত করা হইয়াছে এস্থলে দেখিতে হইবে বঙ্গভাষায় সংস্কৃত ভাষার কাব্য গ্রন্থন প্রণালী সর্ব্বথা গ্রহণীয় কি না ? এবং যাঁহারা অন্ত্যানুপ্রাস পরিত্যাগ করিয়া সংস্কৃতছন্দঃ অবলম্বন পূর্ব্বক কবিতা লিখিয়াছেন, তাঁহারাইবা কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছেন। অপিচ তাহাদিগের সেই কৃতি বঙ্গীয়সমাজে কতদূর সমাদর প্রাপ্ত হইয়াছে। এই সকল বিষয়ের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলে সিদ্ধান্ত হতাশ হইতে হয়।

ছন্দকুসুম কাব্যে সংস্কৃত ছন্দঃপদ্ধতি সম্পূর্ণরূপে অবলম্বিত হয়, তন্নিমিত্ত উক্ত কাব্য নানাগুণ সম্পন্ন হইয়াও একমাত্র অন্ত্যানুপ্রাস পরিত্যাগ করায় বঙ্গীয়সমাজে এরূপ বিরল-প্রচার যে অনেকে ইহার অস্তিত্বও জ্ঞাত নহেন। তোটক, মালঝাঁপ, দ্রুতগতি, গজগতি, একাবলী প্রভৃতি সংস্কৃত ছন্দঃ সকল বঙ্গভাষায় কাব্যাবলীতে যে সমধিকরূপে ব্যবহৃত এবং সমাদৃত দৃষ্ট হয় অন্ত্যানুপ্রাসের অপরিহারই তাহার কারণ। পদ্যের অন্ত্যানুপ্রাস যে শ্রুতি সুখকর ইহা কেহই অস্বীকার করিতে পা-

হিবেন না এতৎপ্রমাণার্থ আমরা মহাত্মা ৺ জয়দেব গোস্বামীর গীত গোবিন্দ উল্লেখ করিতে পারি। পরন্তু উক্ত সম্পাদকের মতে পয়ার ছন্দের চতুর্দ্দশ অক্ষরের শেষে অর্থের সমাপ্তি করিতে হয় ইত্যাদি অন্ত্যানুপ্রাস-ব্যবহারের যে সকল দোষ লিখিত হইয়াছে তত্তাবত ও সর্ব্বথা স্বীকর্ত্তব্য নহে।

পয়ারছন্দের প্রত্যেক চরণেই যে অর্থের সমাপ্তি করিতে হইবে এরূপকোন নিয়ম নাই এবং পূর্ব্বতন বঙ্গীয় কবিগণ তদ্রূপ ব্যবহার করিয়া গিয়াছেন বলিয়া যে এক্ষণেও সেইরূপ ব্যবহার করিতে হইবে এরূপ কোন শাসন দৃষ্ট হয়না। ক্ষমতা থাকিলে মিত্রামিত্র উভয়প্রকার ছন্দেই অসামান্য কবিত্বশক্তির সুন্দররূপ পরিচয় দেওয়া যাইতে পারে। দত্তজ মহাশয় যে রীতিক্রমে অমিত্রাক্ষরছন্দসূত্রে শব্দকুসুম গ্রন্থন করিয়াছেন, মিত্রাক্ষর-সূত্রেও তদ্রূপ গ্রথিত হইবার কোন বাধা দেখা যায়না। আমরা "সীতানির্ব্বাসন কাব্য" ও সাবিত্রীচরিত হইতে এস্থলে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি, তদ্দ্বারা পাঠকগণ আমাদিগের বাক্যের প্রমাণ পাইতে পারিবেন।

সীতানির্ব্বাসন হইতে উদ্ধৃত।

ভ্রমেন বাল্মীকি-বনে জনকনন্দিনী
সীতা, শোকাকুলা ধনী, পতিবিরহিণী
যথা ব্রজ-মঞ্জু-কুঞ্জে কুঞ্জবিহারিণী
রাধা, রাধানাথ বিনা শোকে উন্মাদিনী!
যবে রে কুবুজে, তব প্রেম, বাগুডোর
বদ্ধ ছিলা শ্যামচাঁদ ভুলি রাধিকায়
প্রেমের প্রতিমা, মরি, মথুরা ভবনে,
কংসধ্বংসে ধনী যবে ত্যজি বৃন্দাবনে!
দীর্ঘশাখতরুবর-সমীপে যাইয়া
কহিতে লাগিলা সতী কাঁদিয়া কাঁদিয়া
"ওহে তরুবর, তুমি মহাবান
অতীব, আশ্রিত জনে রাখি তার প্রাণ
রক্ষা কর; ঝড়, বৃষ্টি, আতপ-তাপ যত
ঢুকিতে না হয় তার দুখী সে সতত
যে তব আশ্রয়ে রহে; দুষ্ট অহঙ্কার
করিতে না পারে তব দেহে অধিকার;
হিংসা, পর-সুখ-নাশা বাসিতে না পারে
তব দেহে, শত্রু মিত্র স্নেহ সবাকারে।
এতবলি বসি সীতা যুগলপাণিতে
ধরি তরুমূল পুনঃ লাগিলা কহিতে।
"আশ্রিতা আজি হে তব এ হতভাগিনী
মৈথিলী, জনকবালা, স্বামিবিরহিণী,
বল শাখি, আর না কি মোরে দয়া করি,
অবসিতা হবে সীতা-দুঃখ বিভাবরী?
আর কি জীবনকান্ত গ্রহিবেন মোরে
অনুগ্রহি, হায় যাঁরে সদা প্রেম-ডোরে
রাখিতাম বাঁধি, সেই কঠিন-বন্ধন
নিদারুণ বিধি, আহা করিলে ছেদন।
কেন হে পাদপ, বল কিসের কারণ
না দেহ উত্তর শুনি দুর্ভাগা বচন?
শোকভরা পতিচ্যুতা বনিতা বলিয়া
না বলিলে কথা বুঝি আমারে ঘৃণিয়া?
এতেক বলিয়া সেই বৃক্ষ-আলিঙ্গিতা
মাধবী লতায় লক্ষি কহিলেন সীতাঃ—
"অয়িলতে, বনবাসে তরুবিলাসিনি!
জানকী আমার নাম ভ্রমি পাগলিনী
এঘোর-গহন-মাঝে, প্রিয়তম পতি
বিয়োগ-বিধুরা দাসী, শুন ভাগ্যবতি।
যেমন ব্রততি, তুমি পতি প্রতি প্রীতি
প্রকাশো, শিখাতে যেন প্রেমের সুরীতি
কুল-বালা-কুলে, হায় আমিও তেমতি
করিতাম প্রেমে মম প্রাণেশের প্রতি।
লজ্জা কি লতিকে, মোর তোমার সকাশে
বলিতে মনের কথা?—সদা এই ত্রাসে,
হৈম-হার পরি নাই হৃদয়-উপর
পৃথকিবে মম সনে কান্ত-কলেবর
চাকচক্য! হায়, বুঝি সে হারের পাশে

জ্বলি এবে দিবা-নিশি বিচ্ছেদ-সন্তাপে,
নদ, নদী, উপবন, কানন প্রান্তর
ব্যবধান হেথা আমি, কোথা প্রাণেশ্বর !
জান তুমি কত জ্বালা বিরহ-বেদনে,
আকর্ষে আসিয়া যবে তোমা কোনজনে,
বিটপী হইতে তবু না যাও ছাড়িয়া,
ছিণ্ডে যদি কাণ্ড তব পাষণ্ড হইয়া।
যায় এ জীবন সতি, বিনা জীবনেশ !
কেমনে বাঁচাই প্রাণ বল সবিশেষ।
দেহ যুক্তি লভি মুক্তি বিয়োগ-বিপদে
না কর ছলনা, সতি ধরি তব পদে।

হেন কালে কুহরিল পাখি শাখাসীন
কোকিল ! বিকল ধনী হইয়ে সুদীন
লোচন যুগলে, করি ঊর্দ্ধে বিলোকন,
কহিতে লাগিল কাঁদি তাঁহারে তখন !
"হে কোকিল, বসন্তের প্রিয়সহচর
বিপিনবিলাসি, তুমি বিষময় স্বর
না বর্ষ এখানে। যথা আছেন ভূপতি
দাশরথি, যাহ তথা যাহ শীঘ্র গতি।
তিনি মম পতি সেই অযোধ্যা ভিতরে
বসিলা বসিয়া সুখে রম্যহর্ম্ম্যোপরে
ডাক যেয়ে দিবানিশি। তুমি হে যেমন
এ নিভৃত স্থানে তব অযোগ্য-আসন।
দূতপদে আজি দাসী বরিল তোমায়,
দুঃখ বার্ত্তা সহ যাত্রা কর অযোধ্যায়
দয়া করি, চিরসুখী তুমি নাকি পাখি
সহ কিছু দুঃখ আজি দাসী বাক্য রাখি।
যাহ দ্রুত যদি, দূত, সুধান ভূপতি,
বিবরি বলিবে যত দাসীর দুর্গতি।
কিম্বা জিজ্ঞাসাতে তাঁর নাহি প্রয়োজন,
দূত তুমি নিজে যত মম বিবরণ
কহিও প্রাণেশ পাশে, লজ্জা কি তোমার ?
তিনি গুরুজন দেখ গৌরব আমার [তৃতীয়সর্গ।

সাবিত্রীচরিত হইতে উদ্ধৃত।

ভারত বিদিতা সতী সাবিত্রী রমণি,
ভারত-খনীর যেই মহোজ্জ্বল মণি,
সতীত্ব-বিভায় যার উজলে ভুবন।
অদ্যাবধি, আর্য্যকুল-কামিনী-রতন
যার অনুভাতি, সদা লভিতে ব্যাকুল
যে পতিব্রতায় পূজে সীমন্তিনীকুল।
"সাবিত্রীসমানা হও" বলি গুরুজন
পতিবত্নী জনে করে আশীষ বচন।
সতীত্ব-অমৃতে মৃত পতিরে জীবায়
যেই সতী। কবিগণ যার গুণ গায়।
যার যশোগানে, মহাযশা দ্বৈপায়ন,
মোহিলা মধুর রসে ভারত ভুবন।
সে সতীর গুণ-গাথা করিতে কীর্ত্তন
অভিলাষী, কি দুরাশা ! এ অক্ষম জন।
নিলাজ অবোধ জনে এই চির রীতি—
অসাধ্য সাধনে যায় তেজি লাজ, ভীতি।
সাবিত্রীর গুণ মোরে করিল চপল,
কিন্তু এ উদ্যম মম হইবে বিফল।
সাবিত্রী চরিত-গান শ্রবণ-রঞ্জন,
কেমনে গাইব আমি দিন অকিঞ্চন ?
পারে কি খদ্যোতাধম, সম সুধাকর,
করিতে জগৎ কভু কৌমুদী-ভাস্বর ?

এ বাক্য কুসুম মম, নাহি মোর আশ,
বিতরিবে জনগণে সুমধুর বাস।
কিন্তু যে সতীত্ব ধনে করে সমাদর
সকলে, সংসার যাহে আনন্দ-আকর।
যে সতীত্ব-সুধা স্রোতে দরিদ্রকুটীর
আনন্দে মগন সদা, নয়ন-রুচির।
সে সতীত্বগাথা ইথে হইবে গীত,
তাই যদি কদাচিত হয়ে অনাদৃত।
ফুটিলে সুরভি কত অরণ্যকান্তারে,
প্রেমিক না লবে তার পরিমল-ঘ্রাণে

দেবারাধ্য সুধা যদি কুৎসিত আধারে,
সহৃদয় জন নাহি অনাদরে তারে।
  কোথায়, ভূপাল-বালা নবীনযৌবনে
চলেছ, আরোহি এবে কনক-স্যন্দনে?
পুর-প্রান্তে কেন আজি সহ সখীজন?
(আহা! কি দেখিনু মরি! নয়ন-রঞ্জন।)
নব-বিকসিতা বালা দিব্যকান্তিমতী,
উজলি চৌদিক রূপে, চলে মৃদুগতি;
রূপের ছটায়, যেন, আকাশ-নন্দিনী—
চমকিলা ধরাতল—চপলা কামিনী।
অতুল সৌন্দর্য্যধারে কিন্তু দেখ আর—
স্থির দৃষ্টি, ধীর ভাব অতি চমৎকার।
প্রশংসে, যুবতীকুল-চঞ্চল-নয়ন,
চপল স্বভাবে আর, যত কবিগণ।
কিন্তু এ নবীনা বালা লাজের সহিত
ধীর ভাবে, স্থির নেত্রে করে বিমোহিত।
পবিত্রতা-মাখা-রূপ এ হেন ললনা
নাহিক জগতে আর করিতে তুলনা
যেন পতিব্রতা দেবী, পৌর কোলাহল
সহিতে না পারি, আজি যায় বন স্থল।
  কে তুমি? কুমারী কার? নয়ন-রঞ্জনে!
কেন আজি যান তব চলিতেছে বনে?
দয়াপাত্র দীন জনে কেন গো বেষ্টিত?
গোপনে কি দিয়ে সবে করিছ তোষিত?
কেমনে লুকাবে বালা? পেয়েছি সন্ধান,—
বহুমূল্য বস্ত্র তুমি করিতেছ দান।
অকাতরে ধনরাশি কর বিতরণ,
কিন্তু তব নিজ অঙ্গে নাহি আভরণ।
কি সার বুঝেছ বালা, বুঝিবারে নারি,
বিষয়ে বিরক্ত কোথা বিলাসিনী নারী?
সাবিত্রী নৃপতি-সুতা, চিনিনু তোমারে,
হেরিতে প্রকৃতি-শোভা, চলেছ কান্তারে।
এ বয়সে হেন ভাব না হেরি নয়নে,
ভোগসুখে সুখী সবে শৈশবে, যৌবনে।

কেন গো রাজনন্দিনি! নিত্য নিত্য তুমি,
জনতা তেজিয়া ভ্রম এ কানন ভূমি।
অশ্বপতি নরপতি, আর, রাজরাণী,
কিরূপে তোমায় ছাড়ি, ধরেন পরাণী।
ব্রত নিয়মাদি কত করি আচরণ,
লভিলা সংসার-সার দুহিতা-রতন,
যথা, হিমালয় লভে সুতা হৈমবতী,
অথবা, বিদেহ-রাজ সীতা গুণবতী।
জনক, জননী তব, শুনি লোক মুখে,
পরাণ-পুতলী মত, রাখে চোখে চোখে।
  দেখিতে দেখিতে বালা প্রফুল্ল অন্তর
প্রবেশে, সঙ্গিনী সহ, কানন-ভিতর;
তেজস্বিনী দেববালা, বিমান-রোহণে,
সখী-সঙ্গে, পশে যেন নন্দন-কাননে।
সহসা রথ-নির্ঘোষে, বিহঙ্গম-দল,
চকিত কূজনে, সবে, করে কোলাহল;
যেন বনদেবী, আসি, সাদর সম্ভাষে,
সমাগত সাবিত্রীরে, স্বাগত জিজ্ঞাসে,
পথশ্রান্তা কুমারীর ক্লান্তি-নাশ তরে,
আদেশিলা দেবী নিজ মারুত কিঙ্করে
"যাও সদাগতি! দ্রুত বিমল সরসী,
ফুল্ল কমলিনী-কুল মৃণালেতে বসি,
যথায় বিরাজে; যেন স্ফটিক-প্রাঙ্গণে
সুর পুরে সুর-বালা হরিত আসনে।
কল হংস-দল, যাহে, হংসী সাথে মেলি,
সন্তরিয়া নানা রঙ্গে, করিতেছে কেলি।
মৃদুল লহরী-লীলা নয়ন-রঞ্জন,
কাঁপায়ে উৎপলে, করে হৃদয় হরণ।
যাও সমীরণ! তথা, আন ত্বরা করি
শীতল শীকর-সুধা, সৌরভেতে ভরি,
তাহে তোষো সাবিত্রীরে অতি সযতনে,
বনভূমি পূত এবে তার আগমনে।
যাও হে অনিল! নবমালিকার পাশ,
আলো করিতেছে দিক্ যাহার বিকাশ।

যাও মাধবীর কাছে—শতমুখী সতী ;
কুলের কামিনী যথা অতি লজ্জাবতী।
যার পরিমল ছুটি, আমোদিয়া বন,
বিচলিত করে সদা মুনিজন-মন।
যাও যাও গন্ধবহ ! কেশরিণী কাছে,
বন-শোভা সৌরভিণী তেমন কে আছে ?
যেই ধনী বিস্তারিয়া অণু সুবাসিত,
বহু দূর করে সদা গন্ধে আমোদিত,
যার সমতুল নহে মন্দার কখন—
অমরাবতীর গর্ব্ব সুরেশ-মোহন।
ভুলোনা যাইতে যথা শিরীষ-মঞ্জরী—
অতি কোমলাঙ্গী, মম, চামর-কিঙ্করী,
সুবাসিত সুশীতল ধরিয়া চামর,
এ বিজনে বীজিতেছে মোরে নিরন্তর।
কূটজ, শালকুসুমে না করো হেলন,
সবে এরা মোর বড় আদরের ধন।
ক্রত আন কণবাহি ! এ সবা হইতে
সুসৌরভ, যত পার, শৈত্যের সহিতে।
অকৃত্রিম আমার এ সুখদ সম্ভারে
তোষহ অনিল ! শ্রান্ত নৃপতি-সুতারে।” [১ম সর্গ।

উপরি ভাগে যে কাব্যের কিয়দংশ উদ্ধৃত হইল, এই কাব্য খানীর সমালোচনায় মান্যতম এডুকেশন গেজেট সম্পাদক মহাশয় পষ্টাক্ষরে লিখিয়াছেন “অমিত্রাক্ষর ছন্দে যেরূপ ওজোগুণ প্রকাশ করা যায়, কবি মিত্রাক্ষর ছন্দেও সেই রূপ ওজস্বিতা প্রকাশ করিয়াছেন। রস ভাবাদি কাব্যোৎকর্ষক ধর্মসমস্ত হইতে উৎকৃষ্ট রূপে বিবৃত হইয়াছে।” ইত্যাদি। ক্রমশঃ প্রকাশ্য।

——০০(১)০০——

নূতনপুস্তক সমালোচনা।

গদ্য মহাভারত শ্রীযুক্ত পণ্ডিত দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় কৃত অনুবাদিত এবং শ্রীযুক্ত বাবু প্রতাপচন্দ্র রায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

আমরা এই গদ্য মহাভারতের ক্রমে ৩ খণ্ড প্রাপ্ত হইয়াছি. যে কারণে এই ভারত দেহ পরিগ্রহ করিয়াছে অনুবাদক তাহা প্রথম খণ্ডের বিজ্ঞাপনীতে সপষ্টাক্ষরে সুন্দর জ্ঞাপন করিয়াছেন। আমরা গ্রাহকগণের অবগতির নিমিত্ত এস্থলে সেইটী গ্রহণ করিতেছি।

“—সকলেই জানেন, ইহার পূর্ব্বে দুইখানি গদ্য বাঙ্গালা মহাভারতের আদিপর্ব্ব প্রচারিত হইয়াছে। কিন্তু তাহার মধ্যে একখানিও সংস্কৃতানভিজ্ঞদিগের বোধগম্য, সুতরাং পাঠোপযোগী, হয় নাই। প্রথমতঃ, সে দুখানিই দুষ্প্রাপ্য ; দ্বিতীয়তঃ সংস্কৃতবহুল। বর্দ্ধমানাধিপতির পুস্তকখানি সংস্কৃতের বাঙ্গালা ভাষান্তররূপ, কিন্তু একজনের কৃত বলিয়া পরস্পর সুসম্বদ্ধ ও প্রমাদবিরহিত। সিংহ মহোদয়ের আদিপর্ব্বখানি অপেক্ষাকৃত সহজ বটে, কিন্তু অনেকের কৃত বলিয়া পরস্পর বিলক্ষণ অসম্বদ্ধ ও প্রমাদসম্পৃক্ত। এখানিতেও অনেকস্থলে দুর্ব্বোধ সংস্কৃত শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে, সুতরাং সংস্কৃত না জানিলে আয়ত্ত করা যায় না। সাধারণ লোকের, বুঝিতে হইলে, গুরূপদেশ আবশ্যক। অতএব দুইখানিতেই অনুবাদের উদ্দেশ্য সাধিত হয় নাই। কোন এক গ্রন্থ অনুবাদ করিতে হইলে প্রথমতঃ যে ভাষায় অনুবাদ করিতে হইবে, তদ্ভাষীদিগের যাহাতে সুখবোধ্য হয়, চেষ্টা করা আবশ্যক।

কিন্তু মুক্তকণ্ঠে কৃতজ্ঞতার সহিত ইহা সকলেই স্বীকার করিবেন, উক্ত মহোদয়দ্বয়, উভয়েই হতভাগিনী বাঙ্গালা ভাষার ঋদ্ধি, গৌরব ও সৌভাগ্য বৃদ্ধি করিয়াছেন। তাঁহারা অনুবাদ করিয়া ভারতের যথার্থ মর্ম্ম বঙ্গবাসিদিগকে জানাইয়াছেন এবং ভাবী অনুবাদকদিগেরও পথ পরিস্কার করিয়া দিয়াছেন।

এক্ষণে যাহাতে সকলে গুরূপদেশ ব্যতিরেকে ভারতের মর্ম্মার্থ জানিতে পারেন, আমি ইহাতে সেরূপ চেষ্টা করিয়াছি ; তবে কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছি বলিতে পারি না। অনর্থক পুনরুক্ত সংস্কৃত

বিশেষণ প্রায় সমুদায়ই ত্যাগ করিয়াছি, কিন্তু আবশ্যকীয় সমুদায়ই রাখিয়াছি।

পুনরুক্ত অধ্যায়ও পরিত্যাগ করিয়াছি। একবিংশ অধ্যায়ে ঋষি একবার সমুদ্র বর্ণনা করিয়া, দ্বাবিংশ অধ্যায়ে আবার অবিকল সেই সমুদ্রের সেই রূপ বর্ণনাই করিয়াছেন। সংস্কৃতে সমাসবলে একার্থ বাক্য ভিন্নরূপে প্রযুক্ত হইতে পারে, সুতরাং অনেকস্থলে পুনরুক্তিতে অন্য কোন চমৎকারিতা না থাকিলেও অন্ততঃ পদবৈচিত্র্যও অনেক উদ্ধার করে। কিন্তু বাঙ্গালায় তাহাতে শুদ্ধ পুনরুক্তি জন্য দোষ ভিন্ন আর কিছুই হয় না। অতএব দ্বাবিংশ অধ্যায়ের সাগরবর্ণন ব্যতিরিক্ত বিষয়টুকু রাখিয়া অবশিষ্ট পরিত্যাগ করিয়াছি।

পর্ব্বসংগ্রহাধ্যায়ে আমার অভিপ্রায়ের বিশেষ ব্যত্যয় হইয়াছে। সে স্থলে বহুল দুর্ব্বোধ সংস্কৃত শব্দের প্রয়োগ আছে। কিন্তু সেটী অগত্যাই করিয়াছি। বিশুদ্ধ বাঙ্গালায় লিখিতে হইলে অনর্থক গ্রন্থবাহুল্য হয়।”

উপস্থিত ভারতের রচনা বিষয়ে পরে আমাদিগের বক্তব্য প্রকাশ করিব, অগ্রে প্রচারকের সাধু চেষ্টার বিষয়ে কিঞ্চিৎ বলা আবশ্যক।

কোটীশ্বর, কুবের-কল্প বর্দ্ধমানাধিপই বা কোথায়। আর সামান্য পুস্তক বিক্রেতা প্রতাপ চন্দ্র রায়ই বা কোথায়। সামন্ত কল্প শ্রীযুক্ত বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহ মহোদয়ই বা কোথায়। আর তদীয়ভৃত্য কল্প প্রতাপ চন্দ্র রায়ই বা কোথায়। আমরা শ্রুত আছি শ্রীযুক্ত বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহ কোন সময়ে ভ্রমণ উপলক্ষে বর্দ্ধমান উপস্থিত হন, সেই সময় তিনি বর্দ্ধমানাধীশ্বরের ভারত অনুবাদ প্রণালী স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করেন সেই সুভক্ষণেই কালীপ্রসন্ন বাবুর মহাভারতের অনুবাদ ও বিতরণ প্রবৃত্তি উত্তেজিত হয়। তিনি স্বগৃহে প্রত্যাগত হইয়াই কতিপয় সদস্য সহকারীর সাহায্যে ভারতানুবাদে প্রবৃত্ত হন। উপস্থিত ভারত প্রচারক কালীপ্রসন্ন বাবুর একজন ভারত বণ্টনকারী সরকার মাত্র। জগতের গতি অতি বিচিত্র, যে মহৎকার্য্য প্রচুর ধন সহায় সম্পন্ন ব্যক্তি দ্বারা সুসম্পন্ন হইয়া উঠে না একমাত্র অধ্যবসায় বলে অতি সুদীন ব্যক্তি কর্ত্তৃক তাহা সুসম্পন্ন হয়। যদি এই গদ্য মহাভারত নির্ব্বিঘ্নে পূর্ণতা লাভ করিতে পারে তাহা হইলে প্রতাপ বাবু ঈদৃশ অধ্যবসায়ির সংখ্যায় পরিগণিত হইবেন সন্দেহ কি। আমরা পাঠকবর্গের অবগতির জন্য প্রতাপ বাবুর কৃত বিজ্ঞাপনী হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিলাম।

“প্রথমতঃ আমি এই বিবেচনা করিয়া মহৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করতঃ ভাবিয়াছিলাম যে মাদৃশ ক্ষুদ্র ব্যক্তির দ্বারা কিরূপে এমত মহৎকার্য্য সম্পাদন হইতে পারে, এই কারণবশতঃ কলিকাতাস্থ এবং বিদেশীয় আঢ্য এবং দেশহিতৈষী মহাশয়দিগের আশ্রয় গ্রহণের প্রত্যাশায় বিজ্ঞাপন প্রদান করিয়াছিলাম, এবং অনেকানেক মহাত্মাগণের দ্বারস্থ ও হইয়াছিলাম। কিন্তু যে সকল ভগবদ্ভক্ত ধর্ম্মপরায়ণ ভারতনিরত ব্যক্তির আমি বিশেষ ভরসা করিয়াছিলাম, তাঁহাদিগের মধ্যে অনেকেই আমাকে এ মহৎকার্য্যে নিরাশার্ণবে নিমজ্জিত করিয়াছেন, অধিক কি বলিব কোন কোন মহাত্মা পূর্ব্বোক্ত মহাভারতের অনুবাদদ্বয় উপলক্ষে উপহাস করিয়া অপ্রস্তুত করিয়াছেন। এক ভারত অনুবাদ সূত্রে জানিলাম যে দেশহিতৈষীদিগের মধ্যে অনেক ব্যক্তি হিতৈষী এবং কৌতুকপ্রিয় আছেন। সেই সকল মহাত্মারা গুণীর গুণ গ্রহণ না করিয়া ব্যক্তিবিশেষের গুণেরই ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন। বোধ করি অনুবাদ বিষয়ে তাঁহারা সেইরূপ কুটিল বাক্য প্রয়োগ করিবেন, কিন্তু গুণবেত্তা লোকদিগের নিকটে তাঁহাদিগের সে বাক্য স্রোতস্বতীর বেগে ভাসমান দ্রব্যের তুল্য হইবেক। সে যাহাহউক, লোকে ভাষাকথায় বলিয়া থাকেন, যে, “অমুক, অমুক বিষয়টা লয়ে পাগল হয়,” তা আমি এই অনুবাদ সূত্রে উন্মত্ত হইয়াছি। যখন

স্থানে স্থানে হতাশ হইয়া প্রত্যাগমন করি, তখন মনোমধ্যে দুঃখের পরিসীমা থাকেনা, যে সকল মহাত্মারা সামান্য বিষয়ে অকাতরে বিপুল অর্থ বিতরণ করেন, এই মহৎকার্য্যে তাঁহাদের বৈর এবং বাক্যপ্রিয় পারিষদদিগের বাক্যগুলি হৃদয়মধ্যে যেন বিশাল শেলসম বিদ্ধ হইতে থাকে। কত কত ধনাঢ্য মহাত্মাদিগের কর্ম্মচারির বিবেচনা, আচার ব্যবহার এই ভারত সূত্রে বিশেষরূপে অবগত হইয়াছি। যতই ভূয়ঃ ভূয়ঃ হতাশ, অপদস্থ ও অপ্রস্তুত হইয়া প্রত্যাগমন করিতে লাগিলাম ততই আমার মনোমধ্যে ভারতানুবাদের অধ্যবসায় তিরোহিত না হইয়া বরং সমধিক জাগরুক হইয়া উঠিতে লাগিল। তখন মনে করিলাম, যদ্যপি ভারত সূত্রে আমাকে মহীতলে মহীরুহমূলে বাস, এবং স্বপরিবার সহ ভিক্ষাজীবি হইয়া কোন দিন অর্দ্ধাশন, কোন দিন নিরম্বু উপবাস করিয়া থাকিতে হয়, তথাচ ভারত অনুবাদে নিবৃত্ত হইব না। এমত দৃঢ় সংকল্পে করিয়া যখন মুদ্রাঙ্কন কার্য্য আরম্ভ করিলাম, তখন যে সকল লোকের আশ্রয় গ্রহণ, কি প্রত্যাশা করি নাই, এমত দেশহিতৈষী মহাত্মা মহোদয় মহাশয়েরা অনেকেই কৃপা বিতরণ করিয়া অভয় প্রদান করিলেন। অনেকেই স্বাক্ষর করিয়া গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত হইতে লাগিলেন, অনেকেই গ্রাহক উন্নতির বিষয়ে অনুগ্রহসহকারে যত্নশীল হইলেন। তাঁহাদের প্রতি কৃতজ্ঞতাগুণে আমি যাবজ্জীবন বদ্ধ হইয়া রহিলাম। এই পঞ্চমখণ্ড ভারতে স্থানান্তরে বসিয়া তাঁহাদের অনাপেক্ষ্য সহায়তা এবং প্রাদয়তার বিষয় বর্ণিত হইলনা একারণে আমি সমুচিত অপরাধী হইয়া ... দ্বিতীয়খণ্ডে তদ্বিষয়ের ত্রুটি হইবে

পাঠকগণ দেখুন। ইহার অধ্যবসায় দেখুন। কোথায় আছে "এক পায়ে হাজারি, আর পায়ে বাজারি" শ্রীযুত প্রতাপচন্দ্র রায় মহোদয়ে এই প্রবাদের সফল উদাহরণ।

এই ভারত যেরূপ প্রণালীতে রচিত হইতেছে অনুবাদক তাহা স্বীয় বিজ্ঞাপনীতে স্পষ্টাক্ষরে উল্লেখ করিয়াছেন এবং গদ্য ভারতের তিনখণ্ডে তদ্রূপ রচনার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে। বিচার্য্য এই যে বন্দোপাধ্যায় মহাশয় যে প্রণালী অবলম্বন করিয়াছেন উহা বর্ত্তমান কালের উপযোগী হইয়াছে কি না? একপক্ষ বলেন মহাভারত ভারতের যেরূপ গৌরবান্বিত গ্রন্থ বন্দোপাধ্যায় মহাশয়ের রচনা প্রণালী তদুপযোগী হইতেছেনা যেহেতু "প্রাপ্ত হইয়াছিলেন" পরিবর্ত্তে পাইয়াছিলেন, "বধ করিয়াছিল" পরিবর্ত্তে মারিয়াছিল মানবজাতির পরিবর্ত্তে মানুষজাতি ইত্যাদিরূপ বাক্য বিন্যাস করিয়া যে রচনার সারল্য সাধন করিতে চেষ্টা পাইয়াছেন তাহা সম্যকরূপে চরিতার্থ হইবে এমত বোধ হয় না। মধ্যে মধ্যে এই যে একরূপ রচনার অনুসরণে সুচারু রচনার ব্যাঘাত করা হইতেছে, শ্রুতি কটু দোষ অনুবাদিত ভারতের অধিক স্থলে স্থান প্রাপ্ত হইতেছে।

অপর পক্ষ বলেন সর্ব্বসাধারণের বোধ সুগমের নিমিত্ত যখন এই গদ্য ভারত প্রচারিত হইতেছে তখন সর্ব্বথা তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখাই যুক্তিযুক্ত। ললিত্যাদি রচনার গুণ সকলের পরিচয় দিবার নিমিত্ত যখন অনুবাদক প্রতিজ্ঞাবদ্ধ নহেন তখন শ্রুতিকটু প্রভৃতি দোষের নিমিত্ত অপরাদ্ধ হইতে পারেন না। আমরাও এই মতের পক্ষপাতী। কিন্তু আমাদের এস্থলে বক্তব্য এই যে দীর্ঘ২ সমাসযুক্ত শব্দ ব্যবহার করিয়া অবশেষে "মরিলে" "থাইল" প্রভৃতি ক্রিয়াপদ প্রয়োগ করা নিতান্ত অপরামর্শ।

মহাকবি কালিদাস প্রণীত সংস্কৃত ঋতুসংহার। আমরা যে সকল মুদ্রিত ঋতুসংহার দেখিয়াছি তন্মধ্যে এই খানিই শ্রেষ্ঠ। ইহাতে শ্রীযুক্ত মণিরাম শর্ম্মন্ কৃত চন্দ্রিকা নাম্নী টীকা আছে নেপালস্থ ডমরুবল্লভ পণ্ডিত মহোদয় ইহার সংশোধন করিয়াছেন এবং ভুবনচন্দ্র বসাক মহাশয় ইহার প্রচারক। ভুবন বাবু সংস্কৃত

পুস্তক সমুদয়ের প্রচারে যেরূপ বদ্ধপরিকর হইয়াছেন, তাহাতে তাঁহাকে ধন্যবাদ না করিয়া আর থাকা যায় না। তাঁহার আশয় যে উন্নত এবং মহৎ তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। পণ্ডিত প্রবর মণিরাম যে টীকা করিয়াছেন তাহাও প্রশংসার যোগ্য। কিন্তু ঋতুসংহার যেরূপ প্রাঞ্জল এবং স্বভাবোক্তি অলঙ্কারে পরিপূর্ণ তাহাতে টীকার বিশেষ সাহায্য অনাবশ্যক। মহাকবি কালিদাস যে অলৌকিক কবিত্ব শক্তি লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, এবং সময়২ কাব্য লিখিয়া দশদিক যেরূপ মুগ্ধ করিয়াছেন তাহাতে তাঁহার কাব্যের উত্তমতা পাঠক গণের মনে প্রতিভাষিত করিবার চেষ্টা নিতান্ত নিষ্ফল। এখন ডমরুবল্লভ পণ্ডিত মহাশয় কেমন কাব্যরসিক, একটী কি দুইটী পাঠ বৈচিত্র প্রদর্শন করিলেই সকলের হৃদয়ঙ্গম হইবে। আমরা তাঁহার প্রায় সমুদয় পাঠ পরিবর্ত্তনেই সম্মত আছি কিন্তু দুই এক স্থানে আমরা তাঁহার সহিত একতা অবলম্বন করিতে পারিনা। আমাদের বাক্যের প্রমাণার্থ একটী পাঠ উদ্ধৃত করিলাম; বর্ষাবর্ণন ২ শ্লোক "সমাগতো রাজবদুদ্ধতদ্যুতিঃ" এই পাঠের পরিবর্ত্তে আমরা পূর্ব্ব দৃষ্ট পাঠের অনুমোদন করি "সমাগতো রাজবদুন্নতধ্বনিঃ" কারণ দ্বিতীয় পাঠটী কিঞ্চিৎ ভাব গৌরব সম্পন্ন, এবং "তড়িৎ পতাকো" পূর্ব্বে থাকাতে "রাজবদুদ্ধত দ্যুতিঃ" পাঠে যে পুনরুক্ত দোষের আপত্তি হইতে পারে তাহাও দ্বিতীয়পাঠে নিরস্ত হয়। যাহাহউক ভুবন বাবু ঋতুসংহার যেরূপ সুলভ মূল্যে বিক্রয় করিতেছেন তাহাতে আমরা পাঠকগণকে একং খণ্ড পুস্তক গ্রহণ করিবার নিমিত্ত অনুরোধ করিতে পারি।

বন্ধু-বিয়োগ। শ্রীযুক্ত বিহারিলাল চক্রবর্ত্তী প্রণীত, কলিকাতা নূতন বাঙ্গলা যন্ত্রে মুদ্রিত। এই পুস্তকখানী পাঠ করিয়া আমরা অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়াছি। ইহার প্রথমসর্গে পূর্ণচন্দ্র ও বিজয়ের, দ্বিতীয়সর্গে কৈলাসের, তৃতীয় সর্গে প্রণয়িনী সরলার এবং চতুর্থসর্গে সচ্ছাত্র রামচন্দ্রের বিয়োগ, যথোচিতরূপে বর্ণিত হইয়াছে। বিহারিলাল বাবু যেরূপ সুন্দর কবিতা লিখিতে পারেন তাহাতে আমরা তাঁহাকে অবিলম্বেই কবি শ্রেণী ভুক্ত হইতে দেখিতে পাইব। তাঁহার রচনার বিশেষ গুণ এই যে তিনি যাহা বর্ণনা করিতে আরম্ভ করেন তাহার যথাযথ চিত্র হৃদয়ে অঙ্কিত হইতে থাকে। আমরা এখন বন্ধুভাবে তাঁহাকে দুই একটী উপদেশ দিতে প্রবৃত্ত হইলাম, ভরসা করি তিনি স্বীয় অভাব দর্শনে ভবিষ্যতে আপনাকে সংশোধন করিবেন। আমরা তাহার লেখনী হইতে অনেক উপাদেয় কাব্য আশাকরি। তৃতীয় সর্গে সরলার মৃত্যু সাময়িক ক্লেশ বর্ণনা হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া বিহারি বাবু সর্পের প্রকৃতি উৎপত্তি প্রভৃতি ব্যাখ্যা করাতে রসের কিঞ্চিৎ ত্রুটী—হইয়াছে। এই মত প্রস্তাবের মধ্যস্থলে ভাব বিশেষের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা অনেক সময় ভাল বোধ হইতে পারে কিন্তু দুঃখের কথায় তাহার সন্নিবেশ নিতান্ত রসবিরোধী। যদিও বিহারি বাবু ছন্দঃ বিষয়ে চতুর এবং সতর্ক তথাপি স্থানে২ স্খলিত পদ হইয়াছেন "দিকে ও বেঁকে" (৪ পৃষ্ঠা) এবং "জ্যোতি ও মালতী" (৫৪ পৃষ্ঠার শেষ দুই পংক্তি) উত্তম মিল নহে এবং "স্নানের সময় পড়িতাম গঙ্গাজলে"' যতিদুষ্ট পদ। আমরা বিহারি বাবুর রচনাচাতুর্য্য প্রদর্শন করিবার নিমিত্ত নিম্নে কয়েক পংক্তি উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

"যার ঘরে গেছ, 'দুইনেরে মাথা কাটা'
সেই-যেন হয়ে আছে গাধা ফুটি ফাটা।
কেটিতে বসিলে এসে আর কেবা পায়,
যেন উঠে বসিলেন ইন্দ্রের মাথায়।
ঠেলিয়ে উঠেছে বুক আকাশের দিকে,
ঘাড় গেছে ঠিক যেন পাকাঘাটে বেঁকে।

চড়িয়ে বসেছে নেড়ে মাথার উপর,
ঘোড়ার বাযুর গন্ধ ওড়ে ভর্ ভর্।
রুমাল নাকেতে দিয়ে রসের ছোকরা,
বারাণ্ডার পানে চেয়ে করেন ন্যাকারা।
'সুখের পায়রা' বসি পাপোসের কাছে,
কতক্ষণে ছাই উঠে, তুড়ি ধোরে আছে

——০০(০)০০——

পত্রিকা ও পুস্তকপ্রাপ্তি স্বীকার।

১। সঙ্গীত সার শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী প্রণীত এবং প্রকাশিত এই তৌর্য্যত্রিক বিষয়ক পুস্তক যে মহাত্মা প্রদান করিয়াছেন তিনি আমাদিগের নিতান্ত ভক্তিভাজন এবং নমস্য।

২। শ্রীযুক্ত বাবু বিহারী লাল চক্রবর্ত্তী রচিত বন্ধু-বিয়োগ, বঙ্গ সুন্দরী, নিসর্গ সন্দর্শন, এবং প্রণয় প্রবাহিনী এই কাব্য চতুষ্টয় অনুগ্রহ সহকারে আমাদিগকে প্রদান করিয়াছেন। এতম্মধ্যে বন্ধু-বিয়োগ মাত্র আলোচিত হইল অবশিষ্ট গুলিন ক্রমশঃ আলোচিত হইবে। এস্থলে একথা উল্লেখ করা আবশ্যক যে চক্রবর্ত্তী মহোদয় প্রথম হইতেই তিন বৎসরের অবোধ বন্ধু আমাদিগকে প্রদান করিয়াছেন।

৩। শ্রীযুক্ত বাবু যাদবানন্দ রায় মহাশয়ের প্রণীত রাধা-বিলাপ-লহরী প্রাপ্ত হইয়াছি।

——০০(০)০০——

কৌতুক-কণা।

অনেক ব্যক্তি বিদেশে যাইয়া কিরূপ স্থানে বাস করা উচিত তদ্বিষয়ে সকলের নিকট উপদেশ জিজ্ঞাসা করিতে আরম্ভ করিলেন প্রথমতঃ তাঁহার সহিত এক জন গায়কের সাক্ষাৎ হইল, তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন "ভাই? বিদেশে কিরূপ স্থানে বাস করা উচিত?" গায়ক উত্তর করিলেন "যে খানে বীণা প্রভৃতি বাদ্য যন্ত্রের সুমধুর বাদ্যে কর্ণ সুশীতল না হয়, যে খানে মধুর কণ্ঠ গায়কও গায়িকাগণের মধুময় সংগীত শুনিতে পাওয়া যায়না, এবং যে স্থানে নর্ত্তকীগণের মোহন নৃত্যের অসদ্ভাব এমন স্থানে বাস করা উচিত নহে।" দ্বিতীয়বার পেটুকের সহিত সাক্ষাৎ হইল, তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলে সে বলিল "ভাই সকলেই উদরের জন্য ব্যস্ত তুমিও উদরের শান্তির জন্য বিদেশে আসিয়াছ অতএব যে স্থানে উদরের পরিতৃপ্তি হইতে পারে সেই স্থানেই বাস করা বিধেয়।" পাঁচ জনের উপদেশ গ্রহণ না করিলে কোন বিষয়ে সাব্যস্ত হয় না। অতএব বিদেশ বাসোন্মুখ ব্যক্তি তৃতীয়তঃ এক বণিককে জিজ্ঞাসা করিয়া তদুপযুক্ত উত্তর প্রাপ্ত হইলেন। চতুর্থতঃ এক জন পণ্ডিত মহাশয় প্রশান্ত ভাবে বলিলেন "ধনিনঃ স্রুত্রিয়ো রাজা নদী বৈদ্যশ্চ পঞ্চমঃ পঞ্চ যত্র ন বিদ্যন্তে তত্র বাসো ন কারয়েৎ" পণ্ডিত মহাশয়ের নিকটেই এক নেশাখোর দাঁড়াইয়াছিল। সে পণ্ডিতের বাক্য শুনিয়া প্রশ্নের অপেক্ষা না করিয়া তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল "পণ্ডিত মহাশয় একি বলিতেছেন, আমার কাছে শুনুন।

"আফিম্ তামাকু গাঞ্জা ব্রাণ্ডী গুলি তথৈবচ।
পঞ্চ যত্র ন বিদ্যন্তে তত্র বাসো ন কারয়েৎ।

বিদেশ বাসোন্মুখ এই শ্লোক শ্রবণ করিয়া সহাস্য বদনে চলিয়া গেল।

বাবু কহিলেন, "রসিক বড় ঘুমায়, দুপর বাজলেও ওঠে না।" একজন খোসামুদে বাবুর কাছে দাঁড়িয়ে ছিল, সে অম্নি বলে উঠলো "আজ্ঞে উনি এমন ঘুমান, যে লোকে মলেও অমনতর ঘুমায় না।"

এক ছাত্র শিক্ষককে কহিল "মহাশয়! জন্তু কাহাকে বলে?" শিক্ষক বুঝাইলেন "যাহাদিগের জীবন আছে, তাহারাই জন্তু। যেমন, গোরু, ছাগল, গাদা প্রভৃতি।" ছাত্র কহিল, "তবে আপনিও জন্তু কেননা আপনারও জীবন আছে।"

অশুদ্ধশোধন।

পৃষ্ঠা	পঁক্তি	স্তম্ভ	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৬৯	১৩	২	ইহা	ইহাতে
ঐ	১৮	২	বঙ্গভায়ার	বঙ্গভাষার
৭৪	৫	১	নৃত্যকী	নর্ত্তকী
৭৫	১৪	২	লভিন	লভিব
৭৬	২	১	ক্লেশে	ক্লেশ
৭৮	২২	১	তাদ্যোপান্ত	আদ্যোপান্ত
৮২	২৯	১	পরিহাল	পরিহার
৮৪	১	১	তরুগাণ	তরুগণ
ঐ	৯	১	ধনীদে	ধনীদের
৮৬	২৩	২	টম্ টম্	তুম্ তুম্
৮৯	৫	১	১৮৮১	১৭৮১
ঐ	১৫	১	দশবর্ষ	একাদশবর্ষ
৯১	১২	১	বলিরা	বলিয়া
৯২	৩১	২	মালছাপ	মালঝাপ
৯৫	২৬	২	সম্ভবিয়া	সন্তরিয়া
ঐ	৩২	২	তাব	তার
৯৬	২৩	১০	পষ্টাক্ষরে	স্পষ্টাক্ষরে
ঐ	২৭	১	হইতে	ইহাতে
৯৮	১৭	২	ভরতের	ভারতের
৯৯	১	২	প্রয়িণী	প্রণয়িণী

মিত্র-প্রকাশ।

সাহিত্যবিষয়কপত্র।

———০০০(০)০০০———

মিত্রপ্রিয়ানন্দ-বিধানদক্ষো মিত্রাপ্রিয়োল্লাস-নিরাস-শূরঃ।
নানারসৈর্মিত্রগুণ-প্রকাশো মিত্র-প্রকাশোয়মুদেত্যুদারঃ॥

১ম পর্ব্ব। | শকাব্দা ১৭৯২। বঙ্গাব্দা ১২৭৭ শ্রাবণ। | ৪র্থ সংখ্যা।

রাবণ বধ।

(কোন প্রাচীন রামায়ণ হইতে উদ্ধৃত।)

জানি সবে রাবণের চরম সমর,
শূন্য পথে সেজে চলে হেরিতে, অমর।
পিতামহ মরালে বৃষভে পঞ্চানন,
ঐরাবতে দেবরাজ হরিণে পবন,
মূষিকে মহেশ সুত বরুণ মকরে;
মহীষে শমন দিনকর রথোপরে,
শিখী পৃষ্ঠে ষড়ানন সহিত বনিতা,
যত ছিল দেবদেবী শুনিয়া বারতা;
শূন্যভরে সকলে রহেন থরে২।
দেখি২ রাবণ কেমন রূপে মরে।
গন্ধর্ব্ব কিন্নর সিদ্ধ পিশাচ বেতাল,
নক্ষত্র করণ অষ্টবসু দিক্‌পাল।
সমর দেখিতে সবে হলো উপনীত,
রাম রাবণের যুদ্ধ অতি বিপরীত।
ষাটি হাজার রথ সঙ্গে এসেছে রাবণ,
একুশ হাজার সঙ্গে উন্মত্ত বারণ,
যোদ্ধাপতি পদাতির অসংখ্য গণনা,
পুরিতে পুরুষ হীন কেবল অঙ্গনা।
রামচন্দ্রে দেখে ডেকে কহিছে লঙ্কেশ,
আজি ভাক্ত তপস্বীর পরমায়ু শেষ,
যুদ্ধে যমালয় যাবি কে রাখে তাপস।
ইন্দ্রজিত পুত্র বধে হয়েছে সাহস?
সঙ্গে আছে বিভীষণ কুমন্ত্রণাদিতে,
বানর সহায় করে উদ্ধারিবে সীতে?
জিনিলাম নরাসুর দিবিব অমর,
আঁকাড়ি করিয়ে তোলি কৈলাশ শিখর,
দুই বেটা তাপস তরুণতর মতি,
যুবতি সহিত বনে ভ্রষ্টাচার রীতি।
ক্ষুদ্র কপি ভল্লুক সহায় লয়ে দন্দ,
অন্ধকের স্কন্ধ ধরে যায় যথা অন্ধ।
সেই দশা তোর হল বিধাতা বিমুখ,
এখনি বিষম শরে বিদারিব বুক।
রামচন্দ্র বলেন বড়াই কর যত,
আজি তোর এখনি জীবন হবে হত,
করেছিস্ কতনা কুকর্ম্ম অধোগামী।
দুরন্তের হন্তা রে কৃতান্ত রূপে আমি।

দশমুণ্ড কেটে তোর গর্ব্ব করি চুর
ঐ মুণ্ডে পদাঘাত করিবে কুক্কুর,
লক্ষ্মণ ঠাকুর কহেন হেরে দুষ্ট ভেড়ে।
অমরাবতী জিনে গেছে অহঙ্কার বেড়ে ?
কেড়ে নিয়ে পরদার পূর্ণ হল পাপ,
সবংশে মজিলি বেটা পেলি মনস্তাপ।
গেছে শাখা পল্লব শিখর গেছে কাটা।
সদা গাছ আছে মাত্র বুঝে দেখ বেটা।
হইলে পাপের বৃক্ষ বাচে কত দিন ?
নাজানি বরশী গিলে প্রাণে মরে মীন।
তুই বেটা কুলাঙ্গার পাষণ্ডের ঝাড়,
তোহতে সংসারে কেটা বিশিষ্ট চোয়াড়।
লক্ষ্মণের বচন বরিশে যেন বিষ,
কুপিত রাবণ রাজা ধরে গেল বিষ,
বিশ চক্ষে উঠে গেল তপনের জ্বাল,
যেন সৃষ্টি নাশ কালে রুদ্ররূপী কাল।
দশখান ধনুক ধরিয়ে দেয় টান—
টঙ্কারিতে টল মল ধরা কম্পবান।
কোদণ্ড গাণ্ডিবে গুণ দেন রঘুবর,
টঙ্কারিতে কম্পবান অসুর অমর।
শূন্যে থেকে সুরগণ করি বিবেচনা,
দেবরাজে কহে সবে করিয়ে মন্ত্রণা,
চড়িয়ে পুষ্পকরথে যুঝে দশ স্কন্ধ,
পদ ব্রজে যোঝেন ঠাকুর রামচন্দ্র।
নাশ হবে রাবণ সন্দেহ কিছু নাই
তবে আর মিছে কেন কিলেগে ওবাই !
রথ পাঠাইয়ে দেহ সহিত সারথি,
এত শুনি তথাস্তু কহেন সুরপতি।
ঐন্দ্রধনু ইন্দ্ররথ মাতলিকে ডেকে,
নানা অস্ত্র অমোঘ দিলেন একে২
পাশুপত কাল অস্ত্রশেল শূল-জাটা
যে যে অস্ত্রে লঙ্কেশের বাণ যাবে কাটা;
কবচ সাজোয়া টোপ জ্যাঘাৎ বারণ,
ইন্দ্ররথে শোল ঘোড়া করিল যোজন।
মাতলি বিদায় হয়ে চলে রথ লয়ে,
নিমিষার্দ্ধে লঙ্কাপুরি উপনীত হয়ে,
শ্রীরামে প্রণাম করি হয়ে দণ্ডবৎ,
ওঠ প্রভু সুরপতি পাঠাইল রথ।
লয়ে এই অস্ত্রশস্ত্র তূণ-পূর্ণবাণ,
ধনুক ধরিয়ে বধ রাবণের প্রাণ।
শ্রীরাম বলেন শুন বিভীষণ মিতে।
কি আশ্চর্য্য দেখি রথ এল কোথা হতে।
সংশয় সুগ্রীব রাজা কহে ভাবে ভার,
পরীক্ষায় জানিলে উচিত অধিকার
বিভীষণ বলে আমি সবতত্ত্ব জানি,
এই রথে আরোহণ করে বজ্রপাণি।
একথা অন্যথা নয় নিতান্ত ঠাকুর।
যেকালেতে রাবণ জিনিল সুরপুর
সঙ্গেতে ছিলাম আমি দেখেছি সাক্ষাৎ
চিত্তের চাঞ্চল্য ত্যজে চাপ রঘুনাথ।
মায়া রথ হইলে আমার ছাপা নাই,
সাপুড়েকে কিসে ছাপা ভুজঙ্গের হাই।
বিভীষণ, সুগ্রীব, প্রভৃতি জাম্বুবান,
সুমিত্রা নন্দন সঙ্গে পবন সন্তান,
নল, নীল, বীর সব গবাক্ষ, সম্পাতি,
দৈবি রথে বানর উঠিল হাতাহাতি।
দাশরথি দণ্ডবৎ করেন দৈবী রথে;
বসিলেন কোদণ্ড ধনুক লয়ে হাতে।
দেখিয়ে রাবন রাজা জ্বলন্ত অঙ্গার;
কর্কশ নয়নে চাহে ছাড়ে হুহুঙ্কার।
হেদে বেটা ইন্দ্রের মরণ উপস্থিত !
বুক বেড়ে গেছে কি নিধনে ইন্দ্রজিত ?
সমুচিত শাস্তি কালি করিব সাক্ষাতে,
দূর করে দিব যেয়ে সুরপুর হতে।

দন্ত কড়মড় দেখে কাঁপে সুরপতি ;
না মরিলে দুরাচার ঘটিবে দুর্গতি।
পরেন জানকীনাথ যবনিকা গায় ,
শাহানা টোপর চিরে বান্দেন মাথায়।
ত্রিপুর বধিতে যেন ঠাকুর মহেশ ,
শ্রীরামের সেইরূপ সমরের বেশ।
বলা চালি গালাগালি বাজিল সমর ,
শূন্য পথ হৈতে দেখে স্বর্গের অমর।
দশানন দেখিয়ে দ্বিগুণ জ্বলে যায়,
একাকার অস্ত্র এড়ে মাতলির গায়।
মাতলি কহিছে শুন রাক্ষসের নাথ !
মেঘনাদ মরে ভেঙ্গে গেছে বিষ দাঁত !
দুরন্ত দুষ্টের দশা থাকে অল্পদিন,
পাপ পূর্ণ হলে পরে কালের অধীন !
আজি তোর দশমাথা লোটাইব ক্ষিতি,
অন্তেতে স্মরণ কর শঙ্কর পার্ব্বতী।
রাবণ কহিছে ওরে স্বর্গের চণ্ডাল !
ভুলে বুঝি গেছিস্ বন্ধন ঘোড়া শাল।
এক২ বারেতে অস্ত্র এড়ে দশ দশ ;
শ্রীরাম কাটেন বাণ করিয়ে সাহস।
ঝং২ ঠন্ ২ শব্দ একাকার,
আকাশ ছাইল বাণে ঘোর অন্ধকার।
ষষ্টি সহস্র রথী রোষে এককালে,
সমাছন্ন ধরণী করিল অস্ত্রজালে।
রুসে গেল কপি ঠাট অর্ব্বুদ২,
শিলা বৃক্ষে বর্ষে যেন জলের বুদ২।
বড়২ পাষাণ বরিষে কপিগণ ;
রথরথী হয় যেন হরিদ্রা পেষণ।
বানরের বিষ যুদ্ধ বিশেষতঃ মুড় ;
রাক্ষসের মাথা ছিঁড়ে মাতঙ্গের শুঁড়।
লাথি মারে হাতীর বিদরে কুম্ভস্থলে ;
রথগুলি ফেলে দেয় সাগরের জলে।

রাবণ এড়িলে তবে পন্নগ সায়ক,
হল কোটী ভুজঙ্গ বিষম ভয়ানক।
পাশুপত অস্ত্র এড়িলেন জনার্দ্দন ;
খগেন্দ্র হইয়া করে ভুজঙ্গ ভক্ষণ।
অগ্নিবাণে রাবণ করিল অগ্নিজাল ;
চারিদিকে জ্বলে উঠে দেখিতে করাল।
এড়েন নীরদ অস্ত্র রঘুকুল নাথ,
নির্ব্বাণ হইল অগ্নি হয়ে বৃষ্টিপাত।
এইরূপে দুইজনে বাণে কাটাকাটি ;
ধমকেতে ধসে যায় ধরণীর মাটী।
রাবণের কুড়ি চক্ষু ক্রোধে জবা ফুল ;
হাতে করে লইল ব্রহ্মার দত্ত শূল।
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতালে জ্বলিয়ে উঠে তেজ।
পলায় বানরগণ উভ করি লেজ।
শূল হাতে করে ডাকি কহিছে লঙ্কেশ ;
যমালয়ে যেতে হল পরমায়ু শেষ।
আকাশে অশনিসম জ্বলে উঠে শূল ;
চিন্তিত দেবতাগণ পরাণ ব্যাকুল।
শূল নিবারিতে অস্ত্র করেন ক্ষেপণ,
প্রদীপে পড়িয়ে পোড়ে পতঙ্গ যেমন।
ভয় পেয়ে রামচন্দ্র হলেন ব্যাকুল ;
মাতলি কহিছে প্রভু কোন্ ছার শূল।
এখনি দিয়েছি শক্তি ইন্দ্রের প্রেরিত,
কাট শীঘ্র শূল শক্তি ছাড়হ ত্বরিত।
শক্তি হাতে লইয়ে দ্বিগুণ হল বল,
সাতখণ্ড হয়ে শূল পড়ে ভূমিতল।
পরেতে রাবণ রাজা প্রবল প্রতাপে,
মাতলির উদ্দেশে এড়িল বাণ চাপে।
রঘুবীর রণধীর ছাড়িলেন বাণ
কাটা গেল শূল সুত পায় পরিত্রাণ।
কোপে রামচন্দ্র বাণ যোড়েন মহৎ,
সাতখণ্ড করে কাটেন রাবণের রথ।

অবিলম্বে অন্য রথ হেলে আরোহণ,
পুনর্ব্বার ঘোর যুদ্ধ শ্রীরাম রাবণ।
শ্রীরাম বলেন শোন রাক্ষস অধম,
আজি তোরে নিতান্ত দেখিতে হবে যম।
তোর হতে কে আছে দুরাত্মা কাপুরুষ,
পর নারী চুরি করে করিলি কলুষ।
সেই পাপে আজি তোর অবশ্য বিনাশ;
এত বলি ধনুক ধরেন শ্রীনিবাস।
তখন রাবণ দেখে অনিষ্ট দর্শন;
দেবগণ রথে করে রুধির বর্ষণ।
বিনামেঘে গর্জ্জন গভীর ঘোরতর;
সহসা দুর্দ্দিন হয়ে ঢাকিল অম্বর।
বিহঙ্গ বিচ্ছেদ করে কলহে নির্ভর,
জড়াজড়ি করে পড়ে রথের উপর।
হাতী ঘোড়া খরের নয়নে বহে নীর;
দশানন দৈবগতি দেখিয়ে অস্থির।
সাহসেতে শিব২ স্মরে সাতবার;
ধনুক ধরিয়ে পুন ডাকে মার২।
হাকে২ ঝাকে২ বাণ করে বৃষ্টি,
রামরাবণের যুদ্ধে নাহি রবে সৃষ্টি।
দিগ্‌দহ দাবানল ঘন উল্কাপাত;
অকস্মাৎ অকালেতে অশনি আঘাত;
জ্বলিয়ে বাড়বানল জল যায় পুড়ে;
বৃক্ষ ছেড়ে পক্ষগণ পলাইল উড়ে;
দিগ্‌দন্তী ছেড়ে দিল অষ্ট কুলাচল;
উথলি উঠিল সপ্ত সাগরের জল;
তিমি মীন কুম্ভ আদি মকর কুম্ভীর।
ডুবিয়ে অগাত জলে লুকায় শরীর;
কাপিলকমঠ পৃষ্ঠ বাসুকীর তুণ্ড;
ব্যালগণ বিপত্তে তুলিতে নারে মুণ্ড;
ভুধর সহিত ধরা করে টল মল;
দেবতা দানব দৈত্য তরাসে তরল;
নকুল আকুল হয়ে প্রবেশিল গাড়ে;
কেশরী শার্দ্দূল ভয়ানক শব্দ ছাড়ে;
অজা, মেষ, মহীষ, গণ্ডার, চৌখুটে;
ভয় পেয়ে কে কোন্ দিগেতে যায় ছুটে;
ধনুকের জ্যাঘোষে কম্পিল ব্রহ্ম কটা;
যতি, ঋষি, তপস্বীর, খসে পরে জটা;
দিবস না হয় লক্ষ্য যেন ঘোর নিশা;
হুটরিয়া পরে লোক হারাইয়ে দিশা;
বধির হইল কেহ কেহ হল অন্ধ;
আকাশেতে শত২ নাচিছে কবন্ধ;
গন্ধ বহ অনিল অনল লাগে গায়;
দেবির দেবতাগণ দেখিয়া পলায়;
চারিদিগে ঝন ঝনা পরিছে একাকার;
ব্রহ্মা কন সৃষ্টি মোর না রহিল আর;
বৃক্ষ হল শাখা হীন পাখা হীন পাখী;
কোন ঠাই কে পরিল নাহি দেখা দেখি;
সাত দিন সাত রাত্রি নাহিক বিশ্রাম;
সাবকাশ নাহি শরীরের পুছে ঘাম।
ভূর্ভুব জন তপ কাপে ব্রহ্ম লোক;
কি হল২ বলে করে সবে শোক।
অতল বিতল কাপে সুতল পাতাল;
সবে বলে অকস্মাৎ ভাঙ্গিল কপাল।
বাণ গুলো উল্কা ওঠে করে কাটা কাটি।
দিবা দুই যামে যেন প্রলয় কুঝটী।
বাণে২ ভেঙ্গে পড়ে দেউল মন্দির;
বাণের ধমকে হল ধরণী অস্থির।
বাণে২ ভেঙ্গে পরে পর্ব্বতের চূড়া;
বাণে২ পাষাণ পাদপ হয় গুড়া।
ভুত প্রেত ভৈরব বেতাল কাপে গুহ্য;
সবে বলে না রহিল নিজ২ রাজ্য।
শোণিতের সরিতের স্রোতে যায় ভেসে;
মধে২ কবন্ধ আকাশে ওঠে হেসে।

স্কন্ধ হল কুম্ভীর, মকর হল মাথা,
মুখ হল মুকুল, কপাল হল পাতা,
মৃণাল হইল নাড়ী, কর্ণিকার নাক,
এইরূপ মৃত্যু সব ভাসে লাখেলাখ।
রাক্ষসে রাক্ষস বধে বানরে বানর ;
ঘোরতর অন্ধকারে দুর্জ্জয় সমর।
তুরঙ্গ মাতঙ্গ খর মরে গাদা২ ;
রাক্ষসের রুধিরে ধরণী হলো কাঁদা।
স্কন্ধহীন কেহবা কাহার গেছে নাক ;
ঘালি হয়ে ঘোরে কেহ কুমারের চাক ;
অঙ্গহীন জঙ্ঘাহীন কাটা কারো নলা ;
কারো উরু, কারো ভুরু, কাটা গেছে গলা
কারো বা কঙ্কালিদেশ কারো বিদ্ধ বুক ;
কারো বা বদনে রক্ত উঠে ভুক্২
মূর্চ্ছাগত কেহ২ স্মরে শিব২ ;
কেহ মরে আছে দাতে দেবে আধ জিব ;
কেহ ভূমে পড়ে আছে দুই চক্ষু বুজে ;
কেহ আছে মরার মিশালে মাথা গুজে ;
হাতটা বাহির কারো পেটে হয় ঢাক ;
ঠুকারে মাথার মজ্জা বাবি করে কাক ;
মুণ্ড লয়ে ডাকিনী তাণ্ডব করে হেসে ;
হাতী ঘোড়ার রুধির তরঙ্গে যায় ভেসে ;
মরাগুলি ভেসে যায় চিত করি বুক ;
ঝাপদিয়ে ডাঙ্গা পানে টানিছে জম্বুক ;
শকুনী, গৃধিনী, কাক, কঙ্ক, চর্ম্মচিল
মরা পেয়ে আহ্লাদে করিছে কিল২ ;
শ্বান শিবা সুখেতে শোণিত করে পান ;
একাকার ছোটে রাম রাবণের বাণ।
কেহ বলে ভাই মৈল, কেহ বলে বেটা ;
কেহ বলে খুড়া মৈল, কেহ বলে জেটা,
কেহ বলে জামাতার ভেঙ্গে গেছে ঘাড় ;
কেহ বলে সোণার মোহিনী হৈল রাড় ;
কেহ বলে মামা মৈল কেহ বলে পিসে ;
কেহ বলে এ আপদে রক্ষা পাই কিসে ?
কেহ বলে ভাই, মোর ভেঙ্গে গেছে ছাতি ;
কেহ বলে বানরো বিষম বজ্র লাথি ;
কেহ বলে ভেঙ্গে দিলে দুইপাটী দন্ত ;
মন্দ বুদ্ধি দস্যি বেটা বানর দুরন্ত ;
কেহ বলে মোর ছিড়ে গেছে গোপ দাড়ী ;
কেহ বলে মরে যাক্ শূর্পণখা রাড়ী ;
আটকুড়ি এ বয়সে মেতেছিল কামে,
ভাতার করিতে গেল জটাধারী রামে ;
কেহ বলে রাবণের মুখে দেই ছাই,—
[illegible]রের পাপেতে প্রাণ হারালেম ভাই ;
[illegible]কহ বলে এ আপদে যেতে পারি টেলে,
[illegible]ঙ্কা হতে পলাইব দারা পুত্র ফেলে।
কেহ বলে এ আপদে যদি প্রাণ পাই,
বনাশ্রমী হব এ যে বিষম বালাই ;
কেহ বলে তাত, মাতা, ভ্রাতা, বন্ধু, বেটা,
ছাতিটে শুখায়ে গেছে জল দেয় কেটা ?
কেহ বলে কপি বেটা মেরেছিল কীল,
তোলোয়ে জিভায় মোর লেগে গেছে খিল,
কেহ বলে যদি যুদ্ধে না হয় মরণ,
ভিক্ষান্ন করিব তবে উদর পোষণ।
শ্মশান হইল ভূমি—অন্ধকারময় ;
রাম রাবণের যুদ্ধে সৃষ্টি নাহি রয়।
দেবাসুর সমর হইতে শতগুণ,
শম্ভু নিশম্ভের যুদ্ধ তাও গণি ঊণ ;
ঘোর যুদ্ধে সংসারের জীবের যন্ত্রণা ;
এ যুদ্ধে কেবল রাম রাবণ তুলনা
কখন কাতর রণে কৌশল্যানন্দন,
কখন বা পরাভূত রাজা দশানন।
সাতদিন সর্ব্বরী দিবস অষ্ট যাম
নাহিক আহার নিদ্রা তিলার্দ্ধ বিশ্রাম।

উভয়ের সর্ব্বাঙ্গে বাণের ফোটে ফলা,
সর্ব্বাঙ্গে শোণিত যেন কিংশুকের মালা।
তৃষ্ণায় তাপিত তনু তাহে তীব্র তাপ,
তথাপি রাবণ রাজা করে বীর দাপ।
রাম রাবণের হল অস্থি অবশেষ;
মর্ম্মে বিঁধে অঙ্গেতে চর্ম্মের নাহি লেশ।
এলুয়ে পড়িল জটা, বল্কল শিথিল,
শরীরে বিঁধেছে বাণ করে তিল তিল;
কে কোন্‌দিগেতে পালাইল কপিঠাট,
ভরসা না বান্ধে ভয়ে নাহি পায় বাট।
সহিতে না পারে রাম রাবণের তেজ,
লাফে২ ভঙ্গ দিল উভু করে লেজ,
পর্ব্বতের শিখাগ্রেতে কেহ গিয়া চড়ে,
কেহ লুকাইল গিয়ে শৃগালের গড়ে।
ঝাড়ে ওড়ে ঝাড়ে ঝোড়ে কেহ বৃক্ষ ডালে,
কেহবা আশ্রয় করে সাগর জাঙ্গালে।
কেহ বলে ফল খাই থাকি বৃক্ষডাল,
পরের কথায় ভুলে এতটা জঞ্জাল।
বনের বানর মোরা যুদ্ধের কি জানি,
পরের কথায় প্রাণ লয়ে টানাটানি।
কেহ বলে হোক্ মোরা ঈশ্বরের জীব,
সারা কৈলে সর্ব্বনেশে দুরন্ত সুগ্রীব।
এই মত দুই দলে করে হায়২,
উভয়ের যুদ্ধে মহী রসাতল যায়।
অযুত বারণবধ, দশলক্ষ হয়,
সাড়েতিনকোটি হলো পদাতিক ক্ষয়,
অক্ষৌহিনী ধানুকি, অর্ব্বুদ রথী নাশ,
একটা কবন্ধ নাচে উঠিয়ে আকাশ।
শতেক কবন্ধ গিয়ে করিলে তাণ্ডব,
রামের ধনুতে হয় এক ঘণ্টারব।
এইরূপে যুদ্ধহল সাত রাত্রি দিন,
তথাপি রাবণ রণে নাহি হয় ক্ষীণ।

রাজীবলোচন রাম সুকোমল অঙ্গ,
শরীরে বহিয়ে যায় শোণিত তরঙ্গ।
কাতর হইয়ে রণে কহেন শ্রীহরি,
কহ মিত্র বিভীষণ উপায় কি করি?
অজেয় অমর দেখি দুরন্ত রাবণ;
সীতার উদ্ধার হলো দুর্ঘট ঘটন।
দিবস শর্ব্বরী সন্ধ্যা তিথি দণ্ডপল,
সাতদিন যুদ্ধ করে ক্ষীণ হলো বল,
জলধার না খাই নয়নে নাই ঘুম,
লেগে গেছে ঘোরতর সমরের ধুম,
ধনুকের গুণ টানি হেন শক্তি নাই,
প্রাণ করে আন্ চান্ কিসে রক্ষা পাই?
বিভীষণ বলে শোন রঘুবংশ নাথ।
আজি হবে দশানন নিশ্চয় নিপাত;
কিছুকাল সমরে সাহসে বান্ধ বুক।
শুনি পুন রামচন্দ্র ধরেন ধনুক।
শর ভঙ্গ আশ্রমে পেলেন যত বাণ,
যত অস্ত্র বিশ্বামিত্র করেছেন দান,
সেই সব শাণিত শায়ক বেছে২,
রাবণে বধিতে মারেন্ ধনুকেতে এচে।
একমুণ্ড রাবণের কাটেন রাঘব;
শিব২ বলি মুণ্ড করিয়ে তাণ্ডব,
স্কন্ধে গিয়ে জোড়া লাগে অসম্ভব কথা,
নাহি পড়ে শোণিত,—শরীরে নাই ব্যাথা।
কাটেন দ্বিতীয় মুণ্ড কৌশল্যা নন্দন,
উঠে মুণ্ড জোড়া লাগে বলি পঞ্চানন।
তৃতীয় মস্তক কাটে,—পরে ভূমিতলে;
স্কন্ধে জোড়া লাগে মুণ্ড মৃত্যুঞ্জয় বলে।
কাটেন চতুর্থ মুণ্ড মেরে তীক্ষ্ণশর;
স্কন্দে জোড়া লাগে মুণ্ড বলে গঙ্গাধর।
কাটেন পঞ্চম মাথা ক্রোধ হল বাড়া,
শূলপানি বলে উঠে স্কন্ধে লাগে জোড়া।

অতি কষ্টে ষষ্ঠ মুণ্ড কাটেন ঠাকুর ;
উঠে মুণ্ড জোড়া লাগে বলে শশীচূড়।
পরে প্রভু কোপেতে কাটেন মুণ্ড সাত ;
উঠে স্কন্ধে জোড়া লাগে বলে গৌরিনাথ।
উত্তমাঙ্গ অষ্টম কাটেন অবহেলে,
স্কন্ধে জোড়া লাগে মুণ্ড মহাদেব বলে।
কাটেন নবম মুণ্ড,—স্পর্শ হয় মাটী ;
উঠে মুণ্ড জোড়া লাগে বলিয়ে ধূর্জ্জটী।
দশমুণ্ড কাটিলেন কোপ হল অতি,
স্কন্ধে মুণ্ড জোড়া লাগে বলে কাশীপতি।
শতাধিক একবার রাবণের মাথা,
প্রত্যেকেতে কাটিলেন অপরূপ কথা।
একশত একবার কাটিলে মস্তক,
পুনঃ২ জোড়া লাগে শ্রম নিরর্থক।
নাপবে রুধির কিছু, বেদনা বিহীন,
না হয় বলের হ্রাস শরীরের ক্ষীণ।
হেসে কহে দশানন হেরে বেটা জটে,
আশা বৃদ্ধি হলোকি মস্তকগুলি কেটে?
এ মাথা অযুত বার হাতে করে কাতি,
নিজ হস্তে কেটে দিলাম্ অগ্নিতে আহুতি।
পশুপতি পার্ব্বতী জানেন কেরামত,
অল্পবুদ্ধি নর তোর বাপ দশরথ।
দেশ হতে দূর কৈল দেখে দুষ্ট বেটা,
আড়াই দিনের যুগি শিরে হল জটা।
এই বুকে বেঁকে গেছে সুদর্শন চক্র ;
এই বুকে যম দণ্ড হয়েগেছে বক্র ;
এই বুকে ইন্দ্রের অশনি হলো নাশ ;
শিবের ত্রিশূল গেছে, বরুণের পাশ,
যত বলে রাবণ সকলি সত্য মেনে,
কোদণ্ড গাণ্ডিব তূণ ফেলিলেন টেনে।
হতাশ হইলা প্রভু সীতার উদ্ধারে,
ভাসিতে লাগিল বক্ষ নয়নের ধারে।

হেথায় রামের যুদ্ধ দেখি বিপরীত,
মনে মনে লঙ্কেশ্বর হইল চিন্তিত ;
মুখেতে দাপট করে মনে ধক্২ ;
জানিল যে এবেটা সাক্ষাৎ কালান্তক।
করেছি কুকর্ম্ম এনে ইহার জানকী,
এ আপদে দুর্গা বিনে রক্ষা নাই দেখি।
ডাকিছে রাবণ রাজা ত্রাহি জগন্ময়ি !
আজন্ম জননী নাহি জানি তোমাবই।
কুভাজন কুপুত্র কুকর্ম্ম করে যদি,
কুমাতা কখন নহে এই বেদবিধি।
অসুর, অমর, নর, বিদ্যাধর, যক্ষ,
সংসারেতে কে আছে তোমার প্রতিপক্ষ?
রক্ষ২ রক্ষিণী রাবণ,—নিজ দাস—
ছাওলেরে ছায়া দেও ছাড়িয়ে কৈলাস।
ও পদ পঙ্কজবিনে অন্য নাহি জানি ;
আজন্ম জননি! জপি শিবা শূলপাণি।
ভবানী, ভৈরবী, ভীমা, ভক্তি মুক্তিদাতা,
কাত্যায়নি ভুলে গেছ কালিকার কথা?
যেকালে গেলাম মাতা কৈলাস পর্ব্বত,
ছেড়ে নাহি দিল নন্দী আগুলিল পথ ;
কসে বান্ধি কাকালি কৈলাস লই তুলে,
লঙ্কায় লইয়ে বিল্বপত্র জবাফুলে,
পূজা করে প্রণাম করিব নিতি২,
সদা দরশন হবে হরহৈমবতী।
তখন কহিলা মাতা ফিরা যারে ঘর ;
তোরে পরাভব হবে অসুর অমর।
বরপুত্র কার্ত্তিক গণেশ হতে বাড়া,
তোর লাগি আপনি ধরিব ঢাল খাড়া।
অর্পণা, অভয়া, উমা, ঈশানী, অম্বিকা,
কালে২ ঐ বাক্য আগমের টীকা।
দুর্গা বলে ডাকিতে দুর্গতি এসে ঘটে,
ঠাকুরাণি ঠেকিলাম মানুষের হটে!

(তুমি) বধিয়ে অসুরদৈত্যদেবে দিলা রাজ্য;
কার নহে ওপদ পঙ্কজ শিরোধার্য্য।
অভাগাকে অভয়া নির্দ্দয় হলে কিসে?
শরীর জ্বলিয়ে যায় রামরূপ বিষে।
(আমি) যদি হই দুরাচার কুটিল কুশীল,
(তবু) তারাবিনে ভরসা না রাখি একতিল।
জন্মিলে মরণ আছে তায় শঙ্কা কি?
ও নামে কলঙ্ক হবে হেমন্তের ঝি।
কালের কামিনী তুমি বেদে এই সীমা,
বিষপানে মৃত্যুঞ্জয় তাড়ঙ্ক মহিমা।
রাবণের স্তুতি নতি ভকতি অচলা,
কৈলাসে জানিলা দুর্গা ভকতবৎসলা।
সিংহ পৃষ্ঠে দাসী জয়া বিজয়া সহিত,
অবিলম্বে অম্বিকা আসিয়া উপনীত।
দেখেন তেত্রিশকোটি শূন্যে ত্রিদিবেশ,
মধ্যস্থলে বসে তার ঠাকুর মহেশ,
হরে দেখে হৈমবতী হেসে হন খুন;—
"কি আর কহিব তব কপালে আগুন।
(তুমি) সর্ব্বদা বিমুখ হে সুমুখ কোনকালে?
নাহিক লজ্জার লেশ কলঙ্কি কপালে।
বরপুত্র বোলে কৈলে রাবণে আশ্বাস,
আপনি এসেছ তারে করিতে বিনাশ!
বলাও দেবের দেব ত্রিলোকের গুরু,
স্বহস্তের রোপিত কাটিতে এলে তরু?
(তুমি) ভাঙ্গখাও ভস্মমাখ ভুলে থাক ভোলা
(তোমার) ভক্ষণে সম্বল ভিক্ষা বিভূতির গোলা।
সমুদ্র মন্থনে যবে উঠিল গরল;
কেশবের বাক্যে তুমি কৈলে তা কবল!
যত চক্র জানেন সে চক্রী জগদীশ;
নিজে নিলা কমলা, তোমার ভাগ্যে বিষ!
(ভাল) ইন্দ্র পেলেন্ পারিজাত, তোমার ধুস্তুর,
(বড়) চরিতার্থ হও কৈলে দেবের ঠাকুর!

তোমার নাহি দোষ, আশুতোষ, গণেশের বাপ,
তেই বিষ্ণু পড়েন কৌস্তুভ, তোমার গলায় সাপ
ঐ দেবতাগুলো, অমর হল, সুধা খেল বেটে,
তোমার হাড়েরমালা, ববম্‌ভোলা, ভস্মমাখ জটে।
(সেই) পীতাম্বর, মনোহর, সুখবিলাসে রয়—
তোমার মতন, সে কখন, ভূতের বোঝাবয়?
তোমার মরণ নাই, মাখ ছাই, দৈত্যদানা সাথে,
দেবতাগুলো, পায়েরধূলো, কি বুঝে নেয় মাথে?
তোমারজনক কেটা,খুড়া জেঠা,নাইকো বন্ধুভাই,
তোমার গাই গোত্র, সবে মাত্র, সর্পগুলার হাই।
তুমি শ্মশান বাসী, মিষ্টহাসি, ঐটি রসের গুড়ো,
কেবলকোচের পারায়,যুবাপুরুষ,ঘরে এলেইবুড়ো!
তুমি ব্যোম্‌কেশ,লেঙ্‌টা বেশ, কান্ধেসিদ্ধের ঝুলি,
তোমার ভোজনপাত্র,কেবলমাত্র,মড়ারমাথারখুলি
তুমি অকিঞ্চন, ত্রিলোচন, অতি দুঃখি দীন,
দেখ অন্যে দিয়ে ঐশ্বর্য্য আপনি ঔদাসীন,
তাদের কাছেতে,উর্ব্বশী নাচে,কিন্নরে দেয় তাল,
তুমি তারিকাছে,বিকায়েথাক,যেজন বাজায়গাল।
দেখ ইন্দ্র চড়ে, ঐরাবতে, উচ্চৈঃশ্রবা ঘোড়া,
তুমিবুড় এঁড়েয়, বেড়িয়ে বেড়াও, গলায় দিয়েদড়া।
ষড়মুখ সেনাপতি, পঞ্চমুখ স্বামী,
ভৃত্য হল কিসমুখ, কিসে থাকি আমি,
মুষিক, ময়ুর, ফণী, হাতীমুখো বেটা।
সমস্ত বিমুখ এমন্, ঘরে থাকে কেটা?
তোমায় ভাঙ্গিপেয়ে, ভুলাইয়ে, করিল সর্ব্বনাশ,
তুমি কার চক্রে, বধিতে এলে, রাবণ হেন দাস?
আমার সোতিনের, কল২ সাঁপের,ফোঁশ-ফোশানী,
ভেবে২, গায়ের রক্ত হয়ে গেল পানি।
তোমার ব্যবহার বেঁদের, বাতাসে নড়ে দাড়ী
বাগছাল বিছায়ে, ভিক্ষা মাগো লোকের বাড়ী।
দেব সভাতে, বুড়াটী আর, কেন দিব লাজ।
ঘরেতে চল, সভাই বুঝে, আপন২ কাজ।

ভবানীর ভৎ'সনায় দেব দিগম্বর।
হাসি হৈমবতী প্রতি করেন উত্তর॥ (ক্রমশঃ)

ভণিতা।

যখন পাঠকগণের মধ্যে অনেকেই শৈশবাবধি কৃত্তিবাসি রামায়ণ অথবা কাশিদাসি মহভারতের সহিত পরিচিত হইয়াছেন, তখন "কৃত্তিবাস পণ্ডিতের কবিত্ববিচক্ষণ।" "কৃত্তিবাস পণ্ডিত মুরারি ওঝার নাতি। যার কণ্ঠে বিরাজিত দেবী স্বরস্বতী॥" এবংবিধ প্রসঙ্গ সমাপ্তি সূচক কবিতার নাম ভণিতা, এরূপ উপায় অবলম্বন করিয়া ভণিতার অর্থ বুঝাইবার চেষ্টা নিরর্থক এবং বাহুল্য। প্রায় সকল বাঙ্গলা কবিই ভণিতা প্রয়োগ করিয়াছেন তথাপি সাধারণ্যে ভণিতা, কাব্যের নিতান্ত হেয়াংশ বলিয়া পরিগণিত হয়, সুতরাং আধুনিক কবিগণ স্বীয় কাব্যে ভণিতার সন্নিবেশ নিতান্ত দূষণীয় জ্ঞান করেন। সাধারণে ভণিতার এরূপ অনাদর হইবার বিশেষ কারণ আছে বটে, কিন্তু বিবেচনা করিয়া দেখিলে সমুদয় ভণিতা সেই কারণের অন্তর্গত নহে। অতএব ইদানীং কোন্ স্থানে কিরূপ ভণিতা প্রয়োগ করা উচিত তাহার নির্দ্ধারণ করিতে রসজ্ঞতার আবশ্যক। এই প্রস্তাব নিতান্ত উপেক্ষণীয় বিষয়ে পরিপূরিত বলিয়া পাঠকগণ অবহেলা না করেন তাহা হইলেই আমরা চরিতার্থ হইব।

ভণিতা বাঙ্গলাকাব্যে কে প্রথম প্রবর্ত্তিত করেন তাহা নির্দ্ধারণ করা অতিশয় কঠিন ব্যাপার; সুতরাং কি২ উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্ত ইহা প্রথমতঃ জন্মগ্রহণ করে তাহারও নির্ণয় করা সুদূরপরাহত। যখন বাঙ্গলাকবিতার সর্ব্বপ্রথমাবস্থা এয়াবৎ কেহ নির্দ্ধারণ করিতে পারেন নাই, সকলেই বিভ্রান্ত অনুমানের উপর নির্ভর করিতেছেন, তখন বাঙ্গলাকবিতার একদেশস্থিত ভণিতার মূলনির্ণয় অনুমানসিদ্ধ ব্যতীত আর কি হইতে পারে? বাঙ্গলাকবিতার সর্ব্বপ্রথমাবস্থা অনুসন্ধান করিতে প্রবৃত্ত হইলে সংগীতই ইহার আদি বলিয়া অনুমিত হয়। এই অনুমান কেবল কল্পনার চাতুর্য্য নহে প্রকৃতঘটনাবলীর সহিত ইহার বিশেষ সম্বন্ধ আছে। আমরা প্রাচীন মহাজনগণের পদে বাঙ্গলার সহিত অনেক ব্রজবোলি মিশ্রিত দেখিতে পাই সুতরাং সেই সকল সংগীত অতিক্রম করিয়া যত অগ্রসর হওয়া যায় বাঙ্গলা শব্দের ততই বিরলতা লক্ষিত হয়। রামায়ণপ্রণেতা কৃত্তিবাসকেই অনেকে বাঙ্গলার আদি কবি বলিয়া জানেন; কিন্তু তাঁহাদের এইটী স্মরণ রাখা উচিত যে যাঁহারা কৃত্তিবাসের আদিকবিত্ব নির্দ্ধারণ করিয়াছেন তাঁহারা সংগীতরসিক মহাজনগণের সর্ব্বপ্রাচীনত্ব উল্লেখ করিতে বিস্মিত হন নাই। তবে কৃত্তিবাসকে বাঙ্গলার আদিকবি বলিবার কারণ কি? কিঞ্চিৎ অনুধাবন করিয়া দেখিলে এই প্রশ্নের উত্তর অতিশয় সহজ হইয়া আসিবে। কৃত্তিবাস বাঙ্গলা কবিতার ছন্দোবিষয়ে আয়াস স্বীকার করিয়াছিলেন, তাঁহার ঊর্দ্ধতন কবিগণ সংকীর্ত্তনরসিক ছিলেন সুতরাং ছন্দের পারিপাট্যসাধন দূরে থাকুক ববং তদ্বিপর্য্যয় করিয়াগিয়াছেন এতজ্জন্য অধুনা পরিমার্জ্জিত পদ্যরীতির প্রথম সংস্কর্ত্তা বলিয়া কৃত্তিবাসকে বাঙ্গলার আদিকবি বলা যায়। বাঙ্গলাকবিতার প্রথমাবস্থা যদি সংগীত হয় তাহা হইলে বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস প্রভৃতি প্রাচীন মহাজন ও সংগীতরসিকগণের সংগীত সমুদয় আলোড়ন করিয়া দেখা উচিত। সেই সমুদয় গাথায় যদি ভণিতা লক্ষিত হয় তাহা হইলে ভণিতা বাঙ্গলাকবিতার সূতিকাগৃহসহচরী বলিতে কিছুমাত্র আপত্তি থাকিবে না। এমন

একটী প্রাচীনগাথা প্রাপ্ত হওয়া যায় না যাহাতে ভণিতাচ্ছলে অন্ততঃ গাথারচয়িতার নামোল্লেখ নাই, অতএব ভণিতা বাঙ্গলাকবিতার প্রায় সমবয়স্কা বলিয়া মীমাংসা করা যাইতে পারে।

এখন ভণিতার উদ্দেশ্যবিষয়ে কিঞ্চিৎ লিখা আবশ্যক। প্রাচীন গাথাস্থিত ভণিতা সমুদয় একত্রিত করিলে কবির আত্মপরিচয় প্রদানই ভণিতা নিবেশিত করিবার আদিকারণ লক্ষিত হয়। এই অবসরে আর একটী কথার উত্থাপন করা নিতান্ত যুক্তিযুক্ত; সংকীর্ত্তনরসিক বিদ্যাপতি প্রভৃতিকে যদি প্রায় আদিকবি বলিয়া অনুমান করা যায়, তাহা হইলে বৈষ্ণবসম্প্রদায়কে বাঙ্গলা কবিতার আদিপুরুষ বলিয়া গ্রহণ করিতে কিছু মাত্র আপত্তি উত্থাপিত হইতে পারে না। এখন বিচার্য্য এই বিদ্যাপতি প্রভৃতি বৈষ্ণব ছিলেন; ইঁহারা শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বেশ্বরত্বে বিশ্বাস করিতেন এবং তাঁহার লীলারসেই আপনাদের কবিত্বশক্তিকে নিমজ্জিত করিয়া রাখিয়াছিলেন। শৈব ও শাক্তগণ হরপার্ব্বতীর কোন গোপ্য লীলার বর্ণনা শুনিলে মুখ ফিরাইয়া তথা হইতে প্রস্থান করেন, কিন্তু বৈষ্ণবগণের তদ্বিপরীতভাব। তাঁহারা রাধাকৃষ্ণের গোপনীয় নিকুঞ্জবিহারাদি বর্ণনায় নিতান্ত অনুরাগী। কুমার-সম্ভবের অষ্টমসর্গ হরপার্ব্বতীর বিহারবর্ণনায় পরিপূরিত বলিয়া এই অদ্ভুত কাব্যের সপ্তমসর্গ পর্য্যন্ত প্রচলিত, অন্যান্যভাগ প্রায় বিস্মৃতির জঠরস্থ হইয়াগিয়াছে, কিন্তু জয়দেবগোস্বামীকৃত গীত-গোবিন্দ আদিরসবহুল বলিয়া বৈষ্ণব সমাজে সর্ব্বত্র আদরের সহিত পঠিত হয়। বিশেষতঃ আদিরসে বর্ণনার এবং নূতন ভাবসন্নিবেশের যেরূপ অবসর প্রাপ্ত হওয়া যায় এমন আর কোন রসেই নাই, সুতরাং পূর্ব্ব২ বৈষ্ণব মহাজন গণের গাথায় যে সমুদয় ভণিতা দৃষ্ট হয় তাহার অধিকাংশই রসপোষক এবং ভক্তজনের ভাবোদ্দীপক। অতএব রসের পরিপোষণ এবং ভক্তির সজীবতা প্রদর্শন করা ভণিতার দ্বিতীয় উদ্দেশ্য বলিয়া প্রতীতি হয়। আত্মশ্লাঘা ভণিতার তৃতীয় উদ্দেশ্য বলিলে অসঙ্গত হইবে না; কারণ অনেক ভণিতায় আত্মশ্লাঘার গন্ধ পাওয়া যায়। আমরা পূর্ব্বোক্ত বাক্যের প্রমানার্থ নিম্নে একটী প্রাচীন পদ উদ্ধৃত করিলামঃ—

রাই পদ হেরি হইয়ে ধন্দ,
চকোর ভ্রমরে লাগল দন্দ;
ভ্রমর বলে আমার কমল পেলেম,
চকোর বলে আমার পূর্ণচন্দ্র।
তখন বিধি আসিয়ে ভাঙ্গল দন্দ,
আধ কমল আধ চন্দ;
বিদ্যাপতি কবি রসিকরাজ,
সীমা-বাটি দিল ভুরুর মাঝ॥

এই একটী ভণিতায় গাথা রচয়িতার নামোল্লেখ আছে, আত্ম শ্লাঘার গন্ধ আছে, ভক্তির সজীবতা প্রদর্শিত হইয়াছে কিন্তু রসের পুষ্টিসাধনই এই ভণিতার প্রধানতম উদ্দেশ্য।

উত্তর কালীয় কবিগণ এই কয়েকটি অভিপ্রায় অব্যাহত না রাখিয়া বিবিধ প্রয়োজন সাধনের জন্য ভনিতার প্রয়োগ করিতে আরম্ভ করেন। সুতরাং কালক্রমে ভণিতা কবির হৃদয় ফলকের প্রতিকৃতি হইয়া উঠে। চৈতন্যের প্রাদুর্ভাব সময়ে যে সমুদয় বঙ্গীয়কবি ছিলেন তাঁহারা ভণিতা পরিহার প্রার্থনার এবং বিনয় প্রকাশের একটী প্রধান উপায় বিবেচনা করিতেন। চৈতন্য দেব নম্রতা এবং আত্মগৌরব বিহীনতাই বৈষ্ণবগণের একটী অসাধারণ চিহ্ন বলিয়া উপদেশ দিতেন। সুতরাং তদানিন্তন কবিগণ স্বীয়২ গাথায় ভণিতা দ্বারা আত্মাবনতি প্রকাশ করিতে ত্রুটী করেন নাই। এইরূপে ভ-

নিতা কালের এবং কবিগণের হৃদয়পট্টের প্রতিরূপ বিশেষ হইয়া আছে; অতএব ভণিতা কবিতার অসারভাগ বিবেচনা করা চিন্তাশীল ব্যক্তির কর্ত্তব্য নহে।

উপরে যাহা লিখিত হইল তাহাতে ভণিতা চারি প্রকার বোধ হয়—আত্ম পরিচায়ক, রসপোষক ও ভক্তির সজীবতা প্রকাশক, গর্ব্বতাব্যঞ্জক এবং বিনয়সূচক। এতদ্ভিন্ন পাদপূরক এবং অভীষ্ট দেবতার অনুগ্রহ পরিচায়ক ভণিতা ও দৃষ্ট হয়। প্রত্যেক প্রকার ভণিতার দোষগুণ বিচার করিয়া দেখা নিতান্ত প্রয়োজনীয়।

আত্ম পরিচায়ক—এইরূপ ভণিতায় কবি আপনার পরিচয় যথা সাধ্য বিন্যাস করিয়া থাকেন। প্রাচীন বাঙ্গলা কবিগণের জীবনচরিত সম্বন্ধে আমরা যাহা কিছু জানিতে পারি তাহা কেবল এইরূপ ভণিতার প্রসাদেই বলিতে হইবে। পূর্ব্বে মুদ্রাযন্ত্রের সাহায্য অপরিজ্ঞাত ছিল সুতরাং হস্তলিখিতপুস্তক সমুদয় বিস্তৃত হইত। হস্তে লিখিয়া পুস্তক প্রচার করা কতদূর কষ্ট সাধ্য ব্যাপার এবং তাহাতে গ্রন্থকারের জনসমাজে পরিচিত হইবার কত অল্প সম্ভাবনা, তাহা এখন সকলেই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন। এই সমুদয় অন্তরায় অতিক্রম করিবার আসয়েই পূর্ব্বতন বঙ্গীয় কবিগণ স্ব স্ব কাব্য সাধারণের নিকট গান এবং প্রসঙ্গ সমাপ্তি সূচক ভণিতায় আত্ম পরিচয় বিন্যাস করিতেন। কালানুসারে ঐ উভয় প্রকার উপায়ই যুক্তি যুক্ত তাহাতে আর সন্দেহ নাই। এখন সেইরূপ আত্ম পরিচায়ক ভণিতা কাব্যে সন্নিবেশিত করা বিধেয় কিনা তদ্বিষয়ে একবার বিবেচনা করিয়া দেখা উচিত। অধুনা প্রায় সকলেরই ইতিহাস ও জীবন চরিত পাঠে ও সংগ্রহে অনুরাগ জন্মিয়াছে সুতরাং কাব্যে আত্ম পরিচায়ক ভণিতার যোজনা বর্ত্তমান সাময়িক কবিগণের তত প্রয়োজনীয় বোধ হয় না। অতএব তাহার পরিত্যাগে কোন দোষ নাই।

রসপোষক—এইমত ভণিতায় কবি প্রসঙ্গ গত রসের পুষ্টি সাধন করিয়া থাকেন। সুসঙ্গত রসানুমত ভণিতা পাঠ করিয়া অনেক সময় চমৎকৃত হইতে হয়। রসজ্ঞ ব্যক্তি রসপোষক ভণিতার চাতুর্য্য দেখিলেই কবির উত্তমাধমতা বুঝিতে পারেন। আমরা অন্নদামঙ্গল হইতে এ কটী ভণিতা উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। পাঠকগণ ইহাতে ভারতের রসজ্ঞতার বিশেষ পরিচয় প্রাপ্ত হইতে পারিবেন।

সিদ্ধি-ঘোটা হৈল হর হাসেন হরিষে॥,
বস্ত্রবিনা ব্যস্ত হৈলা ছাকিবেন কিসে?
হৈমবতী হাসিছেন বদনে অঞ্চল,
ভারত কহিছে আর ছাকিয়ে কি ফল?

কবিবর মাইকেল মধুসূদন দত্ত রসপোষক ভণিতার সারবত্বা দেখিয়া ব্রজাঙ্গনা কাব্যে মধ্যে২ তাহার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু বর্ত্তমান শতাব্দির প্রায় কবিই রসজ্ঞতা বিহীন এবং অনুকরণ প্রিয় সুতরাং ভণিতা মাত্রের উপর চটিয়া উঠিয়াছেন। বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিলে বোধ হয় এইরূপ ভণিতার বাহুল্য কাব্যের গৌরবের বিষয় বই অগৌরবের কারণ নহে। ইহার অবান্তর ভাগ ভক্তির সজীবতা প্রকাশক বলিয়া উক্ত হইয়াছে। পূর্ব্বতন কাব্যে এরূপ ভণিতার বিন্যাসে কোন দোষ লক্ষিত হয় না কিন্তু আজ কাল প্রায় কবিই যাহাতে বিশ্বাস নাই তাহাতে হস্তক্ষেপ করিয়া থাকেন সুতরাং তদ্বিষয়ে আমাদের অধিক বলিবার ইচ্ছা নাই।

গর্ব্বতাব্যঞ্জক ভণিতার—কেহই পক্ষপাতী নহে। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই কি সংস্কৃত কি বাঙ্গলা কি ইংরেজী প্রায় সকল ভাষারই

একজন না একজন কবিগর্ব্বিতা ব্যঞ্জক কবিতা অথবা ভণিতার অনুরাগী। ইংরেজীতে মিল্টন "পারে ডাইস্ লষ্ট" লিখিবার পূর্ব্বে বলিয়াছিলেন "আমি এমন কিছু রাখিয়া যাইব যাহা বিস্মৃত হওয়া উত্তরকালীয় ব্যক্তিগণের অসাধ্য হইবে"; বস্তুতঃ তিনি তাঁহার প্রতিজ্ঞানুরূপ কার্য্য করিয়া গিয়াছেন। সংস্কৃতে কালিদাস প্রভৃতি কয়েজন কবি ব্যতিরেকে আর সকলেই প্রায় গর্ব্বিতাব্যঞ্জক কবিতা স্বীয় কাব্যে নিবিষ্ট করিয়াছেন এবং অনেকে বাক্যানুরূপ চরিতার্থ হইয়া গিয়াছেন। বাঙ্গলাতে অনেকেই কৃত্তিবাসকে গর্ব্বী বলিয়া জানেন, কিন্তু দুই এক জন ভিন্ন বাঙ্গলার প্রায় কবিই ঐরূপ বিশেষণে ভূষিত হইতে পারেন। ভারতচন্দ্র রায় অন্নদামঙ্গলের একদেশে লিখিয়াছেনঃ—

"ভবেতের রচিতের অমৃতের ভার।
ভাষা গীত সুললিত অতুলিত সার॥"

কবিরঞ্জন রামপ্রসাদের বিদ্যাসুন্দরেও তদ্রূপ একটী স্থান আছেঃ—

"কালীকিঙ্করের কাব্য কথা বোঝা ভার,
বুঝে কিন্তু সে কালী অক্ষর হৃদে যার॥'

অথচ এই দুইটী বাক্যই সম্পূর্ণ সত্য। কবিগণের এইরূপ আত্মোৎকর্ষ সূচক ভণিতায় এত অনুরাগ কেন? এই প্রশ্নের উত্তর কখনই সর্ব্ববাদিসম্মত হইতে পারে না। যে সমুদয় কবি মানব চরিত্র যথাযথ চিত্রিত করিতে পারেন, যাঁহারা জটিল এবং দুরবগাহ্য মানব চরিত্রের অভাব সমূহ কটাক্ষে বুঝিতে পারেন; তাঁহারা আপনাদের সময় এরূপ স্থূল ভ্রমে পতিত হইবার কারণ কি? কেনা জানে আত্মশ্লাঘা কাহারই প্রিয় নহে; কিন্তু কবিগণ এরূপ অপ্রিয় কার্য্যে এত অগ্রসর কেন? এই বিষয়ের মীমাংসা অল্প সময়ে এবং বীতস্তি পরিমিত স্থানে সমাবেশিত হইতে পারে না। পুরাকালে ইউরোপে কবিদিগকেই ভবিষ্যৎবক্তা বলিয়া সকলে মান্য করিত; ইহা কি ইউরোপীয়গণের তদানীন্তন কুসংস্কারের ফল? প্রণিধান করিয়া দেখিলে নিশ্চয় বোধ হয় কবিগণ ভবিষ্যদ্বক্তা বিশেষ। মহানুভবদিগের অন্তঃকরণ প্রবৃত্তিই বিশ্বাসভাজন এবং অকাট্য প্রমাণ; কালিদাসের এই বাক্যটীও মহাবাক্য স্বরূপ। অহঙ্কার এবং অহংবাদ এক পদার্থ নহে কিন্তু তাহাদিগকে ভিন্ন২ রাখা নিতান্ত কঠিন। আপনার সম্বন্ধে ন্যায়ানুগত প্রশংসাবাদের নাম অহংবাদ। কবিগণ অহংবাদের প্ররোচনা অনুসারেই আত্মপ্রশংসা করিয়া থাকেন, অহঙ্কার বশীভূত হইয়া ওরূপ করেন না। কিন্তু যখন অহংবাদ ও অহঙ্কারের বিভেদ অল্প লোকে বুঝিতে পারেন তখন আধুনিক কবিগণের আত্ম গুণানুকীর্ত্তন না করাই উচিত।

পাদপূরক ভণিতার অসদ্ভাব নাই। এক ভণিতার পুনঃ২ প্রয়োগই তাহার প্রধান লক্ষণ। এরূপ ভণিতায় কোন উপকার নাই; পাঠকগণ একমত ভণিতা বারংবার পাঠ করিয়া নিতান্ত ত্যক্ত হইয়া উঠেন সুতরাং ইহার সর্ব্বথা পরিত্যাগই শ্রেয়স্কর।

প্রায় প্রাচীন কবিই অভীষ্ট দেবতার অনুগ্রহে কাব্য লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। চণ্ডীদাস বাশুলি আদেশে কবিতায় হস্তক্ষেপ করেন। ভারত স্বপ্নে অন্নদার আদেশ প্রাপ্ত হন। এইরূপ ভাব প্রকাশ করাতে ইষ্টদেবতার অচলাভক্তি এবং কল্পনার অভীষ্টদেবপ্রবণতা ব্যতীত আর কিছুই লক্ষিত হয় না। যাহাহউক বর্ত্তমান সময়ে এইরূপ আদেশবশবর্ত্তী হওয়া নিতান্ত অপরামর্শ।

(দণ্ডকারণ্যে শূর্পণখার প্রতি লক্ষ্মণের উক্তি।)

অযি রক্ষ-কুল-কলঙ্কিনি।
কি কহিলে ? হেন পাপ-বাক্য পুনর্ব্বার
না কহিও মম পাশ ; যাবত রহিবে শ্বাস
এ দেহে তাবত আমি পর প্রণয়িনী
হেরিব না চক্ষে, আছে প্রতিজ্ঞা আমার।

১

নিতম্বিনী-নয়নযুগল
সুচির-রঞ্জিত, জানি, লজ্জার অঞ্চলে।
কি আশ্চর্য্য, স্মর-ধারে, ক্ষালি তাহা একেবারে,
সুজনে কুবাঞ্ছা তব, হবে কি সফল ?
জাগিয়া স্বপন কেন দেখ বরাঙ্গনে ?

২

উদ্ভিদ-সুন্দরী লজ্জাবতী,
লতা কুলেশ্বরী, শত ধন্যবাদ তায় !
অপরে আপন গাত্র, পরশ করিবামাত্র,
লাজ-ভরে, আহা মরি, মৃয়মাণা সতী।
কুল-কন্যা তুমি, তব সে জ্ঞান কোথায় ?

৩

সুবিমল অন্তর-আগার,
জ্ঞানের প্রদীপে তব, ছিল উজ্জ্বলিত।
কেন তাহা নির্ব্বাপিয়া, পুণ্য-পথ উপেক্ষিয়া,
ভ্রমবশে মন তব দুঃখ ভুঞ্জিবার,
কলুষ-কন্টক-বনে আজি উপনীত।

৪

যদি বল পঞ্চ শর-শরে,
আকুলিত চিত্ত তব, এ কৌতুক-রসে
ভিজে কি বিশ্বাস-ভূমি ? রাক্ষস-রমণী তুমি,
ভেদিতে অশক্ত বজ্র যার কলেবরে,
কোমল কুসুম-শর সে দেহে কি পশে ?

৫

জানি সেই দুর্ব্বার মদন,
সতীত্বের লক্ষ্য ভ্রষ্ট করিযাছে তব।
কিন্তু এ মানস মম, দিগ্দর্শি-সূচসম
পরিণীতা-প্রিয়া প্রতি স্থির-দরশন।
পরপত্নী-পানে নত-নয়ন-পল্লব।

৬

কুলটা কেতকী-ফুল কুল,
শোভার-ভাণ্ডার সদা করি প্রসারণ,
কামুক-ভ্রমর-চিত, আশু করে বিমোহিত।
বোধ-শূন্য যারা, মহা লোভে সদাকুল,
পড়ি তাহে, ছিন্ন করে শরীর-বসন।

৭

অসতীর আননে আসব,
শিরে সর্প, উরসেতে পরুষ পাষাণ,
নয়নে গরল-রাশি, ক্ষণ-প্রভা মিষ্ট হাসি.
যে কামিনী-কলেবরে জঞ্জাল এ সব .
ধিক্ তারে, তাহে মুগ্ধ হয় যে অজ্ঞান

৮

পিতৃ সত্য করিতে পালন,
বিলাস-বাসনা যত করি পরিহার,
আবাধ্য অগ্রজসনে, ভ্রমি আমি বনে বনে
ধর্ম্ম-ধন-তস্করির সঙ্গে দরশন
এতদিন অন্তে আদ্য হইল আমার।

৮

কামিনীর কোমল পরাণ
বিনাশিলে, বধূকুলে রহিবে দুনাম
নতুবা লক্ষ্মণ শরে, ভেদি তব কলেবরে,
নিশ্চয় এখনি তব রক্ত-রাশি পান
করিত, যাইতে তুমি শমনের ধাম।

১০

পাপীয়সি ! রাক্ষস-রমণি।
দূরহও, নহে তীক্ষ্ণ আয়ুধ-আঘাতে,

কাটি তব স্বর্ণ আশা, পর-প্রিয়-প্রেম-আশা
মিটাইব, ভবিষ্যতে যেন কোন ধনী
না কহে কুবাক্য কোন সাধুর সাক্ষাতে।

১১

রঙ্গপুর, মাহিগঞ্জ। } আপনার অনুগৃহীত।
১২৭৭। ৪ঠা শ্রাবণ। } শ্রীযাদবানন্দ রায়।

——০০(০)০০——

ভারত ভূমি প্রতি।

১

তুমি কি ভারত ভূমি—বীরপ্রসবিনী?
পুরাকালে ছিলে তুমি যে নামে পূজিত?
আজি কি জননি! নহ বীরের জননী?
পুরাসন স্বনে ধরা আছে কি কুজিত?

২

বসুগর্ভা নামে তুমি খ্যাত ভূমণ্ডলে,
ছিলে মাতঃ! যাহে সবে করিত বাসনা
লভিতে,—তুষিতে সেই বহুমূল্য ফলে,
যতনে করিত সবে তব উপাসনা।

৩

বসন্ত কলিকা যথা কানন ভিতরে
বসন্ত বাতাস সহ হয়ে বিকসিত,
অপরূপ শশী প্রভা সম শোভা ধরে,
সুগন্ধ গন্ধ বহে করয়ে বাসিত।

৪

সবে সম্ভাষণ তার করিলে যতন,
কিন্তু কোথা সে আদর হলে পর্য্যুসিত?
এখন কি তব সেই দশায় পতন,—
অশনিত হয়েছে কি গো, রতন শোভিত?

৫

চন্দ্রবংসতি বলি ছিলে হিন্দুস্থান,
সকলে ভক্তি পুষ্পে জননী চরণ,
শত্রু ভাবে পূজে যারা নাহি পেত স্থান,
কিন্তু আজি কোথা তব ভক্ত পুত্রগণ?

৬

দাসত্ব শৃঙ্খলে বদ্ধ তব পুত্রগণ,
স্বাধীনতা তাহাদের হয়েছে বিস্মৃতা।
পরের আয়ত্ত গত নহে ও চরণ-
ভক্তি পুষ্পাঞ্জলি দিয়া পূজিত সর্ব্বথা।

৭

বীর পুত্রগণ তব করিয়া ধারণ
ভীম পরাক্রম দেহে,—ভীম বাহু বলে,
দলিয়াছে রিপুদলে করি ঘোর রণ,
নাশিয়াছে রণ ক্ষেত্রে শত্রু দলে দলে।

৮

সতত করেছে যারা তোমারে রক্ষণ,
বাহু বলে, শস্ত্রবলে, যথা শক্তি ক্রমে,
সাধিয়াছে তব হিত করিয়া যতন,
অমঙ্গল কভু তব ইচ্ছে নাহি ভ্রমে।

৯

অমল কমল ফুটি বিমল সলিলে,
মৃদু ভাসি ধরে যথা শোভা মনোলোভা,
সেই রূপ রিপুরক্ত-সমর-সলিলে,
বীরবৃন্দ-শস্ত্রপদ্ম প্রকাশিত শোভা।

১০

কত শত কবিকুল শিরোরত্নগণ,
জনমিয়া তব ক্রোড়ে, হয়েছে অমর,
লভেছে অক্ষয় কীর্ত্তি করি আরাধন,
নশ্বর জগতে, যুগ্মচরণ তোমার।

১১

কোথা তব পুত্রগণ যারা বাহু বলে
রক্ষিত তোমারে সদা? কোথা কবিগণ
উত্তেজিত বীর হিয়া যারা কাব্য বলে?
এক কালে সবে কি গো হয়েছে নিধন?

১২

কোথা আজি ধর্ম্ম ভীরু নৃপবরগণ,
প্রলোভনে মুগ্ধ হয়ে না করিত যারা,

ন্যায় পথ ছাড়ি কভু কুপথে গমন ?
এক কালে নয়—ভ্রান্ত হয়েছে কি তারা ?

১৩

কোথা পর উপকারী মহোদয়গণ-
রত থাকি যারা পর উপকার তরে,
হৃষ্ট চিত্তে স্বার্থে বলি করিত অর্পণ ?
আজি কি লুকায় তারা অন্তক অন্তরে ?

১৪

কিন্তু হে ভারত তুমি! কি দশা তোমার
এক্ষণে ? বিদেশবাসী-অভ্যুদয় কালে ?
কোথা তব স্বাধীনতা-রত্নময় হার ?
হয়েছে কি সব রত্ন হারা এক কালে ?

১৫

(হায় স্বাধীনতা তব মোহিনী শকতি!
যার বলে বলী হয়ে পূর্ব্বে হিন্দুগণ,
সাধিয়াছে মহাকার্য্য, সুখ্যাতি মহতি,
কিন্তু আজি ত্যাগি গেছে অনন্ত ভবন।।

১৬

যত্ন প্রস্থ বলে তোমা অখিল সংসার!
খ্যাত ছিল তব নাম বিদ্যা যশোভারে,
নয়নে হেরিয়া আজি এদশা তোমার,
কার না হৃদয় ডুবে শোক পারাবারে ?)

১৭

কোথা আজি ধর্ম্মচারী তব পুত্রগণ,
যাদের পুণ্যের বলে পুণ্য তুমি বলি
ছিলে পূজনীয়া, কিন্তু কার না এখন
শুনিয়া বিদরে হিয়া তব শোকাবলী ?

১৮

মাতঃ যদি গর্ভে ধরে হেন এক সুত,
ভূষিত অশেষ গুণে:—ধর্ম্ম আচরণে,
দ্বিগুণ উজলে মুখ। হেন গুণযুত
এক মাত্র পুত্র তব আছে কি এক্ষণে ?

১৯

কালেতে গিয়াছে সব, ফিরিয়াছে কাল,
হইয়াছে হইতেছে পুত্র শত শত,
পাপে রত হয়ে যারা যাপে চির কাল,
পাপ আচরণে যারা না হয় বিরত!!!

২০

মাতার সুখের হেতু পুত্রের জনম,
কিন্তু হায়! তব পুত্র ভুলিয়া কি করে,
সাধয়ে কর্ত্তব্য কায, দুর্লভ জনম,
যেই হেতু লভিয়াছে সবে এই ভবে ?

২১

বল দেখি হেন বহু পুত্রে প্রয়োজন
আছে কিবা ? ভ্রমবশে যারা একবার
করে না উচিত কাজ। হউক নিধন
মাতৃ দুখে বক্ষ হিয়া গলে না যাহার।।

২২

ধন্য মায়া মায়াবিনী কুহক তোমার!
মুগ্ধকরী জালে মুগ্ধ যত জীবগণ,
হয়ে আছে সদা, নাহি দেখে একবার,
করিছ তাদের কত অনিষ্ট সাধন!!!

২৩

একাকী নহুহে দোষী! তব সহচারী
দুরাশা অন্ধ করি রাখিয়াছে সবে,
যার পথে পথি হয়ে হয় পাপাচারী,
যার তরে কত কষ্ট ঘটে এই ভবে!

২৪

কি ক্ষণে গড়েছে বিধি তোরে দুরাশা!
তাই দিয়াছিল তোরে শক্তি চমৎকার,
যেই বলে বলী হয়ে, দিয়া বৃথা আশা
সাধহ সে কাজ যাহা সাধ্য নহে কার।

২৫

ভারতে ত্যজিয়া তুমি যাও অন্য দেশ,
তোমায় যাহারা আশে, অপি দুষ্টা আশা
লভ তুমি সেই স্থানে প্রভুত্ব অশেষ,
এখনেই তাহাদের হৃদে কর বাসা।

২৬

অয়ি ধন আশা! তব অনুচরীগণ
আলস্য, বঞ্চনা, মিথ্যা, যত আছে ভবে,—
পাপকরী, দোষকরী, কর পলায়ন,
দূর দেশে, সিন্ধুপারে, সঙ্গে লয়ে সবে।

২৭

মায়াবলে মুগ্ধ করি রাখিয়াছ তুমি
সুবিখ্যাত ভারতের আর্য্য পুত্রগণে,
তব দোষে হীনা এই ভারতের ভূমি,
হইয়াছে সমুদয় দূষিত ভুবনে।

২৮

উঠ উঠ ভারতের কৃতি পুত্রগণ!
কত নিদ্রা যাবে আর আলস্য শয়নে?
চির নিদ্রা পরিহরি বিকাসো নয়ন
মুছাইতে অশ্রুধারা জননী নয়নে!!!

২৯

উঠ দেখ একবার ভারতের দশা।
উপযুক্ত পুত্র হয়ে উচিত কি হয়
হেরিতে মুদিত নেত্রে জননী দুর্দশা?
হেন কি পাষাণ-বদ্ধ সবার হৃদয়!!

৩০

ভারতের আর্য্যবংশে লভিয়া জনম
কোন পাপে হারায়েছি মোরা আর্য্যনাম?
কেবা বল নিশ্বাসিবে, দেখিয়া চরম,
পুণ্য ক্ষেত্র হিন্দু ভূমে আমাদের ধাম?

৩১

আমাদের এই দশা হয়েছে এখন,
অন্ধসভ্য ভিন্নদেশী, অসভ্য বলিয়া
অবিরত হাসে, ভাষে কত কুবচন,
রাজ্যেশ্বর ছিল যারা অরাতি দলিয়া।

৩২

কেন অনুকারি মোরা ভিন্ন দেশী রীতি?
ভারতে কি আর্য্য ভাষা নাহি বিরাজিত?
পারেনা কি তারা এবে শিখাইতে নীতি?
তবে কেন ফলিতেছে ফল বিপরীত? ৩৩

আইস আমরা সবে করিয়া যতন,
আপন দেশের হিত সাধি প্রাণপণে;
আইস একত্রে করি কলঙ্ক মোচন,
মথিয়া ভারত সিন্ধু লভিয়া রতনে।

৩৪

অনুরাগ রজ্জু দিয়া বান্ধহ হৃদয়,
"সাধিতে উচিত হয় দেশের মঙ্গল"
ভারতে সৌভাগ্য সূর্য্য হইবে উদয়
যতন করিলে পরে ফুটিবে কমল।

৬ই শ্রাবণ শক ১৭৯২
রাজীবপুর-বারাসত } উত্তম হইয়াছে

বিবেকি-চতুষ্টয়।

প্রথম বিবেকী মহারাজ রামকৃষ্ণ।

[নাটোরের রাজা রামকৃষ্ণকে আত্মীয়গণ দিন দিন বিষয়-বিরাগী দেখিয়া, অনেক প্রবোধ দেওয়াতে, তিনি তাঁহাদিগকে এইরূপে পার্থিব বিষয়ের অনিত্যতা প্রদর্শন করিয়াছিলেন।]

"যদুপতিঃ ক্ব গতে মথুরা পুরীং।
রঘুপতিঃ ক্ব গতোত্তর কোশলাং॥

১

বৃথাধন, বৃথাজন বৃথা রাজ্যভার।
কিছুদিনে কালকরে সবার সংহার॥
পার্থিব বিষয়-বশে, যে মূর্খের মনরসে;
তার সম দীন কেবা আর?
নয়ন থাকিতে দৃষ্টি শক্তি নাহি তার।

২

দশানন কংশ আদি প্রসিদ্ধ ভূপতি।
একদিন শাসন করেছে বসুমতি॥
যাঁহাদের বাহুবল কাঁপাইল ভূমণ্ডল।
তাঁরা সব কোথায় সংপ্রতি?

কালে কিনা হয়েছিল তাঁদের দুর্গতি !

৩

কোথায় কোশলাধিপ-সুধীর-রাঘব ?
কোথা দ্বারকেন্দ্র রুক্মিণী বল্লভ ?
মান্ধাতা, সগর, অজ জরাসন্ধ, নীলধ্বজ।
দীলিপ প্রভৃতি ভূপ সব
কোথা ?—কালে কালহস্তে হয়েছেন শব।

৪

নামিক রাযারলক্ষ মুদ্রা মম আয়,
প্রবল ভূপতি লোকে বাখানে আমায়।
কিন্তু যাহাদের নাম এইমাত্র করিলাম।
তাঁদের সহিত তুলনায়,
কোন ছার আমি ?—ক্ষুদ্র পিপীলিকা প্রায়।

৫

কালগ্রাসে বিচুর্ণিত তাঁরাই যখন।
আমার গৌরব করা মূঢ়তা তখন।
আজি কিম্বা শতবর্ষে কৃতান্তের কর স্পর্শে,
এসকল হবে অদর্শন।
তবে কেন বৃথা হব এসবে মগন

৬

মূঢ যারা, নাহি বুঝে কালের চরিত,
তারাই ক্ষণিক সুখে হউক গর্ব্বিত।
হিমের যাতনা যারা নাহি বুঝে, হৌক তারা
মধু-ঋতু উদয়ে হর্ষিত।
আমার বুঝিতে বাকি নাহিক কিঞ্চিৎ।

৭

"আমার আমার" জ্ঞান যাবত রহিবে,
পরমার্থে মনোযোগ কদাচ নহিবে।
ছাড়ি পরমার্থ ধন, ভ্রমিয়া বিষয়বন,
কন্টকের খোঁচা কে সহিবে ?
সম্পদের চিন্তানলে আত্মা কে দহিবে ?

অতএব পাত্রমিত্র, আত্মীয় স্বজন।
যাহা বলি মনদিয়া করহ শ্রবণ।
আজি হতে অঙ্গীকার, সুনিশ্চিত এ আমার,
যত কিছু আছে রাজ্যধন।
একে একে সে সকল দিব বিসর্জ্জন।

৯

বিষাদিত হলে কেন একথা শুনিয়া ?
একবার মনে মনে দেখতো ভাবিয়া।
আপনার কলেবর, যত্নে যারে নিরন্তর,
রক্ষ অতি সতর্ক হইয়া।
যেতে হবে একদিন তাহাও ফেলিয়া।

১০

প্রাণের সম্বন্ধ যবে কায়ার সহিত
এতাদৃশ ক্ষণ স্থায়ী এত অনিশ্চিত।
তখন সম্পত্তি আর, বল ২ কিবা ছার,
তাতে আর কিসের পিরিত ?
তবে বৃথা মমতায় কি জন্য মোহিত ?

১১

ছাড হে বিষয় মায়া বান্ধব সকল।
সময় থাকিতে অর্জ্জ শেষের সম্বল।
হেলায় কাটিলে কাল, কিসে রবে পর কাল,
সার হবে রোদন কেবল —
রোদনে ও হইবেনা শেষে কোন ফল

১২

মান, যশঃ, রত্ন, ধন, হইয়া মিলিত
পাশরূপে হইয়াছে চরণে বেষ্টিত।
তীক্ষ্ণ উথা বিবেকের, দিয়া সেই শৃঙ্খলের
গ্রন্থিভগ্ন করহ ত্বরিত।
বন্দীভাবে থাকা আর নহে সমুচিত।

১৩

মৎসরতা, লোভ, মোহ, মদ, ক্রোধ, কাম,
খাটায় দাসের মত সবে অবিরাম।
দুর্জ্জয় ইন্দ্রিয় দল, সকলে করিয়া বশ,
কুপথে চালায় অবিশ্রাম।
ত্বরা দমি তাহাদের, চল নিত্য ধাম।

১৪

রোগ, শোক, রাগ, দ্বেষ, যে ধামেতে নাই ;
মনোমত নিত্য সুখ যথা গেলে পাই,
মায়াময় এসংসার, ত্বরা করি পরিহার,
শেষের সম্বল কর ভাই।
দিন নাই চল চল শীঘ্র তথা যাই।

দ্বিতীয় বিবেকী।

নেপালিয়ান বোনাপার্ট।

[ফরাশাধিপতি নেপালিয়ান সর্ব্বস্বান্ত ও সেণ্ট হেলিনাতে বন্দীকৃত হইয়া এইরূপ আক্ষেপ করিয়াছিলেন।]

" মাকুরু ধনজন যৌবন গর্ব্বং।
হরতি নিমেষাৎ কাল সর্ব্বং॥ " মোহ মুদ্গর।

১

হায় রে! কোথায় মম সৌভাগ্য সময়!
খ্যাতি, প্রতিপত্তি, যশঃ, ধন মান বল?
পার্থিব-সৌভাগ্য, হায়! কিছু কিছু নয়।
ক্রমে ক্রমে আমাকে ত্যজেছে সে সকল।

২

মহাবীর বোনাপার্ট ছিনু একদিন,
ইউরোপ কেঁপে ছিল মম পরাক্রমে।
এখন কালের বশে হনু পরাধীন,
মানুষ বলে ও কেহ না সম্ভাষে ভ্রমে।

৩

যে বলেছে অসম্ভব শব্দ কিছু নয়,
অভিধানে হেন শব্দ থাকা অনুচিত।
সে এখন পত্রপাত মাত্র পায় ভয়,
হায়, হায়, কালের কি গতি বিপরীত।

৪

" গিরিতে রুধিছে পথ " শুনি যেই জন,
বলেছিল সদর্পে করিয়া অহঙ্কার।
" থাকিতে নারিবে পথে পর্ব্বত কখন " *
তৃণ হেরি তার এবে ভয়ের সঞ্চার।

৫

শারীরিক শ্রমে তুচ্ছ করিয়া যেজন।
অশ্ব পৃষ্ঠে ভ্রমণ করেছে অনিবার।
হায় কালবশে হয়ে অলস এখন।
স্ব-অঙ্গ চালন তার হইয়াছে ভার।

৬

যুগপৎ চারিজন লেখকেরে যেই,
অবিশ্রান্ত লেখায়েছে হইয়া সত্বর,
এখন নিস্তেজ এত হইয়াছে সেই,
বলিতে একটী কথা ভাবে কষ্টকর!

৭

দুরাকাঙ্ক্ষা বশবর্ত্তী হইয়া যেমন,
দিনদিন করিয়াছি অগণন পাপ।
এখন যাতনা ভোগ করিছি তেমন,
হায় রে হতেছে কত মনে অনুতাপ।

৮

ছিন্ন ভিন্ন করিয়াছি কত শত দেশ,
করিয়াছি কত নৃপতির সিংহাসন,
কতজনে দণ্ডিয়াছি দিয়া নানা ক্লেশ
কতবা জনের প্রাণ করেছি নিধন,

৯

কতরাজ্য করিয়াছি অরণ্যানীময়,
করিয়াছি কত রাজ-ভাণ্ডার হরণ,
বন্দীভাবে আনিয়াছি কত রাজচয়।
বন্দী হইয়াছি, হায়, নিজেই এখন।

১০

ইটালি, মিশর, আর ফরাশিশ দেশ,

---

* ফরাশ দেশ জয় করিবার সময় একব্যক্তি আসিয়া বলিল, আল্পস্ পর্ব্বত আমাদিগের পথরুদ্ধ করিয়াছে। তাহাতে নেপলিয়ন কহিয়াছিলেন " আমাদের পথ হইতে তাহাকে দূর করিয়া দাও।" এই বলিয়া পর্ব্বত ছেদন পূর্ব্বক পথ বাহির করেন।

করিতেছে সদা মোর প্রতাপ প্রচার।
কুলগ্নে করিষা জয়ে যেযে অবশেষ,
হায়! হায়! সর্ব্বনাশ হইল আমার!

১১

যে কিছুতে করি প্রেম অবনী ভিতর;
যে কিছুর প্রতি মোর আছে অধিকার,
মম প্রতি কুপিত হযেছে সুর নর।
ক্রমে২ হতেছে তা সকলি সংহার।

১২

সার্লিমন, সেকান্দর, শিজার, প্রভৃতি,
আমরা স্থাপিযাছিনু রাজত্ব বলেতে।
ঈশামাত্র জগজ্জনে বিতরিযা প্রীতি,
স্থাপিছেন প্রেমময রাজ্য এ জগতে।

১৩

নরবাজ্য ঈশা-রাজ্যে কত ভেদ হয়।
নরবাজ্য ভিত্তিমূল ছিল অত্যাচার।
বিস্তৃত হতেছে ঈশারাজ্য প্রেমময়,
নররাজ্য ক্রমে২ হতেছে সংহার।

১৪

কতকাল জয়ী রয় দুষ্ট দুরাচার?
আপাততঃ বৃদ্ধি শেষ সমূলে বিনাশ।
আমার অবস্থা যেন চিন্তে একবার,
বড হতে যেব্যক্তির থাকে অভিলাষ। জা। ক্রমশঃ

প্রাপ্ত।

দুর্ভাগিনী শ্যামা।

প্রথম অধ্যায়!

মনের কষ্ট প্রকাশ করিলে অনেকাংশে আন্তরিক যাতনার উপশম হয়। আগ্নেয়গিরি গর্ভে যতক্ষণ অগ্নিরাশি সঞ্চিত থাকে, ততক্ষণ তন্মধ্যে ভয়ানক গণ্ডগোল হয়। অগ্ন্যুদ্গীরণ হইয়া গেলে অন্ততঃ কিছুকালের নিমিত্ত পর্ব্বতটী সুস্থির হয়। অতএব পাঠক মনোযোগ বিধান করুন, দুর্ভাগিনী শ্যামা আজি মনের ক্লেশ প্রকাশ করিতেছে।

আমার পিতার নাম হলধর চক্রবর্ত্তী, নিবাস বঙ্গদেশের এক গণ্ডগ্রামে। আমি পিতার একমাত্র সন্তান। সুতরাং বড আদরের পাত্রী ছিলাম। আমাদিগের পূর্ব্বপুরুষের এক শিলাময়ী শ্যামামূর্ত্তি স্থাপিত ছিল। নাটরের প্রসিদ্ধ রাজা মহারাজ রামকৃষ্ণ উক্ত বিগ্রহের সেবার নিমিত্ত বার্ষিক তিনশত টাকা আয়ের একটী বিত্ত বৃত্তিস্বরূপ প্রদান করেন। এতদ্ব্যতীত পিতার অনেকগুলি যজমানও ছিল, তাহাদের নিকট সুন্দর দশটাকা পাওয়া যাইত। এই২ কারণে আমাদের খাওয়া পরার কোন চিন্তা ছিলনা। কালীবাডীর প্রসাদে দধি, দুগ্ধ, চিনি, সন্দেশ প্রভৃতি উপাদেয় সামগ্রীও যথেষ্ট পাওয়া যাইত। সুতরাং বিশেষ আদোরে সন্তান না হইলেও আমি কখন কোন বিষয়ে কষ্ট পাই নাই, ফলতঃ বড আদরের মেযেই ছিলাম।

সহরের লোক আহারান্তে স্ব স্ব কর্ম্মস্থানে যায়, সমস্ত দিন পরিশ্রমের পর গৃহে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক আহারাদি করিযা শয়ন করে। তাহাদের দিন কেমন করিয়া যায় টের ও পায না। কিন্তু পল্লিগ্রামের একদিন যেন তিন দিনের মত বোধ হয়। পাড়াগেঁয়ে ভদ্রলোকেরা অতি প্রত্যূষে উঠিযা প্রাতঃকৃত্য সমাপ্ত করিযা, পাঁচ সাত জন একস্থানে উপবেশন পূর্ব্বক তামাক পোড়েন, আর রুমের বাদসা, মুরশিদাবাদের নবাব, ঢাকাতে বিশ্বনাথ বাবুর গল্প করেন। এইরূপ "ফালতু গল্পে স্নানের বেলা হয়; তখন আপাদ মস্তক কলুর হাডির মত সর্ব্বাঙ্গ তৈলে চুব চুব" করিযা একখানা গামছা কাঁধে ও ঘটি হাতে, স্নান করিতে যান। বৃদ্ধেরা তাডাতাডি স্নান করিযাই পূজাদি করিয়া বাড়ী চলিযা আসেন কিন্তু যুবকেরা ঘাটে আসিয়া যেন বাসর-গৃহ পান। একটী স্ত্রীলোককে ঘাটে আসিতে দেখিলে কত গল্প, কত রসিকতা এবং কত হাসিই চলিতে থাকে! সে যেন বেওয়ারিশ মাল।

যাহৌক, স্নানান্তে আহার করিয়া দশাদনের কনিষ্ঠ

সহোদরের ন্যায় নিদ্রা যান। নিদ্রা হইতে উঠিলেও দিন যায় না সুতরাং তাস, পাশা, সতরঞ্চ লইয়া সূর্য্য দেবকে বিদায় করেন। আমাদের পাড়ার সমুদয় নিষ্কর্ম্মা লোকেরা পূর্ব্বোক্ত কালী বাড়ী যাইয়া খেলা করিতেন। ক্রমে আমার বয়োক্রম অধিক হইতে লাগিল। বৎসর জলস্রোতের ন্যায় চলিয়া যায়, যাইবার সময় বড় একটী টের পাওয়া যায় না। কিন্তু ঠিকদিয়া দেখিলে তখন আশ্চর্য্য হইতে হয়। ক্রমে আমার বয়স তের, চৌদ্দ, হইল, তখনো আমার বিবাহের বর মিলে নাই। পিতার একান্ত ইচ্ছা আমাকে কুলীনে সম্প্রদান করেন। এজন্যই বিবাহে এত বিলম্ব।

একদা ঠাকুরমা আমার চুল আঁচরে দিতেছেন, এমন সময় বাবা সেখানে আসিলেন। ঠাকুর মা কহিলেন "হলধর, মেয়েটা বিয়ে দিবিনা? শরীরে স্ত্রীলোকের সমুদয় লক্ষণ হয়েছে, বিয়ে হলে সেঠের এক ছেলের মা হতো। আর কতকাল আইবড় করে রাখবি?"

আমি লজ্জিত হইয়া মস্তক অবনত করিয়া রহিলাম। বাবা কহিলেন "পাত্র মিলে না। চেষ্টারত ক্রটী নাই।"

ঠাকুরমা। "কেন বাজিার মেয়ের কি আর বিয়ে হয় না?"

বাবা। "বিয়ে হবে না কেন? একটী কুলিন সন্তানে মেয়েটীকে দিবার আমার ইচ্ছা।"

ঠাকুরমা। "কুলীনং বলে যে, চৌদ্দপুরুষ নরকে যায়।"

বাবা। "তা হলে কি হয়"—

ঠাকুরমা। "তোর মেয়ের কপালেও রামধন লস্করের বোনের দশা দেখচি।"

বাবা। "মেয়ের রক্ত বাঁদিরক্ত। কপালে যা থাকে হবে। কিন্তু কুলীন সন্তান না পেলে বিয়ে দিবনা।"

অতঃপর মাতার সহিত অধিক বাক্‌ বিতণ্ডা হইবে, এই ভয়ে পিতা চলিয়া গেলেন। "রামধন লস্করের বোনের দশা" শুনিতে আমার বড় কৌতূহল জন্মিল। ঠাকুরমা বুড় হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু নাতিনী বলিয়া আমার সঙ্গে ইয়ারকি করিতেন। আমাকে "বাসর সই" বলিয়া ডাকিতেন। এবং ঠাকুর দাদা তাঁহাকে কেমন ভাল বাসিতেন ইত্যাদি কথা সর্ব্বদা আমার কাছে কহিতেন। সুতরাং আমার বিয়ে সম্বন্ধে কথা উঠিলেও, ঠাকুর মাকে ঐকথাটি জিজ্ঞাসা করিতে বিশেষ লজ্জা বোধ হইল না। জিজ্ঞাসা করিলাম "সেই, লস্করের বোনের কি হইয়াছিল?"

ঠাকুরমা। "তাশুনে তোর কাজ কি? তোর বাবার যে রকম সকম তাতে তোর ভাগ্যেই তা ঘটবে।" আমি কহিলাম। "তা যাকেন হোক না, লস্করের বোনের কথা তোমাকে বলতেই হবে।"

ঠাকুরমা। "তবে শুন। রামধন লস্করের বোনের যৌবন কাল উত্তরে গেল। তথাপি যে ঘরের সঙ্গে মেলছিল, সে ঘরে ছেলে মিলে না। ক্রমে ৭০ কি ৮০ বৎসর বয়েস হয়েছে, আজকাল যম বাভাকে বিয়ে করবে, এমন সময় অনেক তালাসের পর, সেই ঘরে এগার কি বার বৎসরে ছেলে পাওয়া গেল। রামধনের আনন্দের সীমা—

আমি। "কৈলাম তার সাতে বোন বিয়ে দিবে না কি?"

ঠাকুরমা। "শোন না মাগি। বিয়ের দিন সাব্যস্ত হলো, বর বাড়ী আসল। মাঘ মাস, লগ্নটাও শেষরাত্রে পড়েছিল। ছেলে মানুষ ঘুমযে পড়েছে। রামধন যাইয়া জাগায়ে লয়ে এলো; ছাদনা তলায় বসালে "খেন২ করে কাঁদতে লাগলো। এদিকে পাত্রী ও সমস্ত দিনের উপসে, ও শীতে অত্যন্ত কাতর হইয়া ঘুমযে ছিল। পাড়ার মেয়েরা তাহাকে জাগায়ে একটা মোটা বিলেতি কম্বলে জড়ায়ে ছাদনা তলায় আনিয়া বসালো! ইতি মধ্যে বর পক্ষেরা কএক টাকার জন্য কচায়ন করাতে অনেক

সময় অতীত হলো। সারাদিনের উপস, সন্ধ্যাবেলা স্নান, বিশেষতঃ বিয়ের সময় স্বভাবতই একটু শীতে ধরে, তাহাতে আবার অনেকক্ষণ বাইরে থাকাতে ঠাকুরুন ঠক্ ঠক্ করে কাঁপতে লাগলো। ক্রমে রাত ভোর হয়ে যায়, তখন আর থাকতে না পেরে, ঠাকুরুন বল্যে টাকাকড়ির কথা পরে হবে। আর শীতে থাকা যায় না, একটা ফুল দিবি নাকি বাপু রে, এই কথায় বিয়ে ভেঙ্গে গেল।"

ঠাকুরমার কথা শেষ হইলে আমি হেসে গলে পড়তে লাগলেম। কিন্তু পরক্ষণেই হাসা দূর হইয়া মনে ক্ষোভের উদয় হইল—কুলীনের উপর ঘৃণা জন্মিল। ঘৃণা জন্মিবার আরো কারণ ছিল। পীসিমার কাছে শুনিয়াছিলাম, তাঁহার শ্বশুর বাড়ীর কাছে জনার্দ্দন মুখর্য্যার বাপে বিক্রমপুর, যশোহর, নদিয়া, কলিকাতা প্রভৃতি স্থানে একশ কয়টী বিবাহ করেন। আবার জনার্দ্দন ও আশীটা পর্য্যন্ত করিয়া মরিয়া যান। ইহাঁরা নাকি খাতা দেখিয়া শিষ্য বাড়ী গুরুর মত শ্বশুর বাড়ী বৎসরান্তে এক২ বার ফিরিয়া যাইতেন, তাহাতেই জীবিকা চলিত। পুত্র কন্যা জন্মিত কিন্তু ফাঁক যাইত না।

এই ঘটনার কয়েক দিন পরে, আমার বিয়ে লইয়া মার সাতে বাবার আচ্ছা এক হাত ঝগড়া হইয়া যায়।

মা কহিলেন "আমার একমেয়ে বই আর লক্ষা নাই। আমার সোনার প্রতিমা কেন জলে ডুবাতে চাও?" বাবা রাগত হইয়া কহিলেন "মেয়ে মানুষের কথাই বাজিা ছাড়া। কেন, কুলীনে দিলেকি জলে ডুবান হয়?"

মা। "জলে ডুবানত ভাল। কুলীন গুলা প্রায় হাড়হাবাতে, মূর্খ, পুড়ে দিলে ক্ষেত্রে খায় না। বাপ দাদার নাম নাই, মামার ভাতে শরীর; এমন হতভাগাদের হাতে দেওয়ার চেয়ে মেয়ে না হওয়া ভাল।"

বা। "তোমার কুলীনের উপর এতরাগ কেন?"

মা। "সব কুকাণ্ড শুনে।"

বা। "কি শুনেছ?"

মা। "কত কুকথা শুনেছি। আমার বাপের বাড়ীর কাছে সীতানাথ বন্দোপাধ্যায় নামে এক ব্যক্তি ছিলেন। তিনি যে কত বিয়ে করেছিলেন, তার হিসাব ও ছিল না। বিবাহ সময় ব্যতিত অনেক স্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ ও হয় নাই। তিনি আপন মুখেই বলেছেন, যখন তিনি নওয়াবাদের কাছারির নায়েব ছিলেন, একদা সন্ধ্যাবেলা ঘাটলায় বসে মালাজাপ কচ্চেন, এমন সময়, দুইটী যুবক তথা উপস্থিত হইল। একের বয়োক্রম কুড়ি, অপরের ১৭। ১৮ বৎসর হইবে। দেখিতে উভয়েই সুশ্রী, বিদ্যানও কাপড় চোপড় ও পরিস্কার পরিচ্ছন্ন, সঙ্গে বেহারা ও জুটে আছে। আসিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল সীতানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় কি এখানে আছেন? বাড়ুয্যে জিজ্ঞাসিলেন 'তাঁকে কেন?' ছেলে দুটী কহিল 'তিনি আমাদের পিতা।' তিনি তথাতে আছেন বলে, বন্দ্যোপাধ্যায় পশ্চাদ্বার দিয়া কাছারি গৃহে যাইয়া, আপনাদের পরিচয় দিয়া, এবং পিতার পরিচয় পেয়ে তাঁহাকে প্রণাম করিল। তখন বন্দ্যোপাধ্যায় উপস্থিত লোকদের কাছে কহিলেন 'আমি এদের মাকে কখন বিয়ে করেছি, মনেও নাই। কিন্তু দেখুন দেখি কেমন দুটী সোনার চাঁদ হয়েছে।' উপস্থিত ব্যক্তিরা ইহা শুনে খলং করিয়া হেসে উঠিল, ছেলে দুটী লাজে তৎক্ষণাৎ তথাহতে প্রস্থান কল্যে—

বা। "একজন অসত হয়েছে বলে কি কুলীন মাত্রেরই ঐরূপ স্বভাব? কুলোক সুলোক সকলের মধ্যেই আছে। আর হলেই বা ক্ষতি কি? গঙ্গাজলে মল থাকিলেই কি অপবিত্র হয়?"

মা। "তোমার পবিত্রতা নিয়ে তুমি থাক। মেয়ের উপর তোমার চেয়ে আমার দাওয়া বেশি। আমি কখনই কুলীনে মেয়ে বিয়ে দিব না।"

আমি গোপনে এই সকল কথা শুনিয়া কুলীন

করিয়া যারপর নাই ঘৃণা হইল। এবং মাতার দৃঢ়তা দেখিয়া মনে ভরসা হইল, এপাপদের হাতে আর পড়িতে হইবেনা। কিন্তু আমার আশা বৃক্ষ কিছু দিনেই নির্ম্মূল হইল। ইঁহার মাসেক পরেই মাতার মৃত্যু হইল। অধুনা সম্পূর্ণ রূপে পিতার ইচ্ছাধীন হইলাম। আবার অধিক বয়োক্রম দেখিয়া, লোক নিন্দা ভয়ে পিতার যদিও তাড়াতাড়ি আমাকে কুলীনাভাবে অনাবরেও দেওয়ার সম্ভাবনা ছিল, এক বৎসর সময় পাইলেম। সুতরাং আমার সে আশাও থাকিল না।

——০০(০)০০——

মেয়েলি কবিতা।

এই শিরোভূষণ দেখিয়া পাঠকগণের মধ্যে কেহ২ হাস্য করিতে পারেন বটে, কিন্তু সাহিত্য সংসারের সমুদায় পদার্থের প্রকৃত মর্ম্ম পরিগ্রহ নিমিত্ত মেয়েলি কবিতা গুলির পরিজ্ঞান থাকা আবশ্যক, নচেৎ নাটক, প্রহসন, এবং নবেল প্রভৃতির অনেক স্থানের প্রকৃত অর্থ বোধগম্য হয় না, অতএব আমরা মেয়েলি কবিতা সঙ্কলনে প্রবৃত্ত হইলাম, ক্রমশঃ কিঞ্চিৎ২ করিয়া প্রকাশ করা যাইবে; এবারে কতক গুলি দেওয়া গেল।

১। বসন্ত দুরন্ত বড় জাতে বড় হীন।
পরাণে না মেরে যায় রেখে যায় চিন।

২। আগে ভাল আঁটিতে সর কাটিতে সেই এক দিন ছিল। এখন নারকেলেতে, পিতল বাঁধাতে নানা রঙ্গের হলো।

৩। পোদনীর পো, রসিয়া। সাবলার ইজার-বন্দ, কুমুড়ার তকিয়া॥

৪। থাক্ কুকুর তুই আমার আসে,
ভাত দেব তোকে পৌষ মাসে
খাবি তুই গাসে গাসে।

৫। যার গুরু পদে আছে মন।
তার হৃদয় মাঝে বৃন্দাবন।

৬। মাকে বোলো আমি বড় সুখে আছি।
ঝিঙের ফুল ফুটলে আমি ভোজনে বসি।

৭। মরণের কথা চরণে জানে,
যেখানে মরণ সেখানে টানে।

৮। যার মরণ যথা, না করে যায় তথা।

৯। দুধেতে আঙ্গার দেও, দুধ হবে কাল।
আপন কাটিয়া দেও, পর না হয় ভালো।

১০। সকলেই আপনাকে চোদ্দ পোয়া দেখে।

১১। দাতা বড় ভাগ্যবান্
আমানি খাবিত চালুনি আন।

১২। ঘরে নাই ঘটী বাটী,
কোমড়ে ঝোলে চাবি কাটী।

১৩। উপোসময় চন্নন, ধার নয় বন্ধন।

১৪। আরে আমার ধুচুনী, খেয়ে দেয়ে নাচুনী।

১৫। কপালক্রমে বারি শুকালো,
ব্রহ্মময়ী লুকালো।

১৬। মর্দ্দের খোরাক যত কর তত,
তউলো বাইশসের।

১৭। নিতে আছেন সবাই, দিতে কেউ নাই
দেবার বেলায় কেউ নাই।

১৮। কাকের বাসায় কোকিলের ছা,
জাত স্বভাবে কারে রা।

১৯। থৈয়ে ভূত তুলসী পাতা।
ঠ্যাং ভেঙেছে যাবে কোথা।

২০। তুমি বল ছাড২ আমি না ছাড়িব,
বাজন নেপুর হয়ে চরণে বাজিব।

২১। কি ভাল বাস্ চিরে,
যেন কইমাছের মুড় চিবুচ্ছি।

২২। ভাত খাবে বেগুন নাও,
বাজে কথায় কেন যাও।

২৩। পাটকোরে বসি, রণে জিনে হাসি।

২৪। যার যেমন রীত, ছাড়ে কদাচিত।

২৫। কি বোলবো যমকে,
বামনের ব্রহ্মস্ব দিলে ডোমকে।

২৬। উনো খেলে দুনো বল,
ঢেক খেলে যায় রসাতল।
২৭। দিন থাকতে বাঁধে আল,
সুখে থাও বারমাস।
২৮। শাক হয়ত সেজে, মানুষ হয়ত বোঝে।
২৯। হাতে নাই কড়া বট, পরাণ করে ছটফট।
৩০। নাপতালি পো, ত সভাতে নিয়া থো।
৩১। থুতু দিয়ে ছাতু ছানা।
৩২। পীটের পরব, মেয়ের গরব।
৩৩। বাপের বেটা রাজার বেটা, মায়ের বেটা বাঁদির বেটা।
৩৪। সারাদিন বেড়িয়ে কাঠমুট কুড়িয়ে।
৩৫। দুঃখের অন্ন সুখ করে খাবে।
৩৬। চোরের মন পুঁই পাদারে।
৩৭। বেড়ালের ভাগ্যে শিকে ছিঁড়ে।
৩৮। বেড়ালের পরছলে, চটুয়ের বংশ থাকেনা।
৩৯। মানুষের কুটুম এলে গেলে, গরুর কুটুম গাচাটলে।
৪০। সুর নাই পুরুষ গানগায় মনের অভিলাষে।
মাগ নাই পুরুষ শ্বশুরবাড়ী যায় পরাণ লেসে কেসে।
৪১। কিসের মধ্যে কি, পান্তা ভাতে ঘি।
৪২। আমা চেয়ে যে রাঁধে ভালো, তার আটে গন্ধে পরাণ গেল।
৪৩। কুকুরকে নাই দিলে মাথায় চড়ে।
৪৪। ভাল কর্ত্তে পারবোনা, মন্দ করবো আগে কি দিবি তা বল।

(ক্রমশঃ প্রকাশ্য।)

লক্ষ্মীকান্ত বিশ্বাস।

কলিকাতার ঠঁঠনে নিবাসী কায়স্থ কুলোদ্ভব ৺লক্ষ্মীকান্ত বিশ্বাস, যিনি সাধারণের নিকট "লো কেকাণা" নামে বিখ্যাত ছিলেন। এই বঙ্গদেশে তাঁহার পরিচয় ও তাঁহার নাম না জানেন এমত ব্যক্তি কেহই নাই। ইনি পেসাদারি পাঁচালীর দল করিয়া উপজীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন। ইহাঁরি দল সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান ছিল। কারণ ইনি অতি সুকবি ছিলেন। তৎকালে এই বিশ্বাসের অপেক্ষা রহস্য-ঘটিত কবিতা রচনা বিষয়ে অপর কেহই পারদর্শী ছিলেন না। লক্ষ্মীকান্ত শুদ্ধ কবি ছিলেন এমত নহে। সংগীত বিদ্যায় বিশেষ নিপুণ ছিলেন, খেয়াল, ও ধ্রুবপৎ প্রভৃতি ভাঙ্গিয়া যে সমস্ত পাঁচালীর সুর প্রস্তুত করিয়াছেন, তাহা অত্যাশ্চার্য্য। এইক্ষণকার পাঁচালী সম্প্রদায়দিগের তৎসমুদয় ভাণ্ডার স্বরূপ হইয়াছে, তাহাই লইয়া তাবতে নাড়া চাড়া করিতেছেন।

বিশ্বাস অতিশয় সুবক্তা ছিলেন, ইনি যথার্থই একজন উপস্থিত বক্তা। ভাঁড়ামি ব্যাপারে "গোপাল ভাঁর" হইতে বড় ন্যূন ছিলেন না। উপস্থিত মতে ইনি যে সকল কথা কহিতেন, ও যে যে কথার উত্তর প্রত্যুত্তর করিতেন তচ্ছ্রবণে কেহই হাস্য সম্বরণ করিতে পারিতেন না। তাবতেই কুতূহলে পরিপূর্ণ হইতেন, হাসিতে হাসিতে পেট ফুলিয়া উঠিত। অদ্য যাঁহার পুত্র বিয়োগ হইয়াছে, শোকে অত্যন্ত কাতর, চক্ষের জলে পৃথিবী আর্দ্র হইতেছে, তিনি লক্ষ্মীকান্তের মুখ নির্গত কৌতুকজনক একটি কথা শ্রবণ করিলে তৎক্ষণাৎ অমনি শোক সম্বরণ পূর্ব্বক হাস্য আস্য হইতেন। গোপাল ভাণ্ড কেবল ভাণ্ডই ছিল, তাহার অপর কোন কাণ্ডজ্ঞান ছিল না। বিশ্বাস অতিসুগায়ক, সৎকবি এবং সুবক্তা ছিলেন।

ইনি সকলেরি প্রিয় ছিলেন, ধনি মাত্রেই ইহাঁকে স্নেহ করিতেন, ভাল বাসিতেন ও আদর করিতেন, এবং অনেকে ও ভয় করিতেন। ভয় করিয়া সর্ব্বদাই অর্থ দিতেন, ইহার কারণ, ভাঁড়ের মুখ, কি জানি, কখন কি বলিয়া বসে, এই ভাবিয়াই ধন দানে সন্তুষ্ট ও বাধ্য করিয়া রাখিতেন।

কোন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি এক দিবস কৌতুক ছলে জিজ্ঞাসা করিলেন "বিশ্বাস! তোমাকে লোকে

লোকেকাণা কেন বলে ?" লক্ষ্মীকান্ত তখনি এই উত্তর করিলেন, " মহাশয়। যে ব্যক্তি বলে লক্ষ্মীকান্ত, সেই বলে বিশ্বাস। আর যে গুওটা বলে লোকে, সেই বলে কাণা "।

এই নগরস্থ কোন প্রধান মান্য ধনাঢ্য স্বুবর্ণবণিক এক দিন হাস্য করিয়া কহিয়াছিলেন, " বিশ্বাস। তোমাদের বামুণ কায়েতের মধ্যে হাজার হাজার বেশ্যা দিবারাত্র রাস্তায় রাস্তায় ভ্রমণ করিতেছে, কেমন আমাদের স্বোণাববেণের ভিতরে একটি বেশ্যা দেখাইতে পার ? " বিশ্বাস তদ্দণ্ডেই অম্লানমুখে উত্তর দিলেন " মহাশয়। আপনাদের স্বোণাববেণের জেতের কথা কেন কহেন। স্বোণার জাতি, জাতি বৈষ্ণব, ভেকে কায কি "।

অপিচ কোন বিশেষ সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি এক দিবস লক্ষ্মীকান্তকে আপনার বাগানে বনভোজনের নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। বিশ্বাস উদ্যানে গিয়া উক্ত বাবুর সহিত একরূপ করিয়া উদর ভরিয়া আহার করিলেন, যে, পাতে শতান্নও রাখিলেন না বাবুর বাবুআনা আহার, পত্রে প্রায় সমুদয় দ্রব্যই পড়িয়া রহিল. আহারান্তে যখন উভয়ে আচমন করেন, তখন ভৃত্য পত্র ফেলিয়া দিল, বিশ্বাসের পাতে কিছুই নাই। অন্য জন্তু দূরে থাকুক, বিশ্বাসের ভোজনে পিপীড়াও বিশ্বাস করিতে পারে না, আশ্বাস করিয়া আইলে তাহাকে নিশ্বাস ছাড়িয়া তনু ত্যাগ করিতে হয়। বাবুর পাতে সমস্তই রহিয়াছে, একারণ কুক্কুর আসিয়া স্বচ্ছন্দে পরমানন্দে আহার করিতে লাগিল। তদ্দৃষ্টে বাবুজী শ্লেষ করিয়া কহিলেন, " ছি, বিশ্বাস। দেখ তোমার পাতে কুক্কুরেও আহার করে না, "—এই বাক্য শুনিয়া লক্ষ্মীকান্ত তৎক্ষণেই এই সদুত্তর করিলেন, মহাশয়। এ কুক্কুর ভিন্ন গোত্রে আহার করে না "।

হে পাঠকগণ। এই স্থলে জিজ্ঞাসা করি আপনার উক্ত ব্যক্তির বাক্‌ পটুতা ও অত্যাশ্চর্য্য সদ্বক্তৃতা বিষয়ে কিরূপ প্রশংসা করিবেন ?—প্রস্তাব মাত্রেই বিনা চিন্তায় তখনি এমত সদুত্তর প্রদান করা কিরূপ কঠিন ব্যাপার তাহা আপনারাই বিবেচনা করুন। যাঁহারা এই ব্যক্তিকে লইয়া সর্ব্বদা একত্র থাকিয়া নানাবিধ বাক্‌কৌশল পূর্ব্বক আমোদ প্রমোদ করিয়াছিলেন তাঁহারাই যথার্থ সুখসম্ভোগ করিয়াছেন।

শোভাবাজার নিবাসী পাঁচালীওয়ালা ৺ গঙ্গানারায়ণ নস্কর ইহাঁর প্রতিযোগী ছিলেন সেই নস্কর কর্ত্তা ছিলেন বটে, কিন্তু তিনি কবি ছিলেন না। একদিবস কোন সভায় উভয়েই সভাস্থ হইয়াছেন, বিশ্বাস একবার এদিক একবার ওদিক করিয়া পায়চারি করিতেছেন, একস্থানে স্থির হইয়া উপবেশন করেন নাই। নস্কর তাহা দেখিয়া ব্যঙ্গপূর্ব্বক কহিলেন " কেমন হে বিশ্বাস ! বড়, যে জোয়ারের জলে ভাসিতেছ "—বিশ্বাস উত্তর করিলেন, " সাবধান, সাবধান, দেখো যেন তোমার তর্পণের কোশার মধ্যে না উঠি।"

একদিবস কোন সভায় বিশ্বাস বসিয়া আছেন, এমতকালে নস্কর আসিয়া তাঁহার স্কন্ধে " কাঁদে বাড়িধ " করিয়া বসিলেন নস্কর কথোপকথনে অন্য মনে রহিয়াছেন, ইহার কিঞ্চিৎ পরে বিশ্বাস আস্তে আস্তে উঠিয়া পশ্চাদ্ভাগে আসিয়া নস্করের মস্তকে " তেপ্‌টুলে শ " করিয়া বসিয়া পড়িলেন। ইহাতে সভাস্থ সমস্ত ব্যক্তিই হো হো করিয়া হাসিতে হাসিতে বিশ্বাসকেই জয়ধ্বনি প্রদান করিলেন।

এইপ্রকার দোষাশ্রিত ও দোষহীন রহস্য ও কৌতুকের কথা কত আছে তাহা লিখিয়া শেষ করা যায় না।

লক্ষ্মীকান্ত কেবল কৌতুকের কবিতায় প্রচুর পাণ্ডিত্য প্রচার করিয়াছেন। পরমার্থ ও ভক্তিরসের ব্যাপার যাহা রচিয়াছেন তাহা ব্যাখ্যার যোগ্য নহে। তন্মধ্যে কেবল হাস্য পরিহাসের কথা প্রয়োগ করিয়াছেন। প্রভাকর।

মিত্র-প্রকাশ সম্বন্ধে নিম্ন উদ্ধৃত প্রেরিত পত্রখানি ৩রা শ্রাবণের সোমপ্রকাশে প্রকটিত হইয়াছিল, আমরা ঐ পত্র এস্থলে প্রকাশ করিলাম।

মহাশয়। অবগত আছেন ঢাকা গিরিশ যন্ত্রে মিত্রপ্রকাশ নামে সাহিত্য বিষয়ক এক খানি নূতন পত্র প্রকাশিত হইয়াছে। ঐ পত্র খানির উদ্দেশ্য বিষয় অতিগুরু, এনিমিত্ত আমরা উহা আদর ও মনোযোগ সহকারে পাঠ করিলাম। উহার সম্পাদক মিত্র মহাশয় উহাতে বিলক্ষণ কবিত্বশক্তির পরিচয় দিয়াছেন। উহার কবিতাগুলি যেমন সরস তেমনি মধুর সন্দেহ নাই। কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই যে তিনি এতাদৃশ কবিত্বশক্তি সম্পন্ন হইয়াও মাইকেল মধুসূদনদত্ত মহাশয়ের গোঁড়া হইয়াছেন। তাঁহার কবিতাগুলির মধ্যে অনেক স্থানেই মাইকেল মধুসূদনদত্ত মহাশয়ের রচনার অনুকরণ দেখিতে পাওয়া যায়। সত্য বটে এক্ষণে অনেকেই, দত্ত মহাশয়ের মেঘনাদ বধ কাব্যের রসানুভব দূরে থাকুক নামমাত্র শ্রবণেই গলিয়া পড়েন, কিন্তু আমরা মেঘনাদ বধের গুণ যে কিছু দেখিতে পাই তদপেক্ষা অলঙ্কার শাস্ত্রোক্ত দোষই অধিক পরিমাণে প্রাপ্ত হই।

প্রথমতঃ দত্তমহাশয় তাঁহার কাব্যে এক প্রকার নূতন বাঙ্গলাভাষা আবিষ্কৃত করিয়াছেন। ঐরূপ ভাষা যে বঙ্গদেশের কোন অঞ্চলে কোন কালে প্রচলিত ছিল এরূপ বোধ হয় না। এই নিমিত্তই কবিকুল তিলক হুতোম প্যাঁচা মহাশয় লিখিয়াছেন, "যে বাঙ্গালা ভাষার যদি কেহ ওয়ারিসান থাকিত তবে আমাদের মত গাধাদের দ্বারা উহা নাস্তানাবুদ হতে পেতো না।" এতদ্ভিন্ন মেঘনাদ বধ কাব্যে ক্লিষ্টতা সমাপ্তপুনরাত্তত্ত ও কষ্টতা প্রভৃতি দোষও বহুতর, এমন কি, কমা, সেমিকোলন প্রভৃতি ইংরাজি চিহ্নগুলির প্রতি বিশেষ মনোযোগ দিয়া পাঠ করিলেও কাব্যার্থ বোধ করিতে শিরোবেদনা উপস্থিত হয়। দত্তমহাশয় তাঁহার কাব্যকে গীতকাব্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যদি কখন তাঁহার কাব্য তান লয়ের সহিত সঙ্গত করিয়া কেহ গান করে, তবে অনায়াসেই বুঝিতে পারা যায় উহা কষ্ট কাব্য কি না? তিনি দানিলা, কূজনিলা, স্তুতিলা, প্রভৃতি কতকগুলি নূতন ক্রিয়া পদের আবিষ্কার করিয়াছেন। ঐ পদগুলি বাঙ্গলা ব্যাকরণের নিয়মানুসারে দিলা, কূজিলা, স্তবিলা, ইত্যাদি রূপ হইতে পারে, অতএব ঐ গুলি চ্যুতসংস্কৃতি বা ভাষাচ্যুতি দোষ গ্রস্ত। দেখুন যদি দানিল, স্তুতিল পদ গুলি দান শব্দ স্তুতি শব্দের উত্তর ইল করিয়া সিদ্ধ হয় তবে করণ শব্দ মতি শব্দের উত্তর ইল প্রত্যয় করিয়া করিল মানিল ইত্যাদি পদের পরিবর্ত্তে করনিল, মতিল, ইত্যাদি পদও সাধু হইতে পারে। চ্যুতসংস্কৃতি অর্থাৎ ভাষা চ্যুতি দোষটি উপেক্ষণীয় নহে, যে হেতু উহা কাব্যত্ব বিঘটক নিত্য দোষের মধ্যে গণ্য।

দ্বিতীয়তঃ তাঁহার আবিষ্কৃত অমিত্রাক্ষর পয়ার। পয়ারের মিত্রাক্ষর মিলন না থাকা কতদূর যুক্তি সঙ্গত তাহা কেহই বিবেচনা করেন না, অথচ সংস্কৃতের বৃত্তছন্দ ও ইংরাজীর ব্লাঙ্কবার্সের ন্যায় অমিত্রাক্ষর হইলেও ক্ষতি নাই বলিয়া থাকেন। অগ্রে বিবেচনা করা উচিত যে পয়ার, কি একটি স্বতন্ত্র ছন্দ অথবা অন্য কোন ছন্দের রূপান্তর, তাহাতে অবশ্যই বোধ হইবে পয়ার সংস্কৃত পজ্ঝটিকা নামক জাতি ছন্দের রূপান্তর। পজ্ঝটিকা ছন্দ ষোড়শমাত্রিক, পয়ারের মাত্রা বা গুরু লঘুর নিয়ম নাই, কেবল চতুর্দ্দশটি অক্ষরে সংখ্যাত, অতএব উহা কিরূপে পজ্ঝটিকার রূপান্তর হইতে পারে আপনকার পাঠকবর্গের এই আপত্তি অবশ্যই উদিতা হইবে। অতএব তাহার নিরাসার্থ প্রমাণ দেওয়া যাইতেছে। সকলেই অবগত আছেন পয়ার ছন্দ গানের ছন্দ। গান হইলেই তাহার সহিত অবশ্যই তান ও লয়ের সঙ্গতি আছে। পয়ারের এক পদ যত ক্ষণে উচ্চারণ করা যায়, অন্য পদ যদি তাহা

অপেক্ষা অল্প বা অধিক ক্ষণে উচ্চারিত হয় তবে লয়ের সহিত মিল হইতে পারে না। এই কারণে পয়ারের গুরু অক্ষরগুলিও লঘু জিহ্বাতে পাঠ করিয়া সকল পদের তুল্য কালে উচ্চারণ নির্ব্বাহ করা গিয়া থাকে (*) কেবল শেষের দুইটি অক্ষর গুরু করিয়া পড়িতে হয়। এরূপে যদি প্রথমাবধি দ্বাদশ বর্ণ পর্য্যন্ত লঘু জিহ্বাতে পড়িয়া দ্বাদশ মাত্রা গণিত হইল এবং ত্রয়োদশ চতুর্দ্দশ বর্ণদ্বয় গুরুরূপে উচ্চারণ করিয়া চারিমাত্রা গণিত হইল, তবে সমুদয়ে ষোড়শ মাত্রা গণিত হওয়ায় পজ্ঝটিকার সহিত পয়ারের মিল ঘটিয়া উঠিল।

বাঙ্গালার আদিকবি বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, গোবিন্দদাস প্রভৃতির পজ্ঝটিকা ছন্দের গানগুলি দেখিলেই উহা স্পষ্টরূপে জানা যায়। তাঁহারা পজ্ঝটিকা ছন্দ রচনা করিতে করিতে প্রায়ই পয়ারের পাদ আনিয়াছেন, যথা—পদকল্পতরু "শৈশব যৌবন দরশন ভেল দুঁহু দল বলে ধনি দরপড়ি গেল। ইত্যাদির মরকত দরপণ বরণ উজোর। হের ইথে প্রতি অঙ্গ অনঙ্গ আগোর ইত্যাদি" এই গানের প্রথমপাদ পজ্ঝটিকার পাদ, দ্বিতীয় পাদ পয়ারের পাদ, অতএব দ্বিতীয় পাদ, হে, তে, অ, ন, আ, এই কয়েকটি বর্ণ লঘু করিয়া উচ্চারণ বা গান করিয়া পূর্ব্বাপদের ছন্দের সহিত মিল করিতে হইবে। পদকল্পতরুতে যত গুলি পজ্ঝটিকা ছন্দের গান আছে প্রায় সর্ব্বত্রই দুই একটি পয়ারের পাদ দেখিতে পাওয়া যায়। প্রস্তাব বাহুল্যভয়ে অধিক উদাহরণ দেখাইতে পারিলাম না। আপনার পাঠকবর্গ স্বয়ং দেখিয়ে লইবেন। পূর্ব্বে পয়ার রচনা মাত্রাগণনাতে ছিল। এজন্য অক্ষরের সঙ্খ্যা সমান ছিল না। এক্ষণে কেবল অক্ষর গণনাতে পয়ার রচিত হইয়া থাকে। এনিমিত্ত মাত্রার সঙ্খ্যা স্থির নাই।

পয়ার যদি পজ্ঝটিকা ছন্দের রূপান্তর হইল, তবে উহাতে মিত্রাক্ষর মিল থাকা আবশ্যক, যেহেতু পজ্ঝটিকা ছন্দের লক্ষণেই উহার বিশেষ নিয়ম আছে। যথা—প্রতি পদ যমকিত ষোড়শ মাত্রা ইত্যাদি ছন্দোমঞ্জরী। যমক শব্দের অর্থ এস্থানে অন্ত্যানুপ্রাস, অন্যথা মোহমুদ্গরের নলিনীদলগত জলমতিতরলং ইত্যাদি ছন্দে লক্ষণ সমন্বয় হয় না। যাহা হউক, সম্প্রতি অমিত্রাক্ষর পয়ারের দ্বারা মনোহর পজ্ঝটিকা ছন্দটীর একেবারে অধঃকরণ হইয়াছে তিন নকলে আসল খাস্ত এ কথার কি সন্দেহ আছে?

তৃতীয়তঃ মাইকেল মধুসূদন দত্তের প্রতিভা অর্থাৎ কল্পনাশক্তি। তাঁহার কল্পনাশক্তি আছে বটে, কিন্তু তাহা বারবিলাসিনীর ন্যায় বাহিরেই সুন্দরী। দেখুন তাঁহার মেঘনাদবধ কাব্যের প্রধান বর্ণনীয় বিষয় যে মেঘনাদের বধ, তাহাই তিনি কল্পনাশক্তি দ্বারা অন্যথা রূপে বর্ণন করিয়াছেন। তদ্রূপ বর্ণন সংস্কৃত বা বাঙ্গলা রামায়ণে কোথাও দৃষ্ট হয় না। কাব্যের উদ্দেশ্য "রামাদিবৎ প্রবর্ত্তিতব্যং ন রাবণাদিবৎ" অর্থাৎ রামাদির ন্যায় সদনুষ্ঠান কর, রাবণাদির ন্যায় আচরণ করিও না এই উপদেশ দান, কিন্তু তাঁহার বর্ণিত মেঘনাদের সহিত কুমার লক্ষ্মণের যুদ্ধ পাঠ করিলে তাহার বিপরীত উপদেশই প্রাপ্ত হওয়া যায়। নায়ক লক্ষ্মণের চৌরবৎ আক্রমণ নিরস্ত্র মেঘনাদের সহিত যুদ্ধ এই সকল পড়িলে লক্ষ্মণের উপরেই পাঠকদিগের ক্রোধ জন্মে ও তাঁহার বধাকাঙ্ক্ষাই হৃদয়ে উদিতা হয়। আর কোশাকুশি কুশাসন টাটবেড লইয়া লক্ষ্মণের সহিত মেঘনাদের যুদ্ধটি বর্ণন কতদূর অসঙ্গত ও গ্রাম্য তাহা আপনি ও আপনার পাঠকবর্গই বিবেচনা করুন। উহা দ্বারা মহাবীর লক্ষ্মণের এতদূর কাপুরুষতা ভীরুতা ও দুর্ব্বলতা প্রকাশ পায় যে ঐ

(*) জই দীহোবিঅ বণ্ণো লহুজীহা পঢই সোবি হোই লহু। বণ্ণোবি তুরিঅ পঢিও দোত্তিণ্ণবি এক জাণেহু। ইতি সূর্য্যতি রত্নকৃত ছন্দঃ শাস্ত্র।

কাব্যের নাম মেঘনাদবধ না রাখিয়া লক্ষ্মণবধ নাম রাখিলেও অসঙ্গত হয় না। এতাদৃশ যুদ্ধ দ্বারা শত্রু জয় করা অপেক্ষা সমরমুখে শত্রুহস্তে জীবনদানকরাও তাদৃশ বীরপুরুষের যশস্কর বিষয় সন্দেহ নাই। সম্পাদক মহাশয়। লিখিতে লিখিতে প্রস্তাবটী বিলক্ষণ দীর্ঘ হইয়া উঠিল অতএব এই পর্য্যন্তই এবারের মত শেষ করা যাউক এক্ষণে প্রকৃতোপযোগী কয়েকটী কথা ব'লি মিত্রপ্রকাশের সম্পাদক মহাশয়ের কাব্য দেখিয়া যখন অনেকের কাব্যরচনা বিষয়ে শিক্ষাপ্রাপ্তির সম্ভাবনা আছে, তখন তিনি এ বিষয়ে বিলক্ষণ মনোযোগ দেন এই আমাদের আকিঞ্চন। তিনি একস্থানে লিখিয়াছেন " প্রাণেশ কীর্ত্তন " এই " প্রাণেশ " শব্দটি পরমেশ্বর বোধেচ্ছায় কোথাও প্রযুক্ত হয় না। অতএব এরূপ অপ্রযুক্ত নূতন শব্দ প্রয়োগ করিবার প্রয়োজন কি? আর " যাঁহার সৃজিতা তুমি " এস্থলে সৃজিতা শব্দটি ব্যাকরণাশুদ্ধা, স্রষ্টা হইতে পারে এবং " হায় হয়ে কি মুঢ়তা " এইবাক্যটীর অন্বয় বোধ হয় না, দাও এই অর্থে প্রদানো ইঙ্গিত করিল এই অর্থে ইঙ্গিতিল প্রভৃতি কয়েকটী প্রয়োগ ও অমিত্রাক্ষর পদ্যের রচনা অমূলক এজন্য যদি তিনি ঐ সমুদয় ত্যাগ করেন তবে তাঁহার পত্রিকাখানি প্রকৃতই অনেকের কাব্যরচনা শিক্ষা বিষয়ে উপযোগিনী হয়।

দিনাজপুর।
৭ই জুলাই।
১৮৭০ সাল।

ভবদীয়
শ্রীমহেশচন্দ্র শর্ম্মা।

———:০:———

সোমপ্রকাশের পত্রপ্রেরকের লিখিত বিষয় প্রতিবাদ করিবা এডুকেশন গেজেটের জনৈক পত্রপ্রেরক ২৮শে শ্রাবণ তারিখের এডুকেশন গেজেটে নিম্নলিখিত পত্রখানি প্রকাশ করিয়াছেন। এডুকেশন গেজেট বলেন, মেঘনাদ বধকাব্য সম্বন্ধে আমরা ৭ খানি পত্র পাইয়াছি।

মেঘনাদবধকাব্যের অনুকূলে।

বিগত ৩রা শ্রাবণের সোমপ্রকাশে কবিবর মাইকেল মধুসূদন দত্তজ মহাশয়ের রচনা-প্রণালী, কল্পনাশক্তি, ও অমিত্রাক্ষর ছন্দের বিষয়ে একটী প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। ইহার লেখক মহেশচন্দ্র শর্ম্মা বোধকরি " নিবাতকবচবধ " রচয়িতা। তাঁহার সংস্কৃত অলঙ্কার শাস্ত্রে বিলক্ষণ ব্যুৎপত্তি আছে, প্রাচীন বাঙ্গালা ছন্দেও অধিকার আছে, কবিত্বশক্তিও একবারে নাই এমন কথা বলা যায় না। অতএব তাঁহার মতগুলি অনভিজ্ঞ লোকের মত বলিয়া অবহেলা করা বিধেয় নহে।

বিচারে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে আমাদিগের একটী কথা মনে রাখা উচিত, কোন গ্রন্থকারই সম্পূর্ণরূপে দোষস্পর্শপরিশূন্য হইতে পারেন না। সেক্সপিয়র, মিল্টন, কালিদাস ভবভূতি প্রভৃতি অলৌকিক কবিত্বশক্তিসম্পন্ন হইয়াও আদ্যোপান্ত কোন কাব্যেই নির্দ্দোষ রচনার দৃষ্টান্ত প্রদর্শনে সক্ষম হন নাই। মানবকুলে কেহই কোন বিষয়ে সম্পূর্ণতা লাভ করিতে পারে না। তবে কি না যাহার গুণ অধিক, দোষ অল্প, তাহার প্রতিই আমাদিগের সন্তোষ প্রকাশ করা বিধেয়। চন্দ্রে কলঙ্ক আছে বলিয়া কি তাহার মনোহর সৌন্দর্য্য স্বীকার করিব না? যেখানে অসামান্য গুণ লক্ষিত হয়, সেখানে সামান্য দোষ গণ্যই নহে।

মহেশচন্দ্র, দত্তকবির প্রতি কয়েটী দোষ আরোপ করিয়াছেন:—

১। তাঁহার লিখিত ভাষা বঙ্গদেশ প্রচলিত ভাষা নহে।

২। তাঁহার রচনায় কষ্টতা, ক্লিষ্টতা প্রভৃতি বহুতর অলঙ্কার দোষ আছে।

৩। তিনি স্তম্ভিলা, দানিলা ইত্যাদি পদপ্রয়োগ করিয়া " চ্যুতসংস্কৃতি " দোষে দূষিত হইয়াছেন।

৪। তিনি পয়ারের মিত্রাক্ষর পরিত্যাগ করিয়া অন্যায় করিয়াছেন, কারণ পয়ার পজ্‌ঝটিকার রূপান্তরমাত্র।

৫। তাঁহার কাব্য গীত কাব্য নহে।

৬। তিনি "মেঘনাদবধ" কাব্যে লক্ষ্মণের নিতান্ত ভীরুতা ও কাপুরুষতা দেখাইয়াছেন।

এক্ষণে দেখা যাউক, কবি মাইকেলের এ সমুদয় দোষ আছে কি না।

১। আমাদিগের প্রথম বক্তব্য এই যে কোন কবিই প্রচলিত ভাষায় কাব্য রচনা করেন না। লোকে পদ্যে কথাবার্ত্তা কহে না, সুতরাং পদ্যলেখকের ভাষা সর্ব্বসাধারণের ভাষা হইতে একটী স্বতন্ত্র পদার্থ। বিশেষতঃ লেখক মাত্রেই এমন অনেক শব্দ প্রয়োগ করিয়া থাকেন, সচরাচর কথোপকথনে যাহার ব্যবহার হয় না। কোন শব্দ অপ্রচলিত হউক না কেন, অর্থপ্রকাশ হইলেই পুস্তকে তাহার প্রয়োগ করিতে কেহই সঙ্কুচিত হয়েন না। নূতন ভাবানুবন্ধনার্থে যখন বা নূতন শব্দ সঙ্কলিত হয়, এবং উচ্চ অঙ্গের লেখায় গাম্ভীর্য্য বৃদ্ধির নিমিত্ত আড়ম্বর বিশিষ্ট কঠিন শব্দও সন্নিবিশিষ্ট হয়। অন্য কবিদিগের ভাষার ন্যায় মাইকেলের ভাষা এই সকল কারণে প্রচলিত ভাষা হইতে ভিন্ন বটে। কিন্তু ইহা কি দোষ বলিয়া গণ্য করা যাইবে? যদি বলেন মহেশচন্দ্র একরূপ অপ্রচলিততার কথা কহেন নাই, স্তুতিলা, দানিলা প্রভৃতি বঙ্গ ব্যাকরণদুষ্ট পদের প্রতি লক্ষ্য করিয়াই এ প্রকার লিখিয়াছেন, এবিষয় পরে বিবেচিত হইবে।

২। দ্বিতীয়তঃ কাহার প্রতি দোষারোপ করিতে হইলে, প্রমাণ প্রয়োগ আবশ্যক। সোমপ্রকাশের পত্রপ্রেরক মাইকেলের অলঙ্কার দোষ সকল যেমন দিব্য চক্ষে দেখিতে পান, অন্যের ভাগ্যে সেরূপ না ঘটিতে পারে। এজন্য কষ্টতা, ক্লিষ্টতা প্রভৃতি দোষের উল্লেখ করিয়াই লেখকের ক্ষান্ত হওয়া উচিত ছিল না। স্ববাক্য সমর্থনার্থে মেঘনাদের অংশ বিশেষ উদ্ধৃত করিলে ভাল হইত। পাঠকগণ তাহা হইলে তদ্বাক্যের সত্যাসত্য নির্ণয়ে প্রবৃত্ত হইতে পারিতেন। মেঘনাদের ন্যায় বৃহৎ গ্রন্থে যে কোন স্থলে ক্লিষ্টতা, কষ্টতা প্রভৃতি দোষ নাই, একথা বলিতে চাহি না। কিন্তু সে মহাকাব্যের কোন পংক্তি যে বুঝিতে পারি নাই, কি প্রথমে বুঝিতে কষ্ট হইয়াছিল, ইহা ত মনেপড়ে না। যদি একপ দোষ সকল থাকে, তাহাদিগের নিতান্ত বিরল প্রচার, সন্দেহ নাই। পত্রপ্রেরক বলিয়াছেন যে, "যদি কখন তাঁহার [দত্ত মহাশয়ের] কাব্য তানলয়ের সহিত সঙ্গত করিয়া কেহ গান করে, তবে অনায়াসে বুঝিতে পারা যায়, উহা কষ্ট কাব্য কি না।" "কষ্ট কাব্য নির্ণয়ের এমন সুকর উপায় কোথায় পাইলেন? এই নূতন মানদণ্ড লইয়া বসিলে কষ্টকাব্যের ত ছড়াছড়ি পড়িবে।

৩। তৃতীয়তঃ দানিলা, স্তুতিলা প্রভৃতির চ্যুতসংস্কৃতি দোষ ধরিবার পূর্ব্বে, আমাদিগের স্বীকার করা উচিত যে, দত্তকবি আমাদিগের ভাষার একটী অভাব দূর করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। আমরা কৃ কিংবা ভূ ধাতুর সাহায্যে অনেক ক্রিয়া পদ প্রস্তুত করি, তাহাতে রচনার ওজোগুণ বহুল পরিমাণে কমিয়া যায়। তজ্জন্য মেঘনাদ রচয়িতা বিশেষ্য কিংবা বিশেষণ হইতে ধাতু প্রত্যয়দ্বারা ধাতুপদ নিষ্পন্ন করিতে গিয়াছেন। এ বিষয়ে আমাদিগের কোন একটী নিয়ম অবলম্বন করা বিধেয়। কিন্তু আমরা যে পদে পদে সংস্কৃতের অনুবর্ত্তী হইয়া চলিতে পারিব, এমন বোধ হয় না। সত্য বটে, দানিল না লিখিয়া দিল লিখিলে ভাল হইত, কিন্তু যদি আমরা প্র-পূর্ব্বক দা-ধাতুর ব্যবহার করিতে চাহি, তাহা হইলে কিরূপ পদ লিখিব? প্রদানিল কিংবা প্রদিল? স্তুতিলার পরিবর্ত্তে স্তবিলা প্রয়োগ করিলে চলিত, কিন্তু যদি আমরা যুক্তি শব্দ হইতে ক্রিয়াপদ করিতে যাই, তবে কি লিখিব? যুক্তিল কিম্বা যুজিল?

৪। চতুর্থতঃ যদি পয়ার পজ্ঝটিকার রূপান্তর মাত্রই হয়, তবে মিত্রাক্ষর পরিত্যাগ করিবার বাধা কি ? বলিবেন, সংস্কৃতে মিল আছে। বাঙ্গলায় নয় নাই থাকিল। মিত্রাক্ষর ত্যজিয়া যে ছন্দটী দাঁড়াইয়াছে, সেটী মিষ্ট কিনা ? যদি মিষ্ট হয়, তবে মিলের প্রয়োজন কি ? অল্প দিনের মধ্যেই যে এই নূতন ছন্দ অনেকের নিকটে আদৃত হইয়াছে, ইহাতেই, মিষ্টতার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে।

৫। পঞ্চমতঃ অনুমান হয়, মেঘনাদকার কবিদিগের প্রথা অনুসারেই স্বপ্রণীত কাব্যকে গীত শব্দে অভিহিত করিয়াছেন। তিনি বোধ করি কখন স্বপ্নেও ভাবেন নাই যে, কেহ তবলা তানপুরা প্রভৃতি লইয়া মেঘনাদ গাইতে বসিবে। পূর্ব্বকালে গীতের ও কবিতার যেরূপ একতা ছিল, বর্ত্তমান সময়ে সে রূপ নাই। এক্ষণে গীতগুলি কবিতা বটে, কিন্তু কবিতা মাত্রেই গীত নহে। যাঁহারা সুরের ও এক ঘেযে তালের বিষয়ই এ কথা বলা যাইতেছে, কারণ আমাদিগের বিশ্বাস আছে যে প্রয়োজনানুসারে বিবিধ তাল সংযোগে সকল প্রকার ছন্দই গীত হইতে পারে। অনেকে একটী গীতে তিন চারি তালের সম্মিলন প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, বুঝিয়া অতএব তালের সংযোগ করিলে মেঘনাদই বা কেন গাওয়া না যাইবে ?

৬। ষষ্ঠতঃ যেখানে পত্রপ্রেরক লক্ষ্মণের ভীরুতা ও কাপুরুষতা দর্শন করেন, অনেকে সেখানে দেবহস্ত দেখিতে পায়। দৈব বল ব্যতিরেকে মেঘনাদবধ করিবার সম্ভাবনা ছিল না। এই বিবেচনা করিয়াই, বোধ হয় কবি লক্ষ্মণকে কেবল দেবহস্তের অসিস্বরূপ করিয়াছেন। মেঘনাদকার রাম লক্ষ্মণকে দেবপ্রিয় নর বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন, বিষ্ণু অবতার বলেন নাই। বীর যুদ্ধে সুররাজ ইন্দ্রকে পরাজয় করিয়াছিল, তাহাকে যদি লক্ষ্মণ স্বীয় শৌর্য্যে বধ করিতে পারিতেন, দেবপতির অবমাননা করা হইত, দেবের অপেক্ষা নরের বল অধিক বলা হইত। সংস্কৃত ও বাঙ্গলা রামায়ণলেখক রাম লক্ষ্মণকে বিষ্ণু অবতার বলিয়া এদায় হইতে নিষ্কৃতি পাইয়াছেন। কবি রাঘবদ্বয়কে কেবল মানবধর্ম্মাক্রান্ত করিয়া দেবচক্রোদ্ভূত কৌশল ব্যতিরেকে ইন্দ্রজিৎ বিনাশের অন্য কোন উপায় পান নাই। গ্রন্থসূচনা দেখিলেও এই ভাবের বিলক্ষণ আভাস প্রাপ্ত হওয়া যায়, যথা—"কি কৌশলে, রাক্ষস ভরসা ইন্দ্রজিত মেঘনাদে—অজেয় জগতে উর্ম্মিলা-বিলাসী নাশি ইন্দ্রে নিঃশঙ্কিলা ?

এক্ষণে পাঠকবর্গ বুঝিতে পারিবেন, সত্তকবির প্রতি দোষারোপ করা কতদূর সঙ্গত হইয়াছে, আর মেঘনাদের বধ বিষয়ক একটী দৃষ্টান্ত দিয়া তাঁহার কল্পনা শক্তিকে "বারবিলাসিনীর ন্যায় বাহিরেই সুন্দরী" বলা কতদূর ন্যায়ানুগত হইয়াছে। সুরসুন্দরী তিলোত্তমা ; বীরকেশরী মেঘনাদ, মধুরভাষিণী ব্রজাঙ্গনা, প্রেমোৎসাহিতা বীরাঙ্গনা, দৈত্যরাজতনয়া শর্ম্মিষ্ঠা, সুকুমারী পদ্মাবতী, কারুণ্য প্লাবিতা কৃষ্ণকুমারী, বিচিত্রচিত্রিত চতুর্দ্দশপদী হাস্য রসময়ী "একেই কি বলে সভ্যতা" ও "বুড়ো সালিকের ঘাড়ে রোঁ।" যে শক্তির রচনা, সে কিছু সামান্য শক্তি নহে। এমন রস নাই ; কবি যাহার বর্ণনা করেন নাই। এমন স্থল নাই, কবি যেখানে প্রবেশ করেন নাই। তিনি মহাকাব্য গীতকাব্য ও প্রহসন লিখিবার রীতি প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন। মেঘনাদবধ, ব্রজাঙ্গনা ও "একেই কি বলে সভ্যতা" যে এক হাতের লেখা, ইহাই কি তাঁহার কবিত্ব-শক্তির যথেষ্ট প্রমাণ নহে ? তিনি যেমন তিলোত্তমায় প্রথমে অমিত্রাক্ষর পদ্য লিখিবার পথ প্রদর্শন করিয়াছেন, তেমনই আবার ব্রজাঙ্গনায় নূতন প্রণালীতে সমিল শ্লোক রচনার পদ্ধতি দেখাইয়াছেন। অধিক লিখিয়া কি হইবে ? উত্তর কালে যিনি বাঙ্গলা সাহিত্যের ইতিহাস সংকলনে প্রবৃত্ত হইবেন, মাইকেলের উদয় হইতে তিনি বঙ্গভাষায় নূতনভাব দেখিতে পাইবেন।

নূতন পুস্তক প্রাপ্ত।

আমরা কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি নিম্নলিখিত পুস্তক সকল উপহার প্রাপ্ত হইয়াছি।

বিবিধ দর্শন কাব্য। ১ সম্বরণ বিজয় কাব্য। ২ দেবলদেবী নাটক। ৩ ভারতবর্ষীয় সনাতন ধর্ম্মরক্ষণী সভার বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসের কার্য্য বিবরণ। ৪ প্রণয় পরীক্ষা নাটক। ৫ মিত্রবিলাপ। ৬

শেষোক্ত পুস্তক শ্রীযুক্ত বাবু প্যারীচরণ দাস ৺ মৃত সারদামোহন দাস নামক স্বীয় প্রিয় মিত্রের বিয়োগে ব্যাথিত হইয়া লিখিয়াছেন, আমরা পাঠ করিয়া দেখিলাম, বিলাপ বাক্য গুলি কবিত্ব সহকৃত চমৎকার হইয়াছে। ইঁহারা উভয়েই শ্রীহট্ট দেশজ; একজন শ্রীহট্টীয় এরূপ সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর বাঙ্গলা ভাষায় কবিতা লিখিয়াছেন অনেকে সহসা ইহা বিশ্বাস না করিতে পারেন, অতএব বিলাপ বাক্যগুলি নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম পাঠকগণ পাঠ করিয়া দেখুন, ইহা প্রশংসার পদার্থ কিনা? বরং অসভ্য দেশীয় কর্ত্তৃক রচিত হওযাতে অধিক চমৎকারের বিষয় হইযাছে কিনা?

"বর্ণ-দূত মুখে হায়। এদূর অঞ্চলে
শুনিনু মরম ভেদি বারতা যখন,
দ্রবিল মানস, বসি কাঁদিনু বিরলে,
স্মরিয়া সারদা! তোর মূরতি মোহন। ১

(২)

স্বপনেও জানি নাই হায়রে! অকালে
কালের করালগ্রাস তোরে কবলিবে;
গিলিয়া ফেলিবে ফণী মণিময় মালে,
শারদপূর্ণিমাশশী রাহুতে গ্রাসিবে।

(৩)

কাটায়েছি সুখে দিন, দুঃখের পাথারে
ফেলিয়া এখন ভাই! পলালে কোথায়
সংগোপনে? আমরা যে রয়েছি সংসারে—
যে যাবার আগে সেত যায়নি তথায়।

(৪)

কেন একা গেলে তথা গিয়াছ যথায়
ছিঁড়িয়া স্নেহের ডোর মম ভাগ্য দোষে?
এস ফিরে! না দেখিয়া খেদে প্রাণ যায়,
শান্ত কর আমা সবে প্রীতি বাক্যে তোষে

(৫)

কোথা তুমি কোথা আমি কুভাগ্যের বশে?
আর না হইবে দেখা কভু এজীবনে,
ভব-হ্রদে আমি, তুমি ত্রিদিব মণ্ডলে;
এই কি উচিত। ত্যজ চির প্রিয়জনে।

(৬)

তুমি আমি দুই জনে নির্জ্জনে বসিয়া
কত আশাতরু মনে রোপন করেছি,
কত দিন সন্ধ্যানীল সেবনে আসিয়া
বন্ধুতার প্রেম মুখ প্রত্যক্ষ হেরেছি।

(৭)

কোথায় সে সভ্যসুখ? কোথায়, কাহার
এখন সারদা! তুমি কবে কে আমারে!
মাতা পিতা বন্ধু তোর মুখচন্দ্র আর
দেখিবে না এই খেদে হৃদয় বিদারে।

(৮)

বসিয়া ঘরের কোণে মলিন শরীরে
দুঃখ ভারে নতমুখী বিনাইয়া কত
কাঁদেরে জননী তোর ভাসি আঁখি নীরে,
অনাহারে ক্রমে কৃশা সুদীনার মত।

(৯)

দেখিয়া দুঃখ কি ভাই! হয় নারে মনে?
বারেক আসিয়া তারে যারে মামা বলে;
আয়রে আয়রে আয়!!! নতুবা জীবনে—
মরিবে জননী তোর দহি শোকানলে।

(১০)

জননীর যাদু বাছা, সোহাগের নিধি,
হৃদয়ের পোষা পাখী, কোলের পুতুল—
কে হরিল ? কোথা গেল ? বলে দেও বিধি ;
পুত্রহারা পাগলিনী কাঁদিয়া আকুল।

(১১)

ললিতা বঙ্গের বধূ ঘর আলো করি
জ্বালিয়া উজ্জ্বল দীপ ছিল নিঃশঙ্কিতা ;
নিবায়ে প্রদীপ, চোর আলয়ে আঁধারি
হানিল হৃদয়ে ছুরি করি আকুলিতা।

(১২)

হাহাকার আর্ত্তনাদ এই শুনা যায় !!
ধুলায় লুটায় মাতা তনয়ের তরে ,
বনসুশোভিনী শাখা পতিতা ধরায়,
ভাঙ্গিয়া রাখাল যবে ফল ফুল হরে।

(১৩)

কি অন্যায় ! নরাধম নির্দ্দয় পামর
দুর্নীত কিরাত পাপ আপনার বলে—
লুটিল কুলায় ; হায় ! পূরিল কন্দর
শূন্যনীড় কপোতীর ক্রন্দনের রোলে।

(১৪)

সুনয়না স্নেহময়ী হরিণী যখন
শুয়েছিল হৃদে রাখি দুধের শাবক,
দুরাত্মা দনুজ ব্যাধ আসিয়া তখন
শূন্য কোল করি তার হরিল বালক।

(১৫)

সুপুত্র প্রবীণ পিতা প্রাচীন বয়সে
কে জানিত হেন শোক শেলাঘাত পাবে ?
কে জানিত বিন্ধ্যাচল শিখর প্রদেশে
দেবাত্মা বটের, বজ্রে অন্তর্দ্দাহ যাবে ?

(১৬)

কে জানিত,কৈলাসের চূড়ায় প্রস্থিত
রত্ন বিনির্ম্মিত পুরী পড়িবে খসিয়া
ভয়াবহ ভূকম্পনে সতত কম্পিত ?
সারদা ! বাপের দশা দেখরে আসিয়া।

(১৭)

জনকের অশ্রুজলে মিশায়ে আপন
ছোট ছোট ভাই তোর কাঁদিয়া আকুল
জননীর নেত্রনীর কর্দ্দমে মগন
কাঁদেরে ভগিনী পড়ি মার পদমূল।

(১৮)

কহিতে একথা মোর বিদরে পরাণ !!
তোরে নাকি হরে কাল নিল নিশাভাগে
আঁধার ঘরের আলো বনিতা বয়ান—
না দেখিতে বিবাহের দিন দুই আগে।

(১৯)

হায়রে ! আশ্রয় আশে রসালের পাশে
গেল বন বধূ লতা প্রসারিয়া কর,
—বড় সাধ করি মনে , সহসা নিরাশে
দয়াহীন কাঠুরিয়া কাটি তরুবর।

(২০)

গৃহ-কমলিনী বালা বিশদ বদনা
ফুটেছিল গৃহস্থের কুটীর সঙ্কাশে,
স্থল-কমলিনী রূপে , কুক্ষণে দুর্ম্মনা—
কাল কীট সাধে বাদ বৃন্তের বিনাশে।

(২১)

সুপ্রভাত হলে নিশা, পূর্ব্বাশার পথে—
(ভাবিল মৃণাল ভুজা জল-কমলিনী)
চিরপ্রিয় প্রাণেশ্বরে মণিময় রথে
নেহারিয়া চিত্তসুখে হাসিবে রঙ্গিনী।

(২২)

হায় রে ! নিদ্রার কোল ত্যজিয়া সুন্দরী
উঠি স্নানি বরবপু সর স্বচ্ছ নীরে
চাহিল আকাশ পানে, দেখিল শিহরি,
যমদূতাকৃতি মেঘ আসিল মিহিরে।

(২৩)

পবিত্র প্রণয়-সুখ সখাদের সঙ্গ
বিহত বিয়োগ-দুঃখ ছিল সর্ব্বক্ষণ ,

স্বদেশের শ্রীবৃদ্ধির প্রকৃত প্রসঙ্গ
অনুক্ষণ রসনাগ্রে করিত নর্ত্তন।

(২৪)

ছাড়িয়া সুখদ শান্ত সম্পদ পৃথ্বির
অনন্ত দূরের পথ অজ্ঞাত প্রান্তরে
কি খেদে গেলিরে ভাই। ত্যজিয়ে শরীর,
যত যাবে তত রবে মোদের অন্তরে।

(২৫)

বিষম কুহকি কাল কুটিল কৌশল—
ভুলায়ে লইল তোরে বঞ্চিয়া সবারে!
জ্ঞান ছিল, তবু তার বুঝিলে না ছল—
কি দুঃখে পলায়ে গেলে তার সহকারে।

(২৬)

রাশি রাশি বহি তোর ছড়িয়াছে ঘরে
আজো পড়ে আছে তুমি পরিতে যে বাস,
যে খাটে ঘুমাতে সুখে;-দেখে কেঁদে মরে
জননী ভগিনী তোর, জনক উদাস।

(২৭)

হে বিধে! তোমার দেব। কত লীলাখেলা
ভবনাট্যশালে সদা, নট যাহে কাল,
নিত্য নব অভিনয়ে কুরীতির মেলা,
জ্ঞানহীন তাহে অন্ধ কাল কালাকাল:—

(২৮)

বাপের বেলায় ছেলে, অশীতি জরতী
ছাড়িয়া, যুবতী মেয়ে পরলোকাসরে,
নিয়া যায় বলে কাল, কর অব্যাহতি
এবিপদে! একি দেব! অবিচার নরে।

(২৯)

অতএব প্রার্থনা যে, রাজীব চরণে—
ভববাসি সবাকার গল-লগ্ন বাসে,
সাষ্টাঙ্গে পড়িয়া ভূমে, ধরিয়া দশনে
তৃণ দূর্ব্বা, করযোড়ে সুবিনীত ভাবে:—

(৩০)

রক্ষ প্রভো! সুবিচারে জগত তোমার
আর না সংহার দেব। হাঁর নাগপাশে
ক্রূরকর্ম্মা কালাধমে; ভবের ভাণ্ডার
আর না লুটাও দেব! প্রমাদো আশ্বাসে

(৩১)

অদ্যাবধি সুনিয়ম প্রচারো ধরাতে:—
অকালে লোকের প্রাণ হরিবেনা আর;
মরিবে না পুত্র পিতা মাতার সাক্ষাতে,
ভবধামে "রাম রাজ্য" আসিবে আবার।

(৩২)

সারদা! সজ্জন-প্রিয়, কোমল স্বভাব,
সত্যবাদী, সদালাপী, সদয় হৃদয়,
স্বদেশের হিতকারী, ছলনা অভাব,
শান্তির সুহৃদ, নম্র, সভ্যতা নিলয়।

(৩৩)

কৃতী—কিন্তু গর্ব্বহীন, অকপটে ভাল,
নিরীহ—অথচ নহে তেজঃশূন্য মন,
শীলতা-সঙ্কুল-হাস্য রসেতে রসাল;
সুন্দর দৃষ্টান্ত আর পাব কি তেমন?

(৩৪)

কি হবে কাঁদিলে আর, জুড়াব হৃদয়
দেখি তোর 'প্রতিকৃতি' 'প্রবন্ধের' ভালে,
নভঃনীরে—সুধাকর না হলে উদয়,
শশাঙ্কের রূপ তারা হেরে চকোরালে।

(৩৫)

যাও হে!! চলিলে যদি অমৃত সদনে,
তোমার পিতার পিতা পরম ঈশ্বর
আসীন যথায় নিত্য স্বর্ণ সিংহাসনে
এই আশীর্ব্বাদ করে পিতা মাতা তোর।

(৩৬)

লভ শান্তি সুখ তথা প্রার্থনা আমার—
একদা তদীয় অতি প্রিয় বন্ধুজন,
সজল নয়নে ভাই! নিকটে তোমার
চরম বিদায় মাগে পিয়ারী চরণ।*

মিত্র-প্রকাশ।

সাহিত্যবিষয়কপত্র।

———০০০(০)০০০———

মিত্রপ্রিয়ানন্দ-বিধানদক্ষো মিত্রাপ্রিয়োল্লাস-নিরাস-শূরঃ।
নানারসৈর্মিত্রগুণ-প্রকাশো মিত্র-প্রকাশোঽয়মুদেত্বুদারঃ॥

১ম পর্ব্ব। { শকাব্দা ১৭৯২। বঙ্গাব্দা ১২৭৭ ভাদ্র। } ৫ম সংখ্যা।

সম্পাদকের নিবেদন।

নিতান্ত আক্ষেপের সহিত প্রকাশ করিতেছি, যে আমি বিগত আষাঢ় মাস হইতে এপর্য্যন্ত বিবিধপীড়ায় বিশেষ কাতর হইয়াছি; তদ্বশতঃ মিত্র-প্রকাশের কার্য্যে যথোচিত মন নিয়োগ করিতে পারি নাই; সুতরাং উপহার প্রাপ্ত পুস্তক সকলের সমালোচন পক্ষে বিশেষ ত্রুটি হইয়াছে। পুস্তক প্রেরয়িতৃগণ অবস্থা বুঝিয়া ক্ষমা করিবেন। গ্রাহক ও পাঠকগণের নিকটেও ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি। আমার যেরূপ অবস্থা ঘটিয়াছে তাহা নিম্নলিখিত সংগীতেই ব্যক্ত হইবে, অধিক লিখা বাহুল্য।

রাগিণী ঝিঁঝিট।—তাল একতালা।

বার২ বার, রোগের প্রহার, সহিবারে আর, পারিনা জননি। আমার হর গো দুর্ভাগ্য, কর গো স্বারোগ্য, দুঃখহরা তারা দাক্ষায়ণি। ধ্রু

কি কুক্ষণে রোগ করেছিল স্পর্শ, গত হয়ে তারা গেল তিনবর্ষ, তবু নাহি মা বিরাম, হইনা আরাম, শয্যাসার আমার দিবস রজনী। ১।

পোড়া শিরপীড়ে উপজিয়ে শিরে, দেয় মর্ম্মে পীড়ে ফিরে২ ফিরে, একবার চাও দাসে ফিরে, যেন তা আর ফিরে, অভাগার শিরে, জন্মেনা কখনি। ২।

আমবাত, অর্শ, উদর-আময়, এদাসের অঙ্গ করিয়ে আশ্রয় সবে দিল যে যাতনা, ওগো ত্রিনয়না স্মরিতে শঙ্কায় কাঁপে গো পরাণি। ৩।

পাণ্ডুরোগে করি পাণ্ডুর বরণ, জানাসকি গো শিবে নিকট মরণ, যদি নিতান্ত তা হয়, নাহি কিছু ভয়, কব নয় দিন্-দুপরে রজনী। ৪।

রোগভোগে বাকি, ছিল মাত্র আঁখি, তানা তোর চোখে সহিলনা তা কি, খেয়ে চোখ্ না কি হতে চোখ্খাকি, জালদিয়ে শেষে ঢাকিলি শিবানি। ৫।

দুই কালী * দাসে সতত সদয়, ত্রিলোকের তরে নিরদয় নয়, এখন তুমি ওগো কালি! প্রচণ্ড মনের কালী, তরাও এ বিপদে বিপদ-ভঞ্জিনী। ৬।

* এককালী চিকিৎসক শ্রীযুক্ত কালীকুমার রায় দ্বিতীয় কালী অগ্রজ শ্রীযুক্ত কালিদাস মিত্র।

নূতন কাব্যাবিষ্কার।

ফরিদপুর হইতে আমাদিগের কোন বন্ধু এক খানি অতি প্রাচীন কাব্যের বিষয় জ্ঞাপন করিয়াছেন, তিনি লিখেন ঐ কাব্যের নাম সাধারণ্যে "জাগারণ" ইহা চট্টগ্রাম অঞ্চলে প্রচলিত। যেমন কবিকঙ্কণের চণ্ডী অষ্টপালায় বিভক্ত, জাগারণও সেইরূপ ৮টী পালায় সমাপ্ত হইয়াছে। কবিকঙ্কণী চণ্ডীর ন্যায় ইহারও অষ্টাহ গান হইয়া থাকে; চট্টগ্রামস্থ লোকেরা এরূপ বিশ্বাস করে যে এই গান শ্রবণে বাঞ্ছিত সিদ্ধ হয়; এতদ্বশতঃ তাহারা এইকাব্যের প্রতি অসামান্য ভক্তি প্রকাশ করিয়া থাকে। বন্ধু ইহাও লিখিয়াছেন যে তিনি কোন বান্ধবের মুখে এরূপ শুনিয়াছেন এইকাব্য তমলুক প্রদেশের কোন২ স্থানেও প্রচলিত আছে। আমাদিগের দৃষ্টার্থ বান্ধব উক্ত কাব্যের উপক্রমণিকার কবিতাটী প্রেরণ করিয়াছেন, আমারা এইপ্রস্তাবে ইহা পাঠকগণের দৃষ্টি তলে অবতারণ করিতেছি।

উপক্রমণিকা।

নম২ নম দেবি নম নারায়ণি।
প্রসীদ চণ্ডিকা মাতা বিপদনাশিনি॥
সভার মঙ্গলপ্রদা বেদের স্বরূপা।
সকল সম্পূর্ণ হয় যারে কর কৃপা॥
শুনরে সকল লোক হয়ে সদাচার।
যেনমতে হৈল চণ্ডী পূজার প্রচার॥
মঙ্গলনামে দৈত্য ছিল অতি বলবন্ত।
লুটে পুরী সুরপুরী পরম দুরন্ত॥
লুটে পুরী সুরপুরী হরে দেবনারী।
ভয়ে ভীত হয়ে ইন্দ্র ছাড়ে নিজ পুরী॥
ভয়যুক্ত ভবানী মা, দেখি সুররাজে।
দৈত্য মারি পূজা লৈল অমরসমাজে॥
জয়২ জয় দেবি সর্ব্ববিঘ্নখণ্ডি।
মঙ্গল দৈত্য বধি মাতা হৈলে মঙ্গলচণ্ডী॥
গুরুপত্নী হরি ইন্দ্রের ভগ হলো কায়।
মহা লজ্জা পেয়ে শক্র পূজে সারদায়॥
ব্রহ্মা বিষ্ণু খণ্ডাতে না পারে ত্রিলোচন।
ভগ ঘুচাইয়া কৈলে সহস্র লোচন॥
সহস্রাক্ষি কৈলে মাতা কার্ত্তিকের ভাই।
পুনর্ব্বার পূজা লইলেন বিরজার ঠাঁই॥
মঠ স্থাপন কৈলে কংস নদী তীরে।
ধনে পুত্রে বর পাইয়া পূজে দণ্ড ধরে॥
পশুগণ মহামায়া পালিবার হেতু।
বর পা(ই)য়ে তৃতীয় পূজা করে কালকেতু॥
কাননে হারায়ে ছেলী ব্যাকুল খুল্লনা।
চতুর্থ পূজাতে তার ঘুচালে যন্ত্রণা॥
পঞ্চম পূজা কৈল শ্রীরা মকরার তটে।
ষষ্ঠ পূজায় মশানেতে রাখিলা সঙ্কটে॥
রুধিরে স্বজিলা কমল বুঝিতে থুলে লোক।
সপ্তম পূজায় রাজাপ্রজা জিয়ালে কটক॥
রাজা দিল কন্যা বিভা পরম সাদরে।
চৌদ্দ ডিঙ্গা লয়ে সাধু আইলেন ঘরে॥
পিতা পুত্র চলি গেল নৃপ বিদ্যমান।
বিক্রমকেশরী রাজা কন্যা দিল দান॥
অষ্টম পূজাতে সাধুর ব্যাধি কৈল নাশ।
পিতা পুত্র ছয়জন কৈলাসে নিবাস॥
বণে বনে বাজা স্থানে রক্ষা করেন দেবী।
নায়কের তরে দেবী করেন চিরজীবি॥
অষ্টম মঙ্গলার গীত করি শুভযোগ।
ব্যাধিযুক্ত জনে যদি শুনে, খণ্ডে রোগ॥
ইন্দু বিন্দু বাণ ধাতা শক নিয়োজিত।
দ্বিজ মাধবেতে গায় সারদা চরিত।
সারদার চরণ সরোজ মধুলোভে॥
দ্বিজ মাধবে তথি অলি হয়ে শোভে॥

বন্ধু লিখেন এই কাব্য কাহার রচিত নিশ্চিত নাই, এবং তিনি ইহার বয়ঃক্রম অন্যূন তিনশত বৎসর অনুমান করেন; কিন্তু উপক্রমণিকার ভণিতায় "দ্বিজ মাধব" এরূপ লিখিত রহিয়াছে; এ অবস্থায় তিনি কি কারণে প্রণেতার অনিশ্চয়তা লিখিয়াছেন বুঝিতে পারাগেলনা, বান্ধব এটী স্পষ্ট লিখিবেন। পরন্তু ভণিতায় সময়ের সঙ্কেত ও রহিয়াছে "ইন্দু বিন্দু বাণ ধাতা*" এইসঙ্কেতে অঙ্কাভিধানানুসারে ১৫০১ শকাব্দা অবধারিত হইতেছে। যাহাহউক যখন একখানি প্রাচীন কাব্যের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে তাহার বিশেষ পর্য্যালোচনা করিয়া দেখা উচিত, অতএব বান্ধববকে অনুরোধ তিনি যেরূপ সানুগ্রহ হইয়া উপক্রমণিকা পাঠাইয়াছেন সেইরূপ কিঞ্চিৎ শ্রম স্বীকারপূর্ব্বক 'জাগারণ" কাব্যখানী আদ্যন্ত অনুলিপি করিয়া প্রেরণ করেন। আমরা প্রাচীন কাব্য সকলের সংস্করণ ও প্রচারণ পক্ষে সতত সযত্ন আছি।

রাবণ বধ।

(গত প্রাকাশিতের পর।)

হৈমবতী বাক্যে হর হেসে কন কথা,
এত গরব, কেন গৌরী, গণেশের মাতা ?
মোর জন্য ঠাকুরাণী ঠেকে গেছ লাজে,
আপনার অনীত স্মর না মনো মাঝে ?
(আমি) ভাঙ্গ খেয়ে, ভুলে থাকি, ভাঙ্গর, নেঙ্গটা।
(এমন) অজা, মেষ, মহিষ, মেয়েতে খায় কেটা ?
আমার কপালে আগুন বটে, বটি শশিচূড়।
(তুমি) গলে পর গোটা২ মানুষের মুড।
তোমারমতন, কোন্ মেয়েতে, বেড়িয়ে বেড়ায়বণে ?
(এমন) ডাকিনী, যুগিনী, গুলোকোন্ রমনীরসনে ?
কোন্ দেবতার মেয়ে গুলো এলো চুলে আছে ?
(এমন) কোন্দেবতার মেয়েবণেনেঙ্গটাহয়ে নাচে ?
(এমন) কটরা পুরিয়ে, শুধা কোন রমনী খায় ?
(এমন) সতী হয়ে, কে রেখেছে, নিজ পতি পায় ?
(এমন) কার রমণী, পাগল পারা, ডাগর২ ডাক ?
কার রমণী, নেচে বেড়ায়, বাজায়ে মাদলঢাক ?
(এমন) কার রসনালহ২ বচন ধর্২ ?
(তোমার) মড়াছেলে কানে, কটীদেশে নরকর।
(এমন) কার রমণীর, মুণ্ডমালা সভার মাঝে নগ্না ?
তোমার মত কে হয়েছে রণের মাঝে মগ্না ?
(তুমি) ডানি হাতে খর্পরধর, বামহাতে টাঙ্গী,
(আর) চুমুক দিয়ে রক্তমার, ভাতার হলো ভাঙ্গি ?
(এমন) কোন্ রমণীর, দন্তগুলো, মূলপরা থাকে ?
(এমন) কোন্মেয়েতে, হাতীঘোড়া, চিবায় লাখে২
আমি পঞ্চমুখ, তাতেই ভাঙ্গ, খেয়েহলেম ভেকো।
(এমন) কোন্রমণী, তোমারমতদশহেতো তেচোখে ?
(তুমি) অবলা, প্রবলা, তাতে স্বভাবে চঞ্চলা,
(তুমি) খরতরা বিষহরি, গলায় মুণ্ডমালা।
(এমন্) কোন্ দেবতার, নারী তুষ্ট, রক্তজবাফুলে ?
(এমন) কোন্যুবতী, ধরেআছে, পরপুরুষের চুলে ?
ধরনী টল্মল্ করেছে, কোন্ যুবতীর, তেজে
(এমন) মেয়েহয়ে, কেধরেছে, কেউটেসাপের লেজে
সবে বলে মোরে রণ রঙ্গিনীর স্বামী,
সেই খেদে পুড়ে মরে বিষ খেলেম্ আমি।
তোমার ভয়ে, দেবতা গুলো, চল্তে না পায় বাট,
তোমায় আমায়, হর গৌরী, খেপা খেপীর হাট।
দশানন দুষ্ট বেটা দুরন্ত রাক্ষস,
দেবদ্বিজ হিংসা করে প্রচুর কল্মষ;
আপনার পাপেতে মরিবে দুষ্টচারী,
আমি কি বলেছি রামের সীতা কর চুরি ?

---

* ইন্দু ১ বিন্দু ০ বাণ ৫ ধাতা ১।

আজি হবে নিপাত, সাক্ষাৎ দেখ চেয়ে,—
ইহা শুনে উঠে যান হেমন্তের মেয়ে।
রাবণের রথে গিয়ে করেন নির্ভর;
ভয় নাই বাছা তোর আর কারে ডর?
রাবণেরে কোলে করে বসিলেন কালী॥
লহ২ রসনা ভীষণ মুণ্ডমালী॥
ব্যাকুল রাবণ কেন্দেছেন্দে ধরে পা।
(বলে) জয়ী হলাম জগৎ যখন এলে মা॥
ভুলায়েছে ভোলানাথে দুষ্ট দেবগণে।
পার্ব্বতী বলেন পুত্র কেন চিন্ত মনে?
জন্মিল মহীষাসুর দম্ভের তনয়
দেবগণে দূর করে রাজ্য পদলয়,
প্রজাপতি পরাভব অসুরের হাটে,
বিল্বপত্রে দিয়ে রক্ত চন্দনের ছিটে
আমার করিলে পূজা, দশভুজা হয়ে
ইন্দ্রকে দিলাম রাজ্য অসুর জিনিয়ে।
হয়ে শুম্ভ নিশুম্ভ ইন্দ্রকে দিল তাড়া,
আমি দৈত্যকুল বিনাশিলাম ধরে ঢাল খাড়া।
কালে২ কতনা করেছি উপকার,
(আজি) তার শোধদিতে এল যত কুলাঙ্গার।
দেবতা তেত্রিশ কোটী কোন কাজে পুছি।
অর্দ্ধ দণ্ডে সংসার করিব কুচি২?
দপট করিয়ে দুর্গা বসিলেন রথে,
দেবগণ হতাশ গণিল শূন্য পথে।
হেথা রামচন্দ্র কন বিভীষণ মিতা।
কোনমতে নারিলাম উদ্ধারিতে সীতা।
বৃথাইমল জটায়ু বীরাধ আর বালী।
বৃথা খরদূষণ সমরে হল কালি,
সাগরেতে সেতু বান্ধা মিছে হল সব,
কোনমতে রাবণ নাহল পরাভব।
দশমুণ্ড কেটে করি স্কন্দ হতে ছাড়া,
পুনঃ২ কাটা মুণ্ড লাগে গিয়ে যোড়া।

একশত একবার কাটিলাম মাথা।
তথাপি না মরে দুষ্ট বিমুখ বিধাতা?
বিভীষণ বচন বিশেষ কহে ফুটে,
অতঃপর ঠেকিলাম পার্ব্বতীর হটে।
জগন্ময় যুদ্ধে জয় আর হবে কি?
দেখ রাবণে করিয়ে কোলে হেমন্তের ঝি।
যার পক্ষে দাঁড়ালেন জগত জননী,
কি করিতে পারে বিধি বিষ্ণু শূলপাণি।
ধনুখান ফালায়ে রেবির কর স্তব,
তানৈলে রাবণ নাহি হবে পরাভব।
শুনিয়ে শিহরে অঙ্গ ভঙ্গদিয়ে রণে,
ভুমিতে পরেন কেঁদে শ্রীরাম লক্ষ্মণে।
গলায়ে লম্বিত দিয়ে গাছের বাকল,
শ্রীরাম লক্ষ্মণের নয়নে বহে জল।
অভয়া অম্বিকাজয়া জগত প্রসূতি।
কালরূপা কালের কামিনী কলাবতি
কাত্যায়নি কালি কপালিনি জগন্ময়ি,
মাধিনে মনের দুঃখ আর কারে কই।
শঙ্করী সর্ব্বাত্রী শিবা শিবসীমন্তিনি!
তারিণি তাপিতে তারো ত্রিলোক জননি!
মাহেশ্বরি মহিষ মর্দ্দিনি মুণ্ডমালি,
ভয়ঙ্করি ভৈরবি ভবানি ভদ্রকালি,
নমো নিত্যা নগেন্দ্রনন্দিনি জয় দুর্গে।
দুঃখহরা দুর্গতি নাশিনি নম স্তুতে।
রাবণের সহায় শঙ্করী হইলা যদি,
বাসব বরুণ বহ্নি বামদেব বিধি,
যুক্তি করে ভারতিকে করেন আদেশ।
দুষ্টা সরস্বতী কর লঙ্কায় প্রবেশ।
বৃহস্পতি চণ্ডি পাঠ করে যেই খানে,
তুমি অশুদ্ধ পড়াও চণ্ডি বসিয়ে বদনে।
তবেই রাবণে ছাড়িয়ে দুর্গা যাবেন কৈলাস,
অনায়াসে এখনি রাবণ হবে নাশ।

(ক্রমশঃ প্রকাশ্য।)

কালোচিত বর্ণন।

(গীতাবলি।)

গীত।

রাগিণী বারঙা—তাল ঠেকা।

ওগো তারে ভুলি কেমনে, ভুলি কেমনে গো তারে ভুলি কেমনে।

জঠরে কঠোরে যারে ধর্‌লেম যতনে॥

হেরিয়ে শরতশশী, নয়ন সলিলে ভাসি, হায় আমার উমার সে মুখশশী পড়ে গো মনে।

হইয়াছি জেতে নারী, কোনখানে যেতে নারি হায়—ওগো নইলে কি আনিনে গিয়ে, উমারতনে?

তোদেরত গো মুখের কথা, আমারত অন্তরে ব্যথা, হায়—আমার দেহ আছে পড়ে হেথা, প্রাণ সেখানে!

প্রাণ উমার বিরহে, আজো যে এ প্রাণ রহে, ওগো জানিনে জানিনে তাহা কি সুখ-সাধনে। ১

গীত

রাগিণী ললিত—তাল একতালা।

ওগো নিদ্রাদেবি কেন বঞ্চনা করিলে মোরে। মিলাইয়ে উমাধনে পুন কেন নিলে হোরে॥

যে অবধি তারা হারা, মুদি না আর আঁখি তারা, দুনয়নে শতধারা, বহিছে সদাই—

আজি নিদ্রে এলে যদি, মিলাইলে হারা নিধি, শেষে সুখে হয়ে বাদী, কেন লুকাইলে তারে।

পুনঃ আমি মুদি আঁখি, শয়ন করিয়া থাকি, উমা এনে মেলাও দেখি, হেরি সে চাঁদমুখ—

আমার সে স্বর্ণলতা, না বলিতে দুটো কথা, দিয়ে আমার প্রাণে ব্যথা, নিলে তারে কোথা কাবে। ২

গীত।

রাগিণী আলিয়া—তাল একতালা।

গিরিরাজ কি হোলে হে ভ্রান্ত।
সুধুকথায় নারি হোতে আর শান্ত,
সম্বৎসর গত, কব আর কত,
আন্‌বে কবে আমার, উমা উমাকান্ত
যে অবধি তারা, হইয়াছি হারা,
শ্রাবণের ধারা, ঝড়ে আঁখি তারা,
থেকে নিরাহারা, অস্থি চর্ম্ম সারা,
কোন্‌দিন জানি গ্রাসে কৃতান্ত।
আমি মোরে যাই তাহে না ডরাই,
উমায় কে সুধাবে ভাবি মনে তাই,
এলে মা মোর পুরে, মা বলিব কারে,
কে সুধাবে তারে, সকল বৃত্তান্ত।
বৎসরে একবার, তত্ত্ব তনয়ার,
তাও কি তোমার, লওয়া হল ভার,
করি পরিহার, বলি বার বার,
পাষাণ ব্যবহার, দেওহে ক্ষান্ত।
নীশীতে স্বপনে, হেরে উমাধনে,
কিছুতে পরাণে ধৈরজ নামানে,
সে উমারতনে, আনি নিকেতনে,
কর কর ত্বরা সব দুঃশান্ত। ৩

মেনকার গীত।

রাগিণী খট্‌ভৈরবী—তাল একতালা।

গিরি, কি সুধাও হে সমাচার?
বল্‌তে সে স্বপন, নাসরে বচন,
খেদে পোড়ে মন, বহে অশ্রুধার।
নিশীতে যেমন, ভেবে উমাধন,
অনেক আয়োসে মুদেছি নয়ন,

অমনি স্বপনে করি দরশন,
শিয়রে বসিয়ে যেন মা আমার।
বাছার নাই সে বরণ, নাই আভরণ,
হেমাঙ্গী হইয়াছে কালীর বরণ,
হেরে তার আকার, চিনে উঠা ভার,
সে উমা আমার, উমা নাই হে আর।
উমা বসিয়া শিয়রে, কহিল কাতরে,
কত আর দয়া থাকিবে পাথরে,
ভিকারীর করে সমর্পন করে্য,
কেন তত্ত্ব ফিরে, লওনা মা একবার। ৪

গীত।

রাগিণী ঝিঝিট—তাল খয়রা।

কি সুধাও গো আর, রাণীর সমাচার এক-মুখে তার, দশা বলা ভার।

রাণী তোর অদর্শনে, আছে অনশনে, দেখ্‌-বিগে নয়নে, অস্থী চর্ম্ম সার।

সদা সর্ব্বক্ষণ, বলে উমাধন,
করিছে রোদন নাহি নিবারণ,
বল্লে প্রবোধ বচন, করেনা শ্রবণ,
দ্বিগুণ তখন করে হাহাকার।
রাণী পাগলিনী প্রায়, পথে গে দাঁড়ায়,
যারে দেখা পায়, বিনয়ে সুধায়,
কৈলাসে কি কেউ গিয়াছিলা হায়,
দেখেছ কি কেউ উমাসে আমার।
রাণী গগণে নিরখি শরতচন্দ্রমা,
ভ্রমে বলে অই এল বুঝি উমা,
মেঘে ঢাকিলে শশিরে, কর হানি শিরে,
মূর্চ্ছা হয়ে পড়ে, করিয়া চীৎকার।
রাণীর যেরূপ লক্ষণ, করি নিরীক্ষণ,
বাঁচে যে এমন নাহি লয় মন,
তার দেহে যে জীবন, আছে এতক্ষণ,
সে কেবল তোরে হেরিতে একবার। ৫

গীত।

রাগিণী ঝিঝিট—তাল খয়রা।

রাণী, এক দুই তিন, করে্য প্রতিদিন,
গণিতেছে দিন, উমা মার যাবার।
সে যে দণ্ড শতবার, করে ঘর দ্বার,
কিছুতেই তার, শান্তি নাহি আর।
উঠিলে ভাস্কর, কহে জুরি কর,
আশু অস্তগত হও দিনকর,
আবার এলে বিভাবরী, কহে বিনয় করি,
পোহাও গো সর্ব্বরী, কেন থাক আর।
সে যে পুরোহিত পায়, প্রণমি সুধায়,
কন্যেমাস কবে, কওগো আমায়,
আইলে সে কন্যে, প্রাণের সে কন্যে,
উমা জগৎ ধন্যে, আসবে গো আমার।
যেয়ে শেফালিকা পাশে, কাতরে জিজ্ঞাসে,
কত আর বিলম্ব, কুসুম বিকাশে,
ফুট্‌লে তোমার ফুল উমা মা মোরআসে,
নাশে গিরিপুরবাসীর মনের আঁধার।
দুবেলা কাঁদিয়ে আমারে জিজ্ঞাসে,
কবে যাবে উমায় আনিতে কৈলাসে,
যাব বল্লে অম্নি আঁখিনীরে ভাসে,
বলে মনে ধৈর্য্য মানেনা যে আর। ৬

গীত।

রাগিণী ঝিঝিট—তাল একতালা।

বিদায় দাওহে আমারে
হও হে সদয়, যাই পিত্রালয়,
জননীরে দেখিবারে।
সংবৎসর গত ওহে ত্রিলোচন,
মায়ের চরণ, করিনে দর্শন,

সদা সর্ব্বক্ষণ, ব্যাকুলিত মন,
মায়ের মমতা করিয়ে স্মরণ,
আমা বিনে তার, দিনে অন্ধকার.
মা বলিতে তারে কেহ নাহি আর,
বলে তারা তারা, প্রাণে মা মোর সারা,
ভাসিতেছে অশ্রুধারে।
দুটো কথা বলে পরাণী জুড়াই,
হেন একজন কৈলাসে না পাই,
শ্বাশুড়ী ননোদী কেহ ঘরে নাই.
মন্ জানে যে দুঃখে সময় কাটাই,
তুমিত হে আছ আত্মসুখে মত্ত,
ভ্রমেও ঘরের নাহি কর তত্ত্ব,
যে সুখেতে ঘর, করি দিগম্বর,
কব তাহা আর কারে।
বহুদিনেব সাধ, ওহে ভোলানাথ,
জননী সহিত করিতে সাক্ষাৎ,
প্রাণসমা বাল্যসখীগণ সাথ,
মায়ের বন্ধনে ভুঞ্জিবারে ভাত,
কি জানি জননী যদি ত্যজে প্রাণ,
সব সাধের তবে হবে সমাধান,
মা এই মধুর ডাকে, মা বল্‌ব আর কাকে
ফুরাবে তা একেবারে। ৭

বেতালের গীত।

রাগিণী ললিত—তাল আড়া।

শরত প্রভাত কিবা মধুর সময়।
হেরি প্রকৃতির শোভা কেনা মুগ্ধ হয়।
ধরিয়া লোহিত ছবি,
প্রাচিতে প্রকাশে রবি,
রবিকরে শোভা ধরে, কিবা ঘনচয়।
পড়িয়ে লোহিত ভূষা,
সুধীরে চলিছে উষা,
যেন বিলাসিনী যায়, সুধীরে নিলয়।
হেরে নব দিবাকরে,
শাখীপরে পিকবরে,
কহে সুললিত স্বরে শিবদুর্গা জয়।
স্থলে ফুল্ল স্থল পদ্ম,
জলে ফুল্ল জলপদ্ম,
দোঁহে বাসে দেয় যেন, দোঁহে পরিচয়॥
ফুটি শেফালিকা ফুল,
ছেয়েছে তরুর মুল,
গন্ধে অলিকুল, সঘনে গুঞ্জয়।
যোগী ঋষি মুনিগণ,
হেরি দিবা আগমন,
কচালিয়া দুনয়ন, দুর্গা দুর্গা কয়॥ ৮

পুরবাসিগণের গীত।

রাগিণী আলিয়া।—তাল কাওয়ালী।

রাণী কর, কর, কর, মঙ্গলাচরণ।
হয়েছে শুভক্ষণ।
সহ গুহ গণপতি, পশুপতী হৈমবতী,
গিরিরাজের হল অই আগমন।
বেরে গো বেবে গো কেন গৃহে আর,
দেখো সে কেমন শোভা তোমাব প্রাণউমাব,
গিরিপুরে আজি গো চাঁদের বাজাব,
কার শক্তি বর্ণে রূপ অভয়ার,
লহ গো বরণ বরি শঙ্করে আর শুভঙ্করী,
ডাক সব পুরনারী করুক জয় উচ্চাবণ।
দুঃখের নিশি হল তোমার অবসান,
দ্বাবেতে দাঁড়াল এসে ঈশানীসহ ঈশান,
হেরিয়ে জুড়াল তাপিত মন প্রাণ.
আনন্দে উথলে গলিয়ে পাষাণ।
অই শুন সব বাদ্যকরে, সুমঙ্গল বাদ্য করে,
মঙ্গলার মঙ্গল গান, গাইছে গায়কগণ। ৯

গীত।

রাগিণী মল্লার।—তাল মধ্যমান।

কই উমা কই আমার কই উমা কই।
উমা উমা করে২ আমাতে আর আমি নই।
স্বপনে স্বপনে উমা, আলাপনে মনে উমা,
জপমালা হল উমা, ভাবিনা আর উমা বই।
ভেবে দুঃখিনী জননী, এল কি গণেশ্‌জননী,
সুদিন কি হল এমনি, পেলাম কি আনন্দময়ী।
না করিয়ে মিছে ছল্, বল্‌গো তোরা, সত্য বল্,
মঙ্গলার সুমঙ্গল, আমারত জপনা অই। ১০

গীত।

রাগিণী ঐ তাল ঐ।

থাক থাক থাক নয়নধারা,
নয়ন ভরিয়ে একবার নিরখি নয়নতারা।
না হেরে যে উমা তারা, বহিতে শ্রাবণের ধারা,
এল সেই নয়নতারা, এখন ধারা এ কি ধারা ?
নিরখিতে উমাধনে, বহুদিনের সাধ মনে,
হেরিতে সে চন্দ্রাননে, বাধা দেও এ কেমন ধারা ?
একে পলকবাধা চোকে, দেক্তে দেয়না অনিমিখে,
তুমি তাতে হলে বাদী, হেরি বল কেমন ধারা ?১১

গীত।

রাগিণী খট।—তাল আড়া।

কই রাণি ধর এই তোমার উমাধন।
আইল মঙ্গলা সুখে কর মঙ্গলাচরণ।
জামাতা সদয় হয়ে, তনয় দুটিরে লয়ে,
এলেন শ্বশুরালয়ে, করিতে দুঃখ নিবারণ॥
যে ধনের অদর্শনে, আছো রাণী অনশনে,
ধর লও সেই ধনে, করি তোমায় সমর্পণ। ১২

গীত।

রাগিণী আলিয়া।—তাল আড়া।

অগো উমা আয় গো, আয়গো কোলে.
জুড়াই এ তাপিত প্রাণ, ডাক মা বল্যে।
শুনিতে তোর সুধাভাষা, রয়েছে চির পিপাসা,
পূরা গো মা সেই আশা, ডাকি মা বোলে॥
হেরে তোর চন্দ্রানন, মৃতদেহে এল প্রাণ,
হল আজি অবসান, দুঃখ রজনী।
বল উমা স্বর্ণলতা, গুহ গজানন কোথা,
ঘুচাই মনের ব্যথা, কোলে লইয়ে সকলে॥
আনন্দময়ী আইল, নিরানন্দ দূরে গেল,
সকলে কর মঙ্গল, মঙ্গলার তরে।
উথলে সুখ-জলধি, আনন্দের নাহি অবধি,
গিরিপুরে, আজ বিধি, চান্দের হাট বসালে॥ ১৩

গীত।

রাগীণী মল্লার।—তাল চৌতাল।

কি সুধাও মঙ্গলা আর সুমঙ্গল সমাচার।
তার কোথা অমঙ্গল মঙ্গলা তনয়া যার॥
আমরা নয় মরি দুঃখে, তুমি আমার আছ সুখে,
শুনিলে এই লোকমুখে, সুখের রয়না পারাবার॥
তুমি তারা, নয়নতারা, মা তোমারে হয়ে হারা,
শোকানলে তনু জ্বলে, কোথা উমা উমা বল্যে,
অবিরত বহে ধারা।
আজ তোরে পেলেম কোলে, ডাকউমা মা মা বল্যে.
দুঃখিনীর অমঙ্গলে, হোক মঙ্গল সঞ্চার। ১৪

বন্দীগণের গীত।

রাগীণী আলীয়া।—তাল কাওয়ালী।

আজ কি আনন্দ গিরিরাজ ভবনে,
উমার মিলনে, গিরিবাসীজনগণে,
নিরখিয়া উমাধনে, পুলকিত মনে,

করে আরাধনা সযতনে।
শিখরবাসিনী যত কুলের কামিনী,
মঙ্গল আচরি করে সুমঙ্গল ধ্বনি,
বাজিছে বাজনা কত মধুর শ্রবণে,
গায়কে গাইয়া সুধা ঢালিছে শ্রবণে,
আনন্দ মহোৎসব উমার আগমনে,
সুখে মত্ত প্রতি জনে জনে।
বহুদিনে পেয়ে রাণী সাধের উমাধনে,
কোলে লয়ে সুমঙ্গল সুধান ফুল্লমনে,
মায়ে ঝিয়ে কত কথা, বর্ণিতে কে পারে,
হয়েছে সুখের দেখা সংবৎসরান্তরে,
কার না অন্তরের দুঃখ গেল অন্তরে? ১৫
উমার হিমালয়ে পদার্পণে॥

—•—

গীত।

রাগিনী খাম্বাজ।—তাল জৎ।

দেখ গিরি কেমন সেজেছে আমার গৌরী,
মহিষমর্দ্দিনীরূপে ভুবন আলো করি।
তপ্ত সুবর্ণের কান্তি, ওরূপে হতেছে ভ্রান্তি,
দূরে গেল মন শ্রান্তি, হেরে ও মাধুরী।
অলঙ্কৃত মহিষোপরে, নানা অস্ত্র দশ করে,
যেন যেতেছে সমরে, নাশিতে সুরারি।
সঙ্গে লক্ষ্মী সরস্বতী, ষড়ানন গণপতি,
চেয়ে দেখি বার প্রতি আপনা পাসরি। ১৬

—

মেনকার উক্তি।

রাগিনী ললিত।—তাল আড়া।

শুন গো নবমী নিশি মিনতি করি তোমায়।
প্রভাত হও না, আজি বধো না প্রাণে আমায়॥
অস্ত গেলে তব শশী, অস্ত যাবে উমা শশী,
গিরীপুরী শূন্য করি, কৈলাস শিখরে।
প্রতিজ্ঞা করেছে হর, দশমীর দিবাকর,
প্রকাশ হইলে পর, ত্যজিয়া যাবে ত্বরায়।
তাই বলি শশি প্রিয়ে, দুঃখিনীর মুখ চাহিয়ে,
প্রভাত হও বিলম্বিয়ে এই অনুরোধ।
তুমি সখি থাকো যদি; তা হলে আমারে বধি,
নিবে না হর উমানিধি, তাই সাধি ধরে পায়।
মানা কর পিকবরে, ও যেন আজ কুহুস্বরে,
জ্ঞাপন না করে কারে, প্রভাত লক্ষণ।
ঊষা মম সহচরি, রাখি তারে মানা করি,
তবে শঙ্কর শঙ্করী, পাবেনা লভে বিদায়।
তুমি যদি করি স্নেহ, মোরে এই ভিক্ষা দেহ,
এই প্রাণ এই দেহ, রাখিবে কিসে।
না করিয়া তুচ্ছ বোধ, রাখ এই অনুরোধ,
হেরি আমি অন্ধশোধ, আমি তরিয়া উমায়। ১৭

—

গীত।

রাগিনী বিভাষ।—তাল একতালা।

আমি মা হেরে এখনে, থাকিব কেমনে,
ভাবি তাই মনে, প্রাণে মানে না।
যারে না হেরে তিলেকে, দেহে প্রাণ না থাকে,
তারে না দেখে বাঁচি কিসে বল মা?
দেখলে যারে জুড়ায় জীবন, কথায় যেমন জুড়ায় শ্রবণ,
মা মা বোলে কে আর, কোলে বসবে আমার,
বিনে সে ধন।
আমার এ কাজ আর ও কাজেতে, কে যাবে সাথে, ২
কে কর্ব্বে দুঃখ পেলে সান্ত্বনা? বিহনে একন্যারত্ন
অন্ধকারময় হবে ভবন, এত আমার আদরের ধন,
লবে যাবে কৈলাস ভবন হায়! নবমী বিভাবরী,
মরি কি ভয়ঙ্করী! এলো শিব সহ করি কুমন্ত্রনা। ১৮

—

গীত।

রাগিনী বিভাষ।—তাল খয়রা।

উমা মা, কেন গো করিবে গমন।
ত্যজে মায়া মহামায়া, বধিয়ে মায়ের জীবন।
শুন গো মা শুভঙ্করী, আমি আগে প্রাণে মরি,
তবে ত্যজে গিরীপুরী, যেও মা কৈলাস ভবন।

সম্বৎসর পরে ঘরে, এলে তিন দিনের তরে,
এতে কি মা আশা পূরে, আরো দুঃখেদহে মন। ১৯

গীত।

রাগিণী ঝিঁঝিট।—তাল একতালা।

শুন ওগো উমা! বিনয় করে কৈ মা,
মায়ে বধে কৈলাস যেওনা যেওনা।
উমা তুই গেলে পর, ত্যজে কলেবর,
আমার যাবে প্রাণ, আর রবেনা রবে না।
হয়েছি প্রাচিন, বাঁচব বা কদিন,
শমন এসে প্রাণ নাশে বা কোন্ দিন,
হেরি ও মুখশশি, বাঁচি মা যদিন,
মলে তোরে বতে কবনা কবনা।
তোর নামে পারে মহাপাতক হর্ত্তে,
তাইকি তোর ভয় নাই মাতৃ হত্তে কর্ত্তে,
উমা তোর বিচ্ছেদে, যদি মরি কেঁদে,
এ কলঙ্ক তোর কিছুতে যাবেনা।
হব হ তুই ত্রিজগতের মা,
আমার কাছে তবু বটিশ সে উমা,
তুই আমার মেযে, আমি তোর মা,
মাযের কথা বাছা ঠেলনা ঠেলনা।
যদি তোর মেযে হত ওগো উমা,
বিদায় দেওয়া কি দায় জান্তিশ তবে গো মা,
হরিশ বলে রাণী কেঁদোনা কেঁদোনা
বৎসরান্তে পুন পুরিবে বাসনা। ২০

গীত।

রাগিণী খট্।—তাল জৎ।

বল মা বিদায় দিব কোন্ প্রাণে
প্রবোধ নাহি মানে প্রাণে নাহি মানে।
দেহে রৈতে প্রাণ, দিতে পারে প্রাণ,
কার এমন আছে কঠিন প্রাণ,
তুই আমার প্রাণাধিকে, পরাণ পুতুলিকে
তোরে ছেড়ে থাকিব কেমনে।
আমি যেতে নারী কোথা জেতে নারি,
কপালক্রমে অচল আবার গিরি
তুই মা রলে কাছে কাছে,
দুঃখিনীয কি প্রাণ বাঁচে,
কে আছে আর এ তিন ভুবনে।
লয়ে জামাই হরে, থাক গিরিপুরে,
কি কাজ মা তোর যেযে আর দূরে,
প্রাচীন তোর পিতা মাতা,
মরণ নয বিচিত্র কথা,
মৃত্যুকালে দেক্তে চাস নয়ানে। ২১

গীত।

রাগ সারং।—তাল জৎ।

বিদায দেও গো জননী। সাজ্লেম শূলপানি,
সাজ্লেম শূলপানি॥

কেন আর কাঁদ, ধৈর্য্য বাঁধ বাঁধ, হরিযে মা ভে-
বনা বিযাদ॥

সম্বৎসর হলে গত, আবার মা এই মত, প্রণমিব
চরণ দুখানি॥

হইলে কন্যা সন্ততি, তার এইরূপ গতি, পতির
সতী সতত সঙ্গিনী।

নইলে মা ছিলে কোথা, ভেবে দেখ আছ কোথা,
তুমিও মা মায়ের নন্দিনী॥ ২২

গীত।

রাগিণী আলিয়া।—তাল আড়া।

আসিবে কবে আবার উমা আমার।
কবে আর নাশিবে গিরিপুরী অন্ধকার?
বল মা আর কবে এসে, মহিষমর্দ্দিনী বেশে,
সুধাইবি হেসে হেসে, শুভ সমাচার?
তোমার বিরহে তারা, নিয়ত বহিছে ধারা;
কবে এই অশ্রুধারা, মুছাবে আবার।
অমিয়া নিন্দিত বোলে, কৈ গো জননী বোলে,
আসিয়া বসিবে কোলে, জুড়াবে জীবন।

দুঃখ নিশি পোহাইবে, সুখ-সূর্য্য প্রকাশিবে,
পুলকে পূর্ণ হইবে, হৃদয় সবার।
জামাই পাগল নাহি বোধ, নাহি মানে উপরোধ,
মনে মনে হয় ক্রোধ, কত না সঞ্চার।
কত করে সাধি হরে, সে নাহি স্বীকার করে,
থাকেনা দুদিনের তরে, বিষয়ে আমার। ২৩

গীত।

রাগিণী ললীত।—তাল আড়ার ঠেকা।

রেখো বাছা ত্রিপুবারি, দুখিনীর এই কথা মনে।
জন্মের মত তোমার হাতে সোপেছি এ উমাধনে।
উমা আমার রাজবালা, নাহি জানে কোন জ্বালা,
দুঃখিনীর এ কণ্ঠমালা, যতনের ধন।
বিনে এধন আমার, হবে পুরি অন্ধকার,
তারা কারা অনিবার ধারা বহিবে নয়নে।
দুজনে সদ্ভাবে থেকো, দোহে দোহার প্রীতি রেখো,
দেখ বাছা দেখো দেখো হওনা কঠিন,
যদি শুনি লোক মুখে, দুজনে রয়েছে সুখে,
দুখিনীর তায় মহাদুখে, সুধা সেচিবে শ্রবণে।
কি কাজ ভূষণ বাসে, স্বামী যদি ভালবাসে,
সতী তাই ভালবাসে সতত মনে।
তুমি যদি ভাল বাস, ভাল ভূশণ ভাল-বাস,
না করিবে অভিলাষ উমা তা মনে কখনে।
মাসেক দুমাস পরে, এস শ্বশুরের ঘরে,
জামাই বলে মান ভরে থেকোনারে ধন।
কুমারীরে সমর্পিলাম, তোমাকে কুমার পেলাম,
জামাতায় মমতা যত, কে জানে শাশুরী বিনে। ২৪

——oo(o)oo——

সুখের শরৎ কালে শারদ উৎসবে,
দীর্ঘ অবসর পান বিষয়িরা সবে।
সেই অবসর প্রতি নির্ভর করিয়ে,
বিদেশী বিষয়ী রয় ধীরতা ধরিয়ে।
টহরম বন্ধ যত হতেছে নিকট,
ততই তাঁদের করে প্রাণ ছটপট
দিন২ দিনগণে মনে নাহি মানে,
উড়িয়াছে মনপাখী বাড়ির বাগানে।
লিখিতে কাগজপত্র মন নাহি লয়,
করিতে হিসাব ঠিক ঠিকহারা হয়।
মনিবের বাড়ী নিত্য করে ছুটাছুটী,
কতই কৌশল করে পেতে শীঘ্র ছুটি,
পরস্পর বিদেশীর দেখাহলে পরে,
বাড়ী যা(ও)য়া কবে হবে এই প্রশ্ন করে,
কেহ কয় মহাশয় কি কহিব আর,
বুঝিবা এবার যা(ও)য়া না হয় আমার,
কেহকয় আমি শীঘ্র নারিব যাইতে,
কেন না নিকাশ পত্র হবে বুঝাইতে,
কেহ কয় নৌকা আমি করিয়াছি ঠিক,
লাগায়েতে সোমবার যাইব সঠীক,
এইরূপে বিদেশীবিষয়ী যত জন।
করিতেছে স্ব স্ব গৃহ গমনাযোজন,
প্রায় সম্বৎসর পরে যা(ও)য়া হবে বাসে,
কিনে লয় নানা দ্রব্য যতমনে আসে,
শক্তিভক্ত ভক্তিভাবে মন অনুরাগে,
দেবীর পূজার দ্রব্য কিনে লয় আগে,
বসন ভূষণ আদি আর আর যত,
কিনে লয় দেখে শুনে মন অভিমত,
কেহ২ বুঝিয়া টাকার আমদানী,
কিনেলয় আগেতে ঢাকাই জামদানী,
কেহবা উড়নী কিনে কাষ করাতায়,
চারকোণে কল্কা যার চারু শোভা পায়,
কেহ সিমলাইধুতি, কেহ শান্তীপুরে,
কেহ কেনে অনুরাগে মটরাই ডুরে;
কেহ গণপিস কিনে ফীতে আঁটাপারে
আঁকা কত লতপাত তাহার মাঝারে,
যেসকল লোক অতি চতুর হিসাবী,
যোঝোন সোঝোন নিজ আয় ব্যয় ভাবী,
কাপড় চোপড়ে না করিয়া আড়ম্বর,
গহনা গড়ায়েলন হইয়া তৎপর।
কেহ গড়াইল সুখেস্বর্ণ কানবালা,
পরিতে কানেতে যাহা ব্যাকুলিতা বালা
কেহলয় সাতনরী কেহ বাজুবন্দ,
কেহবা লইলা চিক, যার যা পসন্দ।
কেহ প্রেয়সীরমন করিতে রঞ্জন,
গড়াইলা এয়ারিঙ্গ বিলাতি ভূষণ,
কেহ, মথাযসা মিশি প্রেয়সীর লাগি,
কিনেলয় হয়ে প্রিয়া-প্রেম অনুরাগী।
যে সকল লোক করে অল্প উপার্জ্জন,
একালে তাদের জ্বলে ক্ষোভানলে মন,
এদিকের কেনাবেচা করি সমাপন,
কিনে যত নানামত যাহে যার মন,
বিলাসী ধনীরসুত, ঘোরবাবু যারা,

হোলরবরের জুত কিনেলয় তারা।
কেহবা বার্ম্নিশদার করিলেন ক্রয়,
জড়াও জড়িরজুত কেহ২ লয়।
কেহবা নাগরাকেনে কেহবা ইংরাজী,
পণ্ডিত ব্রাহ্মণগণ চটিতেই রাজী,
শরতের সমাগমে সরস অন্তরে,
সকলেই সাধ্যমত স্ব স্ব সজ্জাকরে,
এ দিকেতে প্রবাসীর যাত্রার উদ্যোগ,
ওদিকে নিবাস গৃহে সুখের সংযোগ।
বিদেশে চাকুরী করে যে মায়ের ছেলে,
তার মনে কত ভাব এসময় এলে!
সুখদ সুভোগ্য খাদ্য বিবিধ প্রকার,
বৌ ঝিকে দিয়ে সুখে করিছে তৈয়ার,
মথুরায় গেলে কৃষ্ণ যশোদা যেমন,
স্নেহেতে করেতে করি নবনী ধারণ,
গোপালের আসাপথ ছিলেন চাহিয়া,
সেইরূপ আসাপথ আছে নিরখিয়া,
আজ আসে কাল আসে ভাবে মনে২,
প্রতি দিন দিন দিন করে দিন গণে,
বাড়ীর ঘাটেতে যদি নৌকা দেখে কার,
ভাবে মনে বাছা বুঝি আইল আমার,
প্রোষিতভর্ত্তৃকা যত রমণীমণ্ডল,
এসময় তাহাদের মানস চঞ্চল,
এত দিন পরে বুঝি দুর্গার ইচ্ছায়,
বিরহ যামিনী হলো পোহায২,
মনে মনে কত নারী কত মত ভাবে,
ভাবিয়া পতির ভাব কত মত ভাবে?
সুদীর্ঘ বিরহ পরে হইবে মিলন,
মন মাঝে কত মত কল্পনা জল্পন,
যার যার সনে আছে মন খোলাখুলি,
তার কাছে কতমত ভাব তোলাতুলি,
করে বটে গৃহকাজ মন নাহি তায,
অন্তরে নাথের সদা আসাপথ চায়,
হায রে বিষয * হায় বিষয়ীনিচয!
হায তোমাদের কিবা কঠিন হৃদয।
শাঁখারির ঘন২ শংখের নিনাদ,
বিষয়ীকে দেয গৃহ গমন সংবাদ,
এসময একবার চকে গেলে পরে,
কত মত রঙ্গ ভঙ্গ দৃষ্টপথে পড়ে

পূজার সময় পেয়ে ব্যবসায়ীগণ,
স্ব স্ব ব্যবসায রত হযেছে কেমন
ছেড়েগেছে ক্ষুধা তৃষ্ণা বেড়েগেছে বাই
কেমনে অধিক বেচে শুধুচেষ্টা তাই,
কাপুড়ে দোকান পানে ফিরালে বদন
অমনি দলাল এসে জুটে কত জন
পসারির বাড়িযাছে কেমন পসার!
গোল মরিচ খযেরের কত খরিদ্দার
বিশেষত বিধবা গৃহেতে আছে যার
সন্দেশ কিনিয়া দেওযা আবশ্যক তার
কেহবা নগদ কিনে কার থাকে বাকী
কেহবা কৌশল করি শেষে দেয ফাঁকি॥
এসময কত যত্নে ডাকঘরদল,
সাজাযে ডাকের কাজ রেখেছে সকল।
ঝুলিতেছে সারি২ সুগ্রীব উপর অঞ্চল,
সাজাতে যাহাতে দেবী ধনীরা চঞ্চল,
ফলের মুকুট কার দোকানেতে শোভে,
হেরে তামলিপ্তমন ভুলেতার লোভে
কোনখানে কবরীর গহনা উত্তম
যেটি কম সেটিলযে জাহি হয় কম।
কবিকরদল যত সাজাইয়া দল,
বাযনা পাবার তরে হতেছে চঞ্চল।
"তারা এইবার তারো" উচ্চস্বরে গায
ঢোলের চাটির চোটে মাটী ফেটে যায়
চিতান লহর বাঁধা গীত গাইতেছে
মহালায মহিলাস গলা ভাজিতেছে।
কোন তমাশিক ভাল কবির ছরায়,
যাত্রার যমক ভাল লাগে না তাহায়,
নারদ সাজিয়ে এসে নামাবলি গায়
"জয জগদীশ" বলে হাত নেড়ে গায়,
ব্যাঙের নাদের মত খাদে ধরে গান,
তালেতে বেতাল মান হয় অপমান,
থেকে২ বলে উঠে "হরি হরি হরি"
রঙ্গিমা ভঙ্গিমা কিবা মরি মরি মরি!
দেবীর পূজার দ্রব্য সংক্ষেপ করিয়া,
কেহ চলে গৃহ মুখে কবিদল নিয়া
মজেছে কাহার মন খেমটার নাচে,
বায়না করিবে কাধে মনে২ আঁচে,
কেহ শুনে মৃদুস্বরা বাইজীর তান,
"যমুনা কি জানা ছোড়া" হিন্দি বলে গান,
নেচে যান ঝিঝিজাল মৃদু তান ছেড়ে,

* চাকুরী।

আমোদী বাবুর নয় মন প্রাণ কেড়ে,
বাসনা করিছে তারে যাতে যায় মন.
তিন দিন আমোদেতে করিতে যাপন,
কেবলে রে বঙ্গ তুই হয়েছিস মরা ?
তোমার ভিতরে আছে এত রঙ্গ ভরা।
কে বলে হয়েছে দীন তোর সুতচয় ?
তা নয় তা নয় কিছু তা নয় তা নয়,
তোমার নন্দন সব তোমার নন্দন,
অলীক আমোদে চালে রাশি২ ধন,
তোমার হইবে যাতে গৌরববর্দ্ধন,
তোমার হইবে যাতে যাতনা মোচন,
তোমার হইবে যাতে শির সমুন্নত,
সেসব বিষয়ে করে কৃপণতা কত !
সার অভিমান মাত্র সার অভিমান,
মজা লোভে করে " গরু মেরে জুত দান "
পূজাবাড়ী এসময়, বড় ভারি ধুম,
কর্ম্মচারী সকলের চক্ষে নাই ঘুম,
ঘর বাড়ী সমুদয়, মেরামত করে
কত মত কারিগরি নাটশালা ঘরে,
ঝাড় সাজাইয়া রাখে কত শ্রেণী মত,
মাঝে২ শোভে তার লণ্ঠন বা কত,
থামেতে দেওযালগিরি নতকাটা তার,
উপরেতে ছবি তার কিবা শোভা পায় ;
মেদার কেদারা কেনে নাচঘরে পেতে,
বসিবে বাবুরা যাতে আমোদেতে মেতে,
দেবীর পূজার দিন হযেছে নিকট,
কোন বাড়ী বসিয়াছে বোধনের ঘট,
চণ্ডী মণ্ডপেতে বসি ব্রাহ্মণ নিকরে,
" যাদেবী সর্ব্বভূতেষু " চণ্ডী পাঠ করে।
বিলাতের বুলীপড়া ধনীগণ যত,
স্বজাতির সমাদর না করেন তত,
সাহেবের খানা দিতে যেমন উৎসুক,
ব্রাহ্মণ ভোজনে নয় তার একটুক।
পূজার ব্যাপার কিছু না হেরে নয়নে,
ওদিকে সেরির বিল ডজনে ডজনে।
কতএসে সামপিন কত এসে সোদা,
সোদার সুন্দরবিনা সব লাগে বোদা,
সাহেবানা পছন্দেতে সাজারে টেবিল,
বসিবে আমোদে মেতে যতেক ডেবিল,
গৌরাঙ্গিনীদুর্গার পূজার নাই মন,
শ্বেতাঙ্গিনী সেবায় সর্ব্বস্ব করে পণ।

যে ভক্ত নিমগ্ন প্রায় দীনতার মদে,
কোনমতে জবাঞ্জলি দিবে তাঁরা পদে
পূর্ব্বের মতন আর নাই-ধুমধাম,
কেঁদেতে নয়নে বারি বহে অবিশ্রাম,
দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলে ক্ষোভানলে জ্বলি,
" জগতজননি, ইচ্ছা তোমার সকলি ! "
পশুপাল চাপদেড়ে নেড়েরা সকল,
বেঁধেছে খুটায় কত ছাগলের দল।
মাংসলোভী ঔদারিক পাঁটাখেকোগণ,
উচ্চদরে কেনে ছাগ বলির কারণ।
নাহতে হতেই পাঁটা কিনিবার সলা।
আগে হতে কেনে তার রাঁধার মসলা।
কে বলে তারিণী তোরে জগতের মাতা
মা হইবে খাও কি মা ছেলেদের মাথা ?
জগজ্জননি ! জীব তোমার তনয়,
পশুবলে পাঁটা কি মা শিশু তোর নয় ?
দয়াময়ী দয়া মায়া দিয়া বিসর্জ্জন,
গণ্ডা২ অজমুণ্ড কবিস চর্ব্বণ !
তোমার জনক যিনি দক্ষ প্রজাপতি,
অজমুণ্ড তার তাকি ভুলেছগো সতী ?
মাথার কনকভূষা স্বরূপ জনক,
বেটী হয়ে খাস বেটী বাপের মস্তক ?
বুঝেছি২ দুর্গে ! নাহি তব দোষ,
ছাগমুণ্ডে তুমি কভু হওনা সন্তোষ।
নিদয় হৃদয় তব ভক্ত সমুদয়,
মাংস লোভে মজে ধ্বংস করে ছাগচয়।
শুন তামসিক দেবী, পূজার বিধান,
আগে দেহ দেহগত রিপু বলিদান,
যার ভোগে ভোগসুখ এ ভব মাঝারে,
এভোগে ভুলাতে তুমি পারিবে কি তারে
ভুবনভূষিতা যিনি বিনা অলঙ্কারে,
কি ভূষণে ভূষিত করিবে তুমি তারে ?
বিশ্বময়ী বলে বিশ্ব ব্যাখ্যা করে যারে ?
কিরূপ তাহার রূপ কে কহিতে পারে ?
ভাবভরে বিমুদিত করহ নয়ন,
তাহাতে যেরূপ রূপ পাও দরশন,
স্থাপন করিয়া তাহা হৃদয় আগারে,
সাদরে সেবন কর মানসোপচারে,
বনফুলে পূজনা হে শোন সার বলি,
মনখুলে মনফুলে দেহরে অঞ্জলি,
ভক্তিজলে ধৌত যদি না কর হৃদয়,

গঙ্গাজলে তাহা হলে পবিত্র কি হয় ?
শ্রদ্ধা চন্দনেতে লিপ্ত করি কলেবর,
মানসে নীরবে মন্ত্র পড় , পড় পড়
শাঁক ঘন্টা কাঁসর প্রভৃতি দিয়ে ফেলে,
সুখেতে আরতি কর জ্ঞানদীপ জেলে,
জীবন আহুতি দেও প্রেমের আগুনে,
হইবে জীবন মুক্ত এপূজার গুণে।
হাযরে আমার ভাগ্য হবে কি এমন ?
এরূপে সেবিব আমি সেবনীয় ধন ?

তৃতীয় বিবেকি।

(গত প্রকাশিতের পর।)

চাণক্য পণ্ডিত* ।

[চন্দ্রগুপ্তের প্রধান অমাত্য চাণক্য যেমন নীতিবিশারদ তেমনি কুচক্রী ছিলেন। চক্রান্ত করিয়া নন্দবংশের ধ্বংশ সাধন পূর্ব্বক চরমে বিলাপ করিতেছেন]

" মনেকর শেষের সে দিন ভয়ঙ্কর। "
" সকলের পিতা বিভু " জানিযা অন্তরে।
" ভ্রাতৃভাবে নরের করিব উপকার "।
সাধিতে এ অভিপ্রায অবনী ভিতরে।
প্রেরিলা অমারে প্রভু জগত-আধার। ১

(২)

"কতদূর এ উদ্দেশ্য করেছি পালন ?
আত্ম প্রতি এ প্রশ্ন করিতে যদি চাই,
মোহ আসি মায়াছলে করে নিবারণ
উত্তরিতে। অমনি সকলে ভুলি যাই।

(৩)

সুযোগ পাইযা গর্ব্ব হয় উপস্থিত ;
বন্দী প্রায মম কীর্ত্তি করে সেই গান।
স্বীয গুণগান শুনি হই বিমোহিত ,—
ভাবি " কোথা আছে আর আমার সমান ?

(৪)

একে একে ব্যাখ্যা করি নিজগুণাবলী:—

ন্যায়ে যার প্রাপ্য ছিল রাজ্য অধিকার ;
বিবিধ ছলনে তারে অনায়াসে ছলি,
রাজ্যভ্রষ্ট করাইয়া করিনু সংহার।

(৫)

" যে কেহ রাজ্যের মধ্যে ছিল প্রতিকূল,
" প্রেরিলাম যে সকলে সমন সদন ,
" অবশেষে রাজকুল করিনু নির্ম্মূল,
" বসালেম চন্দ্রগুপ্তে রাজ সিংহাসনে

(৬)

" আমার মন্ত্রণা, আর মম বাহুবলে,
" হইয়াছে কতশত রাজ্য পরাজয় ;
" কত দেশ হস্তগত আমার কৌশলে,
" কত দেশ একেবারে হল ভস্মময়।

(৭)

" চন্দ্রগুপ্ত হয়েছেন এত যে প্রবল,
" তথাচ সর্ব্বদা তিনি মম আজ্ঞাকারী ;
" এ বিপুল রাজ্যখণ্ড মম করতল ;
" ক্ষণ মাত্র যাহা ইচ্ছা করিবারে পারি।

(৮)

" বিদ্যা বুদ্ধি, নীতি, কিংবা বল, কি কৌশলে,
" খ্যাতি, প্রতি পত্তি, যশঃ সম্ভ্রম গৌরবে,
" দ্বিতীয কি মম সম আছে ভূমণ্ডলে ?
" অমাত্য প্রধান বলি মান্য করে সবে।

(৯)

কিন্তু যবে মনে পড়ে শেষের সে দিন,
যে দিন ছাড়িতে হবে এ নশ্বর কায় ;
এবিচিত্র দৃশ্য তদা হবে যায় লীন ;—
আত্ম দৃষ্ট হয়ে খেদে করি হায় হায়।

(১০)

কি করিবে বাহুবলে যান মর্ত্যাগার ?
কি করিবে বিদ্যা বুদ্ধি ধন যশঃ মানে ?
সুধাবেন বিশ্বপতি যখন আমায়:—
" বল নর কি করেছ যেয়ে মর্ত্ত্যধামে ! "

---

* এই প্রেরিত প্রবন্ধ অসময়ে আগত হওয়ায় অযথা স্থানে গৃহীত হইল।

(১১)

নরক যাতনা হতে করিবারে ত্রাণ
পারিবে কি এ সকলে আমারে তখন ?
বরঞ্চ এসব হবে বিপক্ষ সমান,
আমার কুকীর্ত্তিচয় করিবে বর্ণন।

(১২)

সুখকর বলি যাহা করেছি অর্জ্জন,
তাতেই নীরয়গামী করিবে আমায়।
গুটিপোকা যথা করি আবাস সৃজন
প্রাণ পরিহারে তাতে কারারুদ্ধ প্রায়।

(১৩)

মজিয়াছি আমি কিন্তু শুন ভ্রাতৃগণ,
(এ অধম হতে কিছু লও উপদেশ)—
সাংসারিক মদে মত্ত হও না কখন,
ধর্ম্মের সহিত যেন না ঘটে বিশ্লেষ।

(১৪)

শেষ বিচারের দিন ঈশ্বর গোচরে
যদি বল " দেখ জয় করেছি বিস্তর,—
" আমার পাণ্ডিত্য এই অবনী ভিতরে,
" মম সম কেহ আর ছিল না সুন্দর।—

(১৪)

দৃঢ়তর ছিল সদা আমার শাসন,—
নীতি বিশারদ কেহ মম তুল্য নাই—
করিয়াছি বিজ্ঞানের উন্নতি সাধন।"
" হে নর এসব আমি কিছুই না চাই "

(১৬)

কহিবেন বিশ্বরাজ। " ছাড়ি এ সকল,
কহ কত করিয়াছ পর উপকার ?
সেই অনুসারে সব পাবে ফলাফল "—
কি উত্তর দিবে ?—কোথা রবে অহঙ্কার ?

(১৭)

অতএব প্রাণপণে জগতের হিত
ভ্রাতৃভাবে, বন্ধুগণ, কর সর্ব্বক্ষণ।
সংপ্রতি পাইবে মনে সুখ অপ্রমিত
চরমে হইবে বিষ্ণু-প্রণয়-ভাজন।

(১৮)

সংসার বাগুরা পাতি কৃতান্ত নিষাদ
আছে সদা। বন্ধুগণ! হও সাবধান,
পড়িলে তাহাতে বড় ঘটিবে প্রমাদ,
যেও না যেও না কভু তার সন্নিধান,

(১৯)

দেখ দেখ বিশ্বমাতা হস্ত প্রসারিয়া
ডাকিছেন ঘন ঘন কোলে লইবায়।
বিদেশে আসিয়া কেন খেলায় ভুলিয়া।
রয়েছ যাবে না কি হে গৃহে আপনার ?

(২০)

যাও মাতৃ ক্রোড়ে যাও, ছাড়ি ধূলা খেলা।
আপন স্নেহের ধন ধুলঝাড়ি কোলে
লইবেন মাতা। আর দেখ নাই বেলা;
মা, মা, বলে ধর যেয়ে জননীর গলে।

(২১)

কোলে করি চুম্বিবেন বদন যখন,
স্নেহ ভরে মাতা, " বাছা! কে তোর অঙ্গেতে
নিক্ষেপিল ধূলী ? আহা! করোনা রোদন,
কেন রে অবোধ ছেলে কাঁদিস ভয়েতে ?

(২২)

" বল কি হয়েছে তোর! সাটিরে আমার!
বলিবনা কিছু আমি ভয় কিছু নাই।"
সান্ত্বনিবে যবে মাতা এরূপে, তোমার
কি সুখ হইবে মনে ভাবি দেখ তাই।

(২৩)

মাযার আনন্দময়ী, তার নিরানন্দ
হয় কবে ? হে চাণক্য, কাঁদ কি কারণ ?
এস মা, মা, বলি, মনে বিপুল আনন্দ,
নেচে২ যাই সে অমৃত নিকেতন *।

---

* পত্রপ্রেরকের এই বর্ণনানুসারে বোধ হয় চাণক্য এক জন আধুনিক ব্রাহ্ম ছিলেন। সত্যই কি তিনি এইরূপ ছিলেন ? (সং)

চতুর্থ বিবেকী।

সেরাজ্জৌদ্দোলা।

[প্রসিদ্ধ পলাসী সমরে পরাভূত নবাব রাজমহল সন্নিধানে একজন ফকির কর্ত্তৃক রুদ্ধ ও মিরাণের দ্বারা কারা-নিক্ষিপ্ত হইয়া পূর্ব্ব দুষ্কৃতি স্মরণে আক্ষেপ করিতেছেন।]

" চক্রবৎ পরিবর্ত্তন্তে দুঃখানিচ সুখানিচ।"

(১)

অতি তুঙ্গ-গিরি-শৃঙ্গ কেবা চূর্ণ করে!
রাজধানী অরণ্যানী হয় কার করে?
পরিবর্ত্তনের মূল, কে? যার শক্তি অতুল,
সর্ব্বক্ষণ ব্যক্ত চরাচরে।
সর্ব্ব সংহারক নাম সেইজন ধরে।

(২)

ত্রিভুবনে কালের অসাধ্য কিছু নয়।
স্মরিলে কালের কার্য্য জনমে বিস্ময়।
অহে ভীম-পরাক্রম! তোর চক্রে পড়ি মম
পরাক্রম আজি হলো লয়।
তোর চক্রে হইয়াছে জীবন সংশয়।

(৩)

শুভে বাঙ্গলার আমি ছিলেম নবাব,
চতুর্দ্দিকে ব্যক্ত ছিল আমার প্রভাব।
বসি দিব্য মসনদে, সুবেষ্টিত পারিষদে,
যবে মনে উঠেছে যে ভাব,
করিযাছি। কিছুরই ছিলনা অভাব।

(৪)

কিন্তু আজি দীন হীন ভিকারীর বেশে,
বন্দী হয়ে আসিয়াছি যাইয়া বিদেশে,
যে কর দেখিয়া মম, কাঁপিযাছে তৃণ সম
শত্রুগণ, তাহা অবশেষে
কাফেরের হাতে বাঁধা—যায় প্রাণ ক্লেশে।

(৫)

রে পামর সেরাজ! স্মরিছ কেন আর,
পূর্ব্বের বিভব বল ক্ষমতা তোমার?
স্মরিতে পূর্ব্বের কাজ, মনে কি না বাস লাজ?
করিয়াছ কত অত্যাচার,
মনে মনে চিন্তা করি দেখ একবার।

(৬)

কি কষ্ট! দহিছে আত্মা, পূর্ব্বের কাহিনী
স্পষ্টরূপে মম সম স্মৃতি পথে আসি!
সত্য বটে লজ্জা হয়, অত্যাচার সমুদয়
স্মরিতে,—উপজে কত গ্লানি।
এখনি হইলে মৃত্যু বড় ভাগ্য মানি।

(৭)

করিয়াছি কত স্ত্রীর সতীত্ব হরণ;
বধিয়াছি মাতৃ-ক্রোড়ে শিশু কত জন;
শত শত নারী ধরি, উদর বিদার করি,
দেখিয়াছি-শিশুর স্থাপন।
গৃহে অগ্নি দিয়া সুখে করেছি দর্শন।

(৮)

পেষিয়াছি প্রজাপুঞ্জে গুরুতর করে,
লুটিয়াছি শত শত বিচিত্র নগরে।
আরো কত অত্যাচার করেছি, কি সংখ্যা তার!
স্মরণেতে শরীর শিহরে।
বুঝি তার ফল পাব এতদিন পরে।

(৯)

কাফেরের হাতে বন্দী তাতে খেদ নাই।
কারাগারে যাবে প্রাণ তাতে না ডরাই।
কিন্তু এই দেহান্তর, পাপ দণ্ড ভয়ঙ্কর
ভোগিতে যে হবে, ভাবি তাই।
কে তারিবে সে সময় হেন জন নাই।

(১০)

করিয়া সময় শেষ, পড়িয়া বিপদে,
জানিলাম অকর্ম্মণ্য পার্থিব সম্পদে।
বৃথা এর ধন, জন, মান, যশঃ, বন্ধুগণ,
কেবল মজার পদে পদে।
বৃথা মোহে ভুলি নর ডোবে পাপ হ্রদে। জ

বালি শ্রীরামচন্দ্র কর্ত্তৃক তীক্ষ্ণ শরাঘাতে ভূপতিত হইয়া রামচন্দ্রকে এরূপ ভৎ´সনা করিয়াছিল।

শুন শুন অহে ২ তাপস দুজন,
তোমাদের নাম নাকি শ্রীরাম লক্ষ্মণ ?
অহে জ্যেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ রাম, দশরথ সুত !
কোন্ মূঢ় বলে তোমা সর্ব্বগুণ যুত।
সহাস্য বদন দৃশ্যে সুধার আধার ;
কাজে তার মাঝে দেখি গরল ভাণ্ডার।
দেখিতে আকৃতি বটে প্রিয়দরশন ;
ব্যবহার কেন হেন রাক্ষস মতন।
সূর্য্যবংশে জন্ম ধর কহ ক্ষত্রজাতি
অবাধে করিতে পার দিবসে ডাকাতি।
চুরি করি নাই কার, করি নাই ডাকা
লুকাইয়া কেন বাণ মেলে বিষ মাখা।
সীতা নিল রাবণ আমায় দিলে শোধ।
কে আছে তোমার সম নিতান্ত নির্ব্বোধ ?
তপস্বীর বেশধর ব্যবহারে ব্যাধ ;
তোমা হতে শ্রেষ্ঠ গণি কিরাত নিষাদ ॥
ব্যাধ বধে পক্ষীকে নলেতে দিয়ে আঁঠা,
বানর বিনাশ তুমি ধরি যোগ্য পাটা।
কিরাত ধোকার টাটি সম্মুখেতে রাখে,
নলে আঁঠা মাখাইয়ে নিজে গুপ্ত থাকে।
চঞ্চু ডুবাইয়া ক্রৌঞ্চ যেই জল খায়।
আঁঠা কাঠি লেগে পায় পরাণ হারায় ॥
চোরা বৃত্তি করুক করিতে যেই পারে,
তুমি যদি তাপস তস্কর বলি কারে ?
ভরত মান্ধাতা রঘু দিলিপ সগর।
কোন পুরুষেতে তব বধিল বানর ?
শুনেছি পণ্ডিত মুখে গোমুখ শার্দ্দুল।
গাভি ভ্রমে সবে তারে হয় অনুকূল।
কাছে গেলে ঘার ভাঙ্গে বার করে দাঁত,
সেই মত তুমি শঠ কপট সাক্ষাৎ।
নহি খড়গী, নহি গোধা, শল্লকী শশক,
কি লাগি হইলে তবে বানর ঘাতক।
গাছে চড়ে ফল খাই শাখামৃগ জাতি :
কি লোভে হইলে বল মম প্রাণঘাতী।
বটি আমি কপি জাতি নহি হীন বল :
উৎপাটিতে পারি আমি সুমেরু অচল।
মন্দরের শৃঙ্গের সমান হয় বাণ।
নখে চিঁরে করিবারে প্যারি স্যত খ্যন।
চোরা বাণে বিষ মেখে বক্ষ কৈলে ভেদ,
অপমৃত্যু হইল,—রহিল এই খেদ।
বধিতে বাসনা যদি ছিল হে একান্ত,
সম্মুখ সমরে কেন দিলে তবে ক্ষান্ত ?
চোরা বাণে বধ প্রাণে যশঃ কি অধিক ?
ধিক্ তোমা, তোমার বীরত্বে শত ধিক্।
ভুবন মোহন মূর্ত্তি ; সুকোমল নাম ;
কি দোষে আমার ভাগ্যে হলে লোহা বাম ?
স্বভাব রাজন্য ; কাজে অধর্ম্মের সেতু,
জীব হিংসা করণে সাক্ষাৎ ধূমকেতু।
ভস্মাচ্ছন্ন হুতাশন, তৃণাচ্ছন্ন কূপ,
ব্যাভারে ডাকাত, দৃশ্যে তপস্বীর রূপ।
মুক্তা লাভ লোভে লোকে বিনাশে মাতঙ্গ
মাংস লোভে সুকৌশলে বিনাশে কুরঙ্গ।
আহারের আশয়ে বড়িশে বধে মীন ;
কে কারে বিনাশে হয়ে আশয় বিহীন
মানুষে কোথায় খায় বানরের মাংস,
আমারে বধিলে কেন ? কি তোমার আশ
বিমুখী হইল মাতা, বনে দিল পিতা
রাজ্য নিল কনিষ্ঠ, রাবণ নিল সীতা।
দোষী যারা হইল নহিল বধ্য তারা ;
বনে থেকে বিনা দোষে আমি যাই মারা ॥

এক খল মূষিক, দ্বিতীয় খল ফণি,
এসকল হতে তোমা সমধিক গণি।
অন্ধক মুনির পুত্র দোষ নাহি জানে;
চোরা বাণে তব পিতা তারে বধে প্রাণে।
চোরা বাণে বধা-তব পৈতৃক এরীত;
তোমায় ভৎর্সন করা হয় না বিহিত।
পৈতৃক যে রীতি তাহা না যায় খণ্ডন,
না শিখাতে ফণিশিশু করয় দংশন।
পৈতৃক চোরাই ধর্ম্ম তোমাতে প্রকাশ;
বিনা দোষে লুকাইয়ে কৈলে মোরে নাশ।

তারার বিলাপ।

তুমি কিহে রামচন্দ্র সুগ্রীবের মিত্র,
কে জানে তোমার হেন বিষম চরিত্র?
দেখিতে মধুর মূর্ত্তি, মনোহর বেশ।
জ্ঞান হয় অবতীর্ণ দ্বিতীয় মহেশ।
সুকোমল শরীর হেরিতে পরিপাটী;
বদরি ভিতরে যথা সুকঠিন আঁঠি,
সেরূপ কোমল অঙ্গ, হৃদয় কঠিন;
দাশরথি করুণার সিন্ধু কার্য্যে দয়াহীন।
কেমনে এমন মূর্ত্তি গড়িল বিধাতা,
খাইবারে বিনা দোষে অভাগীর মাথা।
নাপিত শিখায় যথা সন্তানে কামান;
সেরূপ তোমারে কে শিখালে ধনুর্ব্বাণ।
পরমুণ্ড মুণ্ডন করিয়ে শিখে গুণ,
নাপিত বাখানে পুত্রে বলিয়ে নিপুণ।
নিদারুণ তাহতে তোমারে দেখি বাড়া,
মোহ নাই মরার উপরে মার খাড়া।
এক বাণাঘাতে নাথ ত্যজিলা শরীর,
হের বক্ষ হতে বহে প্রবাহে রুধির।
ঐরাবত দন্তে যেন সুমেরু বিদার,
ধরণী বিস্তারি বহে সুরধনী ধার।

বীর নামধর তুমি বীর কুলে জন্ম;
তবে কেন করিলে কিরাত তুল্য কর্ম্ম?
সর্ব্বত্যাগী বৈরাগী বিপিন মাঝে বাস;
জটা চীর ধারণ বাকল বহির্বাস;
ব্যবহারে দেখা যায় বিষয়ে বিরাগ,
দুঃখিনীর ভাগ্যে যে তুলসী বনে বাঘ।
করুণ কটাক্ষ তব-প্রিয় দরশন
সাক্ষাতে যেমন অতি যতী তপোধন।
নিপট, কপট, শঠ সকলি অলীক।
ধিক্ ধিক্ ধিক্ তোমা ধিক্ শত ধিক্।
জননী, জনক, যত থাকে বন্ধু ভাই,
পতি বিনা যুবতীর অন্যগতি নাই।
নানা সুখ থাকে যদি; সন্ততি সন্তান;
পতি বিনা সতীর যে সকলি শ্মশান।
কোন দোষে অভাগিকে করিলে বিধবা।
কখন কি দেখ নাই সজ্জনের সভা?
দুরূহ বিরহ রোগে জ্বালা যত দূর:
সীতার বিরহে তাহা জেনেছ প্রচুর।
তোমার বা কত দুঃখ প্রেয়সী বিরহে;
জান কি, জানকী তব কত দুঃখ সহে?
বিরহে উন্মত্ত হয়ে করিলে কি কর্ম্ম,
একেবারে বিসর্জ্জন দিলে কিহে ধর্ম্ম?
কোন দোষে দোষী পতি তোমার নিকট,
চোরা বাণে তারে প্রাণে মেরে কেনে শঠ?
বলাও সবার কাছে রাম দয়াময়,
এই কিহে তোমার দয়ার পরিচয়?
যত শুনেছিলাম সে সকলি অলিক?
ধিক্ ধিক্ ধিক্ তোমা ধিক্ শত ধিক।
সুগ্রীবের প্রবোচনে হয়ে বিমোহিত,
একেবারে বিস্মৃত কি হলে নীতানীত?
অকারণে জীবহিংসা পাতক কেমন,
শুননাই সে কথা কি গুরুর সদন?

সুগ্রীব করিয়া দিবে সীতাকে উদ্ধার,
এই আশে করিলে কি অধর্ম্ম স্বীকার ?
নাথেরে বধিতে যদি হয়েছিল মন,
সম্মুখ সমর না করিলে কি কারণ ?
একে বিনাদোষে বধ, পাতক বিষম,
তাহে চোরাবাণে—কিবা পাপ ইহা সম,
শুধু নাথ-বক্ষে নাহি কৈলে শরাঘাত ;
ধর্ম্ম শীরে আঘাত করিলে রঘুনাথ।
অভাগিনী তারার করিলে মর্ম্মচ্ছেদ,
একবাণে তোমার এ তিন হৈল ভেদ,
বিনা অপরাধে মোর ঘটালে বৈধব্য।
সূর্য্যবংশে জন্ম লয়ে এমন কুভব্য।
পতির চরণ স্মরি দিয়ে অভিশাপ,
এখনি দেখাতে পারি সতীর প্রতাপ।
বিধবা নারীর পক্ষে অনুচিত শাপ,
নিজ কর্ম্মে তথাপি পাইবে মনস্তাপ।
বালি বধি বনিতা পাইবে অনায়াসে,
ভ্রমেতে ভুলিয়ে গেছ সুগ্রীবের ভাষে।
যে রাবণ নাশে এত অধর্ম্ম স্বীকার,
সে রাবণ তাহারে মাগিত পরিহার।
কেনা জানে প্রাণেশের বিক্রম প্রবল ?
কটাক্ষেতে তব কার্য্য করিত সফল।
যদ্যপি জানকী পাও সুগ্রীবের বলে,
সংশয় জীবন তবু হইবে স্বদলে।
অকারণে যেমন করিলে পাপাচার;
তেমনি অধর্ম্মে হবে ধরণী বিদার।
পতিব্রতা বাক্য কভু হবেনা নিষ্ফল ;
জেনে রাক জানকী যাবেন রসাতল।
করিলা কুৎসিত কর্ম্ম, কি কহিব আর ?
অসময়ে দুঃখিনীর কর উপকার।
যে বাণে বধিলে মম প্রাণেশের প্রাণ,
অভাগীর হৃদয়েতে হান সেই বাণ।
তোমা হতে স্বর্গে প্রভু পাবেন বনিতা ;
সেই পুণ্যে তুমিও পাইবে হৃতা-সীতা।
আর কিছু নাহি চাই ইহার অধিক ;
কি আর বলিব তোমা ধিক্ শত ধিক।

প্রাচীন রচনা।

শান্তি-সুধা-তরঙ্গিণী।

(গত প্রকাশিতের পর।)

কি করিনু হায় হায়, দিব্য জ্ঞান জন্মে যায়,
হেন হিতকারী-বিদ্যা শিখিতে না পারিলাম,
মহা গুরু পিতা মাতা, জন্মদাতা, জ্ঞানদাতা,
একমনে তাঁহাদিগে, সেবন না করিলাম।
সুরূপসী সুলোচনা, একপ্রাণা, এক মনা,
প্রেয়সী সহিত নাহি, একনিশি পোহালাম,
হায় রে কাকের মত, পরপিণ্ড-লোভে কত,
কষ্ট সয়ে এ অমূল্য, আয়ুরত্ন খোয়ালাম।

যাঁহাদের হতে হল মোদের জনন,
বহুকাল, তাঁরা সব করিলা গমন,
সমান বয়স প্রায় ছিল যারা যারা,
বৃদ্ধ হয়ে স্মৃতিপথবর্ত্তী হল তারা,
প্রতিদিন এখন পতন কাছে আসে,
না জানি কখন কাল প্রিয়প্রাণ গ্রাসে,
বালুময় নদীতীর তরুর মতন,
দাঁড়াইয়া আছি—অতি নিকট পতন।
কি আশ্চর্য্য২ তবু নাই জ্ঞান,
আজো নাহি করি ব্রহ্মে চিত্ত সমাধান।

মানুষের আয়ু স্থায়ী বা কত,
ঊর্দ্ধ সংখ্যা নয় বৎসর শত।
বাল্য বার্দ্ধক্যেতে অর্দ্ধেক যায়,
অর্দ্ধেক বিগত নিদ্রায় প্রায়,
অতি অল্প শেষ থাকে বা যাহা,
দুঃখে রোগে প্রায় ফুরায় তাহা,

দিন দুই চারি যা থাকে শেষ,
তাতেও পরের সেবন ক্লেশ ;
তরঙ্গ-চঞ্চল জীবন লয়ে,
এসব যাতনা বিষয়ে সয়ে,
জানিনা২ মানবগণ
সুখ আস্বাদন করে কখন ?

এই মন এতদিন নটের মতন,
ক্ষণে ক্ষণে কত বেশ করেছে ধারণ,
কখন বালক—নাহি কিছু জ্ঞানোদয়,
কখন যুবক—পূর্ণ উৎসাহে হৃদয়,
কখন হয়েছে ধনী, কভু ধনহীন,
জরাজীর্ণ এবে বেশ হয়েছে প্রাচীন।
সংসারান্তে যম-যবনিকা অন্তরালে
প্রবেশিল, একপ পশিবে সবে কালে।

যোগী ভোগিভূপ হতে ন্যূনকল্প নহে,
অবোধেই ভূপতিকে শ্রেষ্ঠ বলি কহে।
ভূপতির যেমন রাজত্ব সুবিস্তার,
যোগীর তেমন জ্ঞানরাজ্যে অধিকার।
ধন সম্পত্তিতে ভূপ বিখ্যাত যেমন,
যোগীজন জ্ঞানগুণে বিখ্যাত তেমন।
ভূপ যথা বিক্রমে বিশাল, মহাশূর,
যোগী তথা বাদিদর্প দলনচতুর।

ভোজনার্থ বনফল সুধারসোপম।
পানার্থ নির্ঝরনীর, তাহাও উত্তম ·
পরিধান লাগিয়া বাকল প্রিয়তর ,
নিদ্রাহেতু ভূশয়ন, সেও সুখকর ,
কিছু মিছু ধনী দুর্ম্মুখের বাক্যবাণ ,
হতেও এসব করি শত শ্লাঘ্য জ্ঞান।

আমরা ভিক্ষান্ন ভোজন করি,
ক্ষোভ নাই দিক্ বসন পরি।
নিদ্রা এলে ভূমি শয়নে শুই,
একদিনে মনে ভাবিনে দুই।
কিলাগিয়া যাব ধনীর কাছে,
সেখানে মোদের কি কাজ আছে ?

যে ধরায় আধিপত্য করিয়া স্থাপন,
কালকবলিত হল কত কত জন
এই বসুধায় ব্যাপি ভূপতি সৌরভ।
কিসের গৌরব বল কিসের গৌরব ?
সমগ্র ধরণী করি করেতে গ্রহণ,
দান করি গত হল কত শত জন।
হায় একটুকি ভূমি লভিয়া যাহারা,
গর্ব্ব করে অহো অহো কি মূর্খ তাহারা।
কি গৌরবে স্পর্দ্ধা এরা করিছে বিস্তার।
অণু—পরমাণু স্বামী নহে এরা যার।

ইন্দ্রিয়োপভোগ্য বস্তু রহে যেই স্থান,
যে স্থান বিবিধ কষ্ট ভোগের নিদান ,
হে মন ! সে স্থান হতে প্রস্থান করহ,
দুঃখহর মুক্তি পথ লহ লহ লহ।
অবগত হও হও স্বভাব আত্মার ,
তরঙ্গচঞ্চলা বুদ্ধি কর পরিহার।
হে মন ! প্রসন্ন হয়ে হও হে সদয়।
আর যেন সংসারেতে আসক্তি না রয়।

ওহে মন ! দেহ দেহ মায়া বিসর্জ্জন,
ভাগীরথী তীরে কর আশ্রয় গ্রহণ।
বিদ্যুৎ, বুদ্বুদ, আর লহরীলীলায়,
সম্পত্তিতে, আর অগ্নিজ্বালার শিখায়,
সর্প, নদী, এ সকলে কি আছে বিশ্বাস,
এখনো মায়ার পাশ করিলেনা নাশ।

সকল কামনা হয় পরিপূর্ণ যায়,
এ হেন সম্পত্তি লাভে কি হইবে তায় ?
স্থাপি যদি পদ শত্রুকুলের মাথায়,

কি হইবে তায় বল কি হইবে তায় ?
বিত্তশালী কবি যদি বন্ধু সমুদায়,
কি হইবে তায়, বল কি হইবে তায় ?
যদ্যপি জীবনে চিরস্থায়ী করা যায়,
কি হইবে তায়, বল কি হইবে তায় ?
কিছু নয়—নয়—এ সকল কিছু নয়,
এ সকলে নিত্যসুখ কখন কি হয় ?

যতদিন শরীরেতে ইন্দ্রিয় সবল,
যতদিন জরাব্যাধি না করে কবল
যতদিন সুস্থ, রোগশূন্য থাকে দেহ,
ততদিন নিজ শ্রেয়ঃ প্রতি মন দেহ
যতদিন নাহি হয় পরমায়ু নাশ,
ততদিন আত্মতত্ত্বে করহ প্রয়াস।
অনিবার্য্য কাল আসি গ্রাসিবে যখন,
কোন চেষ্টা ফলবতী হবেনা তখন।
গৃহমাঝে হলে পর প্রদীপ্ত অনল,
কূপ খননেতে কবে হয়ে থাকে জল ?

পরমায়ু পরিমাণ মাত্র কলা কয়,
কি করিব ভেবে কিছু নিশ্চিত না হয়।
শাস্ত্র কিম্বা কাব্যামৃত করি আস্বাদন ?
কিম্বা করি যোগিজনগণ আরাধন ?
না সোপিব চিত্তেরাজ্য বনান্তরে গিয়া,
কি করিব স্থির কিছু না পাই ভাবিয়া।

প্রভু আরাধনা অল্প কষ্টসাধ্য নয়,
হয় তুলা, ভূপতির চঞ্চল হৃদয়।
উচ্চপদাকাঙ্ক্ষী সদা আমাদের মন,
অল্পে নাহি পরিপূর্ণ হয় আকিঞ্চন।
বার্দ্ধক্যেতে শরীর করিল আক্রমণ,
শমন জীবনধন করিছে হরণ।
সখে ! বিদ্বানের এই অবনী মাঝার।
তপঃহতে শ্রেয়স্কর কার্য্য নাহি আর॥

ছিল নাকি বাস হেতু রম্য হর্ম্ম্য তল ?
ছিল নাকি সেবা হেতু বৈভব সকল ?
ছিল নাকি গীত রসে ভাসাইতে মন,
কোকিল-কুণ্ঠিত-কণ্ঠা সুগায়িকাগণ ?
ছিল নাকি প্রীতি প্রেম করিতে প্রকাশ
প্রিয়তমা প্রণয়িনী প্রেমের আবাস ?
ছিল নাকি স্নেহ গ্রন্থী তনয়া তনয় ?
ছিল নাকি নানা রূপ ভোগের বিষয় ?
থাকিলে কি হয় বল থাকিলে কি হয় ?
সকলি ভঙ্গুর—কিছু চিরস্থায়ী নয়॥
জানি নিত্যানন্দসুখ লাভের কারণ,
সাধুগণ সমুদয় দিয়া বিসর্জ্জন,
বৈরাগ্য বসন পরি, ছেদিয়া মায়ায়,
প্রাণ মন সমর্পিলা পরমেশ পায়॥

যত আশা মনোমাঝে হয়েছে উদয়,
ক্রমে২ জীর্ণ হয়ে গেল সমুদয়॥
লোভনীয় গর্ব্বাস্পদ ছিল যে যৌবন,
কালক্রমে ক্রমে তাহা করিল গমন !
যত্নে করে ছিনু যত গুণ উপার্জ্জন,
বিফল হইল বিনা গুণগ্রাহিগণ।
শরীর হইল শীর্ণ, পরমায়ু শেষ
দুরন্ত কৃতান্ত প্রায় ধরে ধরে কেশ।
কি করি উপায় ভেবে নাহি দেখি পার ;
অগতির গতি বিনা গতি নাহি আর।
কোথা নাথ দয়াময় পতিত পাবন ?
গতিহীন এ অধমে দাও হে শরণ।

(ক্রমশঃ প্রকাশ্য।)

তুলসিদাসকৃত রামায়ণ হইতে অনুবাদিত।

ব্যাধি করে যেরূপ কাতর কলেবর,
আধি করে সেরূপ আত্মারে জর জর।

মানুষের মানস-রোগের কই শেষ ?
সাধে কি সহজে সবে সহে সদা ক্লেশ ॥
গুটি কত মনোরোগ বলি বিশেষিয়ে,
হয় নয় বুধবর্গ দেখ বিচারিয়ে ;
মোহ নামে মহাব্যাধি সর্ব্ব-ব্যাধি মূল ;
হিংসা, ঈর্ষা, মৎসরতা, নানারূপ শূল ,
কামবাত, বিষম ভীষণ ক্লেশকর,
কফ লোভ কি না করে হৃদয় উপর ?
ক্রোধ পিত্ত-বিকৃতি, প্রকৃতি বদলায়,
আশা, সন্নিপাত, তার ঔষধ কোথায় ?
দদ্রু, কণ্ডু, নিরন্তর 'আমার আমার'
কুষ্ঠ দুষ্টস্বভাব, কুটিল ব্যবহার।
দম্ভ, দর্প, মদ, মান, আর অহঙ্কার,
সংক্রামক জ্বর আদি বিবিধ প্রকার ॥
তৃষ্ণা শোত সহজে সদাই বৃদ্ধি শীল,
বিষয় বিষম বায়ু কারে ছাড়ে তিল।
এক ব্যাধি যেই নরে করে আক্রমণ,
প্রায় সেই হয়ে পরে সংশয় জীবন।
এত মন রোগে রোগ-সঙ্কট যাহার,
জানিনা অহো কি যাতনা তার !
দেহ রোগ হরণে অনেকে সুচতুর—
মন রোগ সবে নারে করিবারে দূর ॥
এই সব মনরোগে রুগ্ন যেই জন ,
বৃথা তার অন্যান্য ঔষধ আয়োজন ॥
বৃথা মুষ্টিযোগ বৃথা কবজ ধারণ ,
জপ, যজ্ঞ বৃথা, তার বৃথা সস্ত্যয়ন ॥
হরি ভক্তি ভেষজ— ভেষজ মাত্র সার ;
মনোরোগ বারণে ঔষধ নাহি আর।
সর্ব্বত্র সবার ভাগ্যে সুলভ এ নয়,
পূর্ব্বপুণ্যপুঞ্জ যার, সেই প্রাপ্ত হয়,
সাধু বৈদ্য সমাজ এ ঔষধি-সদন,
স্বভাবে কৃপালু তারা অর্থ গ্রাহী নন ॥
যেই মনোরোগী এই সমাজের কাছে,
ব্যাকুলতা সহকারে মহৌষধি যাচে ;
বিনা মূল্যে তারে, তাঁরা করেন অর্পণ।
আছে কি ভিষক কোথা দয়ালু এমন ?
থাকিতে এরূপ ব্যাধিবারণ উপায়—
তবু লোক মনোরোগে নানা দুঃখ পায় !

নিরন্তর ধন তৃষা ক্ষুধা নহে যার,
ধনেশের ধনেও কি আশা পূরে তার ?
সন্তোষ-অক্ষয়কোষ যার মনোময়,
দীনতার ভ্রুকুটিতে তার কোথা ভয় ?
পাপ বিনে অযশ কি করে আক্রমণ ?
পুণ্য বিনে সুযশ লভেছে কোন্ জন ?
বিষম বিষয় চিন্তা নিরন্তর যার,
জ্বর বিকারের আর অপেক্ষা কি তার ?
কামের কিঙ্কর কি কখনো নিষ্কলঙ্ক ?
পরদ্রোহী যে জন সে সদাই সশঙ্ক ॥
অসতের সহিত বসত সদা যার,
শত উপদেশে কি স্বভাব ফিরে তার ?
খল অনুগামি জন হয় কি সুমতি,
পর দারী পামরে কি পায় শুভগতি ?
পর নিন্দুকের সুখ কখন কি হয়,
নীতিহীন নরেশের নৃপত্ব কি রয় ?
শরীরের সম্বন্ধ কি থাকয়ে মরণে,
পাপ তাপ থাকয়ে কি ভবেশ ভজনে ?

দীন হীন ক্ষীণ নাই সমান আমার ,
দীনবন্ধু তব সম বন্ধু নাহি আর,
ইহা জানি শ্রীচরণে দিয়েছি হে ভার,
কর তাই, হয় তব যেরূপ বিচার।
কামুকের প্রিয় যথা রমণী রতন ,
লোভি জন প্রিয় যথা ধরাধেনু, ধন ,
বালকের প্রিয় যথা মাতৃ পয়োধর ,
আমার হে তুমি তথা প্রিয়, প্রিয়তর।

হোক শশী সুশোভিত ষোড়শ কলায়,

হৌক তাহে সহকারি তারা সমুদায়,
তবু বিনা প্রভাকর তমবিনাশন,
নারিবে তিমির রাশি করিতে হরণ।

মোহ মদে মত্ত মন না করেছে কার,
জন্মেনি কাহার মনে যৌবনে বিকার?
সংসরতা কলঙ্কিত না করেছে কারে?
বৃথা স্বপ্ন দেখেনি কে বিষয় বিকারে?
মমতা পিশাচী কারে নাহি কাঁদাইল;
অজ্ঞান কুহক কারে নাহি ধাঁদাইল?
অশরীর পুষ্পতীর কারেনা ভেদিল?
চিন্তা বিষধরী কার চিত্তে না দংশিল?
কার নানা মনোরথ বচিত্তোপবন?
ছিন্ন ভিন্ন না করিল নৈরাশ পবন?
ধন ধাম দারা পুত্র কন্যা পরিবার,
কার নাহি বাবাইল "আমার আমার?"
যেনে শুনে মোহমদে কেবানা উন্মিল?
বিষয়ে মজিয়ে কেবা বিভুরে ভুলিল?
প্রভুর চরণে করি মন সমর্পন,
যে বিষয়ে তেজে ধীর ধন্য সেই জন।
মায়ার মোহন বোলে কেবা না ভুলিল,
অভিমান গর্ব্বভরে কেবানা ফুলিল?

লেখকের বিপদ কত।

অরণ্যানীমধ্যে যে বৃক্ষ অন্য সজাতীয়গণের অপেক্ষা সারপ্রভাবে স্বীয় মস্তক উন্নত করে, তাহাকেই ঝঞ্ঝা বজ্রাঘাত প্রভৃতি নানাপ্রকার উৎপাত সহ্য করিতে হয়। সেইরূপ মনুষ্যসমাজে যিনি গুণবলে ইতরজনের অপেক্ষা আপনাকে উন্নত করেন, তাঁহার শিরে বিবিধ বিপদ্ আসিয়া পতিত হয়। সেই সকল বিপদ্ হইতে অক্ষত থাকিতে হইলে প্রকৃত সারবত্তার আবশ্যক করে। প্রতিভাতেই উন্নত মনুষ্যের সারবত্তা। তদভাবে তিনি বিপত্তির বেগ সহ্য করিতে না পারিয়া সামান্য জনগণের সমান পদবীতে পুনরায় পদার্পণ করেন। অবনীতলে দিগ্বিজয়ী যোদ্ধা, নবপ্রণালী সমুদ্ভাবক দার্শনিক স্বভাবের নূতন তত্ত্ব প্রকাশক বিজ্ঞানবেত্তা ও জগন্মনোরঞ্জনকারী কবি, প্রত্যেকে স্ব স্ব মণ্ডলীর মধ্যে অসামান্য। ইঁহাদের প্রত্যেকেই প্রতিভান্বিত, প্রত্যেকেই সর্ব্বসাধারণ সমভূমি অপেক্ষা উন্নত আসনে অবস্থিত। এই জন্য প্রত্যেকেরই সংসারের মৎসরস্বভাব ক্ষুদ্রতর নরকীট সকল হইতে বিবিধ উৎপাত সহ্য করিতে হয়। কিন্তু যাঁহার প্রকৃত প্রতিভা থাকে, তিনি পরিণামে নিশ্চয়ই জয়লাভ করেন। এক পুরুষে না হয়, অন্য পুরুষে; এক শতাব্দীতে না হয়, দ্বিতীয় শতাব্দীতে, তাঁহার গুণগরিমা প্রকাশ হইবেই হইবে। সুপ্রসিদ্ধ জ্যোতির্বিদ্ গালিলিওর কি হইয়াছিল? ধর্ম্মাবগুণ্ঠনে বিদ্বেষভাব আবৃত করিয়া নীচপ্রকৃতি যাজকবর্গ তাঁহার কি দুর্দ্দশা না করিয়াছিল? কিন্তু সকল বাধা অতিক্রম করিয়া সেই গালিলিওর নাম, সমাদরভূষিত ও যশোমণ্ডিত হইয়া, এক্ষণে সভ্য সংসারে সর্ব্বত্র প্রবেশ করিয়াছে। তিনি দেবতুল্য বলিয়া পরিগৃহীত হইতেছেন। মানবচিত্তের রহস্য বুঝা ভার। দেখ, ধর্ম্মের পবিত্র নামের আবরণে ইহ জগতে কত অত্যাচার ও রোমহর্ষণ কাণ্ড সাধিত হইতেছে। মিথ্যা ধর্ম্মের দ-ভেদ কণ্টকবৃতি কত প্রতিভান্বিত ব্যক্তির উন্নতির পথ অবরোধ করিয়াছে। উন্নতচেতাদিগের সৎসাহসের অভাব থাকিলে অধুনা সুগোচর কত কত বিষয়ে আমরা সম্পূর্ণ অজ্ঞ থাকিতাম। যাজকদিগের অনর্থ বাক্যে কলম্বস পশ্চাৎপদ হইলে হয়ত আমরা অদ্যাপি আমেরিকার বিষয় কিছুই জানিতে পারিতাম না॥

উন্নত মনুষ্যদিগের মধ্যে প্রতিভান্বিত গ্রন্থকার আমাদিগের অদ্যকার প্রস্তাব্য বিষয়। গ্রন্থকারের অবস্থা অতিশয় সংশয়ের। সাধারণের অনুকূল মতই তাঁহার জীবন। কিন্তু সাধারণ অতি অব্যবস্থিত চিত্ত বিচারক। তাহার প্রসাদও ভয়ঙ্কর। কখন রুষ্ট হয়, কখনি বা তুষ্ট হয় তাহার কিছুই নিশ্চয় নাই। তাহার নিকট প্রকৃত গুণাগুণের বিচার নাই। যখন যাঁহার অদৃষ্ট প্রসন্ন হয়, তখনই তিনি উহার নিকট প্রতিপত্তি লাভ করিতে পারেন। যখন ইংলণ্ডীয় মহাকবি মিল্‌টন তাঁহার জগদ্বিখ্যাত "প্যারাডাইস লষ্ট" অর্থাৎ 'ব্রহ্মলোক পরিচ্যুতি' নামক মহাকাব্য জগতে প্রচার করেন, তখন অতি অল্প লোকে উহা আদরের সহিত পাঠ করিয়াছিলেন; সেই কাব্য এক্ষণে ইংলণ্ডীয় ভাষার সর্ব্বোৎকৃষ্ট পুস্তক মধ্যে গণ্য হয়। গোল্‌ডস্মিথের ন্যায় জনপ্রিয় লেখকও খেদ করিয়া বলিয়াছেলেন. "এক্ষণকার লোকে আমাকে আদর করুক আর না করুক, হে ভবিষ্যদ্বংশীয়গণ। আমি তোমাদিগের নিকট যথার্থ পুরস্কারের প্রত্যাশা করি„ তেজিয়ান্ ভবভূতি স্বীয় সমকালবর্ত্তিদিগের রুচি বৈকল্যে বিরক্ত হইয়া বলিয়াছিলেন, যাহারা আমাদের অবজ্ঞা করিয়া বেড়ায়, তাহারা কিছুই বুঝে না, তাহাদিগের জন্য আমার এ যত্ন নহে। কালের অবধি নাই, ও মেদিনী বিপুলা, অতএব আমার সমান ধর্ম্মা কেহ না কেহ এই ধরাতলে উৎপন্ন হইবেন, অথবা, কোন না কোন খানে বর্ত্তমান থাকিতে পারেন। ফলতঃ যথার্থ প্রতিভার বিলয় হয় না। জীবন কালে যশঃসৌরভ বিকীর্ণ না হইতে পারে, কিন্তু অগুরু চন্দন দগ্ধ হইলে যেমন অধিকতর সৌরভ নির্গত হয়, তেমনি মনীষিগণের অপ্রায় ঘটনা হইলে তখন লোকে তাঁহাদের গুণের গরিমা বুঝিতে থাকে। প্রসিদ্ধ বালককবি চ্যাটার্টনের জন্য এক্ষণে কোন্ বিদ্যোৎসাহী ইংরাজ না একবার দীর্ঘ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করেন? কিন্তু দুর্ভাগা বালক সাধারণের অনাদর হেতু মনস্তাপে, এবং নিঃস্বতা জন্য আহারাভাবের শারীরিক কষ্টে এক বিবিক্ত ভবনাভ্যন্তরে স্বহস্তে স্বীয় জীবনতরু ছেদ করিয়াছিলেন। এমন ভয়াবহ উদাহরণাদি বিরাজিত থাকিতে ও সাহিত্য সংসারের চক্ষু অদ্যাপি উন্মীলিত হইল না॥

গ্রন্থকারকে বিবিধ সূত্র হইতে বিবিধ বিপদ্ সংমুখীন করিতে হয়। কতকগুলি বিদ্যাভিমানী মূর্খ আছে, যাহারা জগতের নিতান্ত অপদার্থ এবং আপনাদিগের বিদ্যাবুদ্ধিতে খ্যাতিলাভের সম্ভাবনা না দেখিয়া ঈর্ষ্যাবশতঃ অপেক্ষাকৃত সৌভাগ্যশালীদিগের রচনাতে স্বকপোলকল্পিত কতকগুলি দোষ লোকের নিকট বলিয়া বেড়াইয়া আপনার বিদ্যাবত্তা প্রকাশ করে। এই মৎসর মূর্খদিগের নৈসর্গিক দুর্ভাগ্য এই যে রচনার রসাস্বাদন করিয়া বিজ্ঞনিবহ আনন্দরসে আপ্লুত হইয়া মুহুর্ম্মুহুঃ ধন্যবাদ দেন, তাহারা কেবল উহার দোষান্বেষণেই মস্তিষ্ক ব্যাকুলিত করে। যে অমল সরোবরে পঙ্কজচয় বিকাশিত হয়, ও মরালকুল ক্রীড়া করে, কুঞ্চিতকায় ক্রৌঞ্চচঞ্চুপুট দ্বারা কেবল তাহাতে শম্বুক অন্বেষণ করে। বরং বালুকানিপীড়ন করিয়া তৈললাভ করিতে যত্ন করিবে, বরং পিপাসার্দ্দিত হইয়া মৃগতৃষ্ণিকার জলপানের আশা করিবে, বরং শশকের শৃঙ্গ প্রাপ্তির প্রত্যাশায় দেশ বিদেশ পর্য্যটন করিবে; তথাপি কখন তাদৃশ মূর্খ ব্যক্তির চিত্তকে আরাধনা করিবে না। বরং মকরবক্ত্রের দংষ্ট্রাঙ্কুর হইতে মণি উদ্ধার করিবে, বরং [illegible]

দ্বারা উর্ম্মিমালাকুল চপল সমুদ্র পার হইবে এবং কুপিত ভুজঙ্গকে পুষ্পবৎ মস্তকে ধারণ করিবে, তথাপি তাদৃশ মূর্খের চিত্তকে কখন আরাধনা করিবে না। "গুণী গুণং বেত্তি ন বেত্তি নিগুর্ণঃ" গুণীই গুণ বুঝেন, নিগুর্ণ তাহা বুঝে না। মূর্খের নিকট সদ্বিচারের প্রত্যাশা কি? তাহাদের বাক্যের গুরুত্ব নাই; তাহাদের প্রশংসাবাদে ও উল্লাসিত হওয়া কিছু নয়, ও নিন্দাবাদে ও কুণ্ঠিত হওয়া কিছু নয়। ফলতঃ, গ্রন্থকার মাত্রেরই মনে রাখা উচিতঃ—

ধিক্ সে যাচঞা—ফলবতী নীচ কাছে।

(ক্রমশঃ প্রকাশ্য।)

প্রেরিতপত্র।

বিজ্ঞানবিৎ অগষ্ট কম্‌টী।

আকাশে নক্ষত্র মালা, চন্দ্রমা, তপন,
তরুরাজী, পশু, নর, জড় অগনণ,
এসবার গূঢ়তত্ত্ব করি নিরুপন,
বল ধরা ধামে কার সার্থক জীবন?
সেই জন তুমি যেই এধরা মণ্ডলে
নিরুপিয়া সার তত্ত্ব বিজ্ঞান কৌশলে।
কিসে জগতের সৃষ্টি কিবা সে কারণ
স্বভাবে কি স্রষ্টা এর আছে একজন
অচিন্ত্য এ তত্ত্ব কথা তব বুদ্ধি বলে
ভব মাঝে মূঢ় নর বুঝিল সকলে।
ফরাসীস বৃহস্পতি বহু বিদ্যাধর,—
জ্ঞানিগণ শিরোমণি, পণ্ডিত প্রবর।
কীর্ত্তি র্যস্য সঞ্জীবতি প্রসিদ্ধ বচন,
তব গ্রন্থ পাঠে মনে হয় সর্ব্বক্ষণ।

কবিচন্দ্র ভট্ট।

সত্য নিষ্ঠ, বীর শ্রেষ্ঠ রাজপুত্রগণ,
দূরন্ত যবন চমূ করে আক্রমন;
দুই দলে কাটা কাটি হয় ঘোর রণ,—
ক্ষত্রিয়ের জয় নাদে ভেদিল গগন।
বনাসের জলে বহে রুধিরের ধারা;
দুর্ব্বল যবন দল হলো দিশে হারা।
বীর রসে হয়ে মত্ত সমর তরঙ্গে,
রাজ পুত্র কুল কবি পশিতেছে রঙ্গে।
ত ক্ষ্ণ তরবার হাতে বর্ম্ম পরিধান;
মধ্যাহ্ন ভাস্কর সম কান্তি দীপ্যমান;
দুই গালে গাল মুচ্ছ, অপরূপ শোভা;
পদ্মোপরি যেন শত অলি-মধু-লোভা,
রণে পরাজয় শত্রু, প্রফুল্লিত চিত,
'পৃথীরাও রসে' গাথা করিতেছে গীত।

বহরমপুর।

মনের প্রতি।

১৩ই ভাদ্র রজনী সন ১২৭৭।

মন! তুমি বুঝনা রে, কিসে হিত খুজনা রে,
ভাবিলা অসারে সার, একড় প্রমাদ রে।
যে তোমার প্রাণ পতি, ইহ পরকালে গতি,
তারে অনাদর তাই, পাও অবসাদ রে॥
মোহে মায়া বাবরে, তারে কি ঘুচান ভার,
মায়া পতি সে যে হরি, মায়া দাসী তার রে।
দয়ার সাগর হরি, ভজি ছল পরিহরি,
মায়াময় ভবসিন্ধু, সুখে হও পার রে॥
ভজ মন! অকপটে, যদি বল, তাকি ঘটে?
অন্তর্যামী বিশ্বধাম, তারে ছলা যায় না।
কপটের লেশ থাকে, কেবা শুনে তার ডাকে,
প্রেমবশ সে যে হরি, তারে অন্যে পায় না॥
অকপটে ভজে তারে, প্রেমবশ সেকি পাবে

লুকাইতে ভক্ত জনে, আপনার ছবিরে ?
তাই বলি শুন মন, ছাড়ি ছল আচরণ,
ভজ নাথে না ভজিলে, চির দুখে রবিরে॥
সে যে অকিঞ্চন ধন, চায় মাত্র শুদ্ধ মন,
ভক্তিবশ বিশ্বপতি, বেদশাস্ত্রে গায় রে।
কোটি জন্ম করে তপ, পূজা,ন্যাস,যোগ,জপ,
দুর্লভ দর্শন তার, প্রেমে তারে পায় রে॥

(মিত্রবর মিত্র বিলাপ রচয়িতা কর-কমলে।)

রচনার শিরে ভাই, হেরি তব নাম
পোড়া প্রাণরসায়ন, নেত্র রসাঞ্জন,
আনন্দনন্দন বনে প্রফুল্ল মন্দার,
উঠিল শরীর নাচি ; বিপুল পুলকে।
সাক্ষাৎ সময়ে এই হৃদয় ফলকে
যে তোর সজীব ছবি, প্রণয় আদরে
লিখেছিল, হাসি২ আজি পুনঃ তার
রঞ্জিল বিচ্ছেদ আহা অপূর্ব্ব রঞ্জনে
স্মৃতির তুলিকা লয়ে! কদম্ব কেশব
নিন্দি অঙ্গ আরবার ছাইল পুলক।
আনন্দ হিল্লোলে ভাই, মানস সাগর
উথলিল ; ধৈর্য্য বেলা অবহেলা করি
গড়িয়ে পড়িলে ঢেউ ; তাই অশ্রুজলে
ভাসিল নয়ন আজি। বর্ণদূত মুখে
তোর সুধামাখা কথা, ভাবিনু শুনিয়া
জুরাব তাপিত হিয়া ; ছিল চির আশা।
কিন্তু একি ? বিলাপের ধ্বনি, মর্ম্মভেদি ;
ব্যথিল শ্রবণ, হলো আকুল পরানি।
দুর্মুখ এ বর্ণদূত কেন২ বল
হৃদি রাম রাজ্যে মোর ; কেন এ বারতা
কুবুজী,—বিষম ব্যথা কৈকেয়ীর দাসী—
আমার আরাম রামে চির নির্ব্বাসনে ?
হায় কুহু কণ্ঠ মুখে কেন উহুধ্বনি
এসুখ বসন্তে বল ; কেন রাকা শশী
অমার মসীতে আঁকা ; কেন সুধাকর
বিষকর প্রতিকরে, মম ভাগ্য দোষে ?
অরে রে সংসার সুখ সুধাকর রাহু,
শান্তি ফুল্ল কুসুমের অলক্ষিত কীট,
নির্দ্দয় চণ্ডাল কাল! কোন মুখে তুই
গৌরব-সরসি-গর্ব্ব-শারদা-কমলে
ছিড়িলিরে বজ্রনখে।! ব্যাতারূপে আসি
অকস্মাৎ নিবাইলি, তৈল পূর্ণ দীপে
কি আশয়ে ; রে নিঠুর, তার প্রণয়িনী
প্রধূমিত নবদশা, হেরিবার তরে
চণ্ডাল এখেলা তোর! কি সুখ লভিলি
জননীর শূন্যকোলে ভিজায়ে সঘন
অনগল অশ্রু নীরে! কি আনন্দ তোর
সোনার সংসার বল ছার খার করি।
শ্মসান সমান তোর উদাস অন্তরে
নাই কি দয়ার লেশ ; বিলাপের ধ্বনি
পশে না কি তোর কর্ণ-কুহরে কখন
রে বধির ; বিফল ভৎর্সন তোরে অরে
রাক্ষস ; পূরিলি ভাল শারদারে দিয়ে
ওকাল কবলে তোর অকালে পামর।
যবে শুষ্ক পত্র পুঞ্জে উড়ায় পবন
মরমরি শাখা হতে ; কে নিন্দেরে তারে,
কিন্তু যবে দরবড়ে,—তস্করের মত,—
নিকুঞ্জ প্রানন্দময়ী লবঙ্গ-মঞ্জরী
ভাঙ্গে সেই ; কে প্রশংসে তারে ; কোনজন
" ওরে দুষ্ট প্রভঞ্জন " বলি না,সম্ভাষে।
ডুবায় প্লাবন যদি অকালে নবীন
শস্যকুল, অতল সলিলে ; বল কার
হৃদয় বিদার নাহি হয় শত ভাগে ?

কাল নাম ধারী তুই; অকালে একায
তোর কবি দরশন; কাল মুখ বলি
তোরে কেনা বিনিন্দিবে,—এতিন ভুবনে
হায় নিদারুণ কাল বিষমাখা শেল
হেনেছ হৃদয়ে যবে; কে নিবাবে তারে
দারুণ দারুণ কায সাধিলঃ এখন
এস ভাই আমরা দুজনে একমনে,
বাঞ্ছি বিভু পদে আজি বন্ধুর মুকতি
একতানে এস ত্বরা। বন্ধু কার্য্য বল
কি আছে মোদের আর। স্বার্থ লাভ ভবে
দয়াময় মনোময়ে ডাকিব না মোরা .
কি ভয় তাহলে চেতে বন্ধুর সদ্গতি
বিভু পদে,—শোক শান্তি একদা মিলিবে।

——০০(০)·০——

মানব চরিত্রের বৈচিত্র।

ইকি দেখি ঘোতর ভীষণ দর্শন।
ত্রাসেতে স্তম্ভিত কায, না সরে বচন॥
কোন রাজ্যে আইলাম, কি নাম ইহার?
কি প্রকার প্রজাদের আচার ব্যভার॥
ধর্ম্মের কি এরাজ্যেতে নাহি অধিকার?
নতুবা কেমই হেরি এরূপ ব্যাপার॥
সুবিস্তীর্ণ এদেশের যে দিকেতে চাই।
কতই বিচিত্র ভাব দেখিবারে পাই॥
আছে বটে সুশোভিত সহর সকল।
চাক চিক্য হেরে, মন হয় সচঞ্চল॥
মণি মুক্তা চুনি পান্না হিরকে খচিত।
আর নানা রাগ রঙ্গে, কিবা সুরঞ্জিত॥
চলে বটে নরগণ করি গলাগলি।
ঠিক যেন প্রেমভাবে, সবে চলাচলি॥
শুনি বটে সকলের, মধুর বচন।
সকলেই পরস্পর করে সম্ভাষণ॥
হেরি বটে, মানবের দৃশ্য মনোহর।
সখ্য-ভাবে সবে যেন আছে নিরন্তর॥
কিন্তু হৃদি হতে, কেন উগরে গরল।
কি হেতু চাতুরি এত-কেন এত ছল?
যেমন উরগ-চয় দেখিতে সুন্দর।
নানা বর্ণে বিচিত্রিত চারু কলেবর॥
হেরিলে তাদের রূপ, হয় হেন মন।
কে যেন করেছে অঙ্গ, মাখমে মার্জ্জন॥
কিন্তু যবে হয় তারা, ক্রোধে উত্তোজিত।
বিষ পূর্ণ-ফণা হেরে, সবে শঙ্কিত?
সেইরূপ কত নর, মনোহর সাজে,
সুখ-পূর্ণ ধরা মাঝে, সুখেতে বিরাজে।
মুখ মাঝে দৃশ্য হয়, হাস্য ঘন ঘন।
অদৃশ্য ভাবেতে কিন্তু, অন্তরে গরল॥
যখন করিতে, স্বীয় অভীষ্ট সাধন,
মানবগণের হয়, বিচলিত মন।
তখন তাদের পানে চাও একবার।
দেখ দেখি ধরে কিবা ভীষণ আকার॥
সাধিতে আপন কাজ এত আকিঞ্চন।
যায যাক ধর্ম্ম কর্ম্ম, না করে গনন॥

অই দেখ, সহযোগী যবনা নিচয,
যাদের হেরিয়া, মন সুপ্রসন্ন হয়,
ধরিয়া মনের সাধে, ছলনার বেশ,
নর-নিকেতনে ধীরে করিছে প্রবেশ।
জিজ্ঞাসিছে প্রথমেই কুশল বারতা।
কহিতেছে নানা মত সুমধুর কথ।
এই রূপে, ক্রমে যত বাড়িতেছে রঙ্গ,
তুলিতেছে, কত মত কথার প্রসঙ্গ:
গাইতেছে, কারে ২ সুখ্যাতির গীত।
হাসিতেছে কাহারও বা অযথা কুগীত।
মাঝে২ কহিতেছ, বান্ধব আমার,
তোমার গুণের কথা কত কব আর।
সম্মুখে কহিলে হয় খোষামোদ করা।
কিন্তু হে তোমার যশে পূর্ণ বসুন্ধরা।

এই রূপ নানা মত মধুর বচনে,
অনায়াসে ভুলাইছে অকপট মনে।
এমন সৌহার্দ্দ ভাব, করি বিলোকন,
কার না মানসে হয় আনন্দে মগন?
প্রমোদের ভরে কেনা, অতি কুতুহলে,
প্রণয়ের হার দেয় সুহৃদের গলে?
কার না মানসে হয় হাস্য উচ্ছ্বসিত।
গোপনীয় কথা সব, করে প্রকাশিত?
ছদ্মবেশে এই মত, নর শত শত,
অপরের গূঢ় ভাব, হয়ে অবগত,
নানাবিধ অনিষ্টের করি সুত্রপাত,
করিতেছে ধরাধামে কতই উৎপাত।
পুত্রসহ মনান্তর হতেছে পিতার।
ভ্রাতাসহ হইতেছে বিবাদ ভ্রাতার।
পরিজনগণ, আর প্রতিবাসী সহ
হইতেছে, ভীষণ কলহ অহরহ।
পরিণামে এই দশা, হতেছে সবার।
কারো প্রাণ নাশ, আর কারো কারাগার॥

অই দেখ, ব্যাপারি ও মহাজন কত
রাখিয়াছে স্তরে২ দ্রব্য নানা মত॥
অই দেখ বেশ ভুষা ভদ্রের মতন।
অই শুনে সুমধুর মুখের বচন।
আলাপ করিতে, আহা! আগ্রহ কেমন,
অসাধু ব্যভার যেন শোনেনি কখন।
কিন্তু মন, জ্ঞাত হলে তাদের কৌশল,
একেবারে বিস্ময়েতে হইবে বিহ্বল।
কেহ২ মনঃ ভাব, রাখিয়া গোপনে,
লইছে দ্বিগুণ পণ, সুমিষ্ট বচনে।
কেহবা কৃত্রিম দ্রব্য করি আহরণ,
চাক চিক্যে ভুলাইছে, গ্রাহকের মন।
কেন ভাই, হেন ফাঁদ করিয়া বিস্তার
করিতেছ এ প্রকার বিরূপ ব্যভার?
এই কিহে ব্যবসার চরমের ফল,—
হরিবে অন্যের ধন, করি নানা ছল?
তুমি ভাব, এ সকল রহিবে গোপন।
পাপ কর্ম্ম গুপ্ত ভাবে থাকে কি কখন?
একে২ সমুদয় হইবে প্রকাশ।
রবে না তোমার প্রতি কাহারো বিশ্বাস।
কোথায় করেছ আশা, নানা মত ছলে
আনিবে প্রচুর অর্থ স্বীয় করতলে।
তার বিনিময়ে হবে, এই মাত্র সার।
কেহ না লইবে কভু দ্রব্যাদি তোমার।
লাভের প্রত্যাশা সব, অন্তর্হিত হবে।
অবশেষে শুধু মাত্র, অপযশ রবে॥

অই দেখ, সাধু বেশ করিয়া ধারণ,
কার্য্যালয়ে নর এক করিছে গমন।
প্রভুর নিকটে দেখ, হয়ে উপনীত।
নানা ছলে কহিতেছে, বচন বিহিত।
জানাইছে আপনার কার্য্যের দক্ষতা।
শুনাইছে কত কত মধুর বারতা।
ঢাকিছে কথায় চোটে, মূর্খতা আপন।
অলিক কহিছে কত, কে করে গণন।
এইরূপ নানা মত কৌশল বচনে,
ভুলাইয়া অধ্যক্ষের অকপট মনে,
গোপন ভাবেতে কত করিছে অর্জ্জন।
অথচ হতেছে আরো প্রশংসা ভাজন।
স্পষ্ট রূপে চুরি আর চাতুরি করিয়া,
লইছে প্রচুর অর্থ, উদর ভরিয়া।
এ দিকে লোকের কাছে করি আস্ফালন।
আপনার গুণাবলি করিছে কীর্ত্তন॥
"আমার নিকট কারো খাটেনা কৌশল।"
"ভুলাই প্রভুর মন, করি নানা ছল।"
"কত লোক পরিশ্রম করিয়া স্বীকার।"
"আহার অভাবে সদা করে হাহাকার॥"
"বচন চাতুরী আর অলীক কথন।"
"কিরূপে কহিতে হয় শিখেনি কখন।"

"জানেনাকো ভুলাইতে প্রভুর মানস।
"জানেনাকো কহিবারে বচন সরস॥"
"নির্ব্বোধের কার্য্য নহে, ধন উপার্জ্জন।"
"চাতুরী ও বুদ্ধিবল চাই বিলক্ষণ॥"
এদিগেতে চাটুকার পাইয়া সুযোগ।
কতই মধুর কথা করয়ে প্রয়োগ।
"আমাদের বড় বাবু সুযোগ্য এমন,"
"কেমন কৌশলে অর্থ করেন অর্জ্জন॥"
"অতীব সামান্য মাত্র মাসিক বেতন।"
"উপরী পাওনা, কিন্তু আছে বিলক্ষণ॥"
"কেননা হইবে তাঁর ঈশ্বর সহায়।"
"লক্ষ্মী তাহে অবতীর্ণা আর কেবা পায়॥"
ওহে নর, এ তোমার কিবা আচরণ।
অনায়াসে করিতেছ উৎকোচ গ্রহণ॥
কভু কোন উচ্চ পদ করিয়া ধারণ।
অর্থলোভে নির্দ্দোষীরে, করিছ পীড়ন॥
কভুবা সামান্য পদে হইয়া আসীন।
হইতেছে সর্ব্বভুক লোভের অধীন॥
কার্য্য অনুসারে তুমি পেতেছ বেতন।
তথাপিও ধর্ম্মপথে করনা চরণ॥
যেরূপ উৎকোচ, যেই করিছে অর্পণ।
সেইরূপ তার কার্য্য করিছ সাধন॥
যে পদেতে "উপরীর" নাহিক উপায়।
সেথানেতে লোভ তব অন্যদিকে ধায়॥
সাধের "কেরানীগিরি" করিয়া গ্রহণ।
করিতেছ মনসুখে লেখনী পেষণ॥
তথাপিও ভাল মন্দ না করি বিচার।
কাগজ কলম চুরি করিছ অপার॥
অথবা যে জন যাহা করিছে প্রার্থন।
তখনি তাহারে তাহা করিছ অর্পণ॥
কিন্তু নর, কি বিচিত্র তোমার ব্যভার।
একবার মনঃমধ্যে করহ বিচার॥
এসব, দ্রব্যেতে তব কিবা অধিকার।
কার দ্রব্য কারে দেও এ কোন বিচার॥

আপন মনের ভাব করিয়া গোপন।
অই দেখ আসে কত ভিক্ষাজীবিগণ॥
ছিন্নবস্ত্র পরিধান, সুমলিন বেশ।
সর্ব্বাঙ্গে উড়িছে খড়ি ধূসরিত কেশ॥
কেহ২ করিতেছে শীরে করাঘাত।
কহিতেছে ভগবন এবড় উৎপাত॥
ভ্রমিতেছে দ্বারে২ ভিক্ষার কারণ।
জানাতেছে সকলেরে দুঃখ বিবরণ॥
কত লোক করিতেছে কতমত ভাণ।
হতেছে সবার তাহে বিচলিত জ্ঞান॥
কেহ কহে, দস্যুগণ লুটিয়াছে ধন।
কেমনে সম্বল বিনা যাই নিকেতন॥
কেহ কহে দুহিতার বিবাহ কারণ।
ভিক্ষা হেতু দেশে২ করি পর্য্যটন॥
কেহ কহে, মহাশয়! অধিক কি কব,
অন্ন বিনা মারা যায়, পরিবার সব॥
কেহ কহে, আমি এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ।
কাশীবাস করিবারে হয়েছে মনন॥
কিন্তু, পরিজন মধ্যে, কেহ হেন নাই।
যাহার সাহায্যে আমি বাসনা পুরাই॥
সে কারণে অধীনের এই নিবেদন।
দীনের কামনা সব করেন পুরণ॥
কেহ কহে দেখিয়াছি আশ্চর্য্য স্বপন।
ব্রাহ্মণের বেশ ধরি দেব নারায়ণ॥
আসিয়া গম্ভীরভাবে, আমার সকাশ।
কৃপা করি করিলেন অনুজ্ঞা প্রকাশ॥
"ঘোরকলি ব্যাপিয়াছে সমুদায় দেশ।"
"কাহারো আমার প্রতি নাহি ভক্তি লেশ॥"
"পাপাচার দেখিতেছি সকলেই রত।"
"ব্যবহার করে সবে চণ্ডালের মত॥"
"অতি শীঘ্র এই দেশ যাবে ছার খার"
"অতএব শুন২ বচন আমার॥"

(ক্রমশঃ প্রকাশ্য।)

বিদায় গ্রহণ।

শারদীয় দুর্গোৎসব নিকটবর্ত্তী অতএব আমরা আগামি মাসের পত্রিকা ষষ্ঠসংখ্যা প্রচারে বিরত থাকিলাম ষষ্ঠ ও সপ্তম সংখ্যা কার্ত্তিক মাসে গ্রাহকগণের নিকট যাহাতে একত্র উপস্থিত হইতে পারে তদ্বিষয়ে চেষ্টা করা যাইবে।

——০০(০)০০——

মেঘনাদ বধ কাব্যের প্রতিকূলে।

সম্পাদক মহাশয়! "মেঘনাদবধ" নূতন প্রচারিত হইলে, যাঁহারা ইংরাজি জানেন, তাঁহারাই কেবল প্রথম প্রথম রুচির সহিত ঐ কাব্য পাঠ করিতে লাগিলেন। কাব্যের পদগুলির বিরাম স্থল নূতন প্রকার, এবং ছেদবিচার ইংরাজি প্রথানুরূপ। চিহ্নের প্রতি দৃষ্টি না রাখিয়া কেবল প্রতিপাদান্তে বিরাম দিয়া কবিতাগুলি পাঠ করিলে কোন অর্থই নিষ্কৃষ্ট হয় না। ইংরাজি-অনভিজ্ঞ পাঠকবর্গ ছন্দের ছেদানুযায়ী পদ্য পাঠ করিতে বিশেষ অবগত নহেন, সুতরাং ইংরাজি বিদ্যাবিদ্বাক্তি ভিন্ন অন্য কাহার নিকট "মেঘনাদবধ" প্রথমে সমাদৃত হয় নাই। অধিকন্তু মিত্রাক্ষর কবিতা পাঠ করা আমাদের দেশীয় লোকদিগের চিরকালের অভ্যাস। মেঘনাদবধ অমিত্রাক্ষর ছন্দে বিরচিত, এজন্যও তাহার রচনা অনেকের সুশ্রাব্য বোধ হয় নাই। কিন্তু এক্ষণে প্রায় সকলেই কাব্যখানি পাঠ করিয়া নানাবিধ মত প্রকাশ করিতেছেন। কেহ কেহ তাহার অসাধারণ গৌরববৃদ্ধি করিয়াছেন, এবং কেহ কেহ তাহাকে এককালে হেয় জ্ঞান করিয়াছেন। আমি তজ্জন্য পক্ষপাতশূন্য হইয়া কাব্যখানির আদ্যোপান্ত সমালোচনা করিতে ইচ্ছা করি।

মহাকাব্যের বিষয়টী, একটী স্থূল, সম্পূর্ণ, এবং বিখ্যাত ঘটনা সম্বন্ধীয় হওয়া কর্ত্তব্য। দত্তজ স্বীয় কাব্যের বিষয়টী উত্তম মনোনীত করিয়াছেন। গোলোকপতি রামচন্দ্র, এবং ত্রিলোকবিজয়ী রক্ষসুত তাঁহার কাব্যনায়ক। তিনি কবিকুলতিলক বাল্মীকির সহায়তা না লইয়া স্বকপোলকল্পিত একটী নূতন গল্প অবলম্বন করিয়া কাব্যখানি রচনা করিলে তাহা সাধারণের হৃদয়গ্রাহী হইত না। অতঃপর বীরবাহুর পতন হইতে কাব্য আরম্ভ করায় বিষয়টী নানা বিচ্ছিন্নঘটনাপূর্ণ হয় নাই। এস্থলে কবির বিলক্ষণ বিজ্ঞতা প্রকাশ পাইতেছে; কিন্তু বর্ণিত বিষয়ের অঙ্গীভূত ঘটনাগুলির পরস্পর সরল সম্বন্ধ সুচারুরূপে রক্ষিত হয় নাই; এবং গ্রন্থ সমাপ্তিকালে কবি যেন ঊর্দ্ধ হইতে এককালে নিম্নে পতিত হইয়াছেন। যেমন চিত্রিত মূর্ত্তির হস্ত, ঊরু ও কটিদেশের মলীন সুন্দর রূপে সম্পাদিত, এবং মুখমণ্ডল শরীরানুরূপ না হইলে চিত্রপট দেখিতে অতি কদর্য্য হয়, মেঘনাদ বধের বিষয়টী সেইরূপ হইয়াছে।

কবিচূড়ামণি কালিদাস শকুন্তলার ক্ষুদ্র বিষয়টী লইয়া তন্মধ্যে যেরূপ অসামান্য কবিকৌশল, কবিশক্তি ও বিভাবনার পরিচয় দিয়াছেন, দত্তজ কিন্তু তাঁহার কাব্য মধ্যে কোন রূপ ভাবের চমৎকারিত্ব প্রকাশ করিতে পারেন নাই। নরকবর্ণন, সরমার সহিত সীতা দেবীর কথোপকথন, রণস্থলে লক্ষ্মণ ও রাবণের পরস্পর বাগযুদ্ধ প্রভৃতি স্থল বিশেষে কবি কিছু কিছু গুণপনা প্রকাশ করিয়াছেন বটে, কিন্তু সেই স্থলগুলির ভাব কবির স্বকপোলসম্ভূত নহে। দত্তজ যখনই কবিত্বশক্তির পরিচয় দিতে গিয়াছেন, তখনই তাঁহাকে মিল্টন, হোমর, বর্জিল প্রভৃতি কবিগণের সহায়তা গ্রহণ করিতে হইয়াছে। যদ্যপি কাউপরকে ছন্দের আদর্শস্বরূপ না লইয়া, এবং উল্লিখিত সুকবিবৃন্দের বীরচরিত-বর্ণিত মহাকাব্য সকল অধ্যয়ন না করিয়া তিনি এরূপ গ্রন্থ প্রণয়ন করিতেন, তবে সুখ্যাতির বিষয় ছিল, তাহাতে সংশয় নাই। মেঘনাদবধের অবস্থা দৃষ্টি ক-

রিয়া ইহা নিশ্চিত বলা যাইতে পারে যে, ইহার যাহা কিছু ভাবপারিপাট্য সম্পাদিত হইয়াছে, প্যারেডাইজ্ লষ্ট ও ইলিয়াডের অবর্ত্তমানে তাহা হইত না। সেক্সপিয়ার, মিল্টন, ঈয়ং বায়রন বাল্মীকি, কালিদাস, ভবভূতি, বাণভট্ট ভারতচন্দ্র, মুকুন্দদাস, রামপ্রসাদ সেন, হাফেজ প্রভৃতি সুকবি প্রণীত অপূর্ব্ব কাব্যকলাপ অতি কুৎসিতরূপেও ভাষান্তরিত হইলে আমাদিগকে তাহাদের অনুপম ভাবে বিমোহিত হইতে হয়, কিন্তু মেঘনাদবধকে ভাষান্তর করা দূরে থাকু তন্নিহিত পদাগুলিকে গদ্য করিলে আর কাব্যের কিছুমাত্র সৌন্দর্য্য থাকে না। বরং কাব্যের একটী চরণ পাঠ করিলে আমাদের শ্রবণকুহর কিঞ্চিত তৃপ্তিলাভ করে বটে, কিন্তু পদটী অন্বয় করিলে আর আমরা কিছুমাত্র সুভাব সংগ্রহ করিতে পারি না। বিজ্ঞবর ড্রাইডেন কহিয়াছেন যে,—

তৃণতুল্য ভ্রান্তিজাল জলোপরি ভাসে।
মগ্ন হও তলে যদি ফির রত্ন-আশে?

এই বিধ্যনুসারে মেঘনাদবধ পাঠ করিলে বিপর্য্যয় ঘটিয়া উঠে। মেঘনাদবধ অপেক্ষা বরং ব্রজাঙ্গনা কাব্যে মেঘাচ্ছন্ন চন্দ্রিকার ন্যায় কিছু কিছু কবির ভাবুকতার আভাস প্রাপ্ত হওয়া যায়।

কবি মেঘনাদবধকে অলঙ্কারে বিভূষিত করিতে গিয়া অনেক স্থলে বিড়ম্বনাগ্রস্ত হইয়াছেন। প্রসিদ্ধত্যাগ-প্রমাদাপন্ন হইয়া কখন তিনি দিনমণির চৌদিকে নক্ষত্র মালাকে নৃত্য করাইয়াছেন, কখন স্বভাববিরোধী পঙ্কজাতা নলিনীকে নির্ম্মলবারিসম্ভূতা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন যথা,

"ফোটে কি কমল কভু সমল সলিলে?

কমল স্বভাবতঃ অতি পঙ্কযুক্ত জলাশয় ভিন্ন অন্যাত্র প্রস্ফুটিত হয় না কখন কখন পঙ্কবিহীন পরিচ্ছন্ন সরোবরে বহু যত্নে মৃণাল লাগাইলে তাহাতে পদ্মপুষ্প বিকসিত হয়, কিন্তু এটী নির্ব্বিশেষ বিধি বলিয়া পরিগৃহীত হইতে পারে না। কবি যেরূপ বর্ণনা করিয়াছেন, তদ্বিপরীত বর্ণনাই স্বভাব সঙ্গত যথা,

সমল সলিলে দেয় অমল কমল।
ফণী দেয় মহামণি শুক্তি মুক্তাফল॥

দেশবিশেষেরজনসমাজের ব্যবহার উপমার স্বরূপ মহাকাব্যে স্থান দান দেওয়া নিতান্ত নিন্দনীয়। কবি স্থলবিশেষে মহা আনন্দোৎসবকে অস্মদ্দেশীয় দোলোৎসবের আনন্দের সহিত তুলনা করিয়াছেন, এবং মেঘনাদের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সমাপ্ত হইলে রাক্ষসগণের শোকোদ্রেক বিজয়াকালীনবঙ্গীয় লোকদিগের বিষণ্ণতার সহিত সমতুল্য করিয়াছেন।

কাব্যে স্বদেশীয় আচার, ব্যবহার ও মানসিক ভাব রক্ষা করা কর্ত্তব্য। কবি অনেক স্থলে বিদেশীয় ভাব ব্যবহার করিয়াছেন যথা,

"জন্মভূমি রক্ষাহেতু কে ডরে মরিতে?'

"জন্মভূমি রক্ষাহেতু' বিদেশীয় ভাব। এস্থলে যদ্যপি রাক্ষসগণ ক্ষত্রকুলোদ্ভব হইত তবে এই ভাবটী রক্ষা করিবার জন্য ইহা অন্যরূপ সুন্দর প্রণালীতে প্রকাশ করা যাইত, কিন্তু রক্ষগণ ব্রহ্মকুলোদ্ভব ছিলেন, তজ্জন্য এস্থলটী এইরূপে ব্যক্ত করিলে অপেক্ষাকৃত অনেক সৌন্দর্য্য রক্ষিত হইত যথা,

বীর অঙ্গজন্মু তুমি, বীরকুলমণি,
আমি কাঁদি বাৎসল্যের বশে, কিন্তু তুমি
কেন, সুত ডরিবে যুঝিতে রণস্থলে?
মরি কিম্বা মারি এই রক্ষের প্রতিজ্ঞা।

রাম রাবণকে সমরে পরাজয় করিয়া লঙ্কা অধিকার করিতে আইসেন নাই। সীতাকে উদ্ধার করাই সমরের উদ্দেশ্য ছিল, অতএব "জন্মভূমি রক্ষাহেতু কে ডরে মরিতে?" ইহাও সঙ্গত বাক্য হয় নাই।

"———————————কভুব।
কুরঙ্গিনী সঙ্গে রঙ্গে নাচিতাম বনে
গাইতাম গীত শুনি কোকিলের ধ্বনি।"

এস্থলে কবি গম্ভীর অথচ মুগ্ধস্বভাবসম্পন্না সীতা দেবীর সুশীলতা এবং রাজনন্দিনী ও রাজমহিষীর উপযুক্ত রীতি ও আচরণ রক্ষা করিতে পারেন

নাই। রাজবালা ও রাজরাণী নিতান্ত আহ্লাদিতা হইলেও কখন স্বয়ং গীত ও নৃত্য করিতেন না। এ গুলি তাঁহাদিগের সহচরীর কার্য্য। যাঁহাকে আমরা ভক্তি ও আন্তরিক অনুরাগের সহিত জননী বলিয়া সম্বোধন করি, তাঁহাকে নৃত্য গীতে রত দেখিলে আমাদিগের মনোবিকার উপস্থিত হয়।

"শুনেছি কৈলাশপুরে কৈলাশবাসিনী
ব্যোমকেশ, স্বর্ণাসনে বসি গৌরী সনে,
আগম, পুরাণ বেদ পঞ্চতন্ত্র কথা
পঞ্চমুখে পঞ্চমুখ কহেন উমারে;
শুনিতাম সেইরূপে আমিও রূপসি,
নানা কথা——————————"

পঞ্চমুখে উমারে কহিতেন, এবং আমি ও সেইরূপ শুনিতাম, এস্থলে কবির বর্ণনায় সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে, এবং শিবকে স্বর্ণাসনোপবিষ্ট বলায় কতদূর পৌরাণিক ভাব রক্ষিত হইয়াছে বলা যায় না।

"যথা যবে ঘোরবনে নিষাদ, শুনিয়া
পাখীর ললিত গীত বৃক্ষশাখে হাসে
স্বর লক্ষ্য করি শর————————"

এস্থলে প্রকৃত বিষয় পরিত্যাগ করিয়া অন্যের প্রতি অনুপযুক্ত কার্য্য সম্পাদিত হইয়াছে।

"অধরে ধরিলো মধু গরল লোচনে
আমরা, নাহি কি বল এ ভুজমৃনালে"

এস্থলে শৃঙ্গাররস-সম্মিলিত বীররস বর্ণনায় কবি সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ রসভাব ঘটাইয়াছেন। এইরূপ মেঘনাদবধ মনোযোগের সহিত পাঠ করিলে প্রায় প্রতিপত্রেই এক একরূপ অলঙ্কার দোষ দৃষ্ট হয়। সকল স্থল গুলিকে উদ্ধৃত করিলে আপনার পত্রিকায় স্থানাভাব হইবে এজন্য তদ্বিষয়ে ক্ষান্ত হইলাম।

রচনার গুণাগুণ বিচার করিবার জন্য কাব্যখানি পাঠ করিলে স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায় যে, কবি নূতন২ শব্দব্যবহারের জন্যে বিশেষ যত্ন পাইয়াছেন। শব্দগুলি সরল ভাবে তাঁহার লেখনী হইতে নির্গত হয় নাই। এজন্য সকল স্থানের রচনা প্রাঞ্জল হয় নাই। স্থানে স্থানে যতিভঙ্গও দেখিতে পাওয়া যায়। যাহাহউক, দত্তজ মহাশয়ের যে রচনাশক্তি আছে, ইহা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতে হইবে। তিলোত্তমা সম্ভব বৃথা বাগাড়ম্বরে পরিপূর্ণ ও অত্যন্ত নীরস, মেঘনাদবধের রচনা তদপেক্ষা অনেকাংশে উত্তম, কিন্তু বীরাঙ্গনা কাব্যের রচনা বিলক্ষণ মধুর হইয়াছে। দত্তজের যেরূপ সূক্ষ্ম বুদ্ধি ও ভাষাভিজ্ঞতা আছে, এবং তিনি যেরূপ সহজে অন্যের ভাবগ্রহণ করিতে ও রচনা কৌশল বুঝিতে পারেন, তাহাতে তাঁহার কিঞ্চিদধিক কবিত্বশক্তি থাকিলে মেঘনাদবধ এক অত্যাশ্চর্য্য অসদৃশ কাব্য হইত। আমরা দত্তজ মহাশয়কে মৃত রাধামোহন সেনের তুল্য ব্যক্তি বলিতে পারি। তিনি অপরের রচনার কৌশল ও ভাব বিলক্ষণ বুঝিতে পারিতেন, এবং উত্তম রচনাও করিতে পারিতেন, কিন্তু অভিনব ভাব ও বাক্য বিন্যাস কৌশল উদ্ভাবন করিতে পারিতেন না। চসার, স্পেনসার ঋগ্বেদপ্রণেতা ঋষিগণ, বিদ্যাপতি, হরলবৈদ্য, শিবশঙ্কর, কির্ত্তিবাস প্রভৃতি প্রাচীন লেখকগণ আদর্শাভাবে স্বীয় স্বীয় রচনা সুমধুর করিতে পারেন নাই, কিন্তু দত্তজ মহাশয় অমিত্রাক্ষরচ্ছন্দ যে এককালে এতদূর সুমিষ্ট করিয়াছেন, ইহা সামান্য বুদ্ধির কার্য্য নহে। এজন্য তাঁহাকে সহস্র বদনে ধন্যবাদ দিতে হইবে। শ্রীযুক্ত মধুসূদন দত্ত মহাশয় যে বঙ্গ ভাষায় এই অভিনব কাব্য-রচনাপ্রণালীর পথ প্রদর্শন করিয়াছেন তজ্জন্য আমরা তাঁহার নিকট চিরকৃতজ্ঞতা-পাশে বদ্ধথাকিব। ভবিষ্যতে যে কোন সুকবি বঙ্গ ভাষায় অমিত্রাক্ষর ছন্দে অপূর্ব্ব কাব্য গ্রন্থ রচনা করুন না, মেঘনাদবধ তাঁহার আদর্শ বেহইই হইবে—দত্তজ মহাশয়কে প্রথম পথপ্রদর্শক বলিতেই হইবে। এডুকেশন।

১২ শ্রাবণ } অনুগত
১২৭৭ সাল } শ্রীভবকুমার শর্ম্মা।
শিলেট।

মিত্র-প্রকাশ।

সাহিত্যবিষয়কপত্র।

মিত্রপ্রিয়ানন্দ-বিধানদক্ষো মিত্রাপ্রিয়োল্লাস-নিরাস-শূরঃ।
নানারসৈর্মিত্রগুণ-প্রকাশো মিত্র-প্রকাশোঽয়মুদেত্যুদারঃ॥

১ম পর্ব্ব। শকাব্দা ১৭৯২। বঙ্গাব্দা ১২৭৭ আশ্বিন। ৬ষ্ঠ সংখ্যা।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার।

আমরা কৃতজ্ঞ-হৃদয়ে স্বীকার করিতেছি যে, রঙ্গপুরান্তর্গত ভূষভাণ্ডার নিবাসী ভূম্যধিকারী শ্রীযুক্ত বাবু রমণীমোহন রায় চৌধুরী মহাশয় স্বীয় স্বাভাবিক বদান্যতাগুণে এই "মিত্র-প্রকাশ" পত্রের আনুকূল্যার্থ পঞ্চবিংশতি মুদ্রা প্রদান করিয়াছেন। এই উদার বদান্য ব্যক্তির নাম সাহিত্যসংসারের অনেকেই অবগত আছেন, ইনি যেরূপ দানশীল, সেইরূপ বিদ্যোৎসাহী এবং কাব্যানুরাগী, যদি ইহার ন্যায় এতদঞ্চলীয় ভূম্যধিকারিগণ হতভাগিনী বঙ্গভাষার প্রতি অনুরক্ত এবং অনুকূল হইতেন, তাহা হইলে অচিরে পূর্ণাবস্থা প্রাপ্ত হইত সন্দেহনাই।

নির্ব্বাসিতা-সীতা।

(গতপ্রকাশিতেরপর।)

দ্বিতীয়সর্গ।

দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া।

অমৃত শব্দেতে যথা বুঝায় গরল,
সংহারক হরের শঙ্কর (১) যথা নাম;
অমঙ্গল গ্রহ নাম যেরূপ মঙ্গল,
বুঝিলাম, সেরূপ নাথের নাম রাম। (২)
ধরি নাথ রাম নাম, অভাগীর ভাগ্যে বাম
হইলেন, এ রহস্য কব আর কারে।
রাম-চন্দ্র দহে প্রাণ গরলের ধারে। ১

কুসুম-কোরক-গর্ব্ভা লতিকারে কেহ
ছিন্ন নাহি করে—রাখে হয়ে সযতন,
গর্ব্ভিণী জায়ারে নাথ করিয়া সন্দেহ
নির্ব্বাসন-কুঠারেতে করিলা ছেদন।
কোথা আমি করি সাধ, বন দরশন-সাধ
যাচিলাম, তাহে লাভ হইল বর্জ্জন,
সাধে সাধিলেন বাদ জন্মের মতন। ২

অবশ্য শঙ্কায় নাথ ত্যজিলা আমারে,
কলঙ্কের সত্য মিথ্যা না করি বিচার।
অযশে ডরিতে ফের দুর্নাম পাথারে
ভাসিলা সে, না ভাবিলা তাহা একবার।
দোষ গুণ না বিচারি, গর্ব্ভবতী নিজ নারী,
রাম বিনে কে করেছে কোথায় বর্জ্জন?

(১) শঙ্কর শব্দের অর্থ মঙ্গল-কর।

(২) রাম শব্দার্থ রঞ্জক।

হেন নীতি অপযশ করিলা অর্জ্জন! ৩

প্রাণনাথ অভাগীর সাধে সাধি বাদ,
গর্ভিণী কামিনীদের জনমের মত,
নাশিলা পতির পাশে সাধ চাওয়া সাধ,
মম দশা শুনি কে বা, সাধে হবে বত।
কি বলিব হায় হায়! এই খেদে প্রাণ যায়,
আপনার দুঃখে আমি দুঃখি তত নই,
স্ত্রীজাতির ভাবী ক্ষোভ ভেবে খিন্ন হই! ৪

মম বর্জ্জনের কথা করি আলোচনা,
পঞ্চমাস গর্ভবতী হলে নারীগণ,
দুর্ঘটনা ভয়ে সবে রহিবে বিমনা,
হা নাথ! এ কথা তব হল না স্মরণ?
অভাগীর বিড়ম্বনে, জগতের নারীগণে
বিড়ম্বিলে, দেখ মনে করিয়ে বিচার,
এই কি উচিত হয় যশস্বী রাজার? ৫

হে নাথ! বীরেন্দ্র তুমি ঘোষে সর্ব্বজন,
এ দাসীও জানে ইহা (কথা মিথ্যা নয়,)
নিজের সময় কেন ভীরুর মতন,
বিসর্জ্জিলে বীরত্ব ধীরত্ব সমুদয়?
নিজে হয়ে সুবিচারী, সত্য মিথ্যা না বিচারি,
কে কোথা দুর্ণাম কৈল, শুনে কাণে কাণে,
বধিলে অবলা নারী নির্ব্বাসন-বাণে। ৬

সীতার চরিত্র তব অগোচর নয়,
তুমি জান, জানে তব গুরুজনগণ,
লঙ্কাপুরে যে দুঃখে সময় করি ক্ষয়,
স্বচক্ষে দেখেছে তাহা পবন-নন্দন,
কি কাজ অন্যের বাক্য, তুমি কি হে হেন সাক্ষ্য,
দিতে পার, সত্য করি ধর্ম্মের সদন,
কলঙ্কিতা সীতা তব হে সীতারঞ্জন? ৭

অগ্নিতে পরীক্ষা এই অভাগিনী দিলে,
স্বকর্ণে শুনেছ যাহা কহিলা অনল,
জানপদ-বাক্যে তা কি অলীক ভাবিলে?
স্মরণ কি নাই, কি কহিলা সুরদল?
চরিত্রের সাক্ষ্য দিয়ে, বিশেষিয়ে প্রবোধিয়ে,
ভেবে দেখ কি কহিলা শ্বশুর আমার,
পিতৃবাক্যে অবিশ্বাস একি চমৎকার! ৮

যে পিতায় সত্যে নাথ করিতে উদ্ধার,
অবাধে করিলা ত্যাগ ধরা, ধন, ধাম,
ভার্য্যার ভাগিতে ভাগ্য এখন তাঁহার
সত্য বাক্য, করিলে হে অলীক গণন।
সদ্‌গুণ যে সব তব, বিগুণ হইল সব,
ধর্ম্মপত্নী প্রতি—যেই অর্দ্ধাঙ্গী গণিত।
কখন্ শুনেছে কে বা হেন বিপরীত! ৯

কিঞ্চিৎ বিলম্বে পুনর্ব্বার।

হায় আমি সেবি যত্নে রত্নাকর,
আশা মনে পাব অমূল্যনিধি,
রতন বদলে পেলেম কঙ্কর,
আশা বাসা মম ভাঙ্গিল বিধি! ১

কাম্যফল পাব এই আশা করি,
গেলেম কলপ-তরুর কাছ,
কোথা ফল লাভ—অনুতাপে মরি
যাচিতে হলো সে এরণ্ড গাছ! ২

কত তপ করি সুধালাভ আশে,
গেল এ অভাগী স্বরগ-ধাম,
হাত বাড়াইতে অগ্নি, চক্র গ্রাসে,

পূর্ণ না হইল সুচিরকাম। ৩

দক্ষিণ কখন বাম নাহি হয়,
শুনিয়াছি ইহা সকলে বলে,
আমার ভাগ্যেতে হলো তা ব্যত্যয়,
দক্ষিণ বাম কু-করম ফলে। ৪

দারুণ আতপে জুড়াতে হৃদয়,
ছায়া আশে গেনু তরুর তলে,
ঝঞ্ঝাবাত আসি ভাঙ্গি শাখাচয়,
মাথায় পাড়িল করমফলে। ৫

সন্দেহের ঝড় প্রাণনাথ মনে,
প্রবাহিত হলো অযোধ্যা বাসে,
সীতা-লতা প্রায় ছিন্নভিন্ন বনে,
থর থর থর কাঁপিছে ত্রাসে। ৬

কোপ হুতাশন অযোধ্যাভবনে,
জ্বলিয়া উঠিল নাথের মনে,
আমার হৃদয় দহিছে কাননে,
কে যুড়ায় তাহা নিবিড়বনে। ৭

অপবাদ-ফণী করিল দংশন,
কৌশলে কখন্ নাথের কাণে,
সহিতে নারি সে বিষের জ্বলন,
জানকী এখানে মরিছে প্রাণে। ৮

কোথা প্রাণনাথ আসি এসময়,
বারেক দাসীরে দরশ দেহ,
চরম সময়ে হেরি পদদ্বয়,
ত্যজিবে বৈদেহী এপাপদেহ। ৯

হায় একি কই, বিরহের জোরে,
কোথা সে কোশল কোথা এ বন।
কেন প্রাণনাথ এ কানন ঘোরে,
আসিবে সে অতি দুলভধন। ১০

পাপিনী তাপিনী অভাগিনী সীতা,
কি পুণ্যে দরশ দিবে সে আর।
তপপুণ্যবল যে নারী রহিতা,
দুরলভ দেব-দরশ তার॥ ১১॥

অশ্রুপাত পূর্ব্বক।

হে নাথ দেখ হে করি বারেক স্মরণ
বনবাসে তিনজনে ছিলাম যখন,
কত প্রেম প্রকাশ করিলে সে সময়,
এখন কি দোষে হলে এরূপ নিদয়?
সেই তুমি আছে তব সেই মন প্রাণ,
কিছুই এখন তব হয়নি পাষাণ,
কিরূপে হে তবে এই ভীষণ কান্তারে,
বিসর্জ্জন দিলে চির অধিনী কান্তারে?
ধার্ম্মিক, দয়াল, তুমি স্বভাব সরল,
অভাগীর প্রতি কেন সকলি বদল?

পঞ্চবটী বাস কালে স্নেহ বসে গলি,
একটী করভে আমি কৃতপুত্র বলি,
যতন করিয়ে তারে দিতাম আহার,
হয় কি স্মরণ নাথ একথা তোমার?
প্রিয়াপুত্র বলি তুমি পরমকৌতুকে
লালিতে পালিতে যত্নে সে করি-শিশুকে।
একদা অদূরে তারে কোন বন্য করী,
আক্রমণ করেছিল ঘোর-নাদ করি,
কৃতপুত্র বিপদ করিতে নিবারণ,
দ্রুত গিয়ে কৈলে বন্যবারণে তাড়ন

পুত্রপদ প্রতি ছিলে সদয় এরূপ,
আত্মজের প্রতি হলে কি দোষে বিরূপ ?
যে পুত্র জন্মিলে তব বংশ রক্ষা হয়,
পুন্নাম নরক ভয় যেই করে লয়,
সেন পুত্রগর্ভজায়া করিতে বর্জ্জন,
ব্যথিত কি কিছুমাত্র হইল না মন ?
কি কব অধিক আর কি কব অধিক,
শুনিলে যে সবে দিবে শতাধিক ধিক্ !

কপালে করাঘাত পূর্ব্বক।

বুঝিলাম—বুঝিলাম—বুঝিলাম সার,
সময়ে সকলে করে সাধু-ব্যবহার,
সময়ে বান্ধব যেই, বিপদ সময় সেই,
অবাধে করিয়া বসে শত্রু ব্যবহার,
নহে কেন এত দুঃখ হইবে সীতার ? ১

সেই নাথ উদ্ধারিতে এই অভাগীরে,
কত শ্রমে বান্ধিলেন সেতু সিন্ধু-নীরে,
সেই নাথ এইক্ষণ, বিনা দোষে বিসর্জ্জন
দিলা বনে চরিত্রের না করি বিচার,
সুখসেতু ভাঙ্গিলেন হেলে প্রমদার। ২

প্রেম-হার হৃদয়েতে করিলে ধারণ,
যে নাথের হোত তাহা ক্ষোভের কারণ,
সময় সেইজন, কত গিরি, নদী, বন,
উভয়ের অন্তরেতে ভাবিলা বাঞ্ছিত,
হায় রে সময়ে ঘটে এত বিপরীত ! ৩

এক সময়েতে যেই প্রাণ-প্রিয়জন,
মম গর্ভজের মুখ করিতে ঈক্ষণ,
কৈলা দেব আরাধন, হায় এবে সেইজন,
গর্ভিণী জায়ার বনে দিলা বিসর্জ্জন,
সম্পূর্ণ ভার্য্যার হত্যা না কৈলা গণন ! ৪

তাড়কা রাক্ষসী ছিল পথের কণ্টক
চিবাতো পথিক কত মুনির মস্তক,
তাই তারে প্রাণনাথ, করি তীক্ষ্ণশরাঘাত,
পাঠাইলা তিলমধ্যে শমন-ভবন,
নারী হত্যা পাপ তবু করিলা গণন। ৫

সেবিলাম মুনিগণে আমি প্রাণপণে
সতত পথ দেখায়েছি কত সতীগণে,
তবে কেন প্রাণনাথ, বিচ্ছেদের বজ্রাঘাত,
হানিলেন অকস্মাৎ অভাগীর মাথে,
সময়ের দোষে ইহা ঘটাইল নাথে। ৬

নাথের অপ্রিয় নাহি সাধি কদাচন,
তুষিতে তাঁহারে সদা ছিনু সযতন,
প্রাণেশ তুষিতে মোরে, কত না বিপদ ঘোরে
আনন্দে হৃদয় পাতি দিলা আলিঙ্গন,
হায় রে সে প্রিয়ভাব কোথায় এখন ! ৭

কড় কড় শব্দে বজ্র করিয়া নিস্বন,
তার পর গিরিশৃঙ্গ করে বিদারণ,
বিনা দোষে প্রাণনাথ, মোরে হেন বজ্রাঘাত
করিলেন পূর্ব্বে কিছু নাহি শুনি স্বন,
শুনিনু বিদীর্ণা হয়ে পতনের পর। ৮

ধনুর্ম্মুক্ত শর করি স্বনং স্বর,
পরে নিপতিত হয় লক্ষ্যের উপর,
প্রাণেশ-বিরহ-শর, অভাগীর বক্ষোপর
হানিলেন, শব্দ তার শুনিলাম পরে,
পূর্ব্বে কিছুমাত্র নাহি শুনি ঘৃণাক্ষরে। ৯

ঊর্দ্ধে দৃষ্টি করিয়া।

শ্বশুর আমার ছিলা বড় সত্যশীল—হে,
সত্য-পরায়ণ।
সত্য-পাশে করি বন্দি, সাধিলে কুঅভিসন্ধি
কৈকয়ী, তোমারে তিনি পাঠালেন বন হে,
পাঠালেন বন,
চোদ্দ বৎসরের তরে (চিরকাল নয়)
রক্ষিতে আপনা তুমি শক্য সে সময়। ১

পিতার পদ্ধতি পুত্র পালে প্রতিক্ষণ হে,
এই চিরনীত।
হয়ে পিতৃ-ভক্ত-পুত্র, ধরি এক মিছা সূত্র,
তুমি কৈলে কার্য্য তার অতি বিপরীত হে
অতি বিপরীত।
সুবোধত হও তুমি অবোধত নহ,
সত্য কিবা মিথ্যা বলি বিচারিয়া কহ? ২

হেন পুত্রে বিনা দোষে দিলা তুমি বন হে,
জন্মের মতন,
গর্ব্ভে বাস আজো যার, আপনাকে রক্ষিবার
শক্তি নাই, জানে না যে দোষ কি, কেমন হে
দোষ কি, কেমন;
পিতৃ বিপরীত রীত একি তব নয়?
ভেবে দেখ সীতা সত্য কয় কি না কয়? ৩

এ কি তোমার নাথ রঘু কুল ধর্ম্ম হে
সত্য করি কহ?
এই কি হে রাজধর্ম্ম, এই কি স্বামীর কর্ম্ম,
ধর্ম্ম অবতার হয়ে, অধর্ম্ম করহ হে,
অধর্ম্ম করহ,
এ অধর্ম্ম ধর্ম্ম কিহে সহিবে প্রাণেশ,
ধর্ম্মের কি মর্ম্মে নাই কিছু ধর্ম্ম লেশ? ৪

তুমিইত বন বাসে, দেখেছ প্রানেশ হে
আপন নয়নে,
কিরাত পাতিত ফাঁদে, কতগুলি মৃগ বাঁধে,
গর্ব্ভিণী কুরঙ্গী এক ছিল তার সনে হে,
ছিল তার সনে,
মাংস বেচিবায় তারে নিদয় শবারে,
সমুদায় মৃগ কাটি খণ্ড২ করে। ৫

গর্ব্ভিণী মৃগীরে সেই বধে না জীবনে হে
বধেনা জীবনে,
হেরি তুমি সকৌতুকে, নিষাদে আপন মুখে,
সুধাইলে সবিশেষ মধুর বচনে হে
মধুর বচনে।
কিরাত কহিল মৃগী বধ্য মম বটে,
সগর্ভ বধিলে মোর বহু পাপ ঘটে। ৬

শুনি কত ধন্যবাদ দিলে তুমি তায় হে
দিলে তুমি তায়।
হায় এ কি অনুতাপ। কিরাত ভাবিয়া পাপ,
সগর্ভা কুরঙ্গী বধে মনে ভয় পায় হে
মনে ভয় পায়।
ধর্ম্ম অবতার হয়ে পেয়ে রাজপদ,
গর্ভবতী সতী নারী হোলে কর বধ। ৭

আমার কপালে যাহা হবার হইল হে
হবার হইল,
করমের লেখা যাহা, কে খণ্ডাতে পারে তাহা,
যা ছিল কপালে লেখা তাহাই ঘটিল হে
তাহাই ঘটিল,
এই ভয় হয় পাছে চরমে তোমারে
এসব পাপের ভোগ হয় ভোগিবারে। ৮

একেইত নারী হত্যা পরম পাতক হে
পরম পাতক।
তাহে পতি প্রাণাসক্তা; দ্বিতীয়ে সে গর্ভবতী,
এরূপ রমণী-ঘাতী, অতি ভয়ানক হে
অতি ভয়ানক।
দোষস্থলী হলে এরা বধ্যা নাহি হয়।
বিনা দোষে বধে ঘোর পাতক সঞ্চয়। ৯

সকলি ঘটিল তব আমার বর্জ্জনে হে
আমায় বর্জ্জনে,
এই খেদে কাঁদে প্রাণ, পাবে কি সে পরিত্রাণ,
এ ঘোর পাতকে নাথ ধর্ম্মের সদনে হে
ধর্ম্মের সদনে।
হে ধর্ম্ম! করিলা নাথ যে পাপ অর্জ্জন
ক্ষমিলাম আমি তুমি, করিও মার্জ্জন। ১০
(ক্রমশঃ প্রকাশ্য।)

রাবণ বধ।

(গত প্রকাশিতের পর।)

শুনি শ্রেষ্ঠা সরস্বতী দেবের বচন,
অবিলম্বে লঙ্কাপুরে করিলা গমন,
বৃহস্পতি বদনেতে বসিয়া ভারতী,
চণ্ডী পাঠে অশুদ্ধ পড়েন বৃহস্পতি।
রাবণের বধে দুর্গা হইলা চঞ্চলা,
ত্যজিতে লঙ্কে দেবী অন্তরে উতলা,
কহিলা "রে দশানন! বিপদ হইল,
চণ্ডীপাঠ তোর গৃহে অশুদ্ধ পড়িল,
আর আমি থাকিতে না পারি তোর বধে,
অবিলম্বে চলিলাম কৈলাসের পথে,
নিকট মরণ তোর নাহিক নিস্তার,
কি করিব আমি—ত্যজ ভরসা আমার।"
শুনিয়ে রাবণ রাজা বিষাদিত মন,
তবু অম্বিকারে কহে করিয়া গর্জ্জন,
"জেনেছি গো জগদম্বে! তোর লীলা খেলা,
সিন্ধু মাঝে আনিয়ে ডুবায়ে দিস্ ভেলা,
গাছে উঠাইয়ে শেষে কেড়েনিস্ মই,
বুদ্ধিহীন যেই সেই বলে দয়াময়ী,
সম্পদের কালে ছিলে সদত সদয়,
বিপদ সময় দেখে হইলি নিদয়?
জেতের স্বভাব তোর—তোর দোষ নয়,
পাষাণীর মনে কোথা দয়া মায়া রয়?
যাবে তুমি যাও তাহে না ডরে রাবণ,
জানাগেল দুর্গে তোর করুণা যেমন।"
রাবণে ত্যজিয়ে মাতা গেলেন কৈলাসে,
হেরিয়ে শ্রীরামচন্দ্র পরম উল্লাসে,
করি পুন রণসাজ গেলেন সমরে,
শূন্য পথে থাকি হেরে যতেক অমরে,
সন্ধানিয়া রামচন্দ্র সুতীক্ষ্ণ শায়ক,
কতবার কাটিলেন দশাস্য মস্তক,
তথাচ রাবণ নাহি ত্যজিল জীবন,
হেরি চিন্তান্বিত চিত শ্রীরঘুনন্দন,
বিভীষণ নিবেদন করই যুড়ি হাত,
কেন এত হতাশ হইলে রঘুনাথ?
রাবণের মৃত্যুর নিবন্ধ আছে যাহা,
প্রকাশ করিয়া আমি কহিতেছি তাহা,
ব্রহ্মা দিলা মৃত্যুবাণ রাজা দশাননে,
সেই বাণ আছে মন্দোদরীর সদনে,
ছল করি সে বাণ আনুক হনুমান,
সেই শরে বধ কর রাবণের প্রাণ।
বিভীষণ বাক্যে প্রভু প্রফুল্লিত মন,
হনুমান আদেশ করিলা সেই ক্ষণ,
হনুমান ধরি ছদ্ম গণকের বেশ,
অবিলম্বে লঙ্কাপুরে করিল প্রবেশ,

হইল ঠেকোলে বুড়া গুড়ি২ চলে,
করতলে যষ্টি পাঁজিপুথি কক্ষতলে,
পলিত সকল কেশ গলিত দশন,
ললিত গাত্রের চর্ম্ম স্খলিত বচন,
হাটিতে ওচট খায় ঘন-ঘন কাস,
ওষ্ঠাগত প্রাণ ঘন২ বহে শ্বাস,
ভগবান্-বস্ত্র পড়া গলে যজ্ঞসূত্র,
ঠিক্‌ঠাক্ যেন কোন ব্রাহ্মণের পুত্র,
মন্দোদরী দ্বারে গিয়ে ডাকে উচ্চৈঃস্বরে,
বলে বেটী খুড়ি খুড়ি বেটী আছিস্ ঘরে ?
শুনি মন্দোদরী তারে সুধান বারতা,
কি নাম কাহার পুত্র কহ সত্য কথা ?
কোন দিন তোমারে না করি দরশন,
অকস্মাৎ আজি হেথা কেন আগমন ?
হনু কয় পরিচয় কি দিব তোমায়,
তব পতি খুড়া বেটা জানেন আমায়,
ভাল মন্দ শুভাশুভ আমি করি স্থির,
চিননা আমারে থাকি সাগরের তীর,
জনকের নাম মম জগৎ জীবন,
এ জগতে পিতারে না চিনে কোন জন ?
বাল্যকাল হতে মম মায়াপূর্ণ কায়,
মায়াময় বলি নাম রাখে তাই মায়,
নিরন্তর করি কত গ্রহ সস্ত্যয়ন,
তব ভক্ত মুক্তি বাঞ্ছি অম্বিকা সদন,
ফল মূল খাই নাহি করি অন্নাহার,
বিদ্যাবল কি জানাব নিকটে তোমার,
প্রভুর কিঞ্চিৎ হিত করিবারে হয়,
সেই হেতু আসিয়াছি তোমার আলয়,
ঠেকেছেন খুড়া বেটা শ্রীরামের হাতে,
ধন জন জীবনে বিনষ্ট প্রায় তাতে,
এসেছিলা মহামায়া খুড়ার কল্যাণে,
শ্রীরামের পুজা পেয়ে গেলা নিজ স্থানে।

ঘরে বসে গণিয়ে দেখিনু সমুদয়,
এবার খুড়ার খুড়ী জীবন সংশয়,
পতির মঙ্গল সতী যদি এবে চাও,
মোর গণনায় তবে ত্বরা হাত দেও,
গণে দেখি ভাল মন্দ ভূত ভবিষ্যত,
করি তব পতির মুক্তির এক পথ,
শুনি মন্দোদরী কয় গণক ঠাকুর,
দয়া কর রক্ষা যদি কর লঙ্কাপুর,
বাচাতে রাজারে প্রাণে পার যদি তুমি,
আশার অধিক দিব ধন, ধেনু ভূমি,
আমি হব দাসী তব খুড়া হবে দাস,
দেখ দেখি গুণে বেছে করিয়া প্রয়াস।
ছদ্মবেশী গণক করেতে খড়ি ধরি,
হিলি মিলি আঁকি কাটে ভূমির উপরি,
কহে খুড়ী খড়ি দেও এর এক ঘরে,
শুনি রাণী মন্দোদরী সেইরূপ করে,
দেখিয়ে আৎকিয়ে হনু অমনি উঠিল,
কহে খুড়ী খুড়া বেটার প্রমাদ ঘটিল,
প্রথমে পড়িল খুড়ী শমনের ঠাঁই,
এবার খুড়ার খুড়ী আর রক্ষা নাই।
এত বলি করাঙ্গুলি পুনঃ পুন গণে,
কহে রাণী মন্দোদরী করুণা বচনে,
কৃপা করে কর ঠাকুর বিহিত উপায়,
জনমের মত কেনা রব তব পায়।
হনু বলে একমাত্র সদুপায় আছে,
কহিতে আশঙ্কা করি শুনে কেহ পাছে,
শুনি মন্দোদরী চারিদিগে নেহারিল,
বিদায়ে সঙ্গিনী সব দূরে দাঁড়াইল,
কাণে কাণে হনুমান কহিছে তখন,
রাজার যে মৃত্যুবাণ আছে নিরূপণ,
সেই বাণ সাবধানে আছে কিনা আছে,
সত্য করে খুড়ী বেটী বল্ মোর কাছে।

শুনি মন্দোদরী রাণী হৈল চমকিত,
ভাবে এই দ্বিজ বড় জ্যোতিষে পণ্ডিত,
আমার নিকটে বাণ কেহ জ্ঞাত নয়,
জ্যোতিষের বলে দ্বিজ জেনেছে নিশ্চয়,
গণকে তাঁহার আরো জন্মিল ভকতি,
সবিশেষ বিবরি কহেন তবে সতী,
প্রাণেশের মৃত্যুবাণ জীবন-জীবন,
স্তম্ভ-মাঝে আছে তাহা শুন হে সুজন।
হনু কয় কর বাণ পূজার উদ্যোগ,
ঘুচে যাবে ভূপতির সকল দুর্য্যোগ,
আনহ সুপক্ক রম্ভা কাহনে কাহনে,
অন্য ফল যত কিছু থাকে মধুবনে,
আর যত ফল মূল আন ভারেভার,
ঘৃত, দুগ্ধ, মধু, ছানা যত পার আর,
নির্জ্জনে করিব পূজা কেহ না দেখিবে,
পূজাফলে খুড়া বেটা অমর হইবে,
পূজার সময় যদি দেখ করি ছল,
মরিবেন রাজা সব হইবে বিফল।
শুনি মন্দোদরী সব দিল আয়োজন,
পূজায় বসিল তবে পবননন্দন,
সতিনী সহিত রাণী অন্তরে রহিলা,
সময় পাইয়া হনু কপাট আঁটিলা,
কিসের বা বাণ পূজা হয় সেইক্ষণ,
রামচন্দ্রে দ্রব্য সব করি নিবেদন,
পেট ভরি সমুদয় করিল আহার,
খাদ্য পেয়ে মনে মনে আহ্লাদ অপার,
প্রস্রাব করিয়ে রাখে পাত্র সব ভরি,
ঘন২ ঘণ্টা নাড়ে নম নম করি।
এইরূপে পূজা সাঙ্গ করি কপিবর,
খুড়ি খুড়ি বলে ডাকে করি উচ্চৈঃস্বর,
শুনি রাণী নিজদলে নিকটে আইল,
হনুমান গৃহের কপাট ঘুচাইল,
হনু কহে খুড়ি সবে করহ প্রণাম,
কায়মনে বাঞ্ছাকর পতির কল্যাণ,
সবে মিলে হাতের উপরে হাত দেও,
বাণের চাণের জল ভক্তি করি খাও,
থুথু করে ভূতলেতে ফেলনাকো কেহ,
তা হলেই খুড়া জয়ী হবে নিঃসন্দেহ।
শুনি সবে অষ্টাঙ্গেতে প্রণমিয়ে পড়ে,
(হনু) সত্বরে বিধবা হও আশীর্ব্বাদ করে,
উঠে সবে হাতের উপরে হাত নিল,
হনুমান প্রস্রাব সবার হাতে দিল,
রাবণ অঙ্গনা সবে ভক্তি করি খায়,
দুরন্ত বানরের লগুণী গলাপুড়ে যায়,
মন্দোদরী কহে শুন গণক ঠাকুর,
এক কথা বলিয়া সংশয় কর দূর,
না কহিয়ে পারিনা কহিতে ভয় লাগে,
চাণ জল কেন বাপু লণ্টা লণ্টা লাগে ?
হনু কহে বেটী তোর নাই কিছু জ্ঞান,
পঞ্চগব্য দিয়ে বাণে করায়েছি স্নান,
মন্দোদরী বলে ভাল গণকের ছেলে,
বাণ কি আপনি সব নইবিদ্য খেলে ?
হনু কয় কি জানিবি দানবের ঝি,
পূজার প্রভাবে বাণে সব খাইয়েছি,
তুষ্ট হয়ে বাণরাজ দিয়েছেন বর,
অবিধবা রবে তুমি যুগ যুগান্তর।
শুনি ভাল বলি রাণী করিছে প্রণাম,
হনুমান মনে কহে যা কর হে রাম,
আর কেন কপট আপন মূর্ত্তি ধরি,
স্তম্ভ ভেঙ্গে বাণ লয়ে লম্ফ দিয়ে পড়ি,
বলিতে বলিতে বীর বাড়ায় লেঙ্গুড়,
মন্দোদরী কহে একি আচার্য্য ঠাকুর ?
বলিতে বলিতে হনু নিজ মূর্ত্তি ধরে,
বিষম বিক্রমে স্তম্ভে পদাঘাত করে,

ভাঙ্গিল সুবর্ণ স্তম্ভ দৃষ্ট হৈল বাণ,
বাণ লয়ে কপিবর হয় অন্তর্ধ্যান।
দেখি মন্দোদরী রাণী করে হায় হায়,
(কহে) ঘরপোড়া ভুলাইল কপট মায়ায়,
ছল করি লইল প্রভুর মৃত্যুবাণ,
নিশ্চয় প্রাণেশ আজি ত্যাজিবে পরাণ,
শিরে করাঘাত করে ভাসে অশ্রুজলে,
হাহাকার ধ্বনি উঠে রাণীর মহলে।
হেথা হনু রামপদে বাণ করি দান,
কহিলা সকল কথা করিয়া প্রণাম;
রাম জয় রব করে যত কপিগণ,
উঠিল সে জয় নাদ ভেদিয়ে গগন,
ব্রহ্মার নির্ম্মিত অস্ত্র পেয়ে রঘুবর,
গুণ দিয়া ধনুতে যুড়িলা মৃত্যুশর,
(তার) ফুলেতে আছেন যম মূলে প্রজাপতি,
মধ্যেতে মহেশ বসে ত্রিশূল সংহতি,
দুই পাশে দীপ্তময় অনল, ভাস্কর,
দেবতা তেত্রিশকোটি বসে থরেথর,
পাখায় পবন বসে গৌরবে মন্দর,
সংহারে সাক্ষাৎ কাল সেই মৃত্যুশর,
ভুজঙ্গের গর্জ্জন বিষাক্ত বাণ গোটা,
অঙ্গেতে মণ্ডিত তার হীরা-ধার কাঁটা,
রুধির রয়েছে গায় মজ্জা মাংস মেদ,
ছেড়ে দিলে সুমেরু পর্ব্বত করে ভেদ,
বেদমন্ত্রে পূজিত করেন নিজমুখে,
কন মর্ম্মভেদি পড় রাবণের বুকে,
ব্রহ্মার আজ্ঞায় কর সাহায্য আমার,
হৃদয় বিন্ধিয়ে হবে পৃষ্ঠদেশ পার,
সোম সূর্য্য শূলপানি শমন সাক্ষাৎ,
সকলে সহায় হও কন রঘুনাথ,
ধনুকের গুণে বাণ করিতে অর্পণ,
আকাশে উঠিল জ্বলি দ্বাদশ তপন,
গর্জ্জিয়ে ধরিল বাণ গগণের পথ,
বিদিকে ছুটিয়ে যায় তপনের রথ,
দেবগণ কে কোন্‌দিকেতে ছুটে যায়,
তারাগণ তরাসেতে করে হায়, হায়,
ভূধর কাঁপিল আর অষ্টকুলাচল,
বাসকী কাতর মহী করে টলমল,
শতঘণ্টা বেজে বাণ যায় উল্কামুখে,
ঘোর শব্দে পড়ে গিয়া রাবণের বুকে,
চর্ম্ম কেটে মর্ম্মভেদ পৃষ্ঠদেশ পার,
প্রবেশি পাতালপুরী ওঠে পুনর্ব্বার,
সাগরে করিতে স্নান নির্ব্বাণ আগুন,
পুনঃ এসে প্রবেশিল রাঘবের তূণ।
ঐরাবত-দন্তে যেন সুমেরু বিদার,
নির্গত গঙ্গার নীর পৃথিবী বিস্তার,
হাহাকার করে দশগ্রীব সেই মত,
ভূমেতে পড়িল যেন সুমেরু পর্ব্বত,
নির্গত শোণিত যেন সরিতের নীর,
প্রাণ তেজে দশানন চক্ষু হল স্থির,
পলায় রাক্ষসগণ প্রাণ মাত্র শেষ,
শূন্যে থেকে যুক্তি করে যত ত্রিদিবেশ,
একে একে অনুমান করে স্বর্গ থেকে,
চুপে২ কহে কেহ নাহি কয় ডেকে,
কেহ বলে মরেছে রাবণ নাই বেঁচে,
কেহ কহে ভাই সব কথা কহ মিছে,
সুরপতি শ্রুতিমূলে ঠেকে দুই হাত,
(বলে) একথা আমার কাছে কওনা হঠাৎ,
প্রজাপতি পশুপতির অনুচরগণে
পরস্পর কাণে২ কহিছে নির্জ্জনে,
প্রত্যয় না যায় যম কুবের বরুণ,
চুপ২ শক্ত কথা ব্যক্ত নিদারুণ,
যম বলে অলীক হলেই সর্ব্বনাশ।
এবার আর কাটাবেনা ভুরঙ্গের ঘাস,

যমদূত শরীর গোপন করে গাড়ে,
মাথা তুলে বলে ভাই ঐ যে হাত নাড়ে,
নিকটে যোনাতে নারে, না জেনে নিশ্চয়,
মরেছে রাবণ তবু সংসারের ভয়,
বিলম্বে জানিল মৈল রাক্ষসের নাথ,
মরুত বহিছে শৈত্য গন্ধ মন্দ বাত,
প্রকাশ আকাশ, দিক, বহ্নি প্রজ্বলিত,
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতালে সবাই আনন্দিত,
মহী ছিল মগ্ন। মৈলে রাক্ষসের নাথ,
পুলকেতে উপরে উঠিল দশ হাত,
একাকার লঙ্কায় হইল পুষ্পবৃষ্টি,
সবে বলে এতদিনে রক্ষা হল সৃষ্টি,
দিবিতে দুন্দুভি বাজে ওঠে কত বোল,
সুপ্রভাত রজনী সবার এই বোল,
গন্ধর্ব্বেতে গান করে বিদ্যাধরী নাচে,
সবে বলে ইহা হতে কি আনন্দ আছে ?
পঞ্চচূড়া তিলোত্তমা মেনকা উর্ব্বশী,
সবে বলে আজি সুখে নিদ্রা যাব নিশী,
সুস্থা হইল বসুমতী সবে হর্ষ মন,
নিজ২ স্থানেতে প্রবেশে দেবগণ।

রাবণবধ সমাপ্ত।

মহীরাবণবধ।

(গতপ্রকাশিতেরপর।)

শুনি সায় দিলা তায় ধাতার নন্দন, (১)
সাধু যুক্তি কহিলেক, কিষ্কিন্দ্যাঈশ্বর
শুনিয়া সবার বাক্য উঠে সেইক্ষণ,
পাবনী পবনতেজা করি জোড কর। ১৬
আদেশিলা রাঘব, পীযূষ জিনি ভাষে,
বিপদবান্ধব অহে পবনকুমার,
আন তত্ত্ব, কেন লঙ্কা আনন্দেতে ভাসে,
জান রক্ষবাথ কৈল কোন্ যুক্তি সার। ১৭
যে আজ্ঞা বলিয়া হনু নমাইল শির,
বন্দি বন্দনীয়গণে, ধরি রূপান্তর,
প্রবেশ করিলা তিলে লঙ্কেশ মন্দির,
মায়ারূপী মর্কট, নয়ন অগোচর। ১৮
পশিয়া পবন পুত্র, পুরীর মাঝার,
ভাবান্তর সমুদয় করি বিলোকন,
বিস্ময় মানিলা, এক সঙ্কল্পিতে আর।
কোথা শোক ?—সকলে উৎসবে নিমগন। ১৯
কোথা লঙ্কা, বীর পুত্র বিয়োগ ব্যথায়,
ব্যাকুল হইয়া নিক্ষেপিবে অশ্রুজল,
তা না, আমোদিছে লঙ্কা, সবে হাসে, গায়
নৃত্য করে, উৎসবে উপজে কোলাহল। ২০
যদিও পূর্ব্বের মত, অসঙ্খ্য রাক্ষস
না হেরিলা, মারুতী, তথাপি যত জন,
অপ্রমেয়, তাঁহাদের বীরত্বসাহস,
এক এক জন—এক লক্ষের মতন। ২১
কেহ কহে কারে, করি বাহু অস্ফালন,
কাঁপায়ে বসুধা, কোন্ তুচ্ছ—কোন্ ছার,
মর্কট মানব ভক্ষ্য, করিব চর্ব্বণ,
কার সহ যুঝিব ? রণে কে যোগ্য আমার ? ২২
কেহ কহে, অয়ে ভদ্র! বৃথা আড়ম্বর
বচন কহিতে আমি শ্রেয়ঃ নাহি গণি,
দেখিব ভুজেতে বল কত ধরে নর,—
রামচন্দ্র,—বৈনতেয় অগ্রে তুচ্ছ ফণী। ২৩
কেহ শান্তাইছে কারে, গভীর মধুর
বচনে, শুন হে ভ্রাতঃ! কি হেতু কাতর,
সমরে মরণ, স্বর্গ, জ্ঞান করে শূর,
কোন্ রক্ষ পরাঙ্মুখ করিতে সমর ? ২৪
স্বজন রক্ষার লাগি করিয়া সংগ্রাম,
ত্যজি প্রাণ সেও শ্লাঘ্য, শত শ্লাঘ্য জ্ঞান,

(১) জাম্বুবান, শ্রীরামের মন্ত্রী।

পরিণামে অধিকৃত হবে মোক্ষ-ধাম,
তাহা ত্যজে রক্ষে রক্ষে ক্ষণধ্বংসিপ্রাণ ? ২৫
কেহ সীধুপূর্ণ পানপাত্র লয়ে করে,
বাচয়ে অপরে নিজে অর্দ্ধ করি পান,
বদনে স্খলিত-ভাষ, কত না নিঃসরে,
অরুণিম-নেত্র ফুল্ল জবার সমান । ২৬
কেহ সীধুপাত্রে কহে করিয়া নির্দ্দেশ,
"ওহে প্রেমাস্পদ পাত্র সুধার আধার !
উপেক্ষিনু তোমা—যতক্ষণ নাম-শেষ
না করি রাঘবে, দোষ ক্ষমিবে, আমার । ২৭
যখন হেরিব নেত্রে শত্রুপক্ষগণ,
আপ্লাবিবে অবনীরে নয়ন আসারে,
বিদারিবে নভ-বক্ষ, করিয়া রোদন,
তখন গ্রহণ আমি করিব তোমারে । ২৮
কেহ মধুপানে হয়ে প্রফুল্লিত মন,
গাইছে মধুর স্বরে, তুলি দিব্য তান
গীত, বিপক্ষের পক্ষ করি সম্বোধন,
শ্রুতমাত্র কোপানল হয় দীপ্তিমান্ । ২৯
কেহ সম্বোধিয়া রামে উদ্দেশেতে কয়,
থাক্ থাক্ তাপস ! কিঞ্চিৎ কাল আর
খর্ব্ব হবে তোর, বীর্য্য, গর্ব্ব সমুদয় ।
অজেয় কর্ব্বুর রাজ বিখ্যাত সংসার । ৩০
যদিও দৈবের বলে করেছিস্ নাশ
বহুরক্ষবীর, যারা অমূল্য-রতন
তথাপি হবেনা পূর্ণ তোর অভিলাষ,
রক্ষকুলাঙ্কুরে তোরে করিবে নিধন ।
ছিল প্রবলাগ্নি, প্রায় করিলি নির্ব্বাণ
তেজ তার, কিন্তু যেই বিন্দুমাত্র আছে,
তাই অবসরক্রমে হয়ে দীপ্তিমান,
ভস্মিবে সকলে কার সাধ্য প্রাণে বাঁচে ? ৩২
এইরূপে কতজন কতমত কয় ।
শুনিয়া এসব তবে অঞ্জনানন্দন,
রমণী মহলে যেয়ে গুপ্তভাবে রয়,
হেরে তথা রক্ষাঙ্গনা আমোদে মগন । ৩৩
কোন রামা কহিছে নয়ন সম্বোধিয়া,
রে নেত্রযুগল ! অশ্রু কর সম্বরণ,
পুত্র-হা-নিপাত নেত্রে নাহি বিলোকিয়া
বীরমাতা কবে করে অশ্রু নিক্ষেপণ ? ৩৪
বটেং নেত্রানন্দ প্রাণের কুমার
বধিলা সমরে, তুচ্ছ কৌশল্যানন্দন,
তাবলে কি নিক্ষেপিব অশ্রুবারিধার,
শত্রুপক্ষ নেত্রনীর না করি দর্শন । ৩৫
যখন আমার মত পুত্র-হা-জননী,
আত্মজ বিয়োগে হয়ে ব্যথিতহৃদয়
আর্ত্তনাদি অশ্রুজলে প্লাবিবে অবনী,
আমি, পুত্র শোকাশ্রু ক্ষেপিব সে সময় । ৩৬
পুত্র মোর হিংস্র জন্তু করেতে জীবন,
না ত্যজিল, রণক্ষেত্রে শত্রু রক্তধার
প্রবাহিয়া, সমরে করিয়া প্রাণপণ,
শোধিল, জননী আর জনকের ধার । ৩৭
সার্থক এমন পুত্র জঠরেতে স্থান,
দেয় যে রমণী, তার প্রসব বেদনা-
সম্ভোগ ! কে কীর্ত্তিমতী তাহার সমান ?
যার পুত্রবীরকীর্ত্তি সর্ব্বত্র ঘোষণা । ৩৮
কোন রামা কহিতেছে সায় দিয়া তার
সন্দেহ কি ? কহিতেছ সত্য বীর্য্যবতি,
রক্ষকুলাঙ্গনা বিনা কার বাহিরায়
বদনমণ্ডলে হেন প্রকৃত ভারতী ? ৩৯
অপমান প্রতিশোধ, লইতে যাহারা
অশক্ত, যাদের নাই ভুজযুগে বল,
তারাই কেবল শোকে ক্ষেপে অশ্রুধারা,
না দীপে তাদেরি মনোমাঝে কোপানল । ৪০

(ক্রমশঃ প্রকাশ্য ।)

আমাদিগেব কোন আত্মীয় নানাস্থান ভ্রমণ পূর্ব্বক স্বীয় ভ্রমণবৃত্তান্ত যথাক্রমে লিখিয়া "ভ্রমণবৃত্তান্ত" নামে এক সুদীর্ঘ প্রস্তাব বিন্যাস করিয়াছেন। আমরা ঐ প্রস্তাব পাঠ করিয়া দেখিয়াছি, লেখা নিতান্ত মন্দ হয় নাই। ফলতঃ লেখা উৎকৃষ্ট হউক আর না হউক, উদ্দেশ্য অতি মহৎ। যদি এই লেখকের দৃষ্টান্তে বঙ্গদেশীয় সুলেখকগণ স্বস্ব ভ্রমণবৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করেন এবং বঙ্গদেশীয়গণের দেশভ্রমণে উৎসাহ জন্মে, তাহা হইলে বঙ্গভাষা এবং বাঙ্গালীদের যথেষ্ট উপকার দর্শিবে। (সং)

ভ্রমণবৃত্তান্ত।

মিরকি ও সেবি নদীর সঙ্গমস্থান

প্রাতঃকাল—নৌকা।

রজনী প্রভাত হইল। পূর্ব্বসঙ্কেত মতে আগন্তী আমাকে নিদ্রাহইতে উঠাইবার নিমিত্ত যত্ন পাইতে লাগিল। বাবু (আমি) একবার হুঁ করিলেন, আরবার কুম্ভকর্ণের নাম লোপের মধ্যে আনিলেন,—অগস্তী কি ছাড়ে?—আদিষ্ট-কর্ম্মঠ-ভৃত্য কি প্রকৃত কাজে চোকে?—আবার ডাকিল,—তখন বাবুর চৈতন্য জন্মিল,—উঠিলেন,—ঈশ্বর নাম নিবেন, সে হুশ নাই,—(যুবা—ও অবিবেকি বাবুদের এই দশাই ঘটিয়া থাকে।) ধড়মড়ে উঠিলেন,—ভৃত্যকে ডাকিলেন, সে আসিয়া দেখা দিল—বাবুর চোখে ঘুম একবারে চেপে ধরেছে, হাত দিয়া কচলাচ্ছেন, আর এক একবার "থিওরি" (।) কচ্ছেন।—এদিকে বেলা হতে লাগিল,—বাবুর আর অপেক্ষা করিতে ইচ্ছা নাই,—অমনি বাহির হইলেন। এদিকে বেহারাগুলি পাল্‌কি নিয়া হাজির হল,—আর অমনি বাবু তাতে চেপে বস্‌লেন।—এখন "বেহেরা লোগ হুঁ২ করো"—বাবু চল্লেন।—বাড়ীর তাবৎ লোক তখনও জাগে নাই,—বাবু "হনহনিরে" চলে যেতে লাগলেন।—

আহা! ইতিমধ্যে কি দেখিলাম—!! বাড়ীর নিত্য পিণ্ড ভোজি কুক্কুরগুলি সকল সঙ্গে২।—তখন কি ভাব যে মনে উদয় হয়, তা ভাবুক!—বুঝিয়া দেখ।

আমি যে ভাবে বাড়ী হইতে চলিলাম, তাকি তারা জানে?—আহা! আমার মনে যে ভাব, তাকি অন্যেও জানিয়াছে? এ অন্তঃকরণের ভাবও কি অনেটের পাইয়াছে? আমি যেন তাদের প্রভু, (প্রভু সেই—একেবল ভাক্ত) রোগেকাতর হইয়া—বাড়ি ছাড়িয়া—দেশ ছাড়িয়া এই প্রাতঃকালের বেলা উষা যাত্রা করিয়া চলিয়াছি,—তারা চিরন্তন সেবকের ন্যায় আমার অনুগমনে প্রবৃত্ত হইয়াছে,—আমি, তখন কি করি?—না—পালকিতে নিদ্রাকাতর, পড়িয়া আছি।—আজ—মাঙ্গলিকদর্শন করিয়াছ?—না—কিছুইতো দেখিতেছি না,—প্রথমে শয্যা হইতে উঠিতেই "টিক্‌টিকী" ডাকিয়া উঠিল,—না করিল কি হাঁ করিল, কিছুই জানি না,—তবুও মনের পক্ষে 'মন্দের সংশয়টাই কিছু বলবান,—কাজেই সে উদ্যম থামিল,—আবার একটা কাজের উপলক্ষে শয়নমন্দিরে প্রবেশ করিলাম, কাজ তত কিছুই না,—তবে এগুলি কি চিহ্ন?—ভাল—না মন্দ?—ঈশ্বর জানেন!—যখন আবার দালানের বাহির হই, তখনই সম্মুখে "টিক্‌টিকি" ডাকিয়া উঠিল,—কি কহিল?—তখন মানি নাই—

উদ্যানে ফুল গুলি ফুটিয়াছিল, দেখিলাম! এই কি মাঙ্গলিক?—হতে পারে।

আজ কুমুদিনীগুলি বামনদিগের ঝিলের হেলে কম্ ফুটিয়াছিল!!—এদিকে ধান্যের ক্ষেত্রে ধান্যবৃক্ষগুলি পূর্ণযৌবন দেখাইয়া কৃষককুলের মন টানি-

তেছে, ইতিমধ্যে আরবার নিদ্রাদেবী আসিয়া চক্ষুর পাতা দুটি চাপিয়া বসিতে চাহিতেছিলেন—কিন্তু আমি একবার না করি, আরবার চক্ষু ছাড়িয়া দেই,—অনেকক্ষণ এরূপ হইলে অবশেষে চক্ষু মুদিয়া গেল।—কিছু পরে চক্ষু খুলিল,—সম্মুখে—"সেবি-নদী"—মন্দ২ সমীরণ হিল্লোল আসিয়া শরীরকে স্নিগ্ধ করিল চক্ষু স্রোতস্বতীর সলিল-স্রোত দেখিয়া—বিস্তৃত জল-রাশি দেখিয়া—শীতল হইল—মন নবীন আনন্দে মজিয়া গেল!!!—তখন আমার মনের ভাব কে বুঝিল?—আর কে?—যারা ভার বুঝিয়া বাড়ী হইতে সঙ্গে২ আসিয়াছিল, তাঁরাই বুঝিল,—যদিও আমাকে কএকদিন দেখিতে পাইবেনা বলিয়া তারা মনে২ দুঃখিত ছিল, কিন্তু এখন আর নিশ্চল প্রায় থাকিতে পারিলনা— প্রভুর মন আনন্দিত হইয়াছে—মনের রোগ ভাল হবার আশা জন্মিয়াছে, এই ভাবিয়া তারা আর আনন্দ ধরিতে পারিলনা—সেই আনন্দে অধৈর্য্য হইয়া যেন তারা দৌড়াদৌড়ি—লাফালাফি করিতে লাগিল—প্রথমে পশ্চিমদিগে দৌড়িল, এর তাৎপর্য্য কি?—ভাবুক। কিছু বুঝিয়াছ?—যখন ইতরপ্রাণী হইয়া আমার জন্য এতখানি প্রভুভক্তি দেখাইল,—তখন কি আমার ইচ্ছা তারা যে বুঝিয়াছিল—সেইটি জানাইতোনা?—ইঙ্গিতে বলিয়া দিবেনা? আর এমন ইচ্ছা না থাকিলেই কি?—পূর্ণানন্দের সময় পরিণামের চিন্তা কি থাকে?—আমি পশ্চিমদিক্ আগে যাইব জানিয়াই যেন সেইদিকে আহ্লাদের চোটে আপনারা ছুটিল—আমি কাজে২ জানিলাম। একদিকে যাইবার কথাই কেবল তারা জানিয়াছিল, এমত নয়,—পরে যে পূর্ব্বদিকে যাইব বলিয়া মনে করিয়াছি, তাও জানিয়াছিল,—সেইদিকেও পরে দৌড়িয়াছিল—

নৌকায় উঠিলাম। পালকি সহিত বাহকদিগকে বিদায় দিলাম। বিষন্ন-চিত্তে কুকুরগুলি দাঁড়াইয়া থাকিল।—যেমন চিরন্তন প্রভু দেশান্তরিত হইবার সময় অনুগত সেবককুল মুখপ্রেক্ষী হইয়া থাকে, সেইরূপ মুখের দিকে চাহিয়া থাকিল।

এখন নৌকা খুলিল—আহ্লাদের নদীর মাঝে যেন মন তরি ভাসিয়া চলিল,—কিছু২ বাতাস অনুকূল হইয়া পাছে২ আসিতে লাগিল।—মনের তরি—আর স্ফূর্ত্তির বাতাস—আনন্দের নদী, কি অপূর্ব্ব-সুখ!!

ইচ্ছা ছিল, যে "বজরা" আমাদের থাকিবার স্থান হয়, কিন্তু "কিঙ্কর" (বেটা দুষ্ট!!) কিঙ্করের ন্যায় কার্য্য করে নাই,—কেবল অহঙ্কারে পূর্ণ হইয়া "বজরা" "লঙ্গর" করিয়া রহিয়াছে!!! মাঝি মুস্থির হয় নাই,—শীঘ্র হবার বড় সম্ভাবনাও নাই,—কে অপেক্ষা করে?—প্রাতঃকালের সেই মধুরিমা কে পরিত্যাগ করে?—কে হতাদর করিয়া ছাড়িয়া দেয়? (তবে কি জন্যে আশা?) নৌকা চলিল,—চক্ষু খুলিল,—মন প্রশান্ত হইল!!—অন্তরের ভিতর স্কন্ধতার যে একটী আবরণ পড়িয়াছিল, তা ঘুচিয়া গেল। কি দেখিলাম?—বামে—দক্ষিণে—অগ্রে—পশ্চাতে—বিস্তৃত প্রান্তর—গৃহস্থপল্লী—নদী নদী। তখন মন হাসিয়া উঠিল।—কে দেখে?—আমিই। নিজেই নিজের অন্তরের রস গ্রহণ করিতে লাগিলাম। জড়তাকে কে তাড়াইয়া দিল। (হাঁ—হাঁ—তাইতো?—) হাত পা যেন বন্ধন হইতে মুক্তি পাইল। অমনি ছাতের উপর গিয়া বসিলাম। মনের কি ভাব হইল?—যেমন জলরাশি দেখিতে লাগিলাম, অমনি মন তেমনি শীতল হইল,—বর্ষাকালের জল ঘোলা, তবে মনের কি দশা?—না তা হবার যো নাই। আমি দেখিতে লাগিলাম—জল ভিন্ন,—মাটি ভিন্ন।—সৌভাগ্যের দিনে যেমন লক্ষ্মী আজ কোনদিকে দেখা দিলেন, কাল কোনদিকে হাসিলেন, পরশ্ব কোন দিকে প্রসন্নবদন উজ্জ্বল করিলেন ঠিক করা যায় না; কেবল আনন্দ কেবল আনন্দ! কেবল আমার! (তেমনি) ক্রমশঃ আনন্দ বর্দ্ধন করিয়া নৌকা যে কোথা দিয়া কোথা আসিয়া উপস্থিত হইল, তা কে ঠিক করে?—ক্রমে দেখিতে লাগিলাম, বামদিকের ভূমি নিম্নভাবে

দেখা দিতে লাগিলেন, ইহাতে কি বুঝাইল?—চরে নিরীহ প্রজা।। দক্ষিণে কাছাড়!—তুমি উচ্চ,—কি দৃকায়?—** পুর,—সমৃদ্ধ-স্থান—গৌরবান্বিত জনপদ।। ভূম্যধিকার আছে, ধন আছে,—বিত্তব আছে।'— না—জন্মভূমি জননী পুত্র কোথা যায় বলনা উঁচু হইয়া দেখিতে লাগিলেন?—(আহা! জননী কুপুত্র বলিয়া কি ঘৃণা করেন?)—দক্ষিণ পারে নানাবিধ বৃক্ষ শোভা পাইতেছে—ঝোপ—বন্যা বেত-লতা এবং নানাবিধ গুল্মলতা উদ্ভিদ সকল যেন চুপিচুপি মৃত্তিকা হইতে উঠিয়াছে,—প্রখর-রৌদ্র—প্রতপ্ত-বিহঙ্গবৃন্দকে দেখা দিতেছে,—যদি তারা আশ্রয় দেখিয়া আসিয়া বসে—পাতার অন্তরালে বসিয়া শ্রান্তি দূর করে,—দয়ালু দাতা যেমন শ্রান্ত পথিকদিগের জন্য অতীথি-নিবাস করিয়া আহারের আয়োজন প্রস্তুত রাখেন—বৃক্ষগুলি ফল সকল ডালেং ফলাইয়া সেই ভাব মনে জন্মাইতেছে।—যদি বিহঙ্গবৃন্দ মধ্যে কেহং আশ্চর্যান্বিত হইয়া গাছে গিয়া না বসে—কিংবা বিনা আহ্বানে কোনং অতীথি অতীথ হয়না—এই ভাবিয়া যদি বৃক্ষকুল অপ্রসন্ন হন,—প্রভঞ্জন তখন আসিয়া বৃক্ষের পত্রাবলীকে ইতস্ততঃ নাড়িতে থাকেন—পাখিরা বুঝে, আমাদিগকে ডাকিতেছে—অমনি তারা উড়িয়া ডালে বসে, অথবা প্রখর তাপে শুষ্কছদন পাখীকুল অচেতন হইয়া পড়িয়া থাকে, তাহাদিগকে কে জাগায়?—কে ডাকিয়া অতিথি-সৎকার করে?—প্রভঞ্জন।।—ডাল হেলিল—পাতা নড়িল—পাখিদল জাগিল—ডালে বসিল বিহঙ্গ ফল খাইল। আহা, ঈশ্বরের রাজ্যে ধর্ম্মের অনুষ্ঠান কোথায় নাই?—যার অরণ্যানীতেও অতিথী সৎকার হইতেছে।'

কিছু দূর নৌকা আরও চলিল।—তখন কতক গুলিন নৌকা একত্র লাগিয়া রহিয়াছে—কতক গুলিন মানুষ উপরে বসিয়া কিছু কাজ করিতেছে, দেখিলাম।—নয়ন সেই দিকেই চাহিয়া থাকিল—মন সেই দিকেই লাগিল।

নৌকা আরও কিছু আগে বাড়িল।—তখন দেখিলাম, কতগুলি লোক কাটা বেতসকল জড়ো করিতেছে—কতর গুলি কাটিতেছে—আনন্দে সংসারের কাজ করিতেছে। তখন মন কি কহিল?—জিজ্ঞাসা কর, এরা কে?—জিজ্ঞাসা হল,—বলিল, যে তারা মধুপুরের গড়ের দিকের লোক। তখন মন কি কহিল? —হায় "**পুরের"—ইতর লোকেরা কি উদাসীন!!—এইখানের জঙ্গল কাটিয়া অন্যে উপার্জ্জন করিতেছে, এখানের লোক নিরুদ্যম! অথবা আজ্ কি গৌরব।—"** পুরের" জঙ্গলেও অন্যের আহারের সংস্থান হয়।

নৌকা আরও কিছু আগে বাড়িল, তখন সেই বিহঙ্গকূজিত-ফলশোভিত-শীতলছায়া-সমন্বিত শ্রমশান্তকর মনোরম বৃক্ষটি দেখিলাম। কি বৃক্ষ? বট মহীরুহ। আজ সে নীরব—নিস্তব্ধ। আজ ইহার ডালেং পাখী সব উড়িয়াং আনন্দ জন্মায় না, চুহুবুহু করিয়া মনের উল্লাস জন্মায় না—আজ্ প্রভঞ্জন আসিয়া ইহার সহিত খেলা করেন না—ফলগুলি টুবটুব্ করিয়া জলে ফেলিয়া শ্রবণের তৃপ্তি—নয়নের তৃপ্তি জন্মান না—বিধবার হাত—গলা যেমন আভরণ অভাবে শূন্য দেখায়—আজ বিহঙ্গপংক্তি ইহার ডালে নাই—তাই তেমনি দেখায়, সুন্দর মনোহর পুরুষ যদি মূক হন,—তবে যেমন ভাব মনে জন্মে, আজ এই গাছটি দেখিয়া সেই ভাবটি মনে অবাধে উপজিল। ছিন্নতার-বীণা ভাবুকশ্রোতার মনে যেমন ভাব জন্মায় আজ সেইটি এই গাছটিতে ঠিক্ ঠিক্ জন্মাইয়াছে।। বিহঙ্গদলের সে মধুর সংগীত নাই—সে আনন্দ কোলাহল নাই—সে মঙ্গল জাগ্ধ্বনি নাই।। কেন?—আজ্ কেন তোমার এরূপ দশা?—'তুমি একা'—তুমি একা।—কি কহিলে?—বৃক্ষ-রাজ! কি কহিলে "তুমি একা একা" সেদিন আমরা যে কয়টি ছিলাম সে কয়টি নাই? অমনি শব্দরূপ বায়ু আসিয়া গাছের একখানি ডাল হেলাইলে সঙ্কেতে আমাদিগকে জানাইলেন। হাঁ—হাঁ।—বাতাসের হাঁ, হাঁ,

শব্দেতেই আমরা টের পেয়ে ছিলেম, তথাচ মুক্ত সভ্যতা রক্ষা করিলেন, ভাল নোওয়াইয়া জানাইলেন, ঠিক্ ঠিক্।

যেখানে আনন্দ নাই, সেখানে কে থাকে ?—আনন্দ যেখানে নাই, সেখানে কি সকলের মন টেকে ?—

নৌকা আরও ভাসিয়া আগে বাড়িল,—তখন "ঝিরকি"-"সেবি"-সঙ্গম-স্থলী—দেখা যাইতে লাগিল। নৌকা সেই স্থানে যাইবে—সেই দৃশ্য নয়ন ভরিয়া দেখিব, মনে সাধ জন্মিল—নৌকা চালাও—চলিল—সেই "সঙ্গম-স্থলী"—চক্ষের নিকট হইল, তখন আনন্দ কে দেখে ?—কিন্তু দেখিবা মাত্র মন ফিরিয়া গেল—প্রয়াগ মনে পড়িল ॥—আহা! গঙ্গা যমুনার সঙ্গম স্থান মনে উদিত হইল ॥—"ঝিরকি"—"কালিন্দী"—"সেবি"—"গঙ্গা"—"ঝিরকির" জল—নীলিম—"সেবির" জল শুভ্র "শঙ্খ-কুন্দেন্দুধবলা ॥"—আহা! এই প্রয়াগ তীর্থ ॥ ত্রিবেণী!—(হায় "সরস্বতী" দেখিনা ॥) ঠিক্ প্রয়াগে যেমন "গঙ্গা" "যমুনার" সঙ্গমস্থলী জলের বর্ণে ভেদ করা যায় এখানেও সেইরূপ ভেদ করা যায় ॥

"মন! রে আমার! কি কাজ কাশী ?
কালীপদ কোকনদ তীর্থরাশি॥"

যখন এই "প্রয়াগে" আসিলাম, তখন কি যে মনের ভাব হইল, "কব তা কেমনে ?"—এস্থানে ছড়িতে মন চললো—"এলাহাবাদ"—কেল্লা—কোথায় ? এই অনুসন্ধান মনে জন্মিল। কিন্তু বৃথা ॥—"কেল্লা" নাই—নাই!—তথাচ থাকা গেল না—কিছু কাল এই খানে নৌকা রাখাইলাম, আর মন তার লিখিবার জন্য ব্যগ্র হইল। এতেই বুঝা যায় যে "সরস্বতী" কুণ্ড এখানেই,—লুপ্ত,—তা নইলে—এই শব্দ মনে এত কথা কোথা হইত"—"ত্রিবেণী" বলিয়া মন যদি ঠিক অনুরক্ত হইত, তবে এই "ত্রিবেণী"—এই "প্রয়াগ" ছিল।

(ক্রমশঃ প্রকাশ্য।)

প্রাপ্ত।

দুর্ভাগিনী শ্যামা।

———:০:———

দ্বিতীয় অধ্যায়।

(গত প্রকাশিতের পর।)

দুঃখের কথা কহিতে২ সে দিন অত্যন্ত কষ্ট হওয়াতে হঠাৎ ক্ষান্ত দিয়াছিলাম। যে স্থান হইতে প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত হয়, তাহার পর হইতে আবার দুঃখের কাহিনী আরম্ভ করিলাম।

মাতৃ বিয়োগ বিষয়ে যত চিন্তা করিতে লাগিলাম ততই দিন২ শোকানল প্রজ্বলিত হইতে লাগিল। আহা! যার মা নাই, তার মত দুর্ভাগা লোক কি আর পৃথিবীতে আছে? মা আমাকে মৃত্যুর ২। ৩ দিন পূর্ব্বে কহিলেন "শ্যামা! আমি থাকতে তোর ভাবনা কি? আমার অমতে তোকে কুলীনে দিবে দেখ, কার সাধ্য? মাতা ইহা কহিয়াই ক্ষান্ত রহিলেন না। নিতান্ত বাঁচিবেন না বলিয়া যখন জানিতে পারিলেন, তখন (মৃত্যু দিবস প্রাতে) বাবার হাতে হাত রাখিয়া কহিলেন, "আমি এখন চলেম। মরণকালে শ্যামারে তোমার হাতে সঁপিয়া দিয়া বলচি, এমন সোনার প্রতিমা জলে দিও না"। পৃথিবীতে মার এই শেষ কথা। আর কথা কহিলেন না, আমি উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে লাগিলাম। পিতার অন্তর কঠিন হইলেও, দুই চক্ষে অশ্রুধারা বহিতে লাগিল। কহিলেন "শ্যামা শান্ত হও, আমি সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিলাম।" পিতার এই আশ্বাস বচনে, সেই শোক সাগরের মধ্য হইতেও যেন হৃদয়ের কিঞ্চিৎ জ্যোতিঃ বিকাশ হইল। মুখ একটু প্রফুল্ল হইল, কিন্তু কেহ টের পাইবে বলিয়া তৎক্ষণাৎ সে ভাব গোপন করিলাম। এই ঘটনার কিছু দিন পরে বাবা আর একটী শোচনীয় সংবাদ পাইলেন, তাহাতে কুলীনে আমাকে বিবাহ দিবার ইচ্ছা একেবারে পরিত্যাগ করা হইল। এক বৎসর পর একটী সুপাত্র দেখিয়া আমাকে সম্প্রদান করিবেন, এই স্থির

মরিলেন। সুতরাং প্রাগুক্ত ঘটনাটী শোচনীয় হইলেও আমার মনে যারপরনাই, আনন্দ। লোক দেখাইয়া চক্ষের জল ফেলিলাম বটে, কিন্তু সে বিষাদ অশ্রু কি আনন্দাশ্রু ঠিক বলিতে পারি না। যাহৌক, ঘটনাটী বড় চমৎকার। অতএব পাঠক শ্রবণ করুন।

রামনগর নামক গ্রামে আমার পিসির বিবাহ হয় পিসার নাম গৌরসুন্দর বিদ্যাভূষণ। তাঁহার একমাত্র কন্যা ভিন্ন অন্য সন্ততি ছিলনা: সে কন্যার নাম মোহিনী। পিসা মহাশয়ের বাটীতে একটী চৌপাঠী ছিল, তাহাতে ১০।১২ জন ছাত্র অধ্যয়ন করিত।

বাবার ন্যায় পিসা মহাশয়ও কুলীনভক্ত ছিলেন। সুতরাং মোহিনীরত্নকে এক হাড়হাবাতে কুলীন মর্কটের হাতে সমর্পণ করেন। বিবাহ অবধি বর্ণিত সময় পর্য্যন্ত ১০।১১ বৎসর হইয়াছিল। এই দীর্ঘকালের মধ্যে বিবাহের দিন ব্যতীত বর কন্যার চারি চক্ষু একদিনও মিলে নাই। মেয়ে কুড়ী হলেই বুড়ী হয়। তাহাতে মোহিনীর বয়স প্রায় ১৮।১৯ বৎসর। সুতরাং যৌবনকাল প্রায় উত্তীর্ণ হইবার মধ্যে।

যৌবনকালে স্বতঃই মনে বিকার জন্মে। এ সময় পতিবিরহিণী মোহিনীর চিত্ত যে অবিচলিত থাকিবে, এরূপ কখনও সম্ভাবিত নহে। সুশিক্ষা দ্বারা জ্ঞান মার্জ্জিত না হইলে, ইন্দ্রিয় সংযম অতি কঠিন ব্যাপার। কিন্তু বঙ্গদেশীয় স্ত্রীলোকদিগের বিদ্যার সহিত সপত্নী সম্বন্ধ। তা যাকৃ, মোহিনীর স্বভাব এ পর্য্যন্ত কার্য্যতঃ দূষিত না হইলেও যতদূর মন্দ হইতে পারে, হইয়াছিল। হা। আমার কপাল! আমি আবার অন্যের চরিত্রে দোষ দি। আমি পবিত্রা কুলীনকন্যা ছিলাম, এখন যারপরনাই ঘৃণিত ও অস্পৃশ্য হইয়াছি। এ কি। মোহিনীর কথা বলিতে২ যে, নিজের কথা বলিতেছি। তার পর পাঠক শুনুন।

মোহিনী একমাত্র সন্ততি বলিয়া পিসীপিসা উভয়েরই বড় আদরের পাত্রী ছিল। মোহিনীতে স্ত্রীলোকসুলভ গুণের অভাব ছিলনা। পাড়ার সকলেই তাহাকে ভালবাসিত। মোহিনী এরূপ লজ্জাশীলা ছিল যে, পুরুষ দেখিলে মস্তক নত করিয়া অন্য পথে সরিয়া যাইত। মোহিনীর স্বামী যদি সুপাত্র হইতেন, তবে বোধ হয় মোহিনীর মত স্ত্রী অতি অল্পই দেখা যাইত। কিন্তু পিতার বিবেচনা দোষেই তাহার সর্ব্বনাশ হইল। মোহিনী এখন পুরুষের মেলেই অধিক থাকিতে ভালবাসে। যার তার সঙ্গে কুৎসিত ভাবভঙ্গী ও জঘন্য আলাপ করে।

পূর্ব্বোক্ত চৌপাঠিতে রাজীবলোচন চক্রবর্ত্তী নামে বিশ কি একুশ বছরের একটী ছাত্র ছিল। রাজীবের আকার নাতিদীর্ঘ নাতিখর্ব্ব, কৃশকায়, গৌরবর্ণ, চক্ষু দুটি বৃহৎ, নাসিকা উচ্চ, ঈষদ গোঁপের রেখা দিয়াছে। মস্তকের কেশ ক্ষুদ্র২, কেবল মধ্যস্থানে একটী টিকী। অতিশয় শান্ত, গম্ভীর, মেধাবী, নিরহঙ্কার ও অমায়িক ছিল। ব্যাকরণ, সাহিত্য ও স্মৃতি ত্রিবিধ শাস্ত্রেই তাঁহার বিলক্ষণ বুৎপত্তি জন্মিয়াছিল। প্রায়ই টোলের পড়ো ষণ্ডামার্ক হয়, কিন্তু রাজীবের স্বভাব তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত ছিল। বিশেষতঃ স্ত্রীলোক দেখিলে রাজীব লজ্জা ও সম্ভ্রমে সঙ্কুচিত হইতেন। রাজীব অধ্যাপকের প্রিয়তম ছাত্র ছিলেন। পিসা মহাশয় স্থানান্তরে নিমন্ত্রণে গেলে, রাজীব ছাত্রদিগের অধ্যাপনা করিতেন। এমন কি পিসা মহাশয় রাজীবের উপর আপনার সাংসারিক তাবৎ কার্য্যের ভার দিয়াছিলেন। রাজীব প্রায় ১০ বৎসর অধ্যাপকের গৃহে আছেন, সুতরাং মোহিনীর সঙ্গে তাঁহার একপ্রকার ভাই ভগ্নীর ভাব হইয়াছে।

মোহিনী সর্ব্বদাই রাজীবের কাছে যাইয়া বসিত, উভয়ের বিলক্ষণ প্রণয়ও ছিল। কিন্তু কিছু দিন হইতে মোহিনী রাজীবের প্রতি বড় একটা সরল-দৃষ্টিতে চাহিত না! মধ্যে২ কুভাবব্যঞ্জক দুই একটী বাক্যও বলিত। তত্তৎকালে রাজীব বিরক্ত হইয়া তথা হইতে প্রস্থান করিতেন। কোনদিন বা মোহিনীকে লক্ষ্য করিয়া একটু মিষ্ট ভর্ৎসনাও করিতেন। এইরূপে যো না পাইয়া, মোহিনী উপায়ান্তর গ্রহণ করিল। রাজীবকে দেখিলে লজ্জিতা হয়, বাহ্-

ভক্তি প্রদর্শন করে, এবং সময়২ পূর্ব্বের মত পবিত্র নিঃস্বার্থ প্রণয় দেখায়। রাজীব যখন এরটুক নত হইলেন—মন হইতে মোহিনীর কুঅভিসন্ধির ভাব অনেকাংশে তিরোহিত হইল, তখন মোহিনী একদা কহিল "আপনি আর কতকাল অধ্যয়ন করবেন ?"

রাজীব। "বিদ্যার কি পার আছে ? ফলতঃ আমার আরো কিছুকাল বিদ্যাভ্যাস করার ইচ্ছা।"

মোহি। "সারা জীবন কি কেবল বিদ্যাভ্যাসেই কাটাবেন ? বিয়ে থাওয়া করবেন না ?"

রাজী। "রাঢ়ী শ্রেণী ব্রাহ্মণের বিয়েত কেবল মুখের কথা নয় ?"

এমন সময় কি কর্ম্মের জন্য পিসা মহাশয় মোহিনীকে ডাকিলেন, সেদিন ঐ পর্য্যন্ত রহিল।

ইহার কয়েকদিন পরে আবার কথায়২ বিবাহের প্রস্তাব উঠাইয়া মোহিনী কহিল "আচ্ছা, আপনার হাতে যদি কখনও টাকা না হয়, তবে কি বিয়ে করবেন না ?"

রাজী। "টাকা না হয়, না কল্যেম। বিবাহে এত প্রয়োজন কি ?"

মোহি। "একরকম বিয়ে কত্যেই হবে।"

রাজী। "কেন ?"

মোহিনী ঈষৎ হাসিয়া কহিল "কেন, তা আর কি না বুঝেন ?"

রাজী। "বুঝলে আর জিজ্ঞাসা করব কেন ?"

মোহি। "সেটা কেবল কথার কথা।" এই পর্য্যন্ত কহিয়া গাত্রোত্থান করিল, এবং রাজীবের প্রতি সকাম কটাক্ষপাত করিয়া, আপনাআপনি কহিতে লাগিল "বয়সের কালে স্ত্রী না হলে যে পুরুষ থাকতে পারে, এমন পুরুষত দেখিনা।" কিন্তু এই কথাগুলি এরূপভাবে কহিল, যেন রাজীব শুনিতে পারেন। রাজীব হঠাৎ মস্তক উত্তোলন করিয়া, মোহিনীর উদ্দাম স্তন আকার দেখিয়া রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিলেন।—বিকার বশতঃ এ রোমাঞ্চন নহে; রাজীবের মত বিকৃত হওয়া অসম্ভব। পর্য্যটন করিতে২ পথের মধ্যে সর্প দর্শন করিলে, পর্য্যটকের শরীরে ভয় নিবন্ধন যেরূপ রোমাঞ্চন উপস্থিত হয়, এ সেইরূপ রোমাঞ্চন।

মোহিনী একটু হাসিল—সে হাসি ভ্রান্তি-জননী-বিদ্যুৎ আলোকের ন্যায়, মরুভূমিস্থ ভাক্ত সরোবরের ন্যায়, এবং পাণ্ডুরোগাক্রান্ত ব্যক্তির রূপের ন্যায়:—আপাত সুদৃশ্য কিন্তু গরল পরিপূরিত। রাজীব হতবুদ্ধির ন্যায় চাহিয়া রহিলেন, মোহিনী প্রস্থান করিল। অপরাহ্নে এই ঘটনাটী হয়, তদবধি রাজীব যতই আন্দোলন করিতে লাগিলেন, মোহিনীর উপর ততই ঘৃণা জন্মিল। এমন কি সমস্ত রাত্রি রাজীবের নিদ্রা হইল না। অতি প্রত্যূষে উঠিয়া একবার মনে করিলেন, অধ্যাপকের নিকট সমস্ত জ্ঞাপন করি, আবার কে কি মনে করে, বিশেষতঃ মোহিনীর কলঙ্ক হইবে, ইত্যাদি বিবেচনা করিয়া সে সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিলেন। পুনর্ব্বার ভাবিলেন, আমার এখন এস্থান পরিত্যাগ করাই শ্রেয়ঃ। কিন্তু কি বলিয়া বিদায় হইবেন। অকস্মাৎ অকারণ বিদায় হইতে গেলেই গুরুর নিকট মিছামিছি একটা কারণ বলিতে হইবে। সেটী রাজীবের দ্বারা কখনই হইবার নহে। আবার ভাবিলেন এখনো কেহ উঠে নাই, এই সময় আমি প্রস্থান করিনা কেন ? কিন্তু তখনই মনে হইল তাহা হইলে অবশ্য সকলের মনে একটা গোল হইবে। হইতে পারে, মোহিনী যে কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়াছে, তাহাতে অনর্থক সকলের কাছে কোনরকম ভ্রম নষ্ট কেন না করিল ? এইরূপে ক্রমে২ সকল সঙ্কল্প পরিত্যাগ পূর্ব্বক, স্থির করিলেন, দেখা যাক, ঈশ্বর কি করেন ?

এই ঘটনার প্রায় মাসেক পরে একদা সন্ধ্যা সময়ে রাজীব স্বীয় পর্য্যায়ক্রমে পাক করিতেছেন। সহসা মোহিনী একটা পানের খিলি হাতে করিয়া সেই গৃহে নিঃশব্দে প্রবেশ করিল। শেষ বেলা হইতে চতুর্দ্দিক মেঘাচ্ছন্ন করিয়াছে, সুতরাং সন্ধ্যার অব্যবহিত পরেই ঘোর অন্ধকার হইয়াছে। মোহিনী রাজীবের

নিকটে যাইয়া কহিলেন "মোক্তার! পান খাবে।"

রাজীব বিশেষ চিন্তা না করিয়াই কহিলেন "না" মোহিনী পানটী আপনার মুখে দিল। এবং উনমের নিকটে যাইয়া বসিল। রাজীব কহিলেন "আপনি এখানে কেন? কে দেখে কি বলবে, এখান হতে যাউন।" এমন সময় বৃষ্টি পড়িতে আরম্ভ করিল।

রাজীব আবার কহিলেন "বৃষ্টি অধিক হলে যেতে পারবেন না। এখন যাউন" বলিতে২ বৃষ্টি ভারী হইয়া আসিল।

মোহিনী কহিলেন। "কেন আমি তোমার কি হানি কচ্ছি।"

রাজী! "হানি করুন, আর না করুন, এখান হতে যাউন।

মোহিনী ঈষৎ হাসিয়া কহিল "এত রাগ কেন? পানত খেলেই না তবে চাবা খাবে।" ইহা কহিয়া রাজীবের কাপড়ে খানিক পিক দিল।

রাজীব শান্ত প্রকৃতি হইলেও, তখন ক্রোধে শরীর কম্পান্বিত হইল। দৃঢ়তার সহিত কহিলেন "শীঘ্র যাও। তুমি একে অবলা তাহাতে গুরু কন্যা বলেই, ক্ষমা করিতেছি।"

এই সকল গণ্ডগোলে উনমের আগুন ছিটিয়া মোহিনীর অঞ্চলে ধরিয়াছিল। জ্বলিতে দেখিয়া রাজীব সকল ক্রোধ বিস্মৃত হইয়া নিভাইতে গেলেন। তখন মোহিনী লজ্জাহীনা হইয়া স্বেচ্ছাচারের তৃপ্তি সাধন জন্য যাহা২ করিল; আমি যে এত অধঃপাতে গিয়াছি, আমারও তাহা বলিতে লজ্জা হয়। অতএব ক্ষান্ত রহিলাম।

যে গৃহে এই ঘটনাটী হয়, তাহার উত্তর দক্ষিণে দুইটী দ্বার ছিল। বৃষ্টি নিবারণ হয়২ এমন সময় মোহিনী দক্ষিণ দ্বার দিয়া বহির্গত হইয়া গেল। অতঃপর জল ধরিলে, ছাত্রেরা আহারাদি করিয়া স্ব স্ব স্থানে শয়ন করিল। পিসা মহাশয়দিগের আহার সন্ধ্যার সময়ই হইয়াছিল। মোহিনীর ভাত বড় ঘরে আনিয়া ঢাকাইয়াছিল। এতক্ষণ বৃষ্টির জন্য মোহিনী বাটীতে আসিতে পারে নাই; কোন বাড়ীতে বেস বসিয়া আছে। এই ভাবিয়া পিসাপিসী এতক্ষণ অপেক্ষা করিয়াছিলেন, ক্রমে রাত্রি অধিক হইতে লাগিল, তথাপি মোহিনী ফিরিয়া আসেনা। পিসী ক্রমে২ পাড়ার সকল বাড়ী দেখিয়া আসিলেন, কোথাও মোহিনী নাই। তখন নিতান্ত গণ্ডগোল হইতে লাগিল।

পিসামহাশয় রাজীবকে ডাকিলেন। রাজীব অন্যান্য ছাত্রদের সঙ্গে শয়ন ও ভোজন করিয়াছিল বটে! কিন্তু ভোজন কেবল নাম মাত্র; শয়ন করিয়া এক মুহূর্ত্তও নিদ্রা হয় নাই। ফলতঃ পিসা মহাশয় যখন ডাকিলেন, তখন রাজীব শয্যায় বসিয়া গভীর চিন্তায় নিমগ্ন ছিলেন। ডাক শুনিয়া ব্যস্তভাবে আসিলেন। পিসা মহাশয় কহিলেন "রাজীব! মোহিনীকে পাওয়া যায়না।" রাজীব শ্রুতমাত্র একটু চমৎকৃত হইলেন। কিন্তু তৎক্ষণাৎ সে ভাব গোপন করিয়া কহিলেন "আমি দেখিয়া আসি।" পিসা কহিলেন "কোথা দেখিবে।" কিন্তু ইহার পূর্ব্বেই রাজীব তথা হইতে প্রস্থান করিয়াছিলেন।

কিছুক্ষণ পরে দক্ষিণের ঘরের পূর্ব্ব কোণে একটী চিৎকার শুনা গেল। পিসা ও পিসী শব্দ লক্ষ্য করিয়া তথায় যাইয়া দেখেন নির্ব্বাণ প্রায় একটী ডোডপা মৃত্তিকায় পতিত রহিয়াছে। রাজীব ও অচেতন। পিসা মহাশয় রাজীবকে স্থির করিবার পূর্ব্বেই, পিসী ডোডপাটী জ্বালাইয়া যেইমাত্র বিল্বরক্ষের পানে দৃষ্টি করিয়াছেন, অমনি চিৎকার করিয়া তিনিও ভূতলে পতিত।

রাজীব চৈতন্য পাইয়া পিসামহাশয়কে আনুপূর্ব্বিক সকল কথা কহিলেন। পিসামহাশয় শুনিয়া হতবুদ্ধির ন্যায় রহিলেন। তখন রাজীব কহিলেন "এমন করিয়া থাকিলে হবে কেন?"

পিসামহাশয় কহিলেন "কি করব?"

অধ্যায়টী অতি বৃহৎ হইল। কিন্তু বোধ হয়, মোহিনীর কিরূপে মৃত্যু হইল জানিতে পাঠকেরা

উৎসুক হইয়া থাকিবেন, অতএব তাহা বলিয়াই উপসংহার করিতেছি।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, রাজীবকে কোন মতে প্রলোভিত করিতে না পারিয়া মোহিনী উন্মাদিনীর ন্যায় গৃহ হইতে প্রস্থান করিয়াছিল। কাম প্রবৃত্তি তাহার এত প্রবল হইয়াছিল যে, বোধ হয়, পুরুষজ্ঞানে বিল্বরক্ষ জড়াইয়া যেমন সবলে আলিঙ্গন করিয়াছিল, অমনি বক্ষস্থলের অস্থি ভগ্ন হইয়া, সেই ভাবেই তাহার মৃত্যু সংঘটন হয়। হা! কুসুমবাণ! তোমার অসাধ্য কিছুই নাই!!

(শারদীয়া পূজা সময়ে কোন বিদেশীর বিলাপ।)

১২৭৭। ১৮ ই আশ্বিন। রঙ্গপুর, মাহিগঞ্জ।

সুকোমল কল্পনার চারু সিংহাসনে,
পাতিয়া এখন মম মনো-নিকেতনে,
ফুলের সুন্দর হার, নব নব অলঙ্কার
রচিয়াছি পরমযতনে,
সাজাতে কবিতা-কায় বাঞ্ছা করি মনে।

১

মজিয়া তরুণ তাপে, করুণার জলে,
বিকসিত ভাব পুষ্প ধুয়ে কুতূহলে,
রাখিয়াছি সমুদায়, এই মাত্র বাসনায়,
কবিতার চরণ-যুগলে
দিব রে অঞ্জলি যদি বসিয়া বিরলে।

২

যথা বিধি সমর্পিয়া পূর্ব্ব প্রয়োজনে,
আগমনপথে তাঁর বেথেছি নয়নে।
যথা যোগী সজ্জন, পূজার কামনায়
জড় করি, যত আয়োজন,
বর্ষার আবির্ভাব করে প্রতীক্ষণ।

৩

উর গো কবিত্বশক্তি বিশ্ব-বিমোহিনি!
দেহ অনবজ্ঞা বর, অমরকারিণি।
স্নেহের হিল্লোলে ভাসি, বাজায়ে বাণীর বাঁশী,
মোহি ভব-চিত্ত, সুরজিনি!
হবে কি এ আশা মম সুফল-গর্ভিণী।

ভবের ভিতরে ধরি মানবজনম,
দাসত্ব শৈশব-ভ্রমে করি অবলম,
দারুণ-দুর্ভাগ্যবশে, পড়ি তার প্রেম-বশে,
করিতেছি বিদেশ ভ্রমণ।
দেশের বান্ধব-দলে করি বিস্মরণ।

৫

প্রণয়ের প্রতিকৃতি পত্নী, রূপবতী,
জীবন-তোষিকা, মম সরল যুবতী;
মাতা-স্নেহ-বিধায়িকা; কন্যা স্নেহ পুত্তলিকা,
ভকতি-ভাজন পিতা অতি
ছাড়ি সবে, অর্থ লোভে বিদেশে বসতি।

৬

ধন্য রে দাসত্ব! তব মোহ চমৎকার!
সেবনীয় সর্ব্বজনে করি পরিহার,
তোমার কুহক-ছলে, বিদেশে বিষম জ্বলে,
(দুঃখের তরঙ্গ অনিবার
উঠে যাহে) পড়ি হায় পরাণ আমার!

৭

এই না শরদ ঋতু, সুখদ সময়!
গগন, পবন, নিশা, প্রশান্ত-হৃদয়;
মম চিত্ত-চপলতা, কেন ধরি প্রবলতা,
অত্যাচারে অন্তর নিদয়?
কে শুনে ক্রন্দন মম হইবে সদয়?

৮

মজিয়া আমোদে যত বঙ্গের সন্তান,
শরতে সারদা পূজা করি অনুষ্ঠান,
বিষয়ীরা দলে দলে, ভাঙ্গিয়া ছুটির ছলে,
দাসত্বের নিগড় মহান,
নিজ নিজ দেশে করে সকলে পয়াণ।

আমারো হৃদয়ে সদা আশা এই গীত
গাইয়াছে, আশু হয়ে কার্য্য-বিরহিত,
স্বপদে স্ব-ধামে গিয়া, মনঃ প্রীতি প্রকাশিয়া,
গুরুগণ পরম পূজিত,
বসিবে, সেবিয়া সবে, জন্ম সফলিত।

১০

প্রেমের সংগীত করি প্রমদার মন
তুষিব, হায় সে হবে আনন্দে মগন।
সন্তানে বসায়ে কোলে, মধুর, মধুর বোলে,
জুড়াইব যুগল শ্রবণ।
সুধাইব জনে জনে কুশল-বচন!

১১

কেন রে দুরাশে! ঘোর মরীচিকা মত,
কি বাদে, করিলি মোর সেই সাধ হত?
গেয়ে গীত সুললিত, হরিয়া চপল-চিত,
নিদারুণ নিদয় যেমত,
বিনাশ করিলি মোরে, দিলে দুঃখ যত!

১২

সরিয়া প্রয়াণ ধ্বনি পটহ-নিচয়,
নিবিড় গৌরবে যেন দেয় পরিচয়।
চারিদিকে শুনি শঙ্খ, শ্রবণ হইল স্তব্ধ,
এ বন্দন ক্রন্দন সময়।
সবে সুখী আমি শুধু ব্যাকুল-হৃদয়।

১৩

ভুলিয়া গেলে মম স্থির করি মন,
না হোলেম বিদায়ের তরে উচাটন;
ছাড়ি সমুচিত কাল, এখন শোকের শাল,
বিঁধেছে হৃদয় পীড়ন।
কে জানে হইবে পরে এত বিড়ম্বন?

১৪

দুঃখিনী জননী শুধু, আমার কারণ,
কত না সুভোগ্য-বস্তু করি আয়োজন,
সুত-সমাগম-আশে, মম রাখি বহির্ব্বাসে,
করিলেন সময় কর্ত্তন।
অকিঞ্চন দোষে বৃথা তাঁর আকিঞ্চন!

১৫

সুত-দরশন-সাধ অতি অনুপম,
নয়নের জলে ধুয়ে চল-চিহ্ন-সম,
পাষাণে বাঁধিয়া হিয়া, মম-স্নেহ পাসরিয়া,
হয়েছেন যদিও নির্ম্মম,
তবু কি না পান তিনি যাতনা বিষম

১৬

বাসব-বনিতা প্রায়, উৎকণ্ঠিত মনে,
ছিল যে প্রেয়সী মম পতি প্রতীক্ষণে।
আমি অতি দুরাচার, পাসরি সম্ভাব তার,
পরবাসে পরের ভজনে,
রহিলাম রত তুচ্ছ সুখ-আস্বাদনে।

১৭

বিষম-বিষের স্রোতে, দুঃখ দুর্নিবার,
কঠোর কীটের মত দংশে বারম্বার।
পড়ি তাহে প্রাণ যায়। যথা সুর-জন হায়,
করিয়া আসব অত্যাচার,
হারায় জীবন যদি ছাড়ে রে সংসার!

১৮

উৎসাহিত মনে, যত বিদেশীয় জন,
মন-অভিমত যানে করি আরোহণ,
দেশে হয়ে উপনীত, পরিজনে যথোচিত,
দান করি বসন ভূষণ,
পূজার প্রমোদ হ্রদে হয় নিমগন।

১৯

তাদের সুখের বার্ত্তা, চিন্তার বদনে
শুনিয়া, দারুণ দুঃখ উপজিল মনে!
ভুলি নিজ পরিজন, ভ্রমিয়া বিদেশ-বন,
বিরহ-বাঘের গর্জ্জনে
কাঁপি আমি, করি যথা সিংহের স্বননে!

২০

প্রবাসি-সুহৃদ দলে, হয়ে সংমিলিত,
ভাবিয়াছিলাম, সুখ পাব সমুচিত।

সে সাধ হইল হত,   বৃথা মোদে হয়ে মত,
বিরহ-বেদন দ্বিগুণিত !
করে কি সুধার তৃষ্ণা সুরা প্রশমিত ?

২১

হইল চিত্তের চিন্তা প্রবল যখন,
সংগীতের সভা এক করি আরোহণ,
বসিয়া বিষণ্ণমনে,   গান-রস আস্বাদনে
না হইল ভাবনা বারণ !
কুপথ্য সেবনে যেন রোগের বর্দ্ধন ।

২২

মুরজ, মন্দিরা, মঞ্জু বীণার বাদন,
গানের তানের সহ মোহে সভা-মন ।
সে ধ্বনি আমার কাণে,   মিষ্টতার পরিমাণে,
তার তুল্য নহে কদাচন,
প্রিয়-পরিজন-বোল মধুর যেমন !

২৩

অধৈর্য্য হইল বড় চিত্ত তার পরে,
না পারি থাকিতে আর সভার ভিতরে,
উন্মত্তচেতার মত,   হয়ে সভা বহির্গত,
যেয়ে এক সুরম্য প্রান্তরে,
লোলুপ হোলেম শান্ত সমীরের তরে !

২৪

পবন দহন প্রায় দহে কলেবর !
চিত্তেরচাঞ্চল্যক্রমে হল উগ্রতর !
আছাড়ি অবনীতলে,   পড়িয়া, নয়নজলে,
শরীরের সন্তাপনিকর
জুড়ালাম কিছু বহু বিলাপের পর !

২৫

সুধীরা-ধারণাশক্তি অন্তরে আসিয়া,
অতীব প্রশান্ত, নিজ মূর্ত্তি বিকাশিয়া,
শোকের বচন গুলি,   বাছিয়া বাছিয়া তুলি,
দিল মোর মনে সাজাইয়া !
কাঁদে রে পরাণ স্মরি থাকিয়া থাকিয়া !

২৬

উপযুক্ত কালে বাটী করিলে গমন,
আনন্দি হইতেন যত পরিজন !
মাতা আসি শিরোঘ্রাণি,   পৃষ্ঠে বুলাইয়া পাণি,
কেমন ছিলি রে যাদুধন,
বলি, করিতেন শিরে অশ্রু নিক্ষেপণ ।

২৭

আরাধ্য অগ্রজ আসি প্রসন্ন অন্তরে,
সুধাতেন বিদেশের শুভ সমাদরে,
অন্যান্য আত্মীয়গণে   বচনীয় বিবরণে,
পরিতোষ দিয়া, তদন্তরে
দূরিতাম পথ-শ্রান্তি ক্ষণ-কাল তরে ।

২৮

কামিনীর প্রেমালাপে, যামিনী সময়
যাপিতাম, হত কত আনন্দ উদয় !
প্রবাস যাতনা যত,   করি তারে অবগত,
তদীয় নয়ন অশ্রুময়
করিতাম, পরখিত বিশুদ্ধ প্রণয় !

২৯

মম মত্ত দরিদ্রের উচ্চ আশা প্রায়,
বিফল আমার সেই চিন্তা সমুদায়
বন্ধু-বিরহিত স্থানে,   সুতীক্ষ্ণ বিরহ-বাণে,
এখন জীবন বুঝি যায় !
কে করিবে পরিত্রাণ হায় হায় হায় !

৩০

আছে পরিত্রাতা এক অতি দয়াবান,
জগতজনক যাঁর পূত অভিধান ।
তিনি কৃপা বিকাশিয়া,   শান্তির সলিল দিয়া
করিবেন সন্তাপ নির্ব্বাণ ,
তবেই হইবে সুস্থ যাদবের প্রাণ।

৩১

একান্ত বাধ্য।
শ্রীযাদবানন্দ রায়।

মানব চরিত্রের বৈচিত্র।

(গত প্রকাশিতের পর।)

" প্রভাতে উঠিয়া ধরি ভ্রামকের বেশ।"
" ভ্রমণ করহ তুমি স্বদেশ বিদেশ॥"
" সাধুজনগণ সহ কহ সবিশেষ।"
" হয়েছে তোমার প্রতি, মম প্রত্যাদেশ॥
" যদি সবে ইচ্ছা করে রাখিতে জীবন।"
" করুক আমার এক মন্দির স্থাপন॥"
" প্রেম আর ভক্তিভাবে হইয়া মগন।"
" প্রত্যহ করুক, সবে আমার পূজন॥"
তাই বলি সাধুগণ, হয়ে এক মন।
আমার বচনগুলি, করিয়া শ্রবণ॥
কর প্রসারণ করি, হয়ে শুদ্ধমন।
স্ব স্ব মত অর্থ সবে, করুন অর্পণ॥
দেবের আদেশ, কভু লঙ্ঘিবার নয়।
" শুভস্য শীঘ্রম, " ইহা নীতিশাস্ত্রে কয়॥
এইরূপ নানা বাক্য করি বিরচন।
ছলনার ফাঁদপাতি, ভিক্ষাজীবিগণ॥
করুণ বাক্যেতে করে মিনতি এমন।
অনেকেই সত্য বলে করেন গ্রহণ॥
কিন্তু তার গুঢ় ভাব হইলে জ্ঞাপন।
বিস্ময় নীরেতে কে না হয় নিমগন?
বহুদূর প্রেম মধু পিয়ে কোন জন।
মত্ত হয়ে জোগাইতে প্রেমদার মন॥
চিকণ বসন, আর সোনার ভূষণ।
অবশ্যই প্রয়োজন বেশ্যার কারণ॥
কিন্তু নাই আপনার বিষয় বিস্তর।
ছিল যাহা প্রিয়াপদে দিয়াছেন সব॥
নিজের সামর্থ্য কই, করি উপার্জ্জন।
করিতে মনের সাধে কামনা পূরণ॥
কাজেই ভিকারী বেশ করিয়া ধারণ।
নানা ছলে ভিক্ষা হেতু, করেন ভ্রমণ॥
সুরাদেবী উপাসনা করিবার তরে।
কাহার না বিভবের প্রয়োজন করে"
প্রতিদিন ভক্তিভাবে করিলে পূজন।
কদিন বা থাকে বল সংগৃহীত ধন?
কাযেই ভ্রমিতে হয় ভিক্ষার কারণ।
নানা স্থানে, নানা বেশ করিয়া ধারণ॥
এইরূপ দুর্জ্জনের শঠতার তরে।
যথার্থ দীনেরে কেহ বিশ্বাস না করে॥

অই দেখ, সুচতুর বাগ্মী একজন।
সভার সমক্ষে অঙ্গ করি আস্ফালন॥
সুমধুর বচনেতে, মোহিছে মানস।
কহিতেছে কত মত বচন সরস।
বিবিধ প্রসঙ্গ তথা করি আন্দোলন।
আকর্ষণ করিতেছে, সকলের মন॥
বিধবার দুঃখে হয়ে অতীব ব্যথিত।
হীনাবস্থা হতে, সবে করিতে উত্থিত॥
আর ব্যভিচার স্রোত, নিবারণ তরে।
কহিতেছে কত কথা উৎসুক অন্তরে॥
কুলীনের মেয়েদের দেখে ঘোর দুঃখ।
না পাইয়া মনোমধ্যে কণামাত্র সুখ॥
নিকৃষ্ট কৌলীন্যপ্রথা, উঠাবার তরে।
উত্তেজিত করিতেছে মানবনিকরে॥
তরল সুরার মধ্যে ভীষণ গরল।
সুধা ভ্রমে, পিয়ে নর হইয়া বিহ্বল॥
আপনি আপন শিরে হানিছে কৃপাণ।
নারীহত্যা করিতেছে, হইয়া অজ্ঞান॥
সম্বন্ধ সুবাদ, কিছু না করি বিচার।
করিতেছে যার তার সনে ব্যভিচার॥
এই সব অত্যাচার করি বিলোকন।
দারুণ ব্যথায়, যেন পাইয়া বেদন॥
কত মত, সকরুণ বচন রচনে।
বিতরিছে উপদেশ, মূঢ় জনগণে॥
বিস্ময় হইবে, শুনি বচনকৌশল।
হেরিলে তাঁহার কার্য্য, হইবে বিহ্বল॥
সভাভঙ্গ হলে পরে, সভ্যজনগণ।
চলিল মনের সুখে, নিজ নিকেতন॥

এদিকে চতুর বাগ্মী, পাইয়া সময়।
চলিল প্রফুল্লমনে, বেশ্যার আলয়॥
সুরাপান আর২, নানা রঙ্গ রস।
করিল মনের সুখে, পুরিয়া মানস॥
জ্ঞান বুদ্ধি বিদ্যা আর যুক্তি ধর্ম্মজ্ঞান।
বেশ্যারূপ ইষ্টদেবে, করি বলিদান॥
দেবতার প্রসন্নতা পাইবার তরে।
রহিল সমক্ষে তার যোড় করি করে॥
আরো যদি দেখ, কিছু আশ্চর্য্য ব্যাপার।
গোপন ভাবেতে লহ, গুঢ় তত্ত্ব তার।
কুলীনকন্যার দুঃখ, করিতে মোচন।
দেখেছো, মৌখিক যাঁর এত আকিঞ্চন॥
তাঁহারি গৃহের মধ্যে, কর বিলোকন।
নিকৃষ্ট প্রথার, পাবে প্রচুর লক্ষণ॥
বিধবার দুঃখে, যিনি সতত ব্যথিত।
তাহাদের ব্যভিচারে, যিনি ক্ষুব্ধচিত॥
তিনিই বিধবা কন্যা, ছলিয়া কৌশলে।
প্রণয়ের হার তার, পরেছেন গলে॥
ওহে বক্তা সুধীবর, ইকি তব রীত?
বচনে যা বল, তার কর বিপরীত॥
জ্ঞানী বলে, মনে২ কর অভিমান।
মূর্খ বলে, আপনারে কর হেয়জ্ঞান॥
কথার কৌশলে, আর নানা যুক্তি বলে।
তাজিতে কুনীতিচয়, বুঝাও সকলে।
কিন্তু হায়! ভুলেও না ভাব একবার,
নানা পাপে পরিপূর্ণ, অন্তর তোমার।
অমল করহ আগে, আপনার মন।
তবে অন্যে উপদেশ, কর বিতরণ॥
নতুবা অগ্রাহ্য হবে, তোমার বচন।
হইতে হইবে মাত্র, ঘৃণার ভাজন॥
বাক্য ব্যয় করা, অতি সহজ ব্যাপার।
উপদেশ দিতে, আছে ক্ষমতা সবার॥
তাই বলি, কর স্বীয় চরিত্র শোধন।
নামমত কার্য্য কর সাধুর মতন॥
হও সকলের কাছে, আদর্শের স্থল।
তা হইলে, তব বাক্যে ফলিবে সুফল॥

অই দেখ, গ্রন্থকার, রচনা-কৌশলে।
বিমোহিত করিছেন মানবসকলে॥
নানা উপদেশে গ্রন্থ করিয়া পূরিত।
তুষিছেন অবোধের তৃষান্বিত চিত॥
কভু স্বভাবের ভাব করিয়া বর্ণন।
করিছেন সকলের মানস রঞ্জন॥
প্রকৃতির চারুসজ্জা, করি বিচিত্রিত।
ভাবুকের মনপদ্ম, করি বিকসিত॥
বিশ্বভূপতির যত মহিমা অপার।
করিছেন সকলের সমক্ষে প্রচার॥
কভু, নানা প্রলোভন করিয়া প্রদান।
ধর্ম্মপথে চলিবারে, দিতেছেন জ্ঞান॥
কভু বা নরকদণ্ড করিয়া বর্ণন।
সশঙ্কিত করিছেন, পাপীদের মন॥
মিথ্যাবাদী, প্রতারক লম্পট দুর্জন।
সুরাপায়ী, আর২ দুরাচারীগণ॥
মনুজ সমাজে, যারা কন্টকের প্রায়।
করিছে বিচ্ছিন্ন, প্রেম-পদ্মকলিকায়॥
তাদের কুকার্য্যাবলী, করিয়া বর্ণনা।
করিছেন তাহাদের কত উত্তেজনা॥
গ্রন্থমধ্যে এসকল করিয়া পঠন।
কাহার না পুলকেতে পূর্ণ হয় মন?
কিন্তু মন এদিকেতে এসো একবার।
এখনি দেখিতে পাবে বিচিত্র ব্যাপার॥
পড়িয়া যাঁহার গ্রন্থ, পাইয়াছ জ্ঞান।
শত সাধুবাদ যাঁরে করিছ প্রদান॥
নানাগুণে বিভূষিত জানিয়া যাঁহায়।
সহবাস করিবারে পাও সদুপায়॥
সেই গুণাকর আর মান্য গ্রন্থকার।
গুপ্তভাবে করিছেন কত অত্যাচার॥
যে জঘন্য দোষ হতে হইতে বর্জ্জিত।
উপদেশ দিয়াছেন, যিনি সুবিহিত॥

সেই দোষে, আপনিই হয়ে কলুষিত।
হ্যতছেন দুর্জনের নিকটে ঘৃণিত॥
ওহে গ্রন্থকার, একি তব আচরণ।
আপনি হইলা নানা দোষের ভাজন॥
লজ্জিত না হও তুমি ক্ষণেক কারণ।
করিবারে অন্যজনে জ্ঞান বিতরণ॥
তাহার হউক দোষী জ্ঞানহীনজন।
তোমা হতে দোষী কেহ নহে কদাচন॥
বিজ্ঞান আলোকে তব পুরিত অন্তর।
তুমি আরো হবে নানা গুণের আকর॥
দেখিয়া দৃষ্টান্ত তব বোধহীনগণ।
সুপথে করিবে, তারা সদা বিচরণ॥
তা না হয়ে হেরে তব বিপরীত ভাব।
হইবে তাদের আরো ভাবের অভাব॥
তোমায় করিয়া লক্ষ্য, কথায়২।
যথাচারী হবে তারা যথায় তথায়॥
তোমার রচিত গ্রন্থ, পড়িবেনা আর।
অগ্রাহ্য করিবে সবে, বচন তোমার॥
অতএব হও নিজে ধার্ম্মিক সুজন।
কর২ আপনার চরিত্র শোধন॥
তবে, অন্যে উপদেশ, করহ প্রদান।
করিবে আগ্রহসহ, সবে প্রণিধান॥

—০—

অই দেখ চলিছেন অধ্যাপক কত।
নানাভাবে, ধরি সবে বেশ নানা মত॥
চূড়ামণি আদি আখ্যা করিয়া ধারণ।
করিছেন ধরাধামে সুখেতে ভ্রমণ॥
কিন্তু মনে, জ্ঞাত হলে গোপনীয় ভাব।
একেবারে হবে, তব ভাবের অভাব।
অবিদ্যাসাগর কেহ,-শঠ-শিরোমণি।
বিদ্যা অভিমানী আর নট চূড়ামণি॥
বড়দরশন যিনি করি দরশন।
করেছেন, ঈশ্বরের তত্ত্ব নিরূপণ॥
তাঁহারো দেখিতে পাই বিচিত্র ব্যভার।
ভণ্ডামীতে পরিপূর্ণ হৃদয় ভাণ্ডার॥
অপরে ধার্ম্মিক ভাব জানাবার তরে।
করেন কতই স্নান, নির্ভয় অন্তরে॥
পূজার সহিত কোন সম্পর্কই নাই।
ভালেতে মৃত্তিকা তবু সুশোভন চাই॥
করিয়ে শূদ্রের দান, কখন গ্রহণ।
এই বলে হয়ে থাকে যত আস্ফালন॥
কিন্তু কোন হীন ব্যক্তি অতি কদাচারী।
হোটেলেতে যান যিনি কিছু না বিচারি॥
বিখ্যাত পণ্ডিতগণে করি নিমন্ত্রণ।
দেন যদি মন পূরে দক্ষিণা ভোজন॥
তা হইলে দুই হস্ত করি প্রসারণ।
বিলম্ব কি হয় কিছু করিতে গ্রহণ?
দেখিবারে চাও যদি মজা পরিপাটি।
শ্রাদ্ধ উপলক্ষে যাও, ধনীদের বাটী॥
পণ্ডিত মণ্ডলি, যথা করি অবস্থান।
লইতে অত্যুচ্চ দান সবে যত্নবান॥
দেখ২ মল্লযুদ্ধ হতেছে কেমন।
শোন২ হইতেছে অকথ্য কথন॥
পণ্ডিতে২ দেখ হতেছে বিচার।
মীমাংসার বিনিময়ে, ভীষণ ব্যাপার॥
নানামত অঙ্গভঙ্গী, হস্ত প্রসারণ।
আর চলিতেছে, কত কঠিন বচন॥
বিদায় হতেছে যথা, অধ্যাপকগণ।
সে দিকেও একবার দৃষ্টি কর মন॥
আমি অতি সুপণ্ডিত বাক্য ইত্যাকার।
মুখ হতে বিনির্গত হতেছে সবার॥
ধনের লোভেতে, সবে অজ্ঞান এমন।
করিছে স্বগুণ ব্যাখ্যা, সবার সদন॥

ক্রমশঃ প্রকাশ্য।

মোগল সরাই। ৫ই ভাদ্র ১২৭৭।

কোন এক ব্যক্তি আপন মনকে কুলবধূ রূপে ক-
ল্পনা করতঃ তাহাকে শ্রীহরি চরণারবিন্দ
হইতে অন্য বিষয়ে রত দেখিয়া তাহাকে
লক্ষ্য করিয়া বিলাপ করেন।

১২৭৭। ১১ ভাদ্র রজনী।

মোর মন ছিল কুলবধূ।
থাকিত পতির ঘরে, ফিরে না চাহিত পরে,
পতি তার ছিল প্রাণবঁধু।

(১)

সে গেল পরের প্রেমে মজি।
ছাড়িল পতির সঙ্গ, সুখে পরে নিয়া রঙ্গ,
পতি হারাইল পরে ভজি।

(২)

পরের পিরীতি দিনচারি।
যত দিন ভালবাসা, অনেক সুখের আশা,
শেষে ঘটে দুখ বড় ভারি।

(৩)

পর-সনে প্রেম ভাল লাগে।
পতি সঙ্গ বিষ প্রায়, পরের সে ধরে পায়,
আপনার মুখে রতি মাগে।

(৪)

পরের পিরীতি দুখ দেয়।
কান্দায় সে দুইবেলা, প্রাণ নিয়ে করে খেলা,
দুখের বদলে সুখ নেয়।

(৫)

ঘরে ঘরে হয় কাণাকাণি।
কুলমান সব যায়, বালকে সে ভয় পায়,
তবু পরে সেরে সুখ মানি।

(৬)

ঘরে কত গঞ্জনা ঘটয়।
ননোদী, শাশুড়ী আদি, পতি পক্ষ সব বাদী,
যত কহে, সুখে সে সহয়।

(৭)

নূতনে নূতনে হর্ষ মন।
গাভী করে বনে তৃণ, নব বন অন্বেষণ,
রমণীও নূতন রমণ।

(৮)

নারী যদি দুই জারে চায়।
পতি ছাড়ে জার জন্যে, জার ছাড়ে দেখি অন্যে,
সে নারীর দুই কুল যায়।

(৯)

এত দুখ, তবু প্রেম করে।
দুখের সাগরে ভাসে, সাধে দুই কুল নাশে,
শেষে বুকে, শিরে হানে কর।

(১০)

পরের পিরীতে কি না ঘটে?
পতি ত্যাগ করে তারে, পরিশেষে ছাড়ে জারে,
ক্রমে প্রাণ নাহি রহে ঘটে।

(১১)

মন! ছাড় (তুমি) পর-সহবাসে।
এক মাত্র যেই গতি, ভজ সেই প্রাণপতি,
মজ হরি-প্রেম-সুখরসে।

(১২)

পতি সঙ্গে অতি সুখোদয়।
আপন, পতির ঘর, পরে যে সে হয় পর,
দেখ ভাবি হয় কি না হয়।

(১৩)

লোকে পতি নাম নাহি লয়।
পতিব্রতা ধর্ম্ম হয়, পতি আজ্ঞা সে করয়,
শ্রীপতি, সে, নাম নিতে কয়।

(১৪)

লও সুখে শ্রীপতির নাম।
ছাড়ি অন্য কাম যত, পতি সেব মনোমত,
হরি হরি বল অবিরাম।

(১৫)

শ্রীপতির সেবা সুখধাম
পতি পদে ভজে যেবা, তারে ভজে দেবীদেবা,

কোথা রহে লোভ, ক্রোধ, কাম ?

(১৬)

মন ! তুমি কারে বল আপন আপন ?
প্রাণ পতি যে তোমার
কোথায় বিরহ তার ?
সুখে পতি সনে কাল করবে যাপন।

(১৭)

পতির সোহাগ বিনা সতীর কি ধন ?
পতি যারে বাসে ভাল,
কি অভাব তার বল ?
ভাগ্যবতী—সেই করে পতির সেবন।

(১৮)

বড় দয়াময় পতি নবঘন শ্যাম।
জীব অপরাধ করে,
সে মনে তা নাহি ধরে
হেন পতি নাহি ভজে বিধি তারে বাম।

(১৯)

শ্যাম প্রেম-সুখ-সিন্ধু-সুবিমল জলে।
ত্যজি অন্য আশে মন !
(সেই তব নিজ ধন)
ডুবিয়া থাক রে সুখে প্রেম কুতুহলে *। (২০)

কোন এক মায়া মুগ্ধ দুঃখির বিলাপ।

১২৭৭। ১২ ভাদ্র।

কত দিনে সারিবে এ মন !
মায়া-মেঘে আচ্ছাদিল হৃদয়-গগন।
ভাগ্য-সমীরণ করে
বেগে প্রবাহিত হবে,
যাবে মেঘ, সিংহ দেখি যথা করিগণ,।

(১)

হৃদয়-আকাশ কবে পাবে অবকাশ !
আনন্দ-চন্দ্রমা রঙ্গে
সুখ-তারাগণ সঙ্গে
শোভিবে ? শরদে যথা করে সুপ্রকাশ।

(২)

কতদিনে জ্ঞান-সূর্য্য হইবে উদয় !
মায়া অন্ধকাররাশি
খরকর পরকাশি
বিনাশিবে, আশু হেন হবে সুসময়।

(৩)

মায়া কালভুজঙ্গিনী দংশিল মাথায়
মাথায় দংশিলে সাপে
কি করে ওঝার বাপে ?
আঁচলি বান্ধিবে হায় ! কেমনে কোথায় ?

(৪)

বিষের জ্বালায় বুঝি এবে প্রাণ যায়
সে মায়া-সাপিনী কোথা ?
লোকে শুনি এই কথা,
যে সাপে দংশিল সেই বিষের নামায়

(৫)

মায়ানলে পুড়িল যে হায় ! দেহ মনে !
যে আগুনে দেহ দাহে
লোকে বলে সেক তাহে
কোথা হবে দেখা হায় ; মায়াদেবীসনে *।

(৬)

অরে মন ! অকপটে ভজ প্রভু পায়।
যত দেখ, মিছা, মায়া—
সে পদ শীতলছায়া,
সংসার তাপিত-জনে সুখে শান্তি পায়।

(৭)

হরির চরণ গতি বিপদে সম্পদে।
কেন মন ! মিছা ভাব ?
দুর্লভ, শ্রীনাথে, ভাব
লওরে একান্ত ভাবে শরণ সে পদে (৮)

---

* উত্তম হইয়াছে। (সং)

* মায়াকে প্রথমে মেঘ দ্বিতীয়ে ভুজঙ্গিনী তৃতীয় দেবী বলা হইয়াছে। কবিতা লেখক এই সকল দোষের প্রতি যেন দৃষ্টি রাখেন। (সং)

জুলস্ ফেরার ফরাসীজাতির প্রতি।

বীররসে মাতি সবে গাও "মারসিলা"
নির্ভয়ে প্রুসিয়া চমূ মহাপরাক্রমে
নিমিষে প্রবল যুদ্ধে করি পরাজিত,
রাখ আপনার নাম। একি সহে প্রাণে—
মৃগেন্দ্র কেশরী-সিংহ শিবাপালডরে,
প্যারিসের দুর্গ মাঝে লয়েছে আশ্রয়!
মেখলা সমান শত্রু ঘিরেছে নগরী,
হাট, বাট, ঘাট, মাঠ তাহারা উল্লাসে
ফিরিছে স্বাধীন ভাবে। তোমরা এখানে,
ম্রিয়মান হয়ে আছ বন্দীর সমান!
প্রসিদ্ধ অসভ্য জাতি জর্ম্মান "ভাণ্ডযাল
গোলা বরিষণে ঘন সুশোভিত দেশ—
করিতেছে চূর্ণ দেখি ক্রোধে মোর হিয়া
হয় প্রজ্বলিত। সাজ বীরবর্গ সাজ,
"মেট্রেলুস" তোপে, ভস্মসাৎ হোক শত্রু,
ফ্রেঞ্চ দর্প আবার দেখুক ধরা বাসী
সভ্য নরগণ। প্রজাতন্ত্র রাজ্য এবে
করেছে স্থাপন। দেবসম অধীশ্বরে,
সদা উপাসনা করিতে হবেনা আর।
জয় "রিপবলিক" বলি এক বাক্য হয়ে
রাজমন্ত্রী বিস্মার্কের মন্ত্রণা কৌশল
মূহূর্ত্তে করিবে ভঙ্গ রণ রঙ্গে মাতি।
সমরাগ্নি মাঝে মোরা হবো ছারখার
তথাপিও কণামাত্র রাজ্য ধনদিয়া
প্রুসিয়ার পদ নাহি করিব লেহন।

বহরমপুর।

পুস্তক সমালোচনা।

কবিচরিত। শ্রীযুক্ত বাবু হরিমোহন মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃকসঙ্কলিত। আদিকবি কৃত্তিবাস ওঝা, কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তী, ৺ কাশীরামদাস, কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেন, গুণাকর ভারতচন্দ্র রায়, ৺ মদনমোহন তর্কালঙ্কার এবং সুকবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত এই কবি সপ্তকের জীবনচরিত এবং ইহাঁদিগের রচিত কাব্যকলাপের সংক্ষেপ সমালোচনা এই পুস্তকখানীতে বিন্যস্ত হইয়াছে। উপক্রমণিকায় বাঙ্গলাভাষার উৎপত্তি বিবরণ এবং বাঙ্গলা কবিতার ক্রমোন্নতির উল্লেখ করা হইয়াছে। হরিমোহন বাবু এই পুস্তকখানীতে পরিশ্রম করিয়াছেন, কিন্তু আমাদিগের মতে এতৎসঙ্কলনে যেরূপ পরিশ্রম এবং তত্ত্বানুসন্ধান আবশ্যক তাহা পর্য্যাপ্তরূপে করা হইয়াছে, গ্রন্থপাঠে এরূপ উপলব্ধ হয় না, কারণ তিনি যতদূর পরিশ্রম স্বীকার করিয়াছেন তাহা হইতে পরিশ্রমের দৈর্ঘ্য বিস্তার কিঞ্চিৎ অধিক করিলে ইহা বঙ্গভাষার এক অত্যুপাদেয়-পদার্থ হইত সন্দেহ নাই। এখানি বর্ষৈকেককাল হইল প্রচারিত হইয়াছে, পত্রিকাসম্পাদকগণ ইহার যে দোষাংশ ছিল তাঁহারাই তাহার উল্লেখ করিয়াছেন, নূতন বলিবার বড় আর কিছু নাই বটে, কিন্তু আমাদিগের মতে হরিমোহন বাবুকে আর কয়েকটী কথা জানান আবশ্যক হইতেছে কারণ, তাহা হইলে দ্বিতীয় সংস্করণে এ পুস্তকখানী পূর্ণাবয়ব পরিগ্রহ করিতে পারে, আমরা ক্রমে ঐ সকল কথা উল্লেখ করিতেছি।

১। কৃত্তিবাস ওঝার জীবনচরিত সম্পর্কে আমরা যে যে বিষয় নূতন অবগত হইয়াছিলাম, তাহা এই পত্রের প্রথম সংখ্যায় লিপিবদ্ধ করিয়াছি, দ্বিতীয় সংস্করণের সময় অথবা তাহার পূর্ব্বেই যেন তিনি ঐবিষয়টী উত্তমরূপ সন্ধান লয়েন, পরন্তু ইহা যখন স্পষ্ট জানা গিয়াছে এখনকার কৃত্তিবাসী রামায়ণ ৺ জয়গোপাল তর্কালঙ্কার উহা অত্যধিক অংশে শোধন করিয়াছেন, তখন উহা হইতে কৃত্তিবাসের কবিতা কৌশলের পরিচয় যেন না দেওয়া হয়, কারণ তাহাতে সত্য অব্যাহত থাকিবেনা এ স্থলে অনিশ্চয়তা উল্লেখ করাই ন্যায় সঙ্গত, ১৮০২ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীরামপুরের মুদ্রিত রামায়ণ হইতে কবিচরিতে যে অংশ উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহার সহিত আধুনিক কৃত্তিবাসী রামায়ণের

যে অংশ তুলনা করা যাউক না কেন নিঃসংশয় মার্জ্জিত বোধ হইবে, হরিমোহন বাবু শ্রীরামপুরের মুদ্রিত রামায়ণ হইতে যে অংশ উদ্ধৃত করিয়াছেন ঐ অংশ কৃত্তিবাসের রচিত বলিয়া স্বীকার করা যেরূপ সম্ভব আধুনিক রামায়ণের কোন অংশের সেরূপ সম্ভাবনা নাই, আমরা যে কৃত্তিবাসী রামায়ণ সংগ্রহ করিয়াছি তাহার আদি ও অযোধ্যা এবং অরণ্যকাণ্ড মাত্র পাওয়া গিয়াছে অবশিষ্টগুলির সন্ধানে আছি।

২। কাশীরাম দাসের বিষয়ে তদীয় বাসস্থান ইন্দ্রাণী গ্রামের অস্তিত্ব হুগলি জেলার অধীনেই অধিক সম্ভাবনা, কারণ এই জেলা সুরধনী তটে সংস্থাপিত বটে, ৺ কাশীরাম দাসও ভণিতাতে এইরূপ লিখিয়াছেন "ইন্দ্রাণী নামেতে দেশ পূর্ব্বাপর স্থিতি। দ্বাদশ তীর্থেতে যথা বৈসে ভাগীরথী॥" বিশেষ আমরা কর্ণাকর্ণি ক্রমে শুনিয়াছি যে, হুগলী জেলার অন্তর্গত কোন গ্রামে প্রসিদ্ধ জয়দেবের পাটের ন্যায় ৺ কাশীরাম দাসের পাট নামে এক গৃহ সংস্থাপিত আছে, ঐ পাটে একখানি হস্তলিখিত মহাভারতও সংস্থাপিত আছে, প্রত্যহ পাটের মোহন্ত তদুপরি গন্ধ চন্দন আদি প্রদান পূর্ব্বক পূজা করিয়া থাকেন, যদি ইহা সত্য হয়, তাহা হইলে এই রক্ষিত মহাভারতের সহিত ঐক্য করিয়া দেখা কর্ত্তব্য। আমরা অনেক দিবস যাবৎ পীড়িত আছি, তদ্বশতঃ এতদ্বিষয়ের অনুসন্ধান লওয়া হয় নাই।

৺ মদনমোহন তর্কালঙ্কারের বিষয় কবিচরিতে স্থান দেওয়া উচিত হয় নাই, এবিষয় বহুজ্ঞ অভিজ্ঞ বঙ্গসাসন্দর্ভ সম্পাদক মহাশয়ও ইঙ্গিত করিয়াছেন, প্রসিদ্ধ রাধামোহন সেনকে পরিত্যাগ করিয়া ইঁহাকে গ্রহণ করা নিতান্ত অবিচার হইয়াছে।

তর্কালঙ্কার নানা ছন্দোবন্ধে বাসবদত্তা রচনা করিয়াছেন সত্য, কিন্তু তিনি যে তদ্দ্বারা যশঃভাজন হইবেন তাহাতে এরূপ কোন গুণপণা প্রকাশ করিতে পারেন নাই, বরং তিনি যে, গোময় দ্বারা বিদ্যাসুন্দরের ছাঁচ তুলিতে চেষ্টা পাইয়াছিলেন, তদ্দ্বারা ইহাই প্রতিপন্ন হয়। রসতরঙ্গিণীর কবিতা সকল রসপূর্ণ এবং কবিত্ব-পরিচায়ক বটে, কিন্তু সেসকলও পরের সম্পত্তি। একমাত্র প্রথমভাগ শিশুশিক্ষার* "পাখীসব, করে রব" এই কবিতা দ্বারা তিনি প্রধানকবিদিগের শ্রেণীস্থ হইতে পারেন না। হরিমোহন বাবু একস্থলে লিখিয়াছেন "তাঁহার (তর্কালঙ্কারের) লেখার চালনা থাকিলে তিনি এক জন প্রধান কবি হইতেন সন্দেহ নাই।" ইহাতে প্রকারে নিম্নশ্রেণীস্থ কবি বলা হইয়াছে, ফলতঃ ভারতচন্দ্রের পর বাঙ্গলাভাষার প্রধান কবি কল্পে সুকবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তকে গ্রহণ করা উচিত, আমরা তদগ্রে অন্য কাহারও প্রশংসা শুনিতে সম্মত নই, ভরসা করি মুখোপাধ্যায় মহাশয় আগামীতে এ বিষয়টী বিশেষরূপে প্রণিধান করিবেন।

সুকবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের বিষয় অতি সংক্ষেপে সমাপন করা হইয়াছে। ইঁহার জীবনচরিতের সকল কথা বিশেষরূপে বর্ণন করা হয় নাই। এই কবি অনতিকাল হইল ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন, বোধ করি কলিকাতা নগরীতে ইঁহার বয়স্যগণের আজিও জীবিত থাকার সম্ভাবনা, এরূপ সুবিধা সত্ত্বে মুখোপাধ্যায় মহাশয় নবপ্রবন্ধের লিখিত কয়টী পাতা তুলিয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছেন ইহা তাঁহার তুল্য লোকের উচিত হয় নাই, বিশেষতঃ এই সুবিখ্যাত কবির রচনামালার যেরূপ সমালোচনা আবশ্যক করে, সে পক্ষেও ত্রুটি দৃষ্ট হয়।

উপরি ভাগে যে সকল বিষয় জ্ঞাপন করা হইল, মুখোপাধ্যায় মহাশয় এই সকল বিষয় সমালোচনা করিয়া কবিচরিত খানির দ্বিতীয় সংস্করণ করেন? ইহাই আমাদিগের নিতান্ত বাঞ্ছনীয়; বোধকরি বঙ্গসাহিত্যানুরাগী পাঠকগণও আমাদিগের মতের বিরোধী হইবেন না।

* কবিচরিতে ভ্রম বশতঃ তৃতীয় ভাগ শিশুশিক্ষা লেখা হইয়াছে। (সং)

প্রণয়পরীক্ষা নাটক। শ্রীযুক্ত বাবু মনোমোহন বসু প্রণীত। বহুবিবাহের দোষ প্রদর্শনই ইহার মুখ্য উদ্দেশ্য। গ্রন্থকার নূতন লেখক নহেন, ইনি ইতঃপূর্ব্বে রামের অধিবাস ও বনবাস নামে যে করুণরস-পরিপূর্ণ নাটক রচনা করেন, আমাদিগের পাঠকগণের মধ্যে অনেকেই তাহা দেখিয়াছেন সন্দেহ নাই। এখানি ঐ নাটকের বয়সের কনিষ্ঠ হইয়াও গুণে গরিষ্ঠ হইয়াছে। এখানী যেরূপ সদুপদেশক সেইরূপ প্রণয় ও করুণরস পরিপূর্ণ এবং শ্রুতিমধুর। ইহার ভাষা অতিশয় মার্জ্জিত, অথচ প্রাঞ্জল। অভিনয়ের পক্ষেও এখানীর বিশেষ উপযোগিতা আছে। প্রস্তাবের কৌশল সন্তুবপর ও অতীব চমৎকারজনক। এপর্য্যন্ত দেশাচার সম্বন্ধে অনেকেই অনেক নাটক লিখিয়াছেন বটে, কিন্তু ইহাঁর ন্যায় সকলে সকল বিষয়ে কৃতার্থতা লাভ করিতে পারে নাই। বহুবিবাহ বিষয়ে শ্রীযুক্ত রামনারায়ণ তর্করত্ন যে "নবনাটক" প্রণয়ন করেন, তাহার সহিত এখানীর তুলনা করিলে অনেক অংশে উৎকৃষ্ট বোধ হয়। স্বয়ং অভিনয় দর্শন অথবা সারগ্রাহিতা সহকারে পাঠ ব্যতীত ইহার ভাব, রস, চাতুর্য্য হৃদয়ঙ্গম হইবার নয়; সুতরাং আমরা পাঠকগণকে অনুরোধ করি এই নাটকের একএকখণ্ড পাঠ করিয়া দেখুন। পাঠে যে সময় ব্যয় হইবে তাহার শতগুণ আমোদ এবং উপদেশ পাইতে পারিবেন। নিম্নে আমরা উক্ত নাটক হইতে একটী অংশ উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি তৎপাঠে পাঠকগণ নাটক রচয়িতার রচনা চাতুর্য্য, অনুভব করিতে পারিবেন। অচতুর লেখকের হস্তে হইলে এই অংশ "বিটকেলতা" বেশ ধারণ করিত সন্দেহ নাই।

"শান্ত। (সলজ্জভাবে) বেস বেস! এখন এস, আমার সাধের মাধবীকুঞ্জে খানিক বসি। (উভয়ে পরিক্রমণ।) এই কুঞ্জে আমার সরলার সঙ্গে এক দিন মান হয়েছে—এই কুঞ্জেই সেই মানিনীর মানভঞ্জন করেছি।

সদা। তবে আর এরে "মাধবীকুঞ্জ" বল কেন? "মানকুঞ্জ" বলাই উচিত।

শান্ত। আজ অবধি নয় তাই বোলবো।

সদা। শুধু তা বোল্লেই হবে না; মানকুঞ্জের ইতিহাসটীও এখনি বোলতে হবে।

শান্ত। তুমি শুন্তে চাও, আমার রাধার মান কিসে হলো আর কিসে গেল?

সদা। রাধার মানের মূল চন্দ্রাবলী বৈ আর কি হবে?

শান্ত। প্রকৃত নয়, কল্পিত বটে।

সদা। "কল্পিত" কেমন? আমি তো মহামায়াকেই লক্ষ্য কোরে চন্দ্রাবলীর নাম করেছি, তিনি ছাড়া আরো একটীর আশঙ্কা হয়েছিল না কি?

শান্ত। আমার পরিহাসে সরলার হয়েছিল বটে।

সদা। কিরূপ শুনি?

শান্ত। এমন কিছুই নয়, অতি সামান্য কথা;—তুমি তো জান, সরলাকে নিয়ে আমি মাঝেং বাগানে থাকি। আর বৎসর রাসপূর্ণিমার রাত্রে এই মাধবীকুঞ্জে—

সদা। আবার মাধবী?

শান্ত। (সহাস্যে) অভ্যাস এমনি বস্তু!—ভাল, এই মানকুঞ্জে বসে দুজনে কপোত কপোতীর ন্যায় কতই হাস্য কৌতুক রসালাপে মগ্ন ছিলেম। একে শরতের শেষ, তায় পৌর্ণমাসী—নির্ম্মল আকাশ, নির্ম্মল বাতাস, নির্ম্মল জলের ধার, নির্ম্মল প্রেম, সুখও যতদূর নির্ম্মল হতে পারে, তাই হোচ্ছিল। এমন সময় আমার গ্রহদোষে, কিম্বা সুখের একশেষ হলেই না কি দুঃখ স্বভাবতঃ এসে থাকে, যে কারণেই হোক্, আমি কথায় কথায় পরিহাস কোরে বোল্লেম "দেখ সরল! আমার পুত্রকন্যা হয় নাই, এই জন্যেই পুনর্ব্বার বিবাহ কোরে তোমা হেন অমূল্যরত্নকে পেয়েছি কিন্তু ভয় করে, যদি তুমিও পুত্রবতী না হও, তবে পাঁচজনে মিলে আমার এমন প্রণয়-রাজ্যে এক ভাগীর উপর তোমার আবার আর একটী ভাগী না জুটিয়ে দেয়; তাই বলি এই বেলা বুঝে শুঝে চল!"

সদা। ছি ছি! এমন কথাও বল্তে আছে?

শান্ত। ভাই! বোল্লে না প্রত্যয় যাবে, যেই এই কথাটী বলেছি, অমনি সেই বিশাল চক্ষু দুটী কপালে তুলে আমার সরলা একেবারে বিহ্বলা হয়ে এই মার্বেলের উপর পড়ে গেল। তখন হায় হায় করি, আর বলি কি কষ্ট! "সুখে থাকতে ভূতে কিলোয়" আমার সেই দশা হলো যে।

সদা। তাই তো কি বালাই! তখন কল্লে কি?

শান্ত। কি আর কোরবো ভাই। দৌড়ে গে পদ্মপাতা করে জল এনে মুখে বুকে ছিটে দিতে চৈতন্য হলো। নিশ্বাসে বুঝলেম চৈতন্য হয়েছে, কিন্তু বাক্যও নাই—চেয়ে দেখাও নাই। দুদে আলতা ঠোঁট দুটী শুকিয়ে গে ঈষৎ কাঁপছে। মূর্চ্ছার সময় চোকে জলমাত্র ছিল না, এখন দু কোণে দুটী মুক্তার ন্যায় দেখা দিলে, তারপর দুধারে দুটী ধারা। ক্রমে দুগণ্ড দে দর দর কোরে প্রবাহিত। সেই ধারা শতধা হয়ে হৃদয়ে শতেশ্বরী হারের শোভা ধারণ কোল্লে। কিন্তু সরলা তখন এমনি আচ্ছন্ন, এমনি বিবর্ণ, যে দেখে ভয় হোতে লাগলো।

সদা। ভয়েরি তো কথা—

শান্ত। কিন্তু তখন তার যে চমৎকার রূপখানি দেখেছি, তেমন আর কখনো দেখ্‌লেম না। সেই দিন ভাই নিশ্চয় জেনেছি, কবিদের বর্ণনা কিছুই মিছে নয়—কিছুই বাড়ানো নয়, কেন না সরলাকে দেখে ঠিক বোধ হলো, যেন স্থির বিদ্যুৎ পড়ে রয়েছে, কি সুকোমল স্বর্ণলতা আশ্রয়তরু থেকে ছিন্ন হয়েছে।

সদা। এ বর্ণনা তো তোমার এখনকার বিদ্যা, মান ভাংতে তখন কি বিদ্যা খাটালে তা বল?

শান্ত। মান ভাংতে যে যে বিদ্যা চাই, তার আর কিছু বাকী রাখি নাই, ভারতচন্দ্রের মানের পালা—ঈশ্বর গুপ্তের মনের পালা, যা যা মনে এলো, সব খাটালেম। নিধু বাবুর কত গান গাইলেম—আপনিও গোটা দুই নূতন বেঁধে গেয়ে দিলেম। তবু ভাই বিষ উঠ্‌লো না, কেবল আকার দেখে বোধ হলো ভারখানা যেন ফিরেছে।—

সদা। তবে আরো গান গাইতে হয়; গানে যেমন স্ত্রীলোক ভুলে এমন আর কিছুতেই না।

শান্ত। সে তো গাইয়ের কর্ম্ম, আমরা কি তা পারি? তবে ভালবাসার মুখে মন্দও ভাল লাগে, এই জেনেই যা পারি, তার আর কসুর করি নি।

সদা। তার পর?

শান্ত। তার পর আপনার যত্নাও মক্কুতা খোলেম; বোল্লেম, "তোমার মন বুঝ্‌তেই বলেছি, মনের কথা তা নয়।" আবার পুনঃ২ শপথ কোরে বোল্লেম, "বংশ থাকু, বা যাকু, প্রিয়ে! আর আমি বিবাহ কোর্ব্বো না। তোমার পুত্র হয় বড় সুখ, না হয় তোমার পোষ্যপুত্র কোরে দেব—সেই আমার বংশধর হবে—সেই আমার বিষয় রক্ষা কোর্ব্বে।"

সদা। বোধ হয়, এই কথাতেই মান দান পেলে?

শান্ত। এতে মান পেলেম, কিন্তু মন পেলেম না!

সদা। কেন?

শান্ত। ওরে ভাই! তপ্ত তেলে জল চেলে রাঁধুনীর যেমন বিপদ হয়, আমারো তাই হলো, সরলার দুর্জ্জয় মান প্রতপ্ত ঘৃতের ন্যায়, আমার পুত্র-কামনা আর বিষয়-চিন্তারূপ জল পেয়ে একেবারে দপ্ কোরে জ্বোলে উঠ্‌লো! তাতে আমার হৃদয় আরো দগ্ধ হতে লাগ্‌লো!

সদা। কেন সরলার তো কটু কথার মুখ নয়, তবে তোমায় এমন কি কথা বোল্লে, যে তোমার এত গাত্র দাহ হলো?

শান্ত। আমায় সম্বোধন করে কোন কথা নয়, আপনাকে আর ঈশ্বরকে সম্বোধন করে যে কটী কথা কয়েছিল, তা জন্মে ভুল্‌বো না।

সদা। কি কথা, শুনি?

শান্ত। ঠিক্ এই কটী কথা,—

"হা নির্ব্বোধ মন! হা দুরাশা! হা সরলার সরল হৃদয়! তোমরা বিষয়-প্রেমিককে প্রেমের গ্রাহক করে কি সর্ব্বনাশই করেছ! আজ্ দেখলে, তোমাদের সেই বিশ্বাসী রক্ষক বিষধর তক্ষকের ন্যায় আমার জী-

বন ভক্ষক হয়ে বসেছে।—হা নিদারুণ বিধি! তোমার মনে এই ছিল? নিতান্ত দুর্জনের ভক্ত—নিতান্ত রস-শূন্য-বিষয়-রসের রসিক, এমন নিষ্ঠুরের সঙ্গে নির্ব্বন্ধ ঘটিয়ে, নিতান্ত পতি-প্রেমভিকারিণী দুঃখিনী সরলার সকল সাধ—সকল সুখ নষ্ট কোরে দিলে, তবে আর এছার প্রাণ রেখে ফল কি?" আহা! এই বলে আর চোকের জলে বুক ভেসে যায়।

সদা। তা তো হবেই—বড় গ্রীষ্মের পর বৃষ্টি হওয়া স্বাভাবিক—তাতে উপকারও অনেক।—

"বৃষ্টি হলে বিষ্টি যায় সৃষ্টি রক্ষা পায়।"

শান্ত। তাই হলো। তবে কি না,

"লঘু মধ্য মান নয়, তা হইলে ভাঙ্গিত কথায়।"

আসল গুরু মান—কালসাপ। সুতরাং তার যা ঔষধ, তাই প্রয়োগ কল্লেম;—রসিক-চূড়ামণি সুন্দর যে পথ দেখিয়ে দে গেছেন, শেষে সেই দৃষ্টান্ত ক্রমে, "পায় ধরি ভাঙ্গিনু কন্দল।"

সদা। আর আমিও জানলেম, তোমার সরলা রমণীরত্ন, যেমন রূপবতী, তেম্নি রসবতী, তেম্নি যথার্থ প্রেমবতী! ফলতঃ সুন্দরের গুণবতী বিদ্যার চেয়ে কোন গুণে কম নয়। কিন্তু তোমার বড় গৃহিণী মহামায়া, তিনি সাক্ষাৎ মহামায়া, কেবল মায়ার পুতুল।"

আমরা বিশেষ অভিনিবেশ পূর্ব্বক নাটকখানি পাঠ করিয়াছি কিন্তু কোন অংশই পরিবর্ত্তনীয় বোধ হয় নাই, সকল অংশই সুন্দর সমাবেশিত হইয়াছে, কাহার বাক্য অতিরিক্ত অথবা সংক্ষিপ্ত উপলব্ধ হয় নাই। যদিও "প্রণয়পরীক্ষায়" অন্যান্য নাটক বর্ণিত কোন২ ভাব চাতুরী আংশিকরূপে গৃহীত হইয়াছে, তথাপি উহা নাটকের পোষক ব্যতীত দূষক নহে। তিলোত্তমা কতকগুলি সুন্দরীর সৌন্দর্য্য-সারের সমষ্টি, বিধাতার মানস নির্ম্মিত নহে, তজ্জন্য কি তিলোত্তমা বরবর্ণিনীদলে নিন্দিতা হইয়াছে? না তাহার সৃজন বিষয়ে সৃষ্টি-কর্ত্তার অসামান্য নৈপুণ্য প্রকাশ পায় নাই? কেবল তৃতীয় অঙ্কের দ্বিতীয় গর্ভাঙ্কে শান্ত বাবুর প্রথম সহধর্ম্মিণী মহামায়া সপত্নী সরলার পতির প্রতি লিখিত পত্র প্রাপ্ত হইয়া তদ্দ্বারা যেরূপ কৌশলে সরলার সর্ব্বনাশ ঘটাইবেন সেইটী যে কাজল মণি দাসীকে ব্যক্ত করিয়া কহিয়াছে এবং কাজলা যে কৌশলে সদারংকে স্বনাম্ভবিত করিয়া ভাক্ত সদারং সাজাইয়া ও আপনি সরলার পরিচ্ছেদ পরিধান করিয়া রেসমের সিঁড়ি ক্ষেপণ পূর্ব্বক ভাক্ত সদারংকে বাটীর উপরে লইবার চেষ্টা দেখাইয়া শান্তবাবুর ভ্রম জন্মাইয়া দিবার উপায় প্রকাশ করিয়া বলিয়াছে, এই অংশের কথাগুলি পরিত্যাজ্য বোধ হইল, কারণ চতুর্থ অঙ্কের দ্বিতীয় গর্ভাঙ্কে নটবরের প্রহারে কাজলা পুনর্ব্বার এই সকল কথা ব্যক্ত করিয়াছে। যে কথা পরে প্রকাশ পাইবে পূর্ব্বে তাহার বিস্তার বর্ণন করায় নাটকের চমৎকৃতির হানি হইয়াছে। ভরসা করি মনোমোহন বাবু আগামীতে এবিষয়টী মনোযোগ করিয়া সংশোধন করিয়া দিবেন। তাহা হইলেই অন্যের কথা কি, মনোমোহন বাবুর চিরবিদ্বেষিদলের কোন ব্যক্তিও প্রণয়পরীক্ষার কোন অংশে দোষারোপ করিতে পারিবেন না।

সীতা-নির্ব্বাসন কাব্য।

শ্রীযুক্ত বাবু মাধানন্দ রায় প্রণীত। এইকাব্যের প্রতিপাদ্য নামের দ্বারা প্রকাশ পাইতেছে। এখানি অমিত্রাক্ষর ছন্দের রীতিতে লিখিত অথচ মিত্রাক্ষর রক্ষা করা হইয়াছে। পাঠকগণ ইহার কিয়দংশ এতৎপত্রের তৃতীয়সংখ্যায় দেখিয়াছেন, এস্থলে ছন্দের রীতি বর্ণন করা বাহুল্য।

এই কাব্যে করুণরস প্রধান, কাব্যকার তাহার উদ্ভাবনে বিফলযত্ন হয়েন নাই। জানকীর করুণোক্তিগুলি কাব্যের সর্ব্বত্র শোভা করিয়া রহিয়াছে। বিশেষতঃ তৃতীয়সর্গে মাধববাবু যে জানকীকে বিলাপান্তর পত্র লেখাইতে লেখাইতে বিরহ-বিচেতনা করিয়াছেন, ইহা নিতান্ত করুণরস উদ্দীপক ও মনোহর হইয়াছে। কাব্যের প্রারম্ভে মন্দোদরীর* অভিশম্পাত বশতঃ বৈদেহীকে বিড়ম্বনা করিবার নিমিত্ত পার্ব্বতীর মায়াকে

* রামায়ণে বৈদেহীর বর্জ্জন বিষয়ে তাহার অভিশম্পাত প্রতিকারণ রূপে বর্ণিত হইয়াছে। (সং)

প্রেরণ, মায়া নিদ্রাকালে জানকীর নয়ন যুগলে আবির্ভূতা হইলে, তাঁহার চিত্রিত দশাননাঙ্কে অঙ্কুল পাতিয়া শয়ন এবং তদ্দর্শনে রাঘবেন্দ্র রামচন্দ্রের উদীয় সতীত্বে সন্দেহ করণ তথা সেই সন্দেহ বশতঃ রাঘবের পরিবর্জ্জন প্রভৃতি ঘটনাগুলি পৌর্ব্বাপর্য্যক্রমে বিলক্ষণ সুসংলগ্ন হইয়াছে। ফলতঃ আমাদিগের মতে এই কাব্যখানির দোষভাগ অপেক্ষা গুণভাগ অধিক। এত অধিক যে পাঠ সময় নিতান্ত দোষ অন্বেষণ পরতন্ত্র না হইলে প্রায় কেহই সে দোষ ভাগ অনুভব করিতে সামর্থ হইবেন না।

রাধা-বিলাপ-লহরী। যাদবানন্দ বাবু এখানীর ও রচয়িতা। ব্রজাঙ্গনার ন্যায় নানাছন্দে রচনা করিয়াছেন। রচনা ললিত এবং শ্রবণমধুর হইয়াছে কিন্তু রচক কি কল্পনায় কি অলঙ্কারে কিছুই নূতনত্ব দেখাইতে পারেন নাই।

নারীশিক্ষা। এখানি মাসিক পত্রিকা। সম্পাদকের নাম নাই, ঢাকা-সুলভযন্ত্রে মুদ্রিত, আয়তন এক ফরমা, অগ্রিম বার্ষিক মূল্য আটআনা। কার্ত্তিক মাস হইতে ইহার প্রচার আরম্ভ হইয়াছে।

অত্যন্ত দুঃখের বিষয় এই যে আমরা সম্পাদককে উৎসাহ দিতে পারিলাম না; সংসারে দংশ মশকাদির উৎপত্তি বিনাশ যেরূপ অতিঅল্পকালেই ঘটিয়া থাকে, সাহিত্যসংসারে ক্ষুদ্র২ পত্রিকা সকলও সেইরূপ অতি অল্পসময়েই বিনাশ প্রাপ্ত হয়। পত্রিকাখানীর উদ্দেশ্য নিতান্ত গুরু, এই গুরুতর বিষয়ে সহজে কৃতকার্য্য হওয়ার সম্ভাবনা নাই। সম্পাদক যদি ঈদৃশ মাসিক পত্রিকা প্রচার না করিয়া বৎসরান্তে স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ে দ্বাদশ ফরমার এক একখানী পুস্তক প্রচার করিতেন, তাহা হইলে উহা দ্বারা পত্রিকা অপেক্ষা নারীজাতির বিশেষ উপকার হইত। এক্ষণে স্ত্রীশিক্ষাবিষয়ে যে কয়খানী পত্রিকা প্রচারিত হইতেছে, তাহার কোনখানীও ইহা হইতে নিকৃষ্ট নহে, সুতরাং নারীশিক্ষার গ্রাহকাধিক্যের আশা অত্যল্প। নারীশিক্ষা সম্পাদক নিয়মস্থলে লিখিয়াছেন, "যাঁহারা হিন্দুহিতৈষিণীর সহিত এই পত্রিকা গ্রহণ করিবেন তাঁহাদের পৃথকডাকমাশুল লাগিবেনা" যাঁহারা হিন্দুহিতৈষিণীর গ্রাহক তাঁহারা প্রায়ই স্ত্রীশিক্ষার বিরোধী, অতএব এই উপায়ে যে, গ্রাহকাধিক্য হইবে এরূপ বোধ হয়না, যাঁহারা হিতৈষিণীর গ্রাহক নহেন, এই পত্রিকা গ্রহণ ইচ্ছা করিলে "কবুতরের কল্যাণে মহিষ বলিদান" দেওয়ার ন্যায় তাঁহাদিগকে পত্রিকার মূল্য আটআনা এবং ডাকমাশুল বারআনা দিতে হইবে, এরূপ অপব্যয় স্বীকারে অতি অল্পলোকের মতি জন্মে। স্থানীয় গ্রাহকগণ যে এখানীকে উৎসাহ দিবেন, তাহার ভরসাও অল্প, কারণ এ নগরে স্ত্রীশিক্ষা-বন্ধুর সংখ্যা সমধিক নহে, শিক্ষানুরাগিণী স্ত্রীলোক এ নগরে নাই বলিলেও অসঙ্গত হয় না, এমতাবস্থায় ইহার জীবনের আশা কি? যদি কোন বিদ্যালয়ের ছাত্র এখানীর সম্পাদক হয়, তাহা হইলে আমরা তাহাকে উৎসাহ দিতে প্রস্তুত আছি, কারণ এইসকল যে তাহার রচনা শিক্ষা মার্জ্জিত হইতে পারিবে। সম্পাদক যদি যুবক বা পরিণত বয়স্ক হন তাহা হইলে তাঁহাকে এই পরামর্শ দানে প্রস্তুত আছি যে, তিনি এরূপ ক্ষুদ্র নারী শিক্ষা পত্রিকার সম্পাদকতার পরিবর্ত্তে গ্রন্থ লিখিতে যত্ন করুন সহজেই কৃতকার্য্য হইবেন।

দেবলদেবী নাটক এবং সঙ্গীতসার আগামী সংখ্যায় সমালোচনা করিবার বাসনা রহিল।

নূতন পুস্তক প্রাপ্তি।

আমরা কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি যে, নিম্নলিখিত পুস্তক গুলি উপহার প্রাপ্ত হইয়াছি।

১। শিবজীর অভিনয় শ্রীযুক্ত বাবু ফকির চাঁদ বসু প্রণীত।

২। তত্ত্বাবলী শ্রীযুক্ত পণ্ডিত চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার প্রণীত।

৩। বাল্যবিবাহ শ্রীযুক্ত বাবু সোমনাথ মুখোপাধ্যায় লিখিত।

পাঠান্তর এগুলির সমালোচনা করা যাইবে।

মিত্র-প্রকাশ।

সাহিত্যবিষয়কপত্র।

মিত্রপ্রিয়ানন্দ-বিধানদক্ষো মিত্রাপ্রিয়োল্লাস-নিরাস-শূরঃ।
নানারসৈর্ম্মিত্রগুণ-প্রকাশো মিত্র-প্রকাশোঽয়মুদেত্বুদারঃ॥

১ম পর্ব্ব। { শকাব্দা ১৭৯২। বঙ্গাব্দা ১২৭৭ কার্ত্তিক। { ৭ম সংখ্যা।

প্রার্থনা।

কমলজ-মুখ-কমল-কাননে
হংসীরূপে যিনি বিরাজ করে,
যাঁর কৃপামৃত-কণা পরশনে,
অমরতা লভে মরিয়া নরে ; ১

সেই বর্ণমাতা ভারতী চরণে,
পুনপুন নমি লোটায়ে ভূমি,
উর গো বরদে রসনা আসনে,
দীনের ভরসা কেবল তুমি। ২

রোগে জর জর মর মর প্রায়,
নিশ্বাসে বিশ্বাস ছিলনা যবে,
ভাসেন জননী নয়নধারায়,
হায় হায় করে স্বজন সবে, ৩

সে সময়—সেই চরম-সময়ে
বাজাইয়ে দেবী মোহন বীণা,
যে অমিয়া-রস পূরিলে হৃদয়ে ;
কে জানে সে রস এ দাস বিনা ? ৪

তোমার কৃপায় মরে ম'রে বাঁচে
দাসের আরোগ্য আশ্চর্য্য কিবা,
হরিশ-তনয় এই ভিক্ষা যাচে,
'মা' বলিতে' যেন ভুলেনা জিভা। ৫

নির্ব্বাসিতা সীতা।

(গত প্রকাশিতের পর।)

তৃতীয় সর্গ।

তরুতলে উপবেশন করিয়া।

ওহে প্রাণনাথ ! দোহে বসিয়ে নির্জ্জনে
ছিলাম একদা নানা রস আলাপনে,
সুধালাম প্রেমভরে, "যখন আমায় হরে
লঙ্কাপুরে লয়ে গেল দুষ্ট দশানন,
কি ভাবে তখন কাল করিলে হরণ ?" ১

মম জিজ্ঞাসায় নাথ হইয়া কাতর
সুধা-বিনিন্দিত-স্বরে করিলে উত্তর,
"কি কহিব প্রাণেশ্বরি ! যে দুখে সময় হরি
জানি আমি, জানে মন, জানেন ঈশ্বর,
কথঞ্চিৎ জানে আর লক্ষ্মণ দোসর। ২

পঞ্চবটী বন, আর, লঙ্কেশ-ভবন
এর মাঝে আছে যত পর্ব্বত, কানন,
আর যত গুল্ম লতা, সবে সে দুখের কথা

জানে, কিন্তু তাহাদের বাক্‌শক্তি নাই;
তাই তাহাদিগে সাক্ষ্য মানিতে না চাই। ৩

তোমার বিরহে প্রিয়ে!—তোমার বিরহে
যেরূপ দারুণ দুখে দেহ, মন দহে,
মরি মরি আহা আহা! এক রসনায় তাহা
বর্ণিতে কি পারি? হলে সহস্র রসনা
নারিতাম তবু সব করিতে বর্ণনা। ৪

ফিরে আসি শূন্যময় হেরিয়ে কুটির,
একবারে হইলাম উন্মত্ত, অস্থির,
গিরি, গুহা, নদী, বন, পাতি পাতি অন্বেষণ
করিলাম দুই ভাই ভাসি অশ্রুজলে,—
প্রাণ, মন দহে তব বিচ্ছেদ অনলে। ৫

প্রতি জন প্রাণী প্রতি, প্রতি তরু প্রতি
প্রতি গিরি, নদী প্রতি, করিয়া বিনতি
সুধায়েছি তব কথা; হেন স্থান নাই যথা
যাই নাই দুই ভাই, তব অন্বেষণে।
বিশেষ বলিতে আর নারি ববাননে। ৬

তোমার বিরহে মম ছিল না চেতন,
অচেতনে সুধায়েছি ভাবিয়ে চেতন;
নিঃশব্দ তাহারা তাই, মম সে চেতন নাই
নীরব ভাবিয়া কত করেছি ভর্ৎসন;
পারে নাই সেই ভ্রান্তি শান্তিতে লক্ষ্মণ। ৭

হেরি সহকার-ডালে লতারে দুলিতে
তোমা ভ্রমে গিয়েছি তাহারে আলিঙ্গিতে,
সে অঙ্গ পরশ মাত্র, পুলকে পূর্ণিত গাত্র
হয় নাই, হতো তব পরশে যেমন;
অমনি 'হা সীতে!' বলে করেছি রোদন।"৯

এসব যাতনা শুনি আপনার দুখ
বর্ণিতে চাহিলে, করে আবরিয়া মুখ
কহিয়াছ "প্রাণেশ্বরি, কেন গত-দুখ স্মরি
সুখের সময় দুখে দহিবে পরাণ,
নিস্তেজ অনলে কেন ফুৎকার প্রদান।"১০

তুমি দুখ পাবে বলি আপনার দুখ
বলি নাই, রেখেছিনু মুখে করি মুক!
এই খেদে মরি মরি! তুমি দুঃসিন্ধুপরি
ভাসাইতে দুখ না ভাবিলে একটুক!
নিতান্ত পাষাণ দিয়া বান্ধিলে কি বুক! ১১

মোর তরে কাঁদিয়ে ফিরেছ বনে বনে,
সেই শোধ নিতে কি ভাবিয়া মনে মনে,
চির-প্রেমাধীনী জনে, বিসর্জ্জন দিলে বনে
একাকিনী কাঁদিয়ে ফিরিতে বনে বনে।
হেন বাদ সাধিতে না বাঞ্ছে মূঢ়গণে। ১২

আমার বিরহে তুমি কেঁদেছ যেমন
তোমার বিরহে আমি কেঁদেছি তেমন্—
তেমন্ কি—ততোধিক, সীতা কহে না অলীক্
সরমা, ত্রিজটা তার রয়েছে প্রমাণ,
আর তব অনুরক্ত ভক্ত হনুমান্! ১৩

যে সময় তোমা হতে দুষ্ট দশানন
বিরহিত করি, বলে করিল হরণ,
তখনি জীবনধন, দিত দাসী বিসর্জ্জন
রাখিল কেবল তব মিলন আশায়,
হায় রে এখন আর সে আশা কোথায়! ১৪

সহিতাম সব দুখ জানিতাম্ যদি,

তব এই বিরহের শেষ কি অবধি,
বসতি করিতে বনে, সতী কি হে শঙ্কা গণে ?
দুরূহ-বিরহে তার আতঙ্ক বা কত !
বিরহের সীমা যদি থাকে অবগত। ১৫

চাতকী কি সহেনা হে নীরদ-বিরহ ?
সহেনা কি সেই গ্রীষ্মে যাতনা দুঃসহ ;
বরষা ভরসা করি, কায় ক্লেশে কাল হরি,
থাকে না কি ?—থাকিতাম আমি সেইমত,
জানিতে পারিলে এ বিরহ-দীর্ঘ কত। ১৬

রাজার কুমারী অতি আদর-লালিতা,
রবি-কর-পরশিতা নহে যেই সীতা,
সে সীতা কি তব সনে, ভ্রমে নাই বনে বনে
কুশাঙ্কুরময়ী-ভূমি করিয়া দলন ?
তাপস সহিতে ভ্রমে তাপসী যেমন। ১৭

উটজে কি তবসনে বঞ্চে নাই দাসী ?
খায় নি কি বনফল মনে ভালবাসি ?
পরে নাই কি বাকল ?—এখন ত সে সকল
সুলভ কাননে, তবু কেন করি খেদ,
ভয়-পাত্র মাত্র তব সুচির-বিচ্ছেদ। ১৮

পতি বিনে সতীর ভবন বন হয়,
মিলনে ভবন বন কি আছে সংশয় ?
তব সনে ঘোর-বনে, বঞ্চিয়ে ভেবেছি মনে,
অমর-ভবনে আছি বন বন নয়,
তোমার বর্জ্জনে এবে বন ভয়-ময়। ১৯

ধর্ম্মপত্নী স্বামীর অর্দ্ধাঙ্গরূপা হয়
শুনেছি পুরাণে, সব তপোধন কয়,
অন্য সাক্ষ্য কিবা আর ? তুমিও হে বার২
কহিয়াছ, দেখ মনে করিয়া স্মরণ ;
বঞ্চিতে ভার্য্যায় তা কি ভুলিলে এখন। ২০

যদি হয়ে থাকে সীতা পাপিনী এমন
যাহার উচিত দণ্ড হয় নির্ব্বাসন,
দেখ করি সুবিচার, তুমি অর্দ্ধভাগী তার,
কেন না করিলে তবে আত্ম-বিবাসন ?
সীতাসহ দিলে কি বিচার বিসর্জ্জন ? ২১

বুঝিলাম—বুঝিলাম—বুঝিলাম সার।
রাঘব-রাজত্ব ছাড়ি গিয়েছে বিচার॥
অবিচারে দুখ দিলে, সুখের হে অংশী ছিলে,
দুখের বেলায় কেন ভাগী হবে আর ?
দুখে দুখী দুখিনী-নারীর যেলা ভার। ২২

দুখের ভাগিনী তব হইবারে সীতা
অণুমাত্র হৃদয়েতে হয়নি শঙ্কিতা ;
পারে নি সম্পত্তিসুখ, ভুলাবারে একটুক,
সুখভাগী হয়ে তুমি দুখের বেলায়
অপরিচিতার মত ত্যজিলে সীতায়। ২৩

তব ব্যবহার নাথ করিয়া স্মরণ
পতিভক্তি শূন্য যদি হয় নারীগণ,
হায় হায় হায়। তবে, কি কি না দুর্দ্দশা হবে,
দম্পতির, প্রেমের, এজগতের আর।
হল না কি এ চিন্তা তোমার একবার ? ২৪

অয়ি অয়ি পতিব্রতা-রমণীমণ্ডলি।
শুন অভাগীর কথা, সবিনয়ে বলি,
বৈদেহীর স্বামী মত, তোমাদের স্বামী যত
দহে যদি জ্বালি সদা যাতনা-অনল
জানকীর দশা স্মরি সহিও সকল। ২৫

কিঞ্চিৎ চিন্তা করিয়া।

রে স্মৃতি-শকতি তোরে পরিহার মানি, মোরে
না রে যা রে ছেড়ে যা রে, আর নাহি চাই রে
চাহিতাম যাঁর লাগি, ভাগ্যদোষে এ অভাগী
ত্যজ্যা হইয়াছে তাঁর,—সে সুদিন নাই রে—
প্রাণেশের নব নব সাদর-বচন
স্মরণার্থ মাত্র ছিল তোর প্রয়োজন। ১

সে নাথ ত্যজিলা মোরে, ফেলাইলা দুখ ঘোরে
তুই কেন অভাগীরে ছাড়িতে না চাস্ রে ?
আগে সদা দিলি সুখ, এখন বাড়াস্ দুখ
গত সুখ তুলে কেন দ্বিগুণ জ্বালাস্ রে ?
জানিস্‌তো আগে ছিনু পতি-সোহাগিনী ;
এবে অভাগিনী নহে সে সুখভাগিনী। ২

নাথসনে ছিনু যবে, তুই রে আমার তবে
প্রাণেশ-সোহাগ-বাক্য কথায় কথায় রে,
মানসে উদয় করি, আনন্দের সিন্ধু পরি
ভাসাইয়ে দিয়েছিস্, শুষ্ক শোলা প্রায় রে,
অসময়—এ সময় সে সব কথায়
দুখার্ণবে আর কেন ডুবাস্ সীতায় ? ৩

নাথের রহস্য যত স্মরিতাম, মনে তত
উদিত হইত সুখ, মিলনসময় রে ;
এবে যত মনে উঠে, তত হৃদে শেল ফুটে
ধৈর্য্যের বন্ধন টুটে, প্রাণ দগ্ধ হয় রে ;
একেই ত জ্বলে চিতে চিন্তার দহন,
তুই কেন আর তার যোগাস্ ইন্ধন !

নাথের বচন যত, আগে বেদবাক্য মত
ভাবিয়াছি, আর তাহা ভাবিতে না চাই রে ;
এবে এই জ্ঞান হয়, সে রহস্য সমুদয়
স্বপ্নে শুনিয়াছি, কিবা কভু শুনি নাই রে।
আগে যার কথা হলে হতো মহাসুখ,
আশ্চর্য্য !—কথায় তার এবে ফাটে বুক ! ৫

যত কিছু অবনীর, সকলি কি রমণীর
পতি পক্ষপাতী, হায় বুঝিতে না পারি রে,
পতি উপেক্ষিল যারে, সকলে উপেক্ষে তারে
অবনীতে এতই কি অভাগিনী নারী রে !
নারীজাতি এত যদি দুখের ভাজন,
হে বিধি ! করোনা তবে নারীর সৃজন। ৬

তা হলে হবেনা আর, ধরণীর দুখভার,
নারি লাগি বার বার, করিতে বহন হে ;
না না, তোরে এসকল, বলিয়ে নাহিক ফল,
আপনার ক্ষতি বল, করে কোন্ জন হে ?
নারীজাতি যদি আর না কর সৃজন
দুখে দুখে কারে তবে করিবে দাহন। ৭

দুখ ভোগিবার পাত্র, আছে নারীগণ মাত্র
অবনী মাঝারে তব, বুঝেছি নিশ্চয় হে ;
জনম অবধি সীতা, নহে কেন দুখান্বিতা
পতি-প্রেমামৃত তার, কেন বিষ হয় হে ?
না, না বিধি তোমায় এ গঞ্জনা না সাজে ;
সীতা বিনে কত নারী সুখী ভবমাঝে। ৮

অভাগীর যা হবার, হইয়াছে তাহে আর
বার বার তিরস্কার তোমায় না করি হে ;
সুখী পতিপ্রাণা যত, তা দিগে আমার মত
করোনা কখন, তোমা, বলি পায় ধরি হে।
গেল যাক, দুখে২ জনম সীতার,
সীতাসম দুখিনী না জন্মে যেন আর ! ৯

প্রাণেশের উপেক্ষায় কেন প্রাণ নাহি যায়,
যা রে প্রাণ যা রে যা রে কেন আর রয়েছিস্।
কাঠিন্যের পরিচয় পাইয়াছে লোকচয়,
লোহা—শিলা—বজ্রে তুই, পরাজয় করেছিস্
কঠিন—কঠিনতম—সুকঠিন অতি ;
তাই তোর সীতা-দেহে আজিও বসতি ॥"

(ক্রমশঃ প্রকাশ্য।)

৺রাধামোহন সেন মহোদয়ের কবিত্ব-পরিচয়।

আমরা ৬ষ্ঠ সংখ্যায় কবিচরিতের সমালোচন প্রসঙ্গে, ৺ রাধামোহন সেন মহোদয়ের নাম মাত্র উল্লেখ করিয়াছি। অদ্য তাঁহার কবিত্ব বিষয়ের কথঞ্চিৎ পরিচয় দেওয়া যাইতেছে। ইনি কোন্ অব্দে কোন্ স্থলে জন্ম গ্রহণ করিয়া কি ভাবে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করেন, আমরা আজিও তদ্বিষয়ে অভিজ্ঞতা লাভ করিতে পারি নাই ; সুতরাং এতৎ সম্বন্ধে পাঠকবর্গকেও কিছু জানাইতে পারিলাম না। পদবী দ্বারা এই কবিকে বৈদ্যকুলজাত বোধ হইতেছে, কিন্তু কবিচরিত রচয়িতা শ্রীযুক্ত হরিমোহন মুখোপাধ্যায়, ইহাকে কায়স্থ জাতীয় বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। সেন কবি রামমোহন রায়ের সমকালীয়। সাহিত্য-সংসারে ইনি আত্ম-ক্ষমতার বিশেষ পরিচয় প্রদান করেন নাই ; একমাত্র "সংগীত-তরঙ্গ" নামক পুস্তকই ইহাঁর কবিত্ব-শক্তি এবং সঙ্গীতশাস্ত্রাভিজ্ঞতার চিহ্ন স্বরূপ বর্ত্তমান রহিয়াছে। দুঃখের বিষয় এই যে এই চিহ্নও বঙ্গীয়সমাজের নিকট অবিরল নহে। পরন্তু কোন২ পুস্তক পাঠে জানা যায়, ইনি বিখ্যাতকবি ৺ ভারতচন্দ্র রায় গুণাকরের বিদ্যাসুন্দর কাব্যের কোন২ কবিতার প্রতি দোষার্পণ করিয়া সেই সকল স্থলে স্বচরিত পাঠ সকল দর্শাইয়া ছিলেন। আমরা অনেক অনুসন্ধান করিলাম, দুর্ভাগ্যক্রমে সেন কবির এই রহস্য বিশেষরূপ অবগত হইতে পারিলাম না। ৺ ভারতচন্দ্রের কাব্য সংগ্রহকর্ত্তা স্বরচিত ব্যাখায়, সেন কবির সংশোধিত যে সকল পাঠ দর্শাইয়াছেন, তদ্দ্বারা সেন কবির নির্হৃদয়তার পরিচয় ব্যতীত সহৃদয়তা প্রতিভাসিত হয় নাই। সুতরাং আমাদিগকে বর্ত্তমান বিষয়ে একমাত্র "সংগীত-তরঙ্গেরই" অবলম্বন করিতে হইল।

"সংগীততরঙ্গ" সমালোচনা করিয়া দেখিলে সেন কবির কয়েকটীর সদ্‌গুণের পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। প্রথমতঃ সংস্কৃত শাস্ত্রের ব্যুৎপত্তি দ্বিতীয়তঃ সংগীতশাস্ত্রজ্ঞতা, তৃতীয়তঃ কবিত্ব শক্তি সহকৃত রচনানৈপুণ্য। সেন কবি, কয়েক খানি সংস্কৃত ভাষার সংগীত গ্রন্থ অবলম্বন করিয়া সংগীত তরঙ্গ প্রণয়ন করেন, ইনি সংগীত তরঙ্গের ভূমিকায় লিখিয়াছেনঃ—

" সঙ্গীতবিদ্যার বহুতর গ্রন্থ হয়।
তাবত প্রকাশ করা যুক্তি মত নয় ॥
অতএব কতগুলি গ্রন্থকে ভাঙ্গিয়া।
প্রকাশ করিব আমি নানাভাষা দিয়া ॥
সংস্কৃত আদি তাতে যে সব বচন।
গদ্য পদ্য রূপে তাহা করিব রচন ॥
সোমেশ্বর-মত আদি যত মত আছে।
শ্রেণী মত না রচি রচিব আগে পাছে ॥
হিন্দুস্থান অবধি করিয়া নানাদেশ।
কলিকাতা পর্য্যন্ত যে বাঙ্গলার শেষ ॥
হিন্দুস্থানী লোক কি বাঙ্গালী লোক যত।
সকলের অতি গ্রাহ্য হনুমান-মত ॥

তত্রাপি রচিব আমি এরূপ নিয়মে।
নাদ পুরাণের মত প্রকাশ প্রথমে॥
মধ্যে২ অন্য২ মত প্রকাশিব।
সর্ব্বশেষে হনুমান মত বিরচিব॥
গ্রন্থ-সাগরে কবিতা-সলিল কল্পিত।
নানামত-নদ নদী তাহাতে মিলিত॥
ভাব রস ছন্দ অলঙ্কার আদি যত।
জলজন্তু জলচর-পক্ষিগণ মত॥
পেয়ে রাগবাদ্য-রূপ পবনের সঙ্গ।
সঙ্গীত নামেতে তায় উঠিল তরঙ্গ॥
বুদ্ধিরূপ ক্ষুদ্র তরি তাহাতে ডুবিল।
জ্ঞান সমারূঢ় ছিল ভাসিতে লাগিল॥
উদ্ধার কারণে মন উপায় করিল।
পয়ার ছন্দের সূত্রে তাহাকে বান্ধিল॥
ভাষা পুথি তটে তায় টানিয়া তুলিল।
"সঙ্গীত-তরঙ্গ" নাম তদর্থে হইল॥"

প্রোক্ত কবিতাগুলি দ্বারা কেবল যে, সেন কবির অলঙ্কৃত বাক্য-বিন্যাস-ক্ষমতার পরিচয় পাওয়া যাইতেছে, এমত নহে, সংগীত-তরঙ্গ বর্ণিত বিষয় গুলিও অনুসন্ধিত হইতেছে। ফলতঃ "সংগীত-তরঙ্গের" বর্ণিত বিষয়গুলি পদ্যে লিখিবার উপযোগী নহে। প্রশংসার বিষয় এই সেন কবি এই দুরূহ বিষয় গুলিও বিবিধ ছন্দে সুন্দররূপে বর্ণন করিয়াছেন। ইহার রচনা অনুপ্রাস-বহুল এবং মিলদোষ বিরল। সঙ্গীত বিষয়ে কবিত্ব-শক্তি প্রকাশের অবসর অত্যল্প, তথাচ ষটত্রিংশ রাগ রাগিণী সমূহের ধ্যান ধরণা এবং রূপ বর্ণনায় যে সকল সদ্ভাবপূর্ণ, চাতুর্য্য বিশিষ্ট, অলঙ্কৃত-বাক্য নিবদ্ধ করিয়াছেন; তদ্দ্বারা তাঁহার গুণগ্রামের অল্প পরিচয় পাওয়া যাইতেছে না। সংগীত গুলি ইহার কবিত্ব শক্তির প্রচুর প্রমাণ স্বরূপ রহিয়াছে। সত্য বটে, ঐ সকল সংগীত কেবল কবির কল্পনাজাত নহে, কোন কোনটীতে সংস্কৃত কোন২ কবিতার ভাবাভাস পাওয়া যায়। বস্তুতঃ একমাত্র এই দোষেই সেনকবির কবিত্বশক্তি অস্বীকার্য্য নহে। বাঙ্গলা ভাষায় যাহারা কবিকীর্ত্তি লাভ করিয়াছেন, তাহারা কি সংস্কৃতভাষা ভাষিত সদ্ভাব সকল স্বস্ব কবিতাকলাপে মিশ্রিত করেন নাই? কৃত্তিবাস, কাশীরাম দাস ব্যতীত বাঙ্গলাভাষার অতিঅল্পকবি, এই দোষ পরিশূন্য দৃষ্ট হয়। বস্তুতঃ সেন কবি যদি "সংগীততরঙ্গ" ব্যতীত অন্য কোন কাব্য গ্রন্থ লিখিতেন, তাহা হইলে, কবিখ্যাতি লাভ তাঁহার ভাগ্যে দুর্ঘট হইত না। সংগীত তরঙ্গে কবিত্বশক্তির যে কিছু পরিচয় দিয়াছেন, তৎপাঠে সহৃদয় সমাজ সেন মহোদয়কে কবি সম্বোধনে কুণ্ঠিত নহেন। আমরা পশ্চাদ্ভাগে সেন কবি রচিত কবিত্ব মিশ্রিত সংগীততরঙ্গের কয়েকটী স্থল উদ্ধৃত করিয়া দিলাম, পাঠকগণ তৎপাঠে সেন কবির কবিত্ব শক্তির পরিমাণ করিতে পারিবেন।

টোড়ী রাগিণীর রূপ বর্ণন।

মালকোশ প্রিয়া টোড়ী বালা পীতবরণা।
কেশর কর্পূর অঙ্গে শ্বেতবস্ত্র পরণা॥
কুচপীন সুকঠিন মধ্য ক্ষীণ ললনা।
নাভিকূপ অপরূপ স্বর্ণকান্তি ললনা॥
কেশ শ্রেণী কাদম্বিনী পূর্ণচন্দ্র বদনা।
তাহাতে কুরঙ্গ চক্ষু মুক্তাপংক্তি রদনা॥
মণিময় আভরণ নাহি তার তুলনা।
রতি বলে অনঙ্গেরে "দেখ যেন ভুলনা॥"
দশদিক্ আলো করে হেন রূপ সাজনা।
প্রান্তরে বসিয়া করে বীণাযন্ত্র বাজনা॥
বীণার সমূহতন্ত্র দীপ্তি রূপে মাজনা।
মধুর পঞ্চম স্বরে রাগ ভাগ ভাঁজনা॥

আলাপ চারির বোলে রাগ রূপ সাধনা।
রাগ শুনি পশু পক্ষি সবে করে কাঁদনা॥
গান শুনি কুরঙ্গিনীগণ হয়ে মগনা।
সম্মুখে করিছে নৃত্য নাহি ভীতি চেতনা॥
টোড়ী রাগিণীর জাতি সম্পূরণে ঘটনা।
সা রি গ ম পধনিতে রাগিণীর গঠনা॥
খরজের গৃহ শিশিরাদি ঋতু গণনা।
দিবার প্রথম যাম পরে গান রচনা॥

গৌরী রাগিণীর রূপ বর্ণন।

কোমল শরীর গৌরী গীত-রসমাঙ্গে।
কত শত মনমথ মথন অপাঙ্গে॥
অধরে অরুণ ভাতি বিমল সুরঙ্গে।
ভুরু মনোসিজ-ধনু নয়ন কুরঙ্গে॥
শ্যামল বরণ মুখ তুল বিধু সঙ্গে।
নেহারি বিনোদ বেণী তাপিত ভুজঙ্গে॥
নিরখি নিরখি উরু সুগুরু আতঙ্গে।
নিবিড় কানন মাঝে পশিল মাতঙ্গে॥
নাগাল-মুকুল শোভা বালা শ্রুতিভঙ্গে।
নাসার বসনে লাজ পাইল বিহঙ্গে॥
মধুপানে মাতি ধনী মধুর প্রসঙ্গে।
রজনীর মুখে গান গায় নানারঙ্গে॥

গুণকরী রাগিণীর রূপবর্ণন।

রাগিণীর গুণকরী গুণকলি ডেকেছে।
ওড়োজাতি বারহালে স্বভাবেতে থেকেছে॥
একেতো নায়ক সঙ্গে যোগ ভঙ্গ হয়েছে।
রূপ-রূপ-ভূষা চোরে চুরি করে লয়েছে॥
নানাশক্তে নানামতে নানাবাদ সেধেছে।
কদম্বতলায় বসি বিনাইয়া কেঁদেছে॥
চক্ষু-মদ হরি মৃগী কাননে পলায়েছে।
বচন হরিয়া বিধি সুধাতে মিলায়েছে॥
বদনের আভা শশী নিজ অঙ্গে মেখেছে।
হরিয়া মধুর স্বর পিকবর ডেকেছে॥

অধর-বঙ্গিমা লয়ে বিম্বফল রেঙ্গেছে।
কুচকুম্ভ মাতঙ্গিনী মস্তকেতে ভেঙ্গেছে॥
হংসের সমাজে করী বুঝি কিছু বলেছে।
সুচলনী হরে লয়ে রাজহংসী চলেছে॥
দুইরূপ শোকানলে দুঃখ তাপ পেতেছে।
ক্ষণে অচেতন ক্ষণে সচেতন হতেছে॥
খসিয়া চাঁচর কেশ পৃষ্ঠদেশে পড়েছে।
নিশ্বাস প্রশ্বাস দুই দীর্ঘাকারে বেড়েছে।

খাম্বাবতী রাগিণীর রূপবর্ণন।

*খাম্বাবতী রূপবতী খড়োজেতে এসেছে।
ধনি সা রি গ ম সুর এই শ্রেণী রেখেছে॥
সুখ-সাগরের তীরে সুখাসনে বসেছে।
ইচ্ছা করে ইচ্ছাতরি তাতে গিয়ে পশেছে॥
অপূর্ব্ব-বসনবদ্ধ অলসেতে খসেছে।
বুঝি বিধি মুখচাঁদে পদ্ম দিয়ে ডুবেছে॥
তাহাতে নর্ত্তক দুটি খঞ্জনেরে পুরেছে॥
নানা আভরণে বালা অষ্ট অঙ্গ ছেয়েছে।
বচন শোষক হয়ে সুধাসিন্ধু শুষেছে॥
ভ্রূ মধ্যের অর্দ্ধ চন্দ্র এ চন্দ্রকে দুষেছে।
পীন-পয়োধর দেখি মাতঙ্গিনী রুষেছে॥
নায়কের গুণ-জলে মর্ম্ম-ক্ষেত্র চষেছে।
প্রেম-শস্য রস আস্বাদনে মন রসেছে॥

পটমঞ্জরীর দশা হয়েছে কি হয়েছে।
আক্ষেপেতে পুনরুক্তি করেছে কি করেছে॥
প্রবল বিচ্ছেদানল জ্বলেছে কি জ্বলেছে?
তাহাতে কনক অঙ্গ গলেছে কি গলেছে॥
উত্তাপ কুসুমহারে করেছে কি করেছে।
শুক্ল পক্ষে তেজভাগ সয়েছে কি সয়েছে॥
বিরহ সকল ভার বয়েছে কি বয়েছে।
বিপরীত বেশ ভূষা ধরেছে কি ধরেছে॥
বিষাদ বসনে মুখ মেজেছে কি মেজেছে।
ধূলার ভূষণ দেহে সেজেছে কি সেজেছে॥

দুঃখেতে সুখের তনু বোলেছে কি বোলেছে।
কঙ্কন কুণ্ডল হার ফেলেছে কি ফেলেছে ॥
আলু থালু রূপে বস্ত্র খসেছে কি খসেছে।
নাকাগারে মৌনাসনে বসেছে কি বসেছে ॥
নাসিকা রোদন গুণ গেয়েছে কি গেয়েছে।
অবিশ্রামে অশ্রুধারা বেয়েছে কি বেয়েছে ॥

দেশীকে সৃজিতে শিব সুমন্ত্রণা করিল।
অপার রূপের সিন্ধু বিরলেতে মথিল ॥
যৌবনসম্ভূত যত রত্ন তাতে উঠিল।
একত্র করিয়ে দেশীরাগিণীরে গঠিল ॥
শশধর দিয়ে তার মুখখানি গড়িল।
কলঙ্কের ভাগে তার শিরোরুহ রোপিল ॥
আগেভাগে সুধাভাগে বাক্যভাণ্ডে পুরিল।
সমুদায় হলাহল কটাক্ষেতে সাধিল ॥
চারিখণ্ড করি করিবর কর কাটিল।
অগ্রভাগে ভুজ যুগ অন্তে উরু ঘটিল ॥
পারিজাত পল্লবেতে করপদ সৃজিল।
করিকুম্ভযুগে যুগ-পয়োধর সাজিল ॥
মৃদু মৃদু মৃদু হাস্যেতে চঞ্চলাকে বাঁধিল।
পলাশ-বসন দিয়ে লজ্জা অঙ্গ ঢাকিল ॥
নানা অলঙ্কার দিয়ে তার মন তুষিল ॥
সেই সব ভূষণেতে অষ্টঅঙ্গ ভূষিল ॥
যৌবনের ভার দেশী সহিতে না পারিল।
নায়কে মদন কথা কহিবারে লাগিল ॥

নকড়া রাগিণী কবে, বীরবেশ ধারণ,
নাহি বাসে কুল ভয় লাজে।
বাঁধিত কবাল, কটি-দেশ মধ্যে,
বিহরয়ে বীরগণ মাঝে ॥
কনক-বরণ-দেহে, কর্পূর চর্চ্চিত,
বিমল বদন দ্বিজরাজে।
পাটাম্বর পরিহিত, সর্ব্বত ভাবত,
সঘনে পুরুষের সাজে ॥

নিন্দিত নবঘন, চাঁচর কেশজাল,
গোপন করিল শিব তাজে।
এরূপ নরের বেশ, যদ্যপি তবে আর,
নারীর ভূষণ কোন্ কাযে ॥
সমুখেতে ভাটগণ, করে যশ বর্ণন,
জাতি সম্পূরণে বিরাজে।
উঠিবে নিখাদ স্বরে, নি সা রি গম পধ,
প্রথমনিশীতে গান ভাঁজে ॥

গুজরী রাগিণীর রূপ বর্ণন।

গুজরীর রূপে আলো করে তিন পুর।
ক্ষীণমাজা পীনস্তন চাঁচরচিকুর ॥
রক্তবাস কাঁচলি তুলনা নীলাম্বর।
সঙ্গীতে পণ্ডিতা স্বর অতি সুমধুর ॥
ভুরু দেখি লজ্জা হল মনোজ ধনুর।
সুসজ্জা শরণাপন্ন হইল তনুর ॥
শ্রবণে কুণ্ডল আর করেতে কেয়ূর।
হৃদয়েতে কণ্ঠমালা চরণে নূপুর ॥
চর্চ্চিত ভাবে আশ্রিত কেশর কর্পূর।
তুলনায় মদনমোহিনী বহুদূর ॥
দিনমুখ দেখিবারে দিনের ঠাকুর।
ধরিলা বরষাঋতু রূপের মুকুর ॥
ঋতুর প্রভাবে ঘন হয়ে শতপুর ॥
দশদিকে অন্ধকার করিল প্রচুর ॥
ঘোর গরজনে শব্দ শুনি গুড় গুড়।
চপলা চমকে বজ্র শব্দ দুড় দুড় ॥
আনন্দে ময়ূরী নাচে সহিত ময়ূর
চাতকের পিউ রব ডাকয়ে দর্দুর ॥
বারি বরিষণে হল গানের অঙ্কুর।
সম্পূর্ণ রি গ ম প ধ নি সা সাত সুর ॥
রবি সেন দাস কহে শুন সুচতুর।
উত্থানে খরজ গৃহ সে অতি অদূর ॥

রাগিণী ভৈরবী তাল আড়া তেতালা।

ধরিল হরের বেশ তোমার শ্রীমতী, ধ্রু
ভস্ম করিবারে পুন—অহে শ্যাম হে! ত্রিপুরতিপতি॥
রাগ-ভাগ নাগ তায়, অলঙ্কারময় গায়,
আলুথালু বসনেতে, মগনা যুবতী।
বেণী জটাজুটমত, প্রাণ-বিষ কণ্ঠাগত,
বিষাদ বিভূতি মুখে, মাখিয়াছে সতী।

ঐ ঐ

নারী হয়ে বিনোদিনী সাজিয়াছে হর, ধ্রু
ইতে অনঙ্গের পুনঃ সখি রে হলো কলেবর।
মুখচাঁদ সুধাপুট, অক্ষি ছাঁদে কালকূট,
বাক্য দৃষ্টি সুধা, বিষ, তুল্য গুণ-কর।
লুনমণ্ডলে অনল, স্নেহ সুশীতল জল,
অবাদে অনল, নীরে, হইল সোসর॥

রাগিণী বিবারী।—তাল আড়া তেতালা।

পঞ্চতপা করি শ্যামেরে পাইলাম না, ধ্রু
একাসনে অনশনে, ও সই, দিবা বিভাবরী,
অনল গঞ্জনা ভাবে, জ্বলিতেছে চারিপাশে
উপরে কলঙ্ক দহে, তপনের তেজ ধরি। ১

ঐ ঐ

বিচ্ছেদ যোগেতে সখি সমাধি মন, ধ্রু
সহজে পবনাহার, কিসে আর পাবে পার, মলয় পবন॥
বিরহঅনল জ্বালি, তাহাতে শরীর ঢালি, করিতেছি ধ্যান
শিখি-শারি তনু যার, মদন শশী কি তার, করিবে দাহন,
শ্যামের-বচনামিয়া, চিরদিন না শুনিয়া, বধির সমান।
অলি করুক ঝঙ্কার, পিক ছাড়ুক হুঙ্কার, নাশুনে শ্রবণ॥

রাগিণী মধমাধ।—তাল আড়া তেতালা।

মনের বাসনা যত, দেখিতে না পুরে তত, ধ্রু
অথচ অনিমিষে, নিরখি নিরত।
দেখিতে দেখিতে আর, হয় আশার অনুসার,
মরে মোর দুই আঁখি, দেখিব আর কত।১

তথা।

কণেক আর তোমারে শ্যাম, করি দরশন, ধ্রু
না জানি হইবে কবে শ্যাম, পুনঃ এ মিলন॥
তুমিতো এখনি যাবে, আমি রব এই ভাবে,
শ্যাম, নয়ন মুদিয়া সদা তোমা, করিব মনন॥ ১

রাগিণী রামকেলী।—তাল ত্রিয়ট।

শ্যামরূপ সাধনা করে আমার এ অক্ষিসাধক। ধ্রু
উত্তরসাধক তার সই, মন অন্তরকারক॥ ৵
কলঙ্ক শব আসন, হইল সে সঞ্জীবন সই!
মানেনা মশবন্ধন, মানেনা কুল-কিঙ্কর; ১
পিরীতি রূপের তপ, পলকে নাহয় জপ সই,
বিভীষিকা কি দেখাবে, ভয় হইয়া বাধক,। ২।

ঐ ঐ

তিনগুণময় এই প্রণয়, ধ্রু।
সাধ, রাগ, ক্রোধ, তিনগুণ উদয়॥
সাধ করয়ে স্বজন, উভয়ের সুমিলন,
রাগ করয়ে পালন বিলাসচয়। ১
ক্রোধের লয় প্রভাবে, বিচ্ছেদ ঘটিল ভাবে,
সুখরূপ মোক্ষফল, ভজনেতে হয়॥২

রাগিণী রামকেলী। আড়াতেতালা।

আমার এতনু যন্ত্র। ধ্রু
যে বোল বলিয়া বাজাইছ, শ্যাম বলো তাই মন্ত্র
সুখ দুঃখ খেদাহ্লাদ, দ্বাদিলা যোহ বিষাদ,
এই সাতস্বরেতিনগ্রাম, তিননাড়ী তন্ত্র। ১
তুমি বল যাইযাই, মোর প্রাণ বলে তাই,
কি রাগে বিরাগ হে করিলে, এ কেমন তন্ত্র। ২

রাগিণী ঐ। একতালা।

শ্যামের গুণ কেন কর গান? ধ্রু
মিশাইয়ে প্রেমরাগে, বিচ্ছেদের তান।
হারাইয়া ক্রিয়া কাল, বিষম বিলাস তাল;
বারেবারে দিওনা এ, হাহাকার মান।

শিবী। মিশাইয়ে ... ।

বিগুণের অগুণ গীত, কর বিরাগে মিলিত।
তবে আর হবেনা সে, রাগ মূর্ত্তিমান। ২

রাগিণী গুণকলী। তাল আড়াতেতালা।

কেও বুঝেনা সই, প্রেম পরিচ্ছেদ। ধ্রু
সবে বলে শ্যামসনে, করিতে বিচ্ছেদ॥
শ্যামপ্রেমে বাঁধা রাধা, রাধা শ্যামাঙ্গের আধা,
তবু পাপলোকে করে, অভেদে প্রভেদ। ১

ঐ ঐ

নয়ন সদাই, তাকে রূপেরে ইঙ্গিত বিধানে। ধ্রু
কেবলে পলক পড়ে সই, পালট প্রমাণে॥
যেদিকে যখন চায়, শ্যামরূপ দেখিতে পায়,
ইহাতে রূপের গতি, সুচঞ্চল মানে। ১
তাতে এই করে ভয়, পাছে রূপ অন্তর হয়,
তেজে তেজ মিলিযাছে, তাতো নাহি জানে॥ ২

গীত। আড়াতেতালা।

ওলো নিতাসখি বল দেখি নারী বধের ভাগী কে হইবে? ধ্রু একেবারে সপ্তবধী করিছে প্রহার, একাকিনী বাধে কেমনে বাঁচিবে?

দুরাচার অহঙ্কার নিদয় হইযা, বাঁধিয়াছে শ্রীমতিকে কোপ-লতা দিয়া কাম হানে ফুলবাণ শশীকর শেল, পিকস্বর শর কিসে নিবারিবে? ১

ঋতুনাথ করে কাল করবাল পাত, সমীরণ করিতেছে গতি বজ্রাঘাত, কুসুম-সৌরভ শূল করিছে ক্ষেপণ, এরূপে অবলা নিতান্ত মরিবে। ২

ঐ ঐ

শ্যাম বিদূষক বুঝেদেখ নারীবধের ভাগী যে হইল। ধ্রু। ভাসিতেছিলে হে তুমি সন্দেহ সাগরে, বিধাতা ভঞ্জন তরি মিলাইল॥

শ্রীমতি বধেরভাগী কে হবে বলিয়া, বিচার কি করিতেছ আমা সম্বোধিয়া, অই শুনশুন যেন নরাহিত প্রায়, তুহি তুহি রব করিছে কোকিল। ১

অনুরাগ খট্। তাল ত্রিয়ট।

শুধু মুদিয়া নয়ন রাধে, আছ কিকারণ? ধ্রু যদি কার ধেয়াইতে, যোগাসনেতে বসিতে করিতে মনন।
কিবা মানিনী হইতে, কি আরনাহি দেখিতে, আমার বদন? তাহইলে তবে কেন, সুধামাখাইয়া হেন কহিবে বচন।

ঐ ঐ

মম হৃদয়কমল নাথ, দেখ বিকসিত। ধ্রু
মানস গগনদেশে, তবরূপ অরুণবেশে, হয়েছে উদিত॥
দুঃখনিশিপোহাইল সুখদিবাপ্রকাশিল জাগিলজীবন।
তোমার গুণভ্রমর মরমে করিয়া ভর গুঞ্জরে ললিত॥
এমন যেদিনকর, অন্তর হতে অন্তর কি জানিবা হয়—
এই সে কারণতার এদুইনয়নদ্বার করিলাম মুদিত।২

ঐ। রূপক।

তাঁর গুণ গান কর ওরে মন গায়ক, ধ্রু
পরিণামে যার নাম অতি সুখদায়ক,
শ্রদ্ধা-বীণা বাজাইয়া ভক্তি-রাগ আলাপিয়া,
নামসংখ্যা তালদিয়া হেসঙ্গীতনায়ক। ১

ঐ ঐ

যন্ত্রতন্ত্র মিলাইয়া কর রে গৌরীতে গান, ধ্রু
ত্যজহ বিষয় কর্ম্ম হলো দিবা অবসান।
কিন্তু এইকথা ধর ব্রহ্মতালে গানকর,
কালের নিয়মমতে পরে পাইবে কল্যাণ। ১

গীত। ধিমাতেতালা।

সলিলে ডুবিয়া কেন মুদ নয়ন। ধ্রু
কহ বিনোদিনী রাধে ইহার কারণ?
একবার প্রাণেশ্বরি এই অনুমান করি
বুঝি অস্তাচলে শশী করিল গমন,
আরবার মনেলয়ে তাহলে অকপোদয়
প্রফুল্ল হইত তব কমলবদন, ২

অনুরাগ যোগিয়া।—ধিমাতেতালা।

ওগো বিচ্ছেদ যোগেতেঃ আমি ত্যজিব প্রাণ। ধ্রু

আর কোনরূপে সখি; নাহিদেখি ত্রাণ,
শ্যামরূপ ধ্যানধরি, শ্যামনাম জপকরি,
এরূপে অজপাজপ, হবেসমাধান, ১

রাগিণী ভাটিয়াল।—তাল ঝাঁপ।

সাধিছ রাধে গুরুমান, ভবেবুঝিবহিলনা তবমান, ধ্রু

মানিনী হইয়া যেবা হয় মানিনী,
মানরাহুমুখে তার মানশশী সমাধান।
পরিহার ফুলেমাখি মিনতি চন্দন
রসনাপুরিয়া তোমায় করিলাম অর্পণ।
অগৌরব কূপে তাহা ত্যজিলে তুমি
শ্রবণের দ্বারে তার নাহি লইলে ত্রাণ।১
আমার সাধনা তবচরণ ধরিয়া
তুমি আছ মানের পদ সার করিয়া,
সাধনীয়া হবে কোথা মম সাধনে
তা না হবে হলে রাধে সাধিকার সমান।২

ঐ ঐ

করি শশী দরশন, শুনি তবে কোকিলরব এখন। ধ্রু।

সদয়া না হলে যদি অধীন জনে,
অতএব এ প্রকারে প্রাণ করি ধারণ॥
ক্ষিতিপত্র নখে লিখ মদনে সংবাদ,
বিশেষ করিয়া বুঝি প্রেমের বিবাদ।
ইতে সে বধে যদি তা বরঞ্চ ভাল,
দেখিতে না পারি রাধে তব অধোবদন॥ ১ ॥
মৌনে রে বসাইয়া রাধে মনসি উপরে,
তুষিলে তাহারে বাক্যদান সমাদরে।
সে তা করিলে আহার তবেতো আর,
শুনিতে না পাব প্রিয়ে সে মধুর বচন ॥ ২ ॥

অনুরাগিণী সুহা।—তাল সওয়ারি।

একি অসম্ভব তব, যৌবন সলিল প্রাণ। ধ্রু।

তৃণের সমান, ভাসিছে পাষাণ,
পাষাণের মত তৃণ, মগন হইল প্রাণ ॥
প্রেয়সি তোমার কুচগিরি নাম যার,
অনায়াসে ভাসিতেছে লাঘবের প্রায়—
তব কলেবর, কেমনি সাগর,
অধীনের মন তৃণ, তাহাতে ডুবিল প্রাণ,

ঐ ঐ

তোমার বিপদে কেন, আমার যাতনা প্রাণ। ধ্রু।

তুমি সে বিপদে, আছ নিরাপদে,
প্রমাদ ঘটিল মোরে, একি বিঘটনা প্রাণ।
প্রিয়ে তব স্থূলতম নিতম্ব এমন,
ইতে তুমি অনায়াসে করিছ গমন,
হেরিয়া নিতম্ব, হইলাম স্তম্ভ,
সচল মম চরণ, না হয় চালনা প্রাণ। ১।
পুরুষে মজায় নারী ইহার লাগিয়া,
হৃদে বাখিয়াছে বিধি গিরি চাপাইয়া।
তাহাতে তোমার, নাহিক বিকার,
নিরখিয়া হলো মোর হৃদয়ে বেদনা প্রাণ। ২।

রাগ মালকৌশ।—তালত্রিপট।

কি হেরিলাম অপরূপ যমুনার কূলে সই। ধ্রু।

ঐ দেখ দাঁড়াইয়া কদম্বের মূলে সই,
নবজলধর শ্যাম, ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিমাঠাম,
নয়ন নাহিক ফিরে, মন নাহি ভুলে সই।
অঙ্গিমন গেল গেল, চল ফিরে ঘরে যাই।
আমি কুলবতী নারী, কুলের গৌরব চাই
ইতে যদি প্রাণ যায়, দুঃখ নাহি ভাবি তায়,
কুল পাছে মজে সখি, এই বড় ভয় পাই ॥ ১ ॥

রাগিণী টৌড়ী।—তাল রূপক।

বাক্যযন্ত্রে কর মন, ভৈরবের আলাপন। ধ্রু।

ভৈরবী কল্যাণী গাইয়া, গান কর শ্রীরমণ,
নারায়ণী সরস্বতী গাও দুর্গা লীলাবতী,

নারায়ণ গান করি, অন্তে গাবে নিরঞ্জন। ১।

——

ঐ ঐ

বাদ্যযন্ত্র বড় যন্ত্র, ইহাতে সকলি বলে। ধ্রু।
বীণাযন্ত্র আদি তবে, কেন বাজায় সকলে?
ঈশ্বরের গুণগানে, রসনা যথার্থ জানে,
কাল্পনিক বীণাযন্ত্র, সে বাজে কলে কৌশলে। ১।

——

রাগিণী গৌরী।—তাল ত্রিমট।

কেন সবে মাতিল, মধুপান ভ্রমর করিল সই। ধ্রু।
কুসুমেরা হাসিছে, হিমকর কাঁদিছে,
উচ্চৈঃস্বরে গান করে কোকিল।
ক্ষণে পবন ঘূর্ণিত, ক্ষণে সৌরভে পূর্ণিত,
ক্ষণে ক্ষণে নাচিছে খঞ্জন,
ক্ষণে ক্ষণে কষিয়া, ফুলধনু শুষিয়া,
পরাক্রম অনঙ্গ দেখাইল। ১।
তাতে আমার শরীর, হইয়া বিপুল অস্থির,
ধরাতলে হইল পতিত,
অলি ক্ষণে ক্ষণেক, করিছে অভিষেক,
বাহুমূলেতে ঢালিয়া সলিল। ২।

——

রাগিণী খাম্বাবতী।—তাল আড়া তেতালা।

নাথেরে আনিতে গেলে, এলে করে ভাবান্তর। ধ্রু।
বেশ ভূষা বিপরীত, ওলো সহচরি লো,
শ্বাস বহে নিরন্তর।
অলকা তিলকা কেন, ছিন্নভিন্ন হেরি হেন,
স্বতন্ত্র তোমার মন, বিরাগান্বিত অধর। ১।
বুঝি একা পেয়ে তারে, ছিলে মদন বিহারে,
আসিয়াছ সুখভোলে, পরিয়া তার অম্বর॥ ২॥

——

ঐ ঐ

আইলনা তব নাথ, করিলেক নিরাশাস। ধ্রু।
কহিতে আসিতে ক্রুড, ওগো রসবতি গো,
[মন বহিছে নিশ্বাস,
সাধিতে সাধিতে শত, অধরের রাগগত,
চরণে লোটায়ে হলো, অলকা লতা বিনাশ। ১।
তব নাথের বসন, আনিয়াছি একারণ,
যাও নাহি বলো মোরে যদি কর অবিশ্বাস॥ ২॥

——

রাগিণী গৌরসারঙ্গ।—তাল আড়া তেতালা।

সকলি চঞ্চল সই, কহিও মাধবে তাঁহারি বিরহে।
কেবলে আমার মন, লয়ে তাঁহার শরণ, হলো অচঞ্চল
এই দেখ করের কঙ্কণ, বাহুমূলে করিছে গমনাগমন,
বাসবন্ধনে রহিয়া, তবু পড়িছে খসিয়া, ধরাতে অঞ্চল।
স্বস্থান ত্যাগিয়া, এজীবন,
ওষ্ঠের সহিতে সে করিল মিলন,
এই অভিপ্রায় তার, না যাইবে পুনর্ব্বার,
হৃদয় অঞ্চল॥ ২॥

——

রাগিণী মোহিনী।—তাল আড়া তেতালা।

তুমি দিবসে যে এসো শ্যাম, লোকে পাছে জানে। ধ্রু
এই করো লুকাইয়া এসো রাত্রিমানে হে॥
বল কিহবে এখন চারিদিগে গুরুজন
গোপন করি তোমারে রাখি কোন্খানে। ১

——

অনুরাগ গান্ধার।—তাল একতালা।

প্রাণনাথে সই সমান যে গণিলে। ধ্রু।
কার কিবা গুণাগুণ সই কিসে কি বুঝিলে?
শশী দরশন ছলে বিচ্ছেদ সাগর উথলে
স্রোত বহে নয়ন যুগলে।
সে সিন্ধু সুকায় শ্যামে বারেক হেরিলে॥ ১॥

——

রাগিণী ছায়ানট।—তাল আড়া তেতালা।

অধরে যে অঞ্জন হে মনোরঞ্জন। ধ্রু।
মম সুখতরু শাখা প্রাণনাথ কে করিলো ভঞ্জন?
সুরঙ্গ সুপরিমল সুমধুর বিম্বফল,
খাইল মাধুরী তারে কার রদন-খঞ্জন॥ ১॥

——

পেটুক পঞ্চাননের কাব্য রচনা।

(৮৮ পৃষ্ঠার পর হইতে।)

গত আষাঢ়েতে আমি আশার ছলাতে।
বসেছিনু কাব্য লেখে কবিত্ব জাঁকাতে॥
ভূমিকাটি লেখা শেষ না হইতে মোর।
দৈব দোষে ঘটে গেল দুর্ঘটনা ঘোর॥
ও পাড়ার ঘোষদের মাতৃ-শ্রাদ্ধ ছিল।
পেটুকতা দোষে মোরে নাহি নিমন্ত্রিল॥
আমিও কুলীন বটে কুলে আঁটাআঁটি।
মানভরে নাহি যাই তাহাদের বাটী॥
যখন সেখানে ধূম পড়িল খাবার।
তখন চঞ্চল মন হইল আমার॥
সেই চঞ্চলতা দূর করার কারণ।
বসিলাম কাব্য কথা করিতে গ্রন্থন॥
শূন্য-মনে কতদূর লিখিতে২।
শ্রাদ্ধ-বাড়ী ভূরি ভোজ হেরিলাম চিতে॥
যখন দেখিনু হৃদে দিতে সবে পাত।
তখনও লেখনীরে ছাড়িল না হাত॥
পরে যবে দিল সবে কচুরি ও লুচী।
তখনও ধরিনু ধৈর্য্য করে খুচিমুচি॥
পরে হেরি যবে দিল গোল্লা রসকরা।
কত কষ্টে তখন হইল ধৈর্য্য ধরা॥
পরে আম কাঁটাল সহিতে এল দই।
অস্থির হইনু, ভাবি রই কি না রই॥
জিভ বলে কাব্য লেখে কর তুমি যশ।
চাইনা ও যশ আমি করিতে পরশ॥
এখনই তোমা ছেড়ে শ্রাদ্ধ-বাড়ী যাব।
চর্ব্ব্য, চূষ্য, লেহ্য, পেয় কত মত খাব॥
পেট্ বলে ধমকিয়ে করে কত চোট্।
কিসের রে কাব্য লেখা ওঠ্ ওঠ্ ওঠ্॥
ওহে কি মিটিবে মোর খাই খাই খাই।
চল্ নৈলে থাক্, আমি শ্রাদ্ধ-বাড়ী যাই॥
পেটের মেজাজ্ দেখে এরূপ গরম্
হাত দিল তাড়াতাড়ি ফেলিয়ে কলম্॥
যাব কি না যাব আমি না কাড়িতে রা।
শ্রাদ্ধ-বাড়ী একেবারে উপস্থিত পা॥
সেখানে যে ভাবে করি উদর অর্চ্চন।
বর্ণিতাম, দুঃখ এই নাহিক স্মরণ॥
এর্ লাগি এত দিন গরহাজিরি মোর।
ক্ষেম হে পাঠক সব! করি করযোড়॥
পৌষের সংক্রান্তি দেব আশু উপস্থিত।
ইহার মাহাত্ম্য সবে শুনুন কিঞ্চিৎ॥
শুনিলে অক্ষয় পুণ্য বক্ষঃ ভাসে লালে।
পিঠে পিঠে বলে প্রাণ যায় অন্তকালে॥

প্রথমতরঙ্গ।

দেবরাজ শব্দে যথা ইন্দ্রকে জানায়।
ঋতুরাজ শব্দে যথা বসন্তে বুঝায়॥
হে পৌষ সংক্রান্তি! তথা এই বাঙলায়।
সংক্রান্তি বলিলে শুধু তোমাকে বুঝায়॥
অনেক সংক্রান্তি বটে আছে সংবৎসরে।
তব সম তাদের কে যশ গান করে॥
দেবদলে নারায়ণ বিখ্যাত যেমন।
পার্ব্বণের মাঝে তুমি প্রসিদ্ধ তেমন॥
বক্রীইদে হর্ষ যথা যবনের দল।
বড়দিনে হর্ষ যথা ইংরেজ সকল॥
তব আগমনে—অহে তব আগমনে।
ততোধিক হর্ষ হয় বাঙ্গালির মনে॥
সকল সংক্রান্তি যদি তব সম হোত।
পেটুকের তবে আর আক্ষেপ কি রো'ত॥
হায়২ মরি২ বিধির কি ভ্রান্তি।
দিনেক দিলেন আয়ু তোমার সংক্রান্তি॥
পোষের সংক্রান্তি যদি মাসভরা রয়।

পেটুক কি আর তবে ক্ষুধানলে দয় ?
তবু ভাল বৎসরান্তে দরশন পাই।
যত পারি খেয়ে দেয়ে পেটকে বুঝাই ॥
বৎসরান্তে বারেক না পাইলে তোমায়।
বাঁচিত কি পেটুকেরা পেটের জ্বালায়।
চিরজীবী হয়ে তুমি চিরকাল রও।
বর্ষে২ পেটুকের হর্ষপ্রদ হও ॥
যদ্যপি কাহারো হয় সহস্র বদন।
তবু নারে তব যশ করিতে বর্ণন ॥
তব গুণ লক্ষহাতে যদি লেখে কেহ।
পারে কি না পারে হয় তাতেও সন্দেহ ॥
একমুখে আমি যশ কতবা কহিব।
যথাসাধ্য কথঞ্চিৎ বর্ণন করিব ॥
যাহার সবল মন সমান আমার।
ঈঙ্গিতে বুঝিবে সেই মহিমা তোমার।
বাঙ্গালীর বংশে জন্ম লয়ে বঙ্গদেশে।
তোমায় জানেনা আমি নাহি জানি কে সে।
ধনুর তনুর শেষ যে সময় হয়।
বাঙ্গালায় সে সময় তোমার উদয়।
লক্ষ্য করি তব আসা এক পক্ষ আগে।
গৃহিণীরা দিন গণে মন অনুরাগে।
তোমার আসার দিন কাছে আসে যত।
হৃদয়ে আনন্দ স্রোত বেগে বহে তত।
চার পাঁচ দিন আগে চাল কোটাকুটি।
চোকে নাই ঘুম করে প্রাতে উঠাউঠি।
যাহার ঘরেতে আছে মানুষ যেমন।
তার ঘরে সেই মত হয় আয়োজন।
পিঠের পরবে বাড়ে গিন্নির গরব,
ভর্ত্তা কর্ত্তা হয়ে রন দাপটে নীরব।
মুখরা প্রখরা দারা গৃহেতে যাহার,
সংক্রান্তিতে একক্রান্তি শান্তি নাই তার।
এটা আনো ওটা আনো কহে রাগে২।
গৃহ কাজে আর তার মন নাহি লাগে।
ওবাড়ীর দাসেদের সব আসিয়াছে,
তোমার সকল দ্রব্য বাজারেতে আছে।
কখন আনিবে গুড় কখন বা চাল।
বুঝিতে পারিনা তুমি চালো কোন্ চাল।
বছরের একদিন খায় পরে সবে,
আমার বাছারা বুঝি লালাইয়ে রবে।
ওবারেতে জামাইকে আনা হয় নাই।
এবারে তাহাকে আনা নিতান্তই চাই।
বাহিরেরদিকে মন তোমার যেমন।
ঘরেতে তেমন মন দেখিনে কখন।
আমি এক ভাব ভাবি তুমি ভাব আর।
অভাগীর ভাগ্যে হবে কি দোষ তোমার।
গৃহিণীর এইরূপ সাভিমান বোলে,
অমনি কর্ত্তার মন রসে যায় গোলে।
যেরূপেতে হোক্ আনে সংক্রান্তির সাধ,
দেখে গৃহিণীর মনে আঁটেনা আহ্লাদ।
নারিকেল তিল আর ক্ষীর আনাইয়া।
চাঁই চাঁই করি ছাঁই রাখে বানাইয়া।
বাউড়ীর * দিনে রবি না হতে উদিত।
গৃহিনী রমণীদের উৎকণ্ঠিত চিত।
পতির কোমলহৃদি শয্যা পরিহরি,
তোমার প্রীতির হেতু উঠে ত্বরা করি।
এডাকে উহারে দিদি ভাঙে নাই ঘুম।
আজি কি তোমার এত ঘুম বার ধুম ॥
তার সাড়া পেয়ে তার প্রতিবাসী নারী,
আঁখি কচালিয়া উঠে সুখশয্যা ছাড়ি।
স্নান কর্য্যে সকলেতে শুচি হয়ে সুখে,
রন্ধনশালায় গিয়ে বসে বুক টুকে।
প্রথমে গুঁড়ির কাই প্রস্তুত করিয়ে।
খোল করি ছাঁই দেয় ভিতরে ভরিয়ে।

* সংক্রান্তির পূর্ব্ব দিন।

বসিল করিয়া গোলা জ্বালিয়া অনল।
ছ্যাঁক্ ছ্যাঁক্ শব্দে পড়ে রসনার জল।
পতিভৃঙ্গ যার রহে মত্ত প্রেমফুলে,
উঠিল তাহার আসকে আপনিই ফুলে।
পুলীপিঠে চুষীপিঠে ভাজাপিঠে আর।
পরিপাটি পাটিসাপ্টা সুধার আধার
যার একখানা খেয়ে—যার এক খানা।
ছার জ্ঞান করি লাড্ সাহেবের খানা॥
পিঠেতে গুড়ের ছিটে মিঠে লাগে যত।
মধু আর সুধা নয় মিষ্ট বুঝি তত।
ক্ষীর পুলী ধীরমন লোভেতে টলায়
খেজুরের রসে মন কার না গলায়?
থালা ভরে রাখে পিঠে সাজায়ে সকল
সুধা ছেড়ে খেতে সাধ করে সুরদল।
বালক বালিকা গৃহে রহে যে সকল।
জননীর কাছে যায় হইয়া চঞ্চল॥
এটা দেমা ওটা দেমা খায় আর চায়।
গৃহিণীর মনেকত সুখজন্মে তায়॥
ক্রমেতে প্রখর হলে তপন কিরণ।
স্নানাহ্নিক পুরুষেরা করি সমাপন॥
একত্র বসিয়ে সবে মনসুখে খায়।
আহ্লাদে গৃহিণী সবে পরশিয়া যায়॥
নূতন গুড়ের রসে পিঠে সব মেখে,
চেটে২ খায় দেয় পেটে একে একে।
লোভের সাগরে বহে আনন্দের ঢেউ
"আসকে খায় ফোড় কিন্তু গণেনাকোকেউ।"
তিলেসংক্রান্তির তিলে মিষ্টরস সার।
এমন সুমিষ্ট কিছু আছে নাকি আর।
তিলের তিলের তার পাইয়াছে যারা।
তিলেক তিলেক নারে পাশরিতে তারা
গোলাকার সুধাধার চন্দ্রমা যেমন,
গোলাকার মিষ্টসার তিলেও তেমন।

পেয়ে তার মিষ্ট তার দাঁত সমুদায়,
ছাড়িতে না চায় আর ছাড়িতেনা চায়॥
লোভেতে রসনা তা ছাড়াতে যত যায়,
ক্রুদ্ধ হয়ে দশন দংশন করে তায়।
পিঠের সংসর্গে যত স্বাদ দেয় তিলে
ত্রিলোকে তেমন স্বাদ কোথাও কি মিলে?
বাদাম কিশমিশ দেওয়া ইংরাজের কেক।
তাহাতে পিটাতে আছে বিভেদ অনেক॥
পিটের মিঠেয় মন মজিয়াছে যার,
সেই বুঝিয়াছে তার কেমন সুতার॥
বিবয়ানুবোধে যারা বিদেশেতে রয়,
এসময় তাহাদের কত ক্ষোভ হয়॥
হয় হোক্ তাহাদের কঠিন হৃদয়।
দীর্ঘ স্বাশ ফেলেন তথাপি এসময়,
মনে পড়ে প্রমদার প্রেমের ব্যাপার,
কিছুই মনেতে ভাল নাহি লাগে আর।
খেদে কয় এসময় রহিলে আলয়
কেমন প্রমোদে পূর্ণ হইত হৃদয়।
প্রণয়িনী ভালবাসা প্রকাশ করিয়ে,
পিঠের মিঠেয় মন লইত হরিয়ে।
একে পিঠে মিঠে আর তার মিষ্ট কথা।
কি মিষ্ট হইত হয়ে উভয় একতা।
বলিতে২ হয় মানস চঞ্চল।
গোপনে ক্ষেপণ করে নয়নের জল।
এদিকেতে বিরহীর বিলাপ যেমন।
ওদিকেতে আলয়েতে আক্ষেপ তেমন।
যে নারীর মুগ্ধমন পতি অনুরাগে।
তাহার হৃদয়ে হায় কি আক্ষেপ জাগে,
পড়ে২ পিঠেগড়ে মনে পড়ে নাথ।
কমলনয়ন দ্বয়ে হয় অশ্রুপাত।
একেত হেমন্ত হিমে কান্তের বিচ্ছেদ।
তুমি তায় দেখা দিয়ে বৃদ্ধি কর খেদ॥

এসময় যার পতি আঁছে নিকেতনে,
কত না আনন্দরাশি আজি তার মনে।
শরমেতে ননোদিনী শাশুরী নিকটে।
প্রকাশিতে ভালবাসা নারে অকপটে।
খাওয়াতে নিশীতে নাথেরে মনোমত।
শয়নমন্দিরে রাখে খাদ্য দ্রব্য যত।
প্রীতমনে প্রাণেশ্বরে বসায়ে পিঁড়ায়।
খাওয়ায় সাধের পিঠে মাথার কিরায়।
খেতে২ কত মত হাস্য পরিহাস।
অকপটে আন্তরিক প্রণয় প্রকাশ।
অনুরক্তা পতি ভক্তা নারী স্বামী যারা।
সংসারের সার সুখ বুঝিয়াছে তারা।
'হে বিধি তোমায় হই সাধে কি হে দেক্!'
হেন সংক্রান্তির আয়ুঃ দিয়েছ দিনেক।
মিছে দেই দোষ তোমা মিছে দেই দোষ।
বুঝিয়াছি পেটুকের কপালের দোষ।
যাতে কিছু পেটুকের হয় উপকার॥
তাতে বাদ সাধা রোগ আছেই তোমার॥
সাধারণ দুঃখ এ কি সাধারণ দুঃখ।
মধুকোষ পাঁটার করিলে একটুক॥
আর এক রসময় রচেছে যে আক্।
ফলের বেলায় তার দেখায়েছ ফাক॥
ভেবে চিন্তে একবারে হয়েছি অবাক্,
এই কি হে তোমার জ্ঞানের পরিপাক?
যোগে যাগে আমি যদি পাই একদিন।
কোন মতে বিধি তব হতে একটীন।
তা হলে করেছ তুমি যত অবিচার।
সব সংশোধন আমি করি পুনর্ব্বার॥
আম জাম কাঁটাল কমলা আদি ফল।
বার মাস পায় যেন পেটুক সকল॥
ঢাকাই জালার মত আঁব সব গড়ি।
পিপার মতন সব কাঁটালকে করি॥
একটী কাঁটালে দেই লক্ষ২ কোয়া।
একটীও তার মাঝে রাখিনাক ভোয়া॥
পরওয়ানা জারি করি হালুয়ের প্রতি।
গড়ো মা মিঠাই যেন একরতি২॥
আমৃতী গড়িবে যেন এক মণ হয়।
মেঠাই তা আদ্ মণের কম কিছু নয়॥
পাঁচ সেরী করি সবে গড়িবে "অবাক্"
অবাক্ দেখিয়া লোকে হইবে অবাক্॥
কাঞ্চনপুরীয় থাল যত বড় হয়,
সন্দেশ তেমন তর কিছু কম নয়।
এমন কি লুচী গুল এত বড় চাই!
শীতের সময় যেন গায় দিতে পাই॥
বড়২ টালি ইট যেইরূপ গড়ে।
বরফী সকল যেন সেইরূপ করে॥
ঢাকার চকের মাঝে কামান যেমন।
পানতূয়া হতে চাই এমনি ধরণ॥
ভাঁজ করা থাকে যথা মার্কিনের থান।
খাজা গুল হতে চাই এই পরিমাণ॥
এইমত সকল করিয়া বড়২!
আজ্ঞা দিব যার ইচ্ছা যত হয় গড়।
অজগুলা করি সব গজেব সমান।
সর্ব্বাঙ্গ অর্দ্ধেক, অর্দ্ধ মধুকোষ খান॥
বৎসরেতে তিনশত পঁয়ষট্টী দিন।
সব করে দেই পৌষ সংক্রান্তি অধীন॥
এবারের মত হও বিদায় হে পৌষ।
আবার আসিয়ে সবে করো পরিতোষ

ইতি পেটুক পঞ্চানন কৃতৌ. হাস্যরস-
সাগরে কাব্যে পৌষপার্ব্বণ মহাত্ম্য
বর্ণন নামঃ প্রথমতরঙ্গঃ।

পরিতাপি-পঞ্চক।

প্রথম—পরিতাপি দশানন।

[রামায়ণে বর্ণিত আছে রামের শরে রাবণ রণে শয়িত হইয়া দিব্যজ্ঞান প্রাপ্তির পর পূর্ব্ব কৃত পাতকাদির নিমিত্ত নিম্ন লিখিত রূপ খেদ করিয়াছিলেন।

"শুভস্যশীঘ্রং অশুভস্য কালহরণম্"

অহে রাম রঘুপতি, আমি হে পাষণ্ড অতি,
পাতক করেছি আমি ঘোর।
যদিও বিপক্ষ হও, এবে আর শত্রু নও,
অপরাধ ক্ষমাকর মোর॥
পরনারী পরধন, হরিয়াছি সর্ব্বক্ষণ,
দেব দ্বিজ কিছু মানি নাই।
দেবতা গন্ধর্ব্ব নর, যত ইতি চরাচর,
সবাকার ছিলেম বালাই॥
চন্দ্র, সূর্য্য, পুরন্দর, ব্রহ্মা, যম, জলেশ্বর,
দিক্‌পাল সবে ছিল দাস।
হেন প্রাদুর্ভাব আর, ত্রিলোকে বা ছিল কার?
কৃতান্ত যোগাত অশ্ব-ঘাস॥
যাগ যজ্ঞ হোম আদি, সকলের প্রতিবাদী
ছিনু আমি এই ত্রিভুবনে।
মম ভয়ে সুরগণ, ত্যজি নিজ নিকেতন,
ছিল সদা সশঙ্কিত মনে॥
কি বলিব দাশরথি, হস্তী অশ্ব রথ রথী,
পদাতিক ছিল মোর যত।
ত্রিভুবনে তত আর, ঐশ্বর্য্য বা আছে কার?
ছিল মোর পুত্র শত শত॥
যার এক২ বীরে, কাঁপায়েছে অবনীরে,
ইন্দ্রকে করেছে তৃণজ্ঞান।
হায়রে বানর নরে, সে সবে সমরে করে,
পরাভব—হেনে বধে প্রাণ!
অনেকে দিয়েছি দুঃখ, অনেক করেছি সুখ,
হয়ে যয়ে গেছে সে সকল।
কিন্তু সাধ ত্রয় ছিল, পূর্ণ তাহা না হইল,
এই খেদ রহিল কেবল॥
এহেন সোনার লঙ্কা, সুরাসুর নর-শঙ্কা,
লবণাম্বু মধ্যে সংস্থাপন।
ভেবেছিনু এই স্থলে, ক্ষীরদসাগর জলে,
আনিব—তা নহিল পূরণ॥
যবে করি দিগ্বিজয়, যাইয়া শমনালয়,
নিরখিযে পাপীর যন্ত্রণা।
হইলাম শোকাতুর, নিরয় করিব দূর,
মনে২ করিনু মন্ত্রণা॥
তৃতীয় বাসনা ছিল, (পূর্ণ তাহা না হইল)
গড়াইব স্বর্গের সোপান।
যেন প্রাণিগণ তায়, অনায়াসে স্বর্গে যায়,
যেইমাত্র ত্যজিবে পরাণ॥
দীর্ঘসূত্রী হয় যেই, তার শেষ ফল এই,
দেখি সার উপদেশ ধর।
অন্যের কি সাধ্য বল? রাবণ নিরাশ হল,
সাবধান হয়ো অতঃপর॥
ওহে রাম গুণধাম, নব দূর্ব্বাদল-শ্যাম,
দিয়াছি তোমাকে বহু ক্লেশ।
একে দুঃখ পেলে বনে, তাহাতে জানকী সনে,
আমি মূঢ় ঘটানু বিশ্লেষ।
লোকে মোরে মন্দ কয়, দশানন দুরাশয়,
রামজায়া করিয়া হরণ,
রক্ষকুল মজাইল, নিজে শেষে প্রাণ দিল,
হারাইল পুত্র পৌত্রগণ।
কিন্তু তাতে নাই ব্যথা, শুন পূর্ব্বজন্ম কথা,
মনে মোর পড়িল এখন।
ছিলাম বৈকুণ্ঠ বাসে, দ্বারিবেশে. তব পাশে,
মুনি শাপে ধরাতে জনম।
তোমার চরণ ধরি, কাঁদিনু বিনয় করি,
দয়া করি দিলে এ মন্ত্রণা।
সপ্ত জম্মে মিত্রভাবে, কিন্তু তিনজন্মে যাবে,
শত্রুভাবে গর্ভের যন্ত্রণা।

সেই জন্য শত্রু হয়ে, রক্ষকুলে জন্ম লয়ে,
তব সঙ্গে করিনু বিরোধ।
আমার কি দোষ তায়, তোমার এ অভিপ্রায়,
এবে নাথ মাগি হে প্রসাদ।
খাইয়া তোমার বাণ, ব্যথিত হয়েছে প্রাণ,
ক্রমে হয়ে এল বাক্‌রোধ।
মুদ্রিত হতেছে আঁখি, মরণে মুহূর্ত্ত বাকি,
শ্বাস ত্যাগে হয় কষ্ট বোধ।
নিবেদন করি পায়, ত্যজিয়া নশ্বর কায়,
পূর্ব্বরূপ করিয়া ধারণ,
দেহ রাম রঘুপতি, এ দাসেরে অনুমতি,
চলে যাই বৈকুণ্ঠ ভবন।
অসংখ্য করেছি পাপ, পাই তাতে মনস্তাপ,
দয়া কর ত্রিতাপ হরণ।
মায়াময়, এসংসার, হে প্রভো! ইহাতে আর
কভু যেন না হয় জনম।

দ্বিতীয় পরিতাপি।—ক্রমওয়েল।

[ক্রমওয়েল প্রথম চার্লস ভূপতিকে বিনাশ, ও ক্রমেং নৃপতি ও পার্লিয়েমেণ্টের পক্ষ পরাভব করিয়া, ইংলণ্ডে প্রজাতন্ত্র স্থাপন করেন। কিন্তু তদীয় অত্যাচারে ক্রমে সকলে তাহার বিপক্ষ হইয়া উঠে। এই সময় জরা তাহাকে আক্রমণ করাতে, এবং ক্লেপোল নাম্নী প্রিয়তমা তনয়ার মৃত্যু হওয়াতে, পূর্ব্বকৃত দুষ্কর্ম্ম স্মরণে বক্ষ্যমাণ খেদ করিতেছেন।]

"কোথা ধনজন যৌবন মান, কোথা রবে রে অভিমান,
যখন পড়িবে কৃতান্তের গ্রাসে।" ক্র, স,

(১)
আমি সেই অলিভর ক্রমওয়েল হই,
সেই মোর আধিপত্য অব্যাহত আছে।
তবে কেন আমি আর সুস্থচিত্ত নই?
মনেতে যে ভাব আমি কব কার কাছে?

(২)
কেন একতিল মোর চিত্ত স্থির নয়?
কি কারণ হইতেছে ব্যাকুলিত মন?
ক্ষণেং কি নিমিত্ত ভয়ের উদয়,
শত্রু যেন চতুর্দ্দিকে করি নিরীক্ষণ।

(৩)
জ্ঞান হয় মোর প্রাণ বিনাশ কারণ,
ষড়যন্ত্র করিয়াছে অরাতিনিকর,
কিছুতেই নাহি হয় সংশয় বারণ।
চিন্তায় চিন্তায় মন হইল কাঁকর।

(৪)
কে নিবারে এ সন্দেহ? কে ঘুচাবে ভয়?
হেন বৈদ্য কোথা করে এ রোগ বারণ?
ত্যজেছেন শান্তি-দেবী হৃদয়-নিলয়,
সে মন্দিরে পুনঃ তাঁরে কে করে স্থাপন?

(৫)
বুঝেছি কেন যে হেন হলো মনোভাব,—
হইতেছে আপন দোষেতে এ যাতন।
"অন্তে অনুতাপ" এত পাপের স্বভাবঃ—
নিশ্চয় ভোগিতে হয় পাপের পীড়ন।

(৬)
কলুষের পরাকাষ্ঠা অর্জ্জন করেছি।
স্মরণ করিলে অঙ্গ হয় রোমাঞ্চিত।
অধিক কি আছে পাপ? রাজাকে বধেছি!
আরো মহাপাপ কত হয়েছে সঞ্চিত।

(৭)
রাজদ্রোহী, মিত্রদ্রোহী, বিশ্বাসঘাতক,
মমসম কোন্ জন আছে ভূমণ্ডলে?
সেই পাপে ভুঞ্জি এবে জীবন্ত নরক,
দগ্ধ হইতেছে আত্মা অনুতাপানলে।

(৮)
হায় জরা! তুমি এবে পাইয়া সময়,
আশ্রয় করিলা আসি মম কলেবর।
আমাকে দিতে কি পাপ যন্ত্রণা দুর্জ্জয়,

প্রেরিলা তোমারে বিশ্ব-শাস্তা মহেশ্বর ?

(৯)

হায় রে বিপক্ষ ভয়ে সদা ভীত মন !
ত্রিরাত্র না করি কভু এক গৃহে বাস।
যে বর্ত্মেতে একবার করেছি গমন,
সে পথে আসিতে পুনঃ নাহয় বিশ্বাস।

(১০)

নিরস্ত্র হইয়া যেতে নারি কোন স্থানে.
প্রত্যয় নাহয় আর কাহারও উপর।
সারানিশি নিদ্রা নাহি যাই পার্শ্বমানে,
জরা তায় জরং করে কলেবর।

(১১)

এমন দুঃখের কালে নিলেন ঈশ্বর
বার্দ্ধক্যের একমাত্র লক্ষ্য যে আমার,
প্রাণাধিক দেখিতাম যারে নিরন্তর,
সম্পূর্ণ করিতে মোর শোকের ভাণ্ডার।

(১২)

হায় কোথা ছেড়ে গেলে প্রাণের দুহিতে ?
এত ভক্তি ছিল তব জনকের প্রতি।
এস বাছা তব শোক না পারি সহিতে,
নির্দ্দয়া জনকে কেন হইলে সংপ্রতি ?

(১৩)

হা বিধাত। যেইরূপ করিয়াছি পাপ,
নিশ্চয় ভোগিতে হবে নরক যাতনা।
নাহি সহে নাহি সহে আর মনস্তাপ,
জীবনে যন্ত্রণা আর দিও না দিও না।

(১৪)

এ ক্লেশে বাসনা হয় হইব আত্মঘাতী।
কিন্তু নাহি জানি তাহা উচিতানুচিত।
যদ্যপি নিভাই এই জীবনের বাতি,
নিদ্রিতের ন্যায় শান্ত হইব নিশ্চিত।

(১৫)

নিদ্রাবেশে দুঃখ সুখ বোধ নাহি থাকে।
কিন্তু সে সুষুপ্তি কভু স্বপ্ন শূন্য নয়।
তাহাতে যে বিভীষিকা দেখাবে আমাকে,
এই হেতু আত্মঘাতী হতে হয় ভয়।

(১৬)

দুঃখ যেত হলে যদি জীবন বিশ্লেষ,
তবে আত্মহত্যা না করিত কোন্ জন ?
এক ক্লেশ এড়াইতে অন্যবিধ ক্লেশ
ডাকি আনে, জ্ঞানহীন কে আছে এমন ?

(১৭)

হে বিভো! পাপের কথা হইলে স্মরণ,
তব ক্ষমা চাহিবারে সাহস না হয়।
তবে যে তোমার স্থানে করিছি রোদন
কেন না শুনেছি তব নাম দয়াময়।

(১৮)

অধম তারিতে নাম অধম-তারণ,
লইলে তোমার নাম যত পাপ হরে,
একবার কৃপানেত্রে করিলে ঈক্ষণ।
পাতকীর কিবা সাধ্য তত পাপ করে ?

(১৯)

শ্যামিকা-মণ্ডিত স্বর্ণ অতি কদাকার,
আকর হইতে কাক করি উত্তোলন,
ফাঁদে নিক্ষেপি দিয়ে উপরে অঙ্গার,
দগ্ধ করি বেছে লয় বিশুদ্ধ কাঞ্চন।

(২০)

তথা পাপ-কলুষিত এ আত্মা আমার,
দগ্ধ করি, বিশ্বকাক। অনুতাপানলে,
খাটি করে বেছে লও নিকটে তোমার,
এই নিবেদন তব চরণকমলে। (জ)

অভিমন্যুর মৃতদেহ দর্শনে উত্তরার বিলাপ।

গা তোল হৃদয়নাথ! ডাকে অভাগিনী
কাতরে পড়িয়া আজি, কেন হে প্রাণেশ!
রহিলে নয়ন মুদি এ সমরভূমে।
কি দোষ করেছে দাসী ও পদ-কমলে
তাই রোষ ভরে নাথ নীরব হইলা।

কত কথা ধরি পদে, ক্ষম অপরাধ—
(যদি করে থাকে দাসী)-প্রেমাধিনী-তব;
প্রেম কাঙ্গালিনী করা তব কি উচিত ?
কত যে বাসিতে ভাল নিরমল মনে,
সুপ্রণয় সম্ভাষণ, রস-আলাপনে
কত যে তুষেছ নাথ অধীনী-হৃদয়,
কেমনে কহিব ; হায় কহিতে সে কথা
ভাসে এ পরাণ মম শোকের সাগরে।
প্রচণ্ড মিহিরনিভ হৃদয়ের ধন
বিজলিতেছিলে মম হৃদয়-আকাশে ;
কমলিনী আমি, মরি, সুখ-সরোবরে
ভাসিতেছিলাম নাথ ! হাসি রাশি মুখে,
যতনে রাখিয়া হৃদে যতনের ধনে।
কিন্তু হায় ! কারে বলি, অভাগিনী বলে
কেইবা শুনিবে মোর দুখে দুখী হয়ে,
অকালে করাল রাহু সে রবি গ্রাসিল।
হায় রে করাল কাল কি আর বলিব ?
লৌহময় তব মন জানিনু নিশ্চিত।
অবলা সরলা নারী তব সন্নিধানে,
করেছে কি গুরুতর এত অপরাধ,
তাই ক্রোধভরে আজি প্রতিশোধ লয়ে
নিবাইলে তার মনোমন্দিরের দীপ !
করি হে মিনতি কাল তোমার চরণে
করুণা প্রকাশি আজি এদাসীর প্রতি
বল বল প্রাণনাথে কোথায় রেখেছ ?
দাসী বিনে প্রাণনাথে কে আর করিবে
যতন শুশ্রূষা, কেবা সেবিবে চরণ ?
লহ লহ অধীনীরে প্রাণেশের পাশে।
কোথায় প্রাণের পতি, রহিলে এখন
আমায় ছাড়িয়া তুমি, কেমনে বল না,
কাটিলে প্রণয়-পাশ বিচ্ছেদ-অসিতে।
কত যে তুষিতে মন—আর কে তুষিবে !
যবে দুখানলে মন হইত দাহন,
কত যে করেছ দান অকাতর করে
নিরমল প্রেম-সুধা দাসীরে হাসিয়ে,
কেমনে ভুলিলে নাথ।—হায় রে কেমনে
বহিবে জীবন মম অদর্শনে তব।
এত দিনে লীলা খেলা ভাঙ্গিলে কি নাথ !
ফুরাইল অধীনীর সুখের ভাণ্ডার
পশিল কি শোক-সর্প হৃদয়বিবরে !
আর কি দিবেনা দেখা হাসিয়া আমায় ?
আর কি কবে না কথা সুমধুর স্বরে ?—
মরি কি মধুর স্বর, বীণা-স্বর যেন,
কৌতুকে শুনিত যাহা পুরবাসী জন ;
মানস-রঞ্জনকর স্তরসাপূরিত,
সতত হইত সাধ শুনিতে যে স্বর,
আর কি পাবনা তাহা এ জন্মে শুনিতে।—
ছলিতে তোমার মন কৌতুকে কখন
থাকিতাম যদি নাথ করে মুখ ভার,
আঁধার দেখিয়ে তুমি, আকুল-হৃদয়ে,
করিতে যতন কত তুষিতে আমায় ;
তোমার সম্মুখে এবে কাটিছে হৃদয়,
বাহিরায় প্রাণ নাথ। দেখিলে না চেয়ে !
নিষ্ঠুর কালের কর কবলিত হয়ে
তুমিও কি হলে কাল সমান পাষাণ !
ভিন্ন প্রস্রবণ হতে দুই নদ নদী
বাহির হইয়া মিলে পৃথিবীর পথে,
হাসিতে খেলিতে, মরি, মনের হরষে,
গেলাম কতক দূর একত্রিত হয়ে,
সংমিলিত উভয়ের প্রণয়ের স্রোত ;
আনন্দ-লহরী উচ্ছ্বসিত প্রতিক্ষণে,
হইবে ধরিত কত শোভা মনোহর !
কিন্তু এবে তুমি নাথ ত্যজিয়া আমায়
গেলে হে পৃথক পথে সাগর-উদ্দেশে।
জানিয়াছি সার নাথ, মোরে ফাঁকি দিলে !
এজনমে তব সনে আর না মিলিব !
হায় হায় সেই প্রেম যেই ভাল বাসা।
কেমনে ভুলিব ? একি সাধারণ ক্ষোভ ?

শ্রীকৃষ্ণ মাতুল যাঁর অর্জ্জুন জনক
সেজন সমরে পড়ি লোটায় ধরণী!
উঠ উঠ প্রাণনাথ, ও কোমলতনু
সতত রাখিত যাহা হৃদয়ে এদাসী
সাজে কি তাহারে আজ হেন ধরাসন?
আহা আহা মরি মরি গাতোল গাতোল!
সহেনা সহেনা নাথ তোমার এদশা!
কালান্তক যমসম যবে সপ্তরথী.
অন্যায় সমরে তোমা লাগিল বিঁধিতে,
পড়িয়া কাতরে মরি, ত্যজি প্রাণ আশ
উত্তরা বলিয়া নাথ, কেঁদেছ কি তুমি?
কত যে তোমার মনে হয়েছে উদিত
তখন কেমনে তাহা জানিব প্রাণেশ!
বলিতে আদরে মোরে—এপরাণ মম
সঁপেছি লো বিধুমুখী তোমার করেতে—
তবে কেন আজি নাথ নিরদয় হয়ে
কেড়ে নিয়ে সেই প্রাণ কালে সমর্পিলা।
কিকাল সমরানল জ্বলিয়া উটিল
জ্বালাইল বিধিমতে অভাগীর মন!
ফুরাইল সব সাধ প্রাণেশ আমার
তোমা বিনে, কোথা রলে হৃদয়ের ধন!
হা নাথ! হা নাথ! আহা হাহা প্রাণনাথ!
মনেতে হতেছে সাধ তোমার চরণ
স্থাপিয়া হৃদয়ে প্রাণ দেই বিসর্জ্জন,
কিন্তু তব দত্ত নাথ, রতনের সার
যাহার জীবনে মম নাহি অধিকার,
তাহার কারণে প্রাণ রাখিনু এখন
এই হল শেষ দেখা জন্মের মতন।
আর কি বলিব নাথ থাকে যেন মনে
অন্তঃকালে দাসী বলে রেখ হে চরণে।

কৃষ্ণনগর। ছাত্রস্য।

—০—

শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর নিকট আবেদন।

(১)

অয়িমাতঃ বিক্টোরিয়া ভারতস্বামিনি!
ভারতস্থ তবপ্রিয় তনয়নিকর,
যে ভাবে কাটিছে এবে দিবস যামিনী,
কর সে বারতা কিছু শ্রবণ গোচর।
জানি মাতঃ এইমাত্র জননীর চিত,
পুত্র সুখে সততই থাকে প্রফুল্লিত।

(২)

কবিওনা অবহেলা করিতে শ্রবণ,
বলে যাহা বাঙ্গালিরা—তনয় তোমার;
মাতৃ সন্নিধানে সব বলি বিবরণ,
তনয় শরণ আর লইবে কাহার?
জানি মাতঃ এইমাত্র জননীর চিত,
পুত্র সুখে সততঃই থাকে প্রফুল্লিত।

(৩)

অয়ি অম্ব! থাকিওনা চক্ষুহীনা প্রায়,
আমাদের দুরবস্থা করিতে দর্শন,
তুমি না হেরিলে, আর বলিব বা কায়,
আমাদের এসকল মনের বেদন,
জানি মাতঃ এইমাত্র জননীর চিত,
পুত্র-সুখে সততঃই থাকে প্রফুল্লিত।

(৪)

আমরা—বাঙ্গালী-গণ, হল বহুদিন,
যবনাত্যাচার হতে পেয়ে পরিত্রাণ,
হইয়াছি ওগো মাতঃ তোমার অধীন,
তেই সুখে করিতেছি সততঃ প্রমাণ,
যদিও আছি মা, মোরা তোমার অধীন,
তবু যেন বোধহয় সম্পূর্ণ স্বাধীন।

(৫)

যবনের অত্যাচার হয়না স্মরণ,
তবদত্ত সুখে সব হইয়াছে লয়,
মনসুখে অহরহ করি বিচরণ
যেখানে যাহার মাতঃ অভিরুচি হয়;

আমরা—বাঙ্গাল-গণ, তবকৃপা বলে,
কাটিতেছি কাল অতি মনঃকুতূহলে।

(৬)

আমাদের স্বাস্থ্য-রক্ষা করিয়া মনন,
অর্থ ব্যয়ে সেই কাজে করিছ বা কত,
দুঃখার্জ্জিত সম্পদাদি রক্ষার কারণ
প্রহরী নিয়োগ করি রাখিছ নিয়ত,
করিনা তস্কর-ভয় মনেতে কখন,
সুস্থ-চিত্তে করি মাতঃ যামিনী যাপন।

(৭)

প্রজাগণ মনঃসুখে সততই যেন,
নিবাস করিতে পারে ভারতবরষে,
করিয়াছ অয়ি মাতঃ ভারতেরে হেন,
তেই হেন বাসকরি মনের হরষে ;
করেছ স্থাপন কত বিচার আলয়,
তাতেই হতেছে সব দুঃখের বিলয়।

(৮)

শারীরিক সুখ জন্য আরো কতকত,
করিয়াছ মাতঃ তাহা বলিব কি আর ?
একাগ্র মনেতে যদি বলি গো নিয়ত,
তবু না পারিব শেষ করিতে তাহার,
কত সুখে আছি মাতঃ তোমার অধীনে,
জানিবারে কেহ নাহি পারে মোরা বিনে।

(৯)

আমাদের মানসিক সুখ সংবর্দ্ধন,
করিতেছ নিয়তই তুমি প্রাণপণে,
বিতরিছ তাহাতে মা কত তব ধন,
অধম তনয় তাহা বলিবে কেমনে ?
সৃজন করেছ কত বিদ্যার আলয়,
স্মরিলে সেসব হয় প্রফুল্লহৃদয়।

(১০)

যদিও বিমাতা তুমি হও গো জননি,
তথাপি করিয়া নিজ করুণা প্রকাশ,
তব-প্রিয়-বিদ্যা-ধনে করিতেছ ধনী,
অজ্ঞান-দীনতা ক্রমে হইতেছে নাশ :
তেই মোরা অবিরত নিবেশিত মনে,
পরিশ্রম করিতেছি অর্জ্জিতে সেধনে।

(১১)

যদিও এভাষা মাতঃ মাতৃভাষা নয়,
তথাপি আমরা ইহা ভালবাসি অতি
বিশেষতঃ ইথে দেশী ধন কর ব্যয়,
ভাবি মনে এইমাত্র আমাদের গতি ,
তেই তব প্রিয়-বিদ্যা-তরু আরোহণ,
করিতে আমরা মাতঃ করেছি মনন।

(১২)

এখন পর্য্যন্ত মাতঃ অর্দ্ধ আরোহন,
করি নাই এবৃক্ষের , বলি তব কাছে
বিজ্ঞবর গবর্ণর যেবা কি কারণ
ফেলেদিতে তরু হতে লাগিয়াছে পাছে ?
কি বলিয়া হেন ভাব হল তাঁর মনে।
অবোধ বাঙ্গালী মোরা বলিব কেমনে।

(১৩)

অর্দ্ধ আহারেতে মাতঃ বাঁচে কি তনয়,
হাঁটা না শিখিলে বড় চলিতে কি পারে ?
প্রকাশ করিয়া তবে বলি সমুদয়,
তোমার তনয় আর বলিবে কাহারে ?
তুলিয়া তনয়ে উচ্চে, ভূমে নিক্ষেপণ
করিতে পারেকি মাতঃ জননী কখন ?

(১৪)

যদি না, এখন ভূমে কর নিক্ষেপণ
তুলিয়া উন্নত স্থানে অল্প কতদূর,
কি প্রকার প্রাণ মোরা করিব ধারণ
কেমনে থাকিবে তব সুখ্যাতি প্রচুর ?
পুত্রদুঃখ দেখিলে কি জননীর মন,
দুঃখানলে কিছুমাত্র হয়না দাহন ?

(১৫)

জ্ঞান লাভ অল্প কিছু তব কৃপাবলে
করিয়াছি গো জননি বলি সবিশেষ,

তাও মাতঃ আমাদের ভাগ্যে বক্র হলে
কি প্রকারে সহিব গো অবিরত ক্লেশ,
"মূর্খ হোক" আপনার প্রিয়পুত্রগণ
করেনা জননী কভু মনন এমন।

(১৬)

তব কাছে না কাঁদিয়া আর কার কাছে,
ক্রন্দন করিব মাতঃ বল তুমি তাই,
ভারতবরষে আর এমন কে আছে,
যার কাছে বলি দুঃখ পরাণ জুড়াই?
তোমারে ছাড়িয়া মোরা বঙ্গবাসিগণ,
বল গো মা আর কার লইব শরণ?

(১৭)

রাখিও ভারতবাসি তনয়নিকরে,
আপন অন্তরে অয় সদা সর্ব্বক্ষণ
করে জানি (মনোমাঝে এই ভয় করে)
এতক্ষ হইতে হই ভূমিতে পতন,
এই মাত্র তব কাছে করি আবেদন,
রোদন ধ্বনিতে কর কর্ণ সমার্পণ।

১২৭৭।
১২ কার্ত্তিক। } বশংবদ
শ্রীদীনবন্ধু দাস।
নওয়াখালী গবর্ণমেন্ট স্কুল।

পুস্তক সমালোচন।

বঙ্গসুন্দরী, প্রেমপ্রবাহিণী, নিসর্গসন্দর্শন এবং বন্ধুবিয়োগ কাব্য। এই কাব্যচতুষ্টয়ের প্রণেতা শ্রীযুক্ত বাবু বিহারীলাল চক্রবর্ত্তী। ইনি পাঠকগণের অপরিচিত নহেন, অবোধবন্ধু নামক মাসিকপত্রের সম্পাদকতায় রত থাকাতে ইঁহাকে সাহিত্যসংসারের অনেকেই অবগত আছেন। পূর্ব্বোক্ত কাব্য চতুষ্টয়ের মধ্যে আমরা ইত্যগ্রে বন্ধুবিয়োগখানীর আলোচনা প্রকাশ করিয়াছি, অবশিষ্ট তিনখানী এবারের আলোচ্য; এতন্মধ্যে প্রথমে বঙ্গসুন্দরীর বিষয় লিখিত হইতেছে।

বঙ্গসুন্দরী। এই পদ্যময় কাব্যের উপহার নামক প্রথমসর্গের পরিণামে গ্রন্থকার বর্ণিত বিষয়ের এই রূপ আভাষ ব্যক্ত করিয়াছেন:—

"—এ বঙ্গসুন্দরী মাঝে,
সাতজন নারী সাজে,
স্নেহ প্রেম করুণা আধার।

৫১

বঙ্গবালা চিরপরাধীনী,
করুণাসুন্দরী, বিষাদিনী,
প্রিয়সখী, বিরহিণী,
প্রিয়তমা, অভাগিনী,
এই সপ্ত বঙ্গ-সীমন্তিনী।

৫২

চিত্রিতে এঁ দের দেহ, মন,
যথাশক্তি পেয়েছি যতন;
প্রতিষ্ঠা করিতে প্রাণ,
ধেয়ায়েছি একতান,
দেখ দেখি হয়েছে কেমন।"

ইহার ছন্দঃ একপ্রকার নূতন বলিতে হয়, কারণ ইহা যেরূপ ছন্দে লিখিত সেরূপ ছন্দময় কোন কাব্যই বঙ্গভাষায় দৃষ্ট হয়না। বিহারী বাবু স্বপ্রণীত কাব্যকলাপ মধ্যে এখানীতে চমৎকার গুণপনা এবং কবিত্বশক্তির পরিচয় দিয়াছেন। বর্ত্তমান সময় যে সকল মহাশয় কাব্যপ্রণয়ন করেন তাঁহাদিগের মধ্যে অনেকেই একদেশ-চতুর। কেহ বা সুন্দর সদ্ভাব সকল বিন্যাসে সমর্থ, কিন্তু শব্দবিন্যাস বিষয়ে তাদৃশ পটু নহেন, কেহ বা শব্দচাতুরী প্রদর্শনে বিলক্ষণ মুক্তিমান, পক্ষান্তরে সদ্ভাব সমাবেশে তাদৃশ সুচতুর নহেন, যিনি বর্ণনীয় বিষয়ের উপযোগী সদ্ভাব সকল এবং সদ্ভাব সকলের উপযোগী অলঙ্কার সকল এবং অলঙ্কার সকলের উপযোগী শব্দ সকল সমভাবে বিন্যাস করণে সুচতুর, তিনিই সুকবি, তাঁহার রচনাই

অন্যান্যের রচনার আদর্শ স্বরূপ স্বীকার করিতে হইবে। বিহারী বাবু এই বিষয়টী যে কেবল বুঝিয়াছেন এমত নহে, স্বীয় রচনামালায় ইহার উদাহরণ বিলক্ষণ দর্শাইয়াছেন। কেহ কেহ বলিতে পারেন বিহারী বাবু যুক্তাক্ষরাত্মক শব্দ সকলের সংযুক্ত বর্ণ বিশ্লেষ করিয়া এবং মাঝেমাঝে গ্রাম্য শব্দ ও "কুরঙ্গনী" "নয়ান" প্রভৃতি ব্যাকরণ বিরুদ্ধ শব্দসকল ব্যবহার করিয়া রচনা-স্থান দূষিত করিয়াছেন, বস্তুতঃ ঈদৃশঃ বক্তৃগণ পদ্যের প্রকৃতি অবগত নহেন। সকল দেশের সকলভাষার পদ্যেই ব্যাকরণ দুষ্ট শব্দ সকল দৃষ্ট হইয়া থাকে; উহা কবির দোষের কারণ নহে। প্রত্যুত পদ্যরচনা-প্রণালী গদ্যের বিপরীত হওয়াতেই ভাব, রস, মাধুর্য্য এবং উচ্চারণের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই সুকবিগণ ঐরূপ স্বৈর ব্যবহার করিয়া থাকেন।

বিহারী বাবু ছন্দবিচারে বিমূঢ় নহেন, বঙ্গসুন্দরীর সৌন্দর্য্য সাধনে যেরূপ কোমল ছন্দের প্রয়োজন সেইরূপ ছন্দই গ্রহণ করিয়াছেন, যেরূপ ছন্দ গ্রহণ করিয়াছেন, তদুপযোগী শব্দ ও অলঙ্কার বিন্যাস করিয়াছেন, সুতরাং কাব্যখানী সর্ব্বাংশেই উপাদেয় হইয়াছে। ফলতঃ বিহারী বাবু বঙ্গসুন্দরীতে যেরূপ সুন্দর পদাবলী এবং সুন্দর ভাবালঙ্কার বিন্যাস করিয়াছেন, বঙ্গীয় কাব্যেতরে সেরূপ অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়। কি শব্দবিন্যাস চাতুরী, কি রসের উদ্দীপন, কি প্রকৃতির প্রতিকৃতি এমন কোন বিষয়েই বিহারী বাবুর ত্রুটি লক্ষিত হয় না, প্রত্যুত বঙ্গসুন্দরী পাঠে প্রত্যেক বিষয়েই বিশেষ নৈপুণ্য লক্ষিত হয়। নিম্নে আমরা আমাদিগের বক্তব্য পাঠকবর্গকে বিশদরূপে বুঝাইয়া দিতেছি।

অষ্টমসর্গ।

প্রিয়তমা।

"ত্বং জীবিতং ত্বমসি মে হৃদয়ং দ্বিতীয়ং
ত্বং কৌমুদী নয়নয়োরমৃতং ত্বমঙ্গে।"
ভবভূতি।

ওরে অবিনাশ, বাছারে আমার,
ননীর পুতুল দুধের ছেলে,
স্নেহেতে মাখান কোমল আকার,
নয়ন যুড়ায় সমুখে এলে!

২

কিবে হাসিহাসি কচি মুখখানি,
কচি দাঁতগুলি অধর মাঝে,
যেন কচি কচি কেশর কখানি
ফুটন্ত ফুলের মাঝেতে সাজে।

৩

বিধুমুখে তোর আধ আধ বাণী,
অমৃত বরষে শ্রবণে মোর;
আপনা আপনি হরিষ পরাণী
হরষ-নাচনি হেরিলে তোর।

৪

হেলে দুলে, হেসে পালিয়ে পালিয়ে,
ধেয়ে এসে তুমি পড়িলে গায়;
আপনি অন্তর ওঠে উথলিয়ে,
পুলকে শরীর পূরিয়ে যায়।

৫

মুখে ঘন ঘন "বাবা বাবা" বুলি,
গলাধর এসে হাজার বার;
কর প্রকাশিতে আকুলি ব্যাকুলি,
কথা কবে যাহা বলিতে যার।

৬

ঘরে যাই লয়ে বালাই বাছারে,
আকুলি ব্যাকুলি কেন অমন!
আমি ভালবাসি যেমন তোমারে,
তুমিও আমারে বাস তেমন?

উপরিউল্লিখিত কবিতা-কলাপে ব্যবহৃত "বাছারে, দুধের ছেলে, সমুখে, কচি, দাঁত, ফুটন্ত, বরষে, হরষ-নাচনি, বুলি, হাজার, আকুলি ব্যাকুলি, অমন, প্রভৃতি সাধারণ শব্দের প্র

বিবক্তে সাধু শব্দ ব্যবহার করিলে, কবিতাব প্রসাদগুণের কি অল্প ব্যাঘাত হইত? ফলতঃ এ স্থলে বর্ণনীয় বিষয় যেরূপ সেইরূপ উপযোগী শব্দগুলিও বিন্যস্ত হইয়াছে। পরন্তু এস্থলে "কচি ছেলের" স্বভাব কেমন চিত্রিত হইয়াছে, তাহা পুত্রবান্ কবি যতদূর অনুভব করিতে পারিবেন, অন্যের ততদূর সম্ভাবনা নাই!

৭

বুঝিলেম তবে এতদিন পরে,
কেন আমি ভালবাসি পিতায়,
সকলি ত্যজিতে পারি তাঁর তরে,
তোমা ছাড়া যাহা আছে ধরায়।

৮

আমারে জননী ছেলেবেলা ফেলে,
করেছেন দেব-লোকে পয়ান,
এখনো হটাৎ তাঁর কথা এলে,
বুঝিলেম কেন কাঁদে রে প্রাণ,

৯

মনুষের নব প্রথমপ্রণয়,
তরুর প্রথম প্রসূন মত,
চিরকাল হৃদে জাগরূক রয়,
পরের প্রণয় রহেনা তত,

১০

সেই স্নেহময় প্রথমপ্রণয়,
জনমে জনক জননী সনে,
তাই চিরদিন তাঁহারা উদয়
দেবতার মত জাগেন মনে।

১১

ও মুখশশী হেরিবার আগে,
সেই এক সুখে কেটেছে দিন,
এই এক সুখ এবে মনে জাগে,
এ সুখে সে সুখ হয়েছে লীন।

১২

আগেতে তোমার ললিত জননী,
চাঁদের মতন করিত আলো,
জুড়ায়ে রাখিত দিবস রজনী,
নয়নে বড়ই লাগিত ভাল।

১৩

এখন আইলে সে সুরসুন্দরী,
তোমা হেন ধনে, করিয়ে কোলে,
যেন ঊষা দেবী আসে আলো করি,
তরুণ অরুণ কোলেতে দোলে।

১৪

তখন প্রণয় নূতন নূতন,
নূতন রসেতে দুজনে ভোর,
নূতন যোগাতে সতত যতন
নয়নে নূতন নেশার ঘোর।

১৫

তুমি এসে প্রেম-প্রবাহেরে ধরি,
ফিরায়ে দিয়েছ গোড়েন মতে,
নাহি খেলে আর সে লোল লহরী,
চলেছে আপন উদার পথে।

১৬

তার নিরমল ধীর স্থির নীরে,
যুগল বিকচ কমল প্রায়,
প্রফুল্ল হৃদয় দুখ দোলে ধীরে,
দুলে দুলে তুমি নাচিছ তায়।

১৭

সুখের শীতল মৃদুল সমীরে
দোলেরে প্রমোদ ফুলের গাছ!
যেন তারা সবে নাচে তীরে তীরে,
খুদে ছেলেটির হেরিয়ে নাচ।

১৮

চারিদিকে যেন অমৃত বরষে,
আমোদে ভুবন হয়েছে ভোর,
পড়িয়াছে গলে মনের হরষে
প্রেমের স্নেহের মোহন ডোর!

৭ম সংখ্যক কবিতা হইতে ১৮শ কবিতা পর্য্যন্ত বিহারী বাবু কি চমৎকার ভাবুকতা প্রকাশ করিয়াছেন! প্রকৃত ভাবুক এবং প্রেমিকের চক্ষে এই কয় পংক্তি অমৃতবৃষ্টি করিবে। এই কয়টী কবিতায় প্রেমের স্বরূপ কি চমৎকার রূপ প্রতিবিম্বিত করা হইয়াছে!! যেমন জল এক পদার্থ, কোথায় বুদ্বুদ, কোথায় তরঙ্গ; কোথায় আবর্ত্তরূপে প্রকাশ পায়, সেইরূপ প্রেম একই পদার্থ, গুর্ব্বাদিতে ভক্তি, পত্ন্যাদিতে প্রেম, এবং সন্তানাদিতে স্নেহরূপে পরিণত হয়। প্রাচীন কবিগণ ইহা স্বীকার করিয়াছেন, এবং প্রকৃত প্রেমিকদিগেরও মত এই।

১৯

প্রফুল্ল বদনে হাসিতে হাসিতে
এই যে আমার আসেন উষা!
নয়ন সজল স্নেহ মাধুরীতে,
হৃদে অবিনাশ অরুণভূষা।

২০

সদানন্দময়ী, আনন্দরূপিণী,
স্বরগের জ্যোতি মূরতিমতী,
মানস সরস বিকচ নলিনী,
আলয়-কমলা করুণাবতী।

২১

প্রিয়ে তুমি মম অমূল্য রতন।
যুগযুগান্তের তপের ফল,
তব প্রেম স্নেহ অমিয় সেবন
দিয়েছে জীবনে অমর বল।

২২

সেই বলে আমি ক্রূর নিয়তির
কড়া কশাঘাত সহিতে পারি,
ভাঁড়ামি ভীরুতা খোঁচা পেটনীর
এক কাণা কড়ি নাহিক ধারি।

২৩

জগতজ্বালানি হরিষা আমারে,
তাপে জর জর করিতে নারে,
দ্যুলোকে ভূলোকে আলোকে আঁধারে
সমান বেড়াই চরণচারে।

২৪

পারেনা খিঁধিতে, চমকায়ে দিতে,
চপলা চিকুর নয়ন বাণ,
বেঁকে বেরসিকে গরলে ঝাঁপিতে,
থাকিতে অমৃত সাগরে স্থান।

২৫

তুমি সুপ্রভাত ভাবনা আঁধারে
যে আঁধার সদা রয়েছে ঘেরে,
যেন মোহ থেকে জাগাও আমারে,
দূরে যায় তম তোমায় হেরে।

২৬

বিষন্ন জগত তোমার বিহনে
বিরাজে বিনোদ মূরতি ধরি,
কে যেন সন্তোষে ডেকে আনে মনে,
দেয় সুধারসে হৃদয় ভরি।

২৭

চরাচর যেন সকলি আমার,
নারী নরগণ ভগিনী ভাই,
আননে আনন্দ উথলে সবার,
গ'লে যায় প্রাণ যে দিকে চাই।

২৮

হেন ধরাধাম থাকিতে সমুখে,
সুরলোকে লোকে কেন রে ধায়।
মরে কি অমরে আছে মমসুখে,
যদি কেহ মোরে সুধাতে চায়,

২৯

অবশ্য বলিব নারীর মতন
সুখশান্তিময়ী অমৃতলতা,
নাই যেই স্থানে, নহে সে এমন,

শচী পারিজাত কপোল-কথা।

৩০

এ মর্ত্ত্যভুবন কমল কাননে
নারী সারস্বতী বিরাজ করে!
করে সমাদরে, সদানন্দ মনে,
পূজিতে তাঁহারে শিখিবে নরে।

৩১

এস উষারাণী, এস সরস্বতী,
এস লক্ষ্মী, এস জগত-ছটা,
এস সুধাকর-বিমল-মালতী,
আহা কি উদার রূপের ঘটা!

৩২

আননে লোচনে স্বরগ প্রকাশ,
হৃদয় প্রফুল্ল কুসুমভূমি,
জুড়াতে আমার জীবন উদাস,
ধরায় উদয় হয়েছ তুমি।

৩৩

বিপদে বান্ধব পরম সহায়,
সখি আমোদিনী আমোদ সেবি,
শান্ত অন্তেবাসী ললিত কলায়,
সমাধি সাধনে সদয়া দেবী।

৩৪

মায়ের মতন স্নেহের যতন
কর কাছে বসি ভোজন কালে,
বিকালে আমার জুড়াতে নয়ন
সাজ মনোহর কুসুমমালে।

৩৫

সন্ধ্যা সমীরণে শাস্ত্র আলোচনে,
সুমধুর-বাণী-বাদিনী সারী,
নিশীথ-নির্জনে বেল ফুল বনে,
চাঁদের কিরণে লোলিত নারী।

৩৬

নিস্তব্ধ নিশায় লেখনীর মুখে
গাঁথিতে বসিলে রচনা হার,
তুমি সরস্বতী দাঁড়াও সমুখে,
খুলে দাও চোকে ত্রিদিবদ্বার।

৩৭

উথলি অন্তর ধায় দশ দিকে
যেন ত্রিভুবন করেতে পাই,
যেন মাতোয়ারা নরের মেঠিকে
জানিনে কোথায় চলিয়ে যাই।

৩৮

কত অপরূপ প্রাণী মনোহর,
কত অপরূপ বিনোদ ধান,
কত সুগম্ভীর মনোহর ভব
সাগর ভূধর জানিনে নাম।

৩৯

দেখি দেখি সব ভ্রমি মনসুখে,
আনন্দে আমোদে বিহ্বল প্রাণ,
অপরূপ বল বেড়ে ওঠে বুকে,
ধরি ধরি করি প্রগাঢ় ধ্যান।

৪০

সহসা তোমার সহাস আননে
চোক প'ড়ে যায়, তুমিও চাও,
পান জল রাখি সমুখে যতনে,
হাসিতে হাসিতে ঘুমাতে যাও।

৪১

কালি সেই নিশি ত্রিযাম সময়ে,
গিয়েছ যেমনি বসায়ে যেথা,
যোগে'ত তোমায় জাগায়ে হৃদয়ে,
তেমনি বসিয়ে রয়েছি সেথা।

৪২

যতনে যতনে আদরে আদরে
এঁকেছি সে হৃদি-প্রতিমা খানি,
মরি কি সুহাস ভাসিল অধরে!
পা'ত প্রিয়তমে কোমল পাণি।

৪৩

মম উষারাণী, হের সুনয়নে,

আনন্দে তরুণ অরুণ মুখী,
যদি তব ছবি ধরে তব মর্ম,
কহিলে তা হ'লে পরম সুখী।

২৪

আয় অবিনাশী, বুকে আয় ধেয়ে,
দোলায়ে দুলায়ে দে দোল দোলা।
আহা দেখ প্রিয়ে, হেথা দেখ চেয়ে,
উদয় অচলে কে করে খেলা।

১৯শ কবিতা হইতে এই পর্য্যন্ত পুত্রবতী প্রণয়বতী প্রিয়তমা ভার্য্যার প্রতিকৃতি কেমন চমৎকার চিত্রিত হইয়াছে। যে পত্নীব্রত প্রেমিকের গৃহ পুত্রবতী প্রিয়তমা সতীরত্ন উজ্জ্বল করিয়া রহিয়াছেন, এই কবিতাগুলিতে কতরস তাহা তিনিই অনুভব করিতে পারিবেন, অন্যকে তাহার সে রসাস্বাদ জ্ঞাপন করা কোন মতেই সাধ্যায়ত্ত হইবে না।

আমরা বঙ্গসুন্দরীর আদ্যন্ত পাঠ করিয়া পরিতৃপ্ত হইয়াছি। এক্ষণে সাহস সহকারে বলিতে পারি, বিহারীবাবু সপ্ত বঙ্গ-সীমন্তিনীর, দেহ, মন চিত্রিত করিয়া প্রাণ প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত এক তানে যে ধ্যান করিয়াছিলেন, তাহা সম্যক সিদ্ধ হইয়াছে। "বঙ্গসুন্দরী" বঙ্গভাষার সাহিত্যসংসারে সুন্দরীরূপে চিরদিন প্রতিষ্ঠিত থাকিবে সন্দেহ নাই।

প্রেম প্রবাহিণী।

এখানী পাঁচ সর্গে বিভক্ত পয়ার ছন্দে রচিত। সাংসারিক সুখের পরিবর্ত্তন, মানবীয় অবস্থার পরিবর্ত্তন, প্রেম এবং প্রেমের অন্বেষণ প্রভৃতি ইহাতে বর্ণিত হইয়াছে। ক্ষোভের বিষয় এই যে, বিহারী বাবু পয়ার লিখিতে গিয়াও মধ্যে২ যতিভঙ্গ ছন্দভঙ্গ ও মিল দোষ ঘটাইয়াছেন। ইহাতে যে সকল গ্রাম্য শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন, বঙ্গসুন্দরীর ন্যায় সে গুলি অপরিবর্ত্তসহ বোধ হয় না, সুতরাং আমরা এখানীকে সর্ব্বাংশে নির্দ্দোষ বলিতে পারিলাম না।

নিসর্গসন্দর্শন।

এখানী একান্তর মিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত। ইহাতে চিন্তা, সমুদ্রদর্শন, বীরাঙ্গনা, নভোমণ্ডল, ঝটিকার রজনী, ঝটিকা সম্ভোগ, এবং পর দিনের প্রভাত নামে সাতটী সর্গ বিন্যস্ত হইয়াছে, রচনা ওজস্বী, গাঢ় এবং হৃদ্য। প্রকৃতি বর্ণন বিষয়ে বিহারী বাবুর যে, অসামান্য ক্ষমতা আছে এই কাব্যে তাহার বিলক্ষণ পরিচয় পাওয়া যায়, কিন্তু কাব্যখানীর নামটী যে রূপ ব্যাপক প্রসঙ্গ সেরূপ ব্যাপক নহে, সমুদয় নৈসর্গিক পদার্থ বর্ণনার মধ্যে বীরাঙ্গনাকে দর্শাইয়া বিহারী বাবু কাব্যের কি সঙ্গতিসাধন করিয়াছেন বুঝা গেল না, বীরাঙ্গনা নামক সর্গ ব্যতীত অযোধ্যা নিবাসী ক্ষেত্রিয় ব্রাহ্মণ পত্নীর প্রসঙ্গের সহিত অনন্য সর্গের বিশেষ সম্বন্ধে দেখা যায় না। যাহা হউক এই কাব্যের পদার্থ বর্ণন গুলি যে নিতান্ত প্রকৃতিসঙ্গত হইয়াছে, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। নভোমণ্ডল নামক সর্গের কয়েক পংক্তি নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম, পাঠকগণ তৎপাঠে রচনা বিচারে সমর্থ হইবেন।

১

ওহে নীলোজ্জ্বল রূপ গগন মণ্ডল,
অসীম অনন্ত কাণ্ড, প্রকাণ্ড আকার,
ব্রহ্মের অণ্ডের অর্দ্ধ খণ্ড অবিকল,
গোল হয়ে ঘেরে আছ মম চারিধার।

২

তব তলে, এ গম্ভীর নিশীথ সময়,
দেখ প'ড়ে আছি এই ছাতের উপরে,
জগৎ নিদ্রাভিভূত, স্তব্ধ সমুদয়,
ভোঁ ভোঁ করে দশ দিক, পবন সঞ্চরে।

৩

হেরিলে তোমার রূপ নিশীথ নির্জ্জনে,
অপূর্ব্ব আনন্দ রস উথলে হৃদয়,
তুচ্ছ করি নিদ্রা আর প্রিয়া প্রিয়ধনে,
আসিয়াছি তাই আমি হেথা এ সময়।

৪

অসংখ্য অসংখ্য তারা চোকের উপর,
প্রান্তরে খদ্যোত যেন জ্বলে দলে দলে ;
স্থানে স্থানে দীপ্তি দেয় নক্ষত্রনিকর,
কত স্থানে কত মেঘ কত ভাবে চলে !

৫

হালিগাঁথা ছায়াপথ, গোচ্ছা সেলিহার,
তোমার বিশাল বক্ষে সেজেছে উচিত ;
যেন এক নিরমল নির্ঝরের ধার,
সুবিস্তৃত উপত্যকা বক্ষে প্রবাহিত।

৬

শূন্যে শূন্যে মেঘমালে নাচিসে বেড়ায়,
চঞ্চলা চপলামালা তব নৃত্যকরী,
যেন মানসবোবর লহরী লীলায়,
উল্লাসে সন্তরে সব অলকাসুন্দরী।

৭

কোথায় চন্দ্রমা তব শির-আভরণ,
পবিত্র প্রেমের যিনি স্পষ্ট প্রতিরূপ,
জগৎ জুড়ায় যাঁর শীতল কিরণ,
যাঁর সুধা লোভে সদা চকোরী লোলুপ !

৮

ধরণী দুখিনী আজি তাঁর অদর্শনে,
স্তব্ধ হয়ে বসিয়ে আছেন মৌনবতী,
ঢেকেছেন সর্ব্ব অঙ্গ তিমির বসনে,
প্রিয় পতি অদর্শনে সুখী কোন্ সতী ?

৯

প্রাতঃকালে ভ্রমি আমি প্রান্তরের মাঝে,
আরক্ত অরুণ ছটা করিতে লোকন,
চক্রাকার বৃক্ষাবলি চারিদিকে সাজে,
তোমায় মস্তক পরে করিয়া ধারণ !

১০

সে সময় শোভা তব ধরে না ধরায়,
শ্যামাঙ্গ ছুরিত হয় রত্তন কাঞ্চনে ;
বলাকা নিকটে গিয়ে চামর ঢুলায়,
নলিনী নিরখে রূপ সহাস আননে।

১১

তোমার মেঘের ছায়া দিবা দ্বিপ্রহরে,
গঙ্গার তরঙ্গে দিশে সাজে মনোরম
শ্বেত, নীল, পদ্মদল যেন একস্তরে,
অযথা স্থানেতে যেন যমুনা সঙ্গম।

১২

বিকালে দাঁড়ায়ে নীল জলধর নীরে,
তোমার ললিত বালা ইন্দ্রধনু সতী ;
থামায় সান্ত্বনা কোরে বাদল বৃষ্টিরে,
প্রেম যেন শান্ত করে ক্রোধবদ্ধ পতি।

১৩

কেতু তব দেখা দেয় কখন কখন,
মনোহরা অপরূপা শল্কী আকারা ;
মুখখানি দীপ্তিমান তারার মতন,
সর্ব্বাঙ্গে মুকুতাময়ী ফোয়ারার ধারা।

১৪

চতুর্দ্দিকে মহা মহা সমুদ্র সকল,
লাফায়ে লফোয়ে ওঠে লোভেঘ জলধবে ;
তোল্ পাড় কোরে করে ঘোব কোলাহল,
তোমার কাছেতে যেন ছেলে খেলা করে।

১৫

ঘোর-ঘর্ঘর-গর্জ্জন, উদগ্র অশনি,
বেগ ভবে করে যেন ব্রহ্মাণ্ড বিদার,
দীপ্ত হয়ে ছুটে আসে দহিতে অবনি,
কিন্তু সে নমিযে তোমা করে নমস্কার।

১৬

তোমার প্রকাণ্ড ভাণ্ড অনন্ত উদরে,
প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গ্রহ বোঁবোঁ করে ধায়,
কিন্তু যেন তারা সব অগাধ সাগরে,
মাছের ডিমের মত ঘুরিয়া বেড়ায়।

১৭

কত স্থানে কত কত সবীর সাগর,
নিরন্তর তরঙ্গিয়ে হুহু হুহু করে,

আবরি প্রগাঢ় নীলে তব কলেবর ;
তাকায়ে রয়েছে যেন প্রলয়ের তরে।

১৮

মানুষের বুদ্ধিবেগ বিদ্যুতের ছটা,
তোমার মণ্ডলচক্রে ঘোরে চক্রাকারে ;
ভেদ করে দুর্ভেদ্য তিমির ঘোর ঘটা,
যা সমুখে এসে পড়ে, কাটে খর ধারে।"

দেবলদেবী নাটক। একটী ঐতিহাসিক ঘটনা লইয়া শ্রীযুক্ত বাবু জগদ্বন্ধু ভদ্র ইহার প্রণয়ন করিয়াছেন, নাটকের আখ্যান ভাগ এই—

"দিল্লীশ্বর আলাউদ্দিন গুজরাট অধিকার কালে গুজরাটাধিপতির বিনাশসাধন এবং তাঁহার মহিষী কমলাদেবীকে হরণ করিয়া লইয়া যান। প্রধান অমাত্যের কৌশলে রাজপুত্রী দেবলদেবীর রক্ষা হয়। যৎকালে যবন সেনা গুজরাট উৎসন্ন করে, সেই সময়ে দেবলদেবী সম্রাটের পুত্র খিজিরখাঁকে দর্শন করিয়া তৎপ্রতি প্রণয়াসক্ত হন, গুজরাটের প্রধান মন্ত্রী দেবগড়ের রাজা রামদেবের সহিত দেবলদেবীর বিবাহ দিয়া দিল্লীশ্বরের সহিত তাঁহার যুদ্ধ বাঁধাইয়া স্বয়ং সেই অবসরে গুজরাটের সিংহাসন অধিকার করিবেন স্থির করিয়াছিলেন। কমলা দেবী ইহা জানিতে পারিয়া দেবলদেবীকে পলায়নের নিমিত্ত পরামর্শ দিয়া দিল্লী হইতে এক পত্র লিখেন এবং সম্রাট, দেবগড়ের রাজা রামদেব ও গুজরাটের মন্ত্রীকে আক্রমণার্থ প্রধান সেনানী কাফুরকে প্রেরণ করেন। দেবলদেবী পলায়ন কালে পথিমধ্যে মন্ত্রিদ্বারা আক্রান্ত হন। পরে দেবলদেবীর উদ্ধার ও মন্ত্রির বিনাশসাধন, কাফুরের দেবগড়াভিমুখে যাত্রা, দেবগড়ে দেবলদেবীর গোপনে যাত্রা, রামদেবের উপপত্নীর কৌশলে দেবগড়ের অধিকার, পরিশেষে দেবলদেবী কর্ত্তৃক রামদেবের জীবনদান এবং তথায় খিজির খাঁর সহিত তাঁহার পরিণয়, এই প্রসঙ্গ লইয়া নাটকখানি রচিত হইয়াছে।"

এই নাটকখানী পাঠ করিয়া কোন২ সম্পাদক অবজ্ঞার ভাব প্রকাশ করিয়াছেন। সত্য বটে কৃষ্ণকুমারী নাটকের সহিত তুলনা করিলে এখানি নিকৃষ্ট হইবে; কিন্তু ইহা ও স্বীকার্য্য যে ইহাতে এমন কোন দোষ দৃষ্ট হয় না যদ্দ্বারা অবজ্ঞাত হইতে পারে। সারগ্রাহিতার সহিত পাঠ করিলে কতগুলি সদুপদেশ লাভ সহজেই হয়। দেবলদেবীর পিতৃমন্ত্রির কুটিলতা এবং বিশ্বাসঘাতকতার প্রতিফল স্বরূপ তাহার জীবন বিনাশ বৃত্তান্ত ক্রূর-চেতাদিগের এক সুন্দর চিত্রপট সন্দেহ নাই। পরন্তু দেবগড়ের অধীশ্বর রামদেবের দুরবস্থা এবং অবমানের বিষয় চিন্তা করিয়া দেখিলে ইন্দ্রিয়পরায়ণ লম্পটদিগের পরিণাম বিলক্ষণ উপলব্ধি হইতে পারে। অপর বেশ্যাজাতি যে সাক্ষাৎ বিষধরী স্বরূপা এবং তাহাদিগের প্রতিহিংসাজনিত ভীষণ দংশন ভুজঙ্গ দংশন অপেক্ষা যে অনিবার্য্য অনিষ্টের নিদান, তাহা রামদেবের পরিরক্ষিতা ও প্রেমরসবর্দ্ধিতা বিষলতারূপা কামলতা-নাম্নী বারবনিতার ব্যবহারে সুস্পষ্ট প্রতিবিম্বিত হইয়া রহিয়াছে। এতদ্ব্যতীত ঈশ্বরের অত্যাশ্চর্য্য কৌশল ও করুণার সুস্পষ্ট প্রমাণ সকল নাটকবর্ণিত অতর্কিতবিবিধঘটনাস্থলে দেদীপ্যমান দৃষ্ট হয়।

নিতান্ত দুঃখের সহিত প্রকাশ করিতে হইল জগদ্বন্ধু বাবু প্রাগুক্ত স্থান সকলের বর্ণনায় যতদূর সমর্থ হইয়াছেন, নাটকের প্রধাননায়িকা দেবলদেবীর চরিত্র চিত্র করণে সেরূপ নৈপুণ্য দেখাইতে পারেন নাই। এক দয়াগুণ ব্যতীত গুজরাট্রাধিপ কুমারী দেবলদেবীতে নাটকের নায়িকার সমুচিত কোন গুণ দৃষ্ট হয় না। ইহার প্রণয় অতি বিসদৃশ, যেহেতু যে সময় দিল্লীশ্বর আলাউদ্দীনের প্রবলপরাক্রান্ত সৈন্য সকল গুজরাট্র দেশ উৎসন্ন প্রায় করিয়া ইঁহার পিতার জীবন বিনষ্ট পূর্ব্বক রাজমহিষী শ্রীমতি কমলা দেবীকে অপহরণ করে, ইনি সেই ভয়ানক সময়ে শোক বিহ্বলা ও অশ্রুনয়না না হইয়া বাদসাজাদা খিজির খাঁর প্রতি প্রণয়ানুরাগিণী হইয়া রহেন। ইহা

কি ক্ষত্রিয় কুমারীর সমুচিত কার্য্য? ক্ষত্রির প্রকৃতি কি ইহার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিতেছে না? সত্যবটে অন্ধ অনঙ্গ অনেক সময় সরলহৃদয় যুবকযুবতিগণের অযথাপাত্রে প্রণয় সঞ্চার করাইয়া দেয়; কিন্তু ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, শোকাকুল চিত্তে তাহার কুসুমশর সেরূপ ক্ষমতা প্রকাশে সক্ষম নহে। ফলতঃ; দেবলদেবীর চরিত্রে আমরা কোন মতেই প্রীত হইতে পারিলাম না।

রচনা বিষয়ে অধিক বক্তব্য নাই। আমাদের চক্ষে রচনার দোষভাগ অপেক্ষা গুণ ভাগ সমধিক প্রতিভাসিত হইতেছে। কবিত্ব বিষয়ে গ্রন্থকার বিশেষ নৈপুণ্য দেখাইতে পারেন নাই। নাটকের কোন অংশেই কোন রসের বিশেষ স্ফূর্ত্তি দৃষ্ট হয় না। ফলতঃ দেবলদেবীতে রসের স্ফূর্ত্তি অপেক্ষা ঘটনার বৈচিত্রই সমধিক, তন্নিমিত্তঃ এখানীর আদ্যন্ত পাঠে যে সময় ব্যয়িত হয় তাহা নিতান্ত অপব্যয় করা হয় না। গ্রন্থকারের প্রথম উদ্যম, রচনার আলোচনা থাকিলে ভবিষ্যতে, সুলেখক হইতে পারিবেন সন্দেহ নাই।

বিবিধদর্শন কাব্য। শ্রীযুক্ত বাবু দীননাথ গঙ্গোপাধ্যায় প্রণীত। নানাবিষয়িণী কবিতায় এখানীকে পরিশোভিত করা হইয়াছে। রচয়িতা রচনার অনেকস্থানে ঈশ্বরের অত্যাশ্চর্য্য কৌশল ও অপার করুণার প্রমাণ স্ফুটীকরণে প্রয়াস পাইয়াছেন। দুঃখের বিষয় এই যে সর্ব্বথা কৃতকার্য্য হয়েন নাই। স্থানে২ ভগবানের বিরোধ বর্ণন করিয়াছেন, কোন২ স্থানে ভিন্ন তন্ত্র মিশ্রিত খেচরান্নের ন্যায় শান্ত ও আদিরসাত্মক ভাবালঙ্কার দৃষ্ট হইল; পরন্তু এস্থলে ইহাও বক্তব্য যে, রচনার আলোচনা থাকিলে ইনিও ক্রমশঃ আত্মদোষ শোধন পূর্ব্বক কৃতার্থতালাভে সমর্থ হইবেন।

আমাদিগের যন্ত্রে যে সংস্কৃতপত্রিকা প্রচারের প্রস্তাব ছিল তাহা পৌষ হইতে "সংস্কৃতবোধিনী" নামে প্রচারিত হইবে। আয়তন ৪ ফর্ম্মা। আমাদিগের আগ্রহে পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত জগদ্বন্ধু তর্কবাগীশ ইহার সম্পাদকতা স্বীকার করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত সংস্কৃতানুরাগী অন্যান্য পণ্ডিতগণ সময়২ সাহায্যদানে সম্মত হইয়াছেন। সম্পাদক পত্রিকায় যে সকল বিষয় প্রচারিত করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন, তদীয় লিখিত বিজ্ঞাপনে তাহা দ্রষ্টব্য। পরন্তু এস্থলে আমাদিগের গ্রাহকমহোদয়গণের প্রতি বিজ্ঞাপ্য এই যে, তাঁহাদিগের সংস্কৃতবোধিনী গ্রহণেচ্ছা থাকিলে ত্বরায় জ্ঞাপন করেন। যাঁহারা মিত্র-প্রকাশের সহিত একত্র "সংস্কৃতবোধিনী" গ্রহণ করিবেন, তাঁহাদিগকে পৃথক্ ডাকমাসুল দিতে হইবেনা। যাঁহারা মিত্রপ্রকাশ গ্রহণ করেন না, তাঁহারা নির্দিষ্ট মূল্যসহ আমাদিগের নিকট পত্র লিখিলে সংস্কৃতবোধিনী পাইতে পারিবেন। দ্বাদশখণ্ডের অগ্রিম মূল্য ৩৲ তিন টাকা প্রত্যেক খণ্ড ।০ চারি আনা প্রদেশীয়দিগকে পৃথক্ ডাক মাসুল দিতে হইবে।

শ্রীহরিশ্চন্দ্র মিত্র।
মিত্র-প্রকাশ সম্পাদক।

বিজ্ঞাপন।

এই প্রদেশীয় টোলধারি পণ্ডিতদিগের কায়িক মানসিক ও বৈষয়িক অবস্থার স্বচ্ছন্দতা-বিষয় অনেকেই অবগত আছেন, তদ্বিষয় বিস্তারে নিষ্প্রয়োজন মাত্র প্রকাশ করা হয়। অধিক কি মহাকবি কালিদাসও একদিবস বলিয়াছিলেন "অন্নচিন্তা চমৎকারা কবিত্বঞ্চ কুতোময়ি?" কালিদাস মহারাজ বিক্রমাদিত্যের আশ্রিত থাকিয়াও যখন ঈদৃশ দুঃখকর বাক্য প্রয়োগ করিয়াছেন তখন পরপ্রত্যাশী, ভিক্ষামাত্রোপজীবী, বার্ত্তমানিক দীনতাপন্ন পণ্ডিতদিগের দ্বারা যে

কোনপ্রকার উন্নতির সম্ভাবনা আছে, তাহা স্বপ্নেও উদয় হয়না। এইরূপ অবস্থা থাকিলে ভবিষ্যতে টোলে পাঠকরিতেও প্রায় আর কেহ কামনা করিবেনা। কেবল অনিশ্চিত যৎসামান্য আয়ের প্রতি নির্ভর করিয়া কতকাল সম্ভ্রম রক্ষা করা যাইতে পারে? আমিও বর্ণিত সম্প্রদায়ের দুরবস্থা গ্রস্ত একজন, আমা দ্বারা যে সংস্কৃতের কথঞ্চিৎ উন্নতি হইবে তাহা যে আকাশ কুসুমের ন্যায় ইহা সহজেই সকলে অনুভব করিতে পারেন। তবে আমি যে ঈদৃশ গুরুতর ব্যপারে উচ্চলভ্য ফল প্রাপণ প্রত্যাশায় বামণের কর প্রসারণ করার ন্যায় কর প্রসারিত করিলাম, আমার পরমহিতৈষী প্রিয়সুহৃৎ শ্রীযুক্ত বাবু হরিশ্চন্দ্র মিত্র মহাশয়ের অনুকূল আশ্বাস এবং উৎসাহই তাহার মূল।

সংস্কৃত ভাষায় বহুধা চর্চ্চা করাই এই সংস্কৃত বোধিনীর মুখ্য উদ্দেশ্য। তদ্বশতঃ ইহাতে সংস্কৃত শিক্ষা এবং পাঠানুরাগিগণের প্রয়োজনীয় এবং প্রিয় বিষয় সকল সমাবেশিত থাকিবে, কাব্যালঙ্কার নাটক নাটিকা, এবং গদ্য পদ্যময় প্রবন্ধ সকল ইহার অঙ্গ ভূষণ। নূতন পুরাতন রচনাবলীর দুরূহ স্থান সকল সরল টীকা এবং ব্যাখ্যা দ্বারা পাঠকগণের পাঠ-সুগম করিয়া দেওয়া হইবে। বিদ্যালয়স্থ ছাত্রগণের সংস্কৃত রচনা শিক্ষার সদুপায় সঙ্কলনে সবিশেষ দৃষ্টি রাখা যাইবে এবং তাহাদিগের গদ্যপদ্য-ময়ী রচনাবলী শোধন পূর্ব্বক পত্রস্থ করিয়া উৎসাহ দেওয়া হইবে।

বর্ত্তমান সময়ে অনেকেরই বিদ্যোৎসাহিতা ও সংস্কৃতে প্রগাঢ়ানুরাগ দর্শনে পত্রিকার জীবন সত্তায়ও আশা জন্মিতেছে; কিন্তু এই পত্রিকা, পাঠকদিগের কীদৃশানুরাগ ভাগিনী হইবে তাহা ভবিষ্যতের গর্ব্ভস্থ।

"ঘটং ভিন্দ্যাৎ পটং ছিন্দ্যাৎ কুর্য্যাৎ রাসভরোহণং।
যেন তেন প্রকারেণ প্রসিদ্ধ পুরুষোভবেৎ—"॥

এখন আমি এই বাক্যে নির্ভর করিয়া উৎসাহিত হইলাম এবং বঙ্গীয় পত্রিকা সম্পাদকগণ তথা সংস্কৃতজ্ঞ মহোদয়গণের সমীপে এই বিষয়ের জিজ্ঞাসু রহিলাম। যদি তাঁহারা অসৎপরামর্শ বলেন, ক্ষান্ত রহিব। উৎসাহ দিলে সমধিক আগ্রহের সহিত কার্য্য ক্ষেত্রে প্রবেশ করিব।

এই ক্ষুদ্র পত্রিকার সহিত যে কোন বঙ্গীয় সম্পাদক বিনিময়েচ্ছু হইবেন আমরা তাঁহার সহিতই পরিবর্ত্ত করিতে উৎসুক আছি। যদি তাঁহারা ঘৃণা করেন, করুন্ বা যথোচিত কটু বলিতে হয় বলুন্ আমি "কশ্চিৎপুমান্ ক্ষিপতু মামতি রুক্ষ বাক্যৈঃ সোহং ক্ষমাভরণ মেত্য মুদং ব্রজামি।" এই শান্তিশতকের শ্লোকার্দ্ধ স্মরণ করিব। কিন্তু এই পত্রিকার সমালোচনার পত্রিকা সকল সন্দর্শনার্থে আমার বলবতী বাসনা আছে। সম্পাদক মহাশয়গণ তত্তৎ পত্রিকার এক২ খানি দয়া পূর্ব্বক পাঠাইলে বাধ্য হইব এবং সদুপদেশ থাকিলে সাদরে গ্রহণ করিয়া উপকার স্বীকার করিব।

মৎপ্রণীত রচনায় দোষ দানোৎসুকগণ আমার নিকট লিখিবেন বা বঙ্গীয় কোন পত্রিকায় প্রকাশ করিবেন। প্রকৃত দোষ হইলে সলজ্জ নতমস্তকে গ্রহণ করিব, প্রত্যুত্তর খণ্ডনীয় হইলে উচিত প্রত্যুত্তর দানে পরাঙ্মুখ হইব না। কিন্তু দোষ যেই পত্রিকায় প্রকাশিত হইবে খণ্ডার্হ প্রতিবাদও সেই পত্রিকায় প্রকাশ করিতে হইবে। অপর বাঙ্গলা বা সংস্কৃত যেই ভাষায় দোষার্পণ করিবেন, আমরা সেই ভাষায়ই উত্তর দিতে সম্মত আছি। অলমধিকেন।

শ্রীজগদ্বন্ধু শর্ম্মা তর্কবাগীশ।

মিত্র-প্রকাশ।

সাহিত্যবিষয়কপত্র।

মিত্রপ্রিয়ানন্দ-বিধানদক্ষো মিত্রাপ্রিয়োল্লাস-নিরাস-শূরঃ।
নানারসৈর্মিত্রগুণ-প্রকাশো মিত্র-প্রকাশোঽয়মুদেত্যুদারঃ॥

১ম পর্ব্ব। } শকাব্দা ১৭৯২। বঙ্গাব্দা ১২৭৭ অগ্রহায়ণ। } ৮ম সংখ্যা।

"কন্যাপণ কি ভয়ানক!!!"

নান্দি।

গীত রাগিণী বেহাগ তাল আড়া।

হও হে সদয় বিভো। কেন নিরদয়?
বঙ্গের দুর্গতি আর প্রাণে নাহি সয়॥
দুরাচার-দেশাচারে, যায় দেশ ছারে খারে,
দেশীয়েরা কুসংস্কারে, আছে অন্ধ প্রায়—
ওহে বিভো জ্ঞানাঞ্জন! করি জ্ঞান বিতরণ,
কর এ দুঃখ ভঞ্জন, দেহ পদাশ্রয়
নাথ দেহ পদাশ্রয়।

সূত্রধারের প্রবেশ।

সূত্র। না, না, আর আড়ম্বরের প্রয়োজন নাই, এক্ষণে যে উদ্দেশ্য সাধনে আমার চেষ্টা, তদ্বিষয়ে প্রবৃত্ত হই,—একার যত্নে—একার অধ্যবসায়ে—একার আগ্রহে কোন হিতকর-কার্য্য সুসম্পন্ন হয় না, তা, যদিও আমার অধিক সহায় লাভের সম্ভাবনা নাই, উপস্থিত বিষয়ে, আমার চিরানুগতা প্রেয়সী অবশ্যই সাহায্য করবে, পত্নীই স্বামীর অর্দ্ধাঙ্গ-রূপা আর সকল কাজের প্রধান সহায়—তাকেই ডাকি।—প্রিয়ে! প্রিয়ে!! অয়ি প্রিয়ে!!!

নটীর প্রবেশ।

নটী। নাথ, কি কত্তে হবে বল?

সূত্র। প্রিয়ে, দেখ কেমন সুসময় উপস্থিত! এক্ষণে দেশীয়লোকেরা কুসিৎ আমোদ প্রমোদ পরিত্যাগ করে বিশুদ্ধ নাট্যামোদে প্রবৃত্ত হয়েছেন। দেখ, নাট্যদর্শনার্থ সভাস্থ সকলেই কেমন উৎসুক হয়েছেন। আমরা এখানে অভিনয় কার্য্যে আমন্ত্রিত হয়েছি, তা তুমি একবার মনোহর সংগীত দ্বারা সভাস্থ সকলের চিত্তবিমোহিত কর।

নটী। (অবজ্ঞা পূর্ব্বক) হ্যাঁ, ইযের জন্যে এত চেঁচাচেচি, আমি ভেবেছিলাম, না জানি কি।—তোমার কি। "ভাঙে না মচকায়" কেবল নাচ গান নিয়েই ব্যস্ত। ঘরকন্না পোড়ে যায় না হেজে যায়, চোক তুলে দেখা নাই। আমার মাখন—(অর্দ্ধোক্তি।)

সূত্র। (মস্তকাবনত করিয়া) কি লজ্জা, তুমি এই সভার মধ্যে আমার অপমান কল্লে। জানইত আমার অবস্থা তেমন স্বচ্ছল নয়, আমি কি মাখন ছানা খাওয়াতে পারি, তা মাখন মাখন করে—"

নটী। হোয়েছে। এ যে "ধান ভান্তে শিবের গান" গাইলে। আমি কি বোল্লাম, কি বুঝলে। আমি কি ঘি মাখন খেতে চাচ্চি—বোলছিলাম কি, আমার মাখনলাল—"

সূত্র। (সচকিতে) হাঁ, তার কি হয়েছে? কোন অসুখ হয়েছে না কি?

নটী। অসুখ কি আবার? বাছা আমার সতত্ই অসুখ ভোগ কচ্চে। বেঠের কোলে পা দিয়ে বাছার এই পঁচিশ বছোর বয়েস হল, বিয়ে হলে আজ কাল ছেলের বাপ হতো!—বাছা আমার ধার্ম্মিক, সুশীল,

অপথে পা দেয় না—তা বাছা কি আমার মনোজাত দহনে অল্পদগ্ধ হল ॥ সোণার বরণ কালী হয়ে গিয়েছে ॥ তুমি তার বিয়ের উজ্জুগ কর্ব্বে না ?

সূত্র। (সাক্ষেপে) আ অবোধিনি! তোমারই কি কেবল বৌ নিয়ে ঘর কর্ত্তে ইচ্ছে, আমার কি আর বেটা-বৌর মুখ দেখতে মন চায়না ? না, নাতীর মুখ দেখতে সাধ যায় না ?—করি কি বল। এদেশের মেয়ের বাজারে যে আজ কাল আগুন লেগেছে! পাঁচ শো, সাত শো, হাজার টাকা পণ হয়েছে। একটী মেয়ে আনতে হলে এক পণেই প্রায় আটশয়ের গলায় দড়ী পড়বে, তারপর ত লোক লৌকিকতা! তাতে আমি নাট্যব্যবসায় করি বলে আরো কত ফেচাঙ আছে, তা আমি গাইয়ে বাজিয়ে যত উপার্জ্জন করি, তোমার অগোচর নাই!—এতে কি দিয়ে কি করি বল ?

নটী। (দুঃখ-কোপিতা হইয়া) আমি বরাবর বলচি যে, চল দেশান্তরী হয়ে যাই, এমন পাপরাজ্যেও কেউ থাকে ? যে দেশে মেয়েবেচা দল বাস্তবিয় করে সে দেশে থাকলে যে পতিত হতে হয়। আমি পুরুত ঠাকুরের মুখে শুনেছি, আমাদের শাস্ত্রেই না কি লেখা আছে—"

সূত্র। হাঁ শাস্ত্রেও আছে "তদ্দেশঃ পতিত মন্যো যত্রাস্তে শুক্রবিক্রয়ী" যে দেশে শুক্র বিক্রয়ী বর্ত্তমান সে দেশ পতিত—"

নটী। (ঐভাবে) তা যে দেশ পতিত সে দেশে এত ফসল ফলে কেন—দেশযুড়ে দ পড়ে না কেন। আর তাতে ধার্ম্মিকরা—ধর্ম্মাভিমানীরা বাস করেন কেন ? না, চল আমরা এখন সকলে মিলে, সেই দেশে যাই যেখানে এই পাপ মেয়ে বেচা প্রথা নাই, যেখানে গেলে সচ্ছন্দে বাছা মাখনলালের বিয়ে দিয়ে বেটা বৌ নিয়ে ঘর কত্তে পারবো।—নাট রঙ্গ রাখ চল দেশান্তরী হবার যোগাড় করি গে। আমি এগোই, তুমি এস—না যাও, আমি একাই বাছা নিয়ে মেগে খেয়েও চলে যাবো।

[অবজ্ঞাপূর্ব্বক প্রস্থানোক্রম।

সূত্র। (ব্যগ্রতা পূর্ব্বক) আরে শোন তো, পরামর্শ করে না হয় শেষ কর্ব্বো, আজকার আমোদটাত হোক্।

নটী। (সকোপে) এমন আমোদের মুখেও আগুন, এমন দেশের মুখেও আগুন, এমন দেশীয়দিগের মুখেও—না না, চরণে দণ্ডবৎ করি (দণ্ডবৎ করিতেই) একদিকে দেশাচার দোষে দেশ উচ্ছন্ন যাচ্চে, এঁরা আমোদ প্রমোদ কচ্চেন। ধর্ম্মের কাছে কি বোলে জবাব দেবেন ?—এই কি ঈশ্বরের প্রিয়কার্য্য সাধন করা ?—এই কি দেশের উন্নতি সাধন করা ?—নাথ। আসতে হয় তুমি এস, নইলে আমি চল্লেম।

[কয়েক পদ গমন করিলে।

সূত্র। স্ত্রী পুত্র নিয়েই গৃহী মানুষের সব, তুমি যাবে, মাখনলাল যাবে, আমি কাকে নিয়ে কি সুখে থাকবো। চল সকলেই যাই। তোমাদিগেরও যে গতি, আমারও সেই গতি।—সভাস্থ মহোদয়গণ! ক্ষমা করবেন, আমি কন্যাদায়-গ্রস্ত নই, পুত্রের বিবাহ দায়গ্রস্ত। মনের সুখেই সুখ, মনের সুখেই আমোদ প্রমোদ। আমি কন্যাপণ দানে অশক্ত বিধায় পুত্রটীর এ পর্য্যন্ত বিবাহ দিতে পার্চ্চিনা, তজ্জন্য বড় দুঃখিত আছি, তা এখন আমি দেশান্তরে চল্লেম। আশীর্ব্বাদ করুন (দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক গমনোপক্রম ইতি মধ্যে মাধবনারায়ণের আগমন) রাম রাম! যাত্রা সময় আবার কন্যাব্যবসায়ী গুণপুরুষের মুখদর্শন হলো!—দুর্গে! প্রসিদ! প্রস্থান।

ইতি প্রস্তাবনা।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

রঙ্গভূমি। মাধব নারায়ণ ভট্টাচার্য্যের বাটী।

মাধবনারায়ণ উপবিষ্ট।

মাধব। কি বিড়ম্বনা! কি দুঃখ! সূত্রধারও আমার দর্শনকে অযাত্রাজ্ঞান করে৷ অন্য পথদিয়ে যাত্রা কল্লে! আমার পূর্ব্বপুরুষেরা কন্যাপণ গ্রহণে বিলক্ষণ

নিপুণ ছিলেন বলেই আমাকে এইরূপ তিরস্কার সহ্য কর্ত্তে হলো! আমি যে একজন কন্যাপণের পরমবিদ্বেষী তা এখন কে বুজবে। আমার যে [illegible] জন্য, আর আমার তুল্য বরের যেরূপ কন্যাপণতৃষ্ণা তাতে সভ্য ধার্ম্মিকদের মাদৃশ লোকদের মুখদর্শন অবত্রিক লক্ষণ বোধ হওয়া বিচিত্র নয়। যে পর্য্যন্ত কন্যাটী দানে বিবাহ না দেই সে পর্য্যন্তে লোকে আমার মত মন কিছুই বুঝবেন না। (কিঞ্চিৎ চিন্তা করিয়া) না আর বিলম্ব করা ভাল নয়, এই সম্বন্ধই কর্ত্তে হবে রমেশ মন্দ পাত্র নয়, তবে কি না আমাদের হতে নীরস বর, আমি কন্যাপণ লব না, গৃহিণীরও মত নাই, দানে দেওয়া, নতুবা প্রায় ১০০০ টাকা পাওয়ার খুঁট। তা ঈশ্বর ইচ্ছায় আমার কিসের অপতুলতা? আমার কিছু অর্থের লালসা নাই যে পণ লব, এখন কুলকুণ্ডলিনীর কাছে প্রার্থনা এই, মেয়েটী সুখে থাকুক। আজি গিন্নিকে সব বল্‌তে হবে, রমেশের পিতা স্বয়ং এসেছিলেন, পণ চাইলে এক্ষণই হাজার টাকা দিতে প্রস্তুত। তা আমি ও লোভ পরিত্যাগ করেছি। কন্যাদানে পরমধর্ম্ম পণ গ্রহণে পরমপাতক, এটী ধর্ম্মশাস্ত্রের স্বরূপ কথা সহজেই বোধ হয়।

গৃহিণীর প্রবেশ।

গৃহিণী। এই যে কর্ত্তা একাই বসে আছেন। (নিকটে গিয়া) বলি চারিদণ্ড কি বাড়ীতে বোসতে নাই—বাড়ী এলেও কি আর সুস্থির নাই,—এর মামলার কথা, ওর মোকদ্দমার কথা, ওর শ্রাদ্ধের কথা ওর বিয়ের কথা। এদিকে যে আপনার সংসারের কত কাজ কর্ম্মের কথা পড়ে রয়েছে তার খোঁজ খবর নাই।—মোহিনী আমার বেটের কোলে পা দিয়ে বারো এড়িয়ে তেরতে পা দিলে, ওকে কি আর রাখা যায়? এখনি কতজনে কত কথা বোলচে—কেউ বলচে, মোহিনীর মা বেশী টাকা নেবার জন্যে মেয়েকে ডাগর ডোগর কর্চ্চে, কেউ বলচে তা নয়। যার মনে যা হচ্চে সেই তা বলচে। বলুক, আমি মোলেও মেয়ে বেচ্‌তে দেবোনা। তা তুমি এমাসেই আমার মোহিনীর সোমন্ধ ঠিক্ কর। আর না হয়েছে। এখন [illegible] দোষ কেউ দিতে পার্ব্বেনা।

মাধব। হাঁ, তা তোমার আর অনুরাগ কর্ত্তে হবেনা। "হাতের কঙ্কণ কে দর্পণ দিয়ে দ্যাখে" বল? আমি কি মোহিনীকে দেখ্‌চি না? না আমার চক্ষু নাই। আমি কোন দিন মোহিনীর বিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হতেম কেবল তোমার কথায় এত বিলম্ব, নইলে আমার [illegible] অভাব? " আমি হুঁ কল্লে দেখি কতজন এসে পড়ে, তা তুমিত—"

গৃহিণী। না, আমি মোলেও মেয়ে বেচতে দেবোনা—"

মাধব। ভয় নাই, আমিও বেচ্‌তে চাচ্চি না, বলচি তুমিই ত ছোটটীর বোনে এত দিন দিয়ে দিতে দেও নাই—তা যা হবার হয়েছে, এখন দয়াল চক্রবর্ত্তীর ছেলে রমেশের সঙ্গেই সম্বন্ধ স্থির হল, পাত্রও বিদ্বান, বি, এ, পাশ করেছে—"

গৃহিণী। এক বিয়ে হয়ে গেছে না কি? দ্বিতীয় পক্ষের বর?

মাধব। না, তা নয়, ইংরেজী শিক্ষার এক উচ্চ পরীক্ষার নাম বি, এ, তাতে উত্তীর্ণ হয়েছে, এর পর আর এক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেই চার পাঁচ শত টাকা বেতনের কাজ হতে পারবে। এই পাত্রটী সুশিক্ষিত, সচ্চরিত্র, দেখতে শুনতে পরমসুন্দর, সর্ব্বাংশেই মোহিনীর যোগ্যপাত্র। তবে কি না ঘরটা আমাদের যোগ্য নয়—"

গৃহিণী। কুল নিয়ে কি ধুয়ে খাবে? তুমি না একজন সুশিক্ষিত, কথায়২ কুলীনদিগের নিন্দে কর—এখন যে বড় কুলের কথা?—না পরের বেলায় এক রকম ঘরের বেলায় একরকম?

মাধব। না না [illegible]

[illegible]

সামগ্রী সকল প্রস্তুত করাচ্ছি। (দাসীর প্রবেশ) এখন

বিধাতার নির্বন্ধ বলতে পারিনা, সামনের ফাল্গুনেই ক্রিয়া কর্ত্তে হবে।

দাসী। কার সঙ্গে ?

মাধব। দয়াল চক্রবর্ত্তীর ছেলে রমেশের সঙ্গে।

দাসী। আমাদেরও ইচ্ছে—তা, রমেশের বাপ পণত কিছু দেবেন না, আমাদেরও নেবার ইচ্ছা নাই, পাঁচ হাজার টাকার মেয়ে, তা থাক্ বৌকে কি কি গয়না পত্র দেবে, তা কিছু বলেছে ?

গৃহিণী। গয়না পত্র যা দেবে তার কি খৎ লিখে দেবে। যা পারে তাই দেবেন, দেন তাঁর বৌয়ের গায় থাকবে, আমরা গয়না ভাঙ্গিয়ে খাব না যে তার জন্যে জেদ কর্ব্বো। দেওয়া থোয়ার কথা আমার কাছে ভাল লাগে না। যার যেমন সঙ্গতি সে তেমনি দেবে। মেয়ের কপালে থাকে, সব হবে।

দাসী। হাঁ তাতো বটে কপালে থাকলে সকলি হয়। কথায় বলে "কপালের নাম গোপাল।"

নেপথ্যে। দিদি গো—আমায় রক্ষে কর গো। —আমায় মেরে খুন কল্লে গো।—দাঁড়া গুখোর বেটী।—হারাম জাদী।—জানিস নে তোর বাপ আমার কাছে তোরে সাত শো টাকায় বিক্রী করেছে।—তুই কি আমার ধর্ম্মপত্নী—না সাত শো টাকার বান্দি।—বজ্জাত। জুতা মারকে লম্বা কর্ দেঙ্গে—বজ্জাত!!

সকলে। ও কি ও কি!!

(সৌদামিনীর সত্বরে প্রবেশ এবং গৃহিণীর অন্তরালে ত্রাসে কম্পন এবং রোদন।)

চণ্ডী প্রসাদ। (জুতা হস্তে সকোপে) এলি নে বজ্জাত। এখানে লুকালেন এসে।—আয় বলছি আয়, নৈলে মারটা খেয়ে পরাণটা যাবে—মোহিনীর মা, ছেড়ে দাও।

মাধব। চক্রবর্ত্তী ভায়া শান্ত হোন্, স্ত্রী, অবলা অবোধ, স্ত্রীর গায় হাত তুলতে নাই—"

চণ্ডী প্রঃ। (সকোপে) ও কিসের স্ত্রী ? কেনা বান্দি।—ঠাকুরানী!! ওকে আমি ৭০০ টাকা দিয়ে যে কিনে আনি আপনি জানেন না ? বান্দিকে মারতে আবার পাপ কি ? কথায় বলে "বান্দিকে লাথি" এসকল বজ্জাত মাগীরা কি লাথ জুতো না খেলে ঠিক থাকে ?—আমাকে জ্বালাতন কর্ল্লে!!

গৃহিণী। আমিত তখনই মানা করে ছিলাম, মিনসে তিন কাল গেছে এককাল আছে, এখন তোর বিয়ের কাজ কি —গলায় একটা ঘন্টা বেন্ধে কাজ কি ?—কার জন্য বা ইত্তি বৃত্তি বেচে বিয়ে কল্লেন তার ঠিক নাই।

চণ্ডীপ্রঃ। সকোপে। বিয়ে কিসের ? আমি কি ওকে বিয়ে করেছি ?—বৃদ্ধকালে সেবা সস্তি করবার জন্যে বান্দি কিনেছি ? জুতো মার্ব্বো, বান্দি খাটিয়ে নেবো।

দাসী। কেবল মুখে বল্লে হয় না, বান্দি খাটাবে না, গোলামী খাটচো, মনে বুঝে দেখ ঠাকুর।

মাধব। বসুন২, তামাক খান, বিন্দুবসা, এক কলকী তামাক দে—(চণ্ডীকে ধরিয়া আসনে বসান)।

গৃহিণী। পোড়ামুখী চুপ কর্, আমার কাছে কাঁদলে কি হবে বল, তোর কপালে লাথ জুত খাঁটা লেখা রয়েছে, কে ঘুচাবে বল ? মামাকে বার২ মানা কল্লেম এই সোম্বন্ধ কোরোনা, পায় পর্য্যন্ত পড়লাম, না তখন এক ছালা টাকা পেয়ে সব ভুলে গেলেন, দাঁতপড়া চুলপাকা, তেবেলে বুড়র হাতে ছুঁড়ীটাকে সোপে দিলেন, শেষে কি হবে একবার চিন্ত করে দেখলেন না। এখন বুড় দেক্তে পারেনা ছুঁড়ীকে, আর ছুঁড়ী দেক্তে পারেনা বুড়কে।

মাধব। (হাসিতে হাসিতে চণ্ডীপ্রসাদের প্রতি) তবে এককাজ করিনা কেন, এসেন বদল করি, না হয় আপনিই এই বুড়ীটকে ন্যান, আর আমিই সৌদামিনীকে নি,—কেমন সত্ত, কি বলিস ?

গৃহিণী। তুমিই কোন্ অমরতো ফল খেয়ে বসে আছ—একবার আয়নাতে মুখ দেখগে মুখশ্রী টে কেমন হয়েছে—"

সৌদামিনী। (সরোদনে) দি দি ইই। আমাকে এ এ, বাপের বাড়ী পাঠিয়ে দে এ এ!!!

দাসী। (ভ্রূভঙ্গী করিয়া) বাপের বাড়ী যাবে?

ওই যে তোর বুড় বাপই সাম্‌নে দেখ্‌ছিস্‌নে, যমের বাড়ী পাঠাতে এসেছেন—"

গৃহিণী। দূর পোড়ামুখী। একথা কি বলতে আছে—"

দাসী। আর কিছুতে বাপের তুল্লি না হোন বয়সে তো হবেন।

গৃহিণী। চল আমার ঘরে চল, আর কাস্তে হবে না।

চণ্ডী প্রঃ। কাস্তে হবে না কি, এখনি কান্নার হয়েছে কি?—আজন্ম কাস্তে হবে।

দাসী। বড় বাড়াবাড়ী কাজ নাই। আজকাল দিন বড় কুচ্ছিৎ পড়েছে।—বিধবাবিয়ের যে ধূম লেগেছে—তুমি চোক বুজলেই হয়ত আবার বিয়ে বসবে।

মাধব। যা, যা, তুই আপনার কর্ম্মে যা।

সৌদামিনী, এবং গৃহিণী, ও দাসীর প্রস্থান।

মাধব। ভায়া। এত ক্রুদ্ধ হয়েছেন যে? ব্যাপারটা, কি? আপনাকেত কখন এমন রাগত হতে দেখি নাই!

চণ্ডী। ভায়া, এ কি বলবার কথা তাই বলবো, আমার ঋণ করে বিয়ে করা, না দুগ্ধ কলা আহার দিয়ে কালসাপিনীকে গৃহে রাখা হয়েছে।

মাধব। কেমন? কেবল অবাধ্য না কোন দুশ্চরিত্র আছে।

চণ্ডী। ভাই, তুমি ও গ্রামে বাড়ীতে থাক না, আমার উচ্চমাথা হেঁট হয়েছে, গালে চূণ কালী পড়েছে, অপবাদ ঘটতে কি বাকী আছে। আমার "লাভঃ পরং গোবধঃ" ভেবেছিলাম বৃদ্ধকালে সংসার কল্লেম, একটী অবগণ্ড পৌত্র, আপনিও প্রাচীন, স্ত্রীটী সং হবে, সেবা সস্তি কর্‌বে, ছেলেটীকে মানুষ কর্ব্বে—তার কি বিড়ম্বনা। কপালক্রমে সকল আশাই বিফল হোল! শেষ কুলে কলঙ্ক!—কলঙ্কও সহ্য করেছিলাম এখন দেখি প্রাণে বাঁচাই সংশয়স্থল।

মাধব। কেমন?—কেমন? এ যে ভয়ানক কথা!

চণ্ডী। ভায়া বল্লে না বিশ্বাস কর্ব্বেন (কানেং) যিনি এখানে বিধবাবিবাহদিতে ভারী উদ্যোগী, বুঝেছেন ত?

মাধব। হাঁ তাই কি।

চণ্ডী। তারি দলের একজনের সঙ্গে পোড়াকপালীর আসক্তি জন্মেছে, তারই পাল্লায় পড়ে হতভাগী একবারে বয়েগিয়েছে।—সেদিন আমি সকর্ণে শুনেছি, বলতে ছিল, "ভাতার মল্লে বর্ত্তাই, হাড়জুড়ায়" আমাদের বাড়ী আজু চাকরাণী বল্লে "ঠাকুরুণ। এমন কথা কবেননা, কর্ত্তা মলে আপনি বিধবা হবেন একাদশী কত্তে হবে।" তা গর্ভস্রাবী উত্তর কল্লে কি "আমার দায়। আমি আবার বিয়েবোসবো, এখন বিধবা বিয়ের দল বেঁধেছে।" শুনলেন মহাশয়। যে স্ত্রীর এমন দুর্ম্মতি তার অসাধ্য কি। ও কোন সময় আমি বিষ খাইয়ে মেরে ফেল। এখন আমার নিয়তই এই চিন্তা, পাছে অপমৃত্যু টা হয়— পরকাল টা যায়। এই কথা শুনেছি অবধি নাতীটীকে তার পিসির কাছে পাঠায়ে দিয়েছি। দেখুন মশায়, এখন উপায় কি?

মাধব। কি সর্ব্বনাশ। ভয়ানক কথা। উগ্র হবেন না, আপনার বিয়ে করা অন্যায় হয়েছিল, জানেন না, শাস্ত্রেই আছে "বৃদ্ধস্য তরুণী বিষং।"

চণ্ডী। আমি মাটী খেয়েছি তাই এখন উপায় কি?

মাধব। যে পর্য্যন্ত আমাদিগের দেশ হতে কন্যাপণ প্রথাটী না উঠে যায়—যে পর্য্যন্ত বাল্যবিবাহ বৃদ্ধবিবাহ না উঠে যায় সে পর্য্যন্ত দেশের দুর্গতির পার নাই—হিন্দুদিগেরও সুখ নাই।

চণ্ডী। মশায়। এখন আমি মরণ প্রার্থনা করি, প্রাণটা গেলেই বাঁচি, কিন্তু আবার মনে হয় আমার প্রাণ গেলেত কলঙ্ক থাকবে। সে যে আরো ভয়ানক।—যখন এই কথাটী মনে ওঠে, বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ হয়ে যায়, যখন মনে করি, আমি অন্তে আমার স্ত্রী পুনর্ব্বার স্বামী গ্রহণ কর্ব্বে—

লোকে পৌত্রটীকে সেই কথা বলে লজ্জা দেবে, তখন যে আমার মনের কি অবস্থা হয়, তা জগদীশ্বর জানেন।—আমি আমার মত বিবাহবাতুল বৃদ্ধদিগে সাবধান করি, তাঁহারা যেন উচ্চ পণ দিয়ে শেষকালে যুবতী স্ত্রীরূপ ভুজঙ্গিনী গৃহে পোষণ না করেন, কল্লে তিনি সর্ব্বদা আমার মত সশঙ্কিত থাকবেন—" [অশ্রুপাত।

নেপথ্যে। গীত।

" ভেক নোবো আর রব না ঘরে,
বড় জ্বালাতন করেছে বুড় ভাতারে।"

শুনুন মশায় শুনুন।

মাধব ভায়া আর কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে দিবেন না।

নেপথ্যে। কর্ত্তা বাবু! স্নান করগে বেলা হল।

চণ্ডী। হাঁ বেলা হয়েছে। যান স্নান করেন গে আমিও যাই।—গুরু তোমার ইচ্ছে! আক্ষেপের সহিত দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ।

[উভয়ের প্রস্থান।

ইতি প্রথম গর্ভাঙ্ক।

প্রথম অঙ্ক।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

রঙ্গভূমি। মাধব নারায়ণের ঠাকুর বাড়ী।

(মন্দির মধ্যে ৺ লক্ষ্মী জনার্দ্দন বিরাজিত। পার্শ্বের এক কুটরীতে মাধব বাবু ইষ্ট পূজা করিতেছেন)

মালতীর প্রবেশ।

মালতী। (সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিয়া) ঠাকুর তুমি "অন্তর্যামী" সকলের মনের কথা জানো। আমি জান্তে অরূপ স্বামীর কাছে কোন অপরাধ করি নাই, তা তিনি বিনি অপরাধে আমাকে পদাঘাত কল্লেন, করুন, আমি তাতে অপমান বোধ করি নাই। স্বামী গুরু-লোক আমি তাঁর চরণ সেবার দাসী। কিন্তু আমি ছেলে প্রসব করেছি বোলে যে তিনি রাগত হয়েছেন, এ তাঁর নিতান্ত অন্যায়। আমি আতুরঘর হতে বেরুতে না বেরুতেই তিনি আমার বাছাকে গাল দিচ্চেন, মরে যেতে বলচেন এই আমার বড় দুঃখ।—ঠাকুর! কতজন এই পুত্র সন্তানের জন্যে কত যাগ যজ্ঞি দান ধ্যান কর্চ্চে! কপালক্রমে সুসন্তান হলে কত আহ্লাদ, স্ত্রীর কত আদর, কত সোহাগ বাড়ে, তা এ অভাগীর কপালক্রমে সকল বিপরীত। আমি কত গর্ভপাতের পর একটী সুসন্তান পেয়েছি—কোথা ছেলেটীকে স্বামীর কোলে দিয়ে আহ্লাদে আটখানা হব, স্বামী সোহাগ কর্বেন না, অপমান!—গাল! অপরাধের মধ্যে কেবল আমি মেয়ে বিয়োই নাই, মেয়ে বিয়োনো কি আমার হাত?—মেয়ে হলে উনি বেচে কতগুল টাকা পেতেন! এক মেয়ে বেচে লালচ বেড়ে গিয়েছে, ছেলে হওয়াতে সে আশায় ছাই পড়েছে! হায়! কি সর্ব্বনেশে দেশ!—কি সর্ব্বনেশে দেশাচার পুত্রই বংশের তিলক, পুত্রই বংশের প্রদীপ, পুত্র হতেই বাপ পিতেমহের নাম। পুত্র হতেই মাতামহের নাম। পুত্র জন্মগ্রহণ কল্লে স্বর্গে সেই ছেলের চোদ্দপুরুষ আহ্লাদে নৃত্য করেন, পিতৃপুরুষেরা বংশের জলপিণ্ডির জন্যে নিয়ত আশা করে থাকেন, বংশের একজন তর্পণ কল্লে চোদ্দপুরুষ মুক্ত হন। আমার বাছা বেচে থাকুলে আমাদের—কেবল আমাদের কেন চোদ্দপুরুষের জলপিণ্ডের প্রত্যাশা থাকে; মেয়ে মেয়ে মেয়ে, মেয়ে একটা কি? মেয়ে বেচাদের কাছেই মেয়ের আদর। নৈলে কথায় যে বলে থাকে "মেয়ের নাম ফেলি জামাই নিলেও গেলি, যমে নিলেও গেলি" তাই আর কি। এই আমি এত বাপের এক মেয়ে বটি, মা বাপের কি কাজ কচ্চি? বরঞ্চ তাদিগে মনে হলে আমার দুঃখ হয় যে, ওরা মা বাপ হয়ে আমাকে ছাগী পাঁটীর মত বিক্রী করেছেন—তা যাহোক, হে লক্ষ্মী জনার্দ্দন! প্রভু

"স্থানে থেকে কানে শুনো" আর যেন অভাগীর গর্ভে মেয়ে বই ছেলে না হয়। মিন্সে প্রতিজ্ঞে করেছে, এবার যদি ছেলে হয়, মেরে হাড় গুড়িয়ে ফেলবে!—হে ঠাকুর। হে লক্ষ্মী জনার্দ্দন। আমার আর সন্তান সন্ততি না হয় তাও ভাল, তবু যেনো আর পুত্র বিযিয়ে এত লাঞ্ছনা, এত গঞ্জনা ভোগ কর্ত্তে না হয়। (পুনঃ পুন প্রণিপাত।)

মাধব। (কাস দিয়া) কি গো সরমার মা, কি মানাচ্চো?

মালতী। (সাক্ষেপে) আর কি মানাবো, যেমন দেশে জন্মেছি, যেমন পোড়াকপালের হাতে পড়েছি, তেমনি মানান মানাচ্চি!

মাধব। একবার এক মেয়ে বেচে সাতশো টাকা নিয়েছো, লালচ বেড়েছে, তাই বুঝি আবার মেয়ের জন্যে কপাল কুটচো?

মালতী। ঠাকুর পো, পুত্র সন্তান হয়—জলপিণ্ডির আশা হয়, কার অনিচ্ছে? কত বছর পরে এবার একটী ছেলে হয়েছে, মিন্সে তাকে চুচক্ষে দেক্তে নারে, আমাকে চোকের শূল দ্যাখে। ঠাকুরপো, যে মর্ম্মান্তিক কথা বলে, বলতে বুক ফেটে যায়। বড় পাপে এদেশে মেয়ে জন্ম হয়!! (অশ্রুপাত)

মাধব। তার সন্দেহ কি?—তোমার সরমার না কোথায় বিয়ে দিয়েছ?

মালতী। বিয়ে কি বোলচো কোথা বেচেছি তাই বল।—সে কি এখানে সেই উত্তরপাড়ার মধু মাস্তরকের ছেলে দীননাথের সঙ্গে। এই প্রায় বছর দশ হল, মেয়েটী বেচেছি, আছে কি মরেছে, তার খোজ খবর নাই, সেই যে বাসবিয়ের বিদায়, সেই বিদায়ই জন্মের মত বিদায়।—ঠাকুর পো, দশমাস দশদিন পেটে রেখে, কত কষ্ট পেয়ে, গুমুত কেচে মানুষ করেছি, মায়ের প্রাণ, তাকে একবার চোকে দেক্তে না পেয়ে পরাণটা যে কি করে কাকে বলবো, কে বুজবে? এই লক্ষ্মী জনার্দ্দনই জানেন!!

মাধব। সরমার কিছু ছেলে পিলে হয়েছে?

মালতী। এবার পুজোর বেলায় উত্তর পাড়ার মুখুর্য্যের মুখে শুনেছি দুটী না কি নাতী হয়েছে একটীর বয়েস ছ বছর, একটীর বয়েস চার বছর।—দেখ ঠাকুরপো আমরা এত কষ্ট পেয়ে ছেলে পিলে মানুষ করি কেনে, নাতী পুতীর মুখ দেখে প্রাণ জুড়াবার জন্যেইত—তা বিধাতা আমাকে দিয়ে নিবিবঞ্চনা করেছেন। (রোদন)

মাধব। (সকরুণে) কেন্দো না, দীননাথের অবস্থা কেমন?—কোন চাকরী বাকরী আছে?

মালতী। যখন বিয়ে হয় তখন 'নকল নবিশী' কর্ত্তো, শুনেছি এখনো কোন চাকরী হয় নাই, বেকার বসে আছে, যা দুটাকার যোত ছিল, বসে খেয়ে ফুরিয়ে গেছে। ভিত্তিটুকী বন্ধক দিয়েই পোণের টাকা দিয়েছিল, এখন তাও সুদে আসলে বিকিয়ে গিয়েছে।—ঠাকুর পো, আমরা মেয়ের পণ নিয়ে বিয়ে দি, না মেয়ে জামাইকে হাতে পায়ে গলায় দড়ী দিয়ে বেঁধে জলে ফেলেদি! যার বড় কপালের জোর, আর দশজন সহায় থাকে, সেই সে সকল বন্ধন ছিঁড়ে কোনমতে কুলে দাঁড়ায়, যার তা নাই, সে একবারে দুঃখের সাগরে চিরকাল ভাসতে থাকে।

মাধব। ঠিক বলেছ। তা আমিত মোহিনীকে দানে দেবো ভেবেছি।

মালতী। দেবে বই কি। কন্যা বেচা বড় পাপ। হিন্দুদের ধর্ম্মবিরুদ্ধ কাজ। একাজেও কেউ হাত দেয়। তোমার কি এ কুকাজ সাজে? আশীর্ব্বাদ করি, মোহিনী সুখে ভাতার নিয়ে ঘর করুক।

মাধব। এই আশীর্ব্বাদই কর, আমারও এই প্রার্থনা—ফল দেখ সরমার মা, আমাদের দেশে এই মেয়ের পণ প্রথাটা চলন থাকাতে বড় অসুখ হয়েছে—বড় দরিদ্রতার কারণ হয়েছে। এই তোমাদিগেই এ এক দৃষ্টান্ত পেলাম, আমার চণ্ডী ভায়াও আর এক দৃষ্টান্ত।

মালতী। ঠাকুর পো, খুজে দেখো, এমন কত দৃষ্টান্ত দেখতে পাবে। এক মেয়ে বেচা চলন থাকাতে

কত শত ঘর একবারে নির্ব্বংশ হয়ে যাচ্চে—কতজনের পিতৃপুরুষের জলপিণ্ড রহিত হচ্চে। কতজন দরিদ্র হয়ে পেটের জ্বালায় অসৎকর্ম্ম কচ্চে! তা তুমি বুদ্ধিমন্ত মানুষ নিজে বুঝে দেখ, এই দেশাচারের জ্বালায় কত রকমে দেশের মন্দ হচ্চে। ভাল ঠাকুর পো শুনেছি ইংরেজ রাজ্যে মানুষ বেচার হুকুম নাই, যে মানুষ বেচে তার না কি দণ্ড হয়? তা এই কন্যার পণ নেওয়াতো একপ্রকার মানুষ বিক্রী করা, যারা মেয়ে বেচে ইংরেজেরা তাদিগে দণ্ড করেন না কেন?

মাধব। না, ইংরেজদের এমন অভিপ্রায় নাই—মহারাণীর এমন হুকুম নাই যে, কেউ কারো ধর্ম্মে হাত দেয়। পণ নিয়ে বিয়ে দেওয়া একপ্রকার ধর্ম্মকাজ হচ্চে কি না, এইজন্যে ইংরেজেরা কন্যাপণ নিলে কিছু বলেন না।

মালতী। যে দেশে মেয়ে বেচাও ধর্ম্ম, সে দেশের ধর্ম্মের মুড়ে দণ্ডবাৎ করি। ধর্ম্ম মাথায় থাকুন। এমন ধর্ম্ম করে স্বর্গে যাওয়া থেকে সৎপাত্রে মেয়ে দান করে নরকে যাওয়া ভাল। মেয়ে বেচা আবার একটা ধর্ম্ম।—

পূজারি ঠাকুরের প্রবেশ।

মাধব। প্রণাম দেবতা।

পুরো। মঙ্গল হোক্।—কি বল্লে মালতি, মেয়ে বেচা ধর্ম্ম, কে বলেছে?

মালতি। এই ঠাকুর পো বোলছিলেন, মেয়ের পণ নেওয়া না কি আমাদের ধর্ম্মশাসতোরে লেখা আছে?

পুরো। হিন্দুদিগের ধর্ম্মশাস্ত্র এত জঘন্য নয়, এ শাস্ত্রে এমন বিধান নাই বরং ইহার বিরুদ্ধেই অনেক প্রমাণ আছে। উদ্বাহ তত্ত্বের বচন এই:—

"শুল্কেন যে প্রযচ্ছন্তি স্ব সুতাং লোভমোহিতাঃ। আত্মবিক্রয়িণঃ পাপা মহা কিল্বিষকারিণঃ॥ পতন্তি নরকে ঘোরে ঘ্নন্তিচাসপ্তমং কুলং। গমনাগমনেচৈব সর্ব্বশুল্কেঽভিধীয়তে॥"

যারা লোভী হয়ে শুল্ক অর্থাৎ পণ নিয়ে আত্মজা কন্যার বিবাহ দেয় তারা আত্মবিক্রয়ী, মহা পাপকারী, তারা ঘোর নরকে পতিত হয়—কেবল আপনারাই পতিত হয়, এমন নয়—"ঘ্নন্তিচাসপ্তমং কুলং।" সাত পুরুষ পর্য্যন্ত বিনষ্ট করে। শুল্ক২ শুল্ক, শুল্ক আর কি? কন্যাপণের নামই শুল্ক।

"ন কার্য্যাদর্থসম্বন্ধঃ কন্যাদানে কদাচন॥"

—কন্যাদান বিষয়ে কদাচই অর্থসম্বন্ধ অর্থাৎ অর্থ গ্রহণ করিবে না

"ন কন্যায়াঃ পিতা বিদ্বান্ গৃহ্নীয়াৎ শুল্কমণ্বপি। গৃহ্নন্ হি শুল্কং লোভেন স নরোঽপত্যবিক্রয়ী॥ যঃ কন্যাবিক্রয়ং মূঢ়ো মোহাৎ প্রকুরুতে দ্বিজ। স গচ্ছেন্নরকং ঘোরং পুরীষহ্রদসংজ্ঞকং॥ কন্যাবিক্রয়িণো নাস্তি নরকান্নিষ্কৃতিঃ পুনঃ॥"

অর্থ এই, কন্যার পিতা বিবেচক হইয়া অণুমাত্র শুল্ক অর্থাৎ পণ গ্রহণ করিবেন না। লোভবশতঃ শুল্ক গ্রহণ করিলে তাঁহাকে অপত্য বিক্রয়ী বলা যাইবে।

—হে দ্বিজ। যে মূঢ়ব্যক্তি মোহপ্রযুক্ত কন্যাবিক্রয় করে, সে ব্যক্তি "পুরীষহ্রদ" সংজ্ঞক ঘোর নরকে গমন করিবে।

—কন্যাবিক্রয়ী ব্যক্তির আর নরক হইতে নিষ্কৃতি অর্থাৎ মুক্তি পাইবার উপায় নাই।

"ক্রয়ক্রীতা তু যা নারী ন সা পত্ন্যভিধীয়তে। ন সা দৈবে ন সা পৈত্রে দাসীং তাং কবয়ো বিদুঃ॥ ক্রীতা যা রতিমামূল্যঃ সা দাসীতি নিগদ্যতে। তস্যা যো জায়তে পুত্রো দাসপুত্রস্তু স স্মৃতঃ॥ বিক্রীতায়াশ্চ কন্যায়াঃ পুত্রো যো জায়তে দ্বিজ। স চণ্ডাল ইব জ্ঞেয়ঃ সর্ব্বধর্ম্ম-বহিষ্কৃতঃ॥ ন রাজ্ঞো রাজ্যভাক্ স স্যাৎ বিপ্রাণাং শ্রাদ্ধকৃন্নচ। অধমঃ সর্ব্বপুত্রেভ্যস্তস্মাত্তং পরিবর্জ্জয়েৎ॥"

এই সকল শ্লোকের অর্থ এই:—

যে নারী 'ক্রয়' অর্থাৎ পণদ্বারা ক্রীতা, সে পত্নী বল্যে গণ্য নয়। সে দৈব ও পৈত্র কার্য্যের অধিকারী নয়। পণ্ডিতেরা তাকে দাসী বল্যে জানেন।—তার গর্ব্ভে যে পুত্র জন্মে সে দাসীর পুত্র।

বিক্রীতা কন্যার গর্ব্ভে যে পুত্র জন্মে, তাকে সর্ব্বধর্ম্মবহিষ্কৃত চণ্ডালের ন্যায় জানবে। আর সেই পুত্র বাজার রাজ্যভোগী হয় না, ব্রাহ্মণের শ্রাদ্ধাধিকারী হয় না, সে সকলপুত্রের অধম, সেই হেতু তাকে পরিত্যাগ করবে।

শুদ্ধিতত্ত্বে লিখেছে—

"কন্যা দদাতি শুল্কেন সপ্রেতো জায়তে নরঃ।"

যে পণ নিয়ে কন্যাদান করে, সে দুর্ভাগা প্রেতযোনী প্রাপ্ত হয়।

মাধব। আজ্ঞে, শাস্ত্রে যে এ বিষয়ে অনেক শাসন আছে, তা শোনা হয়েছে।

পূজক।—কেবল শুন্‌লে হয় না, সেই মত চলো কই?

মাধব। আজ্ঞে, আমাহতে এর অন্যথা হবে না। আক্ষেপের বিষয় আমাদের দেশের অনেকেই এই সকল শাসনের প্রতি ভ্রূক্ষেপ করেন না।

পূজক। বাপু! অমুকে শাস্ত্র মানেনা, আমিও মান্‌বোনা, এসংস্কার বড় মন্দ। কেউ পাপ করে দেখে কি তোমারও পাপ করা উচিত? কাল আমি মোনীর মার কাছে শুনেছি, মোহিনীকে না কি দানে দেবে। বড় সন্তোষের বিষয়। কন্যা দানের তুল্য আর মহৎ দান নাই—

"কন্যাদানন্তু সর্ব্বেষাং দানানামুত্তমং স্মৃতং।"

কন্যাদান কল্লে পিতৃপুরুষেরা মুক্ত হন—

"প্রপৌত্রা কন্যা প্রদানন্তু পিতরঃ প্রপিতামহাঃ। বিমুক্তা সর্ব্বপাপেভ্যো ব্রাহ্মলোকাৎ ব্রজন্তিতে॥"

এমন কি কন্যাদানের এমন মহৎ ফল যে শাস্ত্রে ইহাকে পরম পুরুষার্থ মুক্তিলাভের এক কারণ স্বরূপ বলে গেছে।

"বিশিষ্ট ফলদা কন্যা নিষ্কামনাঞ্চ মুক্তিদা।"

কন্যাদান করে তুমি অনন্তফল লাভ কর, এই বাঞ্ছা।

মাধব। আজ্ঞে, বেলা হয়েছে এখন আসি।

পূজক। হাঁ পূজা সমাপন কর্ত্তে আমিও যাই।

[সকলের প্রস্থান।

ইতি দ্বিতীয়গর্ব্ভাঙ্ক।

প্রথম অঙ্ক।

তৃতীয় গর্ব্ভাঙ্ক।

বিন্দুমাধব একাকী।

বিন্দু। (স্বগত) হায়! দরিদ্রদশা কি শোচনীয়! এক্ষণে দরিদ্র হিন্দুভদ্রলোকদের মরণ হয়েছে, পূর্ব্বে পূর্ব্বপুরুষেরা যে সকল নিয়ম করে গিয়েছেন, তখন সেই২ নিয়মের উপযোগিতা ছিল, এখন "সে রামও নাই সে অযোধ্যাও নাই" হিন্দুদিগের সে শৌর্য্য বীর্য্য ঐশ্বর্য্য কিছুই নাই, কিন্তু কি আক্ষেপের বিষয় তবু এক্ষণে অনেকে সেই সব নিয়ম খাটাতেছেন! এতে করে মন্দ ফলই ভাল ফল উৎপন্ন হতেছে না। বল্লালের সময় কৌলীন্য সুখের ছিল, সম্মানের ছিল, এখন সেই বল্লালী কৌলীন্যের উপযোগিতা নাই! ভালটুকী নাই, মন্দটুকী আছে। এখনকার কৌলীন্যই হিন্দুসমাজের মালিন্যের কারণ হয়েছে'—আর এক প্রথা কন্যাপণ! এই প্রথা কি অল্প দোষের?—পিতা ঋণ করে বিবাহ করে, আমার জন্মের পর পরলোক প্রাপ্ত হন, আমার তখন অল্প-বয়স, যে কষ্টে মা আমাকে মানুষ করেছেন, এখন তা স্মরণ হলে বক্ষ বিদীর্ণ হয়ে যায়। কোনমতে মানুষ হলেম, হয়ে কত কষ্টে স্বষ্টে মাসে ২০।২২ টাকা উপার্জ্জন করেছি,

কিন্তু পিতার ঋণ পরিশোধেই প্রায় তার এক তৃতীয়াংশ যাচ্চে, বাকী টাকায় মা, আমি, একটী চাকর তিনজনের খোরাক, পোষাকু, আর চাকরের বেতন বাড়ীর খাজনা সব দিতে হয়। এতে কি কুলায়? বিশেষতঃ আজকালকার দিন।—(কিঞ্চিৎ পর।) লোকে বলে, "বিন্দু! বয়েস হয়েছে, বিবাহ কর, বৃদ্ধ মা, কত খাটাবে।" আমি কি তা বুঝিনা যে চোকে আঙ্গুল দিয়ে আমাকে দেখাতে হবে। কিন্তু ভেতরের খবর কে রাখে! আমাকে বিবাহ কর্ত্তে হলে, প্রায় হাজার টাকার দায়ে পড়তে হয়। না হয় ধার কর্জ্জ করে কোন মতে বিবাহ কল্লেম, ছিলাম তিনজন হলেম চারজন, খোরাক বাড়লো, পোষাকু বাড়লো—কদিন পর চার জনের স্থলে পাঁচ জন হলেম, তখন এই উপার্জ্জনে পাঁচ জনের পেট পালাও হবেনা, এখনত তবু একসন্ধ্যা খেতে পাচ্চি, তখন তাও ঘটবেনা। একদিগে ঋণ বাড়বে আরদিকে খরচ বাড়বে। হয়ত আয় এখন হতে তখন আরো কমে যেতে পারে। "চাকুরি তালপাতের ছায়া আজ আছে কাল নাই" তখন আমায় কত দুর্দ্দশা—কত যন্ত্রণা—কত অপমান ভোগ কর্ত্তে হবে।—কেউ২ বলেন, পরিবার বাড়লে পরমেশ্বরই তাদের আহার যোগান, পাগলের কথা, যদি তা হতো, তা হলে আর কোন পরিবার অন্নের জন্যে লালায়িত হয়ে ফিরতোনা।—তা আমি ভেবে দেখেছি, মা যতদিন আছেন, এই ভাবেই আছি, মায়ের পরলোক হলেই একবারে নিশ্চিন্ত হব। আর দুর্গাচক্রবর্ত্তীর ভিটেয় বাতী পড়বে না।

[দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ।

নবীনের প্রবেশ।

নবীন। কি হে বড় বিষণ্ণ দেখ্‌চি যে?—বিয়ের ভাবনা উঠেছে না কি?

গান।

মন মিছে কেন ভাব বিয়ের জন্যে।

একদিন ত বিয়ে হবে, চারজনাতে কান্দে নিবে, হরি নাম মহামন্ত্র শুনাইবে কর্ণে।

কাঁচা বাঁশ ছেঁড়া দড়ি, খউলো মাদুর নয়া হাঁড়ি, সঙ্গে আট কড়া কড়ি দিবে, বরণযাত্রায় মানে॥—"

বিন্দু। না, ভাই ঠাট্টার কথা নয়, আমি যে আজো বিবাহ কর্ত্তে পেলামনা, তার জন্যে বড় দুঃখিত নই, আমার দুঃখু এই যে, আমা অন্তরে আর বাপ পিতামহের বংশ থাকবেনা, একবারে পৃথিবী চিহ্ন শূন্য হবে, পিতৃপুরুষদিগের জলপিণ্ডের আশা যাবে।

তর্পণের তরে তুলিলে জল,
ছল ছল করে নয়নে জল;
ভাবি মনে আমি ত্যজিলে কায়,
কে তর্পণ করি তুষিবে হায়!
পিতৃদেবগণে কে দিবে জল?
কে থাকিবে পিণ্ড-ভরসাস্থল?
আঁখি অশ্রু আর রাখিতে নারে,
দুজলে তর্পণ-সলিল ঝাড়ে।
পিতৃগণে খেদে সম্বোধি বলি,
তৃপ্তহও লয়ে এতিলাঞ্জলি,
আমি মলে আর পাবে না জল।
ফুরাইবে জলপিণ্ডের স্থল।
বলিতে২ বিদরে প্রাণ।
কোশা ধরেপড়ে নাথাকে জ্ঞান।
হায় বৃথা হল মানব দেহ!
বংশে বাতিদিতে রবেনা কেহ!!

[অশ্রুপাত।

নবীন। আমি তোমায় বরাবর বলচি, যে এই পোড়া হিন্দু সমাজের—এই স্বার্থপর—সহস্র দোষের আধার হিন্দুসমাজের মায়া পরিত্যাগ কর, এসো চল দুজনে নব্যদলের ভুক্ত হই। কোন গোলই থাকবে না—না বিবাহে পণ দিতে হবে, না তর্পণশ্রাদ্ধে ক্লেশ হবে—না সমাজে কোনরূপে ক্লেশ হবে, এক কথা—

এত নিয়ম,—এত তর্পণ—এত সন্ধ্যা—এত পূজা আজ্ঞা কিছুই কর্ত্তে হবেনা; মনের মতন পাত্রী দেখে অসবর্ণে বিবাহ করে দাম্পত্যসুখে সুখী হব; সুশিক্ষিতসমাজে গণ্য হব। তা তুমি হিতোপদেশ শুনবেনা, কেবল হিন্দুধর্ম্ম নিয়েই ব্যস্ত, মা নিয়েই ব্যস্ত।—আপনার সুখও ত চাই।

বিন্দু। ভাই তোমার মত আমি চীনের চোক্ কর্ত্তে পারিনে, যিনি দশমাস দশদিন গর্ভে ধারণ কল্লেন, কতকষ্ট করে মানুষ কল্লেন, আমি এখন কি তাঁকে পরিত্যাগ করে আপনার সুখান্বেষণে ব্যগ্র হব? আমিতো পশু নই—পক্ষী নই, যে যেই আত্মরক্ষণে সমর্থ হলেম, অমি মাতা পিতার সম্বন্ধ পরিত্যাগ কর্‌বো? আমি যে মানুষ বলে পরিচয় দিচ্চি? তবে বলবে যারা মাবাপকে পরিত্যাগ করেছে, তারা সুখে আছে, দিব্বি সুখভোগ কচ্চে, করুক, আমি তেমন সুখ চাইনে, তেমন ধর্ম্ম চাইনে। ভাই, ক্ষমা কর, তুমি আমার কাছে ওদলের কথা তুলনা, আমি বেশ জানি।—এই যে তুমি ওদলে ঢুকতে চাচ্চো, তার দেখি তোমার মূল উদ্দেশ্য কি?—তুমি একজন নির্দ্ধন ভদ্রসন্তান, বিবাহ কর্ত্তে তোমার হাজারো টাকা ব্যয় আবশ্যক, তার সংস্থান নাই, তাই তুমি ঐসমাজে ঢুকে "একজন সভ্য বলে পরিচয় দিতে প্রস্তুত হচ্চো।—তোমার আশা একটী সুশ্রী স্ত্রীলাভ, কিন্তু লোকের নিকট বলে ফিরবে, হিন্দুসমাজে থাকলে সভ্যধর্ম্ম সম্যক্ অনুষ্ঠান করা যায়না তাই সমাজ পরিত্যাগ করেছি।—এ যে ঘোর প্রতারকের কার্য্য।—আমি ভাই এমন পাপ কার্য্যে প্রবৃত্ত হতে চাইনে।

নবীন। তুমি দেখি ভারি ন্যায়পরায়ণ হলে হে!—তুমি যে ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির হতে এককাটী সরেস হয়ে দাঁড়ালে, আপনার প্রয়োজন বুঝে তিনিও ত মিথ্যা বলেছিলেন—"

বিন্দু। বলেছিলেন, তেমনি তাঁকে নরকদর্শন কর্ত্তেও হয়েছিল।

রাজীবের প্রবেশ।

রাজীব। ভাই, আজ বড় এক খোসখবর পাওয়া গিয়েছে, কন্যাপণের মূল স্থান বিক্রমপুর, সেখানকার ভদ্র বিশিষ্ট অনেকেই সভা করে কৌলীন্য মেলবদ্ধ, আর কন্যা পণ রহিত করার জন্য ধর্ম্মত শপথ করে প্রতিজ্ঞা কচ্চেন। সংবাদপত্রে অনেকেই নাম ধাম প্রকাশ করেছেন। সনাতনধর্ম্মরক্ষিনী সভাও এক পুরুষের বহুদারগ্রহণ আর কন্যাপণ বারণের জন্য অগ্রসর হয়েছেন।

নবীন। খবরের কাগজের লেখা আর জলের লেখা সমান, খানিক পর কিছুই থাকবে না।

বিন্দু। তা বটে, কিন্তু এইরূপ চেষ্টায় কি হবে?—কন্যাপণের মূল হচ্চে বিক্রমপুর আর সেনহাটী, এইসকল স্থানের প্রধান২ লোক সকল একমত হয় তবে বটে একদিন এ আশা করা যেতে পারে, যে এই হতভাগ্য হিন্দুসমাজ এই নির্ব্বংশকারিণী অর্থনাশিনী কন্যাপণ প্রথার হস্ত হতে মুক্ত হতে পারবে।

নবীন। তুমি দেখ্‌চি একজন প্রকৃত পাগল। হিন্দুদিগের কবে একতা হয়েছে? "একতা থাকিত যদি, পার হয়ে সিন্ধুনদী, আসিতে কি পারিত যবন?" একতা হলে ইহাঁরা কি না কর্ত্তে পারেন, নবদ্বীপ সৃষ্টি অবধি চেষ্টা করে, প্রতিজ্ঞা করে, রাজসহায় লাভকরে যে সকল কাজ কর্ত্তে পারেন নাই একা একতাবদ্ধ হয়ে কটাক্ষে সেই সকল কাজ সুসম্পন্ন কর্ত্তে পারেন।—কন্যাপণ বল, বহুবিবাহ বল বৃদ্ধের বিবাহ বল যা কিছু বল হিন্দুসম্প্রদায় একতাবদ্ধ হবে সব দোষ সংশোধন কর্ত্তে পারেন। তা এদেশীদের কখন একমত হয় নাই হবেও না, হিন্দুসমাজেরও দুরবস্থা ঘুচবেনা।

বিন্দু। সৎকার্য্যে একতাবদ্ধ হওয়া বিচিত্র কি হে?—অযোধ্যা প্রদেশের তালুকদারদিগের মধ্যে বিবাহের অনেক ব্যয়বাহুল্যের প্রথা ছিল, অল্প দিন হল তাঁরা এক মত হয়ে সে প্রথার উচ্ছেদ করেছেন।

রাজীব। তারা হিন্দুস্থানী, একরোখা লোক। তাদের কথা ছেড়ে দাও।

বিন্দু। ছেড়ে দিলাম, এই যে অল্পদিন হল কলিকাতার স্বর্ণবণিকেরা ঐক্য হয়ে চিরপ্রচলিত পাত্রীকে অধিক গয়না পত্র দেওয়ার প্রথা রহিত করেছেন?—এমণ্ডলের ভদ্র হিন্দুগুলী কি তাদের অপেক্ষা লঘুহৃদয়—অস্থির প্রতিজ্ঞ,—হিতাহিত-বিবেচনা শূন্য এরা কি একমত হয়ে কন্যাপণ উঠাতে পারেন না? এতে যে সবকেরই উপকার, কেবল একজনের নয়।

রাজীব। আমাদের মধ্যে কুলমর্যাদা নিয়ে ভারি গুমর। কন্যাপণ উঠালে কুলমর্য্যাদা হানি হল বলে—সকলে সমান হল বলে অনেক আপত্তি কর্ত্তে পারেন।

বিন্দু। কন্যাপণ উঠালেই কুলমর্যাদার হানি হল, এমন নয়, টাকা না নিলেই হল। মনে কর এক্ষণে মর্যাদা বলে টাকা লওয়া হয়, এই প্রথাই না অনেকের অনিষ্টের কারণ বরঞ্চ কুলমর্য্যদা রক্ষার নিমিত্ত এই নিয়ম হোক, যিনি যত টাকা পণ পাওয়ার ঘর, তিনি পাত্রের নিকট হতে তত টাকার মর্য্যদা পত্র লিখিয়ে নিন, তা হলেই হয়। আর সেই অনুসারে এক্ষণে কুলগ্রাম অভিজাত মহাশয়েরা সমাজে উচ্চাসন গ্রহণ করুন তাহলেই হলো। জামাতার রক্ত শোষণ করে টাকা না নিলেই যে কুলমর্যাদা থাকবে না এমন নয়।

রাজীব। কুলমর্য্যাদা একটা কি হে? বরং এখন এমন হয়েছে যে যারা কেবল অর্থলোভে কন্যাবিক্রয় করে বিয়ে দিয়েছি বলে গর্ব্ব করেন, তাদিগে স্পর্শ দিতেও ঘৃণা করেন, কোনং ধর্ম্মপরায়ণ হিন্দু এমনও আছেন, যে যথাসাধ্য মেয়েকে দান সামগ্রী দিয়ে সৎপাত্রে সমর্পণ করেন, যে পর্য্যন্ত সেই কন্যার গর্ভে দৌহিত্র জন্মগ্রহণ না করে, সে পর্য্যন্ত জামাতার বাটীতে জল গ্রহণ করেন না।

বিন্দু। হিন্দুশাস্ত্রমত এরাই কন্যাদানের ফল ভোগী; কিন্তু এমন লোকের সংখ্যা বড় অধিক নয়।

নবীন। ওহে এসব পেচাল রেখে দাও। কন্যাপণ উঠবে—কবে কি হবে, তার খোজ নাই আমরা থাকতেং হলে বটে আমাদের কিছু উপকার।

বিন্দু। তুমি কেবল আত্মসুখের অনুসন্ধানে আছো। আমরা না হয়, দুঃখেং জীবন শেষ করি, হানি নাই, ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা, যেন আমাদের মত কন্যাপণ দানে অশক্ত হয়ে একবারে নির্ব্বংশ হয়ে পৃথিবী পরিত্যাগ না করে।

রাজীব। কালে কি হয় তার ঠিক কি? কন্যাপণ যখন প্রধানং লোকের চোকে পড়েছে, তখন একটা কিছু না হয়ে যায় না—বিশেষ এখন যারা একটু লেখা পড়া শিখে জ্ঞানলাভ করবেন, তাঁরা আর বড় একুপ্রথার দাসত্ব কর্ব্বেন না, শুনেছি আমাদের গ্রামের মাধব পোদ্দার মশায়ও কন্যাপণ নেবে না, বিনা পণেই না কি সম্বন্ধ স্থির করেছেন।

বিন্দু। ভাল কথা তার তুল্য লোকের কি শুক্র বিক্রয় করে অর্থ গ্রহণ করা শোভা পায়? ঈশ্বর। আমাদের দেশের হিন্দুগুলির কবে এমন সুমতি হবে?

বল বল নাথ, করি প্রণীপাত,
বল কবে হিন্দুগণ।
ধর্ম্মশাস্ত্রমতে, থাকি সাধুপথে,
লইবে না কন্যাপণ॥
অর্থলালসায়, কুমারী কন্যায়,
দিবেনা প্রাচীনে আর।
কন্যাযোগ্য পাত্র, দেখে শুনে মাত্র,
বিয়ে দিবে তনয়ার॥
দম্পতী কলহ, ব্যভিচার সহ,
ত্যজিবে হিন্দুসমাজ।
দাম্পত্য প্রণয়, হবে দেশময়,
সকল গৃহে বিরাজ॥
হিন্দু সম্প্রদায়, দোষ সমুদায়,

ত্যজে সদাচারে রবে।

বল দয়াময়। হইয়া সদয়,

হেন দিন কবে হবে ?

———:*:———

পণ প্রিয়ের প্রবেশ।

পণ। কে হে তোমরা কন্যাপণের দোষ বলে যাচ্ছো ? কন্যাপণ রহিত হলে পর দেশের কত অমঙ্গল হয়, তা জান ? দেখ কন্যাপণ আছে বলেই দ্বিতীয় পক্ষের বরেরা সহজে বিবাহ কর্ত্তে পারছেন, যদি কন্যাপণ না থাকে, কে তাদের হাতে বালিকাদিগে সমর্পণ কর্ব্বে ? অর্থলোভেই অনেকে সম্মত হয়। কেবল এইমাত্র উপকারনয়, আরো দেখ, এখন কুরূপ বরসকল অর্থদ্বারাই সুন্দরীস্ত্রীলাভ করছে, কন্যাপণের লোভ না থাকলে কি তাদের বিবাহের সম্ভাবনা আছে ? আরো বলি, এক্ষণে যারা নির্দ্ধন, তারাও বিবাহ কর্চ্চে, যেন তেন প্রকারেন একবার কন্যাপণ দিয়ে উঠতে পারলেই, তাদের আর বিবাহকরার বাধা নাই, কন্যাপণ না থাকলে কি কেউ সহজে নির্দ্ধনের হাতে মেয়েগুলীকে দেবে ? কেবল কন্যাপণের দোষ বলে গেলে হয় না ভিতর তলিয়ে দেক্তে হয়। যুক্তিমত কন্যাপণ থাকা আবশ্যক।

বিন্দু। মশায় আপনার আপত্তিগুলি অতি সামান্য। দেখুন দ্বিতীয়পক্ষের বর কিছু সাধারণ নয়, সকলের কিছু সংসার অসময়ে শূন্য হয় না, যদি গড় ধরেন তবে শতকরা ২০ জন, এই ২০ জনের সুবিধার জন্যেই ৮০ জনের অনিষ্ট করা কি যুক্তিসিদ্ধ কার্য্য ? এস্থলে দেখুন কন্যাপণ থাকাতেই অনেক বিবাহবাতুল বৃদ্ধঅকালে বিবাহ করে, সেইসকল "বিবি বড় নাহতে হতেই মিঞারা গোরে যান" শেষ তাদের যুবতী স্ত্রীসব যাবজ্জীবন বৈধব্য যন্ত্রণা ভোগকর্ত্তে থাকে। যার চরিত্র অসৎ হয় সে কুলে কলঙ্ক কর্ত্তে ত্রুটি করেনা। এই কুকার্য্য কি কন্যাপণ প্রথার মহৎ ফল, না বিষফল ? তবে যদি বলবেন কুরূপদিগের গতি কি ? তার উত্তর এই. সকল পাত্রীও কিছু সুরূপা নয় "যোগ্য যোগ্যেন যুজ্যতাং!" যোগ্যে যোগ্যেই বিবাহ সুফলপ্রদ, কুরূপের সুন্দরীভার্য্যা গ্রহণ ইচ্ছাপূর্ব্বক কলঙ্ক ক্রয় করা বই নয়। কন্যাপণ থাকা গতিকে অনেক কুৎসিত বর সুরূপা স্ত্রীলাভ কচ্চেন বটে; কিন্তু অনেকের দাম্পত্যপ্রণয় লাভ হচ্চেনা। এটী কি কন্যাপণের আর একটী মারাত্মক ফল নয় ? আপনার তৃতীয় আপত্তির কিছুই সার নাই। সকল সমাজেই নির্দ্ধন সধন আছে, যে সমাজে কন্যাপণপ্রথা নাই, সে সমাজের নির্দ্ধনেরা কি বিবাহ কচ্চেনা ? ধনীকুমারীরা না হয় নির্দ্ধনীর হস্তগত হবে না, নির্দ্ধনীদের কন্যারা কি কেবল ধনীদিগের গৃহেই পর্য্যাপ্ত হবে ? সমাজ স্থিতির এরূপ নিয়ম নয়।

পণপ্রিয়। তোমাদের সঙ্গে তর্কে জেতা ভার, ছেলে মানুষ পূর্ব্বাপর জ্ঞান নাই, যদি কন্যাপণ দোষের হোত, তাহলে আর ভদ্রসমাজে পুরুষ পুরুষানুক্রমে থাকতো না।

রাজীব। উর্ব্বরাক্ষেত্রে কি কন্টকীলতা জন্মে না ? ভদ্রসমাজেও নানা কারণে কোন কুব্যবহার থাকার সম্ভাবনা।

নবীন। মশায় শাস্ত্রে যে রয়েছে কন্যাপণ গ্রহণ বড় পাপ—"

পণপ্রিয়। যাও যাও তোমরা আবার শাস্ত্রে জান কি ? [বেগে প্রস্থান।

নবীন। এ পাগলটা গেল, না বাঁচলাম, বেটা, একজন কন্যা ব্যবসায়ী, তিনটী চারিটী মেয়ে বিক্রী করে বিলক্ষণ জাঁকিয়েছে।

বিন্দু। হাঁ আমি ওকে চিনি। দেখ রাজীব, দীননাথের সঙ্গে তোমার ইতিমধ্যে দেখা হয়েছিল ?

রাজীব। হাঁ হয়েছিল, গত শনিবার। আমি তাকে আমাদের এখানে আসতে বল্লাম—সে কিছু উত্তর দিলে না, তখন আবার ঠাট্টা করে বল্লাম, তুমিওত আমাদের আইবড় দলের একজন ছিলে, এই কবছর হল বিয়ে করেছো, তা বিয়ে করেছ, সুখভোগ কর, আমরা হিংসে কর্চ্চিনা। তবে কি না একবার এ-

করবার দেখা কোরো। তোমার পায়ের বাতাস লাগলে আমাদেরও কপাল ধরতে পারে।

বিন্দু। যত আলোচনা করা যায়, ততই কন্যাপণের দোষ দেখতে পাওয়া যায়। যেমন নাগফেনীর সর্ব্বাঙ্গে কাঁটা, তেমনি কন্যাপণের সর্ব্বাঙ্গে দোষ, এর দোষ ছাড়া একটুও গুণ নাই।

নেপথ্যে। বিন্দু রে। আমার কাছে আয় রে! আমার সাঁজোর এসেছে। হু হু হু! [কোঁকানী।

বিন্দু। কি বিপদ! এইত মায়ের সাঁজোর এল, এখন এর সেবা শুশ্রূষা কর্ব্বো, না পেটের চেষ্টা করবো।—নিজ হাতে পাক না কল্লে ভাত ঘটবে না। কন্যাপণ না দিতে হলে এতদিন, বিবাহ হোত, স্ত্রী এখন কত কাজে লাগতো! স্ত্রী কেবল আত্মসুখের জন্যে নয়, স্ত্রীদ্বারা সংসারের অল্প সাহায্য হয় না! দেশাচার দোষে—সমাজের দোষে আমাকে অনূঢ়াবস্থায় পদে২ বিড়ম্বনা ভোগতে হচ্চে। চাকর বেটা হাটে গেছে, তার ফিরে আসতে রাত চারদণ্ড হবে—আজ আর ভাগ্যে একমুট ভাত যে ঘটে, এমন সম্ভব দেখ্‌চি না। (দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া) হা ঈশ্বর। সকলি তোমার ইচ্ছে! ভাই রাজীব। আমি মায়ের কাছে চল্লেম তোমরা বসো।

রাজীব। আমিও তোমার সঙ্গে আসি, তুমি একা, এসময় কি আমাদের এখানে বসে গল্প করা সাজে।

নবীন। আমি চল্লেম, বাড়ীতে বড় কাজ আছে।

বিন্দু। একবার বৈকালে এস।

নবীন। যদি অবসর পাই!

সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

দীননাথের বাড়ী।

দীননাথ এবং দোকানী দৃষ্ট।

দোকানী। ম্যাস্ মশার টাকা ম্যাস্, আজ আর কোন ওজর শুনতে পারিনা, প্রায় বছর দশ হল সদায় বেচেছি,—মনে করে দেখেন দেখি, সেই কোন্ সনে বিবাহ করেছেন। বিবাহ গেল, দ্বিতীয় বিবাহ গেল, সত্যামৃত গেল, ঈশ্বর ইচ্ছায় দুটী সন্তান হল, সন্তানের চূড়ার সময়ও প্রায় উপস্থিত, তা এখনও টাকা দিবেন না? কেমন কথা?

দীন। (সবিষাদে) টাকা হাতে নাই।

দোকানী। মশায় হাতে না থাকে বাক্সে আছে, বাহির করেন, ওজর শুনতে পারিনা, আমরা দিযে চোর, না যোক্তে চাই,—খয়রাত চাই? আজ না কাল আজ না কাল কর্ত্তে২ কত বছর বিতে গেল, তবুও যখন হাতে টাকা হলনা, তখন যে আর হবে তার বিশ্বাস কি?

দীন। ঈশ্বর ইচ্ছে, দেখি এমাসেই—"

দোকানী। ঈশ্বর কি ছাপ্পর ফেড়ে দিবেন? দিচ্চেন না ত খাচ্চেন কি? যেমন খেতেছেন, তেম্নি মহাজনকেও কিছু২ দিতে হয়।

দীন। এই সামনে মাস থেকে কিছু২ করো অবশ্যই দেব—"

দোকানী। মশায় যাদের টাকা খরচ করে বিয়ে কর্ত্তে ক্ষমতা নাই, তাদের ধার কর্জ্জে বিয়ে করা, আর মাটীখাওয়া সমান, যদি জানেন যে হাতে টাকা নাই, তবে এত টাকা পণ দিযে বিয়ে কল্লেন কেন? না "সাধ ও করে মনও পোড়ে।" টাকা না দিতে পারেন মাগছেলে কেন আমাকে দিয়ে ফেল্লেন না।

দীন। (সখেদে) ভাই, আর কেন যথেষ্ট হয়েছে, আজ আর কিছু বাকী রাখলে না, আমি না-খেয়েও তোমার টাকা সামনের মাসে দেব; কটা দিন ক্ষমা কর।

[হস্ত ধরিয়া বিনয়।

দোকানী। (যাইতে২) এবার যেমন অন্যথা হয় না। ওমাসে টাকা আদায় না কল্লে কিন্তু বেইজ্জত হবেন।

[প্রস্থান.

[দোকানীর প্রস্থান।

দীন। (সখেদে) এত অপমানও অদেষ্টে ছিল! আমি স্বামী আমার সমুখেই টাকার জন্যে আমার স্ত্রীকে গাল দিলে এ দুঃখও কি প্রাণে সহ্য হয়! অথবা সহ্য হওয়া আশ্চর্য্য কি। আগে সহ্য হোত না বটে, কিন্তু বিবাহের পর অবধি সহ্য হয়ে গিয়েছে। কতজনে টাকা তাগাদা করে, গায়ের মাস ছিঁড়ে খায়, বেলিক বলে, মিথ্যুক বলে, ভ্রুক্ষেপ নাই। হায় আমার জীবন কি জঘন্য!—লোকালয় মধ্যে আমি কি হতভাগ্য!—হা বিধাতা!!!

সরমা। (সম্মুখে আসিয়া) এখন আর ভাবলে কি হবে বল? এসব আগে ভাবা উচিত ছিল। "ভাবিতে উচিত ছিল প্রতিজ্ঞা যখন।" তখন কেন ঋণগ্রস্থ হয়ে বিয়ে কল্লে!—কেবল বিয়ে কল্লেই রাজা হয় না, বিয়ে করবার আগে মাগ ছেলের খাওয়ার সংস্থান কর্ত্তে হয়। তুমি যথাসর্ব্বস্ব দিয়ে এক বিয়ে কল্লে এখন ছেলেরা কি খায়, কি পরে? আমিই বা কি খাই কি পরি?—তুমিই বা কি খাও কি পর?—একে যে দুর্দ্দিন পড়েছে, ভদ্রলোকের রোজগার নাই, ধান চাল সস্তা নাই, কি দিয়ে কি হয়। সারাদিন খেটে শরীরের রক্ত জল করে চারিআনা পয়সার বেশী উপার্জ্জন কর্ত্তে পার্চ্চোনা। খাইবে হল চারজন, খাবেই বা কি, আর ধার শুধবেই বা কি। মাথার উপর আবার কর্জ্জটাকার এক ডিক্রী রয়েছে।—এই আমার আবার পাঁচমাসের গর্ব্ভ—আজ বাদে কাল, কত খরচ!—হায়! বিধাতা কপালে এত দুঃখও লিখেছিলে!! [রোদন।

১ম শিশু। মা তুই কান্দিস কেন মা? বল না মা? কি হয়েছে মা,—বাবা কিছু বলেছে?

২য় শিশু। (জননীর অঞ্চল ধরিয়া) মা আমার ক্ষিধে পেয়েছে মা!—আমায় চাট্টি খেতে দে মা, বড় ক্ষিদে পেয়েছে মা—আঁ আঁ। [রোদন।

১ম। কেন্দোনা ভাই—কাঁদলে কি হবে, মুড়ী কি ঘরে আছে যে খাবি?—র, বাবা বাজার থেকে আসুক, তবে খাস—আমি ক্ষিধে সামাই করে রয়েছি না,—একটুক থাক্।

২য়। আমার বড় ক্ষিধে পেয়েছে। আমি এখনি খাবো। (দীননাথের হস্ত ধারণ পূর্ব্বক) বাবা, চল বাজারে যাই—মুড়ী কিনে দে, আমার ক্ষিধে পেয়েছে।

দীন। (স্ত্রীর প্রতি) হ্যা দেখ, আমি ডিক্রীর টাকার জন্যে ভাবিনে, আপনার জন্যেও ভাবিনে, ডিক্রিজারি করুক, না হয় জেলখানায় গেলাম, সেখানে পেটের চিন্তে থাকবে না, কিন্তু তোমাদের চিন্তাতো এক তিলের জন্যও অন্তঃকরণ হতে ছাড়া থাকবেনা। এই ছোট২ ছেলে, একদণ্ড খেতে না পেলে কেন্দে অনর্থ করে—কেন্দে অনর্থ কি, প্রাণেই বাঁচেনা! তোমার গর্ব্ভ!—সংসারে দু টাকা নাই, দুতোলা সোনারূপা নাই, যে বন্ধক দিয়ে দুদিন খাবে, পৈত্রিক যা কিছু বৃত্তি ছিল, তাও তোমার পণেই গিয়েছে!—এ অবস্থায় উপায়! (অশ্রুপাত) হায়! বহুগোষ্ঠী-দরিদ্রের কি যন্ত্রণা! —কি বিড়ম্বনা!—তুমি না হয় ছেলে দুটী কে নিয়ে তোমার বাপের বাড়ী যাও।

সরমা। (সখেদে) যা অদেষ্ট! বাবার হাতে কি টাকা আছে, যেমন আমাদের দুবুনকে বিয়ে দিয়ে প্রায় হাজার দেড়েক টাকা পেলেন, তেম্নি শ্রীমন্তর দাদা বিয়েতে প্রায় হাজার টাকা পণ দিতে হল, কুলক্রিয়া কল্লেন! —কুলের মুখে আগুন! এদিকে যে সংসার চলে কিসে, তার খোজ নাই—বেটা, বৌ, মেয়ে নাতি নাতকুর যদি ভাল খেতে ভাল পরতে না পেলে, কুল থাকলেই কি, আর গেলেই কি! এমন কুলক্রিয়ার মুখে ঝাঁটা মারি! মনে কর দেখি, বাবা যখন আমাকে বিয়ে দিলেন, ঠাকুরাণী পায় পর্য্যন্ত ধরে পাঁচশ টাকা দিতে চাইলেন, কত কাকুতি মিনতি কল্লেন, বাবার না বই হাঁ মুখে বেরুলোই না, ইতিবৃত্তি বেচিয়ে ঋণ করিয়ে সাতশো টাকা নিয়ে তবে ঘাড় পাৎলেন! তখন যদি এত পীড়াপীড়ি না কর্ত্তেন এত দুঃখ শুধে

টাকা না নিতেন, আমারই থাক্তো—পাপ মুখে বলিনে, বল্লে পাপ হয়—যেমন কসাইরা হংসীগুলিকে পেলে পুষে সুন্দর তাজা গোজা করে আক্রা দামে বেচে, ঠিক যেন আমাদিগে পেলে পুষে তেম্নি বিক্রী কল্লেন। তবে বিশেষের মধ্যে এই—তারা পক্ষী আমরা মানুষ। এত টাকা যে নিলেন, তাই বা কোথা গেল।—বাবা আগে বলেছিলেন কম টাকা নিলে আমার কলঙ্ক হবে, এখন তার মেয়ে খেতে পায়না—তার দৌহিত্র খেতে পায়না, তাতে কলঙ্ক নাই।—তার জামাই যে জেলে যায় তাতে কলঙ্ক নাই।—কেবল কতকগুলি টাকা নিয়ে মেয়ে না বেচলেই কলঙ্ক!! হায় রে দেশ। হায় রে দেশাচার। হায় রে দেশের লোক। জানিনা বিধাতা কত পাপে এই পাপরাজ্যে মেয়ে-বেচার ঘরে জন্ম দিয়েছেন।

দীন। (সখেদে) বিধাতার দোষ কি, আর দেশেরই বা দোষ কি, আমি দরিদ্র, সকলি আমার দোষ। আমার কপালে পড়েই তোমার কষ্ট। —তোমার ছেলে পিলের কষ্ট—"

সরমা। তোমার কি দোষ? তুমি কি আমায় ভালবাস না না দেখতে পারনা—না দশ টাকা অপব্যয়ে উড়াচ্চো, প্রাণপণে মজুরী করে খাওয়াচ্চ, আর কি কর্বে, শেষে জেলে যেতেও প্রস্তুত হয়েচো।

১মশিশু। মা, বাবা জেলে যাবে কেন মা? চাকুরী হয়েছে মা—কত টাকা মরমা মা?—বল মা মা? বাবার চাকরী হলে আমায় একখানা দোলাই বানিয়ে দিও, কেমন বাবা, দিবেত?

দীন। (দীর্ঘনিশ্বাসসহ) হা। অবোধ বালক। কিছু জ্ঞান নাই। (সন্তানের প্রতি) আচ্ছা বাবা, দেবো, তার জন্যে কি।

মহাজন এবং একজন প্যাদার প্রবেশ।

দীন। (সচকিতে) "স্বপ্নেতেও দেখি নাই ফলেতেও দেখি নাই" ডিক্রীজারির প্যাদা উপস্থিত।

সরমা। কি সর্ব্বনাশ। [অন্তরালে অবস্থান।

প্যাদা। ঠাকুর, তোমার নামে এই আদালতের জেম ডিক্রী বাবত গ্রেপ্তারীর পরওয়ানা। টাকা দাও না হয়, কাচারি চল। (পরওয়ানা প্রদর্শন)

দীন। হাঁ জানা আছে। কাচারিই যেতে হবে, চল আমিও প্রস্তুত। খোরাক পেলে আমার মত গরিব লোকের আর জেলে যেতে ভাবনা কি?

প্যাদা। একি কথা ঠাকুর—আমি কি তোমায় চিনি না তুমি মধু মাশ্চরের ছেলে, তোমাদের না নূতন গ্রামে তালুক আছে?

দীন। সে তালুক কি আছে, কোন্‌দিন বিক্রী করেছি।

প্যাদা। তবে এত টাকা কর্জ্জ কেন?

মহাজন। বিয়ের সময় পণ দেওয়ার জন্যে কর্জ্জ করেছিলেন।

প্যাদা। ঠাকুর তুমিও দেখি পাগল, বাপদাদার আমলের বৃত্তি বেচে কি কেউ বিয়ে করে—"

দীন। তুমি দাঁড়াও, ঘরে বলে আসি।

প্যাদা। না ঠাকুর তা পারবেন না, যদি পালান। আবিশ্যক থাকে ঠাকুরানরে এখানে ডাকেন, গ্রেপ্তারী আসামী কি ছাড়া যায়?

দীন। (স্বগত) হা অদৃষ্ট। বিবাহ আমার পক্ষে যে দিল্লির লাড্ডু হল, আমি যথার্থই বিয়ে-পাগলের কাজ করেছি। (প্রকাশে) শুনে যাও দেখি।

সরমা। (সকরুণে) দেখবো কি আমার মাথা না মুণ্ডু। [রোদন।

১ম শিশু। মা! কাঁদিস না, বাবা জেলখানার চাকুরি কর্ত্তে যাচ্চে। বাবার চাকুরী হল—এখন আমরা সময় মত খেতে পাবো—দেখ মা, বাবা বোলেছে আমাকে দোলাই বানিয়ে দেবে।

প্যাদা। আহা ছেলে মানুষ। অবোধ! কিছু জ্ঞান নাই।

দীন। দেখ! আমিত জেলে চল্লেম! তা তুমি আমার জন্যে দুঃখ কোরনা। আমার কপালে দুঃ-

ছিল, হল,—তা তুমি কেঁদনা, কপালের লেখা কেউ ঘুচাতে পারে না।

সরমা। (সরোদনে) হায় এই অভাগী পোড়া-কপালীর জন্যে না তোমাকে এত কষ্ট ভোগ কর্ত্তে হল। এত অপমান সহ্য কর্ত্তে হল।—আমি পোড়া-কপালী। আমার মরণ হোক্।

দীন। না, না, তুমি এমন মনে কোরোনা, যে আমি দুঃখ পাচ্চি বোলে তোমাকে দোষ দেবো—নিন্দে করবো, তোমার মত সতী স্ত্রী আজ কালকার কালে মেলা দুর্ল্লভ। তোমার গুণে আমি দুঃখের ভাত সুখ করে খেয়েছি আমি হাজার দুঃখ কষ্ট পেয়েছি, তুমি আমাকে সান্ত্বনা করেছো। তা যাই হোক্, এখন অমিত [illegible] এমন বন্ধু বান্ধব নাই যে তার কাছে তোমায় সুপে যাই—আর থাক্লেই বা কি?

সুখের সময় এসে সঙ্গী হয়ে সবে।
দুঃখের সময় তারা কেন সাথি হবে?

ছেলে দুটী রইলো, দেখো। [রোদন।

সরমা। আমি যে ছেলে দুটীকে দেখবো, আপনাকে দেখবে কে?

দীন। তোমাকে আর কে দেখবে, যিনি জগতের সাক্ষী—যিনি আলো অন্ধকারে সকল দেখেন যিনি মনের আর বাহিরের সকল দেখেন, তিনিই তোমাকে দেখবেন।

প্যাদা। চল ঠাকুর চল, কটা দিন না, না হয় আপোশে টাকা দিয়া ফেলাও, লেটা যাকু। তার ত মহাজনের টাকা।

দীন। আমার কি আর সে দিন আছে! হাতে একটা পয়সাও নাই, "নিত্তি ভিক্ষে তনু রক্ষে" আজ আনি আজ খাই। এক পণের টাকা দিতেই সর্ব্বস্বান্ত হয়েছে!

প্যাদা। ঠাকুর আগে কেন এটা জমাও নাই। এখনত আর ঠাকুরাণ জেলে যাবেন না, আপনাকেই কয়েদ খাটতে হবে।

দীন। কপাল খাটো করা কি! তখন কোন এটা মনে হয়েছিল, উপবাস্ত এই ঋণ দায়—"

প্যাদা। যাও ঠাকুর; বামনা বুদ্ধই আলাদা।

দীন। বিবাহ করা শাস্ত্র সম্মত কার্য্য, না কল্লে অধর্ম্ম, বাপ দাদার বংশ থাকেনা, আপনাকে লম্পটা দোষে পাপী হতে হয়।

প্যাদা। ঠাকুর, বিবাহ শাস্ত্রসম্মত মানি, কিন্তু যার হাতে এক পয়সাও নাই, সে যে পাঁচশো সাত শো টাকা কর্জ্জ করে বিবাহ কর্ব্বে, আর জেলে যাবে,—উচ্ছন্ন হবে, এ কোন্ শাস্ত্রের মত?—ঋণ পাপ কি সামান্য পাপ। আর বিয়ে করো স্ত্রী পুত্র প্রতিপালন করা, পুত্র জন্ম দি[illegible]কে খাওয়া পড়া না দেওয়া—নানা রকমে [illegible] বুঝি পাপ নয়?—এসকল পাপ হতে [illegible] বুঝি বড় পাপ! চল২ কথায় কাজ নাই।

[সকলের প্রস্থান।

(অবশিষ্ট আগামীতে প্রকাশ।)

কবিত্ব পাণ্ডিত্য কি আভিজাত্য সাপেক্ষ নহে।

"কবিত্ব কি গাছে ফলে, না, বেচে বণিক দলে যার ভাগ্য ফলে সেই, দৈব বলে পায়।" কবি-রহস্য।

কবিত্ব লাভ বিষয়ে সকল দেশীয় পণ্ডিতেরাই দৈবশক্তি মূল বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। আর্য্যজাতি ভগবান বিষ্ণুর শক্তি দেবী সরস্বতীকে ঐ শক্তির অধিষ্ঠাত্রীরূপে স্বীকার করেন। যাহা হউক কবিত্ব ও পাণ্ডিত্য সাপেক্ষ নহে, এবিষয়ে প্রচুর প্রমাণ সকল দেশীয় কবিদিগের জীবনচরিতে দৃষ্ট হয়। পোপের বিষয়ে লিখিত আছে, তাঁহার শৈশব-কালে [illegible] বাক্য স্ফূর্ত্তির উন্মেষ সময়েই পদ্য-প্রস্তুতক্ষমতা জন্মিয়াছিল। এতদ্দেশীয় প্রাচীন

কবিদিগের মধ্যেও এইরূপ আশৈশব কবির বিবরণ দেখিতে পাওয়া যায়। প্রভাকর সম্পাদক ৺ ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত মহোদয় প্রাচীন কবিওয়ালা সুকবি ৺ রামমোহন বসুর জীবনচরিত এইরূপে লিখিয়াছেনঃ—

"৺ রাম বসু" যিনি কবিওয়ালাদিগের মধ্যে একজন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সুবিখ্যাত কবি ছিলেন, তিনি অতি ভদ্রকুলোদ্ভব, কুলীন কায়স্থ, তাঁহার নাম "রামমোহন বসু।" ইনি কলিকাতার পশ্চিমপারস্থ শালিখাগ্রামে জন্মগ্রহণ করেন, তাবতেই তাঁহাকে "রাম্ বোস্" বলিয়া জানিতেন, যথা, "রাম বোসের দল" রাম বোসের গান" ইত্যাদি। এই রাম বসু বাল্যকালে কলিকাতাস্থ যোড়াসাঁকো নিবাসী মান্যবর ৺ বারাণসী ঘোষের বাটীতে তাঁহার পিসার নিকট থাকিয়া লেখা পড়া করিতেন, ইনি "জন্মকবি" ছিলেন, পাঁচ বৎসর বয়সের সময়ে কবিতা রচনা করিয়াছেন, যখন পাঠশালে লিখিতেন তখন কবিতা রচিয়া কলাপাতে লিপিবদ্ধ করিতেন, কবিওয়ালা ভবানে বেনে কোন উপায়ে তাহা জানিতে পারিয়া বিস্তর উপাসনা করত তাঁহার নিকট হইতে গান সকল গ্রহণ করিত। ঐ সময়ে বসুর বয়স ১২ দ্বাদশ বৎসরের অধিক হয় নাই, সেই সমস্ত গান গাহিয়া ভবানে বেনে অত্যন্ত প্রতিপত্তি করিয়াছিল।

এই মহাশয় ইংরাজী ভাষা কিঞ্চিৎ অভ্যাস করিয়া প্রথমে কেরাণীগিরি কর্ম্মে নিযুক্ত হয়েন, কিন্তু কবিতাকল্পে অতিশয় আমোদ জন্মিবায় বিষয়কর্ম্মে তাঁহার কিছুমাত্র প্রবৃত্তি ছিল না, একারণ আশু সেইকর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া কেবল গান রচনায় প্রবৃত্ত হইলেন, এবং তাঁহাতে যতই তাঁহার অনুরাগের আধিক্য হইল, ততই দৈবশক্তির কৃপা বৃদ্ধি হইতে লাগিল। এবম্প্রকারে রাম বসুর কবিত্ব কুসুমের সৌরভ সর্ব্বত্র বিস্তৃত হইলে বড়২ "কবিওয়ালা" মাত্রেই তাহার অনুগত হইতে লাগিল। প্রথমে তিনি অনুরোধ-পরবশ হইয়া বিনা বেতনে গান বিতরণ করিতেন, পরে সংসারের প্রায়োজন কিংবা অনাটন বা প্রবৃত্তি অথবা লোভ-দেবের আবির্ভাব বশতঃ মূল্য লইয়া গান সমস্ত বিক্রয় করিতে আরম্ভ করিলেন।

সর্ব্বাগ্রে তিনি ভবানে বেনেকে, পরে নীলু ঠাকুর, তৎপরে মোহন সরকার, সর্ব্ব শেষে ঠাকুরদাস সিংহের দলে গান দিতেন। ঠাকুরদাস সিংহের জীবিতাবস্থাতেই তিনি স্বয়ং দল করিয়া বসেন। সেই দল "রাম বসুর দল" নামে ঘোষিত হওয়াতেই বসুজ বঙ্গদেশের সর্ব্ব স্থানে আহূত ও সমাদৃত হইয়াছিলেন।

বাঙ্গলা ১২৩৫—৩৬ সালে রামমোহন বসু লোকান্তরিত হয়েন, ইনি ৪২ বেয়াল্লিশ বৎসরের অধিক কাল এই জগতীপুরে জীবিত ছিলেন না। এই সময়ের মধ্যে উক্ত কবি প্রচুর প্রকার সুখসম্ভোগ পূর্ব্বক সমূহ সম্মান সহযোগে দেহযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়াছেন। মুরশিদাবাদস্থ ৺ রাজা হরিনাথ রায় বাহাদুরের ভবনে ৺ দুর্গাপূজার সময় গান করিয়া তথা হইতে পীড়িত হইয়া আসেন, সেই সাংঘাতিক রোগেই অনিত্য শরীর-পরিত্যাগ করিলেন!

'রাম বসু ভবানী বিষয়, সখী সংবাদ, বিরহ, খেউর, লহর, সপ্তমী, শ্যামা বিষয়ের রূপবর্ণন, ও টপ্পা প্রভৃতি সমুদয়

গান উত্তম রচিতেন। তন্মধ্যে সপ্তমী ও বিরহ তুলনা রহিত, এই দুই গানেই ইনি অধিক প্রশংসিত হয়েন, কিন্তু সমস্ত গানই ভাল রূপে রচনা করিতে পারিতেন।

যেমন সংস্কৃত কবিতার "কালিদাস" বাঙ্গলা কবিতায় "রামপ্রসাদ" ও "ভারতচন্দ্র" সেইরূপ কবিওয়ালাদিগের কবিতায় 'রামবসু' যেমন ভৃঙ্গের পক্ষে পদ্মমধু, শিশুর পক্ষে মাতৃস্তন, অপুত্রের পক্ষে পুত্রসন্তান, সাধুর পক্ষে ঈশ্বর-প্রসঙ্গ, দরিদ্রের পক্ষে ধনলাভ সেইরূপ ভাবুকের পক্ষে "রাম বসুর গীত"।

প্রাগুক্ত সম্পাদক আরও লিখিয়াছেন—

যে কালে লালুনন্দলাল প্রভৃতি দল করিয়াছিলেন, সেকালে "কৃষ্ণ" নামক একজন চর্ম্মকার, যাহাকে সাধারণে "কেষ্টামুচী" বলিয়া উল্লেখ করিত, সেই ব্যক্তি কবিতা রচনা দ্বারা অত্যন্ত বিখ্যাত হইয়াছিল, সম্ভ্রান্ত লোকেরা অতিশয় সমাদর পূর্ব্বক তাহার গান শ্রবণ করিতেন। বড়২ "ওস্তাদি" দলেরা তাহার নিকট গান লইয়া তদ্দারা লোকের মনোরঞ্জন করিতেন। ঐ মুচি হরুঠাকুরকে অনেক বার পরাজয় করিয়াছে। আমরা ঐ কেষ্টার গীতের জন্য চেষ্টার ত্রুটী করি নাই, দেশটা ভ্রমণ করিয়া শেষটা কেবল একটার কিয়দংশ মাত্র প্রাপ্ত হইয়াছি। যথা।

মহড়া।

"হরি কে বুঝে তোমার এ লীলে।
ভাল প্রেম করিলে॥
হইয়ে ভূপতি, কুবুজা যুবতী, পাইয়ে শ্রীপতি,
শ্রীমতী রাধারে রহিলে ভুলে;

চিতেন।

শ্যাম্ সেজেছ হে বেশ্, ওহে হৃষীকেশ, রাখালের বেশ্, এখন্ কোথা লুকালে।
মাতুলো বধিলে, প্রতুলো করিলে, গোপো গোপীকুলে, গোকুলে অকূলে ভাসায়ে দিলে।

এগানের বয়স ৭০ বর্ষ * হইবে।

আহা!—যখন এত শুচি।—সংগীত সুধার এত রুচি, তখন ইহাকে "মুচি" বলিয়া কে সম্বোধন করিবে?

এতদ্ভিন্ন "নিমেশুঁড়ি" একজন গণনীয় কবি ছিল। যে দেশের তাঁতি শুঁড়ি, মুচি হাড়ি এতদ্রূপ সৎকবি, সে দেশের ভদ্রলোকেরা আরো কত উত্তম হইবেন।

১৪০ একশত চল্লিশ বৎসরের * এদিক্ নহে, বরং অধিক হইবে, "গোঁজলা গুঁই" যে সমস্ত গান প্রস্তুত করেন, তাহার একটী গীতের কিয়দংশ সাধারণের গোচরার্থ প্রফুল্লান্তঃকরণে প্রকটন করিলাম। যথা।

"এসো২ চাঁদ্‌বদনি!
এ রসে নীরসো কোরোনা ধনি॥
তোমাতে আমাতে একই অঙ্গ,
তুমি কমলিনী আমি ভৃঙ্গ,
অনুমানে বুঝি আমি সে ভুজঙ্গ,
তুমি তায় রতনমণি। ১
তোমাতে আমাতে একই কায়া,
আমি দেহ প্রাণ তুমিলো ছায়া,
আমি মহাপ্রাণী তুমিলো মায়া,
মনে মনে ভেবে দেখ আপনি॥" ২

এই গানটি কি চমৎকার।—বেদান্ত সিদ্ধান্তবৎ সিদ্ধান্তসূচক শব্দ বিন্যাস দ্বারা মনের ধ্বান্ত মোচন করিয়াছে। হায় রে, গুঁই তুই, কি মানুষ ছিলি রে! মহাশূন্যের ন্যায় যাহার বিস্তার, তাহার নাম "গোঁজলা" আঁ-

* ১২৬১ সালের ১ লা আশ্বিনের প্রভাকরে এই প্রকার লিখিত হয়।

জলার দ্বারা কি এই গোঁজলার নিরূপণ হইতে পারে? তোমার সঙ্গীতে ভঙ্গিতে ও ইঙ্গিতের গুণে আমি যাবজ্জীবন বদ্ধ রহিলাম!"

(ক্রমশঃ প্রকাশ্য।)

তত্ত্বাবলী সংস্কৃত পুস্তক।

সহর সেরপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত পণ্ডিত চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার এই গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। পুস্তকখানি সংস্কৃত, নানা ছন্দোবন্ধে রচিত; রচনাপ্রণালী সরল, দুরুহ-স্থানসমূহেরও ভা... বার্থ সকল বিশদরূপে প্রকাশার্থে ... কার স্বয়ং এক টীকা প্রণয়ন পূর্ব্বক ... সহিত প্রকাশ করিয়াছেন। পুস্তক বৈষয়িক দর্শন সংগ্রহ—অর্থাৎ মহাত্মা কণাদ-প্রণীত বৈষয়িকদর্শন অবলম্বন করিয়াই গ্রন্থকার গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। স্থানে২ প্রসঙ্গত অন্যান্য দর্শনকারের মতও প্রকাশ করিয়াছেন। বিখ্যাত ষট্‌পদার্থবাদী কাণাদ মুনিও যে অভাব পদার্থ ভঙ্গীক্রমে অঙ্গীকার করিয়াছেন, তদ্বিষয়ে তর্কালঙ্কার মহাশয় ১৩ পৃষ্ঠায় শ্লোকার্দ্ধে সুন্দররূপে সমাধা করিয়াছেন। গ্রন্থ খানি অষ্টাদশ পরিচ্ছেদে বিভক্ত; ১ম পরিচ্ছেদ অমৃতচন্দ্রিকা শিরোভূষণ ইহাতে ধর্ম্ম ও ধর্ম্ম প্রতিপাদকত্বে বেদ, ও বেদকর্ত্তৃত্বে ঈশ্বরের প্রতিকূলমুখে সুপ্রণালীতে প্রামাণ্য স্থাপন পদার্থ নির্ব্বাচন নির্ণয় প্রভৃতি লিখিত হইয়াছে। ২য় পরিচ্ছেদে রত্নসঞ্চয় বিস্তাররূপে পদার্থ বিভাগ প্রকটন প্রভৃতি। ৩য় পরিচ্ছেদে প্রমাণ পরিচিন্তন; এই পরিচ্ছেদ চারি প্রকরণে বিভক্ত। ৪র্থ পরিচ্ছেদে স্পর্শবদ্রব্য নির্ণয়, ৫ম পরিচ্ছেদে তত্ত্ব কল্পলতা, ৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদে পরোক্ষানুভব, ৭ম পরিচ্ছেদে আত্মানুভূতি, ৮ম পরিচ্ছেদে চিত্ততত্ত্ব, ৯ম পরিচ্ছেদে বৈশেষিকজীব-রক্ষা, ১০ম পরিচ্ছেদে নবমঞ্জরী, ১১শ পরিচ্ছেদে ঋজু নির্মলা, ১২শ পরিচ্ছেদে বোধবিলাস, ১৩শ পরিচ্ছেদে রত্নমঞ্জুসা, ১৪শ পরিচ্ছেদে গুণপরিশেষ, ১৫শ পরিচ্ছেদে কাণাদ-হৃদয়, ১৬শ পরিচ্ছেদে লঘু-বিমলা, ১৭শ পরিচ্ছেদে নিত্যভাব বিবেক, এবং ১৮শ পরিচ্ছেদে রহস্যচিন্তা নাম দেওয়া হইয়াছে। তর্কালঙ্কার মহাশয় অতীব সতর্কতার সহিত দার্শনিকদিগের মত সকল সূক্ষ্মভাবে সমীক্ষণ করিয়া স্বীয় সংগ্রহে সংগ্রহ করিয়াছেন। রচনা হৃদয়গ্রাহিণী, বর্ণিত পুস্তক পাঠে স্থানে২ আনন্দানুভব হয়। তর্কালঙ্কার মহাশয়ের এইটী প্রথমপ্রণীত পুস্তক নহে, ইনি ইত্যগ্রে প্রবোধশতক নামক একখানি বিবেকপূর্ণ উৎকৃষ্ট পুস্তক প্রণয়ন ও প্রকাশ করিয়া অনেকেরই পরিচিত হইয়াছেন। ইঁহার দ্বিতীয় প্রযত্নও একটী রত্ন প্রসব করিয়াছে। আমরা ভরসা করি, তর্কালঙ্কার মহাশয় নিরাময় ও দীর্ঘজীবী হইয়া দিন দিনই ভারতবর্ষে নূতন কবি ও বৈজ্ঞানিক বলিয়া পরিচিত হইবেন সন্দেহ নাই এবং আমরাও নানা বিষয়ের সংগ্রহ পাইয়া পাঠে পরিতৃপ্ত হইব। তত্ত্বাবলির মূল্য গ্রাহকদিগের সুলভার্থে গ্রন্থকার ২১ টাকা মাত্র নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। আমাদের যন্ত্রালয়ে ও ময়মনসিংহ সহর সেরপুর পোষ্ট আফিশ বাগ্‌রাকসা গ্রন্থকারের নিকট প্রাপ্তব্য—সংস্কৃত বলিয়া এবং বাহুল্য ভয়ে পুস্তকের স্থান বিশেষ উদ্ধৃত করিতে বিরত রহিলাম।

কোন কবি একখানি স্বর্ণ অলঙ্কার
ধারণ করিয়া কহিতেছেনঃ—

ওহে অলঙ্কার! তুমি কত গুণ ধর!
চির-দিন রমণীর মন প্রাণ হর—
মরি মন প্রাণ হর !!
সংযোগী-নায়ক যারা, সদা মনে ভাবে তারা,
রমণীর একমাত্র আমি প্রিয়তম,
বুঝিবার ভ্রম সে ত বুঝিবার ভ্রম।

আমি, তাহাদের চির-চিন্তার বিষয়
অলঙ্কার! মাত্র তুমি আর কিছু নয়—
ওহে আর কিছু নয়।
তুমি বটে অভিমানে, রসিক বাচাল স্থানে
বলিলে বলিতে পার শত শত বার।
বশীভূত যত কুল-কামিনী আমার।"

৩

তোমার মোহনে মুগ্ধ রমণী-নিকর,
কতই কুকাণ্ড দেখ করে নিরন্তর—
হায় করে নিরন্তর।
লজ্জা, ভয় দূরে রাখি, কোপের কর্দ্দম মাখি,
ভীমামূর্ত্তি কত জন করিয়া ধারণ,
নিয়ত পতির করে ক্ষোভ-উৎপাদন।

৪

কবাস পর্য্যন্ত তব মহিমা প্রচার,
হইয়াছে, শুনি সদা এই সমাচার,
অহে এই সমাচার।
তথাকার বামাচয়, তারে বিবাহিতা হয়,
যে বরের ঘরে আছে সম্পত্তি এমন,
যত চাবে তত পাবে নব-আভরণ।

৫

এ অতি আশ্চর্য্য কথা ভাবি তাই মনে!
বিবাহ কি করিবে না দীন-বিত্ত-জনে—
মরি, দীন বিত্ত জনে?
ধাতুর ধাতুর বলে, সব গেল রসাতলে,
কেন কবি, হায়, এত অনীতি দর্শন?
বিচার-বিহীন বুঝি অবনী এখন?

৬

শুনিলাম সে দেশের যুবকসকল,
করিয়াছে না কি এই প্রতিজ্ঞা প্রবল—
এই প্রতিজ্ঞা প্রবল।
যাবত যুবতী-চয়, আভরণ-প্রিয়া রয়,
তাবত বিবাহ তারা না করিবে কেহ,
ধন্য বলি তাহাদের মন আর দেহ।

৭

যাদের বিচার বলে জগতের জন,
সংসারের সাধ সুখে করিবে পূরণ—
সদা করিবে পূরণ।
তারাই মরীচি মত দহিবেক অবিরত
অন্যায় আশার কর করি বরষণ।
কেমনে বাঁচিবে তবে দীনহীনজন?

৮

অতিথি, বালক, বাজা, বনিতা আপন,
শুনিয়াছি, অস্তি নাস্তি না বুঝে কখন—
তারা না বুঝে কখন।
দেহ দেহ রব ধরে, দেহ বিকম্পিত করে,
কেহ আর সে সময় না শুনে রোদন,
নিষ্ফল সাগরে যেন বারি বরষণ।

৯

চঞ্চলার চিত্ত তুমি হব অলঙ্কার।
বুঝিলে ইহাতে নাহি গৌরব তোমার—
কিছু গৌরব তোমার।
অবনীর গুণি-গণে, নানাগুণ-আভরণে,
সুশোভিত হয়ে করে সংসার যাপন,
মনের ভিতর নাই এমন অমন।

১০

হর দেখি, তাহাদের চিত্ত একবার,
তবেই বুঝিতে পারি ক্ষমতা তোমার—
ওহে ক্ষমতা তোমার!

অজ্ঞ অবলার মন, বিমোহিত অনুক্ষণ,
কর তুমি, খেলার পুতুল চাকতর
মোহে যথা বালিকার মৃদুল-অন্তর।

১১

কুটিল কামুক, যথা কামিনীর মন,
হরে রে করিয়া মরি কলের কীর্ত্তন
কত কলের কীর্ত্তন।
তেমতি রমনী-চিত্ত, আশু কর আকুলিত,
শুনাইয়া শিঞ্জিতের শব্দ মনোহর।
বটে ভাই তুমি বড় রসিক নাগর।

১২

ভূষণ মধুর নাম করেছ ধারণ,
গুণেও হয়েছ তুমি রমনীরঞ্জন—
ভাই রমনী রঞ্জন।
কিন্তু রামাকুল যবে, বিদুষী বিখ্যাত হবে,
তখন কোথায় রবে প্রভুত্ব এমন,
একথাটা একবার হয় না স্মরণ?

১৩

দেখিয়াছি অসারের অহঙ্কার কত,
কালে তাহাদের গর্ব্ব হইয়াছে হত—
অহে, হইয়াছে হত।
অতএব সাবধান, অনর্থক অভিমান,
পরিহর, শুন ধর আমার বচন,
ভারত হইতে কর আশু পলায়ন।

১৪

বিশেষিয়া দেখিলাম করিয়া বিচার,
শরীরের কোষ তব দোষের আধার—
বহু দোষের আধার।
যখন শিশুর দেহ, উজ্জ্বলিত করি দেহ
আপনার অসামান্য-রূপ-পরিচয়,
জীবন যাইতে পারে তেমন সময়।

১৫

কামিনীরা তোমা সবে করে পরিধান,
তখন তস্কর ভয়ে ত্রাসিত পরাণ
অতি ত্রাসিত পরাণ।
হারাইলে চিত্ত-তাপে, অন্তর দ্বিগুণ কাঁপে,
শোকের সন্তাপ ক্রমে হয় বিবর্দ্ধিত।
এমন পদার্থ তবু রুচি বিপরীত।।।

শ্রীযাদবানন্দ রায়।

লাতুর যুদ্ধ।

৪ঠা পৌষ, ১২৬৪ বাঙ্গলা।

অবতরণিকা।

শ্রীহট্টের পূর্ব্বদিকে নীলনভ তলে
বিধৌত চরণ সদা কুসিয়ারা জলে
উজলে উন্নত শির সুপ্রসিদ্ধ দেশ
লাতু নামে, শ্রীহট্টের অঙ্গে সমাবেশ।
যথায় হইল ঘোর যুদ্ধ সংঘটিত,
শত শত সিপাহীর বিনাশ সাধিত;
ছার খার ঘর দ্বার ভাঙ্গিল দেউল
পলাইল অধিবাসী ভয়ে সমাকুল।
সৈনিক শিবিরে পতি সাহেবের কাছে
না পাইয়া তত্ত্ব তথা কি ভাবে সে আছে,
কত সতী সুমুখীর নেত্র ভরা নীর
কেহ না মুছিল। সবে কাঁদিয়া অস্থির।
হায় রে! যে নয়নাম্বু সুখের সময়
অনুরাগে প্রেমিকের চুম্বে হত লয়।
বিরলে সে অশ্রু জলে অঞ্চলের কোণে
মুছিল বিহ্বলা বালা সঘরি ক্রন্দনে।
সাহেব, সর্দ্দার আর সিপাহীর পাল,
জানে তারা দয়াহীন কালান্তর কাল।
কাতরা কপোত বধূ কুলায়ে যেমন
পড়িলে আনায়ে তার হৃদয় রঞ্জন
বিলাপয় শত সতী ফুকরি তেমন
বিপদে পতিত শুনি প্রাণপ্রিয়গণ
পতিব্রতা রমনীর আকুল পরাণ
ভাবি পাছে তাদের বা ঘটে অকল্যাণ।

হায় রে! মুদিত আঁখি ফুল্ল ইন্দিবর
না দেখিয়া রমণের বদন ভাস্কর।
সুলোচনা কুরঙ্গিনী বনবিহারিণী
কাননের পদ্মফুল, ক্ষেত্র বিলাসিনী,
নীরবে দাঁড়ায়ে চায় চঞ্চল নয়নে
কুরঙ্গের সমাগম যথা ঘোর বনে।
প্রিয়তমগণের সঘনে আসা পথ
সচকিতা হইয়া নিরখে সেইমত।
সোহাগিনী জননীর পরাণ আকুল
হৃদয়ের পোষা পাখী কোলের পুতুল
এক মাত্র পুত্র তার কে আনিবে ডাকি।
শূন্য ঘরে বধূটীর ছলছল আঁখি।
স্বভাবতঃ ভীরু তারা, তাহাতে অবলা
কখন বাধিবে যুদ্ধ নাহি যায় বলা।
ভাবিয়া আকুল সবে নাহি স্নান পান,
ভয়ের পরেতে ভয় ওষ্ঠাগত প্রাণ।
সরলা গ্রামের বালা বিহ্বল হৃদয়,
এইরূপে কাটে কাল বিদ্রোহসময়।

কুক্ষণে আইল কাল প্রেরিতের মত
যুদ্ধমদে মাতোয়ারা কুলাঙ্গার যত।
সিপাহীর সাহঙ্কার বাক্য-বিষময়,
ভীরু বাঙ্গালীর প্রাণে কত সহ্য হয়?
ভদ্রাভদ্র ভেদ নাই যখন তখন
বিনা দোষে গালি দেয় করে উৎপীড়ন।
অভদ্র ইংরেজ এক হবে 'অফিসর্'
মানিজনে অপমান করিল বিস্তর।
গ্রামের যুবক যারা ভরসার স্থল,
সরলস্বভাব, ভয়ে হইল বিহ্বল।
সিপাহীর অত্যাচারে বাজার ভাঙ্গিল,
সঞ্চিত বসন ছিল কেহ নাহি দিল;
নিকটে না গেল, বেটে দিবে কোন্ জন,
লুটেরা লুটিল কত, হত আয়োজন।
খাদ্য দ্রব্য পূর্ণ ছিল বাজার ভাণ্ডার
তিন মাস সিপাহীর চলিত আহার;
কিন্তু হায়! তাড়নায় মনে পেয়ে ভয়
পলাইল কর্ম্মচারী ব্যথিত হৃদয়।
সাহেবের বৃকোদর, সিপাহীর হাতে
বিলুণ্ঠিত আহারীয় দিন ছয় সাতে।
জোরে নেয় দুধ, কলা, চিনি, চাল, ঘি,
না দিলে মারিতে ধায়, কে করিবে কি।
সাহেব না কহি কিছু মৌনে দিল সায়।
'রক্ষক ভক্ষক হল' প্রাণে বাঁচা দায়।

অভিজ্ঞ প্রাচীনগণ হেন কুলক্ষণে
নয়নিয়া রাখি লোক বাড়ীর রক্ষণে
ছেলে পিলে নারীগণে লয়ে নিশাভাগে
পলাইল গ্রামান্তরে পক্ষাধিক আগে।

যেরূপে চতুর্থ পৌষ প্রভাত প্রভারে
কুয়াসায় নভস্তল আচ্ছাদিত যবে,
বাজিল ভৈরব-নাদে তুরী রণরঙ্গে
রণাঙ্গনে রৌদ্ররসে মত্ত সেনাসঙ্ঘে।
জবা যুগ সম লাল ঘূর্ণ চক্ষুদ্বয়
সমর সমিধে যেন শিখার উদয়।
দীপিল বিষম অগ্নি মালগড় বনে
বিদ্রোহী সিপাহী সঙ্গে ইংরেজের রণে।
উড়িল পতাকা রক্ত প্রভাত-গগনে
রাঙ্গা রবি ছবি যেন খেলায় প্রাঙ্গণে।
বাজিল বাজার বাটে তুমুল সংগ্রাম,
ঝলসিল চারিদিকে স্ফুলিঙ্গের দাম।
মন্দ্রিল বিঘোর-রোলে বন্দুক-বদনে,
ইরম্মদাকৃতি অগ্নি জ্বলিল বদনে,
হইল সহস্রধারে গোলার ক্ষেপণ,
শিলা বৃষ্টি প্রাবিটেও হয় না তেমন।
ছিন্নহস্ত ছিন্নপদ ছিন্ন নাক কান,
কত সেনা, কত জন ত্যজিল পরাণ,
মুখেতে উঠিল রক্ত জ্বালায় পাগল
পলাইল কত যোদ্ধা ত্যজি রণস্থল।
কে হারিল, কে জিতিল, কে লুটিল দেশ,
গাইতে বাসনা এই গীতি সবিশেষ।

কেমনে গাইব ? কোথা শক্তি অনুরূপ ?
কেমনে বর্ণিব যুদ্ধ শৌর্য্যরস কূপ ?
যুদ্ধক্ষেত্রে সেনানীর নৈপুণ্য বিশেষ,
ঘনঘ মহাঘোর গর্জ্জন অশেষ—
সিপাহীর বীরপনা, নেতার কৌশল,
কেমনে চিত্রিব ?—কোথা সহায় সম্বল ?
হও গো সহায় তুমি কাব্যবিলাসিনি !
বীনাপাণি বরদে সরোজ বিহারিণি।
উচ্চ কণ্ঠে, ডাকি আমি, আইস রঙ্গিণি
তুমিও কল্পনে ! সঙ্গে,—মায়ার নন্দিনী।
তুমি মধুকরী ধনি কাব্যের কাননে
ভারতীর চির-প্রিয়-সখী, সুখাসনে
বৈস দোঁহে, দেও বর কবিকুলেশ্বরি !
হৌক সিদ্ধকাম দাস দয়া লাভ করি।
গাইব রণের রঙ্গ সানন্দের তানে,
প্রকৃতির প্রেমকথা সুধাময় গানে।
পাই যদি তব আজ্ঞা—সুধা নিস্যন্দিনী,
বিমোহিতে পারি বিশ্ব বিশ্ববিমোহিনি !
শিখাও জানিনা যাহা, মন্দ যাহা জানি
শ্রবণের যোগ্য কর জ্ঞান দানে বাণি।
দীপ্ত কর ধ্বান্ত ভাবে। রবিদ্যুতি যথা
নাশে তম। মনোসুখে গাই কাব্য কথা।
সাঁজাও কল্পনে তুমি ভাবের ভাণ্ডার
নানা সাজে, মধুকরী যথা চক্র তার
শুনে শ্রোতাগণ হবে সমাহিত চিত্ত
বিদ্রোহের অভিনব সংগ্রাম সঙ্গীত।

(ক্রমশঃ প্রকাশ্য।)

কবিতার প্রতি।

(১)

কিবা মনোহর বেশ যাই বলিহারি।
কে গো তুমি বরাঙ্গিনী-শোভন আননে !
চিনি চিনি যেন ফিরে চিনিতে না পারি,
দেখিছি দেখেছি কোথা পড়িতেছে মনে ॥

(২)

সাজাইল কে তোমায় আহা মরি মরি !
কুসুম সুগন্ধ সম দিয়ে অলঙ্কার।
বাণীর অক্ষয় কোষ বিলুণ্ঠন করি,
মহতী জগতী তলে শোভার ভাণ্ডার ॥

(৩)

কিবা নিরমল ভাতি হরে অন্ধকার,
বিবিধ বরণে গাঁথা বিবিধ রতন।
জগতের তাবতের দলি অহঙ্কার,
সিন্দিয়া ফুল্লারবিন্দ সহাস বদন ॥

(৪)

কবিতাকুসুমলতা-প্রিয়সহচরী,
কবি হৃদ বিহারিণী কোথা গো কল্পনে !
অহো কি করেছ চিত্র সুচিক্কণ করি,
সখীর কোমল অঙ্গ অঙ্কিত রঞ্জনে ?

(৫)

বর্ণিব কি হে কবিতে ! কে আছে এমন ?
সকলেরি রূপ কালে পায় পাবে লয়।
তোমার মোহন কান্তি সুচিররঞ্জন ?
নাহি হ্রাস সুপ্রকাশ সকল সময় ॥

(৬)

কিবা ভাস অনুপ্রাস অঙ্গের গঠন,
যমক লাবণ্য তায় অঙ্গে অঙ্গরাগ।
স্বভাবতঃ শ্লেষ তব প্রকৃতি শোভন,
পাঠে পাঠকের মনে জন্মে অনুরাগ ॥

(৭)

অঙ্গনাগণের অঙ্গে কত শোভা পায়,
রজত কাঞ্চন মণি মুকুতা রতন।
যে সবালঙ্কারে শোভে তব চারুকায়,
আছে কি ভূষণ হেন মানস-মোহন ॥

(৮)

স্বভাবোক্তি, সমাসোক্তি, সহ ভ্রান্তিমান,
বিভাবনা, নিদর্শনা, দৃষ্টান্ত, রূপক।
উৎপ্রেক্ষা প্রভৃতি উপমের উপমান,

অতিশয়, ব্যতিরেক, উল্লেখ, দীপক ॥

(৯)

এই সব অলঙ্কার কে পারে বর্ণিতে ?
সুশোভিত করিয়াছে তব কলেবর।
বিতরে বিমল সুখ ভাবুকের চিতে,
তোমাতে আসক্ত সদা যাদের অন্তর ॥

(১০)

আদি কবি বাল্মীকি, কবীন্দ্র দ্বৈপায়ন,
কালিদাস, ভবভূতি ভারতী-তনয়।
যাঁদের গুণের কথা করিলে শ্রবণ,
আনন্দ সলিলে গলে পাষাণহৃদয় ॥

(১১)

কৃত্তিবাস, কাশীদাস, শ্রীকবিকঙ্কণ,
সুকবি ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর।
ইংলণ্ড ইষ্টার সেক্সপিয়র মিল্টন,
বিবেকী হাফেজ আদি যত কবিবর ॥

(১২)

সাজাইয়ে তারা অহ। এসবালঙ্কার,
কে করিতে ভারতীর মোহন-ভূষণ।
সস্নেহনয়নে, রূপ হেরিলে তোমার
ছিল কি তোমার প্রিয় তাদের মতন ॥

(১৩)

স্বভাবজ তরুলতা করি বিলোকন,
কত সুখ জন্মে হায়। কবিদের মনে।
যে সুখ তোমাতে তাহা করিলে ঐক্ষন,
আছে কি তেমন সুখ বিলাসভবনে ?

(১৪)

তোমার মোহিনী মূর্ত্তি সুখদ দর্শন,
অভাবুক অন্ধ যারা দেখিতে কি পায় ?
নিরত ডুবিয়ে আছে কবির নয়ন,
সামান্য লাবণ্য তাঁরা দেখিতে না চায় ॥

(১৫)

গায়কনিকর স্বরে ধরিয়া সুতান,
বাজাইয়া যন্ত্রীতন্ত্রী তাল লয় বাঁধে,
রাগে মিশাইয়া তোমা সুখে করে গান,
সন্তাপীর তাপ হরি শান্তকর প্রাণে ॥

১৬

শ্রবণ বিবরে তব সুধা করি পান,
কার না নয়নে বল প্রেম অশ্রু গলে।
অবনীতে শ্রেষ্ঠজীব মানব প্রধান,
প্রেমোন্মত্ত হয় বন্য কুরঙ্গ সকলে।

(১৭)

সুধাপানে ক্ষুধা যায় অমর অমর,
সে সুধা রূপিণী তুমি কবিতে! নিশ্চয়।
অবনীতে পিয়ে তোমা কত কত নর,
লভিয়াছে অমরতা নাহিক সংশয় ॥

(১৮)

অতুল যশস্বী হয়ে তোমার কৃপায়,
তানসেন আদি কত গায়ক প্রবর।
করে যে ত্যজেছে তাঁরা কালগ্রাসে কায়
তবু গুণে হয়ে আছে অদ্যাপি অমর ॥

(১৯)

হইলেও শত শত বসুধার পতি,
সুশোভিত সুদুর্লভ বসন ভূষায়।
এসুখ লভিতে কোথা সক্ষম নৃপতি ?
এই হেতু কবিকুল বাঞ্ছে গো তোমায় ॥

(২০)

নিয়ত কবির কণ্ঠে হয়ে অধিষ্ঠান,
কর কর কবিদের মাহাত্ম্য প্রকাশ।
হে কবিতে রসাত্মিকে সুধার নিধান।
এই ভিক্ষা চায় তব এই চির দাস ॥

(জন্মভূমির প্রতি)

আয়ি মাত জন্মভূমি! কেন গো তোমায়
দেখিতেছি দীনাহীনা মলিনার প্রায় ॥
কোথায় এখন তব, বিভব প্রচুর।
কোথা তব স্নেহময়, হাসি সুমধুর ॥
আহো কি করেছে কাল, নিষ্ঠুর হৃদয়।

হরিয়াছে তব অঙ্গ, ভূষা সমুদয় !
কোথা গো জনমভূমি প্রিয়সহচরি !
ঋতুকুল প্রণয়িনী, প্রকৃতি সুন্দরি।
আগে জননীরে দিয়ে, যে সব ভূষণ।
সাজাইতে, কোথা তব সেসব এখন ॥
যেদিকে ফিরিয়া চাই, সেই দিকে—হায়।
শোকানল দগ্ধ যেন করিছে তোমায় ॥
নাহি সে কোমল কান্তি, ছবীবার প্রায়।
গলিত হয়েছে অঙ্গভঙ্গী সমুদায় ॥
নাহি সুসন্তানগণ, তনয়া সুমতি।
সকলি ছেড়েছে মাতঃ! তোমার বসতি ॥
হায়। এ যে অট্টালিকা, বালিকার প্রায়।
আলো করি তব কোল, সুরঙ্গ ছটায় ॥
পাইত প্রচুর শোভা, হায় এবে কালে।
জড়িয়ে রয়েছে বট-বিটপির জালে ॥
প্রভঞ্জন প্রপীড়িত, হয়ে বার বার।
হইয়াছে কত অংশ বিধ্বংশ তাহার ॥
পড়েছে প্রাঙ্গন ভূমে, কত স্তূপাকার।
কালদণ্ডে খণ্ড খণ্ড, হয়ে অনিবার ॥
উঠিয়াছে দলেদলে, বনলতা তায়।
নিরন্তর বিষধর, ফেরে পায় পায় ॥
পূর্ব্বে পুরাঙ্গনাগণ, যে স্থানে বসিয়া।
বলিত সুস্বরে কথা, বীণা বিনিন্দিয়া ॥
এবে তথা বসি সুখে, শার্দ্দুল, ভীষণ।
নীরদ নিনাদ করে, ভয়াকুল মন, ॥
যেস্থানে কামিনীগণ, চরণ নুপুর।
রুণু রুণু ঝুনু ঝুনু, বাজিত মধুর ॥
এবে ফোঁসং রবে, ফণিনী নিকর।
নিরবধি চরে তায়, ক্রোধে গড় গড় ॥
শয়ন আগার পূর্ব্বে, প্রদীপ মালায়।
তমরাশি নাশি আলো, করিত ছটায় ॥
যূথে যূথে চামচিকা, তাহাতে নিবসে।
না হয় সাহস কারো, প্রবেশে দিবসে ॥
দুর্গন্ধি পূরিয়ে করে, নাসিকা বিকল।
উঠেছে প্রাচীর ভেদি, নিকর সকল ॥
দিবাকর করে হেরি, সেসব নিকর,
বোধ হয় কালসাপ, কালের সোদর ॥
প্রবেশিলে হেরি তায়, কে না পায় ডর ?
মনে হয় কন্দর কি, কৃতান্তের গর ?
বলি ওগো সৌধাবলি। পূর্ব্বে কত জনে।
নিবাস করিত এথা, আনন্দিত মনে ॥
এক্ষণে হয়েছে তব, লতার আশ্রয়।
পশ্বাদির বাসস্থান, হেরি পাই ভয় ॥
এই না এস্থানে বসি গায়ক নিচয়।
গাইত সঙ্গীত সুখে, প্রদোষ সময় ॥
এবে শুনি শৃগালের, কর্কশ চীৎকার।
দ্বিগুন আগুনে দহে, অন্তর আমার ॥
এই না এখানে আমি বালক সকলে।
করিতাম নানামত, খেলা কুতূহলে ॥
কেহ বা হতেম রাজা, কেহ বা কোটাল।
কেহ প্রজা, সিংহাসন ছিল দুর্ব্বাজাল ॥
ভূপাল হয়েছি ভেবে, গম্ভীর বদনে ॥
চাহিতাম আদেশ করিতে প্রজাগণে ॥
কহিতে পাইত হাসি, হাসিত সকল,
ধূলা ফেলে সবে যেত, আহ্লাদেতে গলে ॥
তোমার ধূলায় হলে, দেহ ধূসরিত।
আনন্দ সলিলে চিত, হইত প্লাবিত।
খেলার অঙ্গন এবে, হইয়াছে বন।
দেখি কার অশ্রুপূর্ণ, না হয় নয়ন ?
যেন বন্যা আগমনে, প্রাবৃট সময়।
অকস্মাৎ ভূমি সব, নীরমগ্ন হয় ॥
সেইরূপ জন্মভূমি। হেরি গো তোমায়।
উথলিল শোকসিন্ধু, অধৈর্য্যের বায় ॥
গলিত হইল দুখে, প্রেম অশ্রু মোর।
একবার চাও মাতঃ ভাঙ্গ ঘুম ঘোর ॥
শত শত পুত্র মুণ্ড, চর্ব্বণ করিয়া।
কেমনে ঘুমায়ে আছ, তুমি মা হইয়া ॥
কালে—কোন কালে যাহা, ছিল অহোবর !

করা তাহা বিষময়, উচিত ত নয় ॥

ওই না সে সহকার, যেয়ে যার তলে ।
কুড়াতেম ফল মিলি, বালক সকলে ॥
হায়, হায় ! একি দশা হয়েছে তাহার ।
কই সে নবীনতা, তাহার বাহার ॥
কেন ওহে সহকার, হয়েছ এমন ।
কি ভাবি করেছ এবে, এবেশ ধারণ ।
কে আসি করিল তব, এ হেন দুর্গতি ।
কার তরে হইয়াছ, শোকাতুর অতি ॥
নাহি সে পল্লবদল, ভগ্ন কলেবর ।
হেরিয়া তোমার দশা, বিদরে অন্তর ।
ছিল না স্নেহের তরু, আর তোমা বই ,
হায় ! সেই দিন তব, কই এবে কই ॥
অই না পুলিন দেশে, বিল্ব বৃক্ষদ্বয় ।
বসিতাম যার মূলে, মধ্যাহ্ন সময় ॥
নিবিড় পল্লবে করি, ছায়া বিতরণ ।
করিত আতপ তাপ, সুখে নিবারণ ॥
সুশীতল সরসীর, সুগন্ধ সমীর
বহিয়া জুড়াত সদা, তাপিত শরীর ॥
হেমন্ত প্রত্যূষে সহ, সহচরগণ ।
কত না করেছি হেথা, অনল সেবন ।
হায় ! সে সুখের দিন, কবে হলো গত ।
যাতনা দুঃখের দিন বাড়ে ক্রমাগত ॥
সরসী আরসী প্রায়, ছিল নিরমল ।
হায় ! এবে আচ্ছাদিয়া, আছে তৃণদল ॥
এই কি আছিল মাতঃ ! অদৃষ্টে তোমার ॥
একেকালে কাল ভোগে হবে ছারখার ॥
যাহোক২ আজি তব দরশনে ।
পেয়েছি যে কত সুখ কহিব কেমনে ॥
হেরিয়া এখন তব, বিষন্নবদন ।
যদিও হতেছে মন, শোকে উচাটন ॥
তথাপি মা ! মাতৃ-স্নেহ, কেমন তোমার ।
করেছে হৃদয়রাজ্য, মম অধিকার ॥

শ্রী[illegible] বসু নিঃ বসুর বাজার ।

মিত্র-প্রকাশের অদর্শনে চিত্ত-ব্যাকুলতা ।

পূর্ব্বদিকের প্রণয়িনী স্নেহ-স্নিগ্ধ যিনী
পূর্ণ-গর্ভা, হয় যথা আনন্দ-দায়িনী
দেশবের, তথা মম চিত্ত-সরোবরে
ফুট হৈলা হর্ষ-পদ্ম হরিশের করে
হরিবে লেখনী-লক্ষ্মী ! লক্ষ্মণ সম ন,
হায় রে, আহ্লাদে যেন নাচিল পরাণ ।
কিন্তু সে লক্ষ্মণজ্যেষ্ঠ নিজাঙ্ক লক্ষ্মীরে
ডুবাইলা যেমন নির্দ্দয় দুঃখ-নীরে
নিয়োগি অনুজে , সেই অভাগা তখন
পিতার নিদেশ পেয়ে ভার্গব যেমন
ছেদিলা জননী-শিরঃ , হায় রে তেমন
সাধি লোকাতীত কাজ , খায় ল জ ধর্ম্ম !
না হয় কাহারে যেন, এমন কুকর্ম্ম
করিতে । সতত শঙ্কা তবু মনে হয় ,
ভগ্ন ভাগ্য অশ্মে করে সহসা প্রত্যয় ?
প্রিয় মিত্র-মিত্রজের স্নেহ কবি-মনঃ
স্নেহ ধর্ম্মে কত শঙ্কা করে প্রতিক্ষণ !
কেন মিত্রপ্রকাশ মিত্রের চিত্ত-ধন,
যথাকালে স্নেহফুল্ল করে না নয়ন
দেখা দিয়া । ভাবিতেও হায় মনে
কত যে উঠিছে !—কবি শক্ত কি বর্ণনে ?
কেন বা অধীর আমি, বিধুর-হৃদয়
কহিব কি ? শুনিবেন সুহৃদনিচয় ?
কিকাজ কহিয়া ?—জানে জগতের জন,
স্নেহের কুহুরে যদি, অগ্রজ-নন্দন
নিজ পুত্র প্রতিবিম্ব । মমতার বনে
ফুটে সে পাগল-পুষ্প মোহে জগজ্জনে !
রে মিত্রপ্রকাশ ! তোর মোহন মুরতি
না হেরি, না শুনি, সেই মধুর ভারতী,
(ভারতী ভাবিতা যেন,) ভারতের লোক
ভুলাইতে বাঞ্ছা যার ভারতের শোকে ।
কত যে আকুল আমি এদূর অঞ্চলে,

লিখিতে লেখনী মগ্ন অশক্তির জলে।
ত্বদীয় অনিষ্ট-শঙ্কা-লতা কণ্টকিনী
হয়েছে বিষাদ বিষ-ফল প্রসবিনী
মন-চিন্ত-চিন্তাবনে, যার তপ্ত-তাপে
দগ্ধ আমি কর্ম্মগুণে কুভাগ্যের ফলে।
আয় বাছা! সুমঙ্গল খড্গ ধরি করে
ছেদি সেই ঘোর ডোর, মদীয় অন্তরে
বেঁধ তোর, সুধা-মাখা রসাল কথায়।
আশীর্ব্বাদ করি আমি থাকো সুস্থকায়।

শ্রীরামদয়ানন্দ রায়।

মিত্রবর মিত্রবিলাপ-রচয়িতা করকমলে" গ্রন্থ লিখক মহাশয়ের শ্রীকর পত্রে নিম্নলিখিত কবিতাটি সাদরে অর্পিত হইল।

দূরে ফেলি সুমধুর বীণার বাদন,
অপরূপ কাব্যকথা, গীত সুরসাল
নিকুঞ্জের কলকণ্ঠ গায়ক গঞ্জিত,
একি আজ করিব, দুঃখের নিনাদ,
খেদময় কাহিনী, ভিন্ন বিয়োগীর গানে
গলিল তোমার হিয়া, লাগিলে কাঁদিতে।
এসুখ বসন্তে কাল করাল কালিমা
ছাইল গগন কেন, শারদ পূর্ণিমা
কৌমুদী প্রদীপ্ত নিশি অমার রজনী
কি রূপে! হায়রে আমি ভেবে ছিনু মনে
নগরে ভয় আর্ত্তনাদ কান্তারে যেমন
সুপ্ত নিশায়ে যায়, লোকে নাহি শুনে
সেইরূপ আমার এ বিলাপ বচন
কে শুনিবে! কাল ঘোর গভীর গহ্বরে
মিশিবে অচিরে, কিন্তু দেখ দেখি চেয়ে
ফুল্ল নব কুসুমের রমণীয় হার
চিকণ গাঁথনি আধ অলকান্ত তুলি
হয় হানে সমদুঃখে হইয়া কাতরা
প্রতিধ্বনি দেবী গিরি-কন্দরবাসিনী—
শুনিয়া নীরবে ঘোর কপোতবিলাপে
হয়েন কাতরা. মরি কমল আনন
ভাসে যে নয়ন জলে, উচ্চবর তুলি
পরদুঃখে দুঃখী দেবী করেন ক্রন্দন।
"মিত্রবর" ডাকি আমি তুমিও সেরূপ,
কাতরে কাঁদিলে মিত্রবিলাপীর সনে।
প্রদানিলে করে করকমল তোমার
অপূর্ব্ব শান্তির বন্ধু, প্রবোধ বচনে
বুঝাইলে কত মত, প্রিয় মিষ্টভাষে
'সারদার' শোক হেতু, বুঝিলাম আমি ..
ধন্য তুমি, শতবার ধন্যবাদ তোরে।
এস তবে দুইজনে কর যোড় করি
"বাঞ্ছি বিভুপদে আজ বন্ধুর মুকতি।"

মিত্রবিলাপ রচয়িতা।

আমার গুপ্ত কথা।

ইহা গত জানুয়ারি হইতে প্রকাশিত হইতেছে; আমরা কয়েকখণ্ড প্রাপ্ত হইয়াছি। ইহার বর্ণনীয় বিষয় অতিব্যাপক, সুতরাং এপর্য্যন্ত যত সংখ্যা বাহির হইয়াছে, তত্তাবত পাঠে ক্রমেই পাঠকৌতুহল বর্দ্ধিত হইতেছে। আর কয়েক সংখ্যা প্রকাশিত হইলে আমরা পাঠকগণকে, ইহার তাৎপর্য্য স্পষ্টাক্ষরে জ্ঞাপন করিব। অদ্য কেবল উহার বিজ্ঞাপনী উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

"আজ অতি শুভদিনে, শুভক্ষণে, প্রভু যিশুখৃষ্টের জন্মদিনে, এই এক নূতন জিনিশ পাঠক মহাশয়দের হুজুরে পেস কোল্লেম। জিনিসটী যতই নাড়াচাড়া কোরে দেখবেন, ততই নূতন নূতন, ততই অদ্ভুত অদ্ভুত এবং ততই বিচিত্র বিচিত্র রং দেখতে পারেন। ত দেখে মাঝে মাঝে হাসতেও হবে, কাঁদতেও হবে। এতে ইন্দ্রের বজ্র ভগবতীর শক্তি, বিষ্ণুর চক্র, শিবের ত্রিশূল, সরস্বতীর বীণা, কমলার পদ্ম, ভীমের গদা এবং যমের দণ্ডের মতন নরম গরম অনেক চেহারা দেখবেন। হক কথা আর ছাপা থাকবে না। এইনূতন জিনিসটী আমরা ব্রহ্মার রাজধানী থেকে হায়েষ্ট বিডারে ডেকে নিয়েছি। হপ্তায় হপ্তায় এক এক দিন, কি রবিবার, আপনারা এর দর্শন পাবেন। দর্শনী, কি রবিবার নগদ দুই পয়সা! শ্রী—সবজান্তা। সাং আসমান।

মিত্র-প্রকাশ।

সাহিত্যবিষয়কপত্র।

মিত্রপ্রিয়ানন্দ-বিধানদক্ষো মিত্রাপ্রিয়োল্লাস-নিরাস-শূরঃ।
নানারসৈর্মিত্রগুণ-প্রকাশো মিত্র-প্রকাশোয়মুদেত্যুদারঃ॥

১ম পর্ব্ব। { শকাব্দা ১৭৯২। বঙ্গাব্দা ১২৭৭ পৌষ। { ৯ম সংখ্যা।

গীতার্থ-কথা।

" গীতা সুগীতা কর্ত্তব্যা কিমন্যৈ শাস্ত্রবিস্তরৈঃ।
যা স্বয়ং পদ্ম-নাভস্য মুখ পদ্মাদ্বিনিঃসৃতা।"

প্রথম অধ্যায়।

জিজ্ঞাসিলা ধৃতরাষ্ট্র কহ হে সঞ্জয়!
কুরুক্ষেত্র—ধর্ম্মক্ষেত্র স্থানপুণ্যময়,
সমরেচ্ছু-কৌরব-পাণ্ডব-সমুদয়
তথায় মিলিয়া কি করিছে এসময়?
দিব্যচক্ষু-সঞ্জয় শুনিয়া এবচন
সবিনয়ে কহিতে লাগিলা ততক্ষণ—
"শুন কুরুকুলনাথ। সেই বিবরণ,
ব্যূহাকারে পাণ্ডবের হেরি সৈন্যগণ
তবপুত্র দুর্য্যোধন চকিত হইলা,
আচার্য্য নিকটে যেযে কহিতে লাগিলা—
হে আচার্য্য! হের, কর কর দরশন
পাণ্ডবগণের সৈন্য সজ্জিত কেমন।
তব-শিষ্য ধৃষ্টদ্যুম্ন—দ্রুপদনন্দন
স্থাপিলা এরূপে সৈন্য করিয়া যতন।
এই সৈন্যদলে যে সকল শূরগণ
ভীমার্জ্জুন-সমতেজা সমরে ভীষণ!
ইহাঁরাও নহে গুরো! সামান্যে গণন।
শুনুন, বিশেষ আমি করি নিবেদন—
সাত্যকি, বিরাট, আর পাঞ্চাল-ঈশ্বর,
মহারথী, মহাতেজা, মহাধনুর্দ্ধর,
ধৃষ্টকেতু, চেকিতান, কাশী-অধীশ্বর।
পুরুজিৎ, কুন্তিভোজ, শৈব্য নরবর,
যুধামন্যু, অভিমন্যু—সুভদ্রা-নন্দন।
পাঞ্চালীর পঞ্চপুত্র—সমরভীষণ।
পাণ্ডবের পক্ষে এই এই বীরগণ,
মম পক্ষ যোদ্ধাদের বলি বিবরণ—
আপনিই একজন আচার্য্য প্রধান,
ভীষ্ম, কর্ণ, কৃপাচার্য্য, বীরত্ব-আধান;
[illegible] র্য্য বীর্য্যে বিক্রমে সকলে অনুত্তম,
এক একজন বিশ্ব-বিজয়ে সক্ষম,
[illegible]রথ, ভূরিশ্রবা, অশ্বত্থামা বীর,
[illegible] মহাপরাক্রান্ত গর্ব্ব পৃথিবীর।
[illegible] আছে না পক্ষে শূর বহুজন
[illegible] লাগি তাঁরা তুচ্ছ ভাবেন জীবন,
[illegible] শস্ত্র প্রহরণে সবে সুশিক্ষিত
[illegible] শারদ বলি ভুবনে বিদিত।
[illegible] মহা মহারথী গণ বিভূষিত,
[illegible] শতঃ ভীষ্মদলে হইয়া রক্ষিত
[illegible] দের এই অগণন সৈন্যগণ,
[illegible] উৎসাহ, তেজশূন্য কি হেতু এমন?
[illegible] মের রক্ষিত অই শত্রু সৈন্যচয়
[illegible] কত তেজস্বী সমর্থ জ্ঞান হয়!
[illegible] বলি সৈন্যশ্রেণী-প্রবেশের দ্বারে
[illegible] স্থিত হয়ে সবে অংশ অনুসারে

ভীষ্মদেবে সযতনে করুন রক্ষণ;
বিচারিলে তিনি এবে কৌরব-জীবন।
এই উৎসাহের বাক্য করিয়া শ্রবণ
কুরুবৃদ্ধ পিতামহ ভীষ্ম-মহাজন
বীরমদে সিংহ-সম করিয়া গর্জ্জন
শঙ্খনাদে আকুলিত করিলা ভুবন,
ভীষ্মের শঙ্খের নাদ পশিলে শ্রবণে
অমনি গরজি উঠে কুরু-সৈন্যগণে।
শঙ্খ, ভেরী নানাবাদ্য হইয়া বাদিত
করিল তুমুল-শব্দে ভুবন চকিত।

অনন্তর চারি শ্বেত-তুরঙ্গ যোজিত
রথে থাকি কৃষ্ণার্জ্জুন হয়ে উৎসাহিত
পুরিলেন পাঞ্চজন্য-শঙ্খ জনার্দ্দন,
দেবদত্ত বাজাইলা বাসব-নন্দন
পৌণ্ড্র শঙ্খ ধ্বনি কৈলা ভীমকর্ম্মা ভীম—
অমিতবিক্রম যেই প্রতাপে অসীম;
উৎসাহিত-চিত্ত হয়ে ধর্ম্মের তনয়
বাজাইলা শঙ্খ—নাম অনন্তবিজয়;
মণিপুষ্প, সুঘোষ নামক শঙ্খ দ্বয়
বাজাইলা সুখে দুই মাদ্রীর তনয়।
ধৃষ্টদ্যুম্ন আদি আর আর বীরগণ
পৃথক২ শঙ্খ করিলা বাদন।
সে সে শব্দে প্রতিশব্দে হইয়া মিলিত
ভূমণ্ডল নভস্তল হইল কম্পিত।
সেই শব্দ কর্ণপথে হয়ে প্রবেশিত
দুর্য্যোধন-বক্ষ যেন হোলো বিদারিত।

ওহে কুরুকুলরাজ শুন তদন্তর
অলক্ষিতে নিক্ষিপ্ত হইলে বহুশর,
রণস্থলে অবস্থিত অর্জ্জুন তখন
করি নিজ ধনুবরে গুণ আরোপণ
কহিলেন প্রিয়ভাবে কেশবের প্রতি—
হে অচ্যুত প্রিয়সখা যদুকুলপতি!
সমরেচ্ছু-সৈন্যগণে করিয়া বিশেষ
যতক্ষণ আমি নাহি হেরি হৃষিকেশ
ততক্ষণ মম এই সুচারু-স্যন্দন
দুদলের মধ্যস্থলে করহ স্থাপন।
দুষ্টমতি-দুর্য্যোধন-হিত-অভিলাষে
আইলা সমরে যাঁরা—শমনের গ্রাসে,
যাঁহাদের সনে রণে লভিব বিজয়,
ইচ্ছা করি সে সবার জানি পরিচয়॥"

"শুন কুরুরাজ!"—পুনঃ কহিলা সঞ্জয়!
কহিলে এরূপ কৃষ্ণে বীরধনঞ্জয়,
দুইদল-মধ্যস্থলে, ভীষ্ম দ্রোণ আর
শূরগণ সম্মুখেতে, কৃষ্ণ গুণাধার
রাখি রথ ধনঞ্জয়ে করি সম্বোধন
কহিলা—হের হে পার্থ কুরু সৈন্যগণ।
কৃষ্ণের বচন শুনি অর্জ্জুন তখন
বিশেষি কৌরব-সৈন্য করিলা দর্শন।
হেরে পার্থ দুই সৈন্যদলের মাঝার
পিতামহ, পিতৃব্য, আচার্য্যে আপনার,
পুত্র, পৌত্র, মাতুল, প্রভৃতি বন্ধুগণ
উপকারী হিতাকাঙ্ক্ষী কত কত জন
সংগ্রাম বাসনা করি সংগ্রামের স্থল
ব্যাপিলা—সমবে সবে অজেয় অটল।
উভয় দলেতে পার্থ করি বিলোকন,
ভাই বন্ধু আদি যত সুহৃদ স্বজন,
করুণায় অভিভূত, বিষাদিত, মন
গদগদ ভাবে কৃষ্ণে কহিলা তখন
রণেচ্ছু দণ্ডায়মান জ্ঞাতিবন্ধুদল
হেরি মম হস্তপদ ইন্দ্রিয়সকল
অবশ হইল—সখে, অবশ হইল!
চিন্তার উত্তাপে মম মুখ শুকাইল!
কণ্টকিত কম্পিত হইল কলেবর,
হস্ত হতে খসিয়া পড়িল ধনুঃশর।
প্রজ্বলিত হয়ে হৃদে শোক-হুতাশন
মর্ম্ম চর্ম্ম যেন দগ্ধ করিল দাহন।
হে কেশব! যে যে হেতু ঘটে অমঙ্গল
উপস্থিত হেরি সেই কারণ সকল,

আকুলিত হয়ে মন করিছে ভ্রমণ
তিষ্ঠিয়া থাকিতে নাহি পারে একক্ষণ।
সংগ্রামে আত্মীয়গণে করিয়া নিধন
কি ফল হইবে, তাই কহ নারায়ণ?
বিজয়াদি ফল রণে সম্ভাবিত বটে।
কি জানি চরমে তাহা ঘটে কি না ঘটে।
হে কৃষ্ণ, রাজ্য, কি জয়, সুখভোগ আর,
কিছুতে ইহার বাঞ্ছা না হয় আমার।
যাঁদের কারণ—সখে যাঁদের কারণ
রাজ্য-সুখভোগ সদা করি আকিঞ্চন,
অই দেখ সম্মুখেতে সেই সব লোক
এদের মরণে, কেন না জন্মিবে শোক?
পিতামহ পিতৃব্য, মাতুল, পৌত্র, পুত্র,
শ্বশুর, শ্যালক, আত্ম্য বাকী কেবা কুত্র?
প্রাণধন মায়া এঁরা দিয়া বিসর্জ্জন,
এসেছেন কুরুক্ষেত্রে করিবারে রণ।
হইল এমন—যদি হইল এমন
রাজ্য-সুখভোগে, প্রাণে, কিবা প্রয়োজন?
এসব আত্মীয়গণে করিয়া সংহার,
পাই যদি তায় তিনলোকে অধিকার,
তবু সখা ইহাঁদিগে করিতে নিধন,
ভ্রমেও মনে তা নাহি বাঞ্ছি একক্ষণ।
ত্রিলোকের আধিপত্য করি পরিহার,
তার কাছে ধরার প্রভুত্ব কোন্ ছার!
দুর্য্যোধন আদি করি বান্ধব স্বজন
পৃথ্বীর প্রভুত্ব লাগি করিব নিধন,
উচিত এ নয়—কভু উচিত এ নয়,
বন্ধুনাশে পৃথ্বীলাভ বল কে বাঞ্ছয়?
আততায়ী—বধোদ্যত কুরুসৈন্যগণ
হউক তবু ও এঁরা জ্ঞাতিবন্ধুজন।
তাই বলি সবান্ধবে রাজা দুর্য্যোধনে
বধা বিধি নহে—অস্ত্র ধরিব কেমনে?
হে মাধব! যদি আত্ম্য সুহৃদে বধিব,
বল তবে জয় লাভে কি সুখী হইব?
বলিলে বলিতে পার একথা হেথায়,
বন্ধুবধ-পাপ দুয়ে সমান অর্শায়,
বন্ধুনাশে তোমাদের পাতক যেমন
কৌরবগণেরো পাপ হইবে তেমন।
কৌরবেরা এই পাপ স্বীকার করিয়া
সমরে আইল যদি সসজ্জ হইয়া,
তুমি কেন পাপ-ভয়ে পরাঙমুখ হও,
শুন সখা বলি তার সদুত্তর লও—
রাজ্যলাভে অন্ধ হয়ে ক্রুর-দুর্য্যোধন
হিতাহিত-বিবেচনা দিল বিসর্জ্জন,
কুলক্ষয় দোষ, মিত্রহত্যা পাপ আর
দেখিতে না পায়—যুদ্ধ ভাবিয়াছে সার।
মোরা সেই পাপপুঞ্জ দেখিয়া শুনিয়ে
এ ঘোরপাতকে মজি কেমন করিয়ে?
হে কৃষ্ণ! তুমিত যুদ্ধে হীনকম্প নও,
হয় নয় বিচারিয়া তুমি তাই কও।
কুলক্ষয়ে চিরন্তন-কুলধর্ম্ম নাশে,
ধর্ম্মনাশে অবশিষ্ট কুলে পাপ গ্রাসে,
পাপ যদি কুলগ্রাসে কত বিঘ্ন তায়।
কুলাঙ্গনাগণে তাহে ভ্রষ্টাচারে ধায়।
সতীর সতীত্বে যদি হয় ব্যতিক্রম,
লভে তায় নানাবর্ণসঙ্কর জনম;
কুল, কুলনাশকের সে বর্ণসঙ্কর
নিরয়-গমন-হেতু—জন্ম [illegible]।
কারণ করে না আর শ্রাদ্ধ বা তর্পণ,
পিতৃলোক করে তাহে নরকে গমন।
বর্ণসঙ্করের জন্ম মহা অমঙ্গল
তাহাদের দোষে ঘটে অনর্থ কেবল।
কুলনাশকের কিছু অসাধ্য ত নাই,
জাতিধর্ম্ম কুলধর্ম্মে নাহি দেয় ঠাঁই!
পুরুষানুক্রমে ছিল যে ধর্ম্ম আচার
সে ধর্ম্ম ত্যজিয়া করে কত অত্যাচার!
কুলধর্ম্ম আর যে আশ্রমধর্ম্ম আছে,
কুলনাশকেরা তা সমূলে নাশিয়াছে!!

হে কৃষ্ণ! এরূপ আমি করেছি শ্রবণ,
যারা স্বীয় কুলধর্ম্ম দেয় বিসর্জ্জন
ধারাবাহী নরকেতে তাদের বসতি
ভোগে তারা সেই স্থানে অশেষ দুর্গতি।
হায় হায়! বলিতে যে বুক ফেটে যায়!
আমাদের মতি হেন পাপ-কার্য্যে ধায়।
তুচ্ছ-রাজ্য-সুখ-লোভে হয়ে জ্ঞান হত,
আত্ম বন্ধু বিনাশিতে হয়েছি উদ্যত।
হে সখে এসব মনে করি আন্দোলন
অস্ত্র ত্যজি করিলাম মৌনাবলম্বন।
এতে যদি অস্ত্র ধরি কৌরবনিচয়
যুদ্ধে নাশে তাও মম শোচনীয় নয়।
পরিণামে মম তাহে হইবে মঙ্গল,
সমরে কি ফল—বৃথা সাম্রাজ্যে, কি ফল?
কহিলা সঞ্জয়—এইরূপ ধনঞ্জয়
শ্রীকৃষ্ণকে কহি মনোভাব সমুদয়
শোকেতে ব্যাকুল হয়ে কাতর হৃদয়ে
রথোপরি বসিলেন অবসন্ন হয়ে।

ইতি প্রথম অধ্যায়।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

কহিলা সঞ্জয় ভূপ করুন শ্রবণ
করুণাভিভূত অশ্রু-আকুলিতলোচন-
বিষণ্ণহৃদয়-পার্থে করি সম্বোধন
এই সব কহিতে লাগিলা জনার্দ্দন—
হে অর্জ্জুন! যে মোহ মানসে জ্ঞানবান জন
তুচ্ছ করি অনায়াসে দেয় বিসর্জ্জন,
যে মোহ হইতে জন্মে অশেষ অধর্ম্ম,
যে মোহ হইতে হয় অখ্যাতির কর্ম্ম,
সঙ্কট-সময় এই সমর-সময়
সে মোহ তোমার কেন হইল উদয়?
হে শত্রুতাপন! কেন হইলে কাতর?
হেন কাতরতা তব নহে শোভাকর।
চিত্ত-দুর্ব্বলতা এবে নহে সুবিধান,
সাহসে সমরে বীর ধর ধনুর্ব্বাণ।
শুনি শ্রীকৃষ্ণের বাক্য কহিলা অর্জ্জুন—
কেমন করিয়া দেই ধনুকেতে গুণ?
অই পিতামহ ভীষ্ম—অমিতবিক্রম,
ঊর্দ্ধরেতা, মহাচেতা, বীর-বরোত্তম,
যে মৃত্যুর অধিকার সর্ব্বত্র বিস্তার,
সে মৃত্যু নিয়ত আছে ইচ্ছাধীন যাঁর,
পক্ষান্তরে যিনি পিতৃহীন আমা সবে
পিতৃ-স্নেহ-নির্ব্বিশেষে পালিলা শৈশবে!
যিনি শিখাইলা বিদ্যা, শাস্ত্র বিদ্যা আর
তাঁরে পারি করিতে কি শস্ত্রের প্রহার?
বীর-রক্ত বটি মোরা বীর-ধর্ম্মাচারী
তা বলে কি কৃতঘ্নতা বিসর্জ্জিতে পারি?
গুরুজন চিরপূজ্য সকলসময়
কেমনে হে করিব তাহার বিপর্য্যয়?
এ ত নহে ধর্ম্মযুদ্ধ—ধর্ম্মের কারণ
পারি বটে সমুদয় দিতে বিসর্জ্জন;
যে সমর-প্রবৃত্তির মূল মাত্র রাজ্য,
তার লাগি কেমনে করিব এ কুকার্য্য?
হের অই পুরোভাগে আচার্য্য আমার
বিজেন্দ্র বীরেন্দ্র দ্রোণ,—পূজ্য নন কার?
নাহি জানিতাম যবে ধনু কহে কারে,
নাহি জানি যবে উহা ধরে কি প্রকারে,
শব্দে মাত্র জানি যবে তূণ-পরিচয়,
সে সময়—সেই শস্ত্র-শিক্ষার সময়
এই শস্ত্র-গুরু যত্নে স্নেহ-সহকারে
কত মতে শস্ত্র-বিদ্যা শিখান আমারে।
দুর্য্যোধন আদি করি কত কত জন
শস্ত্র-শাস্ত্র এঁর কাছে কৈল অধ্যয়ন,
মম সম কেহ নাহি ছিল প্রিয়পাত্র;
আমিই ইহাঁর ছিনু পুত্রাধিক ছাত্র।
কহিয়ে ছিলেন গুরু হয়ে কৃপাবান্
'শিষ্য না করিব আমি তোমার সমান।
অধিক কি যেই বিদ্যা না দিলা সন্তানে

মোরে শিখাইলা তাহা প্রিয়-শিষ্য জ্ঞানে।
যাঁর শিক্ষা-বলে আমি এবে ধনুর্দ্ধর,
বীরেন্দ্র বলিয়ে খ্যাত ভুবনভিতর ;
যাঁর শস্ত্র-শিষ্য বলি শ্লাঘা মনে মনে,
কহ তাঁরে শস্ত্রাঘাত করিব কেমনে ?
এত স্নেহ—এত কৃপা করিয়াছে যেই
এখন কি আমার শরব্য হবে সেই।
একদিকে স্বার্থ, অন্যদিকেতে গুরুত্ব,
বিচারিয়ে দেখ সখে কিসের গুরুত্ব ?
পিতাহতে গুরু কিছু কম গুরু নন,
স্বার্থ লাগি কর্ত্তব্য কি পিতার নিধন ?
যে স্বার্থে স্বীকার্য্য হয় এমন বিষয়
সে কার্য্যে আমার চিত্ত কভু রত নয়।
গুরুজন না বুঝিয়ে হলে বধোদ্যত,
তাঁরে বধ করা কি হে বিচার সঙ্গত ?
গুরু যদি না বুঝিয়ে করেন প্রহার,
শিষ্য কি লইতে পারে প্রতিশোধ তার ?
পিতা যদি সব পুত্রে না দেন সম্পদ,
বর্জ্জিতে তা বলে কি করিবে পিতৃবধ ?
যাঁহাদের সনে বাগ্ যুদ্ধ বিধি নয়,
তাঁহাদের সনে যুদ্ধ কিসে শ্রেয়ঃ হয় ?
দ্রোণ গুরু আদি করি পূজ্যতম সব,
বধিলে ভোগিতে হবে অবশ্য রৌরব।
ইহাঁদিগের বধি পাই যেই রাজ্য ধন,
তাহা হতে শ্রেষ্ঠ গণি ভিক্ষান্ন ভোজন।
বধিলে কেশব! এই সব গুরুলোকে,
ভোগিব না নরক কেবল পরলোকে,
ইহঁদের শোণিতাক্ত-বিভব-বিষয়
ভোগ করিলে কি তা নরক-ভোগ নয় ?
অবনীর আধিপত্য চিরস্থায়ী নয়
তার তরে উচিত কি পাতক সঞ্চয় ?
অর্থ-প্রিয়গণে অর্থ প্রিয়গণে মনে,
সে ভাব কি ভাবে কভু ধর্ম্মপ্রিয়জনে ?
আসি নাই অবনীতে অমর হইয়ে ;
যাব না ঐশ্বর্য্য রাজ্য কিছুই লইয়ে ;
পান্থবাসে পথিকের বিহার যেমন
ভবের বৈভব-ভোগ ভঙ্গুর তেমন ;
এমন ভঙ্গুর-ভোগ করিতে সঞ্চয়,
এত প্রাণী ক্ষয় করা উচিত কি হয় ?
কেবল ত ক্ষয় নয় কুরুদলবল,
বিজয়ী কি হবে মম সহায়সকল ?
রণে বৃষসেন-প্রাণে আশঙ্কা যেমন
অভিমন্যু-প্রাণে সখা ভাবিলে তেমন।
পুত্রশোকে ভানুমতী নয়নের জল
ফেলিবে কে পারে হেন বলিতে অটল ?
হলে হতে পারে সখে ঘটনা এমন,
তব ভগ্নী যাহে করে অশ্রু বরষণ।
গান্ধারী কেবল রণে হতপুত্রা হবে
হেন কি সম্ভবে সখে হেন কি সম্ভবে ?
কি আশ্চর্য্য আছে বল ঘটিতে এমন
হারাতে পারেন মাতা প্রিয়-পুত্রগণ।
জয় পরাজয় যুদ্ধে কি আছে নিশ্চিত!
এমন সংশয়-স্থলে কি হয় উচিত ?
না হয় বিজয় যেন হইলই লাভ,
তার পরিণাম সখে ভাব দেখি ভাব।
সে বিজয়ে আমাদের কি শ্রেয়ঃ সাধিবে ?
বিজয় কি আমা সবে অমর করিবে ?
কেন মোরা মহারণে হয়েছি উন্মুখ ?
জয় লভি পরিণামে পাইব কি সুখ ?
বিজয়ের তিনফল ধর্ম্ম, যশঃ, লাভ,
ধর্ম্মের এস্থলে নাই কিছুই সম্ভাব।
যে রণের মূলমাত্র হৃত-রাজ্য-লাভ,
সে রণ-বিজয়ে কোথা ধর্ম্মের-সম্ভাব ?
যদি জয়ী হই তবে যশঃ আছে বটে,
কে জানে কালেতে ইহা কার ভাগ্যে ঘটে ?
যদি মোরা জয় লভি এই যশঃ পাই ;
কহ দেখি সে যশঃ কি রবে চিরস্থায়ী ?
পার্থিব-ভঙ্গুর-যশঃ করিতে অর্জ্জন,

উচিত কি পরকাল করিতে বর্জ্জন ?
বিজয়েতে পাই যদি স্বার্থ আপনার—
হয় যদি আমাদের ধরা অধিকার,
সে ধরার আধিপত্য যাঁহাদের তরে
ইহলোকে নরগণ সদা ইচ্ছা করে,
সে সব আত্মীয়গণ সুহৃদ, স্বজন,
ভাই, বন্ধু, পুত্র, পৌত্র, পূজ্য-গুরুজন,
সংগ্রামে মৃত্যুকে আগে দিয়ে উপহার,
কি গৌরব পৃথিবীর লভি অধিকার ?
সহ-ভোগী আত্মগণে করিয়া নিধন,
কি কাজ হে ভোগ্য-বস্তু করি আহরণ ?
বাস করিবার যদি লোক নাহি রয়,
কি ফল থাকিলে রম্য-হর্ম্ম্য—মণিময়।
স্ববংশের নাহি থাকে যদি আত্মজন,
কি ফল তা হোলে পেয়ে ধনেশের ধন !
আত্মকুলক্ষয় করি অর্জ্জিব যে ধরা,
অধীনে না রোলে তাহা বংশ-পরম্পরা,
পরম্পর পরের সম্ভোগ-সুখ তরে ;
কহ কোন্ জ্ঞানিজন এ কুকার্য্য করে !
উপাড়ি সমূল-বৃক্ষে ফলভোগে আশ
যে করে সে হয় কি হে সফল-প্রয়াস ?
কারণ যাঁদের মৃত্যু হইলে ঘটন,
ইচ্ছা হয় আমাদের ত্যজিতে জীবন,
দেখ দেখ হে কেশব ! কর দরশন—
অই উপস্থিত সেই ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ,
বন্ধুগণে সমবেতে করিয়া নিধন,
কেমনে করিব এই জীবন ধারণ ?
হইবে ইহাতে মাত্র নিজকুলক্ষয়,
এই সব মনোমধ্যে হইয়া উদয়
শৌর্য্য বীর্য্য মম সব হইয়াছে গত !
সংগ্রামে আমার আর নহে অভিমত।
হে সখে ! সমররতি দিয়া বিসর্জ্জন,
ভিক্ষান্নভোজনে যদি রাখি এ জীবন,
ধর্ম্ম কি অধর্ম্ম তাহে হইবে আমার
বিমোহিত চিত্ত ইহা করিতে বিচার।
কহ সখে ! মম পক্ষে কিসে শ্রেয়ঃ হয়,
শাসন-অধীন-জনে বল সমুদয়।
ইন্দ্রিয়-বিমুগ্ধকর-শোক উপস্থিত,
কিসে কোন কর্ম্মে ইহা হবে নিবারিত ?
নিষ্কণ্টক-রাজ্য যদি লভি অবনীতে,
কিম্বা দৈব আধিপত্য পাবি প্রলভিতে,
কি হইবে তায়—বল কি হইবে তায়,
তাতে কি হইবে শোক-নাশের উপায় ?
এত বলি কি করিলা কুন্তীর নন্দন
কহিতে লাগিলা তাহা সঞ্জয় তখন—
যুদ্ধ করিব না বলি শত্রুনিসূদন-
অর্জ্জুন, বসিলা করি মৌনাবলম্বন।

এইরূপ পার্থের বিলাপ আকর্ণন
করিয়া প্রসন্নমুখে শ্রীমধুসূদন
উভয়-সৈন্যস্থ-বিষণ্ণ-পার্থবরে
এই সব কহিতে লাগিলা সবিস্তরে—
হে পার্থ ! যে সব বন্ধু বান্ধবের তরে
করিতেছ শোক, অতিকাতর অন্তরে,
মূল যদি দেখ তার করিয়া চিন্তন,
হবে না ইহাঁরা কভু শোকের কারণ।
আত্মাদ্বারা প্রবোধিত হয়ে বার বার,
শোকাকুলচিত্ত তুমি হতেছ আবার,
করিতেছ কত মত বাক্য উচ্চারণ
পণ্ডিতাভিমানিজন করে হে যেমন,
ফলত অর্জ্জুন, তুমি যত কিছু কহ
পণ্ডিত ত নহ তুমি পণ্ডিত নহ।
শুন কহিতেছি আমি তাহার কারণ—
বিবেকি-পণ্ডিতদের এইত লক্ষণ,
গত-প্রাণ যে সকল বান্ধবগণ
অগতজীবন আর যত বন্ধুজন
তাদের বিয়োগে হবে কেমনে জীবন
ভেবে তাঁরা শোকে মুগ্ধ হন না কখন।

নিশ্চিত জানিবে তুমি পাণ্ডুর তনয়,
ভীষ্মাদির লাগি শোক করা যোগ্য নয়।
আমি পরমেশ—শুদ্ধ লীলার কারণ
সময় সময় করি শরীর ধারণ।
এই আছে দেহ মম এই দেহ নাই
মনোমাঝে বিশেষ চিন্তিয়া দেখি তাই,
বর্ত্তমান ছিনু না যে পূর্ব্বেতে কখন
ভেবনা এমন মনে ভেবনা এমন,
অনাদি অনন্ত আমি অখিলের পতি
খাটেনা এদোষারোপ কভু মোর প্রতি।
তুমি, আর এই যে সম্মুখে রাজগণ
মম অংশে সকলেরি শরীর ধারণ,
তাই বলি তোমরা যে পূর্ব্বেতে কখন
নাহি ছিলা সম্ভাবিত না হয় এমন,
পূর্ব্বেতেছিলাম, যথা এখন যেমন
রয়েছি, আমরা শেষে রহিব এমন।
অলীক হইল যদি জনম মরণ,
বন্ধুগণ-নাশে শোক তবে কি কারণ?
কৌমার, যৌবন, জরা, করে হে যেমন
শরীরাভিমানী-জীবাত্মারে আক্রমণ
বাস্তবিক জীবাত্মার তাহে কিছু নয়
পায় বটে কালে এই স্থূল-দেহ লয়,
দেহ নাশে আত্মা, লিঙ্গ-শরীরের দ্বারা
অন্য-দেহে প্রবেশে এ চিরন্তন ধারা।
আত্মার কখন তায় বিনাশ না হয়
তাই মৃত্যু জন্মে শোক হর্ষ কিছু নয়।
শীত উষ্ণ সুখ দুঃখ ভোগে যে মানব
ইন্দ্রিয়-বৃত্তিতে তাহা হয় অনুভব,
অনিত্য এসব যথা নিত্য কিছু নয়
জানিয়া এসব সহ্য করা যুক্তি হয়।
আতপের তাপ আর সলিল বর্ষণ,
উষ্ণ শীত দুঃখ সুখ কারণ যেমন,
ইষ্ট আর অনিষ্টেতে সেইরূপ হয়
মানবের মনে শোক দুঃখাদিময়।
ইহাও ত নিত্য নয় কিছু নিত্য নয়
অতএব সহ্য করা সমুচিত হয়।
ধীর তুমি বীর তুমি বুদ্ধির আধার,
সুখ দুঃখ সহ্য করা উচিত তোমার।
হে পুরুষোত্তম পার্থ! সুখ দুঃখে যাঁর
মনেতে না হয় হর্ষ বিষাদ সঞ্চার
ইন্দ্রিয়-বৃত্তিতে যাঁরে ক্লেশ দিতে নারে
সেই সে মহাত্মা—শত ধন্যবাদ তারে।
ধর্ম্মজ্ঞান সেইজন করি উপার্জ্জন
পরিণামে হয় মোক্ষ প্রাপ্তির ভাজন।
অতি তুচ্ছ শীত উষ্ণ, সুখদুঃখচয়,
আত্মার এসব কিছু স্থায়ী ধর্ম্ম নয়,
সৎস্বভাবি-আত্মার, বিনাশ নাহি হয়
সত্যদর্শী তত্ত্বজ্ঞেরা করিলা নির্ণয়।
অনিত্য-দেহেতে সাক্ষীরূপে ব্যাপ্ত যিনি
সে আত্মায় জান—তারে অবিনাশী তিনি।
অব্যয় স্বরূপ আত্মা বিনষ্ট না হয়,
বিনাশ করিতে তারে কেহ শক্য নয়,
সুখ দুঃখ নশ্বর-শরীর নয় তার
নিত্য—নিত্য—নিত্যের স্বরূপ সে আত্মার।
সুখ দুঃখ সম্বন্ধ আত্মার কিছু নয়
তাই বলি মোহ শোক ত্যজি এসময়
সমরে প্রবৃত্ত হও হয়ে উৎসাহিত
স্বধর্ম্ম যুদ্ধ ত্যাগ নহে সুবিহিত।
হনন ক্রিয়ার কর্ত্তা, কর্ম্ম, আত্মা নহে,
যে ইহারে হন্তা কহে সে অলীক কহে,
হত বলে যে ইহারে করেছে স্বীকার,
কিছুই জানেনা সেই—অল্পবুদ্ধি তার।
আত্মা কভু কাহাকেও না করে হনন,
হত নাহি হয় কার আঘাতে কখন,
অন্য-বস্তু যত কিছু আছে এসংসারে
সকলি আক্রান্ত ষট্-প্রকার বিকারে,
সে ছয় বিকারে আত্মা বিকৃত না হয়,
জন্ম-মৃত্যু-শূন্য আত্মা, শাশ্বত অব্যয়।

সমস্ত স্বভাবে সমভাবে সুপ্রকাশ
দেহের বিনাশে তার নাহয় বিনাশ,
হ্রাস বৃদ্ধি শূন্য, শূন্য জনন মরণ,
একপ আত্মায় জানে নিশ্চিত যে জন
বল ওহে ধনঞ্জয়! কেন সেইজন
কি কারণে কোন জনে করিবে হনন?
অথবা আপনি প্রয়োজক হয়ে তায়
কি আশয়ে কারে দিয়ে আঘাতিবে কায়?
কৌরবকুলের হন্তা ভাবি আপনায়
তার প্রয়োজকজ্ঞান করিয়া আমায়,
হয়েছে তোমার মহাভ্রমের সঞ্চার
কর কর কর এই ভ্রম পরিহার।
পরিধেয় বস্ত্র জীর্ণ হইলে যেমন
নববস্ত্র পরে তাহা করিয়া বর্জ্জন,
আত্মা জীর্ণদেহ ত্যাগ করিয়া তেমন
পুনরায় নবকায় করে হে গ্রহণ।
কর্ম্ম-জন্য দেহ হয় জন্মনাশাধীন,
স্থির জানি ধীর এবে হও শোকহীন।
হে সখে, এআত্মা কিছু নহে সাধারণ:
তীক্ষ্ণঅস্ত্র নারে ইহা করিতে ছেদন,
বটে বটে সর্ব্বভুক হয় হুতাশন
সে অগ্নি নাপারে ইহা করিতে দাহন,
সলিল ইহারে আর্দ্র করিতে না পারে,
বায়ু নহে শক্য এরে শুষ্ক করিবারে।
আত্মা হীন অবয়ব—অবয়বী নয়,
কেমনে হইবে বল ছেদের বিষয়?
কেমনে করিবে তারে দহন দাহন?
ক্ষালিবে; শুকাবে কিসে সলিল পবন?
আত্মা, নিত্য, অবিনাশী সর্ব্বত্রে প্রকাশ,
অচল; অনাদি স্থির-স্বভাবে বিকাশ,
জ্ঞানেন্দ্রিয় অগোচর, অব্যক্ত-স্বরূপ,
মনের অগম্য বটে সে অচিন্ত্যরূপ,
অকার্য্য—কর্ম্মেন্দ্রিয়ের অবিষয় বটে;
তত্ত্বজ্ঞানিগণ ইহা দবিবার রটে।

জন্মমৃত্যু-পরিশূন্য স্বভাব আত্মার
জানি অনুশোচ পার্থ কর পরিহার।
দেহ জন্মে আত্মা জন্মে দেহ নাশে নাশ
হয়—যদি এইরূপ করহ বিশ্বাস,
অহে মহাবহু মহাবীর ধনঞ্জয়!
তবু তব শোক করা উচিত না হয়,
যে জন্মে তাহার মৃত্যু রয়েছে নিশ্চিত,
যে মরে তাহার জন্ম নহে নিবারিত,
তাই বলি হয়ে তুমি জ্ঞানবান-লোক
এমন বিষয়ে কেন করিতেছ শোক?
জনমের আগে সখা ভূত সমুদয়
প্রকৃতিতে বিলীন হইয়ে সদা রয়,
তখন অব্যক্ত ভাব—ব্যক্ত নাহি হয়,
শোক দুঃখ কিছুনা আক্রমে সে সময়।
কারণবশতঃ পরে জনম লভয়
জনমিয়ে আমরণ প্রকাশিত হয়,
ব্যক্ত-ভাব সে সময় হয় পরকাশ
অব্যক্ত-ভাবের আর থাকেনা আভাস;
এইরূপ মরণ হইলে পুনরায়
অব্যক্ত কারণে ভূত লীন হয়ে যায়।
যে দেহের হল সখা স্বভাব এমন,
সে দেহের নাশে শোক হয় কি শোভন?
শাস্ত্র আলোচনে আর আচার্য্য-বচনে
আত্মার স্বভাব জ্ঞাত হয়ে কোন জনে
বিস্মিত হইয়া রহে—ভাবে চমৎকার
আশ্চর্য্য বলিয়া কেহ কহে বারবার।
আত্মার স্বভাব সখা কোন কোন জন
অতীব আশ্চর্য্যবৎ করে আকর্ণন,
দেহাদিতে আত্ম-জ্ঞান করি কোন জন
বিস্ময়াভিভূত হয়ে পড়ে হে এমন
আত্মতত্ত্ব শ্রবণ করিয়া শতবার
জানিবারে নাহি পারে স্বভাব আত্মার।
আত্মতত্ত্ব মিত্রবর! দুর্জ্ঞেয় [illegible]
অনেক দেখিয়া, অতি অনেক [illegible]

জানিতে আত্মার তত্ত্ব সম্যক্ না পারে ;
সত্যং এই সখা কহিনু তোমারে।
নশ্বর-দেহেতে আত্মা দেহী রূপে উক্ত ;
দেহের বিয়োগে আত্মা না হয় বিযুক্ত ;
নিত্য, অবধ্য, এ আত্মা মনে জানি সার ;
কর কর সখা আশু শোক পরিহার।
এই সখা সাংখ্যযোগ কহিনু তোমায়।
ইথে তত্ত্বজ্ঞান তব যদি না জন্মায়
শুন তবে কর্ম্ম-যোগ কুন্তীরনন্দন,
বিস্তারিয়া বলি তোমা সেই বিবরণ—
ঈশ্বর-অর্পিত-কর্ম্মে চিত্তশুদ্ধি হয়,
অপরোক্ষ-জ্ঞান সখা তাহাতে জন্মায় ;
এইরূপ জ্ঞানলাভ করে যেই জন
কর্ম্ম-বন্ধ হতে সেই হয় বিমোচন।
নিষ্কাম-কর্ম্মের যোগ কৈলে আরম্ভন
না হয় না হয় তাহা নিষ্ফল কখন,
প্রত্যবায় না জন্মায় জানহ নিশ্চিত
ঈশ্বরের কার্য্যে বিঘ্ন নহে সম্ভাবিত।
ঈশ্বরাধনে অল্প-ধর্ম্ম-অনুষ্ঠান
ভীষণ-সংসার হতে করে পরিত্রাণ।
ঈশ্বরাধনারূপ কর্ম্মের সাধনে
ব্যবসায়াত্মিকা-বুদ্ধি উপজয় মনে,
তাহে তার এই দৃঢ় সংস্কার হয়,
ভক্তিবলে মুক্তিলাভ হইবে নিশ্চয়।
হেন একাগ্রতালাভ মুক্তির কারণ
কর্ম্মি-ব্যক্তিদের কিছু না হয় তেমন,
অনন্ত কামনা হেতু তাহাদের মনে
বুদ্ধির বিবিধ-শাখা জন্মে ক্ষণে ক্ষণে।
ঈশ্বর-সাধনে নিত্য-নৈমিত্তিক-কর্ম্ম
সাধনে হইলে ত্রুটি না হয় অধর্ম্ম।
যথাসাধ্য সেমত করিবে অনুষ্ঠান
তাহাতে কখন না হইবে অকল্যাণ।
যেই রূপ বিষলতা নয়নরঞ্জিনী,
কর্ম্মফল-শ্রুতি তথা মানস-মোহিনী,
স্বর্গলাভ, পুত্রলাভ ধন,ধান্য লাভ
কর্ম্মফল শ্রুতি শুনি জন্মে এইভাব।
হে অর্জ্জুন ! মূঢ়গণ এই দৃঢ় করি
স্থাপে না বিশ্বাস আর ঈশ-তত্ত্বোপরি
কামনাতে তাহাদের ব্যাকুল হৃদয়,
স্বর্গ, পুরুষার্থ সে সবার জ্ঞান হয়।
জন্ম, কর্ম্ম, ফলপ্রদ যে সব বচন
সে সকল করে তারা আদরে গ্রহণ ;
ঐশ্বর্য্যাদি ভোগলাভ উপায় বিহিত–
যে সকল বাক্য বেদে হয়েছে কথিত
সে সকলে করে তারা বিশ্বাস স্থাপন,
আত্মতত্ত্ব প্রতি তত নাহি দেয় মন।
বিষয় বিভোগে যাঁর ব্যাসক্ত-হৃদয়
মনোহারী-বেদ-বাক্যে তারা মুগ্ধ হয়।
ঈশ্বরেতে মুখ্যনিষ্ঠা তাদের না হয়,
নিষ্কামী তোমার হওয়া যুক্তি ধনঞ্জয়।
কূপতড়াগাদি ভ্রমি হয় যেই ফল,
মহাহ্রদ-প্রাপ্ত-জনে পায় না সে ফল ?
ভগবদ্ ভক্তি-বলে পায় পরিত্রাণ
জনময় যার সখা হেন ব্রহ্মজ্ঞান,
না করিলে বেদের বিহিত কর্ম্মচয়
সে সব কর্ম্মের ফল সেজন লভয়।
বিভু-ভক্তি হতে যদি সব ফল পাই
কর্ম্মকাণ্ডে ভ্রমি তবে কেন ক্লেশে যাই
শুন সখা কহি এর বিহিত বিধান—
কর কর্ম্ম তুমি লাভ করি তত্ত্বজ্ঞান।
কর্ম্মজ ফলের লাগি কামনা বিস্তার
করিবার অভিলাষ কর পরিহার,
কামনা বর্জ্জিয়ে কর্ম্ম করিলে সাধন
কদাচ না হয় তাহা বন্ধের কারণ
কর্ম্মব্যবহিত ফল শুদ্ধ তত্ত্বজ্ঞান,
সিদ্ধ বা অসিদ্ধ দুই ভাবিয়ে সমান,
কর্ত্তৃত্বের অভিমান করি পরিহার
কর্ম্ম-অনুষ্ঠান কর, এই যোগ সার।

ঈশ্বর-উদ্দিষ্ট কর্ম্ম, কর্ম্ম সেই [illegible],
কর্ম্ম ফলাকাঙ্ক্ষি-ব্যক্তি অ[illegible] প্রাপয়।
স্বর্গ-সুখভোগ আর নিরয়-গ[illegible]
পুণ্য পাপ বটে এই দু[illegible],
জানিজন এই দুই একাম্ম ত[illegible]
[illegible] কেন এ দুই হতে [illegible],
করহ নিষ্কামকর্ম্ম যত্নে [illegible]
ঈশ্বর-উদ্দিষ্ট কার্য্য [illegible] দান।
এই যে কৌশল—সখা এই [illegible] কৌশল
ইহাকেই 'যোগ' বলে [illegible] সকল।
সুবোধ-জ্ঞানিরা কর্ম্ম-ফল প[illegible] লাগি,
করে কর্ম্ম অনুষ্ঠান বিভু-[illegible] গি।
আত্মজ্ঞান রতনেতে হই [illegible] ত,
জন্ম-মৃত্যু-পাশ হতে [illegible] চিত,
সমুদয় উপদ্রবে কবি [illegible]
পরিশেষে ব্রহ্মপদ [illegible] ভ।
এইরূপ ক্রমে করি [illegible],
সার জ্ঞান তোমার [illegible] যখন
জানিবে তখন-তুমি নি[illegible] চয়
দেহ আর আত্মা দুই [illegible] নয়।
যত শুনিয়াছ, যত [illegible],
বৈরাগ্য জন্মিবে তাহে [illegible] মন,
লোক হোতে বেদ হোতে [illegible] বিধ বিষয়
শুনিয়ে চঞ্চলচিত্ত—স্থি[illegible] নয়,
এই বুদ্ধি না ধাইয়ে [illegible] অন্তরে
অভ্যাস-অধীনে স্থৈর্য্য [illegible] কৈলে পরে
ঈশ্বরেতে নিশ্চলত্ব [illegible] যখন,
তত্ত্বজ্ঞান প্রাপ্ত তুমি হইবে তখন।

বিনয়ে অর্জ্জুন [illegible] কয় নারায়ণ!
কি প্রকার হয় স্থির-প্র[illegible] লক্ষণ?
কিরূপ করেন তিনি, কথা কি প্রকার
কিরূপ চলেন, সব কহ সবিস্তার।
কহিলেন নারায়ণ শুন ধনঞ্জয়—
মনোগত-বিষয়াশা যবে দূর হয়,
পরম-আনন্দ আত্ম-স্বরূপে সন্তোষ
জন্মে—দূর গত হয় সমুদয় দোষ,
তখন তাঁহায়—সখা তখন তাঁহায়
স্থির-প্রজ্ঞ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়।
দুঃখ পেলে মনে যাঁর না জন্মে বিষাদ,
সুখভোগে মনে যাঁর না জন্মে আহ্লাদ
বিষয়ানুরাগ ভয় ক্রোধ এসকল
পরিহার করি করে হৃদয় নির্ম্মল,
এমন অবস্থা লাভ করে যেইজন,
স্থির-প্রজ্ঞ বলি তাঁরে কহে মুনিগণ।
পুত্র মিত্র আদি করি বান্ধব স্বজন
অন্তরে এদের স্নেহ করিয়ে বর্জ্জন,
সুখে দুঃখে স্পৃহা দ্বেষ বিরহিত হয়ে
উদাসীন মত রহে নির্ভয়-হৃদয়ে,
ঈশ্বরেতে বুদ্ধি তাঁর দৃঢ়নিষ্ঠ হয়,
নিশ্চয়ই ইহা জান ধনঞ্জয়।
যথা কূর্ম্ম হস্ত পদ ইন্দ্রিয়নিকরে
স্বভাবতঃ দেহমধ্যে লুকায়িত করে
সেইরূপ, প্রিয় সখা, করিয়া যতন
ইন্দ্রিয়ে বিষয় হোতে করিতে বারণ
সক্ষম যেজন হয়—সক্ষম যেজন
তত্ত্বজ্ঞানী বলি উক্ত হয় সেইজন।
নিরিন্দ্রিয় জ্ঞানহীন যে সকল জন
বিষয়ে নিবৃত্তি যদি লভয় কখন,
মনোমত আশা তাহে দূর নাহি হয়,
জ্ঞাননিষ্ঠ ব্যক্তিদের এইরূপ নয়।
জ্ঞানিদের মনোগত যত অভিলাষ
জ্ঞানলাভ হলে পরে হয়ে যায় নাশ,
বিবেকি ব্যক্তিরা যদি মোক্ষের কারণ
প্রাণপণ করি সদা করেন যতন,
তথাপি দুর্দ্দান্ত অতি ইন্দ্রিয়নিচয়
বিষয়ের প্রতি সদা চিত্ত আকর্ষয়,
অতএব যত্নে করি ইন্দ্রিয়-দমন
আমা প্রতি কর সেই চিত্ত সমর্পণ

জিতেন্দ্রিয় যেই সখা জিতেন্দ্রিয় যেই
তত্ত্বজ্ঞ বলিয়া বটে উক্ত হন সেই,
ঈদৃশ তত্ত্বজ্ঞ করি ইন্দ্রিয়-শাসন
ব্রহ্ম-নিষ্ঠা হয়ে কাল করেন যাপন।
যে সকল ব্যক্তি সদা বিষয় চিন্তয়,
বিষয়ে আসক্ত হয় তাদের হৃদয়
আসক্তি হইতে শেষ জন্মে অভিলাষ,
অভিলাষ রোধে হয় ক্রোধের প্রকাশ,
মনেতে যখন হয় ক্রোধের সঞ্চার,
বোধের উদয় কোথা সে সময়ে আর ?
শাস্ত্রের নিষেধ, বিধি, ক্রুদ্ধ না আচরে,
আচার্য্যের উপদেশ অবহেলা করে,
সমুদয় একবারে হয় বিস্মরণ,
বিস্মরিলে মনে নাহি প্রকাশে চেতন,
চেতনা-বিহীন হয় যখন হৃদয়,
সে সময় জীবগণ শব তুল্য হয়।
রাগ-দ্বেষ-বিবর্জিত-ইন্দ্রিয়সকল
মনের অধীন তারা জানহ অটল,
মন যার বশীভূত—সব বশ তার
বিষয়ে জন্মে না তার মনের বিকার,
বিষয়-ভোগেতে লিপ্ত থাকিয়া সে জন
করিবারে পারে শান্তি-সুধা-আস্বাদন,
মনেতে যখন হয় শান্তির উদয়,
শোক দুঃখ সে সময় সব নষ্ট হয়।
হৃদয় প্রসন্ন, বুদ্ধি নির্ম্মল হয়,
আশু যেয়ে পরব্রহ্ম করে সে আশ্রয়।
বশীভূত নহে যার ইন্দ্রিয়নিকর,
গুরু-উপদেশ তার হেন হিতকর,
তাই বলি জগদীশে না জানে যে জন
কেমনে পাইবে সেই শান্তি-আস্বাদন ?
ব্রহ্মবিষয়িণী-বুদ্ধি না জন্মে তাহার,
ঈশ্বর-সাধন সে করিবে কি প্রকার ?
যে না পারে ব্রহ্ম-রূপ করিতে চিন্তন,
সে কেমনে শান্তি-রস করিবে গ্রহণ

শান্তি-সুধা ভ[illegible]গ্য নাহি ঘটিল যাহার
মোক্ষানন্দ [illegible] জন লভিবে কিপ্রকার ?
বিষয়েতে [illegible] ইন্দ্রিয়সকল
মধ্যে যদি [illegible]টিও হয় সুপ্রবল,
সেই এক ই[illegible]য়ের এমন শাসন
বিষয়ানু[illegible] করে পুরুষের মন।
সে ই[illegible] সময় দিয়ে প্রলোভন
ব্রহ্ম-নিষ্ঠ[illegible]নিষ্ঠা করয় উৎপাদন।
অশি[illegible]কের তরণী যেমন
জলোপরি [illegible]লিত করে সমীরণ,
তাই বলি হে অর্জ্জুন ইন্দ্রিয়নিকরে
শাসনে [illegible]ত সদা শক্তি যেই ধরে
তত্ত্বজ্ঞান [illegible] জন অবশ্য লভয়,
সত্য স[illegible] সত্য ইহা জান ধনঞ্জয়।
জ্ঞানহীন [illegible]ধহীন জীবসমুদয়
কাছে, ব্র[illegible]নিষ্ঠা রাত্রিতুল্য জ্ঞান হয়,
ইন্দ্রিয়-দ[illegible]ক্ষম ব্যক্তি যে সকল,
যাঁহাদের [illegible] ব্রহ্ম নিয়ত নিশ্চল
তাঁহাদের এরূপ জ্ঞান নাহি হয়,
নিশ্চি[illegible] জান ধনঞ্জয়।
নানা [illegible]দী-নীর সাগরে যেমন
প্রবেশ[illegible]য়ে করে পূর্ণতা সাধন
সমুদ্রের [illegible] তাহে অতিক্রান্ত নয়
ব্রহ্মজ্ঞ [illegible]নের কথা এইরূপ হয়।
প্রারব্ধ [illegible] ফলে বিভব বিষয়
ব্রহ্মজ্ঞ [illegible]কট বটে উপস্থিত হয়,
তাহাতে আসক্তি কভু জন্মে না তাহার,
বিষয় [illegible]বনা তার জন্মাতে বিকার,
এ[illegible] মোক্ষ-প্রাপ্তির ভাজন
বিষয়ী [illegible] তার যোগ্য নহে কদাচন
প্রাপ্ত-বি[illegible]য়ের প্রতি উপেক্ষা দর্শন,
অপ্রাপ্ত-বিষয় লাভে নাই আকিঞ্চন
অহঙ্কার অলঙ্কার হতে বিরহিত
ভোগ-সাধনের প্রতি মমতা বর্জ্জিত,

ঈশ্বরের প্রতি করি হৃদয় অর্পণ
প্রারব্ধ কর্ম্মের ফল করেন গ্রহণ,
ঈদৃশ যে জন—সথে ঈদৃশ যেজন
অবশ্যই হবে সেই মোক্ষের ভাজন।
হে পার্থ! এ ব্রহ্মনিষ্ঠা হইয়াছে যাঁর
মুগ্ধ করিবারে তাঁয় না পারে সংসার।
মৃত্যুকালে এই নিষ্ঠা যদি থাকে ক্ষণ,
পরব্রহ্মে লীন হয় অবশ্য সেজন।
বাল্যাবধি এই নিষ্ঠা লভে যেইজন
তার ফল আমি কত করিব বর্ণন?
প্রারব্ধ এযুদ্ধ এর ফলিবে যে ফল,
তুমি মাত্র উপলক্ষ তাহার কেবল,
ঈশ্বরের প্রতি চিত্ত করিয়ে অর্পণ;
উপস্থিত যুদ্ধে কর ধনুক ধারণ,
অবশ্য ইহাতে শ্রেয়ঃ হবে তব লাভ
ইহাতে সংশয় অণুমাত্র নাহি ভাব।
নহ তুমি এ রণের স্বার্থ মাত্র মূল,
বুঝিবার ভুল তব বুঝিবার ভুল।
অদৃশ্য অজ্ঞাত থাকি দস্যুরা যেমন
ধনিকে বধিয়া ধন করে উপার্জ্জন,
তুমিত হে সেইমত বধ করি কারে,
এযে নাই আপনার স্বার্থ লভিবারে,
ধর্ম্ম-ন্যায়-যুক্ত-যুদ্ধ শ্রেয়স্কর যত
অন্য কার্য্য ক্ষত্রদের না হয় সে মত।
প্রার্থনা ব্যতীত হেন শ্রেয়ের সাধন
সমরে লভে হে ভাগ্যবন্ত ক্ষত্রিগণ,
এমন যে রণ সখা এমন যে রণ
করে তাহা স্বর্গের অর্গল উদ্ঘাটন।
যাঁরা লাভ করে হে সমর এ প্রকার
তাঁহারাই সুখী, সখা সুখী কে বা আর?
উপস্থিত ধর্ম্মযুদ্ধ ত্যাগ যদি কর—
সাহসে সমরে শর ধনু নাহি ধর,
ধর্ম্ম আর কীর্ত্তি দুই ত্যাগের কারণ
অবশ্য হইবে তুমি পাপের ভাজন

লোকেতে কহিবে তব অযশঃ প্রচার,
চিরকাল সে অযশঃ ঘুষিবে সংসার।
সমরে সমর্থ তুমি অসমর্থ নও,
কেন তবে সংগ্রামেতে পরাঙ্মুখ হও?
যে ব্যক্তি সমর্থ যাতে সে বিষয়ে তার
অযশঃ মরণাধিক—কি কহিব আর?
বহুগুণযুত তোমা জানেন যাঁহারা
যুদ্ধ পরিত্যাগ কৈলে নিন্দিবে তাঁহারা;
ভীত হয়ে যুদ্ধে তুমি হইলে বিরত,
এইরূপ ভাবি তাঁরা কহিবেন কত।
পূর্ব্বেতে যে সব মহারথ ধনুর্দ্ধর
নিকটে লভিলা তুমি কত সমাদর,
এখন করিবে তাঁরা মানের লাঘব
যাবে পূর্ব্বকৃত তব গৌরব-সৌরভ।
সামর্থ্যকে নিন্দা করি তব শত্রু সবে
এখনি অযোগ্য বাক্য কত মত কবে।
দুঃখের বিষয় তব ইহা হতে আর
কি আছে দেখহ মনে করিয়া বিচার।
এই যুদ্ধে যদি তুমি ত্যজহ জীবন
অনায়াসে সুরপুরে করিবে গমন।
ভাগ্যক্রমে এসংগ্রামে যদি লভ জয়,
ভোগিবে এ অবনীর সুখসমুদয়।
উভয় প্রকারে তব শ্রেয়স্কর রণ,
উঠ, রণ কর, ধর শর শরাসন।
হবে না কখন পাপ এঁদের হননে
জ্ঞাতি বন্ধু সবে হবে সমুদ্যত রণে।
সুখ দুঃখ, লাভ ক্ষতি, জয় পরাজয়
মনেতে সমান জ্ঞান করি সমুদয়,
হরিষ বিষাদ শূন্য হয়ে ধর্ম্মরণে
রত হও তরিবে পাপের আক্রমণে।

ইতি দ্বিতীয় অধ্যায়।

—

নবরস-তরঙ্গিনী।

প্রথম তরঙ্গ।

(করুণরস।)

দ্বারী কর্ত্তৃক প্রতারিতা যশোদার
বিলাপ।

অরে অরে কোথা রে গোপাল ?
দেখ্ দেখ্ তোর মারে,
কাঙ্গালিনী বল্যে মারে,
মানে না দোহাই তোর, তোর দ্বারপাল।
তোর সনে দেখা করিবার তরে,
কত কাঁদিলাম তার পায় ধরে,
হায় হায় !—দয়া তবু না বিতরে !
গাল দেয় কত আরো চক্ষু করে৷ লাল।
এত ছিল কপালে রে।—আ পোড়াকপাল ॥

১

ওরে ওরে ওরে নীলমণি !
আমি ত রে অন্য নই,
তোরিত জননী হই,
কত তোরে কোলে কর্য়ে খাওয়ায়েছি ননী
বহুদিনে আজ পেয়ে অবসর,
এনেছি রে বাপ্ ক্ষীর, ননী, সর,
"মা" বলিয়ে কোলে আয় —ধর, ধর
অধরেতে ননী সর ওরে ননীচোর।
তাপিত-জীবন বাছা জুড়া জুড়া মোর।

২

ওরে "কাল আসিব" বলিয়ে
আইলিরে মথুরায়
আজো কাল না ফুরায়
ভুলে গেলি দুখিনীরে রাজত্ব পাইয়ে।
হ রে বাছা তুই রাজা হ রে হ রে
র রে বাছা তুই সুখে র রে র রে
যশোদা নিয়ত বাঞ্ছা এই করে।
রাজ রাজশ্রী তোর হোক দিন দিন্
জননী কি কখন পুত্রকে ভাবে ভিন্ ?

৩

কিন্তু বাপ ! একীতি কেমন ?
মত্ত হয়ে রাজপদে
ভয় নাই মাতৃ-বধে
দয়া ধর্ম্ম সকলি কি দিলি বিসর্জ্জন।
হ রে হ রে তুই দয়া ধর্ম্ম হীন,
তবুও যশোদা তোর চিরদিন
মঙ্গল চাহিবে, নাভাবিবে ভিন,
যশোদা-জীবন তুই, ওরে নীলমণি !
আজ কি ভুলিলি তাই হয়ে নৃপমণি ?

এই রীতি আছে চিরকাল,
পুত্র পৃথীপতি হন,
তনয় বই ত নয়,
জননীর কাছে তবু দুধের ছাওয়াল।
না হয় রে তুই হয়েছিস রাজা,
লোকে তোরে কয় রাজা মহারাজা
ভাবলো কি তোরে কব আমি রাজা ?
না, না, রাজ সম্বোধন আসে না বদনে,
গোপাল যে তুই মোর, তাই পড়ে মনে।

৫

তবে যদি মোরে মা বলিতে
আজ লাজ হয় তোর,
ওরে রে মাখনচোর,
হবেনা রে তোরে আর মা বলে ডাকিতে,
কেবল বারেক দেখা দিয়া যা রে
প্রাণ যায় প্রাণ বাঁচা রে বাঁচা রে
নিরখিতে তোরে কেবল বাছা রে
এসেছেন মারো আজো রয়েছে জীবন,
না হল্যে এ অপমানে বেরে তো কখন ॥

অপমানে ভাবি একবার,
আর না রাখিব প্রাণ
করিয়া গরল পান,
পোড়া প্রাণ এখনি করিব পরিহার।
গর্ব্ভে ধরিলাম এত কষ্টে যারে,
সে যদি না মনে করিল আমারে,
তবে আর মিছে কি সুখে সংসারে
বেঁচে থাকা,—শেষ যেন কেহ ডেকে কয়
'না না, রাণি, তোমার গোপাল পর নয়।'

৭

অমনি রে তোর চন্দ্রানন
দেখিবারে প্রাণ কাঁদে,
মনে না ধৈরজ বাঁধে,
কোথা তুই?—দেখা দিয়ে রাখরে জীবন।
গোপাল, গোপাল। বলো উচ্চৈঃস্বরে,
ডেকে ডেকে আর বাক্য নাহি সরে
তবু কি রে তোর শ্রবণ-বিবরে
পশে না এ দুঃখিনীর কাতর-ক্রন্দন,
হা রে তুই কবে হলি নিঠুর এমন?

৮

ভুলি নাই মনে আছে সব
হোলো বুঝি দিন দুই
আগে গোষ্ঠমাঝে তুই
গোপাল রাখালসনে গেলরে মাধব।
দিবা দ্বিপ্রহর হোত রে যখন
ডাকিতাম তোরে খাইতে তখন
বৎসহারা গাভী ডাকিলে যেমন
আসে বৎস, আস্ তিস্ অমনি তখন
শতডাকে নাহিদিস্ উত্তর এখন!

৯

ওরে তোর নাই কিছু দোষ।
বুঝেছি জেনেছি সার
রাজ্যপদ পেয়ে কার
না জন্মে মত্ততা?—বৃথা তোরে দেই দোষ,।
আমি কাঙ্গালিনী তুই মহারাজ
কেন তুই মোরে চিনিবি রে আজ॥
মা বলিলে তোরে পেতে হবে লাজ
ভূপতি সমাজে, তাই করিয়া মন্ত্রণা,
দ্বারীদিয়ে ভাল মোর করিলি লাঞ্ছনা॥

১০

রে গোপাল নরপতি সবে,
না জানিল কেবা আমি
কিন্তু যিনি অন্তর্য্যামী
তার কাছে তোর যে রে অপরাধ হবে।
আমি যদি তোর দ্বারীর প্রহারে
এ ঘৃণিত-প্রাণ ত্যজি এই দ্বারে,
মাতৃ-হত্যা পাপ অর্শিবেরে কারে?
একবার দেখ মনে করিয়া বিচার,
মাতৃহত্যা হতে বল পাপ কি রে আর?

১১

না বৃথা দেখানো এই ভয়,
আমি তোর মা ই নই,
সামান্যা গোপিনী হই,
আমি মলে তোর কিছু পাপ পুণ্য নয়,
ইহা রে তুই এই ভেবেছিস কি রে?
মা বলিয়ে বুঝি এরে দেবকীরে,
বল্ দেখি কর দিয়ে মোর শিরে
আমি তোর মা নৈ তুই গোপাল আমার
নয়?—কে না জানে কৃষ্ণ প্রাণ যশোদার।

১২

কে না জানে পুত্রের জননী
পূজনীয়া, কেবা কুত্র,
দেখেছে, মায়েরে পুত্র
অনাদরে, আপনি হইয়া নৃপমণি?
কিন্তু কৃষ্ণ তুই রাজত্ব পাইয়ে,
দিলিরে নূতন রীতি দেখাইয়ে,
ভীত হই আমি ইহাই ভাবিয়ে,

পাছে তোর এত লোকে অনাদরে যায়,
তা হলে জননীদের কি হবে উপায় ।।

১৩

ওরে, এতে দোষ নাই তোর,
বিষয় বাড়ে রে যার,
তারি এই ব্যবহার।
বুঝিয়াছি সার সব ভাগ্য দোষ মোর।
না হলো বা কেন এত বিড়ম্বন
অদৃষ্টে ঘটিবে, অরে কৃষ্ণধন।
তুই বা কি জন্যে হবি রে এমন
নিঠুর।—কেন বা স্বামী করিবে প্রহার।
কপালের দোষ সব দোষ দিব কার ।।

১৪

স্বামী মোরে বলে উন্মাদিনী,
বাছা তোরে হয়ে হারা,
হারায়েছি আঁখি তারা,
হয়েছি পাগল পারা দিবস যামিনী।
শয়নে স্বপনে শুনি সর্ব্বক্ষণ,
"কোথা মা আমার এই সম্বোধন
করো যেন তুই, রে নীলরতন,
ক্ষীর, সর লতেছিস, হেসে এসে চেয়ে।"
আবার দেখিনা কিছু আঁখি মেলে চেয়ে।

১৫

গোপাল বলিয়া উভরায়,
ডাকি,—তুই নাই পাশে,
মা বলে মধুরভাষে,
কে সন্তাষে কোলে এসে কে মোরে জুড়ায় ॥
অমনি হঠাৎ হয় রে স্মরণ,
এসেছিস্ তুই এ মধুভুবন.
বলি মন্মে, কই সে নীলরতন ?
দাও এনে, শুনে মর্ম্ম ছাড়ে দীর্ঘশ্বাস !
অভাগীর শিরে পড়ে ভাঙ্গিয়া আকাশ !!

১৬

এই না সেদিন কৃষ্ণধন,
নবনী চুরির তরে,
বেঁধেছিনু করে করে,
তোরে উদুখলে যেন হতেছে স্মরণ.
আজি বুঝি তার পরিশোধ দিলি,
কাঁদানু যেমন তেমি কাঁদাইলি,
রে কৃষ্ণ। তুই কি এই ভেবেছিলি।
যা করিলি, করিলি, হোলোত লওয়া শোধ,
এখন আসিয়া দেখা দে রে জন্ম-শোধ।

১৭

নবঘন রে না আসিস্ কোলে,
শুধু দেখা দে রে মোরে,
দেখি তোরে আঁখি ভোরে
জনমের মত যাই পরলোকে চোলে।
যশোদার আর কোন সাধ নাই,
একমাত্র এই বাসনা কানাই,
তোর কাছে, আমি এই ভিক্ষা চাই,
দাতা তুই আজ, আমি হই কাঙ্গালিনী।
দে রে ভিক্ষে। আমি এই ভিক্ষা আকাঙ্ক্ষিনী।১৮

পরিতাপী পঞ্চক।

দ্বিতীয় পরিতাপী সার্জ্জেন্টের উক্তি।

(গত প্রকাশিতের পর।)

[[illegible] নামে [illegible] বংশে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি [illegible] বৎসর [illegible] হইয়া নরহত্যাদি মহাপাপ করিয়াছিলেন, মৃত্যু কালে তৎসমুদায় স্মরণ করিয়া, অনুতপ্ত হৃদয়ে পার্শ্বস্থ বন্ধুদিগকে বলিতেছেন।]

"নিতান্তই নরিস্মৃত এ দিবে তোমায়,
সময় থাকিতে কর শেষের উপায়।"

তত্ত্বপ্রকাশ।

নিশ্চয় কি আজি মোরে মরিতে হইবে ?
নারিবে কি ধনজনে রাখিতে আমায় ?

রাজ্য-বিনিময়ে যদি প্রাণ রাখা যায়,
দিব তা মৃত্যুকে, কিন্তু সেকি তা লইবে ?

(১)

হা রে মূঢ়! ধনে প্রাণ পারিলে কিনিতে,
কত শত জনে ক্রয় করিত জীবন।
অর্থ লোভে নাহি ভুলে শমন কখন,
কাল পূর্ণ হোলে আর না দেয় তিষ্ঠিতে।

(২)

তোষামোদ কর, কিবা করহ বিনয়,
কাঁদি গড়াগড়ি যাও পড়ি ক্ষিতিতলে
কিছু না শুনিবে কাল—কালপূর্ণ হলে
দেহ হোতে প্রাণ কাড়ি লইবে নিশ্চয়।

(৪)

যখন মরিল মোর ভ্রাতার নন্দন, *
ভাবিলাম নিষ্কণ্টক হইলাম আমি।
ক্রমে ভাবিলাম আমি হ'নু রাজ্যস্বামী
বিষদানে বধিলাম হাম্ফ্রিকে † যখন।

(৫)

তদবধি অন্য চিন্তা করি বিসর্জ্জন
করিলাম রাশীকৃত ঐশ্বর্য্য সঞ্চয়।
ভাবিলাম একদিন পাব রাজ্য ত্রয়, ‡
'প্রবল ভূস্বামী' বলি কবে সর্ব্বজন।

(৬)

হায়২ অর্থের কি মোহিনী-শকতি।
অর্থ-রাক্ষসীর বাক্যে হইয়া মোহিত,
কুকার্য্যের এক শেষ হয়েছে সাধিত।
এখন ভাবিয়ে মরি কি হইবে গতি।

(৭)

হয়েছে নির্ম্মূল আশা তাতে ক্ষোভ নাই,
খেদ নাই গেল গেল সমস্ত সম্পদ,
এখন ঘটেছে মোর যে ঘোর বিপদ,
বল এ বিপদ হোতে কি সে রক্ষা পাই ?

(৮)

জ্বলিছে অন্তরে যেই অনুতাপানল,
যাহার দাহনে আমি হতেছি অস্থির
ফণী যেন দংশে ! —প্রাণ হলো যে বাহির!
বল বন্ধুগণ, কি সে হইব শীতল ?

(৯)

জ্বর হলে অঙ্গে হস্ত করিয়ে অর্পণ,
বুঝিতে পারিতে কত পেতেছি যাতনা,
কিন্তু এ অন্তর-দাহ দেখিতে পাব না
কেমনে বুঝিবে কত হই জ্বালাতন ?

(১০)

পাপের যাতনা এত, আগে যদি জানি
তবে কি পাপের পথে করি পদার্পণ ?
যা হবার হইয়াছে, এবে বন্ধুগণ,
বাঁচাও আমারে কোন বৈদ্যবরে আনি।

(১১)

আনিতে ভীষকে ত্বরা করহ গমন,
মরি যে! উঃ! প্রাণ যায়! না, না, কাজ
যেয়ে কোথা হেন বৈদ্য পাবে কোন ঠাঁই
অন্তরাগ্নি নির্ব্বাপিতে পারে যেই জন।

(১২)

কৃত দুই এরোগের যোগ্য চিকিৎসক।
কিন্তু যে " দর্শনী " দিলে তুষ্ট তিনি হন।
আমার ভাণ্ডারে কোথা আছে হেন ধন ?
কি দিয়া প্রসন্ন করি শমন ভীষক ?

(১৩)

এ মিনতি বন্ধুগণ, করি সর্ব্বজনে,
খণ্ডিতে আমার পাপ ঈশ্বর নিকটে,
করহ প্রার্থনা। অন্তে এই দশা ঘটে
পাপীর ;—আমায় হেরি থাকে যেন মনে।

(১৪)

ক্রমশঃ প্রকাশ্য।

* ডিউক অব বেডফোর্ড।

† ডিউক অব গ্লাষ্টর।

‡ ল্যাঙ্কেষ্টার, বেডফোর্ড এবং গ্লাষ্টর।

কন্যাপণ কি ভয়ানক!!!

দ্বিতীয় অঙ্ক।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

সব ইনেস্পেক্টর এবং নবীনের প্রবেশ।

সব। দেখ, আমি তোমার পিতাকে চিনি, তিনি বড় সরল মানুষ ছিলেন। তুমি তাঁর সন্তান হয়ে,—ভদ্রবংশে জন্মগ্রহণ করে, এইরূপ অধঃপাতে কেন গেলে? বেশ্যালয়ে আহার,—বেশ্যালয়েই বাস, এ, কি?

নবীন। আপনি আমাকে না বুঝে ভর্ৎসনা কর্চ্চেন, আমার যদি ভদ্রবংশে জন্ম হোত অবশ্যই ভদ্রলোকের মত চোলতাম।

সব। কি বল, তবে কি জগদানন্দ চক্রবর্ত্তী তোমাকে পুষ্যপুত্র এনেছিলেন, তুমি কি তাঁর ঔরসপুত্র নও? রাধামাধব! পিতৃত্বও অস্বীকার কর্চ্চো!!

নবীন। আজ্ঞে না আমি তাঁর ঔরস পুত্রই বটি, তিনি নিজে ভদ্র ছিলেন, কিন্তু তাঁর বংশে ভদ্রতা নাই—যে বংশে কন্যাপণ দেওয়ার রীতি, আমি সেবংশকে ভদ্রবংশ বলে স্বীকার করি না।

সব। এ কেমন কথা! কন্যাপণ তোমার কাছে কি অপরাধ কল্লে?

নবীন। মশায়, মূলখানা শুনুন, আমি যে ২০ বৎসর পর্য্যন্ত কেমন সচ্চরিত্র ছিলাম, তাতো মশায় অনবগত নন?

সব। না, তখন বেশ ছিলে, কে জানে যে তুমি তার পর এমন গর্ভস্রাবে যাবে?—লেখাপড়ায়ও মন্দ ছিলে না।

নবীন। আমি সে বয়স পর্য্যন্ত ও কোন কুচাল চলি নাই, শেষ আমার * * * রোগ উপস্থিত হয়, ডাক্তর দেখালেম, প্রায় ৬ মাস পর্য্যন্ত চিকিৎসা কল্লেন, তবু রোগ নিঃশেষ হল না,—মশায়, ক্ষমা কর্ব্বেন, বলতে লজ্জা হয়।

সব। তোমার কি লজ্জা আছে?

নবীন। শেষ ডাক্তরের ইঙ্গিত মতেই অগত্যা কুপথে পদার্পণ কর্ত্তে হল। যৌবনকাল স্বভাবতই বিষম, এই কালে স্বভাবতঃ অন্তঃকরণ কামের বশবর্ত্তী হয়, এটী নৈসর্গিক নিয়ম, লোকালয়ে থেকে অনঙ্গের অনধীন থাকা অসাধ্য। প্রথম২ লাম্পট্য ঔষধ বোধ ছিল শেষ আর সে বোধ রইলো না, তখন দু টাকা উপার্জ্জন কর্ত্তে পার্ত্তাম, ক্রমেই লাম্পট্য দোষটী জন্মালো,—সঙ্গে২ তার সহচর পানদোষটুকীও আক্রমণ কল্লে। ঘরে স্ত্রী নাই, হাজার বার শ টাকা একত্র করে যে ব্যয় চালিয়ে বিবাহ করে উঠি, এমন সম্ভাবনাও নাই, কাজেই বেশ্যাই সব হয়ে উঠ্‌লো। মশায়! এখন বিবেচনা করে দেখুন, আমার এই দশাটীর মূল কি? কন্যাপণ কি নয়? যদি বিবাহ করা ব্যয়-সাধ্য ব্যাপার না হত, সময়ে বিবাহ কর্ত্তে পার্ত্তেম, আমার এমন ধারা বয়ে যাবার আবশ্যক কি ছিল?

সব। (স্বগত) মন্দ বলে না? (প্রকাশে) কেবল তোমার যে এই দশা, এমন নয়, তোমার মত অনেকে আইবড় আছে।

নবীন। অনেকের দোষও আছে, প্রায় কেউ জিতেন্দ্রিয় নন। সংসার আশ্রমে কোন লোক অবিবাহিত অবস্থায় নির্দ্দোষে যৌবন অতিবাহিত কর্ত্তে পারে না। তবে কেউ বা লাম্পট্যদোষে উচ্ছন্ন হয়, কার বা ততদূর হয় না। বস্তুতঃ যদি বিচার করে দেখেন, তবে আপনি অবশ্যই স্বীকার কর্ব্বেন, যে হিন্দুসমাজের কন্যাপণ আর কৌলীন্য মেল বন্ধন এই কুনিয়ম দোষেই অনেক স্ত্রীলোক আর পুরুষকে অগত্যা বাধ্য হয়ে ব্যভিচার স্বীকার কর্ত্তে হয়। এক দিকে যেমন বংশজপ্রভৃতির বংশজেরা কন্যাপণের উপযুক্ত অর্থের অভাবে উচিতাধিক কাল অবিবাহিত থাকে, অপর দিকে তেমনি কৌলীন্য মেলের কল্যাণে কুলীন কুমারীদের অধিকাংশই আমরণ অকুমারী থাকে; সুতরাং যে সমাজে এরূপ ঘটনা সে সমাজে কুলীন বংশজের যুবতী যুবকেরা সহজেই ব্যভিচারে

রক্ত হয় ইন্দ্রিয় সংযম লোকালয়ে থেকে কজন যুবক আর কজন যুবতী কর্ত্তে পারে? কাজেং হিন্দুসমাজে ব্যভিচার দোষ ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাচ্চে। মশায় কি জানেন না যে কারণ হতে কার্য্য উৎপত্তি অনিবার্য্য। হিন্দুসমাজে যে পর্য্যন্ত কৌলীন্য আর কন্যাপণ থাকবে, সে পর্য্যন্ত ব্যভিচার-স্রোত বৃদ্ধি বই হ্রাস হবে না। যাঁরা এই সমাজ হতে এই দোষ দূর কর্ত্তে চান, তাঁরা যত্নশীল হয়ে আগে, এই দুই কুপ্রথা উঠিয়ে দিন, সহজেই কৃতকার্য্য হতে পারবেন—কেবল শিক্ষার বাপেরও শক্তি নাই যে আইবড় যুবকযুবতীদিগে ব্যভিচার দোষ হতে নিবারণ করে রাখে—”

সব। হাঁ সত্য বলেছ। এইসকল দোষ দূর করবার জন্যে এখন হিন্দুসমাজের চেষ্টা আরম্ভ হয়েছে।

নবীন। হাঁ আমি ভারতবর্ষীয় সনাতন ধর্ম্মরক্ষিণী সভার চেষ্টার খবর জানি—কুলীনশ্রেষ্ঠ বিক্রমপুর নিবাসী রাস বেহারী মুখর্য্যের আর কজন ভালং লোকের চেষ্টারও তত্ত্ব রাখি, কিন্তু কেবল তাঁদের চেষ্টায় কি হবে? যেমন এঁরা চেষ্টা পাচ্চেন, তেমনি কতকগুলি কৌলীন্য-দাস কুলীন ঘটক ষণ্ডামার্কেরা জীবিকা যাচ্চে বল্যে প্রতি কূলতা কর্চ্চে। আপনারা নব্যসমাজের প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করেন, যারা সেই দলে মেশে তাদিকে নিন্দা করেন, কিন্তু একবার মূলখানা চিন্তা করুন, কেন কোনং যুবক ঐ সমাজে যেতে ইচ্ছুক?—হিন্দুসমাজের এই সকল কুপ্রথাদোষ কি নব্যদের সমাজ পরিত্যাগের এক কারণ নয়?

সব। ঠিক কথা, অবশ্য স্বীকার করি। আমি আমাদের সমাজের দোষ স্পষ্ট দেখছি।

নবীন। কেবল দেখলে হবে না, সংশোধন চেষ্টা করুন, নতুবা আমার মত অনেক হতভাগা সমাজের কলঙ্ক বৃদ্ধি করচে ক্রমে আরো করবে!

সব। তোমার নামে যে নালিশ করেছে, ও মেয়ে মানুষটেকে? আমি যেন কোনখানে একে দেখেছি বোধ হয়।

নবীন। ও চণ্ডীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তীর স্ত্রী। তার দুর্ব্বুদ্ধি! কতকগুলী টাকা ছিল, তাই বৃদ্ধবয়েসে এক থলি টাকা পণ দিয়ে ওকে ১৩ বৎসরের বয়সের সময় বিবাহ করেন। বৃদ্ধের সহিত যুবতীর প্রণয়ের সম্ভাবনা কি? এই হতভাগা'ই ও ছুঁড়ীর সতীত্ব নষ্ট করে—কি ঐ হতভাগীই আমার চরিত্র দূষিত করে। শেষ বাড়াবাড়ী হলে, পরামর্শ করে কুলের বার করা হয়। যখন বার হয় তখন প্রায় চণ্ডীর যথাসর্ব্বস্ব গহনায় নগদে নিয়ে আসে, সেইগুলি ক্রমেং খেয়ে ফুরালে ওকে প্রকৃত বেশ্যা পদবীতে পা দিতে হল। মশায় তখন যে কষ্টে কাল গিয়েছে বলা বাহুল্য স্ত্রী লোকের। স্বভাব এই একের বাধ্য থাকলে বেশ সতী সাবিত্রী, যেই দশজনের মুখ দেখলে সেই ভয়ানক হয়ে উঠলো। এখন আর ওর পূর্ব্বের মত আমার প্রতি প্রীতি নাই—আদর নাই, সর্ব্বদাই বিবাদ বিসম্বাদ। আমি এখন একজন প্রকৃত বেরেল্লা হয়েছি, কার কাছে দাঁড়াতে পারিনে, লেখা পড়া গুণগ্রাম গর্ত্তস্রাবে গিয়েছে, দুটাকা উপার্জ্জনের ক্ষমতা নাই। “নির্দ্ধনপুরুষঃ ত্যজন্তি গণিকা” এক প্রকার ভর ত্যজ্য হয়েছি। অনেক দিন একত্রবাস বল্যে ওর প্রতি আমার স্ত্রী নির্ব্বিশেষ ভাব হয়ে গিয়েছে, এখন ওর বেশ্যা ব্যবহারে আমার প্রাণে বড় ব্যথা জন্মে। তাই গতরাত্রিতে কলহ করে ওর গলায় ছুরী দিতে গিয়েছিলাম—যদি পুলিশ পাহাড়াওয়ালা না ধরতো, ওকে হত্যা কর্ত্তাম সন্দেহ নাই—কেবল যে ওকে হত্যা কর্ত্তেম এমনও নয়, আমিও আপনার গলায় ছুরী দিয়ে প্রাণ পরিত্যাগ কর্ত্তেম, স্থির করে রেখেছিলাম। মশায় দেখুন এক কন্যাপণ হোতে কত পাপক্রিয়া পৃথিবীকে কলুষিতা কর্চ্চে!

সব। “উপরেতে সুশোভন মনোহর উপবন, ভিতরেতে একে বেঁকে চলে বিষধর।” হিন্দুসমাজের ঠিক সেই দশা! উপরে খুব দেখাকা বোলচাল, ভিতরে যে কত কুপ্রথা ভুজঙ্গী বাস করে৷ [illegible] পরিবারকে উচ্ছন্ন কর্চ্চে, কেউ [illegible] জাতে [illegible] না—তাল ন-

দীন! তোমায় আর একটা কথা জিজ্ঞাসা করি?

নবীন। আজ্ঞা করুন।

সব। আমি যদি তোমাকে এদায় হোতে রক্ষে করে দি, তবে তুমি কি কর্ব্বে—সত্য বল?

নবীন। মহাশয়, যদি এবার মুক্ত হই, আমি ঈশ্বরের দিব্বি করে বলচি, আর পাপ-সংসর্গে যাবোনা, আমার সব হয়েছে। এখন আমার একান্ত বাসনা এই সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করবো,—করে একবার জন্মভূমিকে দণ্ডবৎ করে, দেশীয়দিগের কাছে মনে২ ক্ষমা প্রার্থনা করে, কাশীযাত্রা করবো। আর তিলার্দ্ধ গৌণ করবোনা—এই ক্রবপণ।

সব। ভাল চল, আমি তোমাকে যেরূপেই হোক্ এদায় হতে মুক্ত করে দেবো, কিন্তু আবার যদি তোমাকে এখানে দেখি, তখন আর কোন কথা শুনবোনা।

নবীন। যে আজ্ঞে।

সব। চল, আমার বাসায় চল।

[সকলের প্রস্থানোদ্যম।

একটী সাত বৎসরের বালকের প্রবেশ।

বালক। কর্ত্তা বাবু, আমি দরিদ্র ব্রাহ্মণসন্তান শীতে কষ্ট পাই, এই দেখুন অঙ্গে একটু বস্ত্র নাই, যদি একটু দয়া করে একখান বস্ত্র দান করেন। আশীর্ব্বাদ করি আপনি চিরজীবি হোন—"

নবীন। (বালকের প্রতি) শশী! তোর যে এদশা?

বালক। বাবার গতবৎসর কাল হয়েছে। এখন আমাকে ভিক্ষে করে খেতে হচ্চে। পিতে একটী পয়সাও রেখে যান নাই।

সব। (নবীনের প্রতি) তুমি একে চেন?

নবীন। আজ্ঞে, ও দীন নাথ মাস্তরকের সন্তান। ওর পিতার সঙ্গে আমার বেশ আত্মীয়তা ছিল, যখন কর্ত্তা বড় বিবাহ করেন, আমি নিষেধ করি, দেখুন এখন তার ছেলের দুর্দশা দেখুন। স্ত্রী পুত্রকে কে প্রতিপালন করে তার খোঁজ নাই, তিনি ঐ বিবাহ করে বাপ-বিয়োগের পর ছেলে দিয়েছেন।

সব। না, নবীন! আমি বেশ বুঝেছি কন্যাপণ না উঠলে আর হিন্দুসমাজের মঙ্গল নাই। চল শশী চল, আমি তোমায় একখানি শীতবস্ত্র দিচ্চি। আমার বাসায় চল।

বালক। যে আজ্ঞে, বাঁচলেম।

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

মাধবনারায়ণ ভট্টাচার্য্যের বাসগ্রাম।

কতগুলি গ্রামিকের প্রবেশ।

১ম। (যাইতেং) মাধব বাবু মন্দ সমারোহ করেন নাই, ভেবেছিলাম, কন্যার পণ নিলেন না, টাকা পেলেন না, কেবল বর বামুনে বিয়ে দিয়ে সারবেন। তা নয়, বেশ ক্রিয়ে করেছেন, নিমন্ত্রণ আমন্ত্রণে, দানসামগ্রীতে বেশ দশটাকা ব্যয় করেন—„

২য়। বরের পিতাও মাধব বাবুর কম সম্মান করেন নাই। যখন বিবাহ-সভা হয়, তখন তিনি সভায় দাঁড়িয়ে মাধববাবুকে সম্বোধন করে বল্লেন "যদিও বিধাতার নির্ব্বন্ধ মূল তথাপি মাধব বাবু যে এই কুলমর্য্যাদা-শূন্য-ব্যক্তির সন্তানকে কন্যাদান কর্ত্তে সম্মত হলেন, এ তাঁর আমার প্রতি যথেষ্ট অনুগ্রহ। কুলমর্য্যাদায় কোন মতেই আমার পুত্র মাধব বাবুর কন্যার যোগ্য পাত্র নয়। যদি আমি সহস্র টাকা পণ প্রদান করি, তবুও কুলমর্য্যাদায় ওঁর তুল্য হওয়া আমার সাধ্য নাই। আমি এই সভাস্থ জাতি কুটুম্বের সমক্ষে, স্পষ্টাক্ষরে স্বীকার করি, মাধব বাবু আমার নিকট কন্যাপণ স্বরূপ হাজার টাকা গ্রহণের যোগ্য, কিন্তু একপয়সাও গ্রহণ করেন নাই; এ মাধববাবুর সাধারণ সৌজন্য নয়। যেমন হিন্দু ধর্ম্ম শাস্ত্রের বিধান, মাধববাবু সেইরূপ কন্যাদান করেন। দান, বরণ কিছুতেই ত্রুটী করেন নাই।

আমি মাধব বাবুর এই ধর্ম্মজ্ঞানে—এই সৌজন্যে এই অনুগ্রহে যাবজ্জীবন কৃতজ্ঞ রহিলাম।”

৩য়। মাধব বাবু কিছু বলেন নাই ?

১ম। হাঁ তিনি বল্লেন “বৈবাহিক! তোমার এই নম্রতাই আমার সহস্র টাকা অপেক্ষা মূল্যবান. তুমি যে এই সভাস্থ সকলের সমক্ষে—জ্ঞাতি-বন্ধু কুটুম্বের সমক্ষে আমার কুলমর্য্যদার গৌরব স্বীকার কল্লে ইহাতেই আমার কন্যাপণ পাওয়ার শতগুণ লাভ হল। দেখ পণ লওয়া আজকার দিনে একটা কথার গৌরব বই নয়, অপরাধ যদি সেই শ্রেষ্ঠতা স্বীকার কাল্লেন, বস আর চাই কি ? এই আমার যথেষ্ট। আমি জামাতার অর্থক্ষয় করে—যে ব্যক্তির আত্মজা কন্যার জীবন মরনের একমাত্র. ঈশ্বর—তার অর্থবল ক্ষয় করে কন্যাপণ গ্রহণ কর্ত্তে ইচ্ছা করিনা। স্বামীর সুখে স্ত্রীর সুখ, জামাতার সুখে মেয়ের সুখ, মেয়ের সুখেই পিতামাতার সুখ। মেয়েটী সুখে রহিলেই আমার সুখ।—আমি ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি, যেন কেহ কন্যাপণ গ্রহণ করে জামাতার কষ্টের কারণ না হন, ধর্ম্মতঃ পতিত না হন, আর সভাস্থ সকল জ্ঞাতি কুটুম্বকে অনুরোধ করি, যাঁহারা কন্যাপণ পাওয়ার যোগ্য বলে অভিমান করেন তাঁহারাও এইরূপ কন্যাপণ গ্রহণ করে নিঃস্বার্থভাবে ধর্ম্মশাস্ত্র মত যোগ্য পাত্রে কন্যা সম্প্রদান করুন। হিন্দুসমাজ হতে অশেষ অনিষ্ট কারিণী-কন্যাপণ-প্রথা দূর হউক।” মাধব বাবুর এরূপ বক্তৃতা শুনে সভাস্থ সকলে ধন্যবাদ দিতে লাগলেন।

৪র্থ। মাধব বাবু যেমন ধার্ম্মিক বুদ্ধিমান লোক, এই নূতন পদ্ধতিও সেই রকম প্রকাশ করেছেন। এরূপ করাতে তাঁকে ধর্ম্মতঃ কন্যাদানের ফললাভ হল, আর সমাজে কুলগৌরবের ও হানি হল না। যদি পণ লওয়া প্রকৃত পক্ষে কুলমর্য্যদার গৌরব হয়, তা হলে মাধব বাবুর আর তার বৈবাহিকের মতে সকলে চল্লেই পারেন, তা না হয়ে যদি প্রকারান্তরে কন্যার মূল্য লওয়ার মনস্থ থাকে, তবে কুলমর্য্যদা বল্যে আর ছল করা আবশ্যক কি। ফলতঃ আজকাল কার দিনে টাকা বড় বস্তু হয়েছে! টাকার কাছে কুল বল—শীল বল আর ধর্ম্ম বল সব তুচ্ছ!! [প্রস্থান।

নবীনের প্রবেশ।

নবীন। “হিন্দুসমাজ হতে অশেষ অনিষ্টকারিণী কন্যাপণ প্রথা দূর হউক” কে প্রার্থনা কর্চ্ছিল—আমার মত কোন হতভাগ্য বুঝি—(ইতঃস্ততঃ দৃষ্টি পূর্ব্বক) কই কেউ নাই দেখি।—(পুনর্দৃষ্ট করিয়া) অই মা আমার ভদ্রাসন। হাঁ ঠিক, অই সে হাজারে কাটালের গাছ রয়েছে, এই কাঠাল গাছের দক্ষিণের ভিটায় আমার মায়ের রান্নাই ঘর ছিল।—আহা সেই প্রাচীনা মায়ের কথা মনে হলে প্রাণ কেন্দে ওঠে। মা কত ভাল বাসতেন! লোকে আমায় তুচ্ছ করতো, মন্দ বলতো, মা কোমর বেন্ধে ঝগড়া কর্ত্তেন, আমার দোষগুলি গুণবলে ব্যাখ্যা কর্ত্তেন।—গর্ব্ব করতেন। মা আবার বিয়ের জন্যে কত আগ্রহ কর্ত্তেন, মা আপনার নাকের নত, পায়ের খাড়ু পর্য্যন্ত আমার বৌকে দিবেন বলে তুলে রেখেছিলেন।—মা ভাত দিতে২ বলতেন “পরমেশ্বর কবে এমন দিন করবেন, আমি নবীনের পাতে বৌকে ভাত দিতে দেখবো ?—কবে বৌ আমার কোলে খোকাকে দিয়ে ঘর কন্নার কাজ কর্ত্তে যাবে।” হায়! সমাজিক দোষে মায়ের কোন আশাই পূর্ণ হতে দিলে না! (অশ্রুপাত) হা মাত! আমি তোমার কুসন্তান, আমার জন্যে তোমাকে কত গঞ্জনা সইতে হয়েছিল,—কত মনোবেদনা সহিতে হয়েছিল। আমি তোমার কিছুই কর্ত্তে পাল্লেম না বৎসরান্তে অপর পক্ষে তোমায় এক অঞ্জলি জলও দেই নাই। হায় আমি কি পাপাত্মা। কি নরাধম! কি কুলাঙ্গার কুপুত্র! যখন সৌদামিনীকে নিয়ে বার হয়ে যাই, তখন তুমি একবার আমার তত্ত্বে সহরে পর্য্যন্তও গিয়েছিলে, আমি পাপাত্মা, তখন এমনি কামমদে মত্ত ছিলাম যে তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করি নাই, শেষ শুনলেম তুমি নবীন কৈ, নবীন কৈ, করো কেন্দে [illegible]—হায়! আমি

আর তোমার চরণপদ্ম দেখতে পেলেম না।—(রোদন) হা পিতঃ! তোমার বংশ নির্ব্বংশ হোল। তুমি ঋণ করেও যে বংশ রক্ষা করেছিলে আমাহতে সে বংশ এককালে নির্ম্মূলক হোল।—আমাদ্বারা না দেবঋণ শোধ হোল, না পিতৃঋণ শোধ হোল, কেবল তোমার কুলের কলঙ্ক বৃদ্ধি কল্লেম! এই কলঙ্ক বৃদ্ধির জন্যেই কি তুমি আমাকে যত্ন করে প্রতিপালন করেছিলে!! (দীর্ঘনিশ্বাসান্তর রোদন) হে জন্মাসন। কোথা আমি স্ত্রী-পুত্র-কন্যাদ্বারা তোমাকে অলঙ্কৃত কর্‌বো,—তোমার গৌরব বৃদ্ধি করবো, না তোমাকে শৃগাল কুক্কুরের পদতলে নিক্ষেপ করে চল্লেম—জন্মভূমি। আমি অনুরোধ করি, আমার মত যে সকল হতভাগ্য জন্ম গ্রহণ করে, তুমি তাদিকে জন্মমাত্র পরিত্যাগ কোরো। যারা তোমার গৌরব বৃদ্ধি কর্ত্তে পারে, তুমি তাদিগেই বহন করবে, কলঙ্কী কুলাঙ্গার গুলর নিমিত্ত কষ্ট সহ্য করবার প্রয়োজন কি।

হে পরমাত্মন্! কেন আমাকে মনুষ্যের আত্মা প্রদান করে ছিলে। যদি মানুষ করাই তোমার অভিপ্রেত ছিল, কেন বঙ্গদেশে প্রেরণ কল্লে!—যদি বঙ্গে প্রেরণ করাই একান্ত ইচ্ছা ছিল, হিন্দুকুলে জন্মগ্রহণ করালে কেন।—যদি হিন্দু করাই তোমার ইচ্ছা ছিল, দুরিত্রীর ঘরে কেন?—যদি দুরিত্রীর ঘরেই পাঠিয়েছিলে, দরিদ্র করেছিলে কেন!—যদি দরিদ্র করেছিলে, আমার যৌবনকাল প্রদানে আবশ্যকতা কি ছিল!!! [অশ্রুপাত।

হায়। আমি এত পাপ করেছি যে এক্ষণে সকল পাপের পরিত্রাতা দয়ার নিধান, ক্ষমার আকর ঈশ্বরের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর্ত্তেও আমার শঙ্কা হচ্ছে!!! আমি যৌবন-সময় বিবাহে অশক্ত হয়ে, পরদার করেছি—সতীদের সতীত্ব নষ্ট করেছি—এই পর্য্যন্ত পাপের শেষ নয়, কুলকামিনীকে স্বামীর হৃদয় হতে বাহির করে বেশ্যাবৃত্তিতে নিযুক্ত করেছি!—চুরি করেছি! মিথ্যা বলেছি, পানাসক্ত হয়ে কতই কুকাণ্ড করেছি। শেষ স্ত্রীহত্যা—আত্মহত্যারও উদ্যত হয়েছিলাম, কেবল দৈবাৎ এ মহাপাতক দুটী সম্পূর্ণরূপে করে উঠতে পারি নাই, কোন হাকিমের বিচারে দ্বীপান্তর হত, কেবল পরিচিত দয়ালু সব ইন্সপেক্টরের গুণে আমার মুক্তিলাভ। তাই এখন সন্ন্যাস ধর্ম্ম অবলম্বন করেছি।—হা জগদীশ্বর, হিন্দুসমাজের কি দুরবস্থা!!

গীত।

রাগিণী খাম্বাজ।—তাল আড়া।

ওহে দীন দয়াময়, কি হইল হায় হায়,
ভেবে সমাজের দশা খেদে প্রাণ যায় যায়।
কি কব দুঃখের কথা, কোথাও কৌলিন্য প্রথা
দিতেছে অন্তরে ব্যথা, কত কামিনীর-
কোথাও বা কন্যাপণ, করে কত জ্বালাতন
কোথা অকাল মরণ, বাল্যবিবাহ ঘটায়।।
সুধু নয় এক রোগ কত দোষ করে ভোগ,
কি সে হবে সুসংযোগ, ভেবে নাহি পাই
সমাজের পতি যাঁরা মিছে অভিমানী তারা
থাকিতে নয়ন তারা, আছে যেন অন্ধপ্রায়।
সবে স্বপ্রধান ভাবে, ভ্রমিতেছে নানাভাবে
কেহই একতা লাভে, নয় যত্নশীল,
নব্য প্রাচীনেতে দ্বন্দ্ব এ বলে উহার মন্দ,
প্রকৃত হিত-সম্বন্ধ, নাহি ভাবে এ কি দায়।
বল নাথ কবে কবে দলাদলি একেবারে
যতনে করিবে সবে, সমাজ শাসন
যত কাজ কদাচার, করি সবে পরিহার,
করে কবে অনিবার, নিরত তব সেবায়।।

হে জন্মভূমি!—হে স্বদেশ!—হে প্রতিবাসিগণ! আমি জন্মের মত বিদায় হলেম। [মাধবাক্ষী অশ্রুপাত করিতেং কয়েকপদ অগ্রসর হইয়া] হে মঙ্গলময় পরমেশ্বর। তুমি মঙ্গলসঙ্কল্প, তোমার মঙ্গলময় সৃষ্টিতে এক পরমাণুও অসুখের জন্য সৃষ্ট হয় নাই, কিন্তু এ হতভাগ্যের জন্মেতে কোন মঙ্গলসাধন হয় নাই। আমি জন্মগ্রহণ করে কেবল জগতের

অমঙ্গল সাধন করে ফিরেছি!—না, না, আমি ভ্রান্তি-বশতই তোমায় দোষার্পণ কচ্ছি।—যদিও আমার জীবন কোন মঙ্গলকাজে না আসুক, আমার এই শোচনীয় ঘটনা ভবিষৎ-রঙ্গভূমিতে অভিনীত হলে, কন্যাপণগ্রাহি-সমাজের মঙ্গল সম্ভাবনা; বোধ হয় তুমি তার জন্যেই আমাকে হিন্দুসমাজে প্রেরণ করেছিলে। হা। **কন্যাপণ কি ভয়ানক!!!**

[প্রস্থান।

ইতি দ্বিতীয়াঙ্ক।

(ক্রমশঃ প্রকাশ্য।)

বন্ধু হইতে প্রাপ্ত।

মেঘনাদ-বধ।

মুদ্রিত করিয়া প্রেমে যুগল-লোচন,
বসিয়াছে ইন্দ্রজিত যজ্ঞের সদন।
সহসা মন্দির টলে, খুলিয়া নয়ন
চিত্র-চক্ষে মেঘনাদ করে দরশন।
অদ্ভুত-মূরতি এক অগ্নি-অবতার,
সম্মুখে হইল কি বা বিদ্যুত সঞ্চার।
ভাবে গদগদ বীর, কাঁপে থর থরি'
না জানে কি মনে ভাবে কি করি কি করি।
লোটাইয়া শির বীর সে দেব-চরণে
কহিতে লাগিলা ভক্তি-বিগলিত-মনে,—
"হে দেব অনল! আমি ভাবি মনে তাই,
এতদিন এ অধীনে দয়া কর নাই।
কত একতান মনে মুদিয়া নয়ন,
চিন্তিয়াছে, এই দাস ও রাঙ্গাচরণ।
তবু তব দরশনে ছিলাম বঞ্চিত,
হৃদয়-বাসনা অদ্য হইল পুরিত।
দেহ বর দাসে প্রভো হয়ে দয়াবান,
বধিয়া লক্ষ্মণে আসি লইবা কল্যাণ।
নির্ব্বাক লঙ্কেশসুত এতেক বলিয়া।
কহিলা লক্ষ্মণ সিংহ-গর্জ্জন করিয়া—
"নহি অগ্নিদেব আমি শুন রে দুর্ম্মর'
আমিই লক্ষ্মণ তোর জীবনান্তকর।
সতীর সতীত্ব নাশ সত্যে বলিদান,
করিয়াছ বাহুবীর্য্যে করি অভিমান
চূর্ণি শির গদাঘাতে প্রতিফল তার
দিব রে পাপের শাস্তি পাবি এই বার।"
বলিতেং যেন সৌমিত্রি তখন
শুনিলেন মৃদুতর বীণার নিক্কণ;
কহিতেছে মেঘনাদ "একি চমৎকার!
হে ভদ্র! আপনি নন অগ্নি-অবতার!
ভকতির ভাবে তার যুগল চরণ,
দেখিব, এ ভাগ্যে তাহা আছে কি লিখন?
যথার্থ লক্ষ্মণ তুমি ভাবি তাই মনে,
দ্বার-রুদ্ধ-গৃহে বল পশিলা কেমনে?
দৈববল ধর কি, হে তপস্বি-প্রধান?
সত্য করে বল শুনি জুড়াই পরাণ।
লক্ষ্মণ! নিতান্ত যদি রণ-অভিলাষে,
পশিয়াছ দৈববশে এপবিত্র বাসে।
অতিথি হইলে তুমি আমার ভবনে
পাদ্য অর্ঘ্য লহ বৈস এই কুশাসনে।'
শুনিয়া লক্ষ্মণ কন গরজিয়া ঘোর
"ত্যজিব এ পাদ্য অর্ঘ্য ভাগ্যসহ তোর।
বড় পাপাচার তুই রাক্ষসের কুলে,
বসাই কুঠার আজি বিষ-বৃক্ষ-মূলে।"
ভ্রূক্ষেপ নাহিক মাত্র অরির বচনে,
উদিত আশ্চর্য্য চিহ্ন রাবণি-নয়নে।
ভাবে মনে মনে বীর নিশ্চয় লক্ষ্মণ,
বটে কি না তার কিছু না পাই লক্ষণ।
কি করি, রণেতে নারি আপন গোসাঁই,
শোকের সন্তাপে শেষে মরিয়া বা যাই।
অথবা লক্ষ্মণ ঠিক, শরীরের ছায়া,
দেখাইছে আপনার মলিনম কায়া।
তথাপি অতিথি গুণ নাথিয়া আখাই,
নাশিব অরাতি শরে মোর লোকনাই।

এতেক চিন্তিয়া চিতে, বীর ইন্দ্র-জিত—
কহিলা লক্ষ্মণে করি বাক্য সমুচিত—
"শুন হে লক্ষ্মণ! কিছু করিয়া আহার,
সমর-বাসনা তুমি পুরাও আমার।
রণে কি কাতর আজি লঙ্কেশ-তনয়?
বিশ্বাস কি কর তুমি এমন বিষয়?
নহি আমি রণভীক, ধর্ম্ম ভীক হয়ে,
বিনয় করি হে তোমা এত কথা কয়ে।
লক্ষ্মণ কহিল, কেন এত ধর্ম্মভাব?
দেহ যুদ্ধ, যোদ্ধার যুদ্ধেই ধর্ম্ম লাভ।
শুনিয়া কুপিল তবে রাবণ-নন্দন
কি করে না পায় কাছে কোন প্রহরণ।
পুজার পদার্থ পাত্র না কিছু পাইলা,
একে একে লক্ষ্মণের অঙ্গে প্রহারিলা।
মায়াময় লক্ষ্মণে না লাগিল বেদন,
করিল শরীরে যেন মক্ষিকা দংশন।
সকোপে সৌমিত্রী তবে বীর ইন্দ্র-জিতে,
খরতর শর-জাল লাগিলা বিঁধিতে।
লক্ষ্মণের হুহুঙ্কারে রাবণির-শ্রবণ,
বধির হইল, ভয়ে আকুল জীবন।
পাথরের মূর্ত্তি কিম্বা পটচিত্র প্রায়,
দাঁড়ায়ে রাবণি ভাবে—করি কি উপায়?
সিংহের সমাজে যেন কুরঙ্গ দুর্ব্বল,
নিরুপায় হয়ে, মরি, ভাবিয়া বিকল।
ফাঁফরে পড়িয়া বীর ছটফট মন।
আপনি আপন ওষ্ঠদংশে ঘনঘন।
মুষ্ট্যাঘাত লক্ষ্মণেরে করিল যেমন,
করে নিদারুণ ব্যথা পাইলা তেমন।
হতাশ হইয়া বীর ভাবে মনে মনে,
এই করে চূর্ণিয়াছি কত বীরজনে!
গুঁড়া হইয়াছে কত পর্ব্বতের চূড়া।
চড় খেয়ে জড়-প্রায় জাম্বুবান বুড়া।
এ বড় আশ্চর্য্য মোর এ কঠিন করে,
না পাইল ক্লেশ-বিন্দু নর-কলেবরে।

বুঝিলাম দৈববলে বটে বলীয়ান!
নহিলে কি রক্ষা পায় মানব-পরাণ?
শক্তি না হইবে এর নাশিতে জীবন,
তবে আর কেন করি রণে আকিঞ্চন?
না হইতে যজ্ঞপূর্ণ মনের মনন,
উপনীত আজি হেথা অরাতি যখন,
তখন কি আছে আর বিজয়ে বিশ্বাস।
দৈব-রক্ষিতেরে কার সাধ্য করে নাশ?
বরের বারতা আজি হতেছে স্মরণ,
যজ্ঞ যে নাশিবে সেই বধিবে জীবন।
কি আশ্চর্য্য। রাবণির অজেয় শরীর!
কে করে বিশ্বাস? হবে বিলুপ্ত-অচির!
কারে বা সুধাই কথা? কে করে উত্তর?
কম্পিত একার কেন উত্তর উত্তর?
যথার্থই আজি বুঝি নিধনের দিন!
মিছা কেন থাকি হয়ে যোধের বিহীন!
তারক ত্রিশূলী নাম ভাবি মনে মনে,
স্থান যেন পাই তাঁর রাতুল চরণে।
হেনকালে রামানুজ ঘূর্ণিত নয়নে
কহিলেন রক্ষোবরে সকোপ-বচনে,
"কি ভাবিস্ ইন্দ্রজিত। নিস্তব্ধ-অন্তরে?
অথবা কি স্মরিস্ সে জগত-ঈশ্বরে?
পাপী পুত্র তাঁর তুই, রক্ষ-কুলাঙ্গার।
এ সময় তারে স্মরা সাজে কিরে আর।
হতাশ হইয়া কি বা আপন-জীবনে,
প্রমীলার প্রেম-চিন্তা কর মনে মনে?
সত্য যদি সেই চিন্তা,—চিন্তা কিবা তার"
পাইবে সাক্ষাৎ তার কৃতান্ত আগার
কিবা যদি পালাবার ভাবিস্ উপায়,
জলাঞ্জলি দিয়া বোস্ সেই বাসনায়।
কহিলা রাবণি, "শুন অজ্ঞান লক্ষ্মণ।
বীরের উচিত কি হে যুদ্ধে পলায়ন?
এ সময় যুদ্ধ-চিন্তা জিনীবার সনে.
বসিয়াছে আসি মোর হৃদয়-আসনে।

ভাবান্তর নাহি ভাবি ভাবি মনে তাই,
কেমনে জিনিব যুদ্ধ অস্ত্র হস্তে নাই।
মুহূর্ত্ত বিদায় দেহ, ঠাকুর লক্ষ্মণ!
অন্তঃপুর তূণ আমি করি আনয়ন,
এখনি সমর-সাধ মিটাইব তব,
না রবে ধরণীধামে লক্ষ্মণ এ রব।
বীর-চূড়ামণি তুমি সুবুদ্ধি-সাগর,
নিরায়ুধ-জনে পীড়ে সমর-বর্ব্বর।
আয়ুধ বিহনে মম দেহে নাই বল।
মনেতে ভাবনা তাই হয়েছে প্রবল।
এখনি আপন অস্ত্র করিয়া গ্রহণ,
বধিব জীবন—তব বধিব জীবন।"
এতেক বলিয়া বীর দ্বার দিকে চায়,
হেরে বিভীষণে, অতিবিভীষণ-কায়।
অরুণ-নয়নে করি তাঁরে দরশন,
কহিতে লাগিলা গর্জ্জি লঙ্কেশ-নন্দন—
"কি দুর্ব্বুদ্ধি পিতঃ! তব লজ্জা লেশ নাই।
ছাড় পথ আশু আমি অস্ত্রালয়ে যাই।
আনি আগি মম বল বিশিখ নিচয়।
চিন্তা কি তুমিও যাবে কৃতান্ত-ভবন,
অমরতা-অভিমানে আমার [illegible],
না হইতে পারে তব প্রাণ-[illegible]।
অমরের শাস্তি-দানে আমি [illegible] হই,
জান তুমি, আর কেন বিলম্ব [illegible] কই?"
উত্তর করিলা ধীরে বীর [illegible] ভীষণ,
যামিনী সময়ে যেন নির্ব্বী[illegible] স্বন।
"সত্য যা বলিলে, বাছা [illegible] যোগ্য পণ।
কি করিবে আজি তব [illegible]-বচন।
পরমাত্মা পিতার মতে মত করি দান,
অকালে হইল বৎস তা[illegible]তে পরাণ।
প্রভুর আদেশ নাই ছাড়িতে দুয়ার,
তবে বৎস! কেন তুমি যত্ন কর আর?"
কহিলা রাবণি পুন আক্ষেপ-বচনে,—
"হেন পাপবাক্য পিতঃ! বলিলে কেমনে?
শুনি তব বাক্য বুদ্ধি লুপ্ত একেবারে।
আমার পিতৃব্য তুমি প্রভু বল কারে?
দুর্ব্বল সে রামচন্দ্র কুহকের বলে,
ভাসাইল শিলারাশি সাগরের জলে।
অদ্ভুত পদার্থ কত বাজি-করগণ,
দর্শকে দেখায়ে করে বিমুগ্ধ যেমন।
তেমতি আশ্চর্য্য এক দেখাইল রাম,
তাই কি হইবে সেই বহুগুণ ধাম
কি ভ্রম। নির্ব্বোধ লোকে বুঝিতে না পারি,
সাধারণ জনে বলে বহু গুণ-ধারী।
কপটী জনের যত মনের কৌশল,
জান তুমি, তব পাশে না খাটে সে বল।
তবে রাম পদানত তুমি কি কারণ?
বল পিতঃ! শুনি সেই অকথ্য কথন,
এমনি কি তার পদে সঁপিয়াছ প্রাণ?
একে একে আত্মগণে দিলে বলিদান।
এবদা বুঝিতে হয় খুড়া মহাশয়।
এমন কুকাজ তব উচিত কি হয়?
দখিলে সে রামচন্দ্র ঐশিক শকতি
বনে কি পশিত সঙ্গে বামা রূপবতী?
চোর যথা নিশাকালে গৃহীর জীবন,
বিনাশ করিয়া চুপে করে পলায়ন,
বালির জীবন তথা করিয়া বিনাশ,
পুরাইল সুগ্রীবের পাপ-অভিলাষ।
তাহারি অধীন যত বানরের পাল,
লঙ্কায় পাতিল আসি বিবাদের জাল।
না জানি তিমির * শক্তি জাল-জীবি-গণ
জলে যথা ক্ষুদ্রজাল করে নিক্ষেপণ,
তথা রামচন্দ্র মিছা করে এ যতন,
কার সাধ্য রক্ষদলে করে রে নিধন।
তবে যদি, খুড়া, তব কুচক্রের বলে,
অন্যায় সমরে মারে রাক্ষস সকলে।
রাক্ষস-জীবনে তুমি চিত্র-গুপ্ত প্রায়

* তিমির, তিমি নামক মৎস্যের।

নতুবা কি শত্রু মোরে নিরায়ুধ পায় ?
বুঝি রে অসীতে নিজ কুল-তরুবর
নিজেই ছেদনে খুড়া হইলে তৎপর,
মনুষ্যের বায়ু তব হয়ে বেগবান্
প্রতিভাব-বাতি বুঝি করিল নির্ব্বাণ ।
তাই রাম-দাস তুমি লক্ষ্মণের সনে,
পশিয়াছ মায়া-বলে আমার ভবনে ।
গুরুজন তুমি, তোমা কি বলিব আর ?
ত্বরায় পিতৃব্য ! কর দ্বার পরিহার ।
আয়ুধ আনিয়া করি আত্ম রক্ষা মোর,
সেই শাস্তি যথোচিত ধরিয়াছি চোর ।
যে জন অন্যায়-রণে অরি করে নাশ,
নিরয়ে নিবাস—তার নিরয়ে নিবাস ।
তবে আর যুদ্ধ নাম করিয়া কি ফল ?
ছলে, বলে, কলে বধ স্বজাতীয় দল ।
পৌর-পরিচারিকার সঙ্গে করি যোগ,
বীরগণে কর নব বিষের প্রয়োগ ।
অথবা (নির্ব্বোধ যথা) আনিয়া ব্রাহ্মণ
যাগ-যজ্ঞ করি কর অরাতি নিধন ।
বিফল প্রয়াস কেন প্রাণ টানাটানি,
দুর্ব্বলের চিত্ত-দুঃখ আমি ভাল জানি ।”
এতেক বলিল যদি রাবণের সুত,
কহিলেন বিভীষণ হয়ে কোপযুত—
“ কি কহ অবোধ শিশো ! নাহি বুঝ সার ।
সামান্য কি রাম-চন্দ্র সুহৃদ আমার ?
উচ্চ বংশে জন্ম তাঁর উচ্চ ও দাবী
সাধে কি পিতৃব্য তব তাঁর আজ্ঞাকারী ?
কামারি-কার্ম্মুক হেলে ভাঙিল যে জন,
তাড়কার নিল সেই মুহূর্ত্তে জীবন ,
ভৃগুর নন্দনে করি রণে পরাজয়,
করিয়াছে রণে কত পাপাত্মার লয়,
খর আদি দুষ্টমতি রাক্ষসের কায়,
শরানলে দগ্ধ যার পতঙ্গের প্রায় ;
সপ্ততালসহ কপি বালির জীবন,
বিনাশ করিলা রাম কমল-লোচন ;
পরে বারিধির বপু করিয়া বন্ধন,
করেছেন লঙ্কেশের শঙ্কা উৎপাদন ।
বুঝিয়াছি আমি ভাল করিয়া বিচার,
লেগেছে রাক্ষস-বংশে ঘুণ দুর্নিবার ;
অদৃষ্টের ফল, বাছা, অন্যথা না হয়,
কি হবে ভাবিলে আর সে সব বিষয় ?
কৃতজ্ঞ মানসে এবে পরমেশ-পদ
ভাব রে, খণ্ডুক যত পাপজ-বিপদ ।
বরষিছে শররাশি বীরেশ লক্ষ্মণ,
ইন্দ্র-জিত অঙ্গে যেন মশক দংশন ।
মনে মনে ভাবে তবে সৌমিত্রী সুধীর,
দেখি নাই হেন কভু কঠিন শরীর,
পর্ব্বত বিদীর্ণ, মরি, মোর বাণাঘাতে,
ইহার শরীর নহে কাতর তাহাতে ।
হায় কি আশ্চর্য্য, (চিতে ভাবে বীরমণি)
ধরেছে অদ্ভুত লৌহ রাক্ষসের খনি ।
অতি ব্যস্তে ব্রহ্ম-অস্ত্রে করি মন্ত্রপূত,
ক্ষেপিলেন বীরবর হয়ে কোপ-যুত ।
অশনি আঘাতে যেন পর্ব্বত ভীষণ,
পড়িল সে শরাঘাতে রাক্ষস নন্দন ।
কাঁপিল মন্দিরসহ রাজ-সিংহাসন ;
স্খলিত রাবণ-শিরো মুকুট-রতন ।

—:—

প্রুসিয়গণ কর্ত্তৃক ফরাসিদের পরাজয় ।

রাগিণী খাম্বাজ—তাল একতালা ।

১

স্বাধীনতা ধন রাখিতে অক্ষয়,
নাশিয়া সমরে দেশ-বৈরিচয়,
স্বদেশ উদ্ধার করিব সাধন,
মানের গৌরব হইবে বর্দ্ধন,
এই যে আশায় ফরাসিস্ গন.
আছিল উজ্জ্বল, এত দিন তরে,

২

সে আশা নির্ম্মূল হলো এত দিনে,
প্রুস পদানত আজি ফেঞ্চ * গণে,
মানের গৌরব ডুবিল রৌরবে,
দেশ পূর্ণ শত্রু-আস্ফালন রবে,
অভিমানে ফ্রান্স † গুমরে নীরবে,
হেয় শত্রুপদ স্থিত বক্ষোপরে ॥

৩

গহ্বর দুয়ারে যথা ব্যাধ বসি,
গর্ত্তস্থিত সিংহে রাখি উপবাসী
কৌশলেতে বন্দি করে পশুবরে,
প্রাণ মাত্র অবশেষ হলে পরে,
অনিবার্য্য মৃত্যু এড়াবার তরে,
করিতে কিরাতে আত্ম সমর্পণ ,

৪

সেইরূপ প্রুস, আর জার্ম্মান, ‡
পারিস বেড়িয়া, রহে সাবধান ,
অনুপায় অরি নগর ভিতর,
ক্ষুধায় তৃষ্ণায় পরাণ কাতর
সম্মুখে উত্থিত, শমনের কর,
হলো অভিমানে শৃঙ্খলবন্ধন ॥

৫

স্বাধীনতা-ধ্বজা ধরিয়া সজোরে,
সাহস কবাটে বুক বন্ধ কোরে,
ভয়ের সাক্ষাৎ এক তিল নাই,
হৃদি-ক্ষেত্রে ধৈর্য্য বিরাজ সদাই,
যুঝিল রণেতে ফ্রেঞ্চ জাতি সব,
মারি কিম্বা মরি মুখে এই রব,
চেয়ে দেখে বিশ্ব হইয়া নীরব,
নিক্ষেপ নয়ন দিগন্তে করে না।

* ফরাসীদের অন্যতর নাম।
† ফরাসী দেশের অন্যতর নাম।
‡ জর্ম্মণি দেশীয় লোক।

৬

দেখ কোন স্থানে কোন বীরবর,
স্বদেশ রক্ষণে সতত তৎপর,
নগরবাসীর ঘরেতে যাইয়া,
নাগরিকগণে আনিছে ডাকিয়া ,
কভু স্তুতি, কভু ভয় প্রদর্শন,
সংগ্রহিছে সেনা করি প্রাণপণ,
দেশ মান হেতু দিয়া বিসর্জ্জন,
ইহ পরলোক যতেক ভাবনা ॥

৭

আরোহণ করি কেহ ব্যোমযানে,
(দেখি শত্রুগণ শূন্যে অস্ত্র হানে,)
দেশোদ্ধার-ব্রত, নাহি প্রাণভয়,
যথা প্রয়োজন, উপস্থিত হয় ,
রণের পাখীরে সহায় করিয়া,
লয় রণবার্ত্তা তার মুখ দিয়া,
চরে চর সব সময় বুঝিয়া
কতই কৌশল কতই মন্ত্রণা।

৮

গুড় গুড় ধ্বনি শুনি কোন স্থানে,
বিজলি যেমন, শূন্যে অগ্নি হানে
উড়ে ধূমরাশি, অসি ঝন্ ঝন্,
রণ ভেরী রব ভেদিছে গগণ,
ঘোড়া দড়বড়ি মিশিতেছে তায়,
পড়ে কেহ ভূমে ভীম তোপ ঘায়,
সেনা কোলাহল মাঝে শোনা যা
উচ্ছ্বাসিছে কেহ মরণ যন্ত্রণা ॥

৯

স্বদেশহিতৈষী কত শত জন,
দেশের গৌরব যাদের জীবন,
দেশবাসি-পাশে করি আগমন,
কহিতে লাগিল স্বাধীনতা তরে ;

১০

" উঠ দেশবাসী আলস্য ত্যজিয়া

দেশ মাঝে অরি দেখ না আসিয়া,
লয়ে করে অসি যাওনা রুষিয়া,
শত্রুর সাধ মিটাও সমরে ॥

১১

ওহে ফ্রেঞ্চ জাতি রেখ হে স্মরণ,
কি জাতি তোমরা, কাহার নন্দন,
স্বাধীনতা মাতা, তোমাদের দেশ,
এ গৌরব কথা ভুলনা নিমেষ,
সহোদর মান করিতে রক্ষণ,
তৃণ তুল্য জ্ঞান কর এ জীবন,
তাঁর অপমান না সহ কখন,
শৃঙ্খলে সে পদ দেবে কি বাঁধিতে ?

১২

ভূমণ্ডল যুড়ি যেই দেশ খ্যাতি
ভ্রমে যথা তথা, যথা সূর্য্য জ্যোতি,
দলিবে সে দেশ পদ দিয়া অরি,
প্রুস জারমান হবে ফ্রান্সেশ্বরী,
স্বর্গদেবী পারী কর্বে দাসীগিরী
সবে কি এসব তোমাদের চিতে ?

১৩

কেন তবে আর, তোল তরবার,
শত্রুর শোণিতে হোক্ স্নান তার,
দেশের দুর্দ্দশা কর অবসান,
ফরাসিস জাতি কত বলবান
জানুক প্রুসীয় আর জারমান,
জানুক তাদের স্বীয় দুর্ব্বলতা।

১৪

ফ্রেঞ্চ ভূপতির প্রতি রাগ দ্বেষ
ভুলি এককালে, না রাখিয়া লেশ,
কত উচ্চ মন, প্রশস্ত কেমন,
এ নীচ জগতে করিতে জ্ঞাপন,
গারিবলডি, সঙ্গে লইয়া নন্দন,
দেশ সুখ বীর দিয়া বিসর্জ্জন,
আসিলা করিতে ফ্রেঞ্চ সহায়তা ॥

১৫

কিন্তু হায়! হলো সকলি বিফল,
জ্বলিল জঠরে দুরন্ত অনল,
ক্ষুধায় কাতর ফরাসীসগণ,
দিনে দিনে শীর্ণ অন্তরে দহন,
কর হতে ভূমে হইল পতন
প্রাণ হতে প্রিয় স্বাধীনতা ধ্বজা ॥

১৬

দেশ অনুরাগী শূর বীরগণ,
হৃৎ-পিণ্ডস্থিত রক্ত-প্রস্রবণ
সিঞ্চন করিল ধরা বক্ষঃস্থল,
যোদ্ধৃ শিরে শোভা করে মহীতল,
চূর্ণ দুর্গ দেহ ভগ্ন অট্টালিকা,
কোথা! গৃহস্বামী পড়ে ঘর একা
শস্যক্ষেত্র সব মরুস্থল প্রায়,
শোণিতের স্রোতঃ নদী বহে যায়,
দেশ যুড়ি সব রব হায়! হায়!
কারাবাসে বসে শত শত প্রজা।

১৬

আকুল পরাণ বিষম ক্ষুধায়,
অতীব অস্পৃশ্য জীব ধরি খায়,
অশ্ব আদি পশু করিয়া নিঃশেষ,
খাইল ইঁদুর ছুঁচা অবশেষ,
রাজপথ ধূলা মিশায়ে আহারে,
করিল আহার, দেশ রক্ষা তরে,
কিন্তু হায়! হলো সকলি বিফল
প্রুস, জারমান হইল প্রবল,
গলের * গৌরব গেল রসাতল,
বাঁধা গেল ফ্রান্স প্রুস দাসা-পাশে।

১৮

যথা দন্তাবল, দেখিতে দুর্জ্জয়,
সরসে প্রবেশি রোষে অতিশয়,
কমলের দল করে ছিন্ন ভিন্ন,

ফরাসী দেশের অন্যতর নাম।

সেই মত ফ্রান্স করে প্রুস সৈন্য,
সমরে আহূত হইয়া সে দেশে।

১৯

বিচিত্র উদ্যান সমান আছিল,
ফরাসীস দেশ,—ছারখার হলো,
ইউরোপে আছে জনপদ যত,
আমরা সবার আগে সমুন্নত
ফরাসীস জাতি, এই অভিমান,
দৈবযোগে আজ হল অন্তর্দ্ধান,
চূর্ণিত নিডিল গনে † গর্ব্ব মান,
নিবিল পূর্ব্বের ভাতি গরিমার।

২০

দিব্য শিল্প বিদ্যা, বিজ্ঞান প্রভৃতি
ফ্রান্স দেশ হলো শ্রীহীন সম্প্রতি,
আনিল এ রণ যতেক দুর্গতি,
হইবে কি শেষ শত বর্ষে তার ?

২১

রাখানি বীরতা গাম্বেডা তোমার,
হে মাকমোহন বীর অলঙ্কার
আশয় কৌশল অধিক বা ট্রসু,
যাখানে তোমারে বাল বৃদ্ধ শিশু
সারাসি রে ফ্রান্স তোর সহিষ্ণুতা,
তোর দুঃখে কার নাহে মনে ব্যথা ?
“ সম সব নর ” মহাবাক্য এই,
উচ্চারিল আগে তব মুখ, সেই
তব দুখে এত ব্যথিত সংসার।

২২

প্রুসিয়ার এই অচিন্ত্য প্রভাব,
কোথা হতে তাহ হলো আবির্ভাব,
গেল যাহে গল-গর্ব্ব রসাতল ?
কোন কার্য্য-সূত্র-সংযোগে এমন
হইল, নির্ণয় করে কোন্ জন ?
কি পাপে গলের হইল পতন
শুনাবে কে ভবে সেই সমাচার ?

২৩

ধন্য বিসমার্ক মন্ত্রিকুলপতি,
করিলে অর্জ্জন ভবে ভাল কীর্ত্তি
মাতৃভূমি-মান বাড়াইলে বেশ,
ইউরোপ রাণী আজ প্রুসদেশ
বাঁধিলে স্বদেশ কৃতজ্ঞতা ডোরে,
সাদরে প্রুসিয়া স্মরিবে তোমারে,
ধন্য জন্ম তাঁর ধন্য বলি তাঁরে
জন্মভূমি মান বাড়ায় যে জন।

২৪

ধন্য ফ্রেডরিক, ধন্য প্রুসিয়ান
ধন্য উইলেম প্রিন্স মতিমান,
ধন্য জারমান তোমরা সকল,
ধন্য হে মোল্টকি তোমার কৌশল,
ধন্য ধন্য বটে তোমরা সবাই,
বাড়ালে হে ভাল স্বদেশ বাড়াই,
বীর কার্য্য সাধি, মিলে সব ভাই,
করিলে সার্থক মানবজীবন।

শ্রীদীননাথ ধর।

[এডুকেশন।

ঈশ্বরে নির্ভর।

তব-প্রেম আশে এসেছি নাথ।
হয় হোক্ শিরে অশনি পাত।
বয় বোক্ বেগে বিপদ ঝড়,
লভিনা তাতে হইব দড়।
যাহার নির্ভর অভয়-পদে,
কি ভয় তাহার বিপদ হ্রদে ?
যায় নয় যাক্ নশ্বর-কায়,
কিবা পরিতাপ আছে হে তায়,
তব লাগি যদি মরণ হয়,
বেঁচে থাকা সেত মরণ নয়।
তোমা ভুলে রহে বাঁচিয়ে যেই,

† প্রুসিয় সৈন্যদের ব্যবহৃত বন্দুকের নাম।

জীবনে মরিয়ে রয়েছে সেই।
হেন ছার প্রাণ না চাহে দাস,
কেবল তোমার চরণ-আশ।
গৌহাটী   শ্রী:—

সমালোচনা।

সঙ্গীতসারঃ। শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রমোহন গোস্বামিনা প্রণীতঃ প্রকাশিতশ্চ। এই বৃহৎ পুস্তকের নাম এবং প্রণেতার নাম সংস্কৃতে লিখিত হইয়াছে বটে; কিন্তু ইহার আদ্যোপান্ত বাঙ্গলাভাষায় বিন্যস্ত। পুস্তক খানি দুই ভাগে বিভক্ত, প্রথমভাগে চারিটী পরিচ্ছেদ। প্রথম পরিচ্ছেদে সংজ্ঞাকাণ্ড, দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে গীতকাণ্ড, তৃতীয় পরিচ্ছেদে বাদ্যকাণ্ড এবং চতুর্থ পরিচ্ছেদে নৃত্যকাণ্ড বিবৃত হইয়াছে। সংজ্ঞা কাণ্ডের বর্ণিত বিষয়গুলি এই—নাদ, শ্রুতি, ষড্জাদি সপ্তস্বর, সপ্তকপ্রকরণ, গ্রাম, মাত্রাবিবরণ, মূর্চ্ছনা, গমক, তান, লয়, কাকু, পাদ, বন্টন, কর্ত্তব্য, লগ্নদণ্ড, উপজ, দম, থম। গীতকাণ্ডে আলাপ, রাগরাগিণীর নিয়ম, বাজামানকৃত রাগ রাগাদির ঋত্বাদি নিয়ম, দ্বাদশ মোকাম, ধ্রুব বা ধ্রুপদ, খেয়াল, টপ্পা, গ্রাম্যগীত, ভারতবর্ষবাসী প্রধান২ গায়কদিগের নাম, এবং গীতের দোষ গুণ বিবেক প্রভৃতি বর্ণিত হইয়াছে। বাদ্যকাণ্ডে তাল-প্রকরণ ও যন্ত্র প্রকরণ, তথা নৃত্যকাণ্ডে নায়কাদির লক্ষণ কেবলমাত্র বিন্যাস করা হইয়াছে। দ্বিতীয় ভাগের প্রথমে একটী উপক্রমণিকা লিখিয়া দেওয়া হইয়াছে। এইভাগ সাধন প্রণালী ও আলাপে পরিসমাপ্ত। সাধন প্রণালীতে সেতার যন্ত্র বাদ্য করিবার এবং আলাপ বিভাগে তদ্দ্বারা বিবিধ রাগ রাগিণীর আলাপ করিবার উপদেশ সকল সবিস্তর প্রদর্শিত হইয়াছে। এই পুস্তকের অনুক্রমণিকা পাঠ করিলে হিন্দুজাতির সঙ্গীত বিদ্যা বিষয়ক বিস্তর তত্ত্ব জানা যাইতে পারে। তূর্য্য-তত্ত্ব বিশারদ শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী মহোদয় সঙ্গীত বিদ্যা বিষয়ক বিবিধ পুস্তক আলোড়ন পূর্ব্বক অতি কুটীল দুরবগাহ অথচ প্রয়োজনীয় বিষয় সকল গ্রন্থমধ্যে সন্নিবেশিত করিয়া সাধারণের বিশেষ ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন সন্দেহ নাই।

সংগীতসারের ভাষা মার্জ্জিত, রচনা সুস্পষ্ট, সুগম। রচয়িতা যে যে বিষয়ের আন্দোলন করিয়াছেন, সেইং বিষয়ে যে যে প্রাচীন প্রমাণ প্রয়োগাবশ্যক, সে গুলি সংস্কৃত প্রভৃতি নানাভাষার গ্রন্থাদি হইতে পুস্তক মধ্যে দর্শাইয়াছেন। গ্রন্থের এবং গ্রন্থকারের প্রশংসা পক্ষে অধিক বক্তব্য কি, গ্রন্থাগ্রে যে কয়টী প্রশংসা পত্র বিন্যস্ত আছে, উহাই যথেষ্ট। কারণ যাঁহারা সংগীত বিদ্যায় বিখ্যাত তাঁহারাই ঐ গুলি আদরের সহিত প্রদান করিয়াছেন। প্রসিদ্ধ কালাবাৎ বাসদ খাঁ সাহেব স্পষ্টাক্ষরে স্বীকার করিয়াছেন যে, এই সংগীতসার পুস্তক অনির্ব্বচনীয় এবং সমুদ্রবৎ বিস্তীর্ণ, গুরুতর-সংগীত-শাস্ত্রার্ণ-সকল অতীব চমৎকার কৌশলে এই গ্রন্থ মধ্যে নিবেশিত করা হইয়াছে; যেন সাগর এক ক্ষুদ্র ঘট (কুজা) মধ্যে নিবদ্ধ রহিয়াছে। অপর সংগীত বিদ্যা বিষয়ে যে সকল অংশ নিতান্ত দুরগম্য ছিল, উপস্থিত গ্রন্থে তাহা দর্পণের ন্যায় সুস্পষ্ট দৃষ্ট হইতেছে। যাঁহারা সংগীত বিদ্যায় অভিজ্ঞ তাঁহারা এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া উপরি উক্ত প্রশংসা বাক্যে অবশ্যই অনুমোদন করিবেন। এক্ষণে সুশিক্ষিতদল-মধ্যে যাঁহারা গীতবাদ্যের চর্চ্চা করেন, তাঁহারা এই সংগীতসারের সাহায্য গ্রহণ করিলে অভীষ্ট বিষয়ে বিশেষরূপ আনুকূল্য পাইতে পারিবেন, বিশেষতঃ সাধন-প্রণালীতে যে সেতার যন্ত্র বাদনশিক্ষার সুগম স্বরলিপি প্রদর্শিত হইয়াছে, তদ্দ্বারা সেতার বাদ্য বাঞ্ছুদিগের প্রচুর উপদেশ লাভের আশা আছে। অতএব আমার আগ্রহসহ অনুরোধ করি, প্রাগুক্ত সম্প্রদায় সংগীতসার সাদরে গ্রহণ করিয়া গোস্বামী মহাশয়কে উৎসাহিত করুন।

প্রত্ন-কম্র-নন্দিনী। দ্বিতীয়ভাগ, পুরাতন বিষয়-জ্ঞানেচ্ছুগণের আনন্দবর্দ্ধিনী সংস্কৃত-ভাষা-ভূষিতা এই পত্রিকার নূতনাকারের একখণ্ড প্রদান করিয়া পূজ্যতম সম্পাদক মহোদয় আমাদিগকে অনুগৃহীত করিয়াছেন। নূতনাবয়বের সহিত প্রত্ন-কম্র-নন্দিনীর প্রকৃতির কিছু পরিবর্ত্তন দৃষ্ট হইল, এই পরিবর্ত্তনে দর্শকের আনন্দবর্দ্ধন ব্যতীত ক্ষোভের কারণ নাই। এক্ষণ যাঁহারা সংস্কৃতের চর্চ্চা করেন প্রত্ন-কম্র-নন্দিনী তাঁহাদিগকে প্রচুর আনন্দ বিতরণ করিবে, সম্পাদক এক্ষণে একমাত্র দেবভাষা (সংস্কৃত) ব্যবহার করিতেছেন না, বঙ্গীয়দিগের বোধসুগম জন্যে বঙ্গীয় ভাষায় ও প্রস্তাব বিন্যাস করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। সামশ্রমী মহোদয় সামে (বেদে) সফলশ্রম হইয়া নিশ্চিন্ত হননাই, সেই শ্রমের উপাদেয় ফল সকল প্রত্ন-কম্রের খণ্ড পরম্পরায় প্রকাশ করিতেছেন, যাঁহারা অল্পশ্রম ও ব্যয় স্বীকার করিয়া তত্রসাস্বাদনে পরাঙ্মুখ তাঁহারা যে নিতান্ত শ্রমভীরু ও ব্যয়-কাতর, ইহা কে না স্বীকার করিবে? যাঁহারা সংস্কৃত শিক্ষার্থী এই পত্রিকা কেবল তাঁহাদিগের সংস্কৃত শিক্ষার সহকারিণী হইবেনা, আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিবিধ বিষয়ে অভিজ্ঞতা প্রদান করিবে। এবারের পত্রিকায় আখ্যায়িকা শিরোনামে যে প্রস্তাটী প্রকটন আরম্ভ হইয়াছে ঐ প্রস্তাবটী পরিসমাপ্ত হইলে পুরাণ উপপুরাণ বর্ণিত বিবিধ অলৌকিক ঘটনাবলীর মূল প্রকাশিত হইবে। যদ্দ্বারা একপ অবশ্য-জ্ঞাত বিষয়ের তত্ত্বাবগতির সম্ভাবনা, তৎপ্রতি কাহার সমাদর করা কর্ত্তব্য? পরন্তু যে সকল উত্তমোৎকৃষ্ট কাব্য আজি নাম-শেষ হইয়া রহিয়াছে, এই পত্রিকা তৎসমুদয় প্রচারে প্রবৃত্ত হওয়ায় কাব্যামোদিদিগের অবশ্য গ্রহণীয় হইয়াছে। এই সংখ্যায় বিদ্বন্মোদতরঙ্গিণীর দুই তরঙ্গ প্রকাশিত হইয়াছে, এতৎপাঠে পরাপর তরঙ্গ রঙ্গ দর্শনে কার না কৌতুহল উদ্দীপ্ত হইবে? শৈব, শাক্ত, নাস্তিক, তার্কিক প্রভৃতি দ্বিজগণ তরঙ্গে যেরূপ আড়ম্বর করিয়া বাগ্বিতণ্ডা আরম্ভ করিয়াছেন, ইহাঁদিগের অবশিষ্ট রহস্য জানিবার নিমিত্ত পাঠক মাত্রেরই স্পৃহা জননের সম্ভাবনা। আমরা ভরসা করি, বিদ্যোৎসাহী এবং বিদ্যার্থী মাত্রেই প্রত্ন-কম্র-নন্দিনীকে সাদরে গ্রহণ করিবেন।

মোহভোগ। শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার কর্ত্তৃক প্রণীত। শ্রীযুত প্রসন্ন কুমার ভৌমিক ও শ্রীযুত রাধিকা মোহন বসাক কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

এই গ্রন্থকার সদ্ভাবশতক এবং ঢাকাপ্রকাশের কল্যাণে সাধারণে পরিচিত রহিয়াছেন, ইনি এইক্ষণ যে অবস্থায় অবস্থিত তাহা ব্যক্ত করা দূরে থাকুক, স্মরণ করিতেও আমাদিগের হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যায়। ইহা স্বপ্নেও কল্পিত হইয়াছিল না যে, ইহাঁর কবিত্ব-কুসুম-কোরক স্ফুটনোন্মুখ হইতে না হইতেই তাহাতে চিত্ত-বৈকল্য রূপ করাল-কীট প্রবিষ্ট হইয়া কুটি২ করিয়া কর্ত্তন করিবে। হায়! দৈবের কিছুই অসাধ্য নাই।

মজুমদার মহাশয় চিত্ত-বৈকল্য উপস্থিতির অব্যবহিত পূর্ব্বে এই 'মোহভোগ' কাব্য প্রণয়ন করেন। মহাভারতের বনপর্ব্বে 'বাসব নহুষ সংবাদ' নামে যে এক উপাখ্যান আছে ঐ উপাখ্যান ভাগই এইকাব্যের অবলম্বন। রচয়িতা মূলপ্রস্তাবের স্থানে২ অন্যথা করিয়া বিষয়টীকে কাব্যের উপযোগী করিয়া লইয়াছেন। ভূমিকায় লিখিত আছে—

"কাব্যের নায়ক দেবরাজ ইন্দ্র আত্মকৃত পাপে অনুতাপিত হইয়া আত্মনির্ব্বাসিত হন। সগুরুদেবগণ তপোব্রতনিরত নহুষ রাজর্ষিকে তাঁহার পদাভিষিক্ত করেন। রাজর্ষি শচীর প্রতি আসক্ত হইয়া তাঁহাকে ভোগ্যা করিতে চান। পরে তাঁহাকে নির্ব্বাসিতা করেন। তিনি সখীসহ পতির অন্বেষণ করিতে করিতে তাঁহাকে এক দ্বীপগিরিতে প্রাপ্ত হন।

ভিন্ন২ ব্যক্তির সংজ্ঞা নির্দ্দেশ না করিয়া কেবল তাঁহাদের বাক্য বিন্যস্ত করা হইয়াছে। বাক্যের দ্বারা প্রকৃতি স্বাতন্ত্র্যের জ্ঞান হইয়া ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যের জ্ঞান হইবে। প্রভাত প্রভৃতির বর্ণনা কবির উক্তিতে

করা হইয়াছে। তাহার মধ্যে যে সকল উৎপ্রেক্ষা অর্থাৎ কারণানুমান আছে, তদ্দ্বারা পুর্ব্বাপর ঘটনার সামঞ্জস্য করা হইয়াছে।"

এই ক্ষুদ্রকাব্যখানি যে প্রণালীতে রচিত বঙ্গভাষায় একরূপ কাব্য অত্যন্ত বিরল। নাটকের ন্যায় কাব্য-বর্ণিত-নায়ক নায়িকা ও অন্যান্য ব্যক্তিগণের উক্তি প্রত্যুক্তি পৃথক২ রাখিয়া প্রভাত প্রদোষ ও অবস্থার অস্থায়িতা প্রভৃতি উৎপ্রেক্ষায় বর্ণন করিয়া মূলপ্রস্তাবের সঙ্গতিসাধন করার রীতি প্রায় কোন কবি অবলম্বন করেন নাই। কবিতাগুলি বিবিধ ছন্দোবন্ধে রচিত এবং প্রায় সকল গুলিই অমিত্রাক্ষরের পরিবর্তে মিত্রাক্ষরে লিখিত, কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে কবির উক্তিতে যে সকল কবিতা লিখিত হইয়াছে তত্তাবতের ভাবার্থ দ্বারা অনেক স্থলে মূল প্রস্তাব পরিস্ফুট হয় নাই। বর্ণিত ব্যক্তিগণের কথিত কবিতাকলাপের অনেক স্থানও অস্পষ্ট ও দুর্ব্বোধ রহিয়াছে। রচনা সুললিত। স্থানে২ সদ্ভাব বিন্যস্ত আছে সত্য, কিন্তু ঐ সকল রচনা বালুকা মিশ্রিত শর্করার ন্যায় সাধারণের দুরাস্বাদ্য হইয়া রহিয়াছে। ভূমিকায় বর্ণিত ব্যক্তিগণের উক্ত-কবিতাগুলির নির্ঘণ্ট না দিয়া ঐ সকল কবিতার বক্তৃগণের নাম সমূহ কবিতা গুলির পার্শ্বে লিখিয়া দিলে অপেক্ষাকৃত বোধ সুগম হইবার সম্ভাবনা ছিল। আর একটী দোষের বিষয় এই যে, প্রস্তাবটী নিতান্ত সংক্ষেপে রচনা করা হইয়াছে কিঞ্চিৎ বাহুল্য করিলে রসগুলি সুন্দর প্রকাশ পাইতে পারিত। সর্ব্বাপেক্ষা অধিক দুঃখের বিষয় এই যে, এখানীর প্রস্তাবাংশে এমত একটী দোষ রহিয়াছে যে তত্ত্বতঃ ইহা ছাত্রদিগকে শিক্ষা দেও- শিক্ষকের লজ্জার বিষয় হইবে।

যাহাহউক দুর্বিদগ্ধ বিধাতা মজুমদার ভায়াকে বিষণ্ণ-চিত্ত করিয়া বঙ্গভাষার সাহিত্য সংসারের যে কি মহতী ক্ষতি করিয়াছেন, তাহার কিঞ্চিদাভাস পাঠকগণ নিম্নোদ্ধৃত কবিতা পাঠে বুঝিতে পারিবেন। হায় রে বিধাতঃ! যাঁহার কল্পনাসুন্দরী একরূপ কবিত্ব-সুধার আধার স্বরূপা তাহার চিত্তে কি-বৈকল্য-বিষ ঢালিতে হয়!!!

শচী পতি বিরহ-বিষাদে মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িলে তদীয় সখীর উক্তি।

কি হল কি হল হায় হায়।
প্রাণ সখী বুঝি ছেড়ে যায়;
নিমীলিত সুলোচন স্বর্ণ-তনু বিবরণ
ঘন শ্বাস বহিছে নাসায়! ১

উঠ সখি উঠহ ত্বরায়,
দেহ মোর উত্তর কথায়,
বিজনে বিপদে ঘোরে একেলা ফেলিয়া মোরে
আহা তুমি চলিলা কোথায়? ২

সঙ্গিনী তোমার আমি হেন,
সঙ্গিনী কায়ার ছায়া যেন,
যায় কায়া যেই স্থল ছায়ারে লইয়া চলে
তুমি মোরে ফেলে যাও কেন। ৩

দয়ার আকর তব মনে,
কত তব দয়া সখীজনে,
শোকেতে আকুল মতি আজ এ সখীর প্রতি
নিরদয় হেরি কি কারণে। ৪

সখি তুমি ছেড়ে যাও কায়,
এড়াইলা যন্ত্রণার দায়,
অভাগী কপাল গুণে রহিলা শোকাগুণে
একেলা পড়িয়া বোল হায়

আহা সরলতা, উদারতা,
নির্ম্মল পীরিতি, সুশীলতা,
নিরাশ্রয় আজি ভবে হইল ভাবনা সবে
গেল বুঝি আশ্রয়ের লতা।

অরে বিধি কি তব বিচার,
তেমত সম্পদ পদ যার,
এই তটিনীর কূলে এই কেয়াজি মূলে
এই দশা হয় হায় ওঁর। ৭

আহা যাঁর চরণ-কমলে
একটী কন্টক বিদ্ধ হলে

হোতো তাঁর হৃদি মন আহা কত উচাটন
সচঞ্চল হইতো সকলে। ৮
আজি তাঁর দিবা অবসান,
দেহ ছেড়ে যায় যায় প্রাণ।
অভাগিনী বিনা আর কেন কেহ নাহি তাঁর
একবিন্দু অশ্রু করে দান। ৯
হাঁরে ওরে কাল বিষধর!
কিবা তোর কঠিন অন্তর।
এমন কোমল-কায় কোন প্রাণে হায় হায়
দংশন করিসরে পামর। ১০
ওরে রে বিচ্ছেদ। কাছে তোর,
এত কি রে দোষী সখী মোর?
আগে তাঁর নিলি সুখ শেষে দিয়া নানা দুঃখ
করালি কি ভব লীলা ভোর। ১১
আহা এসময় হায় হায়
সখী-নাথ রহিলে কোথায়।
এস এস দেখসিয়া শূন্য করি তব হিয়া
আজি তব প্রিয়া ছেড়ে যায়। ১২
অহে স্রোতস্বতী, সমীরণ,
গগণ বিহারি পাখিগণ
যদি কেহ কোন স্থলে দেখ তারে কোন ছলে
এই তবে জানাবে তখন। ১৩
অহে তব হৃদি রত্ন যিনি
তোমার বিচ্ছেদ দুখে তিনি
সখী পাশে নদী-কূলে বিজনে তরুর মূলে
হয়েছেন ভূতলশায়িনী। ১৪
আহা যাঁর মধুময় রব
কতই সুখের ছিল তব,
হয়েছেন সেই সতী বুঝি চির মৌনব্রতী
আর না শুনিবে সেই রব। ১৫
সরল চক্ষের লীলা যাঁর
কি অমীয়া আছিল তোমার,
বুঝি এ জন্মের মত তিনি মহা নিদ্রাগত
সেই লীলা না হেরিবে আর। ১৬
অহে যাঁর অঙ্গে অনিবার
রবি কত ভাবের উগার
কি নির্ম্মল মনোহরী বিশ্বের সঞ্চার করি
উদ্ভাসিত হৃদয় তোমার। ১৭
অল্প দিনে সে ভাবের হিয়া
অস্থি শেষ হবে বিগলিয়া,
গাইয়া তোমার যত্নে সরস সে মহারত্নে
যে রাখিত গেছে সে চলিয়া। ১৮
আহা যেই শরীর রতন
সুখ নিধি আছিল তেমন,
কিছু কাল পরে আর করিবে তা অস্থি সার
মাংস ভোজী পশু পাখিগণ। ১৯
তবে অভাগিনী-পাপ প্রাণ!
প্রাণের স্বজনী ছেড়ে যান,
কোন্ সুখে তুই আর বহিবি এ দেহ ভার
তাঁর সঙ্গে কর রে প্রযাণ। ২০
অরে তুই কঠিন কেমন,
আছিস্ শরীরে এতক্ষণ,
প্রাণ সখী হারা হয়ে রব আমি তোরে লয়ে
এই কি করিস মনন? ২১
আয়াস সহজে যদি পাপ,
এখনি জলেতে দিব ঝাঁপ,
কিম্বা অস্ত্রাঘাত করে, ত্যজিব ত্যজিব তোরে
জুড়াইব সখীর সন্তাপ। ২২

উদ্বোধিনী। শ্রীযুক্ত মথুরাকান্তবসু প্রণীত। মুক্তাগাছার প্রসিদ্ধ ভূম্যধিকারী শ্রীযুক্ত বাবু সূর্য্যকান্ত আচার্য্য চৌধুরী মহাশয় স্বয়ং ব্যয় প্রদান করিয়া মুক্তাগাছা স্কুলের ছাত্র উক্ত বসুর রচিত এই পুস্তকখানী মুদ্রিত করাইয়াছেন। ইহাতে রচয়িতার উৎসাহ ও রচনাশক্তি বৃদ্ধির সহিত সূর্য্যকান্ত বাবুর বিদ্যোৎসাহিতার গৌরব বর্দ্ধনশীল হইয়াছে সন্দেহ নাই।

মিত্র-প্রকাশ।

সাহিত্যবিষয়কপত্র।

মিত্রপ্রিয়ানন্দ-বিধানদক্ষো। মিত্রাপ্রিয়োল্লাস-নিরাস-শূরঃ।
নানারসৈর্মিত্রগুণ-প্রকাশো মিত্র-প্রকাশোয়মুদেত্যুদারঃ॥

১ম পর্ব্ব। | শকাব্দা ১৭৯২। বঙ্গাব্দা ১২৭৭ মাঘ। | ১০ম সংখ্যা।

ঈশ্বর-স্তোত্র।

অনন্ত তোমার অনন্ত-শকতি
অনন্তজগতে রয়েছে ছেয়ে।
অনন্তকণ্ঠেও পারেনা বিবতি,
অনন্তকালেও মহিমা গেয়ে। ১।
দয়ার আধার বলি নে তোমায়,
আধারের সীমা সহজে হয়।
জগত পালিছে তোমার দয়ায়,
বিশ্বে কে দয়ার কাঙ্গাল নয়। ২।
দয়ার আকর বলি নে তোমায়,
আকরের মাঝ তিমির-বাস।
তাহে খনি-জাত-মণিসমুদায়,
নিরমল কোথা সমল-ভাস ॥ ৩।
কিন্তু নাথ তুমি সদা সমুজ্জ্বল,
তেজোময় বিভো তামস-হীন।
দয়াও তোমার নিখুঁত, নির্ম্মল,
সাক্ষী তার এই ভুবন তিন ॥৪।
বলিলে তোমায় দয়ার সাগর,
তিরপত নয় হৃদয় মম।
সাগর আর বা কতই ডাগর,
মেদিনীর যেই মেখলোপম ॥ ৫।
দ্যুলোক ভূলোক—হেন লোক নাই,
যথা দয়া নয় আলোকময়।
যে দিকে তাকাই দেখিবারে পাই,
দয়া মাখা সব হে দয়াময় ॥ ৬।
হেরি এ মাটীর যশের আশায়,
সদাশয়-হীন দয়ালগণে।
আশার অতীত উদার, তোমায়
দয়াল বলিতে নেয় না মনে ॥৭।
চর্ম্ম-চক্ষে তব দয়ার প্রমাণ,
দেখি নাথ তায় যে টুকী বুঝি।
সে টুক বুঝাতে নামের সন্ধান,
পাই নে হে কোন ভাষায় খুঁজি ॥৮।
কোথা তব দিব্য দয়া দয়াময়,
কোথা বা বাঙ্গালী বাঙ্গালীভাষা।
পাপ-কণ্ঠে কভু সফল কি হয়,
স্বর্গীয়-গান গাওয়ার আশা ॥৯।
বটে নানামত মোহনালঙ্কারে,
বাঙ্গালীভাষার অভাব নাই।
অলঙ্কারিগণে অশেষ প্রকারে
রচনার দেহ সাজায় তাই ॥ ১০
কিন্তু ওহে নাথ! সত্যের দহনে,
সামলানো ভার অলঙ্কার যত।
থাকে কি সত্যের স্বরূপ দর্শনে,
ঝুঁটো অলঙ্কারে আদর তত ॥ ১১।
তব স্তুতি-অঙ্গ সাজাতে তখন,

অলঙ্কারে আর দেয় কে হাত ?
তোমার ভাবেতে উনমত্ত মন,
ফেলে তাহা দূরে মারিয়া লাথ ॥১২ ।
কিছুই তোমার জানি নে যখন,
তখন উপমা * কি কাজে আসে ?
বিমানে সোপান দানের যেমন,
আশা নিরাশার সাগরে ভাসে ॥ ১৩ ।
অরূপ ! তোমার স্বরূপ কি রূপ,
নিরুপিতে তাহা মানবচয় ।
দিশে হারাইয়ে বলে নানারূপ,
একরূপ নাহি দুজনে কয় ॥ ১৪ ।
যখন তোমার উপমেয় নাই,
উপমান তুমি নও হে কার ।
সরূপ তোমার কোথাও না পাই
রূপক * তখন কি কাজে আর ? ১৫ ।
দেব-বুদ্ধি সদা করি অন্বেষণ,
পায়না যখন ঠিকানা তব ।
কেমনে তখন মানব-বচন,
প্রকাশিবে যশঃ হে ভবধব ॥১৬ ।
অতিশয়-উক্তি * সকলে সম্ভবে,
আছে বটে তার সর্ব্বত্র ঠাঁই ।
তোমাতে তাহার প্রয়োগ কি হবে ?
কণা বরণনে সামর্থ্য নাই। ১৭
তিন উপমান ক্রমে দেখাইলে,
মালোপমা * না কি তাহারে কয় ।
এক উপমান যখন না মিলে,
তিন কি তখন সম্ভব হয় ? ১৮ ।
কে কোথায় হেন কি দেখেছে কবে,
হেন স্মৃতি-শক্তি আছে বা কার ?
কাহার স্মৃতির * সার্থক্য সম্ভবে

* উপমা, রূপক, অতিশয়োক্তি, মালোপমা এবং স্মৃতি এগুলি বিশেষ২ অলঙ্কার নাম ।

বরণনে তব কৃপার ধার ? ১৯ ।
পরিণাম * পরিণাম চিন্তি মনে,
তাহার প্রয়োগে আতঙ্ক পাই ।
তব পরিণাম * চিন্তিব কেমনে ?
কল্পনায় যার না হয় ঠাঁই । ২০ ।
ভ্রান্তিমানে * ভ্রান্তি মানে য'রা মনে
আলাৎ পালাৎ তারাই কয় ।
একে ভ্রান্ত-নরে ভ্রান্ত ক্ষণেক্ষণে
সে ভ্রান্তির শান্তি সহজ নয় ॥ ২১ ।
অনিশ্চিত তুমি, করুণা তোমার
অনিশ্চিত ; ইহা নিশ্চিত কথা ।
তব স্তবে নাথ ! করিগণে আর
সফল করিবে কি নিশ্চয়তা † ? ২২ ।
উৎপেক্ষায় * তব মহিমার সীমা
বাখানিতে তার সাহস হয় ।
যে পারে কহিতে সজীব প্রতিমা,
কাচে রত্ন ক'তে যে ভীত নয় ॥২৩ ।
সরল-বচনে তব স্তুতি যবে,
করিবারে নাথ সামর্থ্য নাই ।
ব্যাজস্তুতি * তায় কিরূপে সম্ভবে ?
ভাবিয়া তাহার ভাব না পাই ॥ ২৪ ।
স্বভাবোক্তি * এটী শুনিতে সরল
এ অলঙ্কারের অলপ বাঁক ।
ইহার প্রয়োগ তোমায় সফল,
করিব, এ কথা কেবল জাঁক ॥ ২৫
গুণশালি-বাক্য ‡ যতনে গাঁথিয়ে
যদি তব গুণ গাইতে যাই ।
গোটা চারি কথা ভাবিতে চিন্তিতে,

* পরিণাম, ভ্রান্তিমান, উৎপেক্ষা, ব্যাজস্তুতি, এবং স্বভাবোক্তি এগুলি বিশেষ২ অলঙ্কারের নাম ।

† নিশ্চয় নামক অলঙ্কারের ভাব ।

‡ ওজঃ প্রসাদ প্রভৃতি গুণযুক্ত বাক্য ।

ন্তার সাগরে না পাই থাই॥ ২৬।
নগুণময় * বাক্য মোটে মাটে
ংখ্যা তার আর অধিক নয়।
তিনগুণাতীত † কিরূপে তা আঁটে
গুণশালি-বাক্য আছে বা কয়। ২৭।
গুণবদ-বাক্যে তব গুণগান,
যই জন নাথ গাইতে যায়।
ক আছে সাহসী তাহার সমান
মস্কার মম তাহার পায়॥ ২৮
হজে কহিতে পারিনে যখন
ক্ষণায় গুণ কি আর কব।
ঞ্জনার আছে শক্তি কি এমন
নিঃশেষে বলিবে মহিমা তব॥ ২৯
াসের ঈশ্বর যথা প্রভুজন
ালক পালক যেমন তাত।
নিখিল ঈশ্বর তুমি হে তেমন
ত্রিলোক পালক বট হে নাথ। ৩০।
শুনিতে এসব বচন মধুর,
বিতর্কে এ রস বিরসময়।
বিন্দু দোষে দাসে প্রভু করে দূর
তাতে তাতে ‡ যদি অবাধ্য হয়। ৩১।
পদে২ দোষ কত শত করি
তবু তুমি নাথ নিঠুর নহ।
উদার-স্বভাবে করুণা বিতরি,
াধিকারে রাখ স্নেহের সহ। ৩২।
পায় পায় করি আজ্ঞা অবহেলা
তবু তাত তুমি কুপিত নও।
কোলে তুলে লও বিপদের বেলা
অবোধ ভাবিয়া তরল হও॥ ৩৩।

কবি, * কবীশ্বরী বাণী, † বেদ, শেষ ‡
তোমার মহিমা বর্ণিতে নারে।
মানব মহিমা কি গাবে বিশেষ
কত বা শকতি দিয়েছে তারে? ৩৪।
যাহোক হে নাথ এই জানি সার
সারাৎসার তুমি অসার-দ্বেষী।
সার-প্রিয়তায় লহ মাত্র সার
ভোল না শুনিয়া আসার বেশি॥
তোষামোদ-প্রিয় প্রভুরাই বটে
আত্মগুণাধিক শুনিতে চায়।
তব যশঃ যেই বিন্দুমাত্র রটে
তুমি না কি দয়া যাচ হে তায়॥ ৩৬।
ভকতির সোজা সরলবচনে
যে তোমায় নাথ বলিয়ে ডাকে।
তুমি না কি নাথ! সে রব শ্রবণে
করুণা অমিয়া বিতর তাকে॥ ৩৭।
না জানি ভজন না জানি পূজন
অলঙ্কার, বাক্য, বিন্যাস করা।
না জানি শবদ-কুসুম গাঁথন,
নাহি জানি ধ্যান ধারণা ধরা। ৩৮
রসনা, বচন, ভকতি, অন্তর,
একত্রিত করি প্রেমেতে সব।
এই মাত্র বলি যুড়ি দুই কর
কিছুই হে নাথ জানি নে তব। ৩৯
কৃতাঞ্জলি হয়ে এই ভিক্ষা চাই,
সেই কৃপাকণা প্রদান কর।
যাহে নাথ তোমা জানিবার পাই।
হর হর ভ্রম আঁধার হর। ৪০।

শ্রীরাধারমণ ঘোষ।
ঢাকা-কালেজ।

* গুণঃ প্রসাদ এবং মধুর।
† সত্ত্ব রজঃ, তমঃ, এই ত্রিগুণের অতীত।
‡ তাতে তাতে অর্থাৎ পিতা উত্তাপিত হন।

* ব্রহ্মা। † বাক্য। ‡ অনন্তফণী।

নির্ব্বাসিতা-সীতা।

(গত প্রকাশিতের পর।)

মানিতেছি শত পরিহার,
কেন তবু মোরে বার বার
ওগো২ ওগো স্মৃতি! জ্বালাতেছ, একি রীতি?
দিতে কি উচিত হয় ক্ষত-স্থলে ক্ষার?
এ সময় পূর্ব্বসুখ-স্মৃতি কেন আর। ১

ভোল বাল্য-সুখ আপনার।
ভোল সুখাস্বাদ অযোধ্যার।
রঘুকুল-বধূ সীতা, হও হও তা বিস্মৃতা,
রাঘবের ধর্ম্মপত্নী একথাটী আর
ভুল না ভুল না ভোল,—বিনতি আমার। ২

হায় অবোধিনী আমি অতি!
স্মৃতি শকতির কি শকতি
ভুলিতে নাথের কথা? এমন অকৃতজ্ঞতা
করিতে কি পারে? যেই এ মন্ত্রভবনে
পিয়াইল সুধা—তারে ভুলিবে কেমনে? ৩

দুঃখে২ গেল জন্ম প্রায়,
স্মৃতি তা স্মরিতে নাহি চায়,
নাথ-প্রেমে একটুক ভোগ যে করেছে সুখ
মূলমন্ত্র * মত তাই সতত ধিয়ায়।
এত কি আস্বাদ প্রিয় প্রেমের সুধায়। ৪

হায় হায় আমি অভাগিনী,
হলেম পথের কাঙ্গালিনী।
কোথা আমি কোথা প্রিয়! কোথা সে বচনামিয়!

* ইষ্টমন্ত্র।

হায়!—আর যাহা এই অভাগী কখন
পারিবেনা প্রাণান্তে করিতে আস্বাদন!' ৫

স্থির-লক্ষ্যভেদী-শর যথা,
তথা তাঁর এক এক কথা
গাঁথা হৃদয়েতে মোর!—এত যে যাতনা ঘোর
তবু তা ভুলিতে নারি—নারে পাপ মন!
কে যেন বলেতে দেয় করায়ে স্মরণ! ৬

এ অভাগী হইলে গর্ব্ভিনী,
সঙ্গিনী সকলে কুতুকিনী,
মুকুলিত চূতলতা পিকবর হেরে যথা
সঘনে, উৎসুক হয়ে প্রাণেশ তেমন
করিতেন প্রীতি-চক্ষে আমায় ঈক্ষণ। ৭

নাথের সোহাগে আমি গলে,
একদা সুধাম্বু বাক্যছলে,
"সুত-জন্মোৎসব মম, করিবে হে প্রিয়তম!
কিরূপ?" অমনি নাথ কহিলা তখন
'সেরূপ, যেরূপ কেহ করেনি কখন!' ৮

ভাবিলাম শুনিয়া অন্তরে,
হবে ঘটা মহা আড়ম্বরে,
এবে দেখি একে আর! সে সময় সে কথার
বুঝিনাই মর্ম্ম পতি-প্রীতি-গর্ব্ব ভরে,
কে জানে যে এত ছিল নাথের অন্তরে!! ৯

যেই রাজাধিরাজের রাণী;
কোশল যাহার রাজধানী;
জন্মিলে তনয় যাঁর আনন্দের পারাবার
উথলিয়ে সকলে করিত নিমগন;
গাইত মঙ্গল গীত, বন্দী অগণন; ১০

উৎসব করিত প্রজা যত,
বাজিত মঙ্গল বাদ্য কত ;
রাজকীয় ধাত্রীগণ ধেনু, ধাম, ধান্য, ধন
আশাধিক পেত, আর দীন দুখিগণ ;
অদীন হইত পেয়ে বিবিধ রতন। ১১

খেদে, ক্ষোভে নাহি সরে বাণী !
প্রসবিলে এবে সেই রাণী ;
সূতিকা আগার তার, তরু-তল বিনা আর
মেলা ভার !—নবনীত-নিন্দিত-শয়ন,
বিনিময়ে ভূমিতলে শয়ন হইবে। ১২

পত্র-পাত শব্দে তরুদল
গেলে গেতে পারে সুমঙ্গল।
ভেবে মোরে দয়াপাত্রী ; কুরঙ্গী হইলে ধাত্রী,
হতে পারে।—দান আর চাবে কোন্ জন ?
পরের দয়ায় এবে সীতার জীবন। ১৩

কোন্ রাজরাণীর নন্দন ;
এই রূপ লভেছে জনন ?
হায় রে কাহারে কব ! মম সুতজন্মোৎসব
হইবে যেরূপ—হেন হয়েছে কি কার ?
সত্যই কহিলা নাথ সত্যের আধার !! ১৪

(অবশিষ্ট আগামীতে প্রকাশ্য।)

দুর্ভাগিনী শ্যামা।

তৃতীয় অধ্যায়।

(গত প্রকাশিতের পর।)

দীতার মুত্যু কালীন অনুরোধেই হউক, কিংবা লোকনিন্দার [illegible] হউক বাবা আমাকে কুলীনে সম্প্রদান করার সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিলেন। বাবাকে আর এক রোগে ধরিল। কথায় বলে "সাপে খেলে নির্ব্বংশ, বাঘে খেলেও নির্ব্বংশ।" আমার ভাগ্যেও তাই ঘটিল।

কুলীনে সম্প্রদান করিতে বাবার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা হইয়া ছিল, যদি তাহাই না হইল, যদি অকুলীনেই কন্যা দান করিতে হইল, তবে পণ ছাড়িবেন কেন ? বাবা দোকান খুলিলেন, ক্রমে খরিদ্দার জুটিতে লাগিল। একশ, দুইশ, ক্রমে পাঁচশ টাকা ডাক হইয়া গেল। একে মেয়ে সুন্দরী, তাতে ডাগর ডোগর স তশতের এক পয়সা কমে ছাড়া হবে না। নীচ কুল হউক, ক্ষতি নাই ; মূর্খ হউক, ক্ষতি নাই ; বুড় হউক, ক্ষতি নাই, কুৎসিত হউক ক্ষতি নাই, কাণা, খোঁড়া, কালা, কিছুতেই ক্ষতি নাই, যার বেশী ডাক, সেই পাইবে !

এই রূপে ডাক বাড়িতে লাগিল। ইতিমধ্যে পিসা মহাশয় আমাদের বাটীতে উপস্থিত। পূর্ব্ব অধ্যায়েই বলা হইয়াছে, তিনি সস্ত পণ্ডিত। টোলধারী ভট্টাচার্য্যেরা স্বভাবতঃ অগ্নিশর্ম্মা, তাহাতে পিসা মহাশয় অত্যন্ত উদ্ধতস্বভাবের লোক ছিলেন। বাবা পণ লইবেন, পরম্পরায় এই কথা শুনিতে পাইয়া একবারে "তেলে বেগুনে জ্বলে উঠিলেন।" যত মুখে আসিল, গালি দিলেন ; কেবল হাতে ধরে মারা বাকি। পরিশেষে একটু শান্ত হইয়া নানা শাস্ত্রের বচন আওড়াইয়া বাবাকে যোগ শুনাইতে লাগিলেন। "চোরা না শুনে ধর্ম্মের কাহিনী" বাবা ঘাড় পেতে শুনিতে লাগিলেন, কিন্তু তিনি কিছুতেই ভুলিবার ছেলে নন। পিসা মহাশয়ের পুঁজি বাট্টা ঝাড়া শেষ হইলে বাবা নতমস্তক মত করিয়া কহিলেন "আপনি যাই বলুন না কেন, যখন কুলীনেই মেয়ে না দেওয়া হোল, তখন টাকা ছাড়তে পারিনা।

পিসা "তুই ব্রাহ্মণ বংশে চণ্ডাল, তোর মুখ দেখলেও পাপ হয়" এই বলিয়া ধুতি গামছা লইয়া প্রস্থানোদ্যত হইলেন। বাবা কাঁদ কাঁদ

সাধনা করিলেন কিছুতেই আর ফিরিলেন না।

পিসা মহাশয় যখন বাবাকে যোগ শুনান, বেড়ার আড়ে থেকে আমি সব শুনিয়াছিলাম। তাই অনেক গুলো শ্লোকের ভাব স্মরণ ছিল। পরে লেখা পড়া শিখে একখানি পুস্তকে সেই ভাবের শ্লোক দেখিতে পাইলাম। পাঠকের দর্শনের জন্য তাহার তিনটী শ্লোক নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি।

"অল্পেনাপি হি শুল্কেন পিতা কন্যাং দদাতি যা।
রৌরবে বহু বর্ষাণি পুরীষং মূত্রমশ্নুতে॥"
আপস্তম্বে।

"যঃ কন্যাং পালনং কৃত্বা করোতি বিক্রয়ং যদি।
বিপদা ধনলোভেন কুম্ভিপাকং সগচ্ছতি॥
কন্যামূত্রপুরীষঞ্চ তত্র ভক্ষতি পাতকী।
কৃমিভির্দংশিতঃ কাকৈর্যাবদিন্দ্রাশ্চতুর্দ্দশ॥
ম্নতাশ্চব্যাধযোনৌচ সলভেচান্দ নিশ্চিতং।
বিক্রীণীতে মাংসভারং বহত্যেব দিবা নিশং॥
ব্রহ্মবৈবর্ত্তে।

এই ঘটনার কিছুদিন পরে বাবার মনের মত একজন গ্রাহক জুটিল। ইহার নাম গজানন শর্ম্মা, বাড়ী হাবাতে। ইহার পিতৃপিতামহাদি ঠাকুরপূজা ও মহোৎসবে পাক ইত্যাদি করিয়া বহু অর্থ সঞ্চয় করিয়াছিলেন। তার পর ইহার পিসি কলকাতার সোনাগাজিতে আড়ত খুলিয়া প্রায় ২০।২২ হাজার টাকার সম্পত্তি করেন। তাহার মৃত্যুর পরে গজানন এক জাল উইল প্রস্তুত করিয়া গবর্ণমেণ্টকে ফাকি দিয়া ঐ সকল সম্পত্তির অধিকারী হইয়াছিলেন। গজাননের বিদ্যা বুদ্ধি [illegible] আর কি বলিব, ডুবুরি নামাইয়া দিলেও পেট [illegible] ক অক্ষর পায় কি না সন্দেহ। যেমন গুণ [illegible] রূপ! মাথাটী পদ্মার চরের চৈতে তরমুজ। তাহার মাঝে মাঝে হাতীর মাথার মত দুই একগাছি কেশ (শ্রীবিষ্ণু)—শুধু হাতি নয় ইন্দ্রের ঐরাবত হাতি; কেন না যে দুই এক গাছি আছে তাহাও পাটের মত শাদা। গৃধিনীর কর্ণ বা কত বড়—তাহার মেয়েরা সে কাণ দুটী পেলে একবারে ১০।১২ সের ধান ঝাড়িতে পারে! পাঠক, পূজার সময় সিংহের নাক দেখেছন? তার চেয়ে দুচার আঙ্গুল প্রশস্ত বই সরু নয়, এমনি পুরুষের নাক। তার রন্ধ্র দুটী দেখলে বোধ হয়, ঈশ্বর গজাননের মাথায় নীলকুঠি স্থাপন করে, তাতে জল যাবার যোড়া নর্দ্দমা বসিয়ে দিয়েছেন। "খাঁচ" আছে বলে কেহ সন্দেহ করেন চোখ থাকলেও থাকতে পারে। মুখের হা দেখলে কুম্ভকর্ণকে মনে পড়ে। দাঁতগুলো কেমন ছিল, বলিতে পারিলাম না। শুনতে পাই মারগুলি খাওয়াতে পড়ে গিয়েছে। একথা সত্য কি কেমন তা জানি না। বুড়ো বোল্লে বাবা চটেন, সুতরাং মারগুলির দোহাই দেওয়াই ভাল। তাতে কিছু গৌরবও আছে। গোঁপ দাঁড়ির কথা বলে কাজ নাই। মুখ দেখিলে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়। আর আর অঙ্গ গুলি "যুবা লোক যে জান সন্তান"। ছেলের (জিব কেটে) পুরুষের আবগারি মহলে একচেটে অধিকার। তাতে বড় দোষ দেওয়া যায় না। বাতের যাতনায় সে মহলের প্রতি এত আদর। ক্রমে তিন বিয়ে হয়ে গিয়েছে, পুরুষের স্ত্রীভাগ্য এম্নি, অনেকেই বৎসর না ফিরুতে মক্কা পেয়েছে! বাবার কপাল গুণে ও গজাননের মহেন্দ্রযোগ বলে আমার প্রতি এমন বরের ডাক পড়িয়াছে। বাবা ৭০০ টাকা কহিয়াছিলেন, গজানন ১০০০ টাকা দিতে প্রস্তুত। লগ্ন পত্র হইয়া গেল। বিবাহের দিন ক্রমে ঘুনিয়ে এল। কিন্তু যার বিয়ে তার দিবারাত্র রোদন সার।

পৃথিবীতে এমন কেহ নাই যে দুঃখের কথা বলি। একমাত্র ঠাকুর মা, তিনিও ভয়ানক পীড়িত: বাবা বিয়ের আয়োজনে ব্যস্ত। আমার তল্লাস আর কে করে? সারাদিন ঠাকুরমার বিছানার ধারে বসিয়া থাকি, তাঁর সেবা শুশ্রূষা করি; আর মধ্যেমধ্যে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলি। এ বিয়েতে ঠাকুর মার আদপে মত ছিল না, তাহাতে আবার দিনদিন আমার এই ভাব দেখিয়া একদিন বাবাকে নির্জ্জনে ডাকিয়া কহিলেন "কুলধর্!

আমার আর বিস্তর দিন বাকী নাই; বউ'মা মরণ কালে অনেক বলে গিয়েছিলেন, আমিও বলছি মেয়ে টাকে জলে ডুবাস নে।"

এই কথা শুনিয়া বাবা তথায় আর না থাকিয়া স্থানান্তরে গেলেন। আমি তখন ঠাকুরমার মুখেরদিকে চাহিলাম, মনে কেমন হতাশ-ভাব উপস্থিত হইল। সে ভাব গোপন করিতে চেষ্টা করিলাম বটে, কিন্তু অজ্ঞাতসারে দুইটী ধারা কপোল বহিয়া পড়িল। তখন ঠাকুর মা আঁচল দিয়া আমার মুখ মুছাইয়া কহিলেন "শ্যাম কাঁদিসনে, আমি এ বিয়ে কখনও হতে দিব না।"

আমি কিছু বলিতে চাহিলাম; কিন্তু মনে শোকের ঢেউ এত প্রবল হইয়াছিল যে, অনেক চেষ্টায় কথা বাহির হইল না। ঠাকুর মা আমার আকার প্রকার দেখিয়াই কহিলেন "বিশ্বাস হচ্চে না?"

আমি অনেক কষ্টে কহিলাম "আমার কপাল দোষে তুমিও আমায় ছেড়ে চোল্লে!"

ঠাকুর মা। "আমি মরুতে মরুতে তোকে রক্ষা কোর্‌বো—বিয়ের দিন পর্য্যন্ত বেঁচে থাকুলে আত্ম-ঘাতী হব, তবু এ বিয়ে হতে দিব না।"

এই কথাবার্ত্তার দুই দিন পরে, অর্থাৎ বিবাহের পূর্ব্বদিবস সকাল বেলা ঠাকুরমা আমাকে ডাকিয়া কহিলেন—তখন তাঁর মুখ কেমন প্রফুল্ল!—"শ্যাম! আজ তোর ঠাকুরদাদা আর তোর মা আমাকে নিতে এসেছেন।"

ঠাকুরমার এই কথাগুলি শুনিয়া মনে ভাবিলাম, কাল আমার বলিদান হবে, তাই দেখিতে বুঝি মা আর ঠাকুরদাদা এসেছেন? কি ঠাকুরমার বিকার উপস্থিত হয়েছে। এই সকল চিন্তা করিতে করিতে অধোমুখে কাঁদিতে লাগিলাম।

এদিকে আমাদিগের এই দশা! ওদিকে গোয়ালা, ময়রা প্রভৃতি বায়না নিতে আসচে। পাড়ার ছেলে বুড়ো মেয়েরা বাড়ী এসে মহা আনন্দ কচ্চে। ক্রন্দনের কি, "কান্না কি ভাল, না দুঃখের।" বিয়েই হউক, আর শ্রাদ্ধই হউক, মাঝে২ ফলারটা পেলেই হলো!

সে দিন গেল, বিয়ের দিন সন্ধ্যার পর বর উপস্থিত। দেখতে২ সূর্য্যদেব পাটে বসিলেন, বাদ্য-ভাণ্ডে বাড়ীতে হুলস্থূল পড়ে গেল। বর পঞ্চাননকে দেখতে গ্রামের উর্ব্বশী মেনকা প্রভৃতি ছুটলেন। ক্রমে লগ্ন উপস্থিত। বর ছাদনা তলায় এসে ব-সলেন।

এদিকে ঠাকুরমা সমস্ত দিন ঘোরনিদ্রা গিয়া-ছেন। পাড়ার মেয়েরা ঘরে এসে তেল হরিদ্রা মাখিয়া নবমীর ছাগের মত আমাকে স্নান করা-ইল। স্নানের পর ঘরে এসে ঠাকুর মার কাছে গে-লাম; তখন তাঁহার ঘুম ভাঙ্গিয়াছে। তিনি আ-মাকে জিজ্ঞাসা করিলেন "তোর বাবা কোথা?" আমি কোন উত্তর করিলাম না। ঠাকুর মা কিছু বলিতে চাহিয়াছিলেন এমন সময়ে ঘরে একটী যুব-ককে দেখিয়া ডাকিয়া কহিলেন "বাবা মনমোহন! এদিকে এস।" যুবক তৎক্ষণাৎ শয্যাপার্শ্বে আ-সিলেন। ঠাকুরমা হঠাৎ আমাদের উভয়ের হাত ধ-রিয়া কহিলেন "মনমোহন! আমি এই মৃত্যুশয্যায় শ্যামাকে তোমার হাতে সমর্পণ করলাম। তুমি আপনার ভেবে আপদে বিপদে রক্ষে কর্‌বে। এখনি হলধরকে একবার ডেকে আনো।"

যুবক বাবাকে ডাকিতে গেলেন। ঠাকুর মার এরূপ কার্য্য দেখিয়া আমি অবাক্ হইলাম। আ-মাদের মধ্যে কোন কথা হইবার পূর্ব্বে বাবা উপ-স্থিত হইলেন। ঠাকুরমা কহিলেন "দুর্ভাগ্য সন্তান! আমারে বাহিরে নিয়ে চল।"

বাবা কহিলেন "আপনি কি যেতে পার্‌বেন?"

ঠাকুরমা। আমার শ্যামার বিয়ে, আমি কি দে-খ্‌বো না?

বাহিরে বিছানা হইল। ঠাকুরমাকে তথায় ধরাধরি করিয়া লইয়া গেল। বিছানায় যাইয়া ঠাকুরমা স্বয়ংই উত্তরশায়িনী হইয়া শয়ন করিলেন। তথ-

মত জানিতে পারি নাই এই অভিনয়ের শেষ কি হইবে। শয়ন করিয়া ঠাকুরমা বলিলেন, "হলধর! মহাযাত্রার সময় উপস্থিত, আর বিলম্ব কেন, ঈশ্বরের নাম শুনাও।" সকলেই এই কথা শুনিয়া বিস্মিত হইলেন, কিন্তু অধিকক্ষণ সকলকে সন্দিগ্ধ চিত্তে থাকিতে হইল না। দেখিতে দেখিতে ঠাকুরমা যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, তাহা পূর্ণ করিলেন। গঙ্গানন হাতে সুতা বেঁধে শিশুপালের মত বাড়ী ফিরিয়া গেলেন। কিন্তু এই অপমানের পর তাঁহাকে আর অধিক দিন বাঁচিতে হইল না। অন্ততঃ একবৎসরের জন্য আমিও বাবার হাত হইতে রক্ষা পাইলাম।

চতুর্থ অধ্যায়।

দেখিতেং একাদশ দিবস গত হইল। ঠাকুরমার শ্রাদ্ধ শেষ হইয়া গেল। আমি মনে করিয়াছিলাম ঠাকুরমার কাল অশৌচ থাকিতে বিয়ে হবেনা, এক বৎসরের তরে বিয়ের দায় রক্ষা পাইলাম। কিন্তু বাবার আত্মীয়েরা কহিলেন "ঘরে যুবতী মেয়ে, ত্বরা বিয়ে দিতে হবে। অতএব সপিণ্ডন টা সেরে রাখো।" বাবা সেইরূপই করিলেন। সুতরাং আমার মনে চিন্তা হইতে লাগিল আবার কখন যেন আমার কি সর্ব্বনাশ হয়।

এই ভাবে কিছুদিন গত হইল। ঠাকুরমার মৃত্যুকালীন ঘটনাটী মনেং যতই আন্দোলন করিতে লাগিলাম, ততই মনে একপ্রকার নূতন ভাবের আবির্ভাব হইতে লাগিল। মনমোহনের হাতে যে ঠাকুরমা আমাকে সমর্পণ করিয়াছিলেন, সে কথা তিনি আর আমি ব্যতীত অন্যে জানে না। তাহা আমারই প্রকাশ করিবার যো আছে, না তিনিই জ্যেষ্ঠভ্রাতাদিগের নিকট প্রকাশ করিতে পারেন। সুতরাং তাঁহার সহিত পরিণয় হওয়ার আশা মরীচিকাবৎ ভ্রমাত্মক। কিন্তু মনেং আমি তদবধি তাঁহাকেই স্বামিত্বে বরণ করিলাম। তিনি যখন আমাদের বাড়ীতে আসিতেন, কেবল দেখিয়া চক্ষু শীতল করিতাম। বোবার স্বপ্নের মত আমার মনের ভাব মনেই লয় পাইয়া যাইত। কিন্তু আমি তাঁহাকে যেভাবে ভাবিতাম, তিনি আমাকে সে ভাবে ভাবিতেন কি না, তাহা তিনিই জানেন। তথাপি আমার মনের গতি কেমনই জানি হইল, তাঁহাকে দেখি আর না দেখি, ভাবিতাম দুজনের মনের ভাব এক। কিছু দিন মধ্যে কার্য্যানুরোধে মনমোহনকে বিদেশ যাইতে হইল। বাড়ীতে থাকিলে কোন না কোনসূত্রে তাঁহাকে আমার মনের ভাব জানাইয়া, যাহাতে আমাদের পরিণয় হইতে পারে এরূপ চেষ্টা একদিন করিলেও করিতে পারিতাম। বিদেশ যাওয়াতে তাহাও বৃথা হইল। বিশেষতঃ ঠাকুরমার পরলোক গমনের তিন চারি মাস পরেই আমার আবার এক দুর্দ্দশা উপস্থিত হইল।

প্রথম অধ্যায়ে যে কাছারীবাড়ীর কথা বর্ণিত হইয়াছে, অপরাহ্নে বাবা আর গ্রামের কয়েকজন ভদ্রলোক তথায় বসিয়া সতরঞ্চ খেলিতেছেন, এমন সময় তামাক খাইতে একটী পথিক যুবক সেইস্থানে উপস্থিত হইলেন এবং "ব্রহ্মণেভ্যো নমঃ" বলিয়া উপস্থিত ব্রাহ্মণদিগকে নমস্কার করিয়া শয্যা পার্শ্বে উপবেশন করিলেন। যুবকটীর বয়স ২২।২৩ বৎসর, গৌরবর্ণ, অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলি পরিষ্কার সমঞ্জস। কিন্তু একটী ফিট বাবু গোছের লোক। একখানা ঢাকাই জামদানির ধুতি পরিধান, গায় একটী আবরোঁয়ার হাফ চাপকান, এবং একখানি ঢাকাই উড়নী, মাথায় টেরি সিঁতি, পায় ফাকবুট, হাতে হাতীর হাড়ের হাতল লাগান ছড়ি একগাছি।

আলাপ করিতেং পিতা তাঁহার পরিচয় লইলেন। তিনি এইরূপে আপনার পরিচয় দিলেন। 'আমার নাম বিনোদবিহারী চট্টোপাধ্যায়, কালীপদ চট্টোপাধ্যায়ের পুত্র ;' নিবাস যশোর জেলায়

অন্তর্গত বলরামপুর। আমরা বল্লরী মেলের নৈকষ্য কুলীন। আমি পিতার দ্বিতীয় পুত্র। কোন কারণ বশতঃ পিতার সহিত বিবাদ করিয়া বাটী হইতে পলায়ন পূর্ব্বক বাহির হই। তখন আমার বয়স ১৩। ১৪ বৎসর মাত্র। একাল পর্য্যন্ত একজন বড়লোকের নিকট থাকিয়া লেখা পড়া শিখিয়াছিলাম। পারসি, বাঙ্গালা, ইংরেজি তিনভাষায়ই একপ্রকার ব্যুৎপত্তি আছে। বড়লোকটী নিজে অতিজঘন্য ব্রাহ্মণ—বংশজ। তিনি মনে করিয়াছিলেন, আমাকে লেখা পড়া শিখায়ে আপন কন্যাকে আমার সঙ্গে বিবাহ দিবেন, আমি সেটী টের পাইয়া তথা হইতে পলায়ন পূর্ব্বক দেশে যাইতেছি। আমার এরূপ আচরণে আপনারা অসন্তুষ্ট হইতে পারেন, কিন্তু কেবল কৃতজ্ঞতার দিকে চাহিয়া পিতৃপিতামহাদির কলঙ্ক কেমন করিয়া করিতে পারি? আমার অভিভাবক কষ্ট শ্রোত্রিয় হইলেও ক্ষতি ছিলনা। তিনি বংশজ সুতরাং তাঁহার কন্যা কেমন করিয়া গ্রহণ করা হয়?

এই পরিচয় পাইয়া হতভাগ্য জনক আনন্দে এত মগ্ন হইলেন যে, দিক্ বিদিক্ জ্ঞানশূন্য হইয়া বিদেশীর সকল কথায়ই বিশ্বাস করিলেন এবং তৎক্ষণাৎ কহিলেন "আপনি শ্রোত্রিয় কন্যা পাইলে কি গ্রহণ করেন?"

যুবক। কেন কর্‌বো না?

বাবা। কি চান?

যুবক। পাঁচশত টাকা চাই।

বাবা। যদি অনুগ্রহ পূর্ব্বক এদীনের চিরদিনের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করেন, তবে আমাকে কিছু মাপ কর্ত্তে হবে।

বাবার একান্ত আঁকু বাঁকু দেখে, যুবক জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কি দিতে পারেন?"

বাবা (করযোড়ে) আপনাকে আমি যে কিছু দিতে পারি, এমত সাধ্য আমার কি আছে। মেয়েটী অতি সুন্দরী, সুশীলা, বয়স্থা, সেই আমার দানের সামগ্রী। সম্পত্তির মধ্যে ও তাই। কুলীনে মেয়ে দেওয়া আমার চিরকেলে ইচ্ছা। আপনি সম্মত হোলে, আপনার পূজা স্বরূপ তিনশ টাকা দিতে পারি।

"চোরের রাত্রিবাসই লাভ" যুবক তাহাতেই সম্মত হইলেন। উপস্থিত সকলেই কহিলেন, "হলধর, তোমার বড় কপাল। বিনে উপাসনায় এমন রত্ন পেয়েছ, আর কালবিলম্বের প্রয়োজন নাই। ভাল দিন ক্ষণে কি করে? "কপালং কপালং কপালং মূলং" আজ রাত্রেই মেয়েটীকে পাত্রস্থ কর। ভোজাদি পরে হবে।"

লোকে বলে "লাখ কথার পর বিয়ে" কিন্তু বাবা আমাকে ছাগী বেচার মত, দুচার কথায় এক অপরিচিত যুবকের সঙ্গে বিয়ে দিতে প্রস্তুত হোলেন। বর লয়ে বাবা বাড়ী আসিলেন, বিবাহের আয়োজন তিলকাঞ্চন গোছের মত হোতে লাগিল। এ পাড়া ও পাড়ায় নিমন্ত্রণের সাড়া পড়িল। বাবার আত্মীয়েরা যার পর নাই হর্ষিত হোলেন। বিপক্ষেরা কহিতে লাগিল "হলধর চক্রবর্ত্তী মেয়ে বিয়ে দিতে খেপেছে। কোন দিন জানা শুনা নাই, একজন পথিককে ধরে অনায়াসে মেয়েটা দিচ্ছে! কে জানে, সে যদি বামনের ছেলেই না হয়।"

কোন কর্ম্মে মন ধাবিত হইলে হিতাহিত জ্ঞান প্রায় কাহারই থাকে না, সুতরাং বাবা তাঁহাদের কথায় কর্ণপাত করিলেন না। গঞ্জনার হাত হোতে রক্ষা পেয়ে, কার্ত্তিকের [illegible] বরটী দেখে আমার মনেও আনন্দ হইল। বিশেষ আনন্দের বিষয় এই হইল যে, বাবার চিরকালের সঙ্কল্প সিদ্ধ হইল, অপাপণ গ্রহণের পাপ হইতে রক্ষা পাইলেন। সর্ব্বোপরি আমি রূপবান, বিদ্বান এবং অল্পবয়স্ক কুলীন স্বামী পাইলাম। পাঠক, বাহ্যদৃষ্টিতে কে না ভোলে?

বর তিনশ টাকা কোমরে বেঁধে বিবাহ করিলেন। আমি সকল শরীরে অলঙ্কার পরিয়া বাসর ঘরে শয়ন করিলাম। অত্যন্ত সুখে অভিভূত হোয়ে শীঘ্র নিদ্রা গেলেম। বর [illegible]ক করিলেন, জানি না।

রাত্র শেষ হইয়াছে, পাড়ার মেয়েরা বরশয্যা তুলিতে আসিয়াছে। বর ঘরে নাই, সকলে মনে করিল বর বাহিরে গিয়াছেন, এখনই আসিবেন। দুই এক দণ্ড করিয়া বেলা হইতে লাগিল, আর বর কোথা পাই? মহা আন্দোলন হইতে লাগিল। সেই গোলে ঘুম ভাঙ্গিল, দেখি গায় গয়না নাই। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম "আমার গয়না কি হলো?"

পাড়ার অল্পবয়সী মেয়েরা হাসিয়া কহিল "নে মাগি, আর নকড়া করিস নে। বিছেনার নীচে গয়না খুলে রেখে, আবার লাজের মাথা খেয়ে গয়না কৈ বলে জিজ্ঞাসা কচ্চেন!"

আমি মাথা হেট কোরে রহিলাম। গণ্ডগোল শুনিয়া বৃদ্ধা কয়েক জন সে ঘরে আসিলেন। বিছানা তোলা হইল। কিন্তু টাকাও নাই, গয়নাও নাই, সঙ্গে২ বরও চম্পট দিয়েছেন। ক্রমে হুলস্থূল পড়ে গেলো। মুহূর্ত্তের মধ্যে গ্রামময় কলঙ্ক রটলো।

বাসী বিয়ে ঐ পর্য্যন্ত। বরের অন্বেষণে লোক ছুটিল। বাবা স্বয়ং যশোর যেয়ে শুনিলেন, বলরাম পুরে, ওনামে আদপে কেহ নাই। তখন সর্ব্বনাশ! বাটীতে ফিরে আসিতেছেন, একরাত্র 'নওহাটা পল্লতে' বাস করিতে হয়েছিল। এক দোকানে শুয়ে আছেন। ঐ দোকানের ধারে একটি যবন বেশ্যার বাটীতে ভারি গোল হতেছে শুনে দেখিতে গেলেন। পাঠক, কি মনে কচ্চেন? পিতা যেয়ে দেখিলেন, তাঁহার কুলীন জামাতা মদ খাইয়া সেই বেশ্যার সঙ্গে মারামারি করিতেছেন। ক্রোধে, ক্ষোভে, বাবা অধীর হোয়ে একেবারে তার গলায় কাপড় দিয়ে বাড়ীর বাহির কোরে কহিলেন 'হারামজাদা, বল্ তুই কে?"

তখন সেই ধূর্ত্ত কহিল 'মহাশয়, আমি আপনার কি কোরেছি?"

বাবা। হারামজাদা, কি করেছিস্ মনে নাই? এখনই তোরে পুলিসে দিব।

এই গণ্ডগোলে বাজারের অনেক লোক সেখানে জড়ো হোলো। তাহারদিগকে দেখে ধূর্ত্ত কহিল, 'দেখত ভাই, আমি মজা কচ্চিলেম, এই বাতুল কেন আমাকে ত্যক্ত কচ্চে?"

সকলে বাবাকে কহিল 'মহাশয়! এর উপর এত ক্রোধ কেন?'

বাবা কহিলেন 'এর নাম কি?'

তাহারা কহিল 'ইহার নাম কালাচাঁদ, জাতে বেদে, বাড়ী পলো।"

এই কথা শুনিয়া বাবা হতবুদ্ধির ন্যায় মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। সকলে পূর্ব্বোক্ত দোকানে তাঁহাকে আনিয়া স্থির করিল। পরদিন প্রাতে গৃহাভিমুখে প্রত্যাগমন করিলেন। সকলের কাছে রাষ্ট করিলেন, বরের দেখা পান নাই। রাত্রে নির্জ্জনে বিলাপ করিতে২ আমার নিকট সমুদায় ব্যক্ত করিলেন। বাবার দুঃখে আমারও তখন যারপরনাই দুঃখ উপস্থিত হইল। তখন বাবার সমুদায় আচরণ বিস্মৃত হইয়া, আমার আপন অদৃষ্টকেই নিন্দা করিতে লাগিলাম।

পঞ্চম অধ্যায়।

পূর্ব্ব অধ্যায় বর্ণিত দুর্ঘটনা অবধি পিতা সর্ব্বদা বিমর্ষ থাকিতেন। আমার জন্য পিতার যখন এই অবস্থা, তখন আমার মনের অবস্থা পাঠককে বলা বাহুল্য। "কুকথা বাতাসের আগে ধায়" দেশে বিদেশে আমার কলঙ্ক রাষ্ট হইল। কিন্তু পাঠক, বোধ হয় বলিলে অবিশ্বাস করিবেন না যে, আমার চরিত্র তখন পর্য্যন্ত দূষিত হয় নাই। ধূর্ত্তের সহিত—লম্পটের সহিত একরাত্র বাস হইয়াছিল বটে, কিন্তু অর্থাপহরণ তাহার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল, সুতরাং আমার প্রতি কোনরূপ অত্যাচার করে নাই। তা হইলে কি হয়? "অসূয়ার সহস্র রসনা।" বিশেষতঃ আমাদের সহিত যাঁহাদিগের শত্রুতা ছিল, তাঁহারা নানা রঙ্গ্ পরঙ্গ দিয়ে কুৎসা করিতে ত্রুটী করিলনা।

এই দুরবস্থার কিছুদিন পরে পূর্ব্বোল্লিখিত মনমোহন কর্ম্মস্থান হইতে গৃহে আসিলেন। ঠাকুরমা মরণ সময়ে মনমোহনের হাতে২ আমাকে সম্প্রদান করিয়া গিয়াছেন, বিশেষতঃ মনমোহন দেখিতে যেমন সুন্দর, গুণেও তদ্রূপ। সুতরাং তাঁহার প্রতি আমার মন মজিয়া ছিল, পূর্ব্বেই বলিয়াছি, তাঁহাকে আমি মনে২ পতিত্বে বরণ করিয়াছিলাম।

মনমোহনের বয়োক্রম ঊনবিংশ কি বিংশতি বৎসর হইবে। গৌরবর্ণ, কৃশকায়, নাসিকা উচ্চ, মুখ বিবর ক্ষুদ্র, ওষ্ঠ সহজেই সুন্দর, তাহাতে ঈষৎ গোঁপের রেখায় আরো মনোহর হইয়া রহিয়াছে। পান খাইলে ওষ্ঠাধর ঠিক যেন বাচা মাছের মুখের মত লাল টুকু২ করে। চিবুকটী ক্ষুদ্র ও সুগোল। চক্ষু দুইটী বৃহৎ, কিন্তু ভাসা নয়, বোধহয় যেন অধিক মানসিক পরিশ্রম করাতে একটু বসিয়া গিয়াছে। জোড়া ভুরু নাসিকার ঊর্দ্ধভাগ হইতে কর্ণমূলে মিলিত হইয়াছে। গণ্ডদ্বয়ও চিন্তাশীল-ব্যক্তির ন্যায় কিঞ্চিৎ বসা, স্ত্রীলোকের গালের মত সুগোল নয়। কপালটী যেমন প্রশস্ত চৌরস, তেমনি উচ্চ। দেখিলে ধীমান্, চিন্তাপর সাহসী, সদাশয়, বিদ্বান্ এবং গম্ভীর বলিয়া বোধ হয়। উর্দ্দু, বাঙ্গলা, ইংরেজী তিন বিদ্যাতেই বিলক্ষণ পারদর্শী। আবার একজন চমৎকার কবি। কার্গিল সাহেবের জমিদারি ও নীলকুঠি সকলের সুপ্রেণ্টেণ্ট, মাসে আড়াইশ টাকা বেতন পান, সাহেবও বিলক্ষণ ভালবাসেন। এইরূপ সর্ব্বাঙ্গসুন্দর বরের হাতে ঠাকুরমা আমাকে অর্পণ করিয়াছিলেন এবং এইরূপ বরকে আমি মনে২ আত্ম সমর্পণ করিয়াছিলাম। কিন্তু বিধাতা আমাকে চিরদুঃখিনী করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন, এমন সুখ আমার কপালে ঘটবে কেন?

পূর্ব্বে একদিন আশা ছিল, মনমোহনের সহিত পরিণয় হইলেও হইতে পারে। কিন্তু নিরপরাধে আমার যে কলঙ্ক হইয়াছিল, তাহার পর যে মনমোহন আমাকে আর গ্রহণ করিবেন, এ বিশ্বাস একক্ষণের নিমিত্তও আমার মনে উদয় হয় নাই। পিতা এদিকে স্থানে২ ভ্রমণ করিয়া, আমার পুনর্ব্বার বিবাহ হইতে পারে কি না, পণ্ডিতদিগের নিকট তাহার মত গ্রহণ করিতে চেষ্টিত হইয়াছেন। পণ্ডিতেরা বিধি দিলে কি হইবে? দেশাচার শাস্ত্রের উপরও এককাঠি সরস।

মনমোহন যে দিন বাড়ী আসিলেন, তাহার পর দিবস, আমি অন্য পাড়ায় একটী সমবয়সী মেয়ের কাছে গিয়াছিলাম। তিনি কুলীন কন্যা, বিবাহ হইয়াছে, কিন্তু বিবাহের পর আর স্বামীর সহিত সাক্ষাত নাই। সুতরাং দুই দুঃখিনী দুঃখের কথা কহিতে২ বেলা প্রায় শেষ হইয়াছে, চতুর্দ্দিকে অত্যন্ত মেঘাডম্বর করিয়াছে। কথায়২ বাহ্যজ্ঞান শূন্য ছিলাম, হঠাৎ আকাশ পানে দৃষ্টি করিয়া আস্তেব্যস্তে গৃহাভিমুখে ফিরিয়া চলিলাম। সন্ধ্যা উপস্থিত, চারিদিকে ঘোরতর মেঘ, ইহা দেখিয়াও বাটীতে ফিরি নাই বলিয়া বাবা পাছে রাগ করেন, এই ভয়ে চলিয়াছিলাম। কিরূপ পথ দিয়া যাইতে হইবে, কতদূর যাইতে হইবে, শীঘ্র বৃষ্টি আসিবে কি না, এসকল কথা একবারও মনে হয় নাই। পূর্ব্বোক্ত পাড়া পরিত্যাগ পূর্ব্বক একটী জঙ্গলের ধারে আসিয়াছি, এমন সময় ভয়ানক ঝড় বৃষ্টি আরম্ভ হইল। চারিদিক্ এত অন্ধকার যে, যে পাড়া হইতে আসিতেছি তাহাতেই পুনর্ব্বার যাইতেছি, না আপন গৃহ পানেই যাইতেছি, কিছুই স্থির করিতে পারিলাম না। কেবল ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িতে লাগিলাম। এমন সময় আমার বোধ হইল যেন আর কেহ আমার পাছে পাছে দৌড়িয়া আসিতেছে। ঠাকুরমার কাছে শুনিয়াছিলাম, ঝড়ের সময় দানব দৈত্য চলে, আমার সেই ভয় তড়িদ্বেগে অন্তঃকরণে উদয় হইল। চীৎকার করিয়া মূর্চ্ছিত হইলাম। এই ভাবে কতক্ষণ

ছিলাম বলিতে পারি না, কোথায় আছি তাহাও জানি না। অনেকক্ষণ পর শরীর ক্রমেই উষ্ণ বোধ হইতে লাগিল এবং যেন শুনিতে পাইলাম কাছে বসিয়া কেহ আস্তে২ "শ্যামা" বলিয়া ডাকিতেছে। এবং অপর একজন যেন কোন কিছু গরম করিয়া আমাকে সেক দিতেছে। চক্ষু মেলিয়া দেখি, পা তলায় মনমোহন উপবিষ্ট হইয়া, কাপড় গরম করিয়া পায় সেক দিতেছেন। তাঁহার পরিধেয় বসন আর্দ্র। শিয়রে বসো বৈষ্ণবী, আমি তাহারই ঘরে শায়িত আছি। মনমোহনকে দেখিবা মাত্র আমি সভয়ে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক লজ্জায় অবনত হইলাম। তখন ঝড় গিয়াছে, কেবল মুষলধারে বৃষ্টি পড়িতেছে।

আমি যে পাড়ায় গিয়াছিলাম, তাহার পর অনেকটা স্থান জঙ্গলময়। তৎপর একটী আঁব বাগান, তাহার পর একটী পুকুর ও পুকুরের পর পারেই আমাদের বাড়ী। এই আঁব বাগানের মধ্যেই বসো বৈষ্ণবীর গৃহ। বসো বৈষ্ণবীর বয়স, বোধ হয় ২০।২১ বৎসর হইবে। একজন বড়লোক উহাকে ১৫।১৬ বৎসরের সময় ঘরের বাহির করেন। কিন্তু কিছু দিন পরে সে লোকটীর মৃত্যু হয়। তৎপর বসো দুষ্কর্ম্ম ছেড়ে ছিল, এমন বলি না, কিন্তু তাহার প্রকৃতিটী বড় নিরীহ ও নম্র ছিল। এমন কি যদি তাহার অমান না থাকিত, তবে তাহাকে সচ্চরিত্রা বলিলেও ক্ষতি নাই। সে সর্ব্বদা ভদ্রলোকদের বাটীতে যাইত, এবং তাহার সঙ্গে ভদ্রকন্যা মাত্রেরই আলাপ ছিল। আমাদের বাড়ীও প্রায়ই যাইত, সুতরাং আমার সঙ্গে এক প্রকার সখী তার ভাবই ছিল।

আমি চেতন হইয়া লজ্জায় নীরব হইয়া রহিলাম। বসো জিজ্ঞাসা করিল "শ্যামা, অচেতন হলে কেমন করে?"

আমি। "আমি এখানে এলেম কেমন করে?"

বসো মনমোহনের দিকে অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করিয়া "ইনি তোমাকে অচেতনাবস্থায় এখানে এনেছেন।" বলিয়া চুপ করিল।

এই কথা শ্রবণ পূর্ব্বক আমি মনমোহনের প্রতি একবার দৃষ্টিপাত করিয়া আবার মস্তক অবনত করিয়া ভাবিতে লাগিলাম, মনমোহন আমাকে চিন্তায় নিমগ্ন দেখিয়া সাগ্রহে কহিলেন—

"আমি ইচ্ছায় তোমার অনুসরণ করি নাই! আমি গ্রামান্তরে একটী পীড়িত লোককে দেখিতে গিয়াছিলাম। সেখানে যেয়ে দেখি, সেই লোকটীর বিকার উপস্থিত। কবিরাজ না আনিলে নয়, অথচ তাহার একটী মাত্র শিশুসন্তান, কেমন করে সে কবিরাজ বাড়ী যায়? কাজেই ঝড় বৃষ্টি বলে থাকতে না পেরে, কবিরাজ বাড়ী যাচ্ছিলেম। পূর্ব্বদিকের জঙ্গলের মধ্যে প্রবেশ করিলে, শুনিতে পাইলাম একটী স্ত্রীলোক চীৎকার কোরে উঠলো। অগ্রসর হয়ে একবার বিদ্যুৎ আলোকে একটী লোক পড়ে আছে দেখলেম। তাড়াতাড়ি তাকে ক্রোড়ে করে এই গৃহে আনলেম।

মনমোহনের বাক্য শেষ না হতে হতেই আমি সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিলাম "সে পীড়িত লোকটীর কেমন হোলো? আপনি কবিরাজ—"

মন। "এখানে অচৈতন্য লোকটীকে রেখে, কবিরাজ বাড়ী গেলেম। কবিরাজ ঝড় বৃষ্টিতে যেতে সাহস পেলেন না। তিনটী হলাহল বটিকা দিয়ে বল্লেন 'যদি আয়ু থাকে ত ইহাতেই জ্ঞানোদয় হবে।' বটিকা লয়ে যাবার সময় আবার বসকে জিজ্ঞাসা কল্লেম "অচৈতন্য লোকটী কেমন?" বস কহিল 'জীবনের লক্ষণ দেখা যাচ্ছে।' আমি আর অপেক্ষা না করে, রোগীর বাড়ী গেলেম। কিন্তু যেয়ে দেখি তার মৃত্যু হয়েছে। সেখানে অপেক্ষা করা বৃথা বিবেচনা করে এখানে এসে দেখি, বসো সেক তাপ দিতেছে। গৃহের আলোকে দেখলেম তুমি! একবার মনে কল্লেম তুমি বা আমাকে দেখে কিছু কুভাব মনে কর, অতএব প্রস্থান করি। আবার ভাবলেম

তোমাকে সচেতন না দেখে যাওয়া উচিত নয়। সকল ঘটনা শুনলে, এখনো যদি অন্য কিছু মনে করো, তবে আমার প্রতি অতিশয় অন্যায় কোর্বে।”

মনমোহনের সঙ্গে পূর্ব্বে যে ঘটনা হয়েছিল, অদ্য যে ঘটনা হয়েছে, এবং তদীয় নিঃস্বার্থ পরহিতৈষণা ইত্যাদি চিন্তা করিতে করিতে—চিন্তাও করিতে বড় হয়েছিল না, আমি এত মোহিত হয়েছিলাম, যে মনমোহনের কথার কোন উত্তর না কোরে একেবারে তাঁর বক্ষে যেয়ে পতিত হোলাম।

প্রিয়তম—অথবা এখনো আমার সন্দিগ্ধ থাকার কাজ কি?—প্রিয়তম আমাকে বাহুদ্বয়ে সাগ্রহে ধারণ পূর্ব্বক ললাট, ওষ্ঠ, এবং গণ্ড সপ্রেম চুম্বন করিলেন। আমি আবেশে অবশা।

এই সময় বৃষ্টি প্রায় গিয়াছিল, রাত্রিও দণ্ড দুই হয়েছে। ঠাকুরমার মৃত্যুকালীন ঘটনার পর ৬। ৭ মাস অতীত হয়েছে। এফাল পর্য্যন্ত মনমোহন বিদেশে ছিলেন, সুতরাং তাঁর মনের ভাব আমার সম্বন্ধে কিরূপ, আমি তাহা একদিনও জানি নাই। তথাপি তাঁর বক্ষে পতিত হোলেম। পাঠক, হয় ত আপনারা আমাকে স্বৈরচারিণী বলে্য ঘৃণা করিতেছেন। কিন্তু আমি তখন পর্য্যন্তও গন্ধরাজ পুষ্পের ন্যায় নিষ্কলঙ্ক ও সতীত্ব-সৌরভ পূর্ণ।

প্রখর তপন তাপে তাপিতপান্থ ছায়া-প্রদ-বৃক্ষের তল কি শীঘ্র ও ইচ্ছায় ছাড়ে? চিরতৃষিণী শ্যামা আজি অনেক দিন পরে বিধির কৌশলে প্রিয়তমকে পাইয়াছে, তাঁহার আশ্রয় কেমন করিয়া সহসা পরিত্যাগ করিবে?

মনমোহন আমাকে ভুজপাশ হইতে মুক্ত করিয়া কহিলেন "শ্যাম! তুমি আমাকে যেরূপ সপ্রেমে গ্রহণ করিলে, আমিও তোমাকে সেইরূপ গ্রহণ করিলাম। আমার মন তোমার প্রেমে বিগলিত কোরেছে। যাতে উভয়ের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়, আমি প্রাণপণে তার চেষ্টা পাবো। বৃষ্টি ধোরেছে, রমো দোকান হোতে তেল লোয়ে আসিলে তোমাকে বাড়ী পাঠিয়ে দিতেছি।” আমি সুধাইলাম “রমো কোথায়?” মনমোহন কহিলেন “আমি যখন তোমাকে এখানে আনিবার কারণ বলিতেছিলাম, রমো গৃহে তেল নাই দেখে সেই সময় নিকটের দোকানে তেল আনিতে গিয়াছে। ভয় নাই, সে আসিলেই তাকে সঙ্গে দিয়ে তোমাকে বাড়ী পাঠিয়ে দিতেছি। বৃষ্টিও ধোরেছে।”

আমি। এখনো জল ছাড়ায় নাই—”

মন। তোমার পিতা হয়ত তোমার জন্যে চিন্তিত আছেন।

আমি। আমার জন্যে তাঁর ভারি চিন্তা!!

মন। যদি এখনো বাড়ী যাও নাই বলো রাগ করেন?

আমি। আমি রাগের ভয় করি না।—তবে আমার এখানে থাকাতে তোমার যদি কিছু অসুখ—”

মন। “এ তোমার নিতান্ত ভ্রম।” এই বলিয়া আবার আমাকে হৃদয় ধারণ করিলেন। আমিও তাঁহাকে সপ্রেমাবেশে গ্রহণ করিলাম। প্রিয়তম কিঞ্চিৎ পর কহিলেন “আমার কিঞ্চিৎ কাল দর্শন-সুখের জন্য তোমার কষ্ট হবে, আমি তাই ভেবেই তোমাকে যেতে বলচি।”

আমি। কষ্টত আমার সঙ্গের সঙ্গী। আমি এখানে থাক্‌লে যদি তোমার সুখ হয়, তবে আমি কেন যাবো?

মন। আমার এ সুখও ক্ষণস্থায়ী—”

আমি সভয়ে কহিলাম “কেন?—তুমি কি আমায় পরিত্যাগ কোর্‌বে?”

মন। এ জীবনে নয়-”

এই মধুর বাক্যাংশ প্রিয়তমের মুখ হইতে বাহির হইবা মাত্র, বাক্য সমাপ্তির পূর্ব্বেই যাইয়া বাহু, তাঁহার গলদেশ ধারণ পূর্ব্বক প্রাগলভার ন্যায় ... ললাটে ও কপোলে চুম্বন করিলাম। কিন্তু হায়! সেই সময় মনমোহনের একটী দীর্ঘশ্বাস আমার বা

অনাগাতে হৃদয় যেন দগ্ধ হইয়া গেল। তখন হস্ত অবসৃত করিয়া কহিলাম " মনমোহন, তোমার মনে যেন কি ক্লেশ উপস্থিত হয়েছে? ত্বরা বল, আমি অত্যন্ত ব্যাকুল হচ্ছি। তুমি কি আমায় পরিত্যাগ কোর্‌বে—তুমি কি আমাকে গ্রহণ কোর্‌বে না ? "

মন। " একবারই বলেছি, জীবন থাকতে পরিত্যাগ কোর্‌বো না। জীবনে মরণে তুমিই আমার এবং আমি তোমারই থাক্‌বো। তবে—"

ভাষায় ছোট২ কতক গুলি কথা আছে, তাহা কুলোকের মত সর্ব্বদা অনর্থ ঘটায়। দরিদ্রের আশা ভঙ্গ করিয়া দেয়, প্রেমিকের প্রেম ভাঙ্গে, বন্ধুজনের বিচ্ছেদ ঘটায় এবং প্রভূত সন্দেহ মনে উদয় করাইয়া দেয়। মনমোহনের এতক্ষণের কথায় যে আশ্বাস পাইয়া ছিলাম, এক "তবে" সকল দূর করিল। মনে সন্দেহ, ক্ষোভ, ভয়, ইত্যাদি নানাভাব যুগপৎ উপস্থিত হইল।

সাগ্রহে কহিলাম " নীরব হলে কেন ? বল বল, মন্দের শেষ পর্য্যন্ত শুনাই ভালো। "

মনমোহন দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক কহিলেন " শ্যামা, সেই মৃত্যুশয্যা সমীপে যে ঘটনাটী হয়, তদবধি তোমার সহিত পরিণয় হবার জন্যে যত প্রকার চেষ্টা হতে পারে, করেছি। কিন্তু তাহা হবার সম্ভাবনা নাই। বিশেষতঃ আধুনিক ঘটনা জানিবার পর আমার মাতা পিতা সকলেই একেবারে নারাজ হয়েছেন। "

আমি। " তবে আমাকে পরিত্যাগ কল্লে ? "

মন। প্রকাশ্যরূপে তোমায় গ্রহণ কর্ত্তে পারবো না বটে, কিন্তু আমি আর অন্য স্ত্রী গ্রহণ কোর্‌বো না। তুমিই একমাত্র আমার।

আমি উত্তর করিবার উপক্রম করিতেছি, এমন সময় পিতা আমার অন্বেষণে আসিলেন। আমরা চুপ করিয়া রহিলাম, পিতা চলিয়া গেলে কহিলাম " আমার কপালে যা থাকে হবে, আমাকে যেরূপে রাখ, আমি সেই ভাবেই থাকিব। " এই বলিয়া পরস্পর আলিঙ্গন পূর্ব্বক সে দিনের মত বিদায় হইলাম। বসো আমাকে এগিয়ে দিয়ে গেল।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

গৃহে ফিরিয়া আসিয়া, সায়ং কালীন ঘটনাগুলি পূর্ব্বাপর পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলাম। প্রথম চিন্তা, আমি মনমোহনের সহিত যেরূপ আচরণ করিয়াছি, তাহা উচিত হইয়াছে কি না? দ্বিতীয় চিন্তা, আমি আসিবার সময় মনমোহনের নিকট যে প্রতিজ্ঞা করিয়া আসিয়া ছিলাম, তাহা সঙ্গত হইয়াছে কি না? আমি একটী পল্লিগ্রামস্থ অশিক্ষিতা বালিকা ছিলাম, সুতরাং ধর্ম্মাধর্ম্ম বিচার আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না। তবে আমি প্রেমের দ্বারা উৎসাহিত হইয়া তদ্রূপ আচরণ করিয়া ছিলাম। এখনও মনমোহনের প্রতি দৃঢ় প্রণয় আমাকে উপদেশ দিল, " তুমি প্রেমিকের উপযুক্ত কাজই করিয়াছ। " আবার সেই প্রেমই দ্বিতীয় প্রশ্নের মীমাংসা করিয়া দিল " মনমোহন যখন তোমাকে ভালবাসেন, তিনি যখন তোমার জন্য এত ত্যাগস্বীকার করিতে প্রস্তুত, তখন তোমার তাদৃশ প্রতিজ্ঞা সঙ্গতই হইয়াছে। ". এই সকল চিন্তা করিতেছি, এমন সময় শুনিতে পাইলাম, আমাদের বাড়ীর পাশ দিয়া এক ব্যক্তি একটী গান করিয়া যাইতেছে,—সে গানটী এমন সময়োচিত হইয়াছিল যে, তাহাতেই আমার প্রতিজ্ঞা আরো দৃঢ় হইল। পাঠক, এ গানটী পরে অনেকবার শুনিয়াছি, হয় ত আপনিও শুনিয়াছেন। তথাপি আমার বক্তব্যের সমর্থন জন্য নিম্নে লিখিয়া দিতেছি।

" আমি যারে ভালবাসি,
সে যদি বাসে গো ভালো।
সে সময় সুখ ভবে, বাকি কি আর রহিল॥
সে আমার জানি তার, সে বিনে জানি না আর,
অন্যে যদি ভাবে আর, সে কথায় কি এল গেল। "

এইরূপে কিছুদিন গত হইল। যথার্থ বলিতে কি, এই কয়েকটী দিন মাত্র দুর্ভাগিনী শ্যামা সুখের মুখ দেখিয়াছিল। কিন্তু অতিবৃষ্টির পূর্ব্বে যেমন সূর্য্য-কিরণ প্রখর হয়, আমার সুখের দশাও ঠিক সেইরূপ হইল। মনমোন সাহেবের নিকট হইতে তলব হওয়াতে তাড়াতাড়ি চলিয়া গেলেন। ইতিমধ্যে বাবার এক বন্ধু নবদ্বীপের পণ্ডিতের নিকট আমার পুনর্ব্বার-বিবাহের পাঁতি গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং আমার জন্য একটী কুলীন বরও স্থির করিয়াছিলেন। বরের নাম রামেশ্বর চট্টোপাধ্যায়। দেখিতে শুনিতে মন্দ নন, বিদ্যায় প্রায় গজাননের (আমার প্রথম বরের) বাবা, তবে বল্লবী মেলের প্রধান কুলীন, এবং শান্তিপুর বাসী, সুতরাং মস্তলোক। বাবার আর আহ্লাদের সীমা রহিল না। সেই সম্বন্ধ করিতে সর্ব্বস্ব পণ করিলেন।

বিবাহের দিন স্থির হইল। নিয়মিত দিবসে বর আমাদের বাটীতে উপস্থিত হইলেন—, শ্রীবিষ্ণু! আমাদের গ্রামের বাহিরে থাকিতেই গ্রামদর্শনী ১০০ শত টাকা চাহিলেন। বাবা ৫০ টাকা দিয়া গ্রামে আনিলেন। আবার বাড়ী দর্শনী ১০০ টাকার দাবি হইল, বাবা বহু বিনয়ের পর ২৫ টাকা দিলেন। এইরূপে গ্রাম দর্শন অবধি বাসর গৃহে প্রবেশ পর্য্যন্ত [illegible] শত টাকা পণ ব্যতীত ৩০০ টাকা হাত হইল। বাবার কালীর বিত্তের উপর হস্তক্ষেপ করিবার যো ছিল না। অন্য উপায়ে ও বাটি বাটী বন্ধক দিয়া প্রায় হাজার টাকার যোগাড় করিয়াছিলেন, তাহা সকলই শেষ হইল, একটী কপর্দ্দক দিবারও আর ক্ষমতা নাই। এমন কি, পরদিন কিরূপে চলিবে, তাহার সংস্থান ছিল কি না, সন্দেহ। কিন্তু ১০০ টাকা না হইলে বর শোবেন না। নবাবজাদা ১০০ ভিন্ন কথা বলেন না। বয়স প্রায় ৬০ বৎসর হইয়াছে, ইহার মধ্যেই ৫টী পঞ্চাশেক বিবাহ হইয়া গিয়াছে, তথাপি ভিটায় ঘুঘু চরে। ওদিকে আঁক ছাড়া নাই।

বাবার আর টাকা দিবার শক্তি নাই। কোথা হইতে দেন? যতদূর পারেন, বিনয় অনুনয় করিলেন। কিন্তু কুকুরের লেজ কি ঘৃত দিয়ে মলিলে সোজা হয়? বাবার সাধ্য সাধনা শেষ হইলে, পাড়ার ছেলে বুড় মেয়েরা এসে, খোসামোদ তিরস্কার, বিদ্রূপ, সকল প্রকার অস্ত্রক্ষেপ করিল, কিন্তু সে পাষাণ হৃদয় ভেদ করে কার সাধ্য? কিছুতেই যখন বর শুনিলেন না, সকলে বিরক্ত হইয়া ঘর হইতে চলিয়া যে যার বাটীতে গেল।

শ্যামা তখন কি করিতেছিল? আর কি করিবে, পিলসুজের মত বেড়ার গাত্রে লাগিয়া রহিয়াছিল। যাহউক যখন কোন রূপেই বরের মান ভাঙ্গিল না, তখন দায়ে পড়ে আপনার একান্ত আপনাকেই বলিতে হইল। বক্তৃতার শেষ করিলাম, কিন্তু কিছুতেই "তট্টির" শেষ করিতে পারিলাম না। পায় ধরাধরিই বা কত! বইতে পড়িয়াছি, আর লোক মুখে শুনিয়াছি যে, শত২ উপদেষ্টা যাহা না করিতে পারেন, নারীর কোমল বাক্যে তাহা সাধিত হয়। আবার ইহাও শুনিয়াছি, খেদায় যখন হাতী ধরে, তখন হস্তিনীর হাবভাবে মত্ত বারণেরা মোহিত হইয়া খেদায় প্রবেশ করে এবং কিছু দিন মধ্যে এত মুগ্ধ হয় যে, সেই হস্তিনীকে অনায়াসে স্বীয় পদ[illegible] দ্বারা বন্ধন করিতে দেয়। কিন্তু কুলীন সন্তান হস্তী হইতেও অধিক বিচিত্র পদার্থ। কেবল সাধ্য সাধনা নিষ্ফল হইল এরূপ নয়, বর ঘর হইতে বাহির হইতেছিল, [illegible] পায় ধরিলাম, এই অপরাধে আমাকে পদাঘাত করিয়া বহির্গত হইয়া গেল। আমি আপনার অদৃষ্টকে নিন্দিয়া ও নীরবে কাঁদিয়া রাত্রি প্রভাত করিলাম।

আমার বিবাহ লইয়া বাবার কত দুর্দ্দশা! কুলীনে সম্প্রদান বেগ উপস্থিত হওয়াতে, সর্ব্বস্বান্ত হইলেন। নামে সম্প্রদান করিলেন বটে, কিন্তু তাহার কোন ফল হইল না, কেবল মনঃক্লেশ সার—অপমান সার হইল। বাসর ঘর হইতে নির্গত হইয়া বর সেই রাত্রেই চম্পট দিয়াছেন।

এই বিবাহের মাসেক পরেই শ্যামার দুর্দ্দশা এক প্রকার পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হইল। পাঠক হয়ত শুনিলে আপনি লজ্জিত হইবেন। কিন্তু শ্যামার মনে পাপ ছিল না, বিশেষতঃ সে আপনাদিগকে বিশ্বাসপাত্র ভাবিয়া রহস্য প্রকাশ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে, অতএব সে কেন লজ্জাবোধ করিবে? মনমোহনের সংসর্গে আমি অন্তঃসত্ত্বা হইয়াছিলাম। আমি ধর্ম্ম সাক্ষী করিয়া তাঁহাকেই গান্ধর্ব্ব বিধানে বিবাহ করিয়াছিলাম। সুতরাং আমার পক্ষে এ ঘটনা আহ্লাদ ব্যতীত বিষাদ ও লজ্জাজনক ছিল না। কিন্তু কলিকালে গান্ধর্ব্ব বিবাহ কে বিশ্বাস করিবে? বিশ্বাস করিলেই বা কে শাস্ত্র সিদ্ধ বলিয়া স্বীকার করিবে? অতএব সেইটী যাহাতে প্রকাশ না হয়, এই নিমিত্তই আমি বরের এত পায় ধরাধরি করিয়াছিলাম। কিন্তু কপালের এমনই জোর, যে কপটতা করিতে চাহিয়াও কৃতকার্য্য হইতে পারিলাম না। গর্ভ দুই মাসের হইয়াছিল, সুতরাং প্রথমে কাণাকাণি শেষে পাড়াশুদ্ধ জানাজানি হইল। বাবার কাণে এইকথা যেদিন প্রবেশ করিল, সমস্ত দিন ঘরে কবাট দিয়া রহিলেন। আমার মনে পাপ না থাকিলেও পিতার কাছে যাইতে সাহস পাইলাম না। সন্ধ্যাবেলা কোন২ আত্মীয় আসিয়া বাবাকে কবাট খুলিতে পুনঃ২ অনুরোধ করিলেন, কিছুই উত্তর পাইলেন না। অবশেষে কয়েকজনে দ্বার ভাঙ্গিয়া গৃহে প্রবেশ করিয়া দেখেন, বাবা আড়ার সঙ্গে ঝুলিতেছেন। তখন যে আমার কি দশা উপস্থিত হইল, তাহা আর বলিবার প্রয়োজন নাই। অবশিষ্ট বৃত্তান্ত পরের অধ্যায়ে দৃষ্টি করুন।

সপ্তম অধ্যায়।

আমি পিতার মরণে পৃথিবীতে বান্ধবহীন হইলাম। পাড়ার লোক আমার সঙ্গে আলাপ পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিল। একমাত্র বসো বৈষ্ণবী সর্ব্বদা আমার নিকট থাকিত, এবং তাহার সঙ্গে কথাবার্ত্তা কহিয়া প্রাণটী কথঞ্চিৎ শীতল করিতাম। এ সময় যদি প্রিয়তম মনমোহন বাটীতে থাকিতেন, যদি দিনান্তেও একবার তাঁহার মুখ দেখিতে পাইতাম, তথাপি আমি পৃথিবীকে এবং তাহার নিন্দাপ্রশংসাকে তৃণ জ্ঞান করিতাম। কিন্তু

“ আভব করি মোর পিয়া চলি গেল।
পুরুবক সব গুণ বিসরিত ভেল॥”

এদিকে পাড়ার লোক এত শত্রু হইয়া উঠিল যে, কোথা হইতে তল্লাস করিয়া আমার একজন জ্ঞাতি খুড় জুটাইল, এবং তাহার দ্বারা আদালতে নালিস উপস্থিত করাইয়া, আমাকে ব্যভিচারিণী প্রমাণ পূর্ব্বক, উত্তরাধিকারিত্ব হইতে বঞ্চিত করিয়া কালীর বিক্তে তাহাকে উত্তরাধিকারী স্থির করিল। পরিশেষে তাহার অত্যাচারে আমাকে পৈত্রিক গৃহ হইতে তাড়িত পর্য্যন্ত হইতে হইল। তখন আমি পথের কাঙ্গালিনী হইয়া, সাশ্রুনয়নে পিতৃভবন পরিত্যাগ পূর্ব্বক বসোর বাটীতে গেলাম। যদিও বসোর বিশেষ সম্পত্তি ছিলনা, তথাপি আমার দুঃখে কাতরা হইয়া সে আমাকে আশ্রয় প্রদান করিল। কোন উপায়ে মনমোহনের নিকট এই সংবাদ দিলাম। তিনি তখন মনিবের একটী ফৌজদারী মোকদ্দমায় আবদ্ধ হইয়া কারাবাসে আছেন, এই রূপ এক পত্র পাইলাম। একপ বিপদের সময় সেই ভয়ানক সংবাদ পাইয়া মস্তকে যেন বজ্রাঘাত হইল। মনমোহন তদ্রূপ দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়াও আমার বিপদ শ্রবণে যারপর নাই দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন এবং লিখিয়াছেন “প্রিয়তমে! কি কুক্ষণেই আমার সহিত তোমার সাক্ষাৎ হইয়াছিল। আমিই তোমাকে লোক মাঝে কলঙ্কিনী ও পথের ভিকারিণী করিলাম। আবার এই ঘোরতর বিপদের সময় তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারিলাম না। আমি ঈশ্বরের কাছে যার পর নাই

অপরাধী হইলাম। কিন্তু আমার বর্ত্তমান অবস্থা স্মরণ করিয়া ভরসা করি, তুমি আমাকে মার্জ্জনা করিবে। আমি তোমার ভরণ পোষণ জন্য কোন সুহৃদের প্রতি ভার দিলাম। তুমি বসোর গৃহেই থাকিবে। সেই বন্ধু তোমাদিগের তত্ত্ব তালাফি করিবেন।

আমি দণ্ডায়মান হইয়া, প্রিয়তমের সেই বন্ধুর মুখে এই পত্রার্থ অবগত হইতে ছিলাম, পত্রপাঠ শেষ না হইতে হইতে মূর্চ্ছিত হইয়া ভূতলে পতিত হইলাম। সেই পতনের আঘাতে বস্তিদেশে বেদনা হইল, এবং প্রিয়তমের প্রণয়ের বিকাশোন্মুখ কলিকা বিনষ্ট হইয়া গেল। যুগপৎ এই সকল দুর্ঘটনায় আমি মরণাপন্ন হইলাম এবং সর্ব্বদা দুশ্চিন্তা মনে উদিত হওয়ায়, উন্মাদ হইলাম।

সপ্তাহ মধ্যে সে উন্মত্ততা এতদূর বৃদ্ধি হইল যে, আমাকে সকলে যুক্তি করিয়া ঢাকার পাগলাগারদে পাঠাইয়াছিল। সেই উন্মাদশালায় তিন বৎসর অতিবাহিত করিলাম। তখনও আমি সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিতে পারি নাই। সে বৎসর উন্মাদের সংখ্যা এত অধিক হইয়াছিল, যে আমি ও অপর কয়েকটী পাগল আলিপুরে পাগলাগারদে প্রেরিত হইলাম। এই শেষোক্ত স্থানে একবৎসর থাকিয়া সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য লাভ করিলাম। উন্মাদশালায় আর স্থান পাইলাম না। তখন আরোগ্য লাভও আমার পক্ষে বিপদজনক হইল।

জেলের বাহির হইবার নিয়ম আছে যে যে জিলার পাগল, থারা যথাস্থানে হইয়া সেই জিলায় প্রেরিত হইবে। আমার প্রতিও সেই আদেশ হইল। সৌভাগ্যক্রমে এই সময় প্রিয়তম মনমোহন কারাবাস হইতে মুক্ত হইয়া, আমার অন্বেষণ করিতে২ উক্ত জেলে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। জেল অধ্যক্ষ সাহেবের সহিত মনমোহনের মনিব কার্পিন সাহেবের পরিচয় ছিল। উক্ত সাহেবের অনুরোধ-পত্র পাইয়া, মনমোহনের প্রার্থনা মতে, এবং আমি স্বীকৃত হওয়াতে কারাধ্যক্ষ তাঁহার নিকট রসিদ লইয়া আমাকে তাঁহার হস্তে সমর্পণ করিলেন।

আমি কষ্টের একশেষ ভোগ করিয়াছিলাম। কিন্তু প্রিয়তম আমাকে বিস্মৃত হন নাই, এত ক্লেশের পরও, লোক গঞ্জনা ইত্যাদি তুচ্ছ করিয়া আমার অন্বেষণে আসিয়াছেন, এই সকল সুখদ চিন্তা মনে উদিত হওয়াতে, অতুল আনন্দ উপস্থিত হইল। সে রাত্রি একখানা গৃহ ভাড়া করিয়া, উভয়ে পরস্পর প্রেমালিঙ্গন করিয়া, দুঃখের ও সুখের কথা কহিয়া সমস্ত রাত্রি প্রভাত করিলাম। সেই সুখের যামিনীতে যখন পরস্পরের প্রেমালাপ হইতেছে, তখন পার্শ্ববর্ত্তী গৃহ হইতে একজন বাবাজী এই সুমধুর সঙ্গীত করিলেন—

“কি কহব রে সখী আনন্দ ওর?
চিরদিনে মাধব মন্দিরে মোর॥
পাপ সুধাকর যত দুখ দেলো!
পিয়ামুখ দরশনে তত সুখ ভেলো॥
আঁচর ভরিয়া যদি মহানিধি পাই।
তব হাম দূরদেশে প্রিয়া না পাঠাই॥
শীতের ওড়নি পিয়া গিরিষের বা।
বরিষার ছত্র পিয়া দরিয়ার না॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি শুন বর নারি।
সুজনক দুখ দিন দুই চারি॥”

এই গানটী শুনিয়া যে সুখ পাইলাম, তেমন সুখ আর কখনো প্রাপ্ত হই নাই। যাহৌক, রাত্র প্রভাত হইল, আমরা দেশে যাত্রা করিতে উদ্যোগী হইলাম। তখন ইষ্টারণ বেঙ্গল রেলওয়ে হয় নাই। সুতরাং আমরা খিদিরপুরের পুলের কাছে আসিয়া, নৌকায় আরোহণ করিলাম। কাটিগঙ্গা বাহিয়া বড় গঙ্গায় আসিলাম। তথা হইতে ক্রমে উত্তরাভিমুখে গমন করিতে২ নৌকা আসিয়া বাগবাজারের খালে প্রবেশ করিল। তৎপর বাদার মধ্য দিয়া চারি দিনের দিন ভৈরবের মোহনার কাছে প্রায় উপস্থিত হইলাম।

আর এক জোয়ার বাহিলেই খুলনা পৌঁছিতে পারি। ভাঁটা সরিল, সুতরাং আর নৌকা চালানের যো নাই। পরের জোয়ারের প্রতীক্ষায় নৌকা লাগাইয়া, আমরা সকলেই আহারাদি করিয়া শয়ন করিলাম। মাঝিরা কেহ২ জাগিয়া রহিল। আমাদের পশ্চাৎ২ আর দুইখানি নৌকা আসিয়াছিল, তাঁহারাও আমাদের কাছে রহিল। উক্ত উভয় নৌকায়ই দশ বারো জন করিয়া লোক আছে। তাঁহাতে কয়েক জন বাবুরেও দিনে দেখিয়াছিলাম, এবং তাহাদের সহিত বন্দুক ইত্যাদি ছিল, সুতরাং আমাদের মনে চোর ডাকাত আসিবে এভয় এক ক্ষণের জন্যও হয় নাই। আমরা উভয়েই নিদ্রিত হইয়াছি। ওমা! রাত্রি দুই প্রহরের সময় জাগিয়া দেখি ভয়ানক কাণ্ড উপস্থিত। যাহাদিগকে আমরা দিনের বেলায় ভদ্রলোক ভাবিয়াছিলাম, তাহারাই আমাদের নৌকা আক্রমণ করিয়াছে। শুধু তাহা নয়, আমাদের মাঝিরাও তৎসঙ্গে যোগ দিয়াছে। তখন বেশ বোধ হইল, মাঝিদের সঙ্গে পূর্ব্বেই পরামর্শ ছিল।

আমাদের নৌকার মাঝি অপর নৌকার কয়েকটী অস্ত্রধারী লোক লইয়া আমাদের শয্যাপার্শ্বে আসিয়া, আমাদের উপর আক্রমণ করিবে, এই আয়োজনেই আমরা জাগিয়া উঠিয়াছি। প্রিয়তম আমাকে পশ্চাৎ করিয়া আত্মরক্ষার জন্য প্রস্তুত হইলেন। সেইটীই তাঁহার নির্ব্বুদ্ধিতা। একেত তাঁহার নিকট অস্ত্র শস্ত্র ছিল না, তাহাতে দস্যুরা অনেক, তিনি একাকী। তথাপি জনৈক দস্যুর অস্ত্র কাড়িয়া লইয়া অনেকক্ষণ আত্মরক্ষা করিয়াছিলেন। পরে সকলে একেবারে আক্রমণ করিল। তাই দেখিয়া আমি চীৎকার করিয়া জলে ঝাঁপ দিতেছিলাম, কিন্তু এমন সময় দুই জন দস্যু বস্ত্র দ্বারা আমার চোক্ মুখ বাঁধিয়া তাহাদের নৌকায় লইয়া গেল এবং তৎক্ষণাৎ নৌকা ভাসাইয়া দিল। তখনও জানি নাই, প্রিয়তমের কি হইয়াছে।

সেই কাল নিশি প্রভাত হইল। তখন আমরা বাদার মধ্যে। দস্যুদিগের পরস্পর আলাপে শুনিতে পাইলাম, সে দারুণ কথা বলিতেও হৃদয় বিদীর্ণ হয়। শুনিতে পাইলাম, প্রাণের মনমোহন দস্যু হস্তে নিহত হইয়াছেন। হায়! কে বলে নারীর প্রাণ কোমল? সেই ভয়ানক সংবাদেও হৃদয় বিদীর্ণ হইল না! স্বচ্ছন্দে তাহার পর এই দশবৎসর জীবিত আছি। প্রিয়তম আমার জন্য প্রাণ পরিত্যাগ করিলেন, আর আমি সেই অমূল্য রত্ন হারা হইয়া আবার সুখভোগে রত হইয়া ছিলাম। ধিক! এঘৃণিত জীবনে শতধিক!!

পাঠক, বলিলে কি বিশ্বাস করিবেন? সেই দস্যুদের সরদারই আমার প্রথম পতি। সে আমাকে চিনিতে পারিল কি না, জানি না। আমি রাত্রি প্রভাত মাত্রই চিনিতে পারিয়াছিলাম। সকলে অপর দুইখানি নৌকায় চড়িয়া অন্যদিকে গেল। তাহারা বিদায় হইবার পূর্ব্বে পরস্পর যে কথা হইল, তাহার অধিকাংশই বাঙ্গলার মত বোধ হইল না। যাহৌক, দস্যুপতি আমি যে নৌকায় প্রাণেশের সহিত আসিয়া ছিলাম, সেই নৌকায় তুলিয়া, আমাকে লইয়া আবার কলিকাতার দিকে চলিল। দুই তিন দিন দস্যুর সহিত একত্র বাস, তাহাতে যে আমার সতীত্ব রক্ষা পাইয়াছিল, একথা বলাই বাহুল্য। দুষ্ট আমাকে কলিকাতা একটী স্ত্রীলোকের বাটীতে রাখিয়া প্রস্থান করিল। যাইবার সময় বলিয়া গেল, "ইনি অতি ভদ্রলোকের স্ত্রী, তুমি এখানে সুখে থাকিতে পারিবে।" আমি কেবল সংসারে প্রবিষ্ট মাত্র হইয়াছিলাম, বিশেষতঃ পাবগেঁয়ে মেয়ে, ধূর্ত্তের ধূর্ত্তপনা কেমন করিয়া বুঝিব? আর বুঝিলেই বা কি করিতে পারিতাম?

অষ্টম অধ্যায়।

যবনিকা পতন।

পূর্ব্বোক্ত স্ত্রীলোকটী আমার দুঃখের কথা শ্রবণ করিয়া মৌখিক ভদ্রতা অনেক করিল। আমাকে সান্ত্বনা করিতেও বিস্তর যত্ন দেখাইত। এই বাটীতে

প্রায়ই উৎকৃষ্ট পরিচ্ছদ পরিহিত বাবুদিগকে সর্ব্বদা আসিতে দেখিতাম। আমি অপর ঘরে থাকিতাম, আমার অভিভাবিকার ঘরে কি হইত, জানিতাম না। তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলে বলিত "ইঁহারা আমার আত্মীয়।" কিন্তু অনেকদিন সন্দিগ্ধ অবস্থায় থাকিতে হইল না। অভিভাবিকার ব্যবসায় টের পাইলাম। না দিন পোনর পরে আমাকেও আপন পথের পথিক করিতে উপদেশ দিতে লাগিল। তেমন সৎশিক্ষকের কাছে শিক্ষা পাইলে, কতদিন কে মূর্খ থাকিতে পারে? ক্রমে২ আমি মনমোহনের অকৃত্রিম-প্রণয় বিস্মৃত হইয়া, কৃত্রিম প্রণয় বিক্রয় করিতে লাগিলাম।

আমি দেখিতে শুনিতে খুব সুন্দরী ছিলাম, বয়সও অল্প ছিল, সুতরাং বিলক্ষণ ক্রেতা জুটিল। অভিভাবিকা আমাকে অলঙ্কারাদি গড়াইয়া দিল। সক্ষম পুত্রের মার নিকট বা কত আদর, আমার অভিভাবিকা তদপেক্ষাও আদর করিতে লাগিল। কিন্তু কিছুদিন পরে আমার ভয়ানক পীড়া হইল, তখন তার আদেশ প্রতিপালন করিতে পারি না। সকল আদর দূর হইয়া তিরস্কার সার হইল। সময়২ দুষ্টা আমাকে প্রহারও করিত। একদা তিরস্কার করিতে২ কহিল "বজ্জাৎ, টাকা দিয়ে রাখি নাই? উপার্জ্জন না কত্তে পারিস্, আমার টাকা দিয়ে বাড়ী হতে যা।" তখন জানিতে পারিলাম, দস্যু আমাকে উহার নিকট দুইশত টাকায় বিক্রয় করিয়া গিয়াছে। ইহার বাটীতে আসা পর্য্যন্ত প্রায় দুই হাজার টাকা উপার্জ্জন করিয়া দিয়াছি, তথাপি দুইশ টাকার দাবি।

যাহৌক একটু আরোগ্য লাভ করার পর, কোন পরিচিত লোকের সাহায্যে আদালতের সাহায্য লইয়া সেই দুরন্তার হাত হইতে রক্ষা পাইয়া স্বতন্ত্র বাড়ী করিলাম। পুনর্ব্বার বৎসর কাল মধ্যে বিপুল ঐশ্বর্য্য, দাস, দাসী, গাড়ী ঘোড়া ইত্যাদি করিয়া মস্তলোক হইয়া পড়িলাম! একজন সুশিক্ষিত বড় লোকই আমার প্রধান সহায় ছিলেন। আর তাঁহার দ্বারাই আমার অধিকাংশ ঐশ্বর্য্য।

এইরূপে কিছুদিন গত হইলে পর, একদা অপরাহ্নে উপরের বারেণ্ডার সম্মুখে চেয়ার পাতিয়া বসিয়াছি। এমন সময় একটী ব্রাহ্মণকে, একটী কাগজের পুঁটলি বগলে করিয়া যাইতে দেখিলাম। তৎক্ষণাৎ দারোয়ান দ্বারা তাঁহাকে ডাকাইয়া নিকটে আনাইলাম। তাঁহার সহিত অনেকক্ষণ আলাপ করিতে২ সমুদায় পরিচয় পাইলাম। জানিলাম, তিনি একজন স্বভাবকুলীন, সদর আদালতে মাতামহের একটী বিষয় সম্বন্ধীয় মোকদ্দমার আপিল করিতে আসিয়াছেন। আমাদের পরস্পর এতক্ষণ আলাপ হইয়াছে যে, রাত্রি প্রায় দশটা বাজিয়া গিয়াছে। তখন ব্রাহ্মণ কহিলেন "অনেক ক্ষণ হয়েছে, আমি এখন যাই।"

আমি। "বসুন, পান খান।"

ব্রা। "পান খাব না।"

আমি। "কেন, আপনি পান খান না? না খানত, তামাক খান।"

ব্রা। "তামাকও খাব না।"

আমি। "কেন?—আপনি কি তামাকও খান না?।"

ব্রা। "খেয়ে থাকি, কিন্তু—বলতে ভয় হয়—"

আ। "কি, বলুন না?"

ব্রা। "বেশ্যালয়ে পান তামাক ইত্যাদি খাওয়াটা শাস্ত্রে নিষেধ আছে।"

আ। "শাস্ত্র রেখে দিন্। কুলীনের ছেলে টাকা পেলেই হোলো।"

টাকার নাম শুনিয়া ব্রাহ্মণ ইতস্ততঃ করিতে লাগিল। আমি অমনি কিছু টাকা দিয়া, পান তামাক খাইতে সম্মত করাইলাম। পান তামাক খাইয়া ব্রাহ্মণ যাইতে উদ্যত হইলে, আবার বলিলাম "কিছু জল খেয়ে গেলে ভাল হোতো না?"

ব্রাহ্মণ প্রথমে অনিচ্ছা, তারপর এদিক ওদিক,

পরিশেষে টাকার লোভে তাহাতেও সম্মত হইলেন। জল খাইয়া ব্রাহ্মণ চলিলেন, তখন দাসীর নিকট জিজ্ঞাসা করিলাম "রাত কটা বেজেছে?"

দাসী। "বারটা অনেকক্ষণ বেজে গিয়েছে।" তখন ব্রাহ্মণ অবাক্ হইয়া কহিলেন, "আমার বাসা কালীঘাট, এতরাত্রে কেমন করে যাই।"

আমি সহাস্যে কহিলাম "আজ কেন এখানেই থাকেন না" দায় ঠেকিয়া ব্রাহ্মণ সম্মত হইলেন।

ব্রা। "তবে আমাকে একটা শয়নের স্থান দেখায়ে দিন।"

আমি। "সেকি আপনি ব্রাহ্মণ, উপবাসী থাকিলে আমরা কেমন করে খাবো?"

ব্রা। "তা আমারত এখানে খাওয়া হোতে পারে না। আপনারা গিয়ে স্বচ্ছন্দে খান।"

আমি। "জল খাওয়া হোতে যখন পালো তখন আর পাক কত্তে নিষেধ কি?"

ব্রাহ্মণ একটু অপ্রতিভ হইলেন এবং সলজ্জভাবে কহিলেন "এতরাত্রে পাকসাক করা বড় কষ্ট।"

তৎপর প্রথমে পাক করিতে স্বীকৃত, আরকিছু টাকা দিলে আমার হাতে খেতেও স্বীকৃত, পরে টাকার লোভে আমার সঙ্গে পর্য্যন্ত খাইয়া কুলের গৌরব রক্ষা করিলেন। আহার পর্য্যন্ত হইল। পরিশেষে আমার শয়ন কক্ষে লইয়া গিয়া বসাইলাম এবং একখানা রূপার রেকাবে ১০০ শতটী টাকা রাখিয়া প্রণাম পূর্ব্বক কহিলাম, "শয়ন করুন যেয়ে।"

ব্রা। "এ কি।"

আমি। "বাবা সর্ব্বস্ব পণ করিয়াও কুলীন সন্তানকে কন্যার সহিত সহবাস করাইতে পারিয়াছিলেন না। আজি আমি আপনার প্রসাদে আপনার প্রার্থিত শত মুদ্রা দিয়া শয়নের প্রার্থিনী হইয়েছি। পূর্ব্বে যে হলধরের কন্যা তোমার পায় ধরিয়া লাথির ভাজন হইয়াছিল, আমিই সেই দুর্ভাগিনী শ্যামা।"

ব্রাহ্মণ শুনিয়া অবাক্। এই সকল কাণ্ড হইতেং এতদূর ক্রোধিত হইয়াছিলাম যে, যাহা মুখে আসিল তাহা বলিয়া ব্রাহ্মণকে ভর্ৎসনা করিয়া দরওয়ানের জিম্মায় রাখিয়া দিলাম। সেখানে উত্তম মধ্যম কিছু হইল। পরদিন প্রাতে ব্রাহ্মণ আমার পদানত হইয়া কহিল "আমায় বিলক্ষণ উপদেশ হইয়াছে, এখন ছাড়িয়া দিন।"

আমি ক্রোধে তর্জ্জন করিয়া কহিলাম "রে পাপিষ্ঠ বামন। তোর নিষ্ঠুরতায় আমি এই ঘৃণিত জীবনে পরিণত হইয়াছি। তুই কি মনে করিয়াছিস, অল্পে ছাড়িয়া দিব। তুই আমার উচ্ছিষ্ট খাইয়াছিস মনে নাই? আজি আমি সহরময় এ কথা রাষ্ট্র করিব।"

ব্রাহ্মণ একেবারে মরিয়া গিয়াছে। তাহার সেইভাব দেখিয়া দয়া উপস্থিত হইল। ছাড়িয়া দিয়া কহিলাম "প্রতিজ্ঞা কর আর এমন কর্ম্ম কর্‌বিনে, আর তোর আত্মীয় কাকেও এরূপ কাজ কত্তে দিবি না।" ব্রাহ্মণ ধর্ম্মতঃ প্রতিজ্ঞা করিয়া প্রস্থান করিল।

এই ঘটনার পরেও প্রায় পাঁচবৎসর কুকর্ম্মের দ্বারা বিপুল অর্থ উপার্জ্জন করিলাম বটে, কিন্তু একদিনও মনের সুখ হয় নাই। যতই লেখা পড়া শিখিয়া জ্ঞানোদয় হইতে লাগিল, ততই স্বীয় জীবনের প্রতি ঘৃণা উপস্থিত হইল। পরিশেষে মনে ভয়ানক যাতনা উপস্থিত হওয়াতে, ক্রমেং সর্ব্বস্ব সৎকর্ম্মে ব্যয় করিয়া পরিশেষে এই বৃন্দাবনধামে প্রায় বৎসরাবধি আসিয়াছি। সংপ্রতি ভয়ানক রোগে আক্রান্ত হইয়া উত্থানশক্তি রহিত। ৺বৃন্দাবন চন্দ্র শীঘ্র এ দুঃখিনীকে চরণে স্থান দেন, আপনারা তাঁহার পাদপদ্মে এই প্রার্থনা করিবেন। —

পাঠক, আমার আয়ুসকাল পূর্ণ হইয়া আসিয়াছে। আমি জন্মাবধি কেবল দুঃখের মুখই দেখি-

যাছি। কেবল সে অল্প কয়েকদিন প্রিয়তমের সঙ্গে ছিলাম, সেই আমার জীবনের মধ্যে প্রকৃত সুখের কাল। আমি স্বয়ং দুঃখ পাইয়াছি, মাতা পিতা আত্মীয়জনকে দুঃখিত করিয়াছি। হয়ত, দুঃখের কাহিনী কহিয়া আপনারদিগকেও দুঃখিত করিলাম।

আমি গ্রন্থকারের কল্পনা-সম্ভূত ছায়া নই। আমি স্বয়ং আপনাদের মত শরীরি-জীব এবং যে যে ঘটনা বর্ণন করিলাম, তাহার একটীও মিথ্যা নহে। তবে বৃদ্ধকালে বা কাটকে যাইতে হয়, এই ভয়ে কেবল স্থান ও লোকের নামগুলি প্রকৃত দেই নাই। যাহা হউক, উপসংহারকালে বঙ্গবাসী মাত্রের নিকট এই প্রার্থনা করিতেছি, যদি আপনাদের মনে এক বিন্দু মনুষ্যত্বও থাকে, তবে যত শীঘ্র হয় কৌলীন্য প্রথার—পণগ্রহণ প্রথার উচ্ছেদ করুন। কৌলীন্যের সৃষ্টিকর্ত্তা বল্লাল সেন এবং মেলবন্ধনের মূলাধার দেবীবর ঘটক, আপনাদের মতই সামান্য মনুষ্য ছিলেন। বল্লাল সেনকে বড় দোষ দেই না, কেন না পণ না থাকিলে কৌলীন্যপ্রথা মন্দ নহে, কিন্তু দেবীবরের প্রতি তাঁহার গুরুবাক্যই পুনর্ব্বার উচ্চারণ করিতেছি—

"ডেকে কয় শোভা কর।
নির্ব্বংশ দেবীবর॥"

যাহৌক, সাধ্য সত্ত্বেও যিনি এই মহানিষ্টকর প্রথা সত্বর দেশ হইতে দূর না করেন, তিনি এই "দুর্ভাগিনী শ্যামার" বধভাগী হন।

সমাপ্ত।

অচিরমৃত ব্যক্তিকে দর্শন করিয়া কোন ভাবুকের বিলাপ।

মিথন নিষ্ঠুর বায়ু, যার ভীমবলে,
বিশ্ব-জয়ী শূর-শক্তি সঙ্কুচিত হয়।
দীপ্তানল-শিখা যথা জিমূ র জলে
নির্ব্বৃত, নিস্তেজ যেন কাপের হৃদয়।
মাতঙ্গ মস্তক-লিপ্সু পারীন্দ্র দুর্ব্বার,
গিরীন্দ্র-কন্দর যার নিনাদে কম্পিত!
ভূ-কম্পনে দুর্গ-দেহ কিম্বা দুরাচার
তরঙ্গ-নিস্বনে যেন পোতা বোহি-চিত।

২

এমন দুর্দ্দম সিংহ যে পবন সহ
বিবাদে অশক্ত, তার রক্তরাশি শোষে
সদা যারে স্মরি! যার শক্তি দুর্ব্বিসহ
সত্য সর্ব্বভুক নাম জগজ্জন ঘোষে।

৩

আজি সেই দুর্ব্বিনীত ঘোর প্রভঞ্জন,
পাষণ্ড জীবন কাণ্ড ভাঙ্গি মহাবলে,
মনুজ-পাদপ এক সংসার ভূষণ'
হ'য়ে সে সহসা তারে ফেলিল ভূতলে।

৪

যে তরুর ছায়া চির চন্দ্রাতপ প্রায়,
অভাব-আতপে নিত্য নিজাত্মীয় দলে
রক্ষিত, সুভক্ষ্য যার ফল সমুদায়
দয়-শাখা সুসংযোজিত, ভূষিত সকলে।

৫

জগতের পান্থ কত শ্রান্ত কলেবর,
শান্তি আশে, আসি যার শীতল সদনে,
পূরাইত মনোবাঞ্ছা, হরিত অন্তর
অন্তরের তাপ, শৈত্য-সুখ-আস্বাদনে।

৬

শত্রু মিত্র সদা যার গুণের গৌরবে
ছিল বিমোহিত। অতি প্রীতির নয়নে
নেহারিত মূর্ত্তি যার, যথা যেন ঘনে
সমু[illegible]লে সে চাতক [illegible]।

অদ্য নিস্তুকদেশে ছায়া সমন্বিত
সকল ভূরুহ—যেই ছিল কোন কালে।
কি দুঃখ। অকালে সেই কাল দুষ্ট-চিত্ত
হরিল, পড়িল যেন টঙ্ক কপালে। ৮

নিদ্রায় নয়নযুগ আছে নিমীলিত !
ভাবে বুঝি, ভাবে যেন ঈশ্বরের ভাব
চিরতপস্বীর মত ! আমরি, কি রীত !
হৃদয়ে প্রচুর যেন জ্ঞানের সম্ভাব ।

৯

সুধীর শরীর যেন শান্তি-সুরধুনী
শমিত, দূরিত যত পাপের বিকার ।
(পয়োভীত-অগ্নি যেন বিজ্ঞ মুখে শুনি)
ধন্য রে ঐশিক প্রেম করি নমস্কার ।

১০

আর কে নীরবে থাকে ? মৃতের মতন
সুখবাঞ্ছা বিকাশিতে ? সুধাই ইহায়
সংসারের অনিত্যতা, কি তার লক্ষণ ?
সদুত্তর প্রাপণের সুসময় যায় ।

১১

তবে শুন ওহে মৃত পুরুষ প্রবর !
একদা ছাড়িলে স্বীয় প্রিয়তম-দেহ,
হিমান্তে ভুজঙ্গ যথা অতি-প্রিয়তর
কঞ্চুক । তোমার যশ না গাইবে কেহ ।

১২

আমরা যতেক জন ভবের পামর,
ধর্ম্মের বঞ্চক, শঠকুল-শিরোমণি,
শত-নিন্দাবাদ-বাণ তোমার উপর
ক্ষেপিব, রাঘবে যথা দুরন্ত রাবণি ।

১৩

তবে কেন ভব পান্থ ! শান্ত মহাশয় !
যতনে রতন সাজে সাজাইতে কায় ?
কি হেতু মাধবে মত্ত তরু-সমুদয়
ফল, ফুল, কিসলয়ে শরীর সাজায় ?

১৪

সুশ্বেত শীর্ষক কোথা ? কঞ্চুক ভূষণ ?
কোথা সে সুন্দর ভঙ্গী নেত্রতৃপ্তিকর ?
এখন অবশ অঙ্গে নেতের বসন !
দেখিয়া তোমারে হয় খেদিত-অন্তর ! ১৫

কি কাজ করিতে, সুধী সুধাই তোমারে ?
কোথা সে কর্ত্তব্যজ্ঞান ? মন্ত্র ভ্রান্ত মত
ভুলিয়াছ, এত দিন ভক্তি-উপচারে
পূজিয়াছ যে প্রভুরে, কোথা এবে গত ?

১৬

কোথা সে গর্জ্জন, ঘন গর্জ্জন যেমন ?
তর্জ্জন করিতে যত অধীন-নিকরে,
কোথা সে অধীনগণ ? গেল কি এখন
কেহ তব সঙ্গে মৃত্যু-পর্ব্বত-গহ্বরে ?

১৭

কোথা সে চমক-দৃষ্টি ? সৃষ্টি-নাশা কোপ ?
বিরক্তির বৃষ্টি কোথা ? দুষ্টাচার চয় ?
শিষ্টের সদৃশ আজি সমুদায় লোপ
পাইয়াছে, ছিল যত রিপু দুরাশয় ।

১৮

আর না কথন-শক্তি লভি একবার
না করিবে সম্বোধন প্রিয় পরিবারে ।
একেবারে নির্ব্বাপিত চিত্তের বিকার,
উদ্দীপ্ত অনল যথা আসার সঞ্চারে ।

১৯

আর না আশার পুচ্ছ করিয়া ধারণ
সুচির-অন্ধের মত, কিম্বা তৈলকর
পোষিত বলদ যেন, করিবে ভ্রমণ ।
বৃথা যত্ন !—রত্ন-রাজি সকলি নশ্বর ।

২০

আর না বাসনা-ভোজে নিমন্ত্রিত প্রায়,
স্বেচ্ছামত ব্যবহারে না হইবে রত !
চির-মন্দ-অগ্নি তব কামের ক্ষুধায় !
নামের গৌরবে নাই শ্রদ্ধা আর তত !

২১

ভঙ্গুর সংসার লীলা বুঝে সাধ্য কার ?
চতুর শিল্পির যাহা যতন-রচিত !
ভাবিলে সহসা দেহে জনমে শিৎকার !
বিচিত্র ভাবের নীর চিত্তে উচ্ছলিত । ২২

একবার দৃষ্টিপাত কর, গুণময় !
প্রস্ফুটিত ইন্দিবর প্রভূষে যেমন ।
দেখি সে শীতল দৃষ্টি জুড়াই হৃদয় ।
সফল হউক মম যুগলনয়ন ।

২৩

বল কথা, শুনি, তব পুত্র গুণবান
কোথায় এখন ? তাব পিতৃ সম্বোধনে
সেহ কি উত্তর আজি ? বধির সমান
আছ ! কি করিবে ডাকি শত পঞ্চাননে ?

২৪

প্রিয়ার পেশল মূর্ত্তি, সুচারু দর্শন,
দেখিতে কি পায় ? আর জনমের তরে
গেছে সে সুখের ভাব । বিফল এখন
শরীরে সে সতী যত অলঙ্কার পরে !

২৫

কি ফল, মাধবী যদি মরসাজ ধরে ?
রসাল বিহনে তার কে করে আদর ?
(যেমন জগত রীতি) সন্দেহ সাগরে
ডুবায় সে অবলারে মানবনিকর ।

২৬

কোথা সে জনক তব, ভক্তির ভাজন ?
শ্রদ্ধারকুসুমে যাঁর চরণযুগল
পূজিতে, এখন তার অশ্রুজল নয়ন
দেখ কি ? দীপে কি চিত্তে শোকের অনল ?

২৭

অগ্রজ, অনুজ আদি যত পরিবার,
আকুল কাঁদিয়া সবে মর্ম্ম-ভেদী রবে,
বায়সের পতি পাতে, যেমতি চীৎকার
করে রে বায়স-কুল !—ব্যাকুলিত সবে ।

২৮

সে রোদন-রোল, আজি, পারে কি শুনিতে
চির রুদ্ধ কর্ণ তব ? কে পুছিবে আর
তাদের শোকাশ্রু, মরি, সুকাতর-চিতে ?
হায় রে, কি ভয়ানক মৃত্যু-অত্যাচার । ২৯

দেখ তব পুজ্যতমা দুঃখিনী জননী,
করি ঘন করাঘাত বক্ষের উপর,
কাঁদায় সাধুর প্রাণ ।—ওহে গুণমণি !
লেশমাত্র বিধুরতা তুমি নাই ধর ।

৩০

স্নেহের পুতুল তব, পুত্র ভক্তিমান,
অঙ্গের মার্জ্জনী, অহো ! অশ্রুসিক্ত করি,
অবরে বিলাপে, মিত্রায়ুত-জনে গান
করে যেন, মুগ্ধ, মরি, তব স্নেহ স্মরি ।

৩১

উঠ ভদ্র ! শিরোমণি হৃদয়রঞ্জনে,
কর কোলে, স্নেহ-বোলে তোষো তার চিত ।
এতই নির্দ্দয় তুমি ! না দেখ নয়নে
একদা, এই কি কার্য্য পিতার উচিত ?

৩২

অবোধ মানস মোর, নাহি বুঝে সার ।
বৃথা প্রশ্ন করে তোমা । যাব সদুত্তর
সুশীলা চিন্তার মুখে শুনি বারবার ।
তথাপি মায়াতে মুগ্ধ এ দগ্ধ অন্তর ।

৩৩

একেবারে নিদ্রাকূপে মগ্ন মহাশয় !
তুমি আজি, বোধ-বুদ্ধি গেছে রসাতলে !
কে শুনে আমার আর বচন নিচয় ?
উত্তর-উত্তর যেন কৌরবের দলে ।

৩৪

নিতান্ত অবোধ আমি, নাহি বুঝি সার ।
হে মনুজ ! আজি দশা তোমার যেমন ,
কালে যে এরূপ দশা ঘটিবে আমার,
ভ্রমেও একথা কভু করি না স্মরণ । ৩৫

শ্রীযাদবানন্দ রায় ।

রচক চাপল্য ।

চিন্তা ।

অয়ি চিন্তা বিষধরি ! হৃদয় ভিতরে,

করিতেছ কেন এত সশান প্রহার ?
গরলে সরল প্রাণ নাশিবার তরে
গ্রাসিল, হায় রে, মরি, আশ্চর্য্য বিচার।

১

আপন আবাসে করি পাবক প্রদান,
দারে দগ্ধ-ভুজঙ্গম-সম ভাব ধরি.
দহিলে আপন তনু তনুতব প্রাণ।
ধন্য লো তোমার বুদ্ধি আত্ম-নাশকরী।

২

কত না আদরে তোমা সেবি চির-দিন,
প্রেম-ডোরে বাঁধা সদা এ তব কিঙ্কর।
জায়ান্তর না নেহারি তোমার অধীন
দিবানিশি। তব পদ ভাবি নিরন্তর।

৩

তবে কেন নিদয়তা করিলে ধারণ ?
চির দয়াবতী তোমা জানিতাম আগে।
কদাচারে! দেখিলাম বিচারি এখন.
হৃদয়ে সদত তব দ্বেষানল জাগে।

৪

কবিতার মুখে আমি শুনিলাম এই,
জন্মান্তরে আমি সূর্য্য তুমি কমলিনী,
ছিলে. সাধ্য মতে তুমি সেবে ছিলে সেই
নির্দ্দয় নাথের পদ, প্রেমানুরাগিনী।

৫

তাপিয়াছি তোমা আমি তপন আকারে,
(কল্পনার মুখ এ ত জল্পনার জয়।)
এবে বুঝি সেই বাদ প্রতিশোধিবারে,
স্বাহা-রূপে, আহামরি, জ্বালাও হৃদয়!

৬

সহেনা শরীরে আর তোমার তর্জ্জন।
গর্জ্জন করিছ কেন বৃথা অনুরাগে ?
ক্ষম সতি। ধরি আজি যুগল চরণ
মুখ করে, দাস তব পরিহার মাগে।

৭

বৃথা রাগে মত্ত হয়ে উন্মত্তের প্রায়
নিজ নাথ-চিত কেন আকুলিত কর ?
এ আচার তব সতি। শোভা নাহি পায়
স্থির ভাবে ঘরে বসি উপদেশ ধর।

৮

মুনি-পত্নী রূপে, ধনি! ধরি সদাচারে,
সদালাপে রত থাক উদার অন্তরে!
সাজাইব বাছি তাহা প্রবন্ধ-বিচারে,
লেখনীর বলে মন্দ-অক্ষরের ঘরে।

৯

ভার্য্যার-নীরোগে যথা শান্তশীল পতি
ধরে শান্ততর ভাব, কান্ত গুণময়।
ধরিয়া স্থিরতা মরি আমিও তেমতি,
দূরিয়া বিষাদ বহ্নি জুড়াই হৃদয়।

১০

ধরিয়া নবীন ভাব বিবেকীর মত
সংসারের গতি কার্য্য করি নিরীক্ষণ,
পাঠ্যমানে ধৈর্য্য আদি সৎসেবনে রত
হইতে নিয়ত আমি বাঞ্ছি অনুক্ষণ।

১১

পূরাও বাসনা এই চিত্ত কমলিনি!
কত না আখুট তব সদা সহ্য করি,
আজি এই অনুরোধ বিশ্ব-বিহারিণী
রাখো এ হৃদয়ে থাক চির-ধৈর্য্য ধরি।

১২

শ্রীবাসবানন্দ রায়।

করসী।

গুণের করসি! তুমি ধূম-বিধায়িনী!
আমুদে পুরুষদের কুল মনোবিলাসিনী।
মম-চিত্ততোষকরী গড় গড় স্বরে,
অমিয়া বরিষলে ভগ্ন হৃদয় ভিতরে।

আকৃতি সর্পিনী বটে প্রকৃতি সে নয়,
গুণ-গরীয়সী তুমি, এমন কে হয়?
নাগিনী-নিকরে করে গরল বমন,
সুধা মুখে কর তুমি সুধা বিতরণ।
স্বামীর বদনে নিজ বদন অর্পিয়া
স্বাধীন-ভর্ত্তৃকা মত তোষ তার হিয়া
কি সুন্দর অঙ্গ তব ভঙ্গী চমৎকার।
বিলাসি-লোচন-নিধি সমাজ মাঝার।
উপজে আনন্দ কত ভর্ ভর্ টানে।
কি লিখিব? বুঝে সেই যে ও রস জানে।
সুমার্জ্জিত কলেবরে উচ্চ রব ধরি
আলাপিলে মোর সঙ্গে হে রসসাগরি।
শুভক্ষণে, বামভাগে বসিয়া সুন্দরি।
প্রিয়ারূপে পরবাসে তাপ নাশ করি
জুড়াইলে চিত্ত! নিত্য প্রবাসের ভার
তোমারি সদ্ভাবে নাহি হয় আবির্ভাব।
কি মধুর প্রেম তব! শুনি যত স্বর
ব্যাকুল প্রাচীন, যুবা, বালক নিকর!
বঙ্গের বনিতা কত তব রস পানে
সদা-অনুরক্ত কিছু নিষেধ না মানে।
আপনার চারুরূপে, মনোহর বরে
মোহিত করিলে ধনি, ভুলাইতে সবে।
ভারত নিবাসী যত; শুদ্ধ এই নয়
বিদেশও বিস্তারিত তোমার প্রণয়।
তুমি কি সামান্য ধনি? মান্য-বিমোহিনি!
বাষ্প পরিমলময়ী মঞ্জু-কমলিনী
সংসার সলিলে! সদা নর মধুকরে
প্রফুল্ল-মানসে তব মধু পান করে।
অলস, অভাব চিন্তা যে জনের নাই,
সেই তব প্রিয়পতি, গুণের গোঁসাই।
যৌবন সোঁপিয়া সেই জীবন ঈশ্বরে,
অনুকূলনাথা সতী সন্তোষ অন্তরে
সদালাপে রহে যথা, তুমিও তেমন
তার সঙ্গে রঙ্গে কর প্রেম আলাপন।
অতি পরিশ্রমী যত কার্য্যকরচয়
কাছারীর, তব সনে অত্যল্প প্রণয়
তাহাদের হতে পারে, নিঠুর সকল
নিবাসে জ্বালিয়া, হায় বিরহ অনল
প্রবাস যাতনা ভোগে। তোমার সুরস
জানে না তাহারা, হায়, কেন হবে বশ?
আমি কিন্তু তব গুণ জানিয়াছি ভাল,
সেবিব তোমারে সতি যত্নে চিরকাল।*

সমালোচনা।

বিদূষক। এই মাসিক পত্রের প্রথম ও দ্বিতীয় সংখ্যা আমাদিগের হস্তগত হইয়াছে। বিদূষক এই নামোচ্চারণে যেমন পেটুক রহস্যকারীর আকৃতি মনে উদিত হয়, এই বিদূষক সে ধাতুর নহে। ইনি ইউরোপের "পঞ্চ" নামক রহস্যপত্রের অনুকারী বলিয়া আপনাকে সাধারণ্যে পরিচিত করিতেছেন। ইহার রহস্যদেবীর গর্ব্ভে জন্ম। গুণ অসীম, চরিত্র উদার, বয়ক্রম ৭২ বৎসর। এতদিন ইনি ভারতসমাজে—ভারতবর্ষে, বিশেষতঃ ভারতবর্ষের রাজধানী কলিকাতায় থাকিয়া যে সকল ঘটনা দেখিয়াছেন—যে সকল দশা স্বয়ং ভোগ করিয়া শেষে টুকনী হাতে লইয়াছেন! সেই সকল অনুভূতপূর্ব্ব—আস্বাদিতপূর্ব্ব—দৃষ্টপূর্ব্ব সামাজিক রীতি নীতি ও ভোগ বিলাস বৃত্তান্ত এক এক করিয়া বলিয়া যাইতেছেন। ইঁহার চরিত যাঁহারা শ্রবণ করিবেন, তাঁহারা আমোদের সহিত প্রচুর উপদেশ পাইবেন, এবং অতীতকালের অনেক রহস্যও অবগত হইতে পারিবেন। আমাদিগের পাঠকগণ বিদূষকের বিদূষকতার কিঞ্চিৎ পরিচয় পাইতে পারেন, এই আশয়ে বুভুক্ষু দুটী দশার বিবরণ আর একটী গান পশ্চাৎ উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

পূর্ব্বকালে ভারতবর্ষীয় রাজগণ বহুব্যয় স্বীকার করিয়াও এক একজন বিদূষককে আপনাদিগের বয়স্য

* রচকের চেষ্টা সফল হয় নাই। সং

দলে গ্রহণ করিতেন, প্রতিমাসে ৵১০ আনা ব্যয় স্বীকার করিয়া কি বঙ্গীয়েরা এই বিদূষককে আপনাদের অবকাশরঞ্জনের জন্য গ্রহণ করিবেন না?

চতুর্থ দশা।

"এই বৎসর আমার বিবাহ হলো। নূতন বিয়ের কনেবা যেমন হলুদ মেখে, আলতা পোরে, ঝাপটা কেটে, টিপ্ কেটে, নূতন রূপের বাহার বাড়ায়, আমারেও সেইরূপ কোর্ত্তে হলো। সিঁতি কাটা, চাদর পাকানো, এ সকলত ছিলই, তাঁর উপর কাণপাটা জুল্পি আর বেম্মদের মতন দাড়ী রাখা আর চোকে চস্মা আরম্ভ কোল্লেম। যখন মজ্লিসে যাই, তখন গায়ে পাঁচ ফীট দীর্ঘ পীতাম্বর গরদের চোগা থাকে, মাথায় একটা বামে হেলা মৌলবী কেতার তাজ। সাজগোজ সব হলো বটে, বিবাহও হলো বটে, কিন্তু বাড়ীতে থাকবার সময় হলো না। ১২ ঘণ্টা বাগ্বাজারে, আর, ১২ ঘণ্টা সোনার চাঁদেরদের দ্বারে দ্বারে। ভগবান অহোরাত্রে যদি আর ১২ ঘণ্টা সময় বাড়িয়ে দিতেন, তা হলে কতক আশা মিট্তে পারতো। দায় ধরা ২৪ ঘণ্টা দুটী কাজেই ফুরিয়ে যায়। তা ছাড়া বুধবারে বুধবারে দু-ঘণ্টা বেম্মসভায় এটেণ্ড্ দিতে হয়, সুতরাং সময়ে কুলায় না। উপনয়নের পর যে সূর্য্যের আরাধনায় প্রাতঃকাল ও সন্ধ্যাকাল গত হতো, এখন সেই সূর্য্যকে দেখে কেবল কাঁদি আর নিশ্বাস ফেলি। এটী চতুর্থদশার ভোগ।

পঞ্চম দশা।

এই বয়েসে আমার স্ত্রী ষোড়শী। কিন্তু ভুলেও এক রাত্রের জন্যে সাক্ষাৎ হয় না। শুনেছি দ্বিতীয় বিবাহের সময় হলে, সূর্য্য অর্ঘ্য দিয়ে পঞ্চগব্য খাওয়ানো হয়েছে। এখন বিশ্বাসী চাকরেরা বংশরক্ষার চেষ্টা করে কি না, ভগবান জানেন, কিন্তু এপর্য্যন্ত আমার সন্তান হয় নাই। ভোর বেলা বাগবাজারে হাজির হই, সন্ধ্যাপর্য্যন্ত সেখানে বাস, রাস ও হরিভানন্দ প্রকাশ; সন্ধ্যার পর সোণাগাজীতে নিবাস, বিলাস ও মাতুলের বংশ নাশ। সমস্ত রাত্র এইরূপেই প্রভাত হয়। মাতা পিতার চরণ দর্শন, প্রিয়তমার বদন দর্শন, একটী দিনও ভাগ্যে ঘটে না। লোকে বলে, বিদূষক এককালে নষ্ট হলো, আমি বলি সময় নষ্ট হলো। লোকের কথায় কর্ণপাত করিনা, আনন্দে আনন্দে পঞ্চম দশা শেষ হলো।—এই দশায় চাকুরিটী জলসই!!!

গীত।

রাগিণী প্রবীণে—তাল হরিনামের মালা।

আবার যাব বৃন্দাবন।
এবার সার হবে সার কুঞ্জবন॥
গৌর ভজন কোরবো সার, ভবে গৌর মাত্র সার,
কালী দুর্গা ভজন পূজন কোরবোনাকো আরঃ—
প্রভু গোপীকৃষ্ণ, যীশুখ্রীষ্ট, ভোজবো দোঁহার শ্রীচরণ॥
দিনে নামাবলী গায়, রেতে হুট্ বিনামা পায়,
মাঝে মাঝে হাজির হবো ব্রহ্মোদের সভায়ঃ—
তথায় চক্ষু বুজে, প্রেমে মজে, ভজবো ব্রহ্মসনাতন॥
প্রেমে হবো সন্ন্যাসী, আমি তাই ভালবাসি,
একাদশী তিলকধারী নিরামিষ আশীঃ—
রেতে ব্র্যাণ্ডি সেরি, ফাউল কারি,
টেবিলে কোরবো ভোজন॥
হরিনামের ছাপা গায় হরি নাম লিখিব তায়,
হরি মাটির তিলক কেটে ভজন কোরবো সারঃ—
(পা'থ) বাজায়ে হরি মন্দিরে,
কোরবো হরি সংকীর্ত্তন॥
গিয়ে চর্চ্চ ভবনে, একোতান্ মনে
ঢুলে ঢুলে করিব ধ্যান মেরী নন্দনেঃ—
খেয়ে আফিং চরস্, গাঁজা, সুরা প্রেমরসে হবো মগন॥

আমার গুপ্তকথা। আমরা এই "এই-এক নূতনের" অবতরণিকা মাত্র ৮ম সংখ্যায় প্রকাশ করিয়াছি। এক্ষণে ১০ম সংখ্যা পর্য্যন্ত পাঠ করিয়া পরম প্রীতি লাভ করিলাম। "এই এক নূতন"

এই শিরোনাম ইহার সার্থক হইতেছে, সন্দেহ নাই। কারণ এপর্য্যন্ত বঙ্গভাষায় এরূপ রহস্যগর্ভ পত্র এক খানীও দৃষ্ট হয় না। আমাদিগের শ্রদ্ধাস্পদ টেঁকচাঁদ ঠাকুর এবং হুতোম বঙ্গীয় সমাজের কোন২ অংশ চমৎকার চিত্র করিয়া আপনাদিগকে সাধারণের স্মরণীয় করিয়াছেন, এবং গুপ্তকথা লেখক ইহাঁদিগেরই অনুবর্ত্তন করিয়াছেন সত্য, তথাপি ইনি যেবিঙ্গসমাজের—বঙ্গসাহিত্যসংসারের এই এক নূতন পদার্থ দেখাইতেছেন, ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। এই রহস্যপত্রের অভিনবত্ব পাঠকদিগের হৃদয়ঙ্গম করিয়া দেওয়া সহজ নহে, কারণ ইহার দৃষ্টান্ত নাই, সুতরাং "এই এক নূতনের" নূতনত্ব বুঝিতে ইচ্ছা থাকিলে, উহাই অভিনিবেশ পূর্ব্বক পাঠ করা উচিত। আমরা সংক্ষেপে এই মাত্র বলিতে পারি, পাঠক! ইহা পাঠারম্ভ করুন, দেখিবেন, প্রত্যেক সংখ্যা আপনাকে নূতনত্ব বুঝাইয়া দিবে। বস্তুতঃ যদি কাহারও কাব্যামোদে ইচ্ছা থাকে; যদি কাহার ঘটনার বৈচিত্র বুঝিবার স্পৃহা থাকে, যদি কাহারও বঙ্গীয় সমাজের অবিকল চিত্র দর্শনে ঔৎসুক্য থাকে, তাহা হইলে এই এক "আমার গুপ্ত কথা" পাঠ করিলেই প্রায় সকল সুসিদ্ধ হওয়ার সম্ভাবনা। "আমার গুপ্তকথা" নামের তাৎপর্য্য এই—

হরিদাস নামক এক ব্যক্তি "আমার গুপ্ত কথা" নাম দিয়া আপনার গুপ্তকথা (চরিত) প্রকাশ করিয়া যাইতেছেন। এই ব্যক্তি জ্ঞানোদয়ের পর, যখন যে যে কাণ্ডে লিপ্ত ছিলেন, এক কাণ্ড দুই কাণ্ড করিয়া সেইগুলি লিখিয়া পাঠকদিগকে উপহার দিতেছেন। ১০ম সংখ্যায় চতুর্দ্দশ কাণ্ডের কতক প্রকাশ করা হইয়াছে। প্রত্যেক কাণ্ডেই ঘটনার বৈচিত্রসহ সামাজিকদিগের চিত্র দেখান হইতেছে। ভাষা চতুর্থী; কিন্তু চতুর্ন যেরূপ ব্যঙ্গবাক্য প্রয়োগের নিমিত্ত অমিতভাষিতা দোষ স্বীকার করিয়াছেন, হরিদাস সেরূপ দোষে দোষী নহেন, যে ভাব ব্যক্ত করিবার নিমিত্ত যতগুলি শব্দের প্রয়োজন, ইনি প্রায় তাহার অধিক শব্দ বিন্যাস করিতেছেন না। যাহা কিছু বিন্যাস করিতেছেন, তাহাই স্বভাবসুন্দর, এবং পাঠকের চিত্তবিনোদনে প্রচুর। বঙ্গভাষায় এরূপ মিতলেখক অতি অল্প দেখিতে পাওয়া যায়। হরিদাসের একটী বিশেষগুণ এই যে ইনি অল্পাক্ষরে বক্তব্যগুলি পাঠকের চিত্তে এরূপ চিত্রিত করিয়া দিতেছেন যে, অনেকআলঙ্কারিক কবিও সেরূপ সুস্পষ্ট প্রতিরূপ প্রতিফলিত করিতে পারেন কি না সন্দেহ। আমরা নিম্নে হরিদাসের নিশীথ-বর্ণনটী উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি। পাঠকগণ তৎপাঠে হরিদাসের স্বভাববর্ণন-ক্ষমতার কতক পরিচয় পাইতে পারিবেন। আমরা ভরসা করি, বঙ্গীয় জনেরা যেরূপ স্বস্ব বন্ধুজনের অবিদিতচরিত কৌতুহলী হইয়া সাগ্রহে শ্রবণ করেন, চরিতদর্শী প্রিয়ভাবী হরিদাসের "গুপ্তকথা" গুলিও সেইরূপ আগ্রহের সহিত পাঠ করিবেন।

"রজনী ঘোর অন্ধকারে কৃষ্ণবর্ণ। আকাশে নক্ষত্রেরা ঝিক্ মিক্ কোরে শোভা পাচ্চে। পশুপক্ষী সকলেই গভীর নিস্তব্ধ! জগতের জীব জন্তু সকলেই ঘুমে অচেতন। জগৎ নিস্তব্ধ, ভয়ানক নিস্তব্ধ। ঝিল্লীকুল ঝিল্লীরবে কাণ ঝালাপালা কোচ্চে, তা শুনে লোকের মনে ভয় হয়, বোধ হয় যেন, সেই রবে তারা ভয়কেই আহ্বান কোচ্চে! রাস্তায় জনমানবের সমাগম নাই, কেবল মাঝে মাঝে নিশাচর পেঁচকের কর্কশ রব, এবং বহু দূরে বেকার কুকুরের ঘেউ ঘেউ রব শোনা যাচ্ছিলো। এমন সময়ে পাশের ঘরের ঘড়ী থেকে এক, দুই, তিন, চার, কোরে ১২টা শব্দ নিঃসৃত হয়ে জানালে রাত্রি দুই প্রহর। বাড়ী নিস্তব্ধ! সকলেই ঘুমে অচেতন।—সকলেই কি নিদ্রিত?—কে বোল্‌তে পারে?—সন্ধ্যাকালে বিশ্ব যখন বিশ্রামে রত হয়, তখন সেই দীর্ঘকালব্যাপী অন্ধকার পর দিন প্রাতঃকালে যে কি প্রসব কোর্‌বে, তা কে জানে? প্রভাতে জাগরিত হয়ে লোকে যে কি দেখ্‌বে, কি শুন্‌বে, তা কে বোল্‌তে পারে? তিমিরাবৃত রজনীতে

কত অদ্ভুত অদ্ভুত, এবং কতই ভয়ানক ভয়ানক কার্য্য হয়। এ সময় লোকের মনে অবশ্যই ভয় হয়। সকলেই জানে, দুষ্ট লোকে অন্ধকারেই দুষ্কর্ম্মের অবসর ভাল পায়। সকলেই জানে, দুষ্কর্ম্ম আপনিই এই তিমিররূপ অবগুণ্ঠন গুপ্ত হয়ে পথে পথে ভ্রমণ করে। এটি কি মিথ্যা ভয়? না, ভয়ের প্রকৃত ভয়ানক চেহারা চতুর্দ্দিকেই দেখা গিয়া থাকে। রাত্রিকালে দুষ্ট লোকের মূর্ত্তি আরও ভয়ঙ্কর হয়। কেউ চুরি কর্‌বার মানসে অস্ত্র হাতে কোরে বেরিয়েছে, কেউ কুলবধূর গুপ্ত প্রেমের অনুসন্ধানে সকলের অজ্ঞাতে এই ঘোর অন্ধকারের আশ্রয়ে চোলেছে,—পা টিপে টিপে চোলেছে। কেউ খুন কর্‌বার মতলবে অতি গোপন ভাবে অন্ধকারে আড়ালে আবডালে ওত কোরে মরিয়া হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। কোন কোন দুষ্ট মেয়ে স্বামীকে বঞ্চনা কোরে চুপি চুপি অন্ধকারে আলেয়া সেজে বেরিয়েছে। মাঝে মাঝে দুই একটা বুনো শেয়াল রাস্তা দিয়ে ছুটো ছুটি কোচ্চে। এই সময় যত হিংস্রক জন্তু আহারের অন্বেষণে বেরিয়েছে। ফলত চুরি, খুন, বাহাজানি, ছেনালী, যা কিছু দুষ্কর্ম্ম আছে, অন্ধকারেই সেই গুলি ঘটে। দুর্জ্জনেরা অন্ধকার ভাল বাসে। যে মৃদু বায়ু অথবা যে প্রচণ্ড বাতাস লোকের বাড়ীর চারিদিকে বহন হোচ্চে, তাতে কোরে যে, কি ভয়ানক সংবাদ ঘোষণা কোর্‌বে, তা গর্ভবতী যামিনীরই মনে আছে। উঃ! কি ভয়ানক অন্ধকার! ভয়ানক লোক, ভয়ঙ্কর বেশে রাত্রিকালে দেখা দেয়। এই ঘোর তিমিরাবৃত রজনীতে মনুষ্যের তমোরিপুই এই সকল ভয়ানক কাজ সম্পন্ন করে।।

রামাভিষেক নাটক। শ্রীযুক্ত বাবু মনোমোহন বসু ইহার প্রণেতা। ইনি ইহা সংস্করণ করিয়া দ্বিতীয় বার প্রচার করিয়াছেন। সকল অংশ প্রায় পূর্ব্ববৎ রহিয়াছে। নাটকের প্রথমাংশে কৃষক প্রজাদিগের যে প্রসঙ্গ আছে, তাহা সম্পূর্ণ পরিবর্জ্জিত করা উচিত ছিল, উহা মূল প্রস্তাবের সহিত কোন অংশেই সংলগ্ন হইয়াছে, এরূপ বোধ হয় না। বিশেষতঃ রামাভিষেক উপলক্ষে আমাদের টোলধারী পণ্ডিতদিগের মূর্ত্তি দর্শান নাটকের মূল প্রস্তাবের দোষ হেতু বই গুণের পোষক নহে। ভরসা করি গ্রন্থকার ঐ সকল দোষ পরিহার বিষয়ে ভবিষ্যতে মনোযোগী হইবেন। রামাভিষেক নাটক যে এক খানি করুণরস-পরিপূর্ণ উৎকৃষ্ট দৃশ্যকাব্য, ইহা আমরা মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করিতে কুণ্ঠিত নই।

পদ্যমালা প্রথমভাগ। এখানিও উক্ত বসুজ মহাশয় বালক-বালিকাগণের পদ্য অধ্যয়নের সাহায্যার্থ রচনা করিয়াছেন। লেখা সরল, সুমিষ্ট এবং নীতি-গর্ভ। এই পদ্যমালা বালকবালিকাগণ সাদরে কণ্ঠে ধারণ করিলে তাহারা রত্নমালা ধারণ অপেক্ষাও শোভনীয় হইবে সন্দেহ নাই। ভরসা করি বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষগণ স্ব স্ব অধিকৃত বিদ্যালয়ে ইহার প্রচলন করিয়া গ্রন্থকারকে উৎসাহ দান করিবেন।

উপাসনোল্লাসিনী দ্বিতীয় এবং তৃতীয় খণ্ড। সেরপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু হরিকিশোর চৌধুরী ভূম্যধিকারি কর্ত্তৃক প্রকাশিত। দ্বিতীয় খণ্ডে ১১ শ ১২ শ, এবং তৃতীয় খণ্ডে ১৩ শ, ১৪ শ এবং ১৫ শ, অধ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে। ১১ শ অধ্যায়ে অষ্টকালিক উপাসনা, ও তাহার আবশ্যকতা, দ্বাদশ অধ্যায়ে উক্ত অষ্টকালে বৈষ্ণবের কর্ত্তব্য উপাসনা প্রণালী, ১৩শ অধ্যায়ে ভক্তির প্রাধান্য সূচন, ১৪ শ অধ্যায়ে মুক্তি হইতেও ভক্তির প্রধান্য, তথা ১৫ শ অধ্যায়ে ভক্তি ও ভক্তির লক্ষণ সপ্রমাণ বর্ণিত হইয়াছে। হরিকিশোর বাবু স্বধর্ম্ম-প্রবণ হইয়া বিস্তর ব্যয় স্বীকার পূর্ব্বক স্বধর্ম্মানুমত এই গ্রন্থ প্রকাশ করিয়া স্বীয় ধর্ম্মানুরাগিতা বিলক্ষণ প্রমাণ দিয়াছেন, অতএব ইনি সৎসমাজে অবশ্য ধন্যবাদার্হ।

স্তোত্রাষ্টক। শ্রীযুক্ত দেবীদাস সেন এখানী রচনা করিয়াছেন। ইহাতে নানাছন্দে আটটী স্তোত্র এবং কটী সংগীত বিন্যস্ত হইয়াছে। রচনা সরল, কিন্তু স্থানেং দোষ দেখাগেল।

—

মিত্র-প্রকাশ।

সাহিত্যবিষয়কপত্র।

মিত্রপ্রিয়ানন্দ-বিধানদক্ষো মিত্রাপ্রিয়োল্লাস-নিরাস-শূরঃ।
নানারসৈর্মিত্রগুণ-প্রকাশো মিত্র-প্রকাশোয়মুদেত্বুদারঃ॥

১ম পর্ব্ব। শকাব্দা ১৭৯২। বঙ্গাব্দা ১২৭৭ ফাল্গুন ১১শ সংখ্যা।

নির্ব্বাসিতা-সীতা।

(গত প্রকাশিতের পর)

(গর্ব্বস্থ সন্তানের প্রতি।)

ওরে ওরে ও সন্তান! কেন মম গর্ভে স্থান
নিয়েছিলি!—মরি মরি হায়২ হায় রে!
এ বিপুলা-অবনীতে তুই কি রে জন্ম নিতে
পাস্ নাই স্থান আর, খুঁজিয়ে কোথায় রে!
ভেবেছিলি সীতারে কোশলরাজ-রাণী;
জনম দুখিনী দোষ বুঝি নাহি জানি। ১

রবিকুলে জন্ম লবি, নিয়ত আদরে রবি,
রাঘবাঙ্ক-শোভা হবি, এই দুরাশায় রে!
দুখিনী জঠরে এলি, ভাল তার ফল পেলি,
থাকুক সে সুখ—এবে প্রাণে বাঁচা দায় রে।
কেবল সংশয় তোর জীবনে ত নয়,
আমারো করিলি হায় জীবন সংশয়। ২

ওরে ও অবোধ জীব! তোরে আর কি কহিব!
রাজমহিষীর গর্ব্ভে করিলে আশ্রয় রে!
কপালে রহিলে দুখ, হয় কি তাহাতে সুখ
নয়—নয়—নয় তাহা কখনই নয় রে।
যদি হোতো তবে কি রে ঘটে বিপরীত,
স-জননী কেন তুই হবি নির্ব্বাসিত? ৩

রাঘব-পাদপাশ্রিতা, প্রেমরস প্রবর্দ্ধিতা,
সীতা-লতিকায় হায় হায় কি কুক্ষণে রে।
হইলি মুকুল তুই, বাকী মাত্র দিন দুই,
কুসুমিতা হোতে। তায় দৈব বিড়ম্বনে রে,
বহিল নিঃশব্দে ঘোর ঝড় প্রতিকূল।
কোথা সেই তরু, কোথা লতা-সমুকুল। ৪

শুনিয়াছি লোকে কয়, হোলে গর্ব্ভ উপচয়,
নারীকুল হয় আরো পতি-সোহাগিনী রে।
সীতা কপালের দোষে, পড়িল পতির রোষে
গর্ব্ভবতী হয়ে—সেই হেন অভাগিনী রে।
রাজবধূ, রাজসুতা আর রাজনারী,
সীতা, না সে ওষধি বুঝিতে নাহি পারি। ৫

কদলী গর্ব্ভিনী হয়, হোলে তায় ফলোদয়,
তার পর হয় সেই জীবনে নিধন রে!
অশ্বতরী গর্ব্ভ ধরে, প্রসবিয়া পরে মরে,
ওষধিরো এই দশা, জানে সর্ব্বজন রে!

হা রাঘবেন্দ্রাণী গর্ব্ভ ধরিল এমন।
প্রসবের পূর্ব্বে হোলো পঞ্চত্ব কারণ! ৬

অরে জঠরস্থ ভ্রূণ। তুই মোর নিদারুণ
যাতনার হেতু হোলি, সুধু এই নয় রে।
পঞ্চমাস গর্ব্ভে রোয়ে জঠর-যাতনা সয়ে;
তোর তো হোলো না হায় কোন ফলোদয় রে।
পতি উপেক্ষায় সীতা রাখিবে না প্রাণ,
যদি রাখে, তাতে তোর এত কি কল্যাণ? ৭

সুবর্ণ সূতিকাগার, পাবি কি পাবি কি আর,
পাবি কি কৌশল্যা আদি পিতামহীগণে রে!
শোনা মাত্র হাসি২ উর্ম্মিলা মাণ্ডবী মাসী,
কোলে তুলে লইবে কি কোমল বসনে রে।
কোশলেশ রাঘবেন্দ্র-হৃদয়কমল,
পাবি কি রে আর তুই বিহারের স্থল! ৮

মণিময় অলঙ্কার পাবি কি রে উপহার,
পাবি কি সে প্রাণেশের সস্নেহ-চুম্বন রে!
কাঁদিলে অস্পষ্ট বোলে, তুলিয়ে লইয়ে কোলে,
নাথ-কোলে দিতে সীতা পাবে কি কখন রে।
এ সকল সুখ তুই যদি না লভিলি,
গর্ব্ভ-ক্লেশ ভুগে তবে কি ফল পাইলি। ৯

যেই লতিকার ফুলে সাদরে লইয়া তুলে
করে না ভাবুকে সুঁকে সৌরভ গ্রহণ রে।
কুসুমের কুলজাত, স্বর্গীয় সে পারিজাত
যদি জিনে, তবু তার বিফল জনন রে!
সে লতাও বৃথা—বৃথা জনম তাহার।
বিচারিলে এই দশা এখন সীতার! ১০

গুণে তুই রত্ন হোলে, মোরে রত্নগর্ব্ভা বোলে
কে বলিবে!—যদি হয় ঘটনা এমন রে!
তাহে কিবা ফলোদয়, খনিতে যে মণি রয়
কখন উজ্জ্বল তাহে হয় কি ভবন রে!
যে খনির মণি লোকে না প্রকাশে ভাতি,
বৃথা সেই খনি!—মণি শূন্য-গৃহ-বাতী! ১১

দশমাস দশদিন, কষ্ট সয়ে ভাগ্যাধীন,
পুত্র প্রসবিয়া, হায় যদি সে সূতিনী রে!
বসি প্রিয়পতি পাশে, প্রীতিরসে নাহি ভাসে,
কি সুখ তা হোলে—সুতে দুখহেতু মানি রে!
তায় হোতে সুখী এই বিহঙ্গিনীগণে,
শাবক সহিত সুখে বঞ্চে স্বামি-সনে। ১১

(সজল-নয়নে।)

অই অই সারী, অই না হরিণী
শাবক সহিত লইয়ে নাথে,
সুখে বিহরিছে দিবস যামিনী
বিধি। তুমি বাদী নও হে তাতে। ১

স্নেহে লেহে মৃগী শাবক-শরীর,
মৃগ প্রেম-ভরে বিষাণ দিয়া;
কণ্ডূয়ন করি দিতেছে মৃগীর;
সুখাবেশে ঢোলে হরিণ প্রিয়া। ২

সীতা শিশু কোলে লয়ে মনোসাধে,
বসি প্রিয়-প্রাণনাথের পাশে,
যদি সাংসারিক-সুখ-সুধাস্বাদে,
বিধি! তায় তব কি যায় আসে। ৩

হায় রে এসুখ ভাগ্যে না ঘটিতে
অঘটন বিধি ঘটালি হেন;

এ সুখ আস্বাদ জীবন থাকিতে,
জানকী লইতে না পারে যেন। ৪

কোথা স্নেহবতী শ্বাশুড়ী সকল।
এ বিপদ্ কালে কোথায় বোলে!
তোমাদের যত্ন হইল বিফল,
চিরসাধে সবে বঞ্চিতা হোলে। ৫

যে বধূরে সবে স্নেহ-রসে গোলে,
বধূ সম্বে ধন না করি ভুলে,
ডাকিতে সকলে প্রিয়-পুত্রী বোলে,
কাঁদে সে কাননে তরুর মূলে। ৬

গর্ব্বের লক্ষণ হেরে যে বধূর,
সাধ দিতে সবে আমোদে ভেসে,
উৎসবায়োজন করিলে প্রচুর,
তার দশা হেথা দেখো গো এসে। ৭

হেন সাধ তারে দিলা রঘুবর,
মিটে গেল সাধে জন্মের সাধ,
গর্ব্বিনী কামিনী কেহ এর পর,
চাবে না, চাবে না, চাবে না সাধ। ৮

কোথা শ্রুতকীর্ত্তে, কোথায় উর্ম্মিলে।
কোথায় মাণ্ডবি, ভগিনীগণ।
এ বিপদকালে, কোথায় রহিলে
জানকীর যত স্নেহের ধন। ৯

কোথায় রহিলে লক্ষ্মণ দেবর।
এই কি তোমার উচিত কাজ?
ছলে আনি মোরে কানন ভিতর,
নীরবে হানিলে মাথায় বাজ। ১০

তুমি না হে এই সীতার উদ্ধারে,
শক্তিশেলে দিলে হৃদয়ে স্থান,
সেই তুমি তবে কেমনে সীতারে
হানিলে নীরবে দারুণবাণ? ১১

মাতৃভাব তব মোরে চিরদিন,
আমি দেখি তোমা সন্তান সম,
এখন আমারে কেন ভাব ভিন;
হইল হে বল কি দোষ মম? ১২

জানত জানত রামপ্রাণা সীতা,
জানত তাঁহার বর্জ্জন-বাণে,
অভাগিনী কভু রবে না জীবিতা,
মরিবে, মরিবে, মরিবে প্রাণে। ১৩

জেনে, শুনে মম বর্জ্জন-কারণ,
কোশলে আমায় না বোলে কিছু,
সাধছলে আনি এই ঘোরবন,
বর্জ্জন বারতা বলিলে পিছু। ১৪

মাতৃহত্যা ভয় ভাবিলে না মনে,
কি সগর্ভানারী-বধের ভয়;
হেন নিষ্ঠুরতা শিখিলে কেমনে,
সাধুতা কি তব পাইল লয়। ১৫

জান না কি তুমি পিতার কথায়,
মাতৃ-মাথা কেটে পরশুরাম;
ঠেকিলেন ঘোর পাতকের দায়,
কে না জানে ইহা ত্রিলোকী ধাম। ১৬

পিতৃভাব তব জ্যেষ্ঠভ্রাতৃবরে,
যদিও তবুও আশঙ্কা মম;

আমার বর্জ্জন-পাপ পাছে করে
তোমার দুর্দ্দশা ভার্গব সম! ১৭

করুন করুন তব জ্যেষ্ঠ মোরে
বর্জ্জন তাহাতে ভাবিনে দুখ;
তুমি যে আমায় এ কানন ঘোরে,
ফেলে গেলে; নাহি চাহিলে মুখ; ১৮

এতেও আমার তত দুখ নয়,
দুখ এই বড় মনেতে রোলো!
কহিনু না নাথে কথা গোটা কয়
মনোকথা মনে বিলীন হোলো! ১৯

শত অপবাদ করুক লোকেতে
সীতা দুখ মনে ভাবে না তায়;
কিছু অগোচর ধর্ম্মের চোকেতে
থাকে না, সে সব দেখিতে পায়। ২০

রঘুকুলনাথ সীতার জীবন
কি না, তাহা জানে অন্তরযামী;
জানে এটী বেশ প্রাণেশের মন,
না জানিতে পারে কোশলস্বামী! ২১

——

(কিছুকাল রোদন করিয়া।)

——

বুঝিনু এখন বিলক্ষণ,
সম্পদ কেবল নয় সুখের কারণ;
সম্পদে থাকিলে সুখ, সীতা কেন এত দুখ,
পাবে, যাবে কেন দুখে২ চিরদিন?
সুখ নহে কখনই ধনের অধীন! ১

মহাকুলে জনম গ্রহণ,
নয় নয় নয় তাও সুখের কারণ;
তা যদি সুখের হবে, জনকদুহিতা তবে
কেন চিরদুখিনী?—যে চন্দ্রবংশজাতা,
কেন দুখে২ তারে দহিবে বিধাতা! ২

হলে পতি নানাগুণধর,
প্রিয়কারী, একপ্রাণ, রাজরাজেশ্বর,
বুঝিবার মাত্র ভুল, রমণীর সুখমূল
তাও নহে—যদি ইহা সুখের কারণ,
তা হোলে সীতার ভাগ্যে কেন নির্ব্বাসন? ৩

সম্পদ কি পতি-প্রেমভরে,
যেন কোন নারী কভু গর্ব্ব নাহি করে।
পদ্মপত্রে যথা জল, সেইরূপ সচঞ্চল,
রমণী জাতির পতি-প্রেমৈশ্বর্য্য-সুখ;
নাই—নাই এদুয়ে বিশ্বাস একটুক! ৪

সব যার স্বামীতে অর্পিত;
সৌভাগ্যের গর্ব্ব তার হয় কি উচিত?
স্বামী প্রেমে স্বর্গ পায়, কোপে রসাতলে যায়,
নারীজাতি বিনে বল কোন্ জাতি আর?
নারীকুল! মনে ভেবে দেখ একবার। ৫

——

(ঊর্দ্ধে দৃষ্টি করিয়া।)

——

রে বিধাতা বার বার, তোরে কি কহিব আর,
কেন নারী জাতি তুই করিলি সীতায় রে?
যদি নারী করেছিলি, কেন চন্দ্রবংশে দিলি,
জন্ম তার, পেলি তুই, কি ঐশ্বর্য্য তায় রে?

করিলি জনকসুতা, নহি তাহে দুঃখযুতা,
বাম হেন পতি তায় কেন মিলাইলি রে!
বামে যদি দিলি পতি; কেন তবে প্রজাপতি,
সেই পতি-প্রীতি-সুখে এ বাদ সাধিলি রে!

কি আর কহিব তোরে! সুধারস দিয়ে মোরে
ফিরে তায় হলাহল কেন মিশাইলি রে!
তুলে মোরে স্বর্গধাম কি দোষে হইয়ে বাম,
দুস্তর-নিরয় মাঝে পুনঃ ডুবাইলি রে!

নবনীত সম যেই সুকোমল ছিল—সেই
পাষাণ হইতে হোলো কঠিন এখন রে!
বলিতে বিদরে বুক, পারিস্ কি চতুর্মুখ
অঘটন ঘটাইতে এমন—এমন রে!

রাজরাজেশ্বরী যেই, ভিকারিণী এবে সেই!
কোথা সে সম্পদ-সুখ হায় হায় হায় রে!
জানকী-কুমুদী-চন্দ্র কোথা সেই রামচন্দ্র!
কোথা সেই প্রেম, সীতা রহিল কোথায় রে!

চতুর্থ সর্গ।

বর্জ্জিলেন নাথ বহুক্ষণ,
আর কেন রাখি এ জীবন?
আর কেন অশ্রুজল ফেলে এই বনস্থল
ভিজাই? কি ফল করি অরণ্যে রোদন?
কে শোনে কাননে মম বিলাপ-বচন? ১

সগর্ভ জীবন পরিহার,
অনুচিত বটে অঙ্গনার;
মম সম দশা যার, শ্রেয়ঃ তার শতবার
কিবা প্রয়োজন আর জীবনে সীতার?
কোন্ আশে সে আর বহিবে দেহ-ভার? ২

নিরন্তর দহন দাহন,
সহিবার কিবা প্রয়োজন?
একবারে ভস্ম হই, আর কেন বৃথা সই
প্রাণেশ-বিরহানল? আর তো কখন
হবে না হবে না নাথ-সহিতে মিলন। ৩

সতীকে উপেক্ষে যবে পতি,
তখন কি নাহি পারে সতী
ভাবি আত্ম-অপমান উপেক্ষিতে নিজপ্রাণ
পতি হোতে তার কি মমতা অতি প্রাণে?
পতিধনে সতীগণে প্রাণাধিক জানে। ৪

প্রাণ মন সমর্পিত যায়,
সে যদি তা রাখিতে না চায়,
দান করিয়াছে যেই যতনে রক্ষিবে সেই
কেন তাহা? তাতে আর কি সম্বন্ধ তার?
সীতার জীবন কিছু নহেত সীতার। ৫

জানি মোরে পতিপ্রাণা-সতী;
যদিও সে রাম রঘুপতি
নির্দ্দোষে বর্জ্জন-বাণ হানিলেন; তবে প্রাণ
কেন—কোন্ সুখে সীতা করিবে ধারণ.
রামপ্রিয়া প্রাণপ্রিয়া নহেত এমন। ৬

আত্মদোষ করিয়ে চিন্তন
কণামাত্র না দেখি যখন;
তখন মরণে আর শঙ্কা আছে কি সীতার?
মরণ স্মরণে ভীত হয় পাপিজন?
সাধুর শমন নহে শঙ্কার কারণ। ৭

এখনি ত্যজিয়ে এ জীবন
যোগ্যধামে করিয়ে গমন,
প্রেষিত-পতিকা মত, প্রাণেশের অসা পথ
প্রতিক্ষণ থাকিব করিতে প্রতীক্ষণ
বেঁচে থাকা হোতে তাহা সুখের কারণ। ৮

যদি আমি পতিপ্রাণা হই;
যদি নাহি জানি পতি বই;
কি শয়নে কি স্বপনে, পতিপদ বিনে মনে,
যদি আমি কখন না ভেবে থাকি আন;
অবশ্য প্রাণান্তে পাব পতি-পদে স্থান। ৯

হোন্ নাথ নিঠুর নির্দ্দয়,
হোন্ নাথ কুলীশ-হৃদয়;
পরলোকে তবু সীতা, হবে হবে সম্মিলিতা
তাঁর সনে; অবশ্য তখন প্রাণেশ্বর
সতী জানি করিবেন সীতারে আদর। ১০

জানপদ কি বিধি তখন,
নারিবে করিতে বিড়ম্বন;
সে সময় যার যেই; হবে হবে তার সেই
পার্থিব কিছুতে সেই স্থির-প্রেমে আর
না পারিবে ঘটাইতে বিচ্ছেদ-বিকার। ১১

ওরে বনচর। সর্ সর্ সবে
রুধো না রুধো না রুধো না পথ;
রবে না জানকী আর এই ভবে
চলিল চলিল জন্মের মত। ১

রঘুকুলদেবী-ভাগীরথী-কোলে,
রঘুকুল-বধূ জানকী আজ,
শরণ লয়েছে দুখে তাপে শোকে,
কাঁদিবে না আর কানন মাঝ। ২

ধেয়ে যেতে কেন বন লতাবলী,
ধরিতেছ মম চরণ বেড়ে,
দিও না কো বাধা সবিনয়ে বলি
দাও দাও দাও দাও না ছেড়ে। ৩

পতি সুখী হবে ভাবি এই মনে
চেতো সীতা আগে অনন্তপ্রাণ;
মরণে তিলেক বিলম্বে এখনে
করে সে নিরয় যাতনা জ্ঞান। ৪

করি সন্ সন্ কেন বন-বায়ু
প্রতিকূলে গতি কর হে রোধ?
অভাগীর গেছে ফুরাইয়ে আয়ু;
এটা কি তোমার নাই হে বোধ? ৫

অনুকূল হও ধর হে মিনতি;
ঠেলে ফেলো ত্বরা জাহ্নবী-ধারে,
স্থান দেন যেন মোরে ভাগীরথী
এই অনুরোধ কর হে তাঁরে। ৬

পতি-প্রীতে যেই হুতাশন-মুখে
দিয়েছিল প্রাণ আহুতি দান,
ভাগীরথী-নীরে আজো মনোসুখে,
পতি-প্রীতে সেই সোপিবে প্রাণ। ৭

তুমি হে আমার সখা সমীরণ
কর এ সময় সখার কাজ,
রাখ সখা মম মিনতি বচন
এই ভিক্ষে মোরে দেও হে আজ। ৮

সদাগতি! প্রকৃতি কর কর ত্বরা
প্রিয়পতি মম মথায় আছে।

এই অভাগীর গোটা কয় কথা
বিনয়ে জানাও তাঁহার কাছে। ৯

কহিও "রাঘব! তব প্রেমাধীনী
তুমি যারে সদা সাদর-ভাষে
সম্বোধিতে বলি প্রাণ-স্বরূপিণী;
সাদরে স্থাপিয়ে হৃদয়বাসে; ১০

তোমার বিরহ-ভয়ে যে কখন
ধরে নাই হৃদে মুকুতা-হার;
তোমাতে অর্পিত যার প্রাণ মন;
একমাত্র তুমি আরাধ্য যার; ১১

তব প্রীতে যেই পাতি পৃষ্ঠদেশ
সহিয়াছে রক্ষ চেড়ীর বাড়ী;
অণুমাত্র মনে গণে নাই ক্লেশ,
ভুলেছে সকল নিশ্বাস ছাড়ি; ১২

সতীত্বের সাক্ষ্য দহি হুতাশনে,
দিলে যে অভাগী সভার মাঝে;
যার সতীত্বের সাক্ষ্য দেবগণে,
দিয়াছেন আসি নর-সমাজে; ১৩

অধিক কি? যারে বিনা অপরাধে
দোহদের ছলে পাঠায়ে বনে,
সাধিলে হে বাদ নব সুখ সাধে
তারে কি তোমার পড়ে না মনে? ১৪

তব উপেক্ষায় জনম-দুঃখিনী
সেই সীতা মনে পাইয়ে তাপ;
ত্যজি অবিচার-ভরা এ মেদিনী;
ভাগীরথী-নীরে দিয়াছে ঝাঁপ। ১৫

সে অনুতাপিনী মরণসময়,
কিছুই কামনা করেনি আর,
'জন্ম জন্ম যেন রাম স্বামী হয়'
চরমেও এই কামনা তার। ১৭

মহিষী তোমার হইতে সে আর
করে না করে না করে না সাধ;
মিটেছে২ মিটেছে তাহার
জনমের মত সে সুখসাধ। ১৮

জন্মজন্মান্তরে এই আশা করে
বিধাতার কাছে কেঁদে সে এবে;
যেন দাসীভাবে পূর্ণভক্তিভরে
তব পদযুগ সতত সেবে।" ১৯

সীতার কথায় সহসা প্রত্যয়,
যদি না জনমে, দাঁড়াও তবে,
স্বচক্ষে নিরখি যাও সমুদয়,
যা দেখিবে, তাই তাঁহারে কবে। ২০

অভাগিনী মেয়ে দুখে তাপে জ্বোলে
জুড়াতে না পেয়ে কোথাও স্থান,
বোসে স্নেহবতী জননীর কোলে,
জুড়ায় যেমন তাপিত প্রাণ। ২১

আমি সেই মত দুখে তাপে জ্বোলে
ভাগীরথী জলে দিতেছি ঝাঁপ;
রঘুকুলদেবী রাখিবেন কোলে,
যদি মোর কিছু না থাকে পাপ। ২২

উপসংহার।

——০০(০)০০——

বলিতে২ রাম-বিনোদিনী
উন্মাদিনী মত অমনি ধেয়ে,
ছুটিলেন গঙ্গা-সলিল-শায়িনী
জননীর কোলে ঘুমালো মেয়ে। ১

রাঘবের-প্রেম সুখ-নিধি-ভরা
সুবর্ণ-তরণী ডুবিল জলে;
নিরখিয়ে শোকে ফেটে যায় ধরা
বিষম বিষাদে পাষাণ গলে। ২

আর কি এ তরী ভাসিয়ে উঠিবে
আর কি এ তরী লাগিবে কূলে।
হেন শুভ দিন আর কি হইবে
বিধি কি সদয় হইবে ভুলে! ৩

রামের প্রেমের প্রতিমাখানিরে
গড়ে ছিলি কি রে দারুণ বিধি।
ডুবাইতে শেষে জাহ্নবীর নীরে,
গেল না কি তোর ফাটিয়ে হৃদি। ৪

কোথা রাঘবেন্দ্র প্রেমিক-উদার।
একবার হেথা দেখ সে এসে;
হৃদয়-সরসী-সরোজী তোমার
ভাগীরথী-নীরে যেতেছে ভেসে! ৫

এই বেলা এস, না আসিলে আর
ইহ লোকে দেখা পাবে না তারে।
ডুবিল ডুবিল ডুবিল তোমার
হেম-কমলিনী সলিল-ধারে! ৬

রক্ষকুল-সিন্ধু করিয়ে মন্থন
যে সুধা-কলসী লভিলে হায়!
সাধের সে সুধা-কলসী এখন
দেখ জাহ্নবীতে ডুবিল প্রায়। ৭

যে সুধার বলে হোলে বলীয়ান্
পাইলে আত্মায় অমর-বল;
কি ভাবিয়ে তাহা হলাহল জ্ঞান
বল বল তাই বল হে বল? ৮

তোমার হৃদয়-উদ্যান-শোভিনী
মুকুলিতা এই কনক-লতা,
ভাসাইয়ে লয়ে যায় তরঙ্গিণী
জন্মে না কি তব মরমে ব্যথা? ৯

হায় হায় হায় হায় কি হইল।
বলিতে নয়ন ভাসিছে জলে।
রঘুকুল-লক্ষ্মী প্রবেশ করিল
কার অভিশাপে অতল-তলে॥ ১০

"নির্ব্বাসিতা-সীতা" বিলাপ-সঙ্গীত
গাইতে হরিশ পারে না আর।
কল্পনার বীণা হইল স্থগিত
সীতা-শোকে তার ছিঁড়িল তার। ১১

সম্পূর্ণ।

☞ নির্ব্বাসিতা-সীতার ভাগীরথী-নীরে ঝাঁপ দেওয়ার প্রসঙ্গ বাল্মীকীর রামায়ণে বর্ণিত হয় নাই। মহা কবি ভবভূতি "উত্তর রাম চরিত" নাটকে এই রূপ ঘটনা লিখিয়াছেন। সং

নবরস তরঙ্গিণী।

(গত প্রকাশিতের পর।)

—

দ্বিতীয় তরঙ্গ।

রৌদ্র রস।

যুধিষ্ঠিরের প্রতি বিরাটের উক্তি।

—

পুত্রের বিজয়-বার্ত্তা বার্ত্তাবহ-মুখে
শুনিয়া, বিরাট-ভূপ মুগ্ধ মহাসুখে।
আনন্দের অশ্রুজল, চক্ষে বহে অনর্গল।
শোক, তাপ, দুঃখ, শঙ্কা হোলো তিরোহিত।
আরম্ভিলা অক্ষ-ক্রীড়া কঙ্কের সহিত।

১

সবল চক্ষের দৃষ্টি কঙ্কের উপরে
ক্ষেপিয়া, কহিলা নৃপ গদ২ স্বরে—
জীবনের যষ্টি মম, পুত্রবর প্রিয়তম,
উত্তর, বিজয়ী অদ্য কুরুসৈন্যরণে।
মম সম ভাগ্য কার ভারতভবনে?

২

বরিষা-বিক্রমে যথা সরসের নীর,
উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠে অতিক্রমি তীর।
আমার হৃদয়ে তথা, এই আহ্লাদের কথা
না ধরে বদনে বেগে হয় নিঃসারিত।
ধন্য রে উত্তরপুত্র সমরপণ্ডিত!

৩

প্রশান্ত প্রকৃতি ধীর, ধর্ম্মী ধর্ম্মসুত
কহিলেন, "হে রাজন্! এ নহে অদ্ভুত।
কে অনিষ্ট করে তার? শিষ্ট বৃহন্নলা যার,
যন্তা, জয়লক্ষ্মী সেই অবশ্যই পায়,
যৌবন-সাহায্যে যথা কান্তি লভে কায়।"

৪

বাহিরিলে হেন বাক্য বদনে তাঁহার,
ভূপের অন্তরে হোলো কোপের সঞ্চার।
ধৈর্য্য হোলো বিদূরিত, কপোলযুগল স্ফীত.
নয়ন রক্তিমরাগ করিল ধারণ,
অধরে অধরে করে দশন দংশন।

৫

বিকট কঠিন স্বরে মৎস্য-অধি-পতি
কহিলেন, " কঙ্ক! ধিক্ ধিক রে দুর্ম্মতি।
পূর্ব্বে সংস্কার মম ছিল এই, তোর সম
সুবোধ ধরণীধামে নাই অন্যজন,
সে বোধ বিলুপ্ত মম হইল এখন।

৬

পরন্তপ পুত্র মোর মহাধনুর্দ্ধর,
উত্তরিল কুরুসৈন্য-সিন্ধু একেশ্বর।
ত্যজি তার গুণ-গীত, এ কি বাক্য বিপরীত।
ক্লীব বৃহন্নলা যশঃ করিস্ কীর্ত্তন?
ছোট মুখে বড় বাক্য হয় কি শোভন?

৭

কি ভ্রম! মাতঙ্গ সঙ্গে পতঙ্গের কথা
তুলি রে পামর মনে দিলি বড় ব্যথা!
বিদ্যা, বুদ্ধি, সুবিচার, ইত্যাদির অধিকার
নাই তোর, তাহা যদি থাকিত কিঞ্চিৎ,
বলিতে এরূপ, জিহ্বা হইত কুঞ্চিত।

৮

আমার তনয়রত্ন যত্নের নিধান,
চির-জয়ী, স্থিরবুদ্ধি, মহাবলবান্।
আদিত্য দানব নরে, প্রকম্পিত যার শরে,
মুহূর্ত্তে সমর্থ যেই, যদি ইচ্ছা করে,
উৎপাটিতে উচ্চ অদ্রি শোষিতে সাগরে।

৯

পারীন্দ্র-প্রতাপ ক্ষুদ্র মূষিক যেমন
না জানে, কেবল তাহা বিজ্ঞাত বারণ।
তেমতি এ পৃথ্বীতলে, নির্গুণ মনুজ দলে.

ভাগ্য-দোষে গুণি-গুণ-অজ্ঞ চিরদিন।
অনভিজ্ঞ নহে তাহে গুণজ্ঞ প্রবীণ।

১০

তুই রে বর্ব্বর! অন্ধ জ্ঞানের নয়নে।
কেমন উত্তর তাহা জানিবি কেমনে?
আমার অভ্রান্ত মন, জানি আমি বিলক্ষণ,
পুত্রের পৌরুষ-পদ্ম পরমসুন্দর,
যশ রস-পরিমলে পূর্ণ নিরন্তর।

১১

কোন ছার বৃহন্নলা? আছে কত শত
আমার ভবনে মূঢ় সে পাপীর মত।
থাকিলে সংগ্রাম-সাধ্য, কভু কি সে হোতো বাধ্য
শিখাইতে গীত-বাদ্য পৌরকন্যাগণে,
ত্যজি বাহু-বলার্জ্জিত নিখিলরতনে?

১২

বিরাট-ভূপতি আমি মৎস্য অধীশ্বর
হেন জন-পাশে তুই নির্ভয় অন্তর,
পুত্র গুণে উপেক্ষিয়া, নপুংসকে প্রশংসিয়া,
মুক্তি পাবি? রক্ত তোর করি নিঃসরণ
এখনি, করিব আমি ক্রোধের তর্পণ।

১৩

এতেক বলিয়া রাজা অধীর অন্তরে,
করগত পাষ্টি শিষ্ট কঙ্কের উপরে
ক্ষেপিয়া রুধির-ধার, বাহির করিলা তার,
না হোতে সে রক্ত-রাশি ভূতলে পতিত,
সৈরিন্ধ্রী সুন্দরী পাত্র ধরিলা ত্বরিত।

ইতি দ্বিতীয় তরঙ্গ।

শ্রীযাদবানন্দ রায়।

তৃতীয় তরঙ্গ।

আদি রস।

বংশীর প্রতি শ্রীমতীর উক্তি।

—০—

শুন ওরে শ্যামের মুরলি!
কেন রে নিদয় এত হলি?
ধরিয়া সরল কায়, সাপিনী পাপিনী প্রায়,
উগরিছ অনর্গল গরল ভীষণ।
বধিতে কি বাঞ্ছা তব রাধার জীবন?

১

আমি অভাগিনী কুলবালা।
তাহে গুরু-গঞ্জনার জ্বালা।
তব রবে মোহে মতি, আকুল পরাণ অতি,
অনাথিনী-চিত যেন কোকিলার ভাষে,
উড়ে রে অন্তর মোর মাধবের পাশে।

২

পরাধীনা বন-বিহঙ্গিনী,
চির-দিন পিঞ্জরবাসিনী,
মাধব মারুত নাদে, সদা তার প্রাণ কাঁদে,
ঘুরিয়া পয়ান-পথ করে অন্বেষণ।
এ পোড়া সংসারে, হায়, আমিও তেমন।

৩

আর যত গোপবধূচয়,
গেহ কাজে সদা রত রয়।
সতত আমার চিত, তব স্বরে বিমোহিত,
কামিনী জনের কাজে নাহি মনোযোগ।
কে হরে শ্রীহরি বিনা আমার এ রোগ?

৪

যারে তুমি করেছ আশ্রয়,
সে কেশব নিঠুর-হৃদয়।
নাশিতে নারীর জাতি, ইচ্ছা তার দিবা রাতি,
অঙ্গের ভঙ্গিমা সম বাঁকা যার মন,

তুমিও কি সঙ্গ দোষে হইলে তেমন ?

৫

হোতে পার, সংশয় কি তার ?
সংসর্গের গুণ চমৎকার।
ভুজঙ্গের সঙ্গে হায়, চন্দন বিষত্ব পায়।
বিরহিণী বুকে যার শীতলতা ক্ষয়।
এ ভাব তোমার তরে অসম্ভব নয়।

৬

রে বাঁশরী বিনয় আমার,
কর রে কুমতি পরিহার।
অবলার প্রাণে দুঃখ দিয়া, কি পাইবে সুখ ?
কেবল নারীর নিন্দা লাভ হবে তব।
আপনি হারাবে তুমি আপন গৌরব।

৭

পুরাণে পুরাণজনে কয়,
বৈদেহীর বিবাহ সময়,
সুমতি শিবের ধনু, ভাঙ্গিয়া আপন তনু,
সীতার মনের সাধ করিল পূরণ,
সুবংশে যে জন্মে তার সদ্গুণ এমন।

৮

কেন তব হেন কদাচার ?
বুঝেছি কারণ আমি তার।
কুবংশে ধরিয়া দেহ, তারি পরিচয় দেহ;
বহু ছিদ্র অন্তঃসার-শূন্য কলেবর।
গুণের প্রত্যাশা অল্প তোমার উপর।

চতুর্থ তরঙ্গ।

করুণ বিপ্রলম্ভ।

কন্দর্প বিয়োগে রতির বিলাপ।

—০—

হে জীবিতেশ্বর মম প্রাণাধিক প্রিয়তম !
আছত বাঁচিয়ে প্রাণে, কহ সত্য করিয়ে ?
না তার বাঁচিয়া কই। আহা! ভস্মীভূত ওই
প্রিয় প্রীতিময়ীমূর্ত্তি, রহিয়াছে পড়িয়ে।
কেন হেন অবস্থায় মম প্রাণনাথ।
হায় এ যে দেখি বিনামেঘে বজ্রাঘাত।

১

হে প্রাণবল্লভ ধব। সেই দেহ ছিল তব,
সৌন্দর্য্যে বিলাসিজন উপমার স্থল হে;
উপমান যার নেই, তার পরিণাম এই,
নিরীক্ষিয়া কার নাহি ঝরে অশ্রুজল হে,
স্বামির ঈদৃশ দশা হেরি দরশন,
কি কঠিনা আমি।—মম রয়েছে জীবন।

২

শুনিয়াছি লোকে কয়, সুকোমল অতিশয়
কামিনীর হৃদয়, একথা মিথ্যা হইল।—
একথাত সত্য নয়, যদি ইহা সত্য হয়,
আমার হৃদয় তবে, কেন দ্বিধা নহিল ?
ফলতঃ কঠিন অত কামিনীর প্রাণ,
পাষাণ বা বজ্র নয় তাহার সমান।

৩

প্রাণনাথ। এই প্রাণ, তোমায় করেছি দান,
জীবন যৌবন সব অধীন তোমার হে,
সেতু ভাঙ্গি জলধার নলিনীকে পরিহার,
করি ধায় যেই মত, তুমি সে প্রকার হে;
সুচির প্রেমের সত্ব করিয়া কর্ত্তন,
চলিলে অপরিচিত জনের মতন।

৪

ওহে নাথ প্রিয়ঙ্কর, কখন অপ্রিয়কর,
কোন কাজ আমারত করনি সাধন হে
আমিও বিপ্রীতিকর, কার্য্য তব প্রাণেশ্বর
প্রাণ মন গোচরেতে করিনি কখন হে,
তবে এত অশ্রু আজি করিনু বর্ষণ,
দর্শন না দেও কেন হে প্রিয়দর্শন ? ৫

আগে নাথ সম্বোধন, না হইতে সম্পূরণ,
অর্দ্ধোক্তি মাত্রেতে হোতে উপস্থিত হাসিয়ে,
এবে ডাকি বারংবার, উত্তর না কর তার,
দেখ দুঃখিনীর দশা একবার আসিয়ে।
আর কেন যথেষ্ট হয়েছে হে সুজন,
প্রাণবধা পরিহাসে নাই প্রয়োজন।

৬

করি চিন্তা বহুতর, তোমার অপ্রিয়কর
কার্য্য কিছু স্মৃতিপথে উদিত না হয় হে,
একমাত্র মনে হয়, কৌতুকে কেলীসময়,
করিলে প্রাণেশ তুমি নামের ব্যত্যয় হে,
কাঞ্চী দিয়া আমি তোমা করিনু বন্ধন,
সেই দোষে হোলে কি হে, নিষ্ঠুর এমন?

৭

কিম্বা এক আছে আর, সে সময় একবার,
কর্ণোৎপল তোমায় করিয়া নিক্ষেপণ হে,
প্রহারিত রোষভরে, তাহার কেশরে করে
দবিল, তোমার এক প্রফুল্ল নয়ন হে,
আজি সেই সব কথা করিয়া স্মরণ
বিরহদহনে, বুঝি করিছ দাহন।

৮

হে কিতব প্রাণেশ্বর, কহিতে না নিরন্তর,
মোরে তুমি সম্বোধিয়ে মধুর বচনে—
"কে প্রিয়া তোমার সম, হৃদয়ঈশ্বরি মম
প্রতিষ্ঠিতা হৃদয়ে রয়েছ প্রতিক্ষণে।"
স্ত্রীবুদ্ধি আমার—আমি কথায় তোমার,
ভুলিতাম, সত্য মিথ্যা না করি বিচার।

৯

আজি তব সে বচন, সত্য যত বিলক্ষণ
পরিচয় পাইলাম, করিয়ে বিশেষ হে,
তব হৃদে দোলে পর আমার এ কলেবর
তব সনে এখনি হইত ভস্মশেষ হে।
কই তাতো হইল না?—মোহিবারে মন
কহিতে সে সব কথা?—বুঝিনু এখন।

১০

মোরে রাখি ইহলোকে গেয়ে তুমি পরলোকে,
নবীন প্রবাসী হোলে, হও হও হও হে।
আমি কি এ লোকে রব? তব অনুগামি হব,
কিছুকাল প্রাণেশ্বর, একেশ্বর রও হে,
ভাল মন্দ ইথে না চিন্তিব একটুক,
কিন্তু লোকেদের তরে হইতেছে দুঃখ।

১১

তুমি হোলে অন্তর্হিত লোক সব বিড়ম্বিত,
হইল যে প্রাণকান্ত তব বিড়ম্বনে হে।
অতঃপর কোন্ জন, সুখমুখ নিরীক্ষণ
করিবারে পারিবেক, এ ভবভবনে হে,
দেহীদের সুখ নাথ তোমার অধীন,
তোমা বিনা কে সুখে রহিবে একদিন?

১২

তোমা বিনা কেবা আর, নিশাকালে অন্ধকার-
সমাচ্ছন্ন-সরণীতে তরুণীনিচয়ে হে,
—শুনি ঘন গরজন, হলেও শঙ্কিত মন—
পারিবে লইতে স্ব স্ব, কান্তের আলয়ে হে,
একার্য্য সাধনশক্য তুমি মাত্র স্মর,
কে আছে অপর—আর কে আছে অপর?

১৩

বারুণী—সামান্য নহে, যাহা পানে নাহি রহে,
চিন্তা-ক্লেশ-লেশ, হয় বচন স্খলিত;
আহা! যাহা পানে হয়, অরুণিম নেত্রদ্বয়
বিঘূর্ণিত আর নানা বিলাসে পূর্ণিত;
সে বারুণী তোমা বিনা হে রতিরমণ,
তরুণীগণের হবে ক্ষোভের কারণ!

১৪

হে অনঙ্গ, নিশাপতি তব প্রিয়বন্ধু অতি,
হায় হইবেন তিনি যবে অবগত
ত্যজে তুমি প্রাণধন প্রণয়িনী প্রিয়জন,
বিদায় হয়েছ ইহ জনমের মত'
কৃষ্ণপক্ষ গত হোলে রোহিণীরঞ্জন
বৃদ্ধি বৃথা' করিবেন এরূপ চিন্তন।

১৫

সুধাময়ী চন্দ্রিকার কিবা প্রয়োজন আর?
সংগীত সুধার ধার, বিনোদবাদন হে।
তোমা বিনা রসময়, রসশূন্য সমুদয়
হবে, কার সাধ্য রসে রসাইতে মন হে?
তপন আপন দ্যুতি না কৈলে অর্পণ,
আলোক কি পারে কভু রঞ্জিতে ভুবন?

১৬

চূতাঙ্কুর—ওহে স্মর, যার বৃন্ত মনোহর
হরিত অরুণ বর্ণে, আহা আহা আর
পিকের অস্ফুটস্বরে, যাহার প্রকাশ করে
বিকাশ, হইবে তাহে এবে ধনু কার?
তুমি মাত্র ফুলধনু ভুবন মাঝার,
তোমা বিনা চূতাঙ্কুরে কি হইবে আর!

১৭

ওহে প্রিয় গুণাধার, কৈলে তুমি কতবার,
মধুপনিকরে ধনু-গুণে নিয়োজন হে
তাহারা রোদনপরা তব শোকে সকাতরা,
হেরি মোরে, মম সহ করিছে রোদন হে
কেন না করিবে? যারা হয় প্রিয়জন
প্রিয় বিয়োগেতে অশ্রু করে বিসর্জ্জন।

১৮

অহে নাথ, পুনর্ব্বার, ধরি দেহ সুকুমার
(উপমা নাহিক যার) উঠ বাক্য ধর হে,
প্রিয়োক্তি-পণ্ডিত যত পিক চিরঅনুগত,
তাদেরে সুরতদৌত্যে বিনিয়োগ কর হে,
ফুলধনু ধর, কর গুণ আরোপণ
ভ্রমর পঁক্তিতে, হেরে জুড়াক্ নয়ন।

১৯

হায় রে! প্রণত হোয়ে, কত কথা বোলে কোয়ে
যাচিতে যে মম কাছে প্রেম আলিঙ্গন হে,
মরি মরি আহা আহা! স্মরণ করিয়া তাহা,
যে করিছে মন মম যে করিছে মন হে!
কারে কব, একমাত্র মুখের বচন
নারে সে দুঃখের কথা করিতে বর্ণন!

২০

হে রসিক রসরাজ, স্বহস্তে কুসুমসাজ
কত না যতনে তুমি করিসা গ্রন্থন হে,
সোহাগ করিয়া কত, সাজাইলে মনোমত,
যে অঙ্গে যে অলঙ্কার হয় সুশোভন হে
কিন্তু নাথ! তবকৃত-পুষ্পভূষা গায়
রহিয়াছে মম, তুমি, রহিলে কোথায়?

২১

চরণের প্রসাধন করিবারে প্রিয়জন
আরম্ভিলে—হায় হায়! এমন সময় হে,
নিরদয় সুরেশ্বরে, তোমায় স্মরণ করে,
তুমি, সে আরব্ধকাজ, না কবি সাধন হে,
'এই আসি' বোলে এলে আশাসি আমায়,
এতক্ষণ গেল, তুমি রহিলে কোথায়?

২২

"আসি" বলে এপ্রকার, কখন ত গুণাধার
কর নাই বিলম্ব, কি জানি কেন আজ হে,
কি ভাবিয়া বিলম্বহ, কহ—প্রবঞ্চিয়ে কা
জানি আমি তুমি নও, ধূর্ত্ত শঠরাজ হে।
এস, বামপদ মোর অলক্তে রঞ্জিত
করে দেও, গৌণ আর না হয় উচিত!!

২৩

নাথ, সুরলোকে গেলে, কত সুরঙ্গনা পেলে,

তোমারে তাহারা নাহি করে যতক্ষণ হে,
প্রলোভন দেখাইয়ে, হাব ভাবে ভুলাইয়ে,
প্রেমাধান, করে ছিলো এ রতি যেমন হে,
ততক্ষণ আমি করি অনলে প্রবেশ।
আরোহণ করি তব প্রিয়-বক্ষদেশ।

২৪

না, না, এই বড় দুঃখ, হতেছে,—বিদরে বুক,
কহিতে যদিও আমি, মরি সুনিশ্চিত হে,
তবু অপবাদ রবে, সকল লোকেতে কবে,
স্মর বিনা রতি ছিল, ক্ষণেক জীবিত হে।
রতির পক্ষেতে এত নহে সাধারণ
অপবাদ,—তাইতে বিষাদে পুড়ে মন।

২৫

হে বল্লভ কিবা কব! শবদেহ লয়ে তব,
চিতানলচারী হব, নাহি পথ তার হে,
বিধির কি বিড়ম্বন, চারুদেহ সঞ্জীবন,
হরকোপহুতাশন দহিল তোমার হে।
অপার এ দুঃখ আর না যায় সহন!
কোন্ অভাগিনী ভাগ্যে ঘটে বা এমন?

২৬

হে নাথ স্বকীয় ক্রোড়ে, ধনুটী রাখিয়া জোরে
সারল সাধন তার করিতে করিতে হে,
প্রিয়সখা মধুসহ, মধু কি?—পীযূষাবহ
বিবিধ রহস্য কথা কহিতে কহিতে হে,
ঈষৎ নয়নাপাঙ্গে এক একবার,
হেরিতে যে, তাই মনে হতেছে আমার।

২৭

হা হা হা! প্রাণবল্লভ, সুচিরসুহৃদ তব,
মধু, তিনি নিজ হস্তে করিয়া চয়ন হে,
কুসুম, কুসুমায়ুধ! বিরচিয়া তবায়ুধ,
করিতেন তব করে আদরে অর্পণ হে।
কোথা তিনি? না তাঁরেও তোমার মতন
হর-নেত্রানল শিখা করিল দাহন।

২৮

না, ঐ দাঁড়ায়ে মধু, বঁধুর সুচিরবঁধু,
অহে বঁধু-বঁধু-মধু, কর দরশন হে,
তোমার বঁধুর কায়, ভস্মময় মাত্র হায়!
বিকীর্ণ করিছে তাহা পোড়া সমীরণ হে।
এই দশা স্বচক্ষে করিয়া নিরীক্ষণ,
পারিবে কি দেহে প্রাণ করিতে ধারণ?

২৯

অহে অহে ও বল্লভ! এলেন সুহৃদ তব,
বসন্ত—আসিয়া তাঁরে কর সম্ভাষণ হে,
আগে শুনে নাম যাঁর, ত্যজি মম হৃদাগার,
যাইতে, এলেন তব সে সুহৃদজন হে।
প্রমদায় প্রেম বটে চঞ্চলিত হয়,
সুহৃদে তাহার কভু না হয় ব্যত্যয়।

৩০

হে নাথ, হে মনোভব, এই সখা কৈলা তব,
পার্শ্বে থাকি, সুরাসুর সহ একগত হে
তব ধনু—পুষ্পশর! যার পুষ্পময় শর
ছিলা মৃণালের সূত্র,—তার অনুগত হে।
এমন সখারে নাহি কর সম্বোধন,
নীরবে রয়েছ তুমি কঠিন এমন?

৩১

হে বসন্ত পোড়া বিধি, হরি মম পতিনিধি,
স্ত্রীজাতি আমি যে মোর অর্দ্ধকায় হরিল।
লতাশ্রয় তরুবরে, করী বিদলিলে পরে,
লতা কি হে বাঁচে?—মম সেই দশা ঘটিল।
প্রাণেশের প্রাণ বিধি হরিল যখন,
আমায় বধার বাকি কি আর তখন?

৩২

যা হোক হে ঋতুরাজ! বন্ধু তুমি,—বন্ধুকাজ
কর, আমি স্বামী শোকে হয়েছি ব্যথিত হে।

দেহ চিতা সাজাইয়ে, তাহে দেহ সমর্পিয়ে
পতির পশ্চাতে আমি হইব ধাবিত হে,
গমন করিতে হয় পতির সহিত,
অচেতন প্রকৃতিরো আছে এই রীত।

৩৩

সাক্ষী দেখ নিশাকর, অস্তমিত হোলে পর,
চন্দ্রিকাও লুপ্ত হয় নাহি থাকে ক্ষণ হে
বিদ্যুৎ জলদ সহ করে গতি, তবে কহ,
পতি[illegible]না রব আমি করিয়ে কেমন হে
[illegible]ল্লব-তল্পের তুল্য জলন্ত চিতায়,
পশি প্রাণেশ্বর ভস্মে বিলেপিয়া গায়।

৩৪

অহে মধু কত দিন, হয়ে অনুরোধাধীন,
রোচে দিতে আমাদিগে কুসুমশয়ন হে,
আজি প্রণমিয়ে পায়, তব সখা-প্রিয়া চায়,
চিতাশয্যা, পূর্ণ কর তার আকিঞ্চন হে।
হোও না কৃপণ ইথে ওহে গুণাধার।
রাখিব না প্রাণ—প্রাণে কি কাজ আমার?

৩৫

চিতা আরোহিলে আমি—জানত আমার স্বামী
আমা ছাড়া তিষ্ঠিতে নারেন একক্ষণ হে,
অধিক কি আর কব, অবিদিত নহে তব?—
মলয় সমীরে, জ্বেলে দিও হুতাশন হে।
দেখ যেন বিস্মৃত হও না কদাচন
সখা-শোকে—শোকে কিছু থাকে না স্মরণ।

৩৬

চিতাগ্নি নিবিলে পর, দিও অহে প্রিয়বর,
আমাদের উদ্দেশেতে একাঞ্জলি জল হে,
তব সখা পরকালে, মম সহ এককালে
সেই জল পান করি হবেন শীতল হে।
(হে মধো! তোমার সখা আমার সহিত
ভোজন করিয়া বড় হইতেন প্রীত।) ৩৭

অধিক কি আর কব, তদন্তর হে মাধব।
পিণ্ডদান কালে তব সখার কারণ হে
চঞ্চল পল্লবান্বিত চূতাঙ্কুর সুশোভিত
করিও অর্পণ সখে—করিও অর্পণ হে,
তব সখা চূতপত্র চূতের মঞ্জরী
ভালবাসিতেন তাই অনুরোধ করি।

ইতি চতুর্থ তরঙ্গ।

কন্যাপণ কি ভয়ানক!!

(গত প্রকাশিতের পর।)

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ব্ভাঙ্ক।

বিন্দুর বাটী—বিন্দু এবং রাজীব দৃষ্ট।

বিন্দু। আজ তোমাকে বড় বিমর্ষ দেখছি?

রাজীব। কারণ আছে।

বিন্দু। কর্ত্তার কি-কোন পীড়া হোয়েছে?

রাজীব। তাঁর কোন পীড়া হয় নাই বটে, কিন্তু আমার মন-পীড়া বৃদ্ধি হোয়েছে।

বিন্দু। তোমার আমার মত লোকের ত মন-পীড়া দিন২ বৃদ্ধি বই কমবার কোন উপায় নাই। আমারা যে বংশে জন্মেছি, যে সমাজে রয়েছি, এতে মন-পীড়া আমাদের সঙ্গের সঙ্গী, না মল্লে আর এ পীড়ার উপশমের সম্ভাবনা নাই। একটী কৌতুকী বৈদ্যকে আমি একদিন মায়ের কথায় নাড়ী হাত দেখিয়ে ছিলাম, তাতে তিনি হেসে বল্লেন "বিন্দুর মা! বিন্দুর আর কোন পীড়া ত দেখি না, তবে মনঃপীড়াই প্রবল দেখছি। মা নিতান্ত সরলা, বোল্লেন, "এর অষুধ দাও, যে খরচ লাগে কোন মতে তা দেবো।" বৈদ্য হেসে পুনর্ব্বার বোল্লেন, "এর যে রোগ না মোলে উপশম হবার নয়!!" শুনে আমি মনেং কবিরাজের উক্তিটী সত্য বোলে শতবার স্বী-

কাব কোল্লেম, কিন্তু মা পাছে আমার অসুখ হোয়েছে ভেবে কাতর হন, তার জন্যে তাঁকে কবিরাজের উক্তিটী পরিহাস বোলে বেশ কোরে বুঝিয়ে দিলাম।

রাজীব। আমি এটী জানি, আর জানি বোলেই মনঃপীড়া সহ্য কোর্ত্তেও প্রস্তুত আছি। কিন্তু সংপ্রতি যে ঘটনা উপস্থিত, তার পরিণামটী আমার পক্ষে নিতান্ত অসহনীয় ক্লেশের কারণ বোলেই এত বিমর্ষ হোয়েছি।

বিন্দু। কারণটী স্পষ্ট কোরে বল না? এমন কি দুর্ঘটনা সহসা উপস্থিত হোলো?

রাজীব। ঘটনা আর কি?—কর্ত্তা আমার বিবাহের প্রস্তাব নিশ্চিত কোরেছেন। বোধ হয় আগামী বুধবারে আমাকে শৃঙ্খলবদ্ধ হোতে হবে।

বিন্দু। কার কন্যার সঙ্গে?

রাজীব। কার কন্যার সঙ্গে তা আমি আজিও শুনি নাই, এই মাত্র জানি যে "ভরার মেয়ে।" (১)

বিন্দু। বটে। তার বয়েস কত জানো?

রাজীব। বয়েস ১১ বৎসর বোলে ঘটক মহাত্মা (!) সাক্ষী দিচ্চেন, কিন্তু আমাদের চাকুরানী তারে দেখে এসেছে, সে বলে বয়েস তের পেরিয়ে গেছে।

বিন্দু। দেখতে শুনতে কেমন?

রাজীব। শুনতেতো "ভরার মেয়ে" আর দেক্তে কেমন তা আমি বলতে পারি না, চাকুরানীর মুখে শুনেছি, সেটা না কি তার চেয়েও কুচ্ছিৎ।

বিন্দু। তবেইত, কি জানি সে যদি ব্রাহ্মণ কন্যা না হয়। প্রকৃত ব্রাহ্মণ কন্যারা ওরূপ কদাকারা প্রায় হন না।

রাজীব। আমার ভাবনাইত তাই।

বিন্দু। কর্ত্তা কি বলেন?

রাজীব। তিনি আর কি বোলবেন, তাঁর ঘটকের কথায়ই বিশ্বাস। আজ কালকার ঘটকেরা যে টাকার লোভে হাড়ীমুচির মেয়ে পর্য্যন্তকে শুচী বোলে সহস্র বার সাক্ষী দেন, তা তিনি কোন মতে বোঝেন না। তিনি বলেন "যখন দেশে "ভরার মেয়ে" বিবাহ করা চল, তখন 'ভরার মেয়ে' বিবাহে আমাদের এমন অপমানের কথা কি, এককালে বংশ নির্ব্বংশ যাওয়া চেয়ে "ভরার মেয়ে" বিবাহ কোরে বংশ রক্ষা করা—জলপিণ্ডের সংস্থান করা [illegible]ত। তাঁর একান্ত ইচ্ছে—ইচ্ছে কি এক প্রকার জেদ এই 'ভরার মেয়ে' টাকে আমার গলায় গেঁথে দেবেনই দেবেন।

বিন্দু। এই পাত্রীর পক্ষে কেউ আছে?

রাজীব। এক বেটা উত্‌ড়ে ভূত আছে। সেনা কি তার খুড়ো।—বেটাকে দেখলেই বোধ হয়, ঘোর বদমায়েস। তার সঙ্গে আবার কর্ত্তার কোন সম্পর্কের কি রকমের জানি কুটুম্ব বেচু চাটুর্য্যে মিশেছেন। ইনিও কম লোক নন, বয়েস ষাটের বেশী বয় কম নয়, এখনো রূপোর কুচি পেলে মুচীর কন্যাকেও শুচী কোর্ত্তে ছাড়েন না।

বিন্দু। ভাই কুলীনদের কথা ছেড়ে দেও। ওঁদের মত যদি আমাদের স্ত্রীর সহিত বাসর ঘরের সাক্ষাৎ মাত্র বিবাহের উদ্দেশ্য হোতো—অর্থ লাভ মাত্র উদ্দেশ্য হোতো, তা হোলে আমরাও "ভরার মেয়ে" বিবাহে কোন শঙ্কা কর্ত্তেম না। আমাদিগে যে বিবাহিতা স্ত্রী নিয়ে সংসার ধর্ম্ম কর্ত্তে হবে।

রাজীব। তাইত ভাবি ও পোড়ামুখীকে আমি স্ত্রীভাবে কেমন কোরে ভাববো। যারা হতমূর্খ ইন্দ্রিয়দাস তারা পারে কি না সন্দেহ, আমিত একটু বিদ্যার স্বাদ পেয়েছি, আনুষঙ্গিক সংসারের সকল বিষয়ে একটুং জ্ঞান লাভ কোরেছি।

বিন্দু। তাইত এ যে উভয়সঙ্কট দেখ্‌চি।

(১) এ দেশের কয়েকজন ষণ্ডা ব্রাহ্মণ ও ঘটক দলবদ্ধ হইয়া পূর্ব্ব এবং উত্তর অঞ্চল হইতে ইতরজাতীয়দিগের কন্যাগণকে অল্পটাকায় আয়ত্ত করিয়া এ অঞ্চলের বংশজ প্রভৃতি বয়স্ক অমূঢ়দিগহইতে অধিক টাকা পণ গ্রহণ পূর্ব্বক বিবাহ দিয়া থাকেন, প্রচলিত আছে। এই সকল পাত্রীর নাম "ভরার মেয়ে।"

যদি অসম্মত হও, পিতার আজ্ঞা লঙ্ঘন করা হবে, কেবল তা নয়, তাঁর মনে ব্যথা দেওয়া হবে। পিতার আজ্ঞা লঙ্ঘন করা—পিতার মর্ম্মে বেদনা দেওয়া সৎপুত্রদের কোনমতেই কর্ত্তব্য নয়। রামচন্দ্র পিত্রাজ্ঞায় বনবাস স্বীকার কোরেছিলেন। ভাই, তোমাকে পরিণামে যত কষ্ট সহ্য কর্ত্তে হোক্ না কেন, পিতা যা বলেন তাই স্বীকার কর্ত্তে হবে। তবে কি না, যাতে এ বিবাহ কোর্ত্তে না হয় তার জন্যে যতদূর সাধ্য চেষ্টা কোরে দেখ্‌বে। এই আমার পরামর্শ।

(নারায়ণ ঠাকুরের প্রবেশ।)

বিন্দু এবং রাজীব। আস্তে আজ্ঞা হোক্।—নমস্কার।

নারা। নমস্কার (উপবেশনান্তর) বাপু! বিন্দু! বাপু রাজীব! তোমরা বয়েসে ছোট হোলেও বুদ্ধে বড়—বিদ্যায় বড়। আমি হতভাগা ছেলেটাকে নিয়ে যেরূপ বিপদগ্রস্ত হয়েছি, শুনে থাকবে। এখন উপায় কি করি বল।

বিন্দু। আপনার কোন্ ছেলের কথা বোল্‌ছেন—বোধ হয় ভায়া প্রেমচাঁদের?

নারা। সেই হতভাগা—কুষ্মাণ্ড—পাষাণ্ড—কুলনাশক—জাতনাশকটার কথাই বোলছি। তাকে তো আর কোন মতে বাধ্য রাক্তে পারছি না। সে যে কি চক্ষে বিন্দীকে দেখেছে, তা বুঝে উঠ্‌তে পারছি না। তোমরাতো তারে চেনো, ও পোড়াকপালীর বাপ্ সাচাই চাঁড়াল আমাদের বাড়ী চাকর ছিলো, তাতেই বিন্দী মাঝেমাঝে আমাদের বাড়ী আস্‌তো। কে জানে যে কুষ্মাণ্ড এমন অপাত্রীতে এত আসক্ত হয়ে পড়্‌বে।! একেবারে তারে নিয়ে মত্ত হোয়ে পড়েছে। একদণ্ড তার ঘর ছাড়া থাকে না।—কি সর্ব্বনাশ!

রাজীব। সমাজে এ সকল কাণ্ড বোধ হয় আজো প্রকাশ হয় নাই।

নারা। বাপু! "পাপ কথা কি ছাপা থাকে"। সমাজে এ কুকাণ্ড কি আজো অপ্রকাশ আছে। বিশেষতঃ গ্রামের উপরই যখন এমন কুকার্য্য, তখন আর অপ্রকাশ থাকার সম্ভাবনা কি?

নেপথ্যে। দোহাই কোম্পানীর!—তোমরা সব সাক্ষী থেকো—নারাণ ঠাকুরের ছেলে মোরে মার্দ্দেমার্দ্দে খুন্ কল্ল! ওর সঙ্গে মোর কিসের সম্পর্ক! আমি কি ওর স্ত্রীরি? আমায় কি ও বিয়া কোরছে? কেন মোরে মারবে—কেন মোরে মেরে খুন্ করবে! মা রে! বাবা রে! মার্দ্দেমার্দ্দে খুন্ কল্ল রে—মাথা ফাটায়ে দিল রে। যাই আমি পুলিশে যাই।

বিন্দু। ও কি! বিন্দীর স্বর শুনা যাচ্চে না?

রাজীব। অই পোড়াকপালিইত চেঁচাচ্চে। ভায়া বুঝি দুই এক ঘা বসিয়েছেন।

নারা। তবেইত সর্ব্বনাশ! নেটি যে বজ্জাত তিলে তাল্ কোরে তোলে। হা জগদীশ্বর! বৃদ্ধ বয়সে যে আমাকে এত লাঞ্ছনা—এত বিড়ম্বনা—এত অপমান সহ্য কর্ত্তে হবে, স্বপ্নেও মনে করি নেই! কোথা পুত্র হোতে সুখী হব, না পদেপদে দুঃখ সাগরে ভেসে চল্লেম! হা জগদীশ্বর! সকলই তোমার ইচ্ছে! (সজল নয়ন)

নেপথ্যে। পুনঃচিৎকার।

বিন্দু। ভাই রাজীব! বোধ হয় প্রেমচাঁদ ভায়া আজ একখানা না করে্য ছাড়ছেন না। চল দেখি গিয়ে, শেষতো আমাদেরই ভোগতে হবে।

রাজীব। চল।

নারা। দেখগে বাপু! যে দুর্ভোগ ভোগবার, তাতো ভুগচি, শেষ পুলিশ পর্য্যন্ত যাতে যেতে না হয় তারি চেষ্টা করবে। ফল কথা প্রেমা আমাকে দেশান্তরি না করে ছাড়বে না!!!

[সকলের প্রস্থান।

ইতি প্রথম গর্ভাঙ্ক।

(ক্রমশঃ প্রকাশ্য।)

রাম-রণ বাক্যাবলী।

অবতরণিকা।

অয়ি মা কবিতেশ্বরি! দেহ বর দাসে,
এ ছার লেখনী-জাত নর্ত্তক অধম,
নাচিয়া হরিষে, মরি হরিশের পাশে,
গাবে-বীর-রসে গীত—গীত মনোরম।

১

মজাইবে মন তাঁর, হায় রে যেমন,
(অথবা ঈষদ কল্পে) তার স্মৃত-কথা,
" বীরবাক্যাবলী " নামে অপূর্ব্ব রচন,
তোষে রে জগত চিত্ত রণ-কম্বু যথা।

২

এই মহাবর, দীনে, উদারতা গুণে,
দেহ দেবি! সেবি তব চরণকমল
সুদীর্ঘ সময়, বদ্ধ গঞ্জনার গুনে,
করি আজি এ প্রার্থনা, কর মা সফল।

৩

জানি আমি, কহিয়াছে ভরসা-সুন্দরী,
মধু মুখে, মিত্রবর হরিশ সুজন,
যদিও মদীয় বাণী নহে তোষকরী,
তথাপি তাঁহার হবে রুচি বিলক্ষণ।

৪

রে বান্ধব রসাঞ্জন! বাখানি তোমায়,
সুরঞ্জিত কর যার সজ্জ্ঞান নয়ন,
সেই চক্ষে চমৎকার দৃষ্টিশক্তি পায়,
দোষেও সুহৃদ করে গুণ নিরীক্ষণ!

৫

যদিও এমন, তবু বিচারিত চিতে,
শুনিবেন গীত মম, কহিবেন ঠিক্
নিজের মানস কথা, কবিকুল রীতে,
তাহে কিছু আশা মম নাই সমধিক।

৬

তবে মা লেখনী ধরি তব বর-বলে,
যা কিছু করিতে পারি; ভিক্ষুক যেমন
মুদ্রাভাবে আপনার ক্ষুদ্র কর্ম্ম ফলে,
ভণ্ডুল আয়াসে করে তণ্ডুল গ্রহণ।'

কাব্যারম্ভ।

শুন অরে লঙ্কেশ রাবণ।
শৌর্য্য বীর্য্য বিরহিত, রণমূর্খ রিপু-ভীত
দর্পস্ফীত, অসার দুর্জ্জন।
সতী পত্নীরত্ন-হর, সুবিখ্যাত নাম ধর,
নিজেই নিন্দার নীরে হইলে মগন,
কামনা-পুষ্করে যথা কামার্থিক জন।

১

বুঝিলাম বিচারি এক্ষণ।
ধরেছ কর্ব্বুর কায়, অশনি উৎপত্তি প্রায়,
লঙ্কায় ভস্মিতে রক্ষোগণ।
তব বাঞ্ছা ফলবতী হোলো, এ আশ্চর্য্য অতি
সঙ্গ-দোষে সঙ্গে কত ধার্ম্মিকের প্রাণ,
সুশিষ্ট সাগর, মরি শিলে বদ্ধমান!

২

কি হইবে করিলে ভৎ'সন?
বিকারিত ব্যক্তি প্রায়, যুদ্ধ-জল পিপাসায়
আকুলিত তোমার জীবন।
তথাপি বান্ধবভাবে, যাহারা মঙ্গল ভাবে
অবশ্যই সমুচিত উপদেশ দান
করিবে সর্ব্বথা, এই বিজ্ঞের বিধান!

৩

ইহা তুমি না কর চিন্তন?
কাম-কবলিত কায়, আপনি হইলে হায়,
বংশ বৃক্ষে কুঠার ভীষণ!
এতই গঞ্জনা করি, তবু বুদ্ধি বিঘ্নকরী
তোমার, নিলাজ! বদ্ধ চিত্ত নিকেতনে,
সর্ব্বনাশী দাসী যথা পরের ভর্ৎসনে।

৪

ফুল পুষ্পে কীট দুরাশয়,
হইলে রে রক্ষরাজ! না বাস অন্তরে লাজ
নাশিলে আত্মীয়জনচয়।
বুঝি শ্রুতিযুগ তব, পরস্ত্রী-বিলাপ-রব
শুনিতে অশক্ত পাপ প্রাক্তনের ফলে,
তাই নিমর্জ্জিত তুমি বিপদের জলে!

৫

নিজে তুমি অতীব অজ্ঞান।
যে চিন্তে ত্বদীয় হিত (একি বুদ্ধি বিপরীত!)
তারে কর দুর্গতি প্রদান।
সুচিন্ত সরমা-ধব রক্ষিতে রাক্ষস সব,
বলে ছিল কত তোমা সুহিত বচন।
তাড়িলে তাঁহারে তুমি এমনি দুর্জ্জন!

৬

সুস্থ চিত্তে দেখ বিচারিয়া,
যে লঙ্কার সৈন্য যত, পারের তরণী মত,
কাঁপাইত রণ-লম্ফ দিয়া।
বীরশূন্য সেই লঙ্কা! দেখিয়া জনমে শঙ্কা!
সংক্রামক-ব্যাধিগ্রস্ত-দেশের মতন,
এখন দুর্দ্দশা তার কে করে দর্শন।

৭

কোথা সেই মহারথ-চয়?
গর্ব্ব মদে মত্ত চিত, করে ছিল যথোচিত,
উৎসাহিত তোমার হৃদয়।
বিবাদ প্রান্তরে যত, নিস্তেজ পথিক মত,
শত্রু-শরে, করে, প্রাণ হারাইল হায়!
ভঙ্গুর রাক্ষস বপু বন-বিম্ব প্রায়।

৮

কোথা তব পুত্র ইন্দ্রজিত?
দেবদন্তী-পঞ্চানন, জননী অঞ্চলধন,
লঙ্কা-লতা পুষ্প বিকসিত?
লক্ষ্মণের লক্ষ বাণ, বিদারিয়া তার প্রাণ,
করিয়াছে তব চিত্তে খেদ উৎপাদিত।
আহব আকাঙ্ক্ষা তবু নহে বিদূরিত।

৯

হারাইলে দুর্ল্লভ রতন,
প্রদানে প্রেয়সী মম, দুর্ম্মতি কৃপণসম,
তবু তুমি বিমুখ রাজন্‌।
দুঃশীল বিশ্বাসঘাতী, কৌশলের ফাঁদ পাতি
পরের সম্পত্তি আগে করিয়া হরণ,
প্রত্যর্পণে হয় পরে কুণ্ঠিত যেমন।

১০

কোথা তব কনিষ্ঠ দুর্ব্বার?
কুমূর্ত্তি কদর্য্য বর্ণ! যথার্থই কুম্ভকর্ণ।
নিদ্রা-প্রিয় বংশের অঙ্গার?
বায়স, শকুনী শিবা তাঁর হস্ত, পদ, গ্রীবা,
বক্ষ, পৃষ্ঠ, মুণ্ড, তুণ্ড খণ্ড খণ্ড করি,
খাইতেছে! কোথা তার অযুতপ্রহরী?

১১

শুনিয়াছি কে জানে নিশ্চয়?
অম্বেষি অবনীতল, আনিয়া শাল্মলি কল
নির্ম্মাইয়া শয্যা সুখময়,
তদুপরি ভ্রাতৃরত্নে স্থাপিয়া পরমযত্নে
রাক্ষস সহস্র আর দাস অগণন
রেখেছিলে, সে সুপ্তের করিতে সেবন।

১২

জাগাইয়া সেই শূরেশ্বরে,
যে দিন রণের ভূমি, প্রেরিলে তাহারে তুমি,
পুরোহিত স্বস্তি উচ্চৈঃস্বরে
উচ্চারিল, রক্ষ যত মঙ্গলবাঞ্ছিল কত
উৎসক আমোদে সবে হইয়া মগন,
বাণিজ্যের যান যায় বিদেশে যখন।

১৩

স্নেহের পদার্থ এত দূর
হারাইলে লঙ্কেশ্বর! তবু রণ লিপ্সা কর
তবু চিত্ত কতই নিঠুর!
শুনাইছে জিগিষার স্বপন অভয়!
তাই বুঝি এত তব উৎসাহ উদয়!

১৪

কোথা বীরবাহু মহাবীর?
নামের নিন্দিত বেটা, কোপের কেশরী সেটা,
শিক্ষা শক্তি শূরের বাহির।
আশ্চর্য্য কর্ম্মের ফল, গর্ব্ব গেল রসাতল
কি রঙ্গ বিহঙ্গ মুখে পতঙ্গের প্রায়
পপাত পাপাত্মা যুদ্ধে আপন ইচ্ছায়।

১৫

অতিকায় ধার্ম্মিক নন্দন,
দুর্ভগ, তোমার সঙ্গে, বিহ্বল রণের রঙ্গে,
হারাইল নির্দ্দোষে জীবন।
সশঙ্ক তোমার ডরে, অন্তে চিন্তি বিশ্বেশ্বরে
ত্যজিল যুদ্ধের জলে শরীর আপন,
মৃত্যুকালে সাধু গঙ্গা-সলিলে যেমন।১৬

ক্রমশঃ প্রকাশ্য।

গীতাবলী।

রাগিণী পুরবি।—তাল আড়া।

ভক্তি ভাবে নাথ তোমায় ভাবিনে একবার।
শূন্য হৃদয়েতে গাঁথি মহিমার হার॥
বচন রচনা করি, কত শত স্তব পড়ি,
চাতুরী জাঁকায়ে ফিরি, সুধু বর্ণনার,
মনে নাহি ভাব খাটি, এটা লিখি ওটা কাটি,
কেবল কথার পরিপাটি, ভুলে সারাৎসার।
যে তোমায় শব্দহারে, চাহে নাথ ভুলাবারে
তার মত এ সংসারে মূর্খ কেবা আর,
হরিশ কেবল রচনায়, তোমার মহিমা গায়,
হৃদয়েতে নাহি ধ্যায়, কি সে পাবে পার।

রাগিণী পুরবি।—তাল আড়া।

ভরসা তোমার নাথ! ভরসা তোমর।
তোমা বিনে পাপাত্মার কেহ নাহি আর।
অধম পাতকী বোলে, তোমা বই কে লবে কোলে
পাপাত্মার আর্ত্তনাদে, দয়া হবে কার?
অজ্ঞান অবোধ ছেলে, পিতৃ আজ্ঞা অবহেলে,
পিতা কি হে তাই বোলে মায়া ত্যজে তার।
ক্ষমার আধার তুমি, নানাপাপে পাপী আমি,
ক্ষমা ভিক্ষা দিতে হবে, দীনে এইবার।
কেহ কল্পতরু কাছে, কাতরে যদি হে যাচে,
সে কি পুরাবে না নাথ! বাসনা তাহার।
শান্তি সুধা দান কর, মন ভ্রান্তি, শ্রান্তি, হর,
হরিশে কৃপা বিতর, করুণা আধার।

রাগিণী ঝিঝিট।—তাল পোস্ত।

কাঙ্গালেরা দাতা ছেড়ে কোথা যাবে—
কোথা যাবে?
চকোরেরা বিধু ত্যজে কোথা গে আর,
সুধা পাবে?
তরু বিনে তাপিতজনে ছায়া দানে কে?
যুড়াবে? পিতে বিনে শিশুগণে স্নেহে কোলে
কে লইবে।
পাপীর একমাত্র গতি, তুমি নাথ এই ভবে;
হরিশ পাপে তাপে জোরেভাকেতাই আর্ত্তরবে।

ক্রমশঃ প্রকাশ্য।

প্রেরিত পত্রাবলী।

বঙ্গভূমি, ফ্রান্সকে সম্বোধন
করিয়া।

———০০০০———

একি লো সুভগে! আজি বিরসবদনে
অশ্রুমুখী, ধূলায় লুণ্ঠিত কলেবর
কাঁদিতেছ কি তোমার মনের বেদনে
পূর্ব্বকার? তোমা হেরি কাঁদিছে অন্তর।

১

ফণী-বিনিন্দিত বেণী কোথায় এখন?
অধরে তাম্বুল রাগ-চিহ্ন নাই আর!
কোথায় ভূষণ? তব মলিন বরণ
আঁধারিলো দিক্, কেন এভাব তোমার?

২

সখি কি মানিনী হয়ে প্রিয়তম প্রতি
এভাব ধরেছ নাথে করিতে ছলনা
তবে কেন বক্ষদেশ কাঁপিতেছে অতি
প্রকাশ করিয়া সখি কারণ বল না?

৩

আক্রমি রোমের রাজ্য 'সিনেট' (১) বিনাশি
লুঠি রত্নরাজি, সাজি সুবেশে তখন
ছিলে লো ললনে! এবে মনে কি লো আসি
সুখচিন্তা দুঃখ দিবে, হয় কি এমন?

৪

পৃথিবীর রাজধানী রোম যার দাসী
তাহার দুঃখের দশা একি চমৎকার।
রত্নগর্ভে! অপমান কে করিল আসি।
কাহার বাসনা যেতে যমের আগার?

৫

ছিলে লো একদা লুই বংশ আদরিণী,
স্পেন আদি রাজ্য তব অনুগ্রহপানে
নিরখি থাকিত, তবে কেন ভিখারিণী-
বেশ তব হেন দশা সহে কার প্রাণে?

৬

আমেরিকা ইংলণ্ড (২) সহিত যে সময়
আহবেতে অসমর্থ নিহত সকল
করেছিল, সে সময় হইয়া সদয়
উদ্ধার তা, ভাবি চিত্ত হয় কি বিকল?

৭

মহাবল বোনাপার্ট তব প্রাণেশ্বর
বীর দর্পে ত্রিভুবন কম্পিত যাঁহার
ইউরোপ, মিসর (৩) যাহাকে দিত কর,
যোগাত তোমায় সদা প্রেম উপহার।

৮

মনে কর অষ্টার (৪) লিউসে যেই দিন
তব প্রাণনাথ সেই আহবে ভয়াল
ভাঙ্গিল অষ্ট্রিয়া বল প্রুস ভাবি ক্ষীণ
ভাবী রাজমন্ত্রী পিট পাইলেন কাল।

৯

সেই কি তোমার—ওলো সেই কি তোমার
চিন্তা মনে উপজিয়ে এদশা করিল?
লভিলা এরূপ যশ যার উপমার
স্থল নাই কয় (৫) প্রুস চরণে ধরিল।

১০

(১) রোম নগরীর শাসন ভার প্রাপ্ত মহাসভা। গল জাতি রোম আক্রমণ করিয়া ৮০ জন বৃদ্ধ সিনেটর বধ করে।

(২) ১৭৭০ খ্রীঃ অব্দে আমেরিকার সহিত ইংলণ্ডের যুদ্ধ আরম্ভ হয়। ফরাসীদিগের সাহায্যে আমেরিকাবাসিগণ স্বাধীন হয়।

(৩) ১৭৯৮ খ্রী অব্দে নেপোলিয়ন মিসর অধিকার করেন।

(৪) জর্ম্মণীর অন্তর্গত একটী নগর, এই যুদ্ধে নেপোলীয়ন অষ্ট্রিয়ার সম্রাটকে সম্পূর্ণ পদানত করেন। ১৮০৫ খ্রীঃ।

(৫) ১৯০৭ খ্রীঃ ফ্রিডল্যণ্ডের যুদ্ধে ফান্স রুবিয়াকে পরাভত করে।

লিগুনে, (১) জিনায় (২) যথা তোমার প্রাণেশ
অষ্ট্রিয়া প্রুসিয়া পদে দলি বলীয়ান,
অথবা ইটালী যথা ধরি বীরবেশ
জিনিলেন আহবেতে, কাঁদে তব প্রাণ?

১১

কিম্বা বুঝি নাশি যবে নিজামের বল
স্বর্ণভূমি দাক্ষিণাত্যে বিস্তার প্রতাপ
অশ্রু মুছি একবার প্রকাশিয়া বল,
তাহা মনে উঠে দিতে পারে কি সন্তাপ?

১২

ওলো সুলোচনে হলে ক্রিমিয়া স্মরিয়া
অথবা এরূপ, যথা তব সুতগণ
রুশিয়ার সৈন্য নাশি প্রলয় করিয়া
যেরূপ পাইল যশ কে করে বর্ণন।

১৩

লুই নেপোলিয়ন তোমার সুত বলী
তৃতীয় নামেতে খ্যাত দেখি বর্ত্তমান,
তোমা সেবিলেন সদা হোয়ে কৃতাঞ্জলি,
পিতৃব্য-প্রেয়সী তুমি জননী সমান।

১৪

নীরব চিন্তিয়া ভাবি আপনা অধমা
কওনাই সিমন্তিনি এরূপ মলিনা?
নীরপদ্ম, নীরপত্নী সীতা দেবী সমা
তবে কিবা চিন্তা করি হেন দীনা ক্ষীণা?

১৫

তুমি সতী বিদ্যাবতী রমণী রতন
তব সুতগণ কেন হবে তবে হীন?
ভলটেয়র, (৩) কলবার্ট (৪) তোমার মতন
লাপ্লেস, (৫) বয়লো (৬) আর লিসেপস (৭) প্রবীণ

১৬

করিয়াছ তব সুত সুয়েজ প্রণালী
যোজক আছিল যাহা, হেন বুদ্ধি কার?
তুমি উদ্ভাবিত কর নূতন প্রণালী,
অন্য কোন নারী হয় সমান তোমার?

১৭

তুমিই যথার্থ মাতা, তব কন্যাগণ
অনায়াসে মাতৃপাশে পেল অলঙ্কার—
চপলা, (৮) চপলা-বাস আকাশের ধন,
চাঁদ সম বস্তু দেয় হেন সাধ্য কার?

১৮

বটিকা নির্ম্মাণ—আহা ভাবিলে ভকতি
(যদিও তোমায় কভু এ পাপ নয়ন
দেখে নাই তবু) হয় তোমাতেই সতি
কোন্ কালে কোন্ জাতি জেনেছে এ

১৯

ঘটিকায় বর্ষ, দিন, গ্রহণ গণন
এ হেন আশ্চর্য্য বুদ্ধি কোথায় সম্ভবে
নির্ম্মাণ করিতে হেন পারে কোন জন
তব সুতগণ বিনা অন্যে কি সম্ভবে?

২০

(১) ইহার অন্য নামই হেন লিগুন। এই স্থানে নেপোলীয়ান ১৮০২ খ্রী অষ্ট্রিয়ার সম্রাটকে পরাজিত করেন।

(২) এই স্থানে নেপোলীয়ন প্রুসিয়ার সম্রাটকে পরাভূত করেন।

(৩) একজন প্রসিদ্ধ ফরাসী দেশীয় গ্রন্থকর্ত্তা।

(৪) ফ্রান্সের প্রধান রাজমন্ত্রী।

(৫) প্রসিদ্ধ ফরাসী দেশীয় পণ্ডিত।

(৬) একজন কবি। (৭) বর্ত্তমান ফরাসী শিল্পকর। ইনিই সুয়েজ যোজক প্রণালী করিয়াছেন

(৮) ফরাসী দেশীয় রমণীগণ তাড়িত নির্ম্মিত এক প্রকার অলঙ্কার ব্যবহার করেন। উক্ত শ্রেণীর লোকদিগের মধ্যে এই ব্যবহার প্রচলিত আছে। এই অলঙ্কার অন্ধকারে মধ্যে উজ্জ্বল দেখায়। আলোকে দেখা যায় না।

কামান, বন্দুক, গোলা, সমরের সাজ
কে পারে তোমার সম প্রস্তুত করিতে ?
ইংলণ্ডীয় শিল্পীগণ সদা পায় লাজ
তোমার সুতের তরী আরোহে ভবিতে।

২১

ভূগোল, খগোল, কিম্বা সাহিত্য, বিজ্ঞান
সর্ব্বশাস্ত্র সর্ব্বদা তোমার অনুগত,
তোমার তনয় রাখে সকল বিজ্ঞান,
ইন্দ্র-শচী ‘ফরাসীর রাজ্য’ সর্ব্বমত।

২২

এ সকল প্রকৃত সুখের প্রকাশক
তবে কেন হেন ? যেন শোক উপস্থিত
পুরাতন, জ্বালিল কে শোকের পাবক
হৃদয়ে তোমার, একি ভাব বিপরীত।

২৩

বরাঙ্গনে ! বল মোরে প্রকাশ করিয়া
এমন অবস্থা কেন হইল তোমার,
শোক ভাব মন হতে দেও বিদূরিয়া
হাস্য মুখী হয়ে দেখা দেও একবার।

২৪

—০—

ফ্রান্স।

মধুরভাষিণি ! আমি কি কব তোমায়
যেরূপ দুর্দ্দশা মম। হায় রে কপাল !
মার্জ্জারের মূত্রে পড়ি অপবিত্র কায়,
লাজে অধোমুখী আচ্ছাদিছে দুঃখ জাল।

২৫

ক্রোধে উপজিয়া উষ্ণ শোণিতনয়নে
অগ্নির কণার মত বর্ষে পূর্ব্বমুখে,
পতি-শোক নবীভূত হইয়াছে মনে
কাটিছে আমার বুক অনিবার্য্য দুখে।

২৬

সখি ! পুন অশ্রুমুছি নয়ন রঞ্জিয়
অভাগিনী, জিনা, (১) সাথে পারিছিতে নারে
তাঁহারি বনিতা আমি যাহার অসীম
পরাক্রম চিরদিন বিদিত সংসারে।

২৭

দেবর তনয় (২) রাজ্য করি এত কাল
অশেষ প্রকারে মোরে আদর করিয়া
উদ্ধত হইল, শীঘ্র পূর্ণ হোলো কাল !
সিডানে (৩) অযশ দোষে আত্মসমর্পিয়া।

২৮

পাইল আমাকে প্রুস স্বজন বর্জ্জিত
শুন লো স্বজনি ! লয়ে চতুরঙ্গ দলে
রাক্ষসীরূপেতে হেথা হোলো উপনীত
রম্য হর্ম্ম্য, উপবন সব গেল দলে।

২৯

প্রিয়তম প্রিয় মম মুরতিমোহন
নির্ম্মিত আছিল যাহা নগরেহ
কামান নির্ম্মাযে সবে করি সমাপন,
ভাসিছে তনয়গণ শোকের সাগরে।

৩০

হায় রে কোথায় রম্য হর্ম্ম্য মনোহর
পেরিস (৪) ‘পেরিস (৫)’ হোলো কি করি উপায়
বেল বার্ত্তাবহ দুখে কাঁদিছে অন্তর
কোথা বীর সুতগণ হায় হায় হায়।

৩১

প্রাণ নাথ। প্রিয়তম ! হৃদয় রতন।
তোমার বিহনে হোলো এদশা আমার।
অনাথা পাইয়া মোরে করে বিড়ম্বন।

(১) এই যুদ্ধক্ষেত্রে নেপোলিয়নে নিকট প্রুসীয় সম্রাট অত্যন্ত অবমানিত হন।

(২) তৃতীয় নেপোলিয়ন।

(৩) বর্ত্তমান যুদ্ধে এই স্থানে নেপোলিয়ন বিস-মার্কের হস্তে আত্ম সমর্পণ করেন।

(৪) রাজধানী পারিস।

(৫) ইংরাজী শব্দার্থ ধ্বংশ হওয়া।

আর ত সহেনা প্রাণে প্রুস অত্যাচার।

৩২

তোমার ভ্রাতৃজ নাথ!·তোমার ভ্রাতৃজ
(১) উঘিল হেলমসোতে করে অবস্থান।
ভুলিলা কি পত্নী আর পরাক্রম নিজ।
কি ভাবিয়া সহিতেছ এত অপমান?

৩৩

তোমার পারিস—যাহা পৃথিবী প্রধান
করিতে চাহিয়াছিলা—কি করিলা তার?
একবার তার প্রতি কর প্রণিধান
কতকাল সহিব নীচের অত্যাচার।

৩৪

সামান্য স্পেইন রাজ্য বিষয় লইয়া
এরূপ দুর্দ্দশা মোর, তোমার অধীন,
এখন কোথায় নাথ আছ লুকাইয়া।
তোমা এড়াইয়া প্রুস হইল স্বাধীন॥

৩৫

রুসিয়া যাহাকে তুমি অসভ্য বলিয়া
ঘৃণিতে, জিনিতে সেও করে অপমান।
প্রুসিয়াও যাইতেছে আমাকে দলিয়া,
হায় রে রুসিয়া আসি লয়ে যা রে প্রাণ।

৩৬

আমেরিকা যাহারে করিছি উপকার,
সখী প্রতিবাসী সহ কলহ করিয়া,
সে এখন আসি কিবা করিল আমার
সন্তোষে বিবাদ দেখে নয়ন ভরিয়া।

৩৭

যে সৌধে বসিয়া তুমি ধর্ম্মরাজরূপে
বিচার করিতে, কিম্বা গণিত কর্ষণ,
নিক্ষেপে প্রুসিয়া তারে চূর্ণ করি কূপে
অহরহ করি অরি গোলার বর্ষণ।

৩৮

যে পথে চলিতে তুমি ' ট্রামম্বার ' (১) বেশে
সে পথ কণ্টকাবৃত ফেটে যায় বুক!
যে মেজ সাজায়েছিলে এবে দেখ এসে
অশ্রুপাত করে দেখে যুবক ভাবুক।

৩৯

ট্রচুকে (২) ভরসা করি ছিনু এতকাল,
হায় রে বিধাতা একি আগুনে আগুন'
কাতর অচল বুঝি আমার কপাল
কোন দোষে বিধি মোরে হইলা বিগুন।

৪০

কোথা বীর পুত্রগণ। উঠ একবার
রাক্ষসের গ্রাসে মুক্ত কর জননীরে,
বিসমার্ক (৩) বীর্য্য বিষ প্রাণে সয় কার?
দুরাকাঙ্ক্ষী ভাসাইবে সাগরের নীরে।

৪১

সকলে করিতে দর্প ' ফ্রান্সই পারিস,
পারিসই ফ্রান্স ' এবে কি দশা তাহার।
জর্ম্মন সৈন্যেতে থাকে ঘেরি অহর্নিশ
স্বর্ণ-বেদী আরোহী শিবার-অত্যাচার!

৪২

অন্ন বিনে প্রাণ যায় করি হাহাকার,
দ্রাক্ষাপূর্ণ স্বর্ণভূমি শস্যে সুশোভিত
শোষিল প্রুসিয়া করি রাক্ষস আচার
এত দুঃখ মোর প্রতি হয় কি বিহিত।

৪৩

পৃথিবী ঈশ্বর মিলি বিরুদ্ধ আচরি
সারিল আমার, দেশ জলেতে প্লাবিত
একেত সমরানল জ্বালাইল অরি,
তাহাতে দুর্ভিক্ষ আসি হোল উপস্থিত।

৪৪

হায় রে মনেতে দুঃখ থাকিয়া থাকিয়া

(৩) এই স্থানে তৃতীয় নেপোলিয়ান প্রুসিয় হস্তে অবস্থান করিয়াছেন।

(১) ইংরাজী শব্দ জয়ী সেনাপতি।
(২) সাধারণ তন্ত্রের প্রথম সভাপতি।
(৩) প্রুসিয়ার রাজমন্ত্রী।

উঠিয়া বিকল করে মানস শরীর।
ভাবি ভাবি একবারে দগ্ধ হয় হিয়া
বীরভূমি একবারে হইল নির্ব্বীর।

৪৫

লইবে প্রুসিয়া মম ছেদন করিয়া
এক অঙ্গ (১) সে বেদনা কেমনে সহিব ?
নারিবে কেহই মোরে রাখিতে ধরিয়া
প্রাণ ত্যজিবার তরে অনলে পশিব।

৪৬

বিশ্বাস ঘাতকী বলি রোণী (২) যেই দিনে
ওয়াটর লুরক্ষেত্রে না হোলো সহায়,
তদবধি অভাগিনী হয়েছি শ্রীহীনে,
নাথ মোরে ছেড়ে গেল হায় হায় হায় !

৪৭

বঙ্গভূমি শান্তমতি সতত সুস্থিরা,
আমার দুঃখেতে দুঃখী ইংলণ্ডও বটে,
কাহার শুনির কথা সতত অধীরা
স্বাভাবিক বুদ্ধি বৃত্তি নাই মম ঘটে।

৪৮

যা থাকে কপালে মোর অবশ্য ঘটিবে,
না হব প্রুসিয়া-দাসী নিশ্চয় নিশ্চয়,
এ হেন কলঙ্কে প্রাণ দেহে কি রহিবে ?
অধীনা অপেক্ষা মৃত্যু প্রিয়তর হয়।

৪৯

প্রিয় সখি বঙ্গভূমি, হও লো বিদায়,
আজিকার মত আমি আছি গো বিবশা,

(১) সন্ধির নিয়মানুসারে ফ্রান্সের দুইটী প্রদেশ প্রুসিয়া দিগের হস্তে পতিত হওয়ার প্রস্তাব হয়।

(২) নেপোলীয়ানের একজন সৈন্যাধ্যক্ষ। ইনি ভারতবর্ষে বন্দীভাবে ছিলেন। নেপোলীয়ানের অটল অনুগ্রহে প্রথমতঃ সৈনাপত্য পরে সুইডেনের রাজত্ব প্রাপ্ত হন। কিন্তু পরিশেষে নেপোলীয়নের অবাধ্য হন এবং ওয়াটর লুতে যুদ্ধ হওয়ার সময় সাহায্য করেন না।

করিবে কাহিনী মম দুখিনী তোমায়,
শুনে আর কাজ নাই অভাগী দুর্দ্দশা।

ঢাকা। } বশম্বদ
২৭ ফাল্গুন } শ্রীব্রজনাথ বিশ্বাস।

মানব চরিত্রের বৈচিত্র।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

অই দেখ যতিবর সৌম্যমূর্ত্তি ধরি,
কাল ক্ষেপ করিছেন, পর্য্যটন করি।
বিষয়ে যে জ্ঞান করি বিষের সমান,
ধরণীর সর্ব্বসুখ করি হেয় জ্ঞান,
সর্ব্বত্যাগী হয়ে, ঘুরে ফিরে সর্ব্ব ঠাঁই।
বোধ হয় মনোমধ্যে ভাবনাই নাই।
অই দেখ বহির্ব্বাস পরিধান গায়,
বক্তিমবরণে দেখ, কিবা শোভা পায়।
দণ্ড আর কমণ্ডলু লয়েছেন হাতে,
অই দেখ ভ্রমিছেন উঠিয়া প্রভাতে।
নারায়ণ নারায়ণ সততই মুখে,
কতই আছেন যেন মানসিক সুখে।
উপবীত ত্যাগ করি, হয়ে ভগবান,
আপনাকে জ্ঞান করি ঈশ্বর সমা
অহং পূর্ণ অহং পূর্ণ করি উচ্চার
ভ্রমময় সমুদয় করিয়া যোষণ,
মুগ্ধ মানবের মন করি বিমোহন,
করিছেন সকলের অর্চ্চনা গ্রহণ।
হায় রে মানব তব এত অহঙ্কার।
বিবেক কি করে নাই হৃদি অধিকার ?
অথবা তোমার চিন্তা করেছে পাগল,
নতুবা করিয়া সাধ কে খায় গরল ?
যাঁহা হতে পাইয়াছ চারু কলেবর,
যাঁহা হতে দেখিতেছ এই চরাচর,
যিনি করেছেন দেহে আত্মার স্থাপন
যিনি করেছেন নানা বৃত্তি নিয়োজন।

যাঁহার কৃপায় তুমি, হয়ে শ্রেষ্ঠজীব,
উপভোগ করিতেছ নানামত শিব,
সুখসেব্য দ্রব্য, যিনি দিয়েছেন কত
যাঁর দয়াব্রতে তুমি সুখী অবিরত,
শ্রবণ দিলেন যিনি শুনিতে সুস্বর,
নয়ন দিলেন যিনি দেখিতে সুন্দর,
নাসিকা দিলেন যিনি, আঘ্রাণ কারণ
বাক্ শক্তি করিবারে তাঁহারে স্তবন।
বিধান করিয়া যিনি নানাবিধ সুখ।
তিরোহিত করেছেন মানসিক দুঃখ।
সেই দয়াময়ে, তুমি করি হেয় জ্ঞান,
আপনি হইতে চাও ঈশ্বর সমান।
মূঢ়জীব! একবার করহ বিচার,
বল দেখি কি ক্ষমতা আছে হে তোমার?
কোথা পরম পিতা সর্ব্বশক্তিমান,
কোথায় দুর্ব্বল তুমি কীটের সমান।
তিনি বিভু ত্রিকালজ্ঞ অবগত সব।
মুহূর্ত্তে কি হবে তাহা অগোচর তব।
তিনি ঈশ দয়াময় দয়ার সাগর,
তুমি অতি হীন জীব নিঠুর পামর।
কোথা তিনি সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বস্থানে বাস
সামান্য সঙ্কীর্ণ স্থানে তোমার আবাস।
কোথা তিনি সমুদায় বিশ্বের ঈশ্বর,
কোথা তুমি প্রজা তাঁর তাহে সুপামর।
পঙ্গু হয়ে চাও তুমি পর্ব্বত লঙ্ঘিতে?
বামন হইয়া চাও চন্দ্রমা স্পর্শিতে?
তোমার এ উচ্চ আশা, সামান্যত নয়।
দৈত্য হবে সুধা পানে ইচ্ছা তব হয়?
দূরে থাক কার্য্য করা তাঁহার মতন,
অসাধ্য বুঝিতে তাঁর আশ্চর্য্য রচন
আহার অভাবে পাছে কর হাহাকার
ধরণী হইল তাই শস্যের ভাণ্ডার।
ঘোর পিপাসায় পাছে হারাও জীবন
সৃজিত হয়েছে তাই শীতল জীবন।

পবন তোমার তরে দিতেছে বাতাস।
তপন তোমারে তাপ দেয় বার মাস।
শশধর, স্নিগ্ধকর করে বরষণ,
পরিতৃপ্ত করিবারে তোমার জীবন।
দেখহ প্রকৃতি সতী দাসীর মতন,
যোগাইছে তব মন সদা সর্ব্বক্ষণ।
মাঝে২ করে নর আশ্চর্য্য ব্যাপার।
তাই বুঝি মনে২ কর অহঙ্কার?
জল আর অনলের সহায়তা লয়ে,
সাজাইছে বাষ্প যান পুলকিত হয়ে
গ্যাসের সাহায্যে নরে সুপ্রসন্ন মনে,
উড়াইছে বেলুনেরে অত্যুচ্চ গগনে।
বিদ্যুতের সহায়তা করিয়া গ্রহণ,
বার্ত্তাবহ যোগে বার্ত্তা করিছে প্রেরণ।
এই সব কাণ্ড দেখে ভাবিছ কি মনে।
প্রভেদ তোমার নাই পরমেশ সনে?
কে করিল অনল ও অনিল সৃজন?
কার বলে বিদ্যুতের ক্ষমতা এমন?
কে করিল, তব মনে বুদ্ধি নিয়োজন।
হতেছে যাহার বলে অসাধ্য সাধন?
যা কিছু করিছ তুমি ওহে মূঢ় নর!
সকলের মূল সেই জগৎ ঈশ্বর।
ধরায় করিছ তুমি, বীজের বপন।
তাহাতে প্রকাণ্ড বৃক্ষ হতেছে সৃজন।
উত্তাপ করিছে দান, তাঁহার তপন।
তাঁর মেঘ করিতেছে বারি বরিষণ।
প্রসূতী হইয়া তাঁর ধরিত্রী কুমারী
বর্দ্ধন করিছে বৃক্ষ, হয়ে আজ্ঞাকারী।
হইতেছে নর আর নারীর মিলন,
তাহাতে ঘটিছে কিবা আশ্চর্য্য ঘটন।
হতেছে শোণিত শুক্রে সংযোগ এমন
হতেছে গর্ভের মধ্যে শরীর গঠন।
মূঢ় জীব! তার মধ্যে জীবের সঞ্চার,
বুঝিতে কি পার এই আশ্চর্য্য ব্যাপার?

বল কে জঠর মধ্যে যোগায় আহার ?
বল কেবা রক্ষা করে শরীর তাহার ?
তিমির আচ্ছন্ন, সেই কারাগৃহ প্রায়,
কেমনে কোমল বপু তথা বৃদ্ধি পায় ?
সে গৃহে, সম্পূর্ণ কাল ক্রোড়ে অবস্থান,
কে তাহারে এ অনুজ্ঞা করয়ে প্রদান—
"ঊর্দ্ধ জীব আর কত যাতনা সহিবে ?
তোমায় ধরণী ধামে যাইতে হইবে।"
কার আজ্ঞা শুনে জীব হইয়া তৎপর,
ভূমে পড়ে, ভেদ করি মাতৃকলেবর ?
যে দিকে যুগলআঁখি করিবে বিস্তার,
সেই দিকে নিরখিবে বিচিত্র ব্যাপার।
কার আজ্ঞা শিরে ধরি গ্রহ তারাগণ,
সুনিয়মে ভ্রমিতেছে বিস্তীর্ণ গগন ?
তাহাদেরে অতিশয় ক্ষুদ্র জ্ঞান হয়,
দীপমালা শোভে বুঝি হেন মনে লয়।
কিন্তু সে সকল এই পৃথিবীর মত,
আছে তথা নদ নদী গিরি গুহা কত।
হয়ত বিবিধ জীব তথায় বিহরে,
বল দেখি, এসকল নির্ণয় কে করে ?
বৃহৎ বৃহৎ এই পৃথিবীনিচয়,
কার বলে, আকাশেতে স্থির হয়ে রয় ?
কিছু মাত্র অবলম্ব তাহাদের নাই,
কিরূপে রয়েছে শূন্যে তোমারে সুধাই ?
অধিক কি কব আর ওরে মূঢ়মন !
আপনার দেহ পেনে দৃষ্টিপাত কর।
কেমন কৌশল সব ভিতরে নিহিত,
কেমন কৌশলে কার্য্য হতেছে বিহিত।
নিয়মে আহার তুমি করিছ যখন,
পরিপাক হইতেছে অমনি তখন।
এদিকে হতেছে তব ক্ষুধা নিবারণ,
ওদিকে হতেছে তব শরীর বর্দ্ধন।
সার যাহা হইতেছে শরীরে সংযোগ,
অবশিষ্ট মলরূপে হতেছে বিয়োগ।
নিশ্বাসে করিছ ত্যাগ দূষিত বাতাস,
লইছ বিশুদ্ধ বায়ু করিয়া প্রশ্বাস।
শোণিতের নির্ম্মলতা করিতে সাধন,
হতেছে শরীর মধ্যে তাহা সঞ্চালন।
নিয়মে করিছে কার্য্য ইন্দ্রিয় সকল।
অন্তরের মধ্যে দেখ আশ্চর্য্য কৌশল।
কেমন আগ্রহ সহ মনোবৃত্তিচয়,
স্বীয়২ কার্য্যে সবে নিয়োজিত রয়।
প্রতি দেহে, এইরূপ কার্য্য চমৎকার,
অহরহ অনুভব হতেছে তোমার।
স্থির ভাবে যদি ইহা ভাবহ কেবল,
আপনি আপন ভাবে, হইবে পাগল।
বুঝিতে যাঁহার কার্য্য অক্ষম সবাই,
যাঁর ভাব হৃদে ধরে, সাধ্য কারো নাই।
যতিবর ! তুমি নহ সামান্য অজ্ঞান,
আপনারে জ্ঞান কর তাঁহার সমান ॥
মুনি ঋষি আদি করি মহাজনগণ,
ভারতবর্ষের যাঁরা ছিলেন ভূষণ।
শাস্ত্র আলোচন আর বিভুর স্মরণ,
ইহা ছিল যাঁহাদের তপস্যা সাধন,
তাঁদেরও হেন ভাব হয়নি উদয়।
জীবে শিবে সমভাব সম্ভব কি হয় ?
ক্ষুধার উদ্রেক হলে ওহে যতিবর !
যখন তোমার হয় ব্যাকুল অন্তর,
তখন লঘুত্ব তব হয় না কি জ্ঞান ?
তখনো কি অহঙ্কার থাকে বিদ্যমান ?
দ্বারে দ্বারে ভ্রম তুমি আহার কারণ,
পরিধেয় বস্ত্র হেতু ব্যগ্র বিলক্ষণ।
পীড়ায় আতুর হোলে হও হতজ্ঞান,
ক্ষমতা না থাকে তব করিতে উত্থান।
আপনার অসারতা আছ অবগত,
তবে কেন এ প্রয়াস পাগলের মত ?
ঈশ্বরের তুল্য কর আপনারে জ্ঞান,
এদিকে পামর নাই তোমার সমান।

মনে কর কি কারণ ত্যজেছিলে দেশ,
কেনই বা ধরে ছিলে ভ্রামকের বেশ ?
বৈরাগ্য আশ্রয় তব কিসের কারণ,
এখন কি তাহা আর হয় না স্মরণ ?
লাজের মাথায় হানি ভয়ানক বাজ,
হয়ত করিয়াছিলে দারুণ কুকাজ ।
হয়ত হরিয়াছিলে, কুলের কামিনী,
হয়ত রাগের চোটে, বধে ছিলে প্রাণী ।
প্রাণ ভয়ে, মান ভয়ে পলাইয়া তাই,
ধরিয়া দণ্ডীর ভেক, ভ্রম ঠাঁই২ ।
আছে বট, কেহ২ ধার্ম্মিক প্রবর,
কিন্তু দেখি ভ্রমে পূর্ণ, সবার অন্তর ।
জীব আর শিব কভু, না হয় সমান,
বিশ্বের প্রকাণ্ড কাণ্ড নহে কভু ভাণ ।
ধরার সকল লোক, যাহা সত্য কয়,
প্রত্যক্ষ সবার যাহা, সুগোচর হয় ।
কেমনে তোমার বাক্যে করি মিথ্যা জ্ঞান,
কেমনে তোমার বাক্য করি সপ্রমাণ ?
মিথ্যা বলে যদি সব করহ গণন,
তুমি তবে সত্য জীব নহ কদাচন ।
মিথ্যা তব জড়দেহ ইন্দ্রিয় নিচয়,
কাজেই অলীক তব বাক্য সমুদয় ।
যতিবর ! নিবেদন করি গো চরণে,
মনেরে নিযুক্ত কর, বিভু আরাধনে ।
করেছ কুকার্য্য অতি, ত্যজিয়া সংসার,
সেই হেতু অনুতাপ বিহিত তোমার ।
কত কার্য্য অসম্পন্ন রয়েছে এখন,
কর দেখি একবার মনেতে স্মরণ ।
ঋণশোধ হয় নাই মাতা ও পিতার,
সাধ পূর্ণ হয় নাই প্রিয় বনিতার !
হয় নাই সন্তানের লালন পালন ;
হয় নাই, তাহাদের উন্নতি সাধন ।
হয়ত আহার বিনা করি হাহাকার,
ভ্রমিছে ভিক্ষার হেতু তারা দ্বার দ্বার ।
সমাজের প্রতি আছে কর্ত্তব্য তোমার,
উচিত করিতে তব পর উপকার ।
পরমেশ প্রতি প্রীতি, কর্ত্তব্যসাধন,
ধর্ম্মের এই দুই প্রকৃত লক্ষণ ।
উপেক্ষা করিয়া তাহা ওহে যতিবর ।
যথা তথা ভ্রমিতেছ পূরিয়া উদর ।
সাধিতে যদ্যপি চাও ইষ্ট আপনার,
দণ্ড আর কমণ্ডলু কর পরিহার ।
পুনরায় সংসারেতে করিয়া প্রবেশ,
কর্ত্তব্য সাধন কর, স্মরি পরমেশ ।
তা যদি করিতে নাহি হও অগ্রসর,
মন হতে, অভিমান তবে ত্যাগ কর ।
আপনারে সৃষ্ট জীব করিয়া স্বীকার,
বিভুর শরণাগত হও একবার ।
নিশ্চিন্ত হইয়া, কর ধর্ম্ম আলোচন,
পরমেশ ধ্যানে রও মগ্ন অনুক্ষণ ।
আপনি হইয়া অতি সুধীর সুজন,
সাধারণে জ্ঞান বাক্য করাও শ্রবণ ।
হও সকলের কাছে, আদর্শের স্থল ।
তা হলে সাধিবে তুমি, প্রকৃত মঙ্গল ॥

(ক্রমশঃ প্রকাশ্য ।)

মোগল সবাই ।

নূতন পুস্তক এবং পত্রিকা ।

কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি, বারাণসী বাসী শ্রীযুক্ত বাবু হরিশ্চন্দ্র কর্ত্তৃক হিন্দি ভাষায় অনুবাদিত “ বিদ্যাসুন্দর ” নাটক এবং ভারতপরিদর্শন নামক পত্রের ১ম সংখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছি । আগামীতে আলোচ্য ।

IMPERIAL LIBRARY